রহস্য-প্রতিভা।

 প্রথম কল্পনা।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র প্রণীত।



দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা, পটলডাঙ্গা, প্রেসীডেন্সী কালেজের উত্তর ৩৬
ভাবনীচরন দত্তের গলিতে “ প্রতিভা কার্য্যালয় ” প্রাপ্ত

সূচীপত্র।

বিষয়		
দা সুন্দরী	...	...
ঙ্গ মোহিনী	...	...
ন কারখানা	...	...
ন্দ্রমোহন	...	...
াড়া চোকে আগুণ নাগুক্	...	...
ক্ষমী—মূর্ত্তিমরী—অনঙ্গ	...	...
নলা	...	...
বর্ণ—লতিকা	...	...
াবুর কল্পনা	...	...
কৌশল	...	...
দ্রর অবস্থা ও অবতার বাবুর মনের কথা		...
কথা	...	...
হাসে—কেউ কাঁদে	...	...
অপেক্ষা প্রিয়তম কি?	...	...
া বিজলী	...	...
র বাবুর কল্পনা	...	...
শর বীজ	...	...
সৌদামিনী	...	...
াম বাবু	...	...
কথা	...	...
মূর্ত্তি	...	...
াম বাবুর অভিলাষ	...	...
ের মেযে—সৌদামিনী	...	...
লাপে গন্ধ নাই কেন?	...	...
বিরহে সূর্য্যমুখী	...	...
ঘাবৃত মিহির	...	...
কারচ্যুতা মাধবীলতা	...	...
সমাগম। দত্ত বাটী	...	...
কুমারী ও তাহার কল্পনা	...	...
াবুর লুকোচুরি	...	...
ত অগ্নি	...	...
ধীর ী কল্পনা—মরীচিকা	...	...
দল	...	...

চিত্রের তালিকা।

	কোন পৃ
ার নাম	
ার বাবু	১৫
কুমারী	২৩
রন্দ্র বাবু	৩১
াদা	
বিমলা	১
সুরেন্দ্র বাবু	১২৭
ছোট পিসির অবস্থা	১৫৯
াম বাবু	১৭৮
জ্জু সুরেন্দ্র	১
মোহিনী ও সুরেন্দ্র	
মোহিনী ও সরলতা	১
র বাবুর অন্দরস্থ উদ্যান	২
ার আলিঙ্গন	৩
অম্বিকাকালীর খুন দৃশ্য	

ভ্রম সংশোধন।

ষ্ঠায়—"সভয়ে দ্বার"——হইতে—"প্রবেশ করিল" অবধি অশুদ্ধ আছে, তাহা——"আমি সভয়ে দ্বার খুলিলাম, দ্বার খুলিয়া এক ারে দাড়াইলাম, গুপ্তব্যক্তি দ্বার ঠেলিল, খিল খোলা ছিল, আ গৃহে অগ্রে প্রবেশ করিল।" হইবে।

পৃষ্ঠার শেষ পংক্তিতে—"আমি" না হইয়া "—" ...

উপহারপত্র।

কুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃ

দেব বাহাদু

শ্রীকর কম

মহাত্মন্!

আমি কি আপনার সর্ব্বোচ্চ পদবীতে মু এই পুস্তক—আমার যত্নের নিধি—আপনার করকমলে সাদরে সমর্পণ করিতেছি—না—ক লোক বলিয়া আপনার অনুগ্রহ পাইব আমোদার্থে—সমর্পণ করিতেছি!!—কিন্ত আপনি যে বঙ্গসংসারে একটী সুমহৎ ... ... “গুপ্ত কথা” রোপণ করিয়াছেন, তাহ ফলে এ বঙ্গ সংসারের অনেক উপকার দে তাহাতেই বিমুগ্ধ হইয়া আর একটী কল্প আমার “রহস্য প্রতিভাকে” সাদরে, পবিত্রভ নার শ্রীকর কমলে সমর্পণ করিলাম; আশা নার কীর্ত্তি দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া চন্দ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হউক।

শ্রীউ

আমার নিবেদন।

লোকে বলে সময় যায—আবার আসে, আমি বলি সময় যায়ওনা আসেওনা সময় কোথা যাবে আবার কেনই বা আসিবে, সময়ঃ—এই ব্রহ্মাণ্ডের একটী চিত্র স্বরূপ হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল, অতল বিতল তলাতল রসাতল ব্যাপী হইয়া ভীম অঙ্কনে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছেন,—তাঁহার চিত্রে কোথাও চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, ধূমকেতু প্রভৃতি মহা মহা গ্রহগণ বিচিত্রিত আছে: কোথাও অনিল, কোথাও অনল, কোথাও সলিল প্রভৃতি চিত্রিত আছেঃ প্রকৃতী বাজীকর—সে ছায়া বাজী দেখাতে বড় পটু।। সে আপনার হস্তে এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের জীব, জানোয়ার, গাছ, পাতা, লতা, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যাবতীয় মায়া মণ্ডিত জিনিষ প্রস্তুত কবিয়া ঈশ্বরের নিকট বাজী দেখাইতেছে এবং নির্ম্মিত বস্তুগণকে মায়ায় আচ্ছন্ন কবিয়া সেই—সময়ের ত্রিলোকব্যাপী মূর্ত্তিকে ছায়াবাজীতে পরিণত করিয়া সকলকে মোহিত করিতেছে, যেমন ছায়াবাজীকরেরা ছায়াবাজী দেখাইবার [illegible]য় আলোকের গুণে নানা প্রকার বাজী দেখাইয়া লোকের মন ভুলায় ও চিত্রের পরিবর্ত্তন দেখায়, যথার্থতঃ চিত্রের পরিবর্ত্তন হয় না—তাহার অংশের পরিবর্ত্তন [illegible]ত্র একটু একটু করিয়া সমস্ত দেখাইয়া নানা অদ্ভুত [illegible], তদ্রূপ প্রকৃ[illegible] অপরিবর্ত্তনশীল সময়ের চিত্রকে লইয়া যাবতীয় [illegible] সামগ্রীকে ছায়া[illegible]ইতেছেঃ—এই—উষা এই প্রভাত—এই অরুণোদয়—এই মধ্যাহ্ন—এই অপ[illegible]ই সন্ধ্যা—এই চন্দ্রের উদয়—এই গভীর নিশা—এই পুনরায় উষা—প্রভাত—সকলি তাহা কেবল ছায়াবাজী।। আর কিছুই নয়;—আমিও সেই সময়ের ছায়া-মোহিত হইয়া মহা আনন্দের সহিত আজ আমার মনের উচ্ছ্বাসে ৩০০০ [illegible] বঙ্গ বন্ধু গণের সহিত আমোদ করিতে করিতে প্রথম কল্পনার শেষ করি[illegible]াল হইল কি মন্দ হইল, তাহা জানি না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি [illegible]মার হৃদয় স্নিগ্ধকারী ধন—মহাবস্তু।। মনের উচ্ছ্বাস

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

রহস্য—প্রতিভা।

অবতরণিকা।

যেমন অনন্ত সমুদ্রের সীমা নাই, তদ্রূপ এই বিপুল সংসারেরও সীমা নাই। নক্রচক্র-সঙ্কুল মহাসমুদ্র যেমন ক্ষণে ক্ষণে প্রবল বায়ুপ্রভাবে বিতাড়িত হইয়া উত্তাল তরঙ্গাকুলিত হওতঃ তীরে প্রতিঘাত হয়, তদ্রূপ প্রতি ক্ষণে, পলে, প্রতি অনুপলে, প্রতি বিপলে, এই প্রকৃতিময়ী সংসারদেবী সেইরূপ মহা মহা বীচিমালায় উদ্বেলিত হইয়া কালের অনন্ত সীমায় ...ত হইতেছেন। কালের প্রবল ক্ষমতা অতুল পরাক্রম... ...পরাস্ত এবং স্বর্গত্রয়ও পরাস্ত হয়। কালের কুটীল গতি কে স্থির ...রে!! সেই কালই স্রষ্টারূপে সমগ্র সংসারের আনন্দময়ী প্রতি...ত করিতেছেন, আবার সেই কালই সময়ক্রমে পাষাণ হৃদয়ে ...য়ী মূর্ত্তিকে নরকময়ী করিতেছেন। আশ্চর্য্য গতি!

...রের দুই পন্থা, পুণ্য ও পাপ; পাপময় পন্থা অতি সরল, কণ্টক...তাহীন, ধূলিহীন, কঙ্করহীন তাহার উভয় পার্শ্বে সারি সারি ...বিরাজিত আছে; তাহাদের নাম মায়া, তাহাদের ফল পুষ্প ...কের অতিশয় মনোরঞ্জনকারী, যখন পথিককুল তাহাদের ...র, তখন বৃক্ষগণ সযত্নে পথিকদিগের সুশ্রূষা করিয়া ফল দেয়, ফল সকল অতি সুন্দর, দেখবামাত্রেই আহার করে, ...। প্রাপ্ত হইয়া দৃষ্টিহীন হওতঃ কালের কুটীলচক্রে পতিত হয়।

ইংরাজী ও আর্য্যভাষা অভ্যাসের আধিক্য দর্শনে অধিককথায় কাশের কোন প্রয়োজন না দেখিয়া ফলে ইহা জানাইতেছি, অতি সরল, পুণ্যের অতি কষ্টদায়ী, পার্শ্বে দেখে কষ্ট

রহস্য—প্রতিভা।

প্রথম কল্পনা।

(তিনকড়ি ভট্টাচার্য্যের পুঁথি।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মাঘ মাস; শীতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব। মাসের ১০ কি ১১ দিবস অতীত হইয়াছে। সোমবার বেলা প্রায় অপরাহ্ন, সূর্য্যদেব হাসিতে হাসিতে পশ্চিম গগণশায়ী হইতে যাইতেছেন, আমি আমার দপ্তরের কার্য্য কর্ম্ম শেষ করিয়া বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে পদ্মর মা ত্বরায় আমার নিকটে আসিয়া বলিল, "ভট্‌চায্যি মশাই! ভট্‌চায্যি মশাই! শীঘ্র আসুন, আপনাকে বড় বাবু ডাক্‌চেন।" আমি তাহার আদেশমতে বড় বাবুর বৈঠকখানায় গেলেম, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদানন্তর সন্নিকটে বসিলাম।

বড় বাবু পূর্ব্বোক্ত দত্তসংসারে, পূর্ব্বতন কর্ত্তাদের মৃত্যুর পর সমগ্র বিষয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন; আর আর ভ্রাতারা তাঁহার মতের অধীনে থাকিতেন, তাঁহারা ছয় ভ্রাতা—জ্যেষ্ঠের নাম হরনাথ বাবু, তাঁহার ছোট গিরিনাথ, তৎকনিষ্ঠ কালিনাথ, তৎকনিষ্ঠ ত্রাণনাথ, তৎকনিষ্ঠ রাধানাথ, তৎকনিষ্ঠ হৃদয়নাথ। কলিকাতার বনিয়াদী বড় মানুষদের ইহা একটি চিরপ্রসিদ্ধ রীতি, যে এক পিতার ঔরসজাত হউক বা না হউক, সমগ্র গৃহস্থেরই নামের দ্বিতীয় শব্দ অনুপ্রাসে আবদ্ধ থাকে, আমাদের দত্তগোষ্ঠীও সেই নিয়মে আবদ্ধ হইয়া সকলের নামের দ্বিতীয় অংশে 'নাথ' যোগ করাইয়াছিলেন, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বড়বাবুর নাম হরনাথ, তিনিই সমস্ত বিষয়ের অধিকারী, তাঁহার বয়স ৩৬ কি ৩৭ হইবে. আকার খর্ব্ব, বর্ণ সুন্দর, মস্তকের

কেশগুলি বড় বড়, তাহাতে আধুনিক ধরণের সিঁতি, গঠনটী দোহারা, দেখিলে বোধ হয় বড় বুদ্ধিমান। তিনি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তর একপার্শ্বে বসিতে বলিলেন। ক্ষণেক আমার প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন; ভাবে বোধ হইল, তিনি আমাকে কিছু বলিবেন, কিন্তু ক্ষণেক অপরদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, আমি সেই অবসরে বৈঠকখানার দরজার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম পদ্মর মা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মুখ মুচ্‌কাইয়া হাসিতেছে; আমার মনে বিস্ময় উপস্থিত হইল, উভয়ের মুখের প্রতি ক্ষণেক চাহিয়া রহিলাম। কিছু পরে বড়বাবু স্থির গম্ভীর স্বরে আমাকে বল্লেন—'তিনকড়ি'! এই শব্দটী, যেন কত কি ভাবিতে ছিলেন, ভাবিতে ভাবিতে এই কয়েকটী বর্ণ উচ্চারণ করিলেন; আমি আর থাকিতে না পারিয়া, সস্পষ্টে জিজ্ঞাসা করিলাম 'বড় বাবু!' বড়বাবু আমার প্রতি চাহিলেন, আমি বলিলাম 'আপনি কেন ডাক্‌চেন? বড়বাবু সাত পাঁচ ভাব্‌তে ভাব্‌তে বল্লেন (হুঁ); আমার আরো কৌতূহল বৃদ্ধি হইল, আমি বলিলাম 'আপনি কি আমাকে কিছু বল্‌বার জন্য ডেকেছিলেন।' তাঁহার উত্তর—'হুঁ বসো'; আমি বসিলাম। বাবু ক্ষণেক পরে আমাকে উল্লেখ না করিয়া দ্বারপার্শ্বস্থিত পদ্মর মাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'পদ্মর মা'!—হাস্‌তে হাস্‌তে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল, বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে জিজ্ঞাসা করি" পদ্মর মা কহিল 'আপনার নিকটে আমার বিবেচনায় আমি যেমন বিশ্বাসী, আর ভট্‌চার্য্যি মশাইও তেমনি।' বড় বাবু এই কথা শ্রবণানন্তর পরমাহ্লাদে 'বটে বটে—' বলিয়া আমার উদ্দেশে বলিলেন 'দেখ তিনু' আমি বলিলাম 'আজ্ঞে'? 'তুমি এক বৎসর আমার সংসারে থাকিয়া বিশেষ প্রীতি ভাজন হইয়াছ,' এই কয়েকটী কথা বড় বাবু বলিলেন। আমার উত্তর 'তাহা আপনাদের অনুগ্রহ।' বড় বাবু আবার ক্ষণেক চুপ করিয়া পরে কটীদেশ হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া আমার হস্তে দিলেন, এবং বলিলেন আমার যাহা অভিপ্রায় তাহা ইহাতে লিখিত আছে, তুমি বিশেষ রূপে পাঠ কর, পরে তোমার যাহা অভিরুচি প্রকাশ কর, আমি কালবিলম্ব করিতে অক্ষম, আমার অতিশয় প্রয়োজন!! আর দেখ তুমি ভিন্ন অপর লোক হইলে আমি এতদূর সাহস বা প্রত্যয় করিতাম না, আরো দেখো বিশেষতঃ

তোমা হইতে আমার যে কখন অহিত সাধিত হইবে তাহা স্বপ্নের অগোচর, অতএব পাঠান্তে আমাকে প্রত্যুত্তর প্রদান কর।

বড়বাবু থামিলেন, পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী কথা আমার নূতন বোধ হইতে লাগিল; যাঁহাকে পূর্ব্বাবধি মান্য করিয়া আসিয়াছি তিনি যে কেন এ ভাবে কথা কহিতেছেন তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, বড়বাবুর সভীত কথা, পদ্মর মার বিষণ্ণ বদন—এই সকলে আমাকে আরো কৌতুহলী করিয়া তুলিল, আমি পত্র খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম, পুনর্ব্বার মনে মনে আবৃত্তি করিলাম, কিন্তু কোন বিষয়ই স্থির করিতে পারিলাম না, ক্ষণেক স্থির থাকিতে দেখিয়া বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "তিনু স্থির চক্ষে কি দেখিতেছ, আমি যাহা লিখিয়াছি তাহার মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়াছ কি? ভরসা করি তোমার ন্যায় বিজ্ঞ এ পত্রের মর্ম্ম ভেদ করিতে কখনই অক্ষম নহে, অতএব স্থির থাকিবার কোন প্রয়োজনই দেখিতেছি না;—বল—পরীক্ষা করিয়া বল—আমি তোমার উত্তরের প্রত্যাশায় রহিয়াছি; বড়বাবুর কথা শ্রবণান্তর ও পত্র পাঠান্তর অতীব বিস্ময়-সাগরে পতিত হইলাম, কিন্তু সাহসে নির্ভর করিয়া বলিলাম 'বড়বাবু মশাই আমার অপরাধ মাপ করিবেন, আমি যদিও লেখা পড়া জানি, তথাপি এ সময়ে এ পত্রের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারিলাম না, ভরসা করি কল্য কিম্বা অদ্য রাত্রে ইহার প্রত্যুত্তর দিতে পারিব, অনুমতি করেন তো শয়ন গৃহে যাইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ক্ষণেক বিবেচনা করি' বড়বাবু একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "তিনু" তোমার আবার সময়ের আবশ্যক, আচ্ছা যেতে পার কিন্তু আমার পক্ষে এক নিমেষ এক বৎসরের ন্যায় বোধ হচ্চে।' তিনি নিস্তব্ধ হইলেন আমি গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলাম, পদ্মর মা আমার পশ্চাদ্ধাবী হইল।

আমাদের কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল সুতরাং চতুর্দ্দিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, আমি শয়নগৃহের দ্বার উদ্ঘাটনান্তর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া যেমন প্রদীপ জ্বালিতে যাইব এমন সময় হঠাৎ কে আমার পৃষ্ঠে হস্তক্ষেপ করিল। আমি চমকাইয়া সসাহসে 'কেও?' বলিয়া উঠিলাম; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, আবার প্রদীপ জ্বালিবার উপক্রম করিতে গেলাম, পূর্ব্ববৎ পৃষ্ঠে হস্ত স্পৃষ্ট হইল, আমি বিস্মিত হইলাম,

অন্ধকারে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না বটে—কিন্তু হস্তস্পর্শনে স্ত্রী হস্ত পরিধৃত অলঙ্কারের স্নিগ্ধতা যেন আমার শরীরে স্পর্শিত হইল। আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম 'কে তুমি? আমাকে প্রদীপ জ্বালিতে দাও, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।' উত্তর আমাকে চিনিবে, কিন্তু যে প্রয়োজনে আমিঃ—' এই কয়েকটী কথা উচ্চারিত না হইতে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, স্বরে বোধ হইল স্ত্রীলোক, যুবতী, স্বর লজ্জাযুক্ত। আমার প্রশ্ন এই যে 'আমি চিনিলাম না আপনি কে পরিচয় দিন।' উত্তর 'রাজকুমারী, আর—!' পুনর্ব্বার কামিনী নিস্তব্ধা হইল, আমি বিস্মিত হইলাম।

দত্ত গোষ্ঠীর আধুনিক কর্ত্তাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ছয় ভ্রাতার ছয় স্ত্রী জীবিতা ছিলেন, প্রথমার নাম শৈলেশ্বরী, দ্বিতীয়ার নাম চন্দ্রমোহিনী, তৃতীয়ার নাম রাজকুমারী, চতুর্থ বিরাজকুমারী, পঞ্চম রাজলক্ষ্মী, ও ষষ্ঠ হেমলতা। আমার বিস্ময়ের কয়েকটী কারণ জন্মিল, প্রথমতঃ তৃতীয় কর্ত্তা কালীবাবুর স্ত্রী 'রাজকুমারী,' দ্বিতীয়তঃ তাহাকে আমি চিরকাল মান্য করি, তিনি জননী স্বরূপা, একাকিনী আমার নিকট আসিবার কারণ কি? তৃতীয়তঃ পূর্ব্বে আমার সম্মুখে তিনি সম্পষ্ট কথা কহিতেন, এক্ষণে জড়তা প্রকাশ পাইতেছে কেন? আমাকে এই প্রকার ভাবিতে দেখিয়া বৌ ঠাক্রুণ বল্লেন, 'তিন—কড়ি!' আমি বল্লেম 'আজ্ঞা করুন' প্রশ্ন 'দেখ তিনু তোমায় আমি অত্যন্ত ভালবাসি তা তুমি জান, আমার ভালবাসা তোমাতে আমি কখন প্রতিফলিত করিতে পারি নাই, তাহার কারণ, আমি জানিতাম না যে তুমি আমায় ভাল বাস কি না। তুমি ভাল বাস কি না! তাহা জানিবার কারণ আমি তোমার নিকট আসিয়াছি; প্রদীপ জ্বালিতে নিরস্ত হও! আর আমার কথার প্রত্যুত্তর দাও।' যুবতী নিস্তব্ধ হইলেন, আমি স্তম্ভিত হইলাম, আমাকে অবাক্ দেখিয়া যুবতী পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন। 'দেখ তিনু! আমার অন্তঃকরণ অতি কোমল, তোমার কষ্ট আমার সহ্য হয় না, তুমি যদ্যপি আমার সম্মতিতে সম্মতি প্রদান কর, আমি তোমাকে সুখী করিব, আমি স্ত্রীলোক, এই রাত্রিকালে তোমার নিকট প্রতিশ্রুত হইতেছি যে, আমার সম্মতি মতে কার্য্য করিলে তোমাকে সুখী করিবই করিব। আরো শোন! যদি তুমি আমাকে এই সময়ে ভাল

বাসার পরিচয় না দাও তবে—' এই কয়েকটী কথা বলিতে বলিতে যুবতী নিস্তব্ধ হইলেন। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, সম্পষ্টে বলিলাম 'আপনার কি আজ্ঞা, চিরকাল আপনাদের অন্নে প্রতিপালিত, আর আজ আপনার কথা অগ্রাহ্য করিব, ইহা আমি স্বপ্নেও কখন অন্তঃকরণে স্থান দিই না। আর ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা, যেন এ সংসারে থাকিয়া আমার সে ভাব মনে উদয় না হয়। ঠাকুরুণ! আমার মনে মর্ম্মান্তিক দুঃখের উদয় হইল।' আমার কথা শেষ না হইতেই বৌঠাকুরুণ বলিলেন, 'তিনু তুমি আমার কথায় দুঃখিত হইলে, আমি এমন কোন কথা বলি নাই; যাহাতে তোমার দুঃখের উদয় হয়, আমার জিজ্ঞাসা এই যে, যদি তুমি মন্দ না ভাব তাহা হইলে আমি বলি,' আমার উত্তর ঠাকরুণ আমি সম্মত আছি, আর বিলম্ব করিবেন না প্রকাশ করুন, এই আলোকহীন গৃহে অধিকক্ষণ আপনার সহিত একত্রে থাকা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিতেছি না।' আমার এ কথা শ্রবনান্তর বৌঠাকরুণ ত্বরায় এক খানি পত্রিকা কটীদেশ হইতে বাহির করিয়া আমার হস্তে দিয়া দ্রুতগতি প্রস্থান করিতে করিতে বলিলেন, 'পুনরায় অবসর মতে আসিব।' আমি পত্র খানি হস্তে লইয়া বিস্মিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম, পরে মনে ভয়ানক কৌতূহলের উদ্দীপন হইল, আলোক জ্বালাইলাম, বড়বাবুর পত্রিকা ও সেজো বৌঠাকুরুণের পত্রিকা হস্তে লইলাম। প্রথম খানা বড়বাবুর—আমি সেই খানি অগ্রে পাঠ করা বিবেচনা সিদ্ধ বলিয়া ভাবিলাম, প্রদীপের সম্মুখে পাঠ করিতে বসিলাম; তাহার লেখা এই :—

"তিনকড়ি!

তোমাকে বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু না বলিলেও নয়, প্রথমে মনে করিয়া ছিলাম বলিব না, কিন্তু আর চাপিতে পারিলাম না, সেই কারণে প্রকাশ করিতেছি, তুমি বিশ্বাসযোগ্য লোক, তোমাকে যদি বিশ্বাস না করি, তবে আর কাহাকে করিব। যাহা হউক কর্ত্তব্য এই আমি লোক পরম্পরায় শুনিলাম, শুনিলাম কেন, দেখিলাম সেজো বধু শ্রীমতী রাজকুমারীর চরিত্র বিষয়ক কোন দোষ তোমার চক্ষে পতিত হইয়াছে; সে দোষ বড় সামান্য নয়,



অবতার বাবু।

"গৃহস্থের গৃহিণী কুচরিত্রা হওয়া অপেক্ষা সংসারে আর কি দোষ সংস্পর্শ হইতে পারে, আমার অনুরোধ এই যে তুমি সে দোষ আমার নিকট স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবে, কারণ তাহার সংশোধনে আমি যথেষ্ট চেষ্টা করিব,"

আমার বোধ হয় যাহা দেখিয়াছ, ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা যেন তোমার চক্ষের ভ্রম হয়। মনের কথা তোমাকে বলিলাম, কখন যেন প্রকাশ না হয়,—সাবধান!!!

শ্রীহরনাথ দত্ত।

পত্র পাঠ করিলাম, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। দ্বিতীয় পত্র উদ্ঘাটন করিলাম, তাহাতে লেখা এই——

"তিনু!

আমি মেয়ে মানুষ, তোমাকে কি বলিয়া লিখিতে হয়, তাহা জানি না; তবে ভাল বাসি, এই কারণে কয়েক ছত্র লিখিতে সাহসী হইয়াছি। তুমি যদি আমাকে যথার্থ ভাল বাস, তাহা হইলে আমার অনুরোধ কখনই বিস্মৃত হইবে না। ফল কথা এই;—বোধ হয়, বড় বাবু মহাশয়কে কল্য সন্ধ্যার পর আমার সহিত কথোপকথন করিতে দেখিয়াছিলে; এবং লোক পরম্পরায় শুনিলাম, তাহাতে তুমি সন্দিগ্ধ হইয়াছ! তোমাকে অনুরোধ করি, তুমি সে সন্দেহ মন হইতে দূর কর; ভাশুর মহাশয় আমার নিকটে বড় দিদির কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়া, নানা প্রকার স্নেহ সম্ভাষণ করিতেছিলেন, তাহার কারন, ছেলে বেলা অবধি আমার সহিত তাঁহার কথোপকথন চলিত। এখন আর আমি ছেলে মানুষ নই, ভাশুর আমারও আর পূর্ব্বের মতন নন, এখন লোকে দেখলে কিম্বা শুন্‌লে নিন্দা কোরবে, অতএব যাহাতে তোমার সন্দেহ ভঞ্জন হয়, তাহা এক সময়ে করিব---জানিও;——

শ্রীমতী রাজকুমারী দাসী।"

পত্রের শেষ ছত্রটীর পাঠ শেষ হইতে না হইতে হঠাৎ একটী স্ত্রী—কণ্ঠ-সুলভ স্বরে উচ্চারিত বাক্য আমার কর্ণ গোচর হইল, চাহিয়া দেখিলাম, সুহাসিনী 'পদ্মর মা!'. আমি তাহাকে দেখিতে না দেখিতে সে আমার হাত ধরিল, দক্ষিণ হস্তে আমার হাত ধরিয়া, বাম হস্তে আমার চিবুক ধরিল, আমি আশ্চর্য্য হইলাম; পদ্মর মা হাসিল, সে হাসি আমার ভাল লাগিল না। সস্পষ্টে বলিল, 'রসিক—মোহন!. আর কত দিন

ধ'রবে মাছ না ছোঁবে পানি? আমি তোমার ভালোর জন্যে তোমার নামে বড় বাবুকে বলেছিলেম, তা তুমি বুঝতে পাল্লে না? এই তুমি নানা শাস্ত্র পাঠ কোরে ছিলে? হায়! হায়!' আমি ব'ল্লেম, আজ তোমাদের এ সব কি রকম কারখানা, কিছুই তো বুঝতে পাচ্চি না, 'হ'য়েচে কি বল দেখি?' 'চতুর! আর কি হবে,—বড় বাবু বড় নাকাল হ'য়েছে,—সেজো—বৌ বড় বাবুকে নাকের জলে চোকের জলে কোরবেন; এখন চল, তোমাকে বড় বাবু ডাকচেন!' আমার উত্তর—'আমি কিছু বুঝতে পাচ্চি না, আমাকে বুঝিয়ে দাও।' পদ্মর মা কহিল, 'তুমি বুঝবে কোথা থেকে, কাল সন্ধ্যার পর যখন তুমি বাটীর ভিতরে গিয়াছিলে, তখন বড় বাবু ভ্রম ক্রমে সেজো বৌ ঠাক্রুণের ঘরে ঠাণ্ডা হ'তে গিয়াছিলেন। সেজো-বৌ যো পেয়েছেন, তোমাকে স্বাক্ষী কোরে একটী তুমুল কাণ্ড কোরবেন।' আমি শুনে আশ্চর্য্য হোলেম, বড় বাবু এক জন মহা জ্ঞানী লোক, তাঁহার এরূপ কাজ!! যাহা হউক, অগত্যা পদ্মর মার কথায় সম্মত হোয়ে পদ্মর মাকে বোল্লেম, তা আমাকে কি কোত্তে হবে? পদ্মর মা বলিল, 'তোমাকে উভয় দিক বজায় রেখে কথা কোইতে হবে—সেজো বোয়ের অনেক দিনের অভীষ্ট আজ সফল হবে, তোমারও দু-পয়সা আমারও দু-পয়সা।' আমার মর্ম্মোচ্ছেদ হইলে, স্ত্রীলোকের বুদ্ধিকে ধন্যবাদ দিলেম। অগত্যা বড় বাবুর বৈঠকখানায় যাইতে হইল, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদ্মর-মা চলিল।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর; পুরজন সকল কেহ ঘুমাইয়াছে, কেহ ঘুমাইতে যাইবে বলিয়া উদ্যোগ করিতেছে, গম্ভীরা মূর্ত্তিমতী রজনী, দত্ত-গৃহে বিরাজমানা। আমরা উভয়ে যাইতেছি, আমরা এত রাত্রে নিঃশব্দে যাইতেছি বলিয়া অন্য স্থান হইলে লোকে সন্দেহ করিত কি না বলিতে পারি না, কিন্তু এ বাটীতে এরূপ কার্য্য চির প্রসিদ্ধ নিয়মের মধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছে।

অর্দ্ধেক পথ যাইতে না যাইতে আমার শরীর চমকাইয়া উঠিল, যেন একটী মানব মূর্ত্তি আমার সম্মুখ দিয়া গমন করিল, শীতকাল, গাত্রে আবরণ থাকা প্রযুক্ত কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, পদ্মর মাকে বলিলাম, সে আমাকে সেই খানে দাঁড়াইতে বলিয়া ক্ষণেক ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল,

কাহাকেও দেখিতে পাইল না। আবার আমরা চলিলাম, নির্ব্বিঘ্নে ত্রিতলের উপরিভাগে বড় বাবুর বৈঠখানার সম্মুখে পহুঁছাইয়া আলোক দেখিতে পাইলাম। পদ্মর মা বলিল, "তুমি এই স্থানে দাঁড়াও, আমি বড় বাবুকে জানিয়ে আসি।" পদ্মর মা চলিয়া গেলে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া আছি, বড়বাবুর বৈঠকখানায় বহু লোকের জটলা হয়েছে, উচ্চৈঃস্বরে কয়েকটী কথা হইতেছিল বলিয়া শোনা যাইল; সে কয়েকটী কথা এই—"বলি অ—বাবু—তুমি—সেই সামান্য একটা মে—মানুষকে বশীভূত যদি কোত্তে পাল্লে না তবে আর কিসের ক্ষমতা? আমিহ—হ—হ—হ—হলে—অ—ম মন দশটা—মেয়ে মানুষকে এক চক্ষের—ই—ধা—ধারেতে বশীভূত কোত্তে পাত্তেম; হ্যা দেখ যদি বৌ-ঝির বাচ বিচার কোরে আমাকে চোলতে হোত্তো, তা হলে এত বড় গোষ্টীর কর্ত্তা কি আমি হয়ে থাকৃতে পাত্তেম—হা—হা—হা! উত্তর;—সে—যে—মে—মেয়ে মানুষ, বড় বুদ্ধিমতী, আমি তার নিকট কিছু দিন শিক্ষা কল্লে কোত্তে পারি 'আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী! দেখ ভাই তোমরা পাঁচজনে আমার উপায়টা কোরে দেও।' এই কয়েকটী কথা শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই আর এক জনের কণ্ঠস্বর—শ্রুতি গোচর হইল, সে সমস্ত কথাই হাসির স্রোতে গড়াইয়া দিল, কেবল মাঝে মাঝে (বাঁড়ুয্যে) মশাই—আপনা—বড় ভাজ, ত-ত-তা—না কি!' এইরূপ কথা চলিতেছে, এমন সময়ে পদ্মর মা ত্বরায় আমার নিকটে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল "তুমি এখন যেও না, এখন তাঁর কাছে মহা গোল, ও বাড়ীর বাঁড়ুয্যে মশাই তবে ভটচাযি্য মশাই এসেছেন।" কতক্ষণ আমরা দাড়িয়ে আছি, এমন সময়ে বড় বাবু উচ্চৈঃস্বরে পদ্মর মাকে ডাকৃলেন, পদ্মর মা গেল, পদ্মর মাকে দিয়ে আমায় ডাকিয়ে পাঠাইলেন, আমি গেলেম। বড় বাবু সভাস্থ একটী বাবুকে উদ্দেশ করে বোল্লেন, "অবতার বাবু! এঁর নাম তিনকড়ি অতি উত্তম খাতার হিসাব জানে, তোমার পক্ষে বড় উপকারী হইবে, তুমি এঁকে এক একবার নিয়ে যেয়ো, তাহা হইলে তোমার খাতা দোরস্ত হয়ে যাবে। বড় বাবুর মুখে আমার পরিচয় পাইয়া, অবতার বাবু আমাকে বোল্লেন, "বাবাজী! তোমাকে আমার একটী উপকার কোত্তে হবে, তা কাল আমার বাড়ীতে তোমার নেমন্তন্ন রইলো।" আমি তাঁহার কথায় সম্মত

হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। অবতার বাবু বড় বাবুকে বোলে ভট-চায্যি মশাইয়ের সহিত প্রস্থান করিলেন। অবতার বাবু দেখ্‌তে এক রকমের, কথার ভাবে বোধ হোলো, তিনি কোন দুষ্ক্রিয়াসক্ত লোক। মাথায় কোঁকড়া চুল, বর্ণ সুন্দর, ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, গঠন খর্ব্ব, ভয়ানক দুষ্ট লোক বলিয়া বোধ হয়। আমি বসিয়া আছি, এমন সময়ে বড় বাবু বল্লেন, 'তিনু! তোমায় আমি বড় ভাল বাসি। এখন বল দেখি পত্রপাঠে কি জান্‌তে পাল্লে? আমার অনুরোধ তোমাকে রক্ষা কোত্তে হবে! আমি বিস্মিত হইলাম। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিলাম, "বড় বাবু! আমি পত্রের মর্ম্ম তো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন কাণ্ডটা কি?" বড়বাবু আমার কাছে সরে এসে কাণে কাণে গুটীকতক কথা বলিলেন; কথা কটী শুনে আমি শিহরিয়া উঠ্‌লেম; প্রাণ হু—হু কোত্তে লাগ্‌লো ক্ষণেক সামলাইয়া বলিলাম, "মহাশয়! আপনার মস্তকে হস্ত দিয়া দিব্য করিতেছি, আমা হইতে ও কাজ হবে না, আর কাল আপনি তথায় ছিলেন কি না ছিলেন, তাও আমি জানি না, আমাকে বৃথা আশঙ্কা করিতেছেন।" এই কয়েকটী কথা বলিতে না বলিতে স্থির গম্ভীর স্বরে 'তিনকড়ি' বলিয়া যেন আমাকে ডাকিল, আমি চমকাইয়া উঠিলাম, উত্তর দিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু উত্তর দিতে পারিলাম না; বড় বাবুর কথায় আমি অবাক্ হইয়াছিলাম, আবার সেই স্বর যেন প্রতিধ্বনিত হোলো, 'তিনকড়ি!' এবারে আমি উত্তর দিলেম, একটী মোহনীয়া স্ত্রীমূর্ত্তি আমার সম্মুখে প্রকাশিত হইল।

তাঁহার আলুলায়িত কেশদাম, ধনুকের ন্যায় ভ্রূ-যুগল, তাম্বুল-রঞ্জিত বদন, অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় কপাল, বর্ণ সুন্দর, একখানি কালাপেড়ে কাপড় পরিধৃতা, গম্ভীর মূর্ত্তি, দেখিবা মাত্র চিনিতে পারিলাম;—বুদ্ধিমতী রাজকুমারী। রাজকুমারীর বর্ণের প্রভাতেই হোক্ বা চক্ষের প্রভাতেই হোক্, বড় বাবু অধোবদনে উপবেশন করিয়া রহিলেন; আমিও সেজো বৌ ঠাক্‌রুণের মুখের দিকে অবাক্‌চিত্তে স্থিরচক্ষে চাহিয়া রহিলাম। রাজকুমারী বৈঠকখানার এদিক ওদিক চাহিয়া আমাদের উভয়ের প্রতি একবার তীব্র কটাক্ষ করিলেন, পরক্ষণেই পশ্চাদ্ভাগে একখানি কৌচ দেখিতে পাইয়া তদুপরি গণ্ডদেশে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক বসিলেন। আমি স্থির

বড়বাবু স্থির, আলোক স্তিমিত, রাত্রি গম্ভীর, ভয়ানক সময়; কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইলে, রাজকুমারী একটু মুচকাইয়া হাসিলেন; সে হাসির ভাব আমি তখন বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু তার পর যত বার ভাবিয়াছি, ততবারই মনে করিয়াছি, সে হাসিতে যেন আকাশের সৌদামিনী ও পৃথিবীর কুহক একত্রে মিশ্রিত হইয়াছিল। রাজকুমারী কিছু পরে আমার উদ্দেশে বলিলেন,—'তিনু! তোমায় আমি কি বলিয়াছিলাম, আচ্ছা, আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি, কিন্তু এও জেনো, আমি যদি তোমার বাদী হই, তা হলে বড় বাবু অপেক্ষা আরো যদি কোন গুরুলোক এ সংসারে থাকেন, তাঁহারো কোন ক্ষমতা নাই, যে তোমাকে রক্ষা করেন,' রাজকুমারী নিস্তব্ধা হইলেন, আমি বসিয়া রহিলাম, কিয়ৎক্ষণ পরে যুবতী বড় বাবুর প্রতি একটী তীব্র কটাক্ষ নিঃক্ষেপ করিলেন, সে কটাক্ষে আমার বোধে সমস্ত সংসার ভস্মীভূত হয়; তথাপি তাহাতে অগ্নি নাই, তাহা হইলে সমস্ত সংসার দগ্ধ হইত! বড়বাবু একটু লজ্জায় নতকণ্ঠে কি বলিবেন মনে করিলেন, কিন্তু যুবতীর প্রতি চাহিয়া আবার মনোভাব প্রকাশে নিরস্ত হইলেন। যুবতী এই ভাব দর্শনে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি বড় বাবুর প্রতি দর্শাইয়া বলিলেন, "নির্ব্বোধ প্রেমিক! প্রেম কাকে বলে জান?" বড়বাবু ও আমি চমকাইয়া উঠিলাম। পুনরায় যুবতী আরম্ভ করিলেন, "যদি না জানো, তবে এ কাজ করা তোমার ভাল হয় নাই! আমি তোমার কে, তুমি আমার কে, সেটী অগ্রে স্থির কর, আমার হৃদয়ে আমি বিষের—বিষের আগুন জ্বালাইলাম, সোণার স্বামী-রত্নে জলাঞ্জলি দিলাম,—আমার প্রেমের পরিচয় বোধ হয় আর তোমাকে দিতে হবে না, আমি আজীবন পাপ-পঙ্কে ডুবলেম, এ সংসার আমার ভয়ের স্থান হলো, আরো আমার পরিচয় কি দোবো, নির্ব্বোধ কামুক! আমার হৃদয় দেখাবার হোলে আমি দেখাতেম, কিন্তু—" যুবতী গম্ভীরভাব ধারণ করিল, কিন্তু শেষ কয়েকটী কথা বলিতে২ তাহার চক্ষে জল আসিল, বড়বাবু থাক্‌তে পাল্লেন না; আমার হাত ধোরে বৈঠকখানার বাহির হইলেন, রাজকুমারী বৈঠকখানায় রহিলেন। আমরা বাহিরে আসিলে, বলিলেন 'আচ্ছা পরে যা হয় দেখ্‌তে পাবে!'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শারদা মোহিনী।

মধ্যাহ্ন সূর্য্য আকাশে বিরাজিত; আমি আমার শয়নাগারে উপবেশন করিয়া আছি, আমার সম্মুখে এক জন বৃদ্ধ সরকার রামায়ণ পাঠ করিতেছে; আমি একাগ্রচিত্তে তাহাই শুনিতেছি। এমন সময়ে এক জন দ্বারাবান আমার সম্মুখে আসিয়া নমস্কার পূর্ব্বক একখানি পত্র দিল। আমি পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম, যে বিগত রাত্রে বড় বাবুর বৈঠকখানায় অবতার বাবু আমাকে তাঁহারই বাটীতে যা[illegible] কোন একটী কার্য্য সমাধা করিতে অনুরোধ করেন, এই পত্রে আমাকে সেই জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। পত্রখানি বড় বাবুর শিরোনামে আসিয়াছিল, বড় বাবু আবার পত্রে আমাকে তাঁহার বাটীতে যাইতে আদেশ করিয়াছেন, আমি অনন্যমতি হইয়া দ্বারবানের সঙ্গে অবতার বাবুর বাটী গেলেম। অবতার বাবু বৈঠকখানায় বোসেছিলেন, আমি তথায় যাইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম, তিনি আমাকে উপযুক্ত স্থানে বসাইয়া বলিলেন, “বাবু! তুমি এসেচো ভাল হোয়েচে, আমি তোমার চরিত্রের মহিমায় অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি। বাপু! তোমাকে আমার একটী মহৎ কার্য্য সাধন কোত্তে হবে; সে কারণে প্রায় দুই তিন দিন আমার বাটীতে থাকতে হবে, তোমার কোন ভাবনা নাই, রাজার হালে থাকুবে, ভাবনা কি?” আমি তাঁহার সৎ-বিবেচনায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার বাটীতে থাকিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলাম। তিনি আমাকে একটী ক্ষুদ্র কুঠারী দেখাইয়া বলিলেন, “এই ঘরে তুমি

থাকো, আমি চোল্লেম। তোমার খাওয়া দাওয়ার উজ্জুগ কোরে দিতে বলিগে।" অবতার বাবু প্রস্থান করিলেন, আমি গৃহে প্রবেশ কোরে দেখ্‌লেম, গৃহটী মধ্যমভাবে সাজানো, এক ধারে একটী ক্ষুদ্র আবদ্ধ দরজা আছে, জানালা প্রভৃতি কিছুই নাই। আমি গায়ে লেপ মুড়ি দিয়ে তক্তার উপর বোস্‌লেম, প্রায় সন্ধ্যা হোয়ে আসে, এমন সময়ে অবতার বাবু একটী চাকর সঙ্গে কোরে জলখাবার খেতে অনুরোধ কোল্লেন, আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা কোল্লেম। প্রায় রাত্রি এক প্রহর অতীত হইল, এক জন ব্রাহ্মণ ভাত আনিয়া আমাকে আহার করিতে বলিল, আমি আহার করিলাম, আহারান্তে শয়ন করিলাম।

নিশাদেবী স্থির প্রকৃতিতে মধ্যম ভাগে অবতীর্ণা হইলেন, কলিকাতা নিস্তব্ধ, চতুর্দ্দিক ছম্‌ছম্ করিতেছে, আমার নিদ্রা আসিল না; নূতন জায়গায় নিদ্রা আকর্ষণে কষ্ট হইল, কুয়াশায় চতুর্দ্দিক ঢাকিয়াছিল। চতুর্দ্দিক অন্ধকার, গৃহও অন্ধকার। কত কি ভাবিতেছি, একবার ভাবিতেছি, অবতার বাবু বড় ভদ্রলোক, আমি সামান্য লোক, আমাকেও কত যত্ন কোচ্চেন, আবার ভাবচি, বড়বাবু আজ আবার কি কোচ্চেন, রাজকুমারীও সামান্য মেয়ে মানুষ নয়! আবার কত কি ভাবচি,—ভাবতে ভাবতে মনে কেমন একটা ভয়ের সঞ্চার হইল, হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, এমন সময়ে পার্শ্বের কুঠারী হইতে পরিত্রাহি চীৎকারে কে যেন 'মাগো! তুমি কোথায়!' এই কয়েকটী কথা উচ্চারণ করিল। আমি চমকাইয়া উঠিলাম, হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল, কিসের শব্দ জানিবার কারণে স্থির কর্ণে রহিলাম, আবার ঐরূপে—'মাগো! তুমি কোথায়, প্রাণ যায়!' এই কয়েকটী কথা উচ্চারিত হইল। আমি আরো ভয়-বিস্ময়ে আকুলিত হইলাম, হৃদয় অধিকতররূপে কম্পিত হইতে লাগিল, পুনরায় স্থির হইয়া রহিলাম, একটী ভয়ানকরূপে পতিত হইবার শব্দ পাইলাম। আমার মনে আরো ভয়ের সঞ্চার হইল; লেপটী বেশ কোরে গায়ে দিয়ে চুপ কোরে শয়ন করিয়া রহিলাম। ক্ষণেক আছি, এমন সময়ে আবার পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীরস্বরে——'প্রাণ যে জ্বলে গেল!—জ—ল,—জল——' বলিয়া আর একটী চীৎকারধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। আমি আর

স্থির থাকিতে পারিলাম না, অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম; শয্যা হইতে মনের ভয় বেগ দূর করিয়া গাত্রোত্থান করিলাম, অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দেয়ালে হাত দিয়া দাঁড়াইলাম, মস্তক ঘুরিতে লাগিল, চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিতে লাগিলাম। পার্শ্ববর্ত্তী ঘর হইতে আবার ঐ রূপ স্বরে বলিল, "মাগো! আর যে যাতনা সহ্য হয় না!" আমি তখন জানিতে পারিলাম, যে সে স্বর কোন স্ত্রীকণ্ঠ-নিঃসৃত; ইচ্ছা হইল, তাহার কষ্টের কারণ জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু সাহস হইল না। স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি, এমন সময়ে সেই গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; ভাবে বোধ হইল, কে যেন মৃদু মৃদু কথা কহিতেছে, যে স্ত্রীলোক আর্ত্তনাদ করিতেছিল, সে প্রথমে সভীতচিত্তে 'কেও' বলিয়া উঠিল, গৃহপ্রবেশকারী পুরুষ কি স্ত্রী কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, মন আরো কৌতুহলে আপ্লুত হইল, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম; পুনরায় কে যেন বলিল "এ হস্তে কি দেখিতে পাচ্চিস্! আমি তোর যম; এখনো বল? আমার কথায় সম্মত হবি কি না? আমার প্রাণ কোমল নয়, আমি তোমায় নষ্ট কর্‌বো জন্যে যদি প্রাণও যায়, তাহাও স্বীকার করিব, তথাপি ক্ষান্ত হইব না। বড় বৌ চুপ্ কোর্‌লি যে, হয় আমার কথায় সম্মত হয়ে একখানা কাগজে সই কর, নচেৎ তোর জীবনের উপর হস্ত প্রদান করিব, আমার নাম "অবতার!" আমি কাজেও যদি অবতারতা প্রকাশ কোত্তে না পারেম তবে—তবে আমার অবতার নাম বিধাতা কেন দিয়াছিলেন; যদি জীবন চাও, তবে আমার কথায় সম্মত হও; আমার প্রস্তাবিত কাগজে সহি দাও, নচেৎ আর তোমার জীবনের আশা নাই; আমি প্রাণকেও অবহেলে বিসর্জ্জন দিতে পারি, তবু টাকার লোভ পরিত্যাগ কোত্তে পারিনি; তুমি স্ত্রীলোক আমি পুরুষ, তোমাতে আমাতে কত বিভিন্নতা দেখ" বলিয়া পুরুষটী নিস্তব্ধ হইল; যে ভাবে কথা চলিতেছিল, তাহাতে হঠাৎ পুরুষটী কে তাহা স্থির করা যাইল না, কেবল একবার "আমার নাম অবতার" এই কয়েকটী কথা হওয়াতে তাঁহাকে অবতার বাবু বলিয়া জানিলাম। মন হর্ষ-বিস্ময়ে আপ্লুত হইল, একবার মনে করিলাম, আমার শুনিতে ভুল হইয়া থাকিবে. আবার ভাবিলাম গলার স্বরটা কতক কতক তাঁহার গলার



রাজকুমারী।

স্বরের সমান হইতেছে—তবে কেন তাঁহার এরূপ স্বভাব হইবে, স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার ক্রূরমতি ভিন্ন আর কেহ করিতে পারে না। অবতার বাবু এমন সদাশয় লোক——তাঁহার কি এরূপ কু-প্রবৃত্তি! আমার মতে কত কি ভাবের উদয় হইল। কখন আকাশ, কখন মর্ত্ত্য, কখন জগৎ—কত কি ভাবিতেছি, আর পার্শ্ববর্ত্তী ঘরের কথা শুনিবার—কারণ এক একবার স্থির হইতে চেষ্টা করিতেছে।

নিশা তমস্বিনী বেশে বিরাজমানা, এত দূর নিস্তব্ধ যে নিশ্বাস ফেলিবার শব্দও শুনা যাইতেছে। একটা পেঁচক হুস্ হুস্ করিয়া উড়িয়া যাইল, আমি কম্পিত হইলাম, হৃদয়ে একটু ভয়ের সঞ্চার হইল; এমন সময়ে হঠাৎ আবার পার্শ্ববর্ত্তী—ঘরের কথা বার্ত্তা আমার কর্ণে আসিল। স্বরটী স্ত্রীকণ্ঠ নিঃসৃত, স্ত্রীলোকটী বলিল "ঠাকুরপো! তোমার এই কাম। প্রাণ যে যায়।

আর যে থাকৃতে পারিনি? তাই আমি কি সুখে জীবন ধারণ কোচ্ছি? দেখ, এ জন্মের সার রত্ন আমার সর্ব্বস্ব ধন স্বামী-রত্নেতে বিধাতা বিমুখ হলেন, আর আমার কপালে কি সুখ আছে, এই যে এত ধন দৌলত—তাই সমস্ত তোমারই, আমার পেটের একটা নেই, যে তাকে দোবো, আমার—উপর এত পীড়াপিড়ি কেন, আমি আগে তোমাকে দেখে খুসী হ'তেম, এখন তোমাকে দেখে ভয় কচ্চি, আর আমি সহ্য কোত্তে পারিনি।" স্ত্রী লোকটী কাঁদিয়া ফেলিল, ক্রন্দন পূর্ব্বক কহিল, "ঠাকুর-পো! তোমাকে আমি চিরকাল স্নেহ নয়নে দেখ্‌তেম, তার কি পরিণাম এই ঠাকুর-পো! না—না আমার কপালে যে এত দুঃখ, আঃ—।" কামিনী নিস্তব্ধ হইলেন। তৎপরে—রৌদ্রবৎ স্বরে আরম্ভ হইল; "বৌ! লোভ অতি ভয়ানক জিনিস তা জান; এমন যে লঙ্কাধিপতি রাবণ, সেও লোভে আপন জীবনকে আপনি খেয়েচে, তাই বলি—আমার—কথায় সম্মত হ'য়ে, আমার প্রস্তাবিত কথাতে সহি কর! নচেৎ তোমার আজি ও যে হাল আছে, কাল অবধি ইহাপেক্ষা বেহাল করিতে ত্রুটি করিব না, আমার হৃদয় এখন আর কুসুমে গঠিত নয়? এখন ও [illegible] পাষাণময় হইয়াছি, এখনো বল, আমার প্রস্তাবে সম্মত হবে কি না! আমি স্ত্রীলোকের ক্রন্দনে ভুলি না, আমার হৃদয় স্ত্রীলোকের ক্রন্দনে দ্রব হয় না, কাঁদিতেছ কাঁদ, কিন্তু আমি তোমার দুঃখে কাঁদবো না, আমার হৃদয় তো তোমার দুঃখে কাঁদ্‌বে না! এতক্ষণ স্থির ছিলেম, এক্ষণে পীড়নে প্রস্তুত হলেম!" এই কয়েকটী কথা উচ্চারণ করিবার পর পুরুষটী উন্মত্ত—ভাবে একটী বিকট চীৎকার করিয়া স্ত্রীলোকটীর উপর যেন ধাবিত হইল।

এক মুহূর্ত্ত অতীত হইতে না হইতে স্ত্রীলোকটী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল, ভাবে বোধ হইল, যেন পুরুষটী তাহার কেশাকর্ষণ করিয়াছে; আমার হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইল, ইচ্ছা হইল দৌড়াইয়া যাই, কিন্তু সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, ক্রমেই আর্ত্তনাদের বৃদ্ধি হইল, আমার হৃদয়ে করুণার শেল বিদ্ধ হইল, আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সজোরে আমার শয়নাগারের অর্গল উন্মোচন করিয়া বাহিরে আসিলাম। যখন আমি অর্গল উন্মোচন করি, তখন কে যেন পার্শ্বের ঘর হইতে দ্রুত বাহিরে আসিল,

আমি বাহিরে গিয়া দেখি, বারাণ্ডার ধাপের উপরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া একটি ভীমাকার পুরুষ উপবেশন করিল। আমি অন্ধকারে সেই ভীমমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কম্পিত হইলাম এবং বাহিরে আসিয়া ক্রন্দনের উচ্চ শব্দ আর শুনিতে পাইলাম না, মনে করিলাম ঐ গৃহ নির্ম্মাণের কোন কৌশল থাকিবে, তাহাতেই শব্দ সহজে বাহিরে আইসে না।

আমি স্তম্ভিত, স্বপ্ন দেখিয়া বাহিরে আসিলাম, যথার্থই কি পূর্ব্ববৎ ঘটনা পাশের গৃহে হইতেছিল তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, স্বপ্ন কি—না, মন স্থির করিয়া ভাবিতেছি, এমন সময়ে সম্মুখে যে ভীমমূর্ত্তি বারাণ্ডার ধাপে বসিয়াছিল, সে আমাকে ডাকিয়া বলিল, "কেও? তিনকড়ি। তুমি ঘুমোও নি, এত রাত্রে জাগিয়া আছ?" আমি এ রহস্যের ভাব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, ক্ষণেক পৃথিবীকে ঘূর্ণায়মান দেখিলাম, ভীমমূর্ত্তিটী অবতার বাবুর। পরে বলিলাম, "আজ কেমন একটা কুস্বপ্ন দেখ্‌লেম, যেন কোন স্ত্রীলোককে কোন পুরুষ কেশে ধরিয়া মারিতেছে, স্ত্রীলোকটী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, আমার হৃদয়ও সেই চীৎকারে কাঁদিয়া উঠিল, আমি স্ত্রীলোকটীকে রক্ষা করিব বলিয়া নির্ভয়ে এই ঘোর রাত্রে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিয়াছি।" ইচ্ছা হইল অবতার বাবুকে এত রাত্রে এমন ভাবে কেন দেখিতেছি, তাহা জিজ্ঞাসা করি; প্রশ্ন হৃদয়ে উদয় হইল আবার বলিতে জিহ্বা জড়িত হইল! কি করি সাহসে নির্ভর করিয়া জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "অবতার বাবু! আপনি এত রাত্রে এখানে কেন?" আমার কথা শুনে অবতার বাবু একটু হাস্‌লেন, হেসে বোল্লেন, "এখনো বাবু তুমি ছেলে মানুষ, বালক-সুলভ মায়া তোমার হৃদয় হইতে দূরীভূত হয় নাই, যখন তোমার হৃদয় মায়াশূন্য হইবে, তখন জানিবে, যে তুমি পুরুষ নামের যোগ্য, তুমি এত লেখা পড়া শিখিয়াছ, কিন্তু কোন পুস্তকে স্বপ্ন যে যথার্থ, এ কথা কি পড়িয়াছ?"

আমি আশ্চর্য্য হোলেম, পাশের ঘরে অবতার বাবুর কণ্ঠের স্বর শুনিয়া ছিলেম, স্ত্রীলোকের ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া ছিলেন, অবতার বাবু তো বারাণ্ডায় বোসে! স্ত্রী-কণ্ঠধ্বনিই বা কোথায়, কিছুই তো

শুনিতে পাইলাম না, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, হর্ষ-বিস্ময়ে আপ্লুত হইলাম। আমাকে তাঁহার কাছে দাড়াইতে দেখিয়া তিনি কিছু আশ্চর্য্য হইয়া আমাকে বোল্লেন "তুমি কি পাগল হইয়াছ, তোমার এ ঘরে থাকিতে ভয় হইতেছে বটে- আচ্ছা এসো আমার—বসিবার ঘরে তোমাকে রেখে আসিগে।" আমি মনে ভাবিলাম তা বড় মন্দ নয়, স্ত্রীলোকটীর কপালে যা হয় তা-হোক, আমি তো তার দেখ্‌তে আসবো না, এই ভেবে, অবতার বাবুকে সম্মতী—প্রদান কোল্লেম। অবতার বাবু আমার হস্ত ধোরে সেই অন্ধকারে নির্দ্দিষ্ট গৃহে লইয়া গেলেন, আমি পুর্ব্ব বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তাঁহাব আদেশ মতে গৃহে প্রবেশ কোল্লেম। ঘোরান্ধকার চতুর্দ্দিকে বিরাজিত থাকা প্রযুক্ত গৃহস্থ কিছু স্থির করিতে পার্‌লেম না, আন্দাজে বোধ হইল সুকোমল শয্যায়—গৃহের তলদেশ একেবারে আচ্ছন্ন আছে, দক্ষিণ দিকে একটী শয্যা প্রস্তুত ছিল সেই শয্যায়—ভাল কোরে লেপ মুড়ি দিয়ে শয়ন কোল্লেম। কিন্তু পূর্ব্বের কথা কিছুই ভুলিতে পারিলাম না।

——oo——

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনঙ্গ সুন্দরী।

পূর্ব্বের কথা ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা আসিল, কিন্তু নিদ্রা হইল না। কখন ভাবিলাম সমস্তই আমার ভ্রম, আবার কখন ভাবিলাম, আমার ভ্রম নয়। যাহা হউক, নানা বিষয় ভাবিতেছি, এমন সময় সেই ঘরের ঘড়িতে দুইটা বাজিল, চেষ্টা করিয়া চক্ষু মুদিলাম। একটু তন্দ্রা আসিতেছে, এমন সময়ে আমার দক্ষিণ দিক হইতে কে যেন গম্ভীরস্বরে বলিল, 'অনঙ্গ!' আমি চমকাইয়া উঠিলাম, এ আবাব কি বলিয়া ভাবিলাম। আবার সেই স্বরে 'অনঙ্গ তুমি কি আমার?' এই কয়েকটী কথা শুনিতে পাইলাম, মনে আবার বিস্ময় উপস্থিত হইল; চতুর্দ্দিক রহস্যময় মনে করিয়া কেমন একটা আনন্দের উদয় হইল; ক্ষণেক স্থিরকর্ণে রহিলাম। আবার সেইরূপে কে যেন কাতরস্বরে কহিল, "অনঙ্গ! তুমি যদি আমার না হ'লে তবে আমার এ জীবনে প্রয়োজন?" আমার আরো কৌতুহল উদ্দীপ্ত হইল, আমি শয্যা হইতে উঠিলাম, ক্ষণেক স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া কোথা হইতে কথা আসিতেছে, শুনিবার কারণ স্থির হইলাম। ক্ষণেক এই ভাবে আছি, এমন সময়ে পূর্ব্ববৎ কাতরভাবে কে যেন বলিল, "অনঙ্গ! আমার সোণার অনঙ্গ! আমার কি অপরাধ হ'য়েচে, তুমি কি আমার হবে না?—বল, না হোলে এই ছুরি আমার বক্ষে প্রবেশ করিবে!"

শব্দ আমার দক্ষিণ পাশের কুঠারি হইতে আসিতেছিল, আমি কৌতূহলান্তঃকরণে গৃহের দক্ষিণ দিকে গিয়া দেয়ালে হস্তমর্দ্দন করিয়া দেখিলাম, একটী অবরুদ্ধ দরজা আছে, সেই দরজার কাছে দাঁড়াইবা মাত্রেই অপর গৃহের মধ্যস্থ শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল; সেইস্থানে দাঁড়াইলে সমস্ত শ্রুতিগোচর হইবে ভাবিয়া উভয় দরজার মধ্যভাগে স্থির-দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, সেই গৃহের মধ্যে একটী মেজের উপরে বাতি জ্বলিতেছে, গৃহের চতুর্দ্দিক আবদ্ধ গৃহটী উত্তমরূপে সজ্জীভূত, গৃহের

উত্তরপার্শ্বে একখানি বিলাতী কৌচ, তদুপরি কপোললগ্নীকৃতহস্ত একটী স্থির-সৌদামিনীপ্রভ ষোড়শী সুন্দরী উপবিষ্টা। তাঁহার কেশদাম আলুলায়িত, মস্তক অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনে আবৃত, একখানি কালাপেড়ে কাপড় পরিধৃতা, সালঙ্কারা, চক্ষের দৃষ্টি স্থিরভাবে সম্মুখস্থ একটী কামদেব-বিনিন্দিত বিংশতি বর্ষীয় যুবকের উপরি স্থিরপ্রভায় পতিত; উভয়ের কোমল প্রেম-সংলগ্ন কান্তিতে আমার নয়ন ক্ষণেক আকৃষ্ট হ'লো, আমি ক্ষণেক তাহাদের অনুপম রূপরাশি দর্শন করিতে লাগলেম। যুবতী যুবকের প্রতি প্রেমকরুণনয়নে বিষাদিতেভাবে স্থিরদৃষ্টিতে গৃহের আলককে হীনপ্রভ করিয়া স্বীয় প্রভায় প্রভান্বিতা হইয়া উপবিষ্টা, যুবক কাতরভাবে একটী তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া সকরুণদৃষ্টিতে যুবতীর প্রতি প্রেম গদ্গদভাবে চাহিয়া আছে; যুবক কিছু বলিবে বলিয়া সহসা অধর কম্পিত করিল, যুবতী তাহাতে বাধা দিয়া মৃদুভাবে এই কয়েকটী কথা বলিল, "সুরেন্দ্র! তোমার যে মুর্ত্তিকে আমি আর দুই দিবস পূর্ব্বে, হৃদয়ের দেবতা ভাবিয়া অহর্নিশ আতৃপ্ত চক্ষে দেখিব বলিয়া, হৃদয়ে অঙ্কিত করতঃ পূজা করিতাম, আজ তাহা পূজা করিতে কেন ইচ্ছা হয় না তা জানো?" সুরেন্দ্র তাহার কথার প্রত্যুত্তর দিবার কারণ বলিল, "অনঙ্গ সুন্দরী! তুমি আমার হৃদয়ের একমাত্র আশালতা, আমি তোমার নিকটে কি অপরাধে অপরাধী অনঙ্গ! তুমি না আমার?" যুবক নিস্তব্ধ হইল, করুণরসে তাহার হৃদয় কাতর হইয়া উঠিল, চক্ষুদ্বয়ের ক্রোড় প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইল; আর কথা কহিতে পারিল না।

যুবকের এই ভাব দেখিয়া যুবতী পুনরায় আরম্ভ করিল,—"সুরেন্দ্র! আমি আমার হৃদয়ে বিষের বাতি জ্বালাইয়াছি, সে কেবল আমার আপনার নির্ব্বুদ্ধির পরিচয়; তা না হ'লে কে কোথায়, ইচ্ছা পূর্ব্বক সুখের দেহকে বিষের আগুণে পুড়িয়ে মারে? আমি ভেবেছিলেম, তুমি অমৃত, কিন্তু সে ভাব আমার আর নাই।" যুবতী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আঃ! তুমি—তুমি—সুরেন্দ্র—অমৃত নও,—তুমি প্রবল অগ্নিও নও, তুমি কেবল সুকোমল দেহভষ্মকারী কন্দর্প-বিনিন্দিত রূপধারী অগ্নি। আমি অভাগিনী তোমার রূপাগ্নিতে পুড়ে ম—লে—ম!' যুবতীর

কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, সুকোমল কান্তিপূর্ণ চিবুক থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; খঞ্জনগঞ্জিনীর আঁখিযুগলে প্রেমাশ্রুর প্রকাশ হইল। মনোহর দৃশ্য। কিন্তু ভিতরের কথা জানিতে আমার নিতান্ত উৎসুক হইল; এমন কি অধৈর্য্য হইয়া পড়িলাম। ঈশ্বর আমার সহায় হইলেন, যুবক আপনিই প্রকাশ করিল। যুবক কহিল, "অনঙ্গ সুন্দরি! আমি তোমার কাছে অবিশ্বাসী,—অনঙ্গ!—প্রেমময় অনঙ্গ!—তোমার জন্য যখন বিমলাকে চক্ষের অন্তরাল করিতে পারিয়াছি, তখন তুমি আমার পরিচয় কিসে না পাইয়াছ?—অনঙ্গ! আর ও কথা বোলো না, তুমি যদি মাধবী হোতে, আমি তা হোলে সহকার তরু হইয়া তোমাকে আমার শরীরে বেষ্টন করিয়া রাখিতাম, লোকনিন্দাকে ভয় করিতাম না। অনঙ্গ! এ জন্মে আমি তোমার কাছে অবিশ্বাসী হইব না।" কথার ভাবে জানা গেল, যুবতীর নাম অনঙ্গ সুন্দরী, যুবকের নাম সুরেন্দ্রমোহন; যুবক আপনার বক্তৃতা শেষ করিয়া ভূশয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যুবতী যে কৌচে বসিয়াছিল, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিয়া বলিল—অনঙ্গ! আমার হৃদয় দ্বিধা কর' দেখিতে পাইবে, কার প্রতিমূর্ত্তি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত আছে? তুমি আমার! তোমাকে আমার বলিয়া জানি।" যুবতীর অভিমান পরিত্যক্ত হইল, যুবতী হাসিয়া ফেলিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "সুরেন্দ্র! তোমার চক্ষে কেবল যে আমার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত থাক্‌বে, তা কখন হোতে পারে না সুরেন্দ্র বলিল "এ জগতে আবার কার?" অনঙ্গ সুন্দরী কহিল, "কেন ছোটো পিসি-মা তোমাকে অতিশয় স্নেহ করেন, তার চিত্র কোথায় থাক্‌বে?" যুবতী এই কয়েকটী কথা বলিয়া লজ্জিতা হইল, যুবক চমকিত হইয়া উঠিল।

গৃহের পূর্ব্বে যে জানালা ছিল, হঠাৎ বাতাসের জোরে তাহা খুলিয়া গেল। প্রদীপ বাতাসের আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া নির্ব্বাপিত হইল। গৃহ অন্ধকারে আবৃত হইল, এমন সুন্দর চিত্র দর্শনে আমার চক্ষু বিমুখ হইল, আমি বিমুখ হইয়া বিস্মিতান্তঃকরণে শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলাম। অবতার বাবুর রহস্যময় সংসার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, ঘড়িতে তিনটা বাজিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নূতন কারখানা।

যে সময়ে আমি পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের রহস্য দর্শনে বিমুখ হইয়া শয়ন করিয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পরে আমি যে গৃহে শয়ন করিয়াছিলাম, তাহার বাহিরে দুম দুম করিয়া কাহার পদচালনার শব্দ পাইলাম, হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল, কি করি, দরজা আবদ্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তজ্জন্য আরো ভীত হইলাম; পুনরায় পদশব্দ কর্ণগোচর হইল, শব্দটী আমার গৃহেব দ্বারের সম্মুখে স্তব্ধ হইল, বোধ হইল, কে যেন পা টিপিয়া টিপিয়া আগমন পূর্ব্বক দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইল। ক্ষণেক স্থিরমনে আগন্তুকের গতির স্থির করিতেছি, এমন সময়ে কে যেন মৃদুস্বরে অবতার বাবুর নাম ধরিয়া ডাকিল। আমি মনে ভাবিলাম, ইহাতে কোন কথা আছে, এই কারণে নিঃশব্দে শুইয়া রহিলাম। কাহারও শাড়া শব্দ না পাইয়া দ্বারে আস্তে আস্তে শব্দ করিতে লাগিল, দ্বার খোলা ছিল, আঘাত প্রাপ্তে খুলিয়া গেল, আগন্তুক আস্তে আস্তে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া "অ—ব—তার বাবু, অ—ব—তার বাবু" বলিয়া ডাকিল। আমি নিদ্রা যাইতেছি, এই ভাবিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমার গা ঠেলিল, আমার ভয় হইল, আমি নিদ্রিতের ন্যায় অস্পষ্ট উত্তর দিলাম, সে আমার শব্দ শুনিয়া, অবতার বাবুর চেতন হইয়াছে ভাবিয়া এক তাড়া কাগজ আমার হস্তে দিয়া বলিল, "বড় ভয়ানক কারখানা, ফের আমি আসিতেছি, যদি না পারি, কাল সন্ধ্যার সময় আসিবই আসিব। বড় ভয়ানক আর নূতন কারখানা!! সাবধান, এ কাগজপত্র যেন সাবধানে রাখা হয়? আমি চোল্লেম।" কাগজের পুঁটুলিটী আমার হস্তে দিয়া প্রস্থান করিল, সে মনে ভাবিল, আমিই অবতার বাবু! মনে মনে হাসি আর নূতন রহস্যের কথা ভাবি। এই ভাবে শুইয়া থাকিতে



সুরেন্দ্র বাবু।

থাকিতে ছয়টা বাজিল, প্রভাত হইল, কলিকাতার রাজপথের কোলাহল ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আর নিদ্রা আসিবার কোন উপায় নাই দেখিয়া, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম; যেমন গাত্রোত্থান করিয়াছি,

অমনি একজন ভৃত্য কাঁদিতে কাঁদিতে আমার গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কাঁদচ কেন?" সে আরো ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল, "মহাশয়! বাড়ীতে এত গোল হইতেছে, আপনি কি ইহার কোন কারণ জানেন না, সেকি এত গোলেও ঘুমিয়ে ছিলেন?" আমি তাহার কথায় বিস্মিত হইয়া আগ্রহ সহকারে কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে সে বলিল, "আমাদের নতুন জামাই ঘরবসৎ কোত্তে এসেছিল, এই তার প্রথম আসা, যখন সে ঘুমুচ্ছিল, তখন কে তাকে বুকে ছুরি মেরে মেরে ফেলেছে, বাড়ীতে মহা-গোল, আহা! ——" এই সংবাদ প্রদান করিয়া সে ভয়ানক রকমে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মশাই! আমি 'কাচুকে' অনেক যত্নে মানুষ কোরেছিলেম, সে কাচুর দশায় আজ কি হলো, হা পরমেশ্বর! পুলিষের পাহারাওয়ালায় বাড়ির ভিতর ভোরে গেছে গো, কি হবে গো!!" আমি তাহার সংবাদে স্তম্ভিত হ'লেম, অধৈর্য্য হোয়ে বোল্লেম, "সেখানে দেখতে যেতে পাওয়া যায়?" সে বলিল, "মশাই, পাড়া সুদ্ধ লোক সেখানে যেতে পারে, আর আপনি সেখানে যেতে পারবেন না? আসুন, দেখতে যাবেন আসুন।"

আমি আশ্চর্য্যচিত্তে ভৃত্যের সহিত অবতার বাবুর বাটীর অন্দর মহলে গেলেম। প্রথম প্রকোষ্ঠ পার হইয়া দ্বিতলের উপরে একটী সরু ঘর আছে, তাহাতে দিবানিশি অন্ধকার বিরাজিত থাকে, সে ঘর পার হইয়া একটী দক্ষিণমুখী বারাণ্ডার উপরে পতিত হইলাম; তথায় পহুঁছাইয়া মহা গোলোযোগ শ্রুত হইতে লাগিল, ভয়ানক গোল, পাহারাওয়ালারা 'তফাৎ তফাৎ করিতেছে, বাটীর মেয়েরা ভয়ে ত্রিতলের উপরে উঠিয়াছে, আমি এই সকল ভীতিকর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সেইস্থলে উপস্থিত হইলাম। তথায় যাইবামাত্রেই অবতার বাবু আমাকে তাঁহার নিকটে যাইতে বলিলেন, আমি তাঁহার নিকটে যাইলাম, গৃহের মধ্যে ভয়ানক দৃশ্য, পাহারাওয়ালা ও সার্জ্জনে ভরা, এক ধারে একটী সুকোমল কান্তিময়ী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া যুবতী অবগুণ্ঠনে আবৃতা হইয়া উপবিষ্টা আছে, আর এক ধারে ভূশয্যার উপরে কামদেব বিনিন্দিত কান্তিময় বিংশতি বর্ষীয় যুবক শায়িত রহিয়াছে;

বক্ষঃস্থল রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে, রক্ত চাপ বাঁধিয়া বক্ষঃ হইতে উভয় পার্শ্বে গড়াইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; শরীরের বর্ণ নীলিম হইয়াছে; হস্তপদ কঠিনরূপে আকর্ষিত হওয়াতে চিৎ হইয়া শায়িত রহিয়াছে। এই ভয়ানক দৃশ্যে আমার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, আমি অবতার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ ভয়ানক ব্যাপারের কারণ কি?" অবতার বাবু কপালে আঘাত করিয়া বলিল, "আমার মাথা আর মুণ্ডু,—আমার সর্ব্বনাশ হয়েচে, আমার কাদম্বিনীর কপাল—ভেঙ্গেচে!" আমি তাঁহার বিলাপ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না. ভাবে বোধ হইল, উপবিষ্টা যুবতীর নাম 'কাদম্বিনী'।

বাটীস্থ সকলেই ত্রিতলের উপরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে; একটী স্ত্রীলোক অধিকতর চীৎকার পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, "ওগো! আমার কাদুর কি হ'লো গো!—মাগো!" তাঁহার চীৎকারে আমার অবধি হৃদয় কম্পিত হইল। আমি অবতার বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেম, "মহাশয়! মেয়েদের কাঁদ্‌তে বারণ করুণ, বিপদ কার না হয়?" অবতার বাবু আমার কথার প্রত্যুত্তরে বোল্লেন, "মহাশয়! সকলকে থামাইয়াছি, আমাদের মেজো বৌকে কেমন করিয়া থামাইব. তাঁর মেয়ে, সে মেয়ে বই আর কাকেও জানে না, তাঁর মন বোঝে কিসে?" এতক্ষণে বুঝ্‌লেম, অবতার বাবুর ভাইঝি-জামাই হত হয়েছেন, আমাদের কথাবার্ত্তার অবসান হইবার অব্যবহিত পরেই একটী 'তফাৎ তফাৎ' শব্দ হইল। ভিড়ের মধ্যভাগ ফাঁক হইয়া গেল; একজন সাহেববেশধারী বাঙ্গালী বাবু আগুপাছু পাহারাওয়ালা করিয়া প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবামাত্রেই অবতার বাবু বিষণ্ণবদনে তাঁহাকে হাত ধোরে সেই বিভীষিকাময় স্থানে লইয়া গেলেন।

আগন্তুক সাহেব বেশধারী বাবুটী ইন্‌স্পেক্টর সাহেব; আমিও তাঁহাকে সেলাম করিলাম, তিনিও আমাকে প্রতি প্রণাম করিলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষণেক পরেই উপবিষ্টা যুবতী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল; ইন্‌স্পেক্টর সাহেব বলিলেন, "ভয় কি, চুপ কর, তোমার কোন ভয় নাই।" পরে অবতার বাবুর উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! অবতার বাবু! কি প্রকারে এ ঘটনা হোলো; আমাকে

স্পষ্ট করিয়া বলুন।" পাহারওলারা ভিড় সরাইতে লাগিল, যত বেলা হইল ততই পাড়ার মেয়েরা এসে বাড়িতে জমিতে লাগিল; অবতার বাবু আর ইন্‌স্পেক্টর বাবু একটী কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন; বাটী একেবারে গোল মালে পূর্ণ হইয়া উঠিল; অবতার—বাবু বলিলেন "মহাশয়! বলিব কি; এই কামিনী আমার ভাই-ঝি, আমার ভ্রাতা, বিগত বৎসরে মৃত হইলে আমি এই বৎসরের অগ্রাণ মাসে ইহার বিবাহ দি, পরে যিনি হত হইয়াছেন, উনি আমার জামাতা, এই কন্যার স্বামী; জামাইটীকে জোড়ে আনানো হয় নি, বোলো, কাল বৈকালে আনানো হয়, পরে মেয়েরা রীতি অনুযায়িক আদরের সহিত আহারাদি সমাপন করাইবার পরে, আমার মা ঠক্‌রুণএদের উভয়কে এই ঘরে শুইয়ে রাখেন; রাত্রি তখন প্রায় ১০টা রাত্রের কথা কিছুই কেহ জানিতে পারে নাই; নিঃশব্দে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইবার পর আজ প্রাতে আমার ভাই-ঝির ঘুম ভাঙলে, সে একেবারে জামাতাকে হত, আর রক্তের ছড়াছড়ি দেখে সভীত চীৎকারে প্রস্থান পূর্ব্বক আমাদের জ্ঞাপন করে; তার পর পুলিষ প্রভৃতি আসিয়া তাহাকেও এই স্থানে ধরিয়া রাখিয়াছে।" অবতার বাবুর কথা শেষ হইলে, ইন্‌স্পেক্টর—সাহেব বলিলেন "অবতার-বাবু ওসব কি কথা বলিলেন, উহার একটীও আমি বুঝতে পাল্লেম না, আপনার ন্যায়—বুদ্ধিমানের কি এই রূপ উক্তি হইল; আপনার আদরের ভাই-ঝি, আপনার আদরের জামাই, এরা সব ঘুমুলো, আর সেই এক বিছানায়—জামাই খুন হোলো, একজন এসে খুন কোল্লে তার শব্দ আপনার ভাই-ঝিও পেলে না, তার—প্রবেশের—শব্দ—আপনার বাটীর—আর কেউও টের পেলে না-এ-কি-রকম কথা; ঝি—জামাইয়ে এক বিছানা শুয়ে ছিল, জামাইকে—বুকে ছুরি মেরে—মেরে ফেল্লে তাতে সে চীৎকার কোল্লে না, ছট্‌-ফট্‌ কোল্লে না, সে স্থির ভাবে থাকিয়া খুন হোলো, এই-বা কি বকম কথা, আমিতো কিছুরই ভাব বুঝতে পাচ্চি নি। আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন না আমি আপনাদের ভিতরের কথা কি জানিতে ইচ্ছা করি!—এই জামাইয়ের বাপ্‌কে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে কি? আপনি একলা দেখচি, পাড়ার পাঁচ জনকে ডাকুন; নচেৎ কি প্রকারে মীমাংসা

হইবে। অবতার—বাবু চাকরকে ডাকিয়া আমাদের বড় বাবুকে আর ভটচায্যি মশাইকে ডাক্‌তে পাঠালেন, আর ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে বোল্লেন :— "মহাশয়! আমি তিল মাত্র মিথ্যা কহি নাই আর জামাইয়ের পিতাও—এলেন বোলে? অনেক ক্ষণ তাঁর কাছে লোক পাঠিয়েছি, এই কথার শেষ হইতে না হইতে একটী বাবু দরওয়ান সঙ্গে করিয়া প্রবেশ করিলেন; তাঁহার বয়স, ৩০ কি ৪০ হইবে; বর্ণ সুন্দর, গায়ে এক জোড়া অতি মূল্যবান শাল, বক্ষে জামার উপরে ঘড়ি ও তাহার চেন। দেখিলে অতিশয় ভদ্র লোক বলিয়া বোধ হয়। বাবুটী হতাশ ভাবে প্রবেশ কালে হাঁপাইতে হাঁপাইতে "বেয়াই মশাই—বেয়াই মশাই!!" বলিয়া এগিয়ে এলেন, তাঁহার গলার শব্দ পাইয়া, অবতার বাবু তাড়া-তাড়ি গৃহের মধ্য ভাগ হইতে বাহিরে আসিয়া; "কৈ ভাই—কোথা তুমি" হতাশ স্বরে বলিলেন; আগন্তুক বাবু—হত যুবকের—পিতা; সক্রন্দনে অবতার বাবুর হস্ত ধরিয়া বলিল "আমার কি সর্ব্বনাশ হয়েচে ভাই বল?. অবতার বাবু আর থাক্‌তে না পেরে ক্রন্দন পূর্ব্বক বোল্লেন "ভাই! তোমার—মন্মথ তোমাকে ছেড়ে পালিয়েছে। আগন্তুক বাবু—এই কথা শুনিবার মাত্রেই উচ্চৈঃস্বরে—"কৈ? কৈ? আমার মন্মথ কৈ?" বলিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন, তাঁহার ক্রন্দন শব্দ শুনিয়া বাড়ির মেয়েরা উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিল; অবতার বাবু কাঁদিল, কাদম্বিনী—কাঁদিল, অবতার বাবুর বেয়াই কাঁদিল, অবতার বাবুর বাটীর মেয়েরা কাঁদিল, সমগ্র বাটী একেবারে ক্রন্দনময় বলিয়া বোধ হইল, সেই শ্মশানময় দৃশ্যে আমিও না থাকিতে পারিয়া কাঁদিলাম, আমার বোধ হইল, মৃতমানবও সে ক্রন্দনে কাঁদিতে-ছিল, ভয়ানক দৃশ্য। অবতার বাবু তাড়াতড়ি ভূশয্যা হইতে বেয়াইকে ধরিয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন, বলিলেন "কৃষ্ণ-মোহন বাবু!—ওঠো, ওঠো! এমন সর্ব্বনাশ কারো হয় না, ওঠো ভাই!" অবতার বাবুর বেয়াইয়ের নাম কৃষ্ণমোহন বাবু; কৃষ্ণমোহন বাবু উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার পূর্ব্বক "ওরে বাপ্‌রে! মন্মথ—মন্মথ, আমার আর কে আছে-রে, মন্মথ! মন্মথ! হায়! হায়!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইন্‌স্পেক্টর বাবু কোম্পানির চাকর, তিনি এ বিপদ বুঝিবেন কেন? তিনি রাগ কোরে

উঠলেন, বোল্লেন, "অবতার বাবু! আমি আর বিলম্ব কোত্তে পারি না, তবে তোমরা কাঁদ, আর আমি এই লাশ ও কাদম্বিনীকে পুলিষে চালান করি।" অবতার বাবু মহাবিপদে পড়িয়াছেন, পুলিষের কথা অগ্রাহ্য কোত্তে পারেন না। বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া আমাকে বোল্লেন, "বেয়াই মশাইকে বাড়িতে রেখে এসো, পরে যা হয় তা আমি করি।" এমন সময়ে ভট্‌চাযি্য মশাই ও আমাদের হরনাথ বাবু এলেন, এই দৃশ্য দেখে তাঁহাদের চক্ষে জল আসিল, তাঁহারাও রুমালে চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। হরনাথ বাবুর সহিত কৃষ্ণমোহন বাবুর আলাপ ছিল, তিনি কৃষ্ণমোহন বাবুকে প্রবোধ দিবার কারণ নানা প্রকারে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, তিনি কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না, ক্রমেই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। হরনাথ বাবু অনন্য উপায় হইয়া অবতার বাবুর কাছে আমাকে আর ভট্‌চাযি্য মশাইকে রেখে কৃষ্ণমোন বাবুকে ধরাধরি কোরে সুশ্রুষা করিবার কারণ আপনার বাটীতে লইয়া গেলেন। ইনস্পেক্টর বাবু পুনরায় অবতার বাবুকে বোল্লেন, "অবতার বাবু! আমার বেলা অধিক হইতেছে, আমাকে স্পষ্ট এজেহার দিবার কারণ আপনার বাটীস্থ সমস্ত স্ত্রীলোককে এক ঘরে রাখুন, আমি তাহাদের সকলকে একে একে জিজ্ঞাসা করি, পরে যা হয়, তা হবে। আর এক কথা, বাড়ির ভিতরে জিজ্ঞাসা করিবার স্থান নয়, বাহিরের কোন একটী নির্জন স্থানে আনয়ন করুন, আর আপনার যত চাকর বাকর আছে সকলকে আর এক ঘরে রাখুন আমি উভয় গৃহের মধ্যভাগে বসিব, আমার সন্মুখে পুরস্ত্রীগণের সুবিধার কারণ একখানি পর্দা ফেলুন; তাহাতে—থাকিয়া স্ত্রীলোকেরা একে একে সকলেই যাহা বক্তব্য সমস্তই বলিবে। আর বিলম্ব করিবেন না; আর—লাস্ বাহিরে লইয়া আসিবার আবশ্যক হচ্চে!"

ইনস্পেক্টর বাবু এই কয়েকটী—কথা বলিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; অবতার—বাবু আমাকে আর ভট্‌চাযি্য মশাইকে, লাস বাহিরে লইয়া যাইতে এবং বাহিরের চাকর সকলকে এক ঘরে আবদ্ধ রাখিতে বল্লেন; তিনি স্বয়ং পুরস্ত্রীদিগের এক ঘরে রাখিতে

ইন্‌স্পেক্টর বাবু বাহিরে আসিলেন; অবতার—বাবু আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সারিয়া বাহিরে আসিলেন; তাঁহার অবস্থা আন্তরিক হউক বা না হউক বাহিরে যেন ক্ষতস্থানে লবণ প্রদানের ন্যায় দেখাতে লাগিল।

এই সমস্ত ঘটনা শেষ হইতে ১০টা বাজিল—বাটীস্থ সকলেই শোকে অভিভূত—ঠাকুর—দালানেই জবানবন্দী লইবার—স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল; দালানের উপরের বারাণ্ডায় ভটচায্যি মশাই, আর ইন্‌স্পেক্টর বাবু ও আমি রহিলাম। পাহারাওয়ালারা গোলমাল হইবে ভাবিয়া আর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিল না।

ইন্‌স্পেক্টর—বাবু—একজন জমাদারকে খাতা দিতে বলিলেন, সে খাতা আনিয়া তাঁহার হস্তে দিল, তিনি খাতা খুলিয়া প্রথমে অবতার বাবুকে ডাকিলেন, বাটীস্থ সকলের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন; অবতার—বাবু বলিলেন;——

"বাজে—লোকের মধ্যে আমার বাটীর তিনজন চাকুরাণী" রামের মা, পদ্মমণি, যশোদা। আমার আপনার মধ্যে তিন ভাজ, জ্যেষ্ঠ দুইজন---তাঁহাদের "সারদ সুন্দরী; সারদা মোহিনী; কনিষ্ঠার নাম হেমাঙ্গিনী। তার পর আমার মা ঠাকুরাণী, তাঁহার নাম দয়াময়ী। তার পর পিসি মা রাধাসুন্দরী। আমার—মধ্যম ভ্রাতার দুই কন্যা, এক জনের নাম অনঙ্গ মোহিনী; আর একজনের নাম কাদম্বিনী, তাঁহারই স্বামী হত হইয়াছে। পিসিমার এক পুত্র তাঁহার নাম মোহিনী-মোহন; আর আমি, এবং আমার স্ত্রী তাঁহার নাম হর সুন্দরী। বাহিরে তিন জন চাকর তাহাদের নাম হারাধন, রামদাস, ভৈরব। দুইজন দরওয়ান, তাহাদের নাম রামসিংহ, হনুমান তেওয়ারী।—আর কেউ না!

অবতার—বাবুর কথা শেষ হইতে হইতেই ইন্‌স্পেক্টর সাহেব একে একে সকলকার নাম লিখিয়া ফেলিলেন, পরে বিচার আরম্ভ হইল, পুর স্ত্রী-গণের জবানবন্দী সর্ব্ব প্রথমে লওয়া হইতে লাগিল:—— ইন্‌স্পেক্টর সাহেব প্রথমে "সারদা সুন্দরীকে" ডাকলেন—সারদা সুন্দরীকে—অবতার বাবু পরদার পার্শ্বে দাঁড়াইতে দিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর সাহেব সারদা সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার

নাম কি?" সারদা সুন্দরী লজ্জাবনতভাবে ক্ষণেক নির্ব্বাক্ রহিলেন, পরে অবতার বাবুর অনুরোধে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আমার নাম সারদা সুন্দরী।"

ইন্স্পেক্টর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "অবতার বাবু আপনার কে হন?"

সারদা সুন্দরী লজ্জায় কোন কথা কহিতে পারিলেন, না পারায় বাটীর এক জন বৃদ্ধা চাকরাণী সম্মুখে আসিয়া তাঁহার হইয়া উত্তর করিতে লাগিল, তাহাতে ইন্স্পেক্টর সাহেবের সম্মতি ছিল না, তবে তিনি রূপা সোণার চেহারায় মোহিত হইয়া অবতার বাবুর কথায় অনুমোদন করিলেন। প্রশ্নোত্তর হইতে লাগিল, বাটীস্থ মেয়েদের এক দিকে দুঃখ আর এক দিকে সাহেবের কাছে জবাব দিতে হবে, সকলেই লজ্জার কাণাঘুষা করিতে লাগিল। অন্তঃপুরে মহাগোল উপস্থিত হইল, সারদা সুন্দরীর জবানবন্দী ভালরূপে আরম্ভ হইল।

ইন্স্পেক্টর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে ব্যক্তিকে মারা হইয়াছে, তাহাকে আপনি জানেন?"

সারদা সুন্দরীর হইয়া বৃদ্ধ চাকরাণী বলিল, "গিন্নি বললেন—তিনি আমাদের জামাই হন।"

ইন্। তাকে কে হত্যা করিয়াছে; তাহা জানেন?"

বৃদ্ধ। "সে কথা কেমন কোরে জানবো?

ইন্। "আচ্ছা, তাহারা কাল কত রাত্রে শয়ন করিয়াছিল?"

বৃদ্ধা। "তাহা আমি জানি না, মা জানেন!"

ইন্। "কাদম্বিনী আপনার কে হয়?"

বৃদ্ধা। "দেওর ঝি হয়।"

ইন্। তাঁর সহিত মন্মথ বাবুর কত দিবস বিবাহ হইয়াছিল?"

বৃদ্ধা। "এখনো এক বৎসর হয়নি, প্রায় দুই তিন মাস হবে।"

ইন্। "কাদম্বিনীর বয়স কত?"

বৃদ্ধা।। ১৩ কি ১৪ বৎসর।

ইন্। "মন্মথ বাবু বিবাহের পর ক দিন এসেছিলেন?"



যশোদা।

বৃদ্ধা। "এক দিনও নয়।"

ইন্। "আচ্ছা, 'মন্মথ বাবু' যিনি হত হয়েছেন, তাঁর সহিত কাদম্বিনীর প্রণয় হইয়াছিল কি?"

বৃদ্ধা। "বৌ ঠাক্‌রুণ বোল্লেন, সে কথা তিনি জানেন না।"

ইন্‌স্পেক্টর সাহেব এই প্রকারে বড় বৌ সারদাসুন্দরীর জবানবন্দী লইয়া অন্যান্য গৃহস্থ সকলের জবানবন্দী লইলেন, একে একে নিজের খাতায় লিখিয়া রাখিলেন। সোণা রূপার জোরে মিথ্যাও সত্য হইল, কারণ ভট্‌চার্য্যি মশাইয়ের সহিত তাঁহার আন্তরিক আলাপ ছিল, সেই জন্য তাঁহার পরামর্শের অনুরোধে মন্দও ভাল হইল। পরে অবতার বাবুর অনুমোদনে চাকরাণীদের বিচার আরম্ভ হইল, ক্রমে এই গোলমাল দেশব্যাপ্ত হইয়া পড়াতে, অবতার বাবুর আত্মীয় কুটুম্ব যে যেখানে ছিল, সকলেই আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল, মহা শোক সমারোহ। পুরস্ত্রীগণের বিচার শেষ হইলে, তাঁহাদের অন্দরে পাঠাইয়া দালানের পর্দ্দা তুলিয়া দেওয়া হইল। যাঁহারা আসিতে লাগিলেন, তাঁহারা এই ভীতিময় দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া দালানে উপবেশন করিলেন। ভট্‌চার্য্যি মহাশয় লাসের উপরে কাপড় চাপা দিতে বলিয়া ইন্‌স্পেক্টরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এর সৎকারের উপায় কি?"

ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"আমি বিশ্বচিকিৎসালয়ে সংবাদ পাঠাইয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে যিনি সকলের প্রধান, তিনিই আসিবেন, তাঁহার বিচারে যাহা হয়, তাহাই হইবে।"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেলা প্রায় দুই প্রহর বাজিল; চাকরাণীদের বিচার আরম্ভ হইল, ইন্‌স্পেক্টর সাহেব প্রথমেই যশোদাকে সম্মুখে আসিতে বলিলেন। যশোদাকে দেখিলে অতিশয় বিচক্ষণা বলিয়া বোধ হয়; যশোদা ঘোরবেড় দিয়া কাপড় পরিয়া বাহিরে আসিল। আসিবার কালে রামের মা পথে বাধা দিয়া বলিল, "মরণ, সাহেবের কাছে কি কোরে কথা কইবি লো!" তাহার উত্তরে যশোদা বলিল, "আমর! সাহেবকে আমার কিসের ভয়, এত বড় বাড়ীর মেয়েরা যেখানে মুখ বাড়িয়ে কথা কইতে পাল্লে, সেখানে আমি তো তাদের দাসী।" যশোদা সম্মুখে আসিয়া নমস্কার পূর্ব্বক দাঁড়াইলে, ইন্‌স্পেক্টর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

যশো। আমার নাম যশোদা।

ইন্। তোমার বাড়ী কোথায়?

যশো। "আমার বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার মেমারিতে"

ইন্। "তুমি কত দিন মানুষ খুন কোত্তে শিখিয়াছ?"

যশো। "মশাই, মানুষ খুন করা আমার ব্যাবসা নয়।"

ইন্। "আচ্ছা, কেমন কোরে তবে খুন হলো?"

যশো। "বড় মানুষের সবই বড়মানুষি, যাঁদের কেউ জন্মালে টের পাওয়া যায় না, তাঁদের কেউ ম'লে কি কোরে টের পাবো, আমাদের বাবুর সংসারটী তো আর ছোটোখাটো নয়, যে সংবাদ রাখবো।"

ইন্। "এ খবর রাখতে পারো না! বাজারে মাছ শাক কিনতে গিয়ে, পয়সা সরাতে পার? খেতে পার? দুবেলা পাড়া বেড়াতে পার?"

যশোদা। মহাশয়! আপনি মহৎ লোক, আপনার কথার প্রত্যুত্তর দেওয়া আমার উচিত হয় না, আমি এ খুনের বিষয় কিছুই জানি না।"

ইন্স্পেক্টর সাহেব দেখলেন যশোদা ভয় পাবার মেয়ে নয়; তাঁহাকে ছেড়ে বাকী সকলের একে একে জবানবন্দী লইলেন; তাঁহা শেষ হলে অবতার বাবুকে ডেকে বোল্লেন, "মহাশয়! আপনার বাটীস্থ সকলেরই একে একে জবানবন্দী হ'লো, কই কাহারো মুখে এ প্রমাণ হ'লো না, যে অপর লোক বাড়িতে এসেছিল, কি খুন কোরেছে। যদি অপরে আসিয়া খুন না কোরে থাকে, তবে বাটীর লোকে খুন কোরেচে, খুনটা যে যথার্থ, সেটা তো মানতে হবে, তবে খুন আর আপনি হয়নি, যদিও কেউ কেউ স্বয়ং খুন হয় বটে, তার অবস্থা তো আর এমন নয়, এ শ্বশুর বাড়ী এসেছে নতুন জামাই, আমোদ আহ্লাদে খেয়েচে, তার পর শয়ন কোরেচে, এতে এমন কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না, যে যাতে কোরে এ আপনার বুকে ছুরী মেরে খুন হোয়েচে। তবে এ খুনের আসামী আপাততঃ কাকে স্থির হোতে পারে? আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিয়মপুস্তকে যত নিয়ম আছে, তন্মধ্যে আমি যত দূর অভ্যাস করিয়াছি, তাহাতে এই স্থির হইতেছে, যে 'কাদম্বিনীই' আপাততঃ এ খুনের আসামী; আমি কাদম্বিনী ভিন্ন অন্য কাহাকেও তো আসামীর মধ্যে পরিগণিত করিতে পারি না। অতএব কাদম্বিনীকে পুলিযে যাইতে হইবে, পরে মাজিস্ট্রেটের বিচারে যা হয় তা হবে।"

এই বাক্য শ্রবণে সকলে নির্নিমেষে ইন্‌স্পেক্টরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, সকলের হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, অবতার বাবু মাথায় হাত দিয়া ক্রন্দন আরম্ভ কোল্লেন; অন্দর মহলে এই সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় মহা ক্রন্দনধ্বনি গগণতল ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল। ভয়ানক দৃশ্য! 'কাদম্বিনীকে' বাহিরে আনয়ন করিতে হুকুম হইল; কাদম্বিনী এক জন বৃদ্ধা চাকরাণীর বক্ষে মস্তক লুকাইয়া ক্রন্দম করিতে করিতে সাবগুণ্ঠনে তথায় আগমন করিল, তাঁহার সভিতী চীৎকারে সকলের হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ হইল; কুলকামিনীর পক্ষে এ অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয় ভাবিয়া আমার চক্ষে জল আসিল! অবতার বাবু তো মস্তকে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক এক ধারে বসিয়া পড়িলেন; সেই ভয়ানক দৃশ্য, কোমলপ্রাণী বঙ্গবাসী মাত্রেরই করুণোদ্দীপক। ক্ষণেক বিলম্বে পাহারাওয়ালাদের "তফাৎ তফাৎ" শব্দ হইল। শব্দের বিরামে এক জন সাহেব একটী বাবুর সহিত প্রবেশ করিলেন।

সাহেবটী ডাক্তার সাহেব, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন অধ্যাপক, তিনি আসিবামাত্রেই অবতার বাবু শোকান্বিত হৃদয়ে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন; তিনি ইংরাজীতে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইন্‌স্পেক্টর সাহেব ভাল করিয়া সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন, তিনি লাসের উপরিস্থ আচ্ছাদন বস্ত্র উন্মোচন করিতে বলিলেন। অবতার বাবু তাড়াতাড়ি আবরণ উন্মোচন করিলেন। ডাক্তার সাহেব স্বীয় বস্ত্রের দ্বারা হতশরীর পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে হরনাথ বাবু তাড়াতাড়ি সেই খানে এলেন, অবতার বাবু কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে বলিলেন "ভাই! আমার দশায় কি হবে; ইন্‌স্পেক্টর সাহেব আমার কান্তুকে আসামী কোরেছে; হায়! হায়! ছেলে মানুষ কি হবে!!" হরনাথ বাবু অবতার বাবুকে সাহস দিয়ে বোল্লেন, "তোমার ভয় কি? রাধানাথকে ডাকাচ্চি, রাধানাথ আমাদের হাইকোর্টের এক জন বড় উকীল, সে এখুনি মাজিষ্ট্রেটকে বুঝিয়ে জামিন দিয়ে কান্তুকে নিয়ে আসবে, ভাবনা কি?" পরে অবতার বাবু একটু প্রবোধ পাইয়া বলিলেন, "এ লাস সংকার করিবার উপায় কি?" হরনাথ বাবু তাহাতে বলিলেন, "দেখ ভাই! তোমার

বিপদও যা, আমার বিপদও তা, সাহেব টায়েব যেই হোক্ না, টাকার কাছে কেউ না, তুমি বোসো, আমি সব ঠিক কোরে দিচ্চি।” এই কথা শেষ হইলে অবতার বাবু বোস্‌লেন, হরনাথ বাবু যেখানে মৃতদেহের পরীক্ষা হইতেছিল, তথায় গেলেন এবং পরীক্ষক সাহেবকে পরীক্ষার ভাল মন্দ উভয় বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন।

তিনি আর স্বার্থহীন বাঙ্গালী নহেন, নিজের স্বার্থাশার পথ পরিস্কার করিয়া বলিলেন,—“আমার বোধে এ মৃত্যু বড় সহজ বলিয়া বোধ হয় না, লাসকে আমাদের বিদ্যালয়ে চালান করিতে হইবে।”

হরনাথ বাবু বড় বুদ্ধিমান, তিনি দেখ্‌লেন এঁর এ পরীক্ষায় প্রতীতি হইল না, কিঞ্চিৎ ধাতু সংযোগের পরীক্ষা হইলে ভাল হয়, এবং নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সমাধান করা উচিত ভাবিয়া, তাঁহার হাত ধোরে কিঞ্চিৎ অন্তরে লইয়া কি পরামর্শ করিলেন, তাহাতে বোধ হইল, সাহেবের যা মনস্কামনা ছিল, তাহা পূর্ণ হইয়াছে, সাহেব সোৎফুল্লনয়নে হরনাথ বাবুর হাতে হাত দিয়া সম্মতি প্রকাশ কোরে পুনরায় মৃতশরীর পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ইন্‌স্পেক্টর সাহেব হরনাথ বাবুর বুকে হাত দিয়া আঙুল দেখালেন, তাঁহারও মুখে হাসি দেখা দিল।

ডাক্তার সাহেবের পরীক্ষার শেষ হইল; তিনি ইন্‌স্পেক্টরকে লাস জ্বালাইতে হুকুম দিতে বলিয়া, শূন্যপকেটে আসিয়াছিলেন, ভারি করিয়া চলিয়া গেলেন। ইন্‌স্পেক্টর অবতার বাবুকে বলিলেন,—“আমাদের রীতি অনুযায়িক সব বজায় রেখে কাজ শেষ কোত্তে হবে। অতএব যে ঘরে খুন হইয়াছিল, সে ঘর এখন আমার হাওয়ালে থাকুক, আমার চাবি তাহাতে দেওয়া হোক্, একজন পাহারাওয়ালা আপনার বাটীতে থাকুক, আপনি আর হরনাথ বাবু কাদম্বিনীকে সঙ্গে করিয়া আমার থানায় চলুন, রীতিমত জামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। আর এ লাস জ্বালাইতে পাঠাও, আমার লোক সঙ্গে যাইতেছে। অবতার বাবু তাহাতেই অনুমোদন করিলেন। হরনাথ বাবু আমাকে—অবতার বাবুর বাটীতে থাকৃতে বোল্লেন, আমি তাঁহার কথায় অনুমোদন কোল্লেম। বেলা দুইটা বাজিল, কাদম্বিনীকে সঙ্গে করিয়া অবতার বাবু ও হরনাথ বাবু

থানায় গেলেন; বাড়ির ভিড় একে একে কমিল, বাড়ির চাকরেরা পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে জামাইয়ের মৃতদেহ দাহ করণার্থ লইয়া গেল, ক্রন্দনে অন্দর পরিপূর্ণ হইল. আমি স্নানাদি সমাপন কোরে বাহিরের বৈঠকখানায় বোস্‌লেম, এই মহা ভীতিকর বিষয় ভাবিতে লাগিলাম।

—— oo ——

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুরেন্দ্রমোহন।

এই ভবলীলাময়ী প্রকৃতি দেবীর প্রতিমূর্ত্তিতে কি না অঙ্কিত রহিয়াছে? কোন স্থানে ভীতিভম হুহুঙ্কার পরিপূর্ণ উত্তাল তরঙ্গাকুল মহাসাগর, কোন স্থানে বিভীষণ মূর্ত্তি পশুগণের বিকট চীৎকারপূর্ণ লতা গুল্ম তরু প্রভৃতি বেষ্টিত মহারণ্য; কোথাও সৌধ-স্ফটিকময়ী হর্ম্ম্য ও বসন্তানিল প্রবাহিত রম্যোপবন পরিপূর্ণ রাজনগরী, কোথাও তৃণগুল্মাচ্ছাদিত কুটীর। কোথাও কলাপী-কলাপ-বিগঞ্জিত কেশদাম-সুশোভিত সৌদামিনী-বিনিন্দিত তাম্বূলরাগ-বিচিত্রিত সুকোমল-কান্তিময়ী সুহাসিনী অসতী যুবতীর আনন্দ, কোথাও সতীর আজীবন শোক-জর্জ্জরিত হৃদয়োচ্ছ্বাসিত অশ্রু। কোথাও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত হইতেছে, কোথাও অধর্ম্মের বিজয়-পতাকা গগনমার্গে সাবহেলে উড্ডীয়মান হইতেছে। এ সংসারের কিছুই স্থির বা কিছুই স্থায়ী নয়! এই হাসি—এই কান্না, এই আনন্দ—এই শোক। সকলেরই প্রতি মুহূর্ত্তে বিলোপ হইতেছে, আবার প্রতি মুহূর্ত্তেই সকলের সৃষ্টি হইতেছে।

অপরাহ্ণ প্রায়—তপনদেব গগণপট হইতে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিয়াছেন, যেন একখানি তেজোময় রাঙ্গা ছবি পশ্চিম গগণে চিত্রিত রহিয়াছে; সহরের এই সময়টী বড় রমণীয়, যুবকেরা বিলাসেচ্ছায়

বিলাসস্থলের উদ্দেশে চলিয়াছে, আফিসের লোকেরা আফিস হইতে ছুটী পাইয়া আস্তে আস্তে বাটী যাইতেছে, আমি অবতার বাবুর পশ্চিম ধারের বৈঠকখানায় বসিয়া আছি, সে স্থান হইতে অবতার বাবুর বাটীর অন্দরস্থ বাগানের কিয়দংশ দেখা যায়।

বাগানটী বেশ সাজানো; মধ্যে একটী পুষ্করিণী আছে, তাহার দুই ধারে সান বাঁধানো ঘাট; চারিধারে ফুলের গাছ; তাহাদের মধ্যে জবা করবী, জুঁই, বেল, গোলাপই অধিক, পুকুরের চারি কোনে চারিটী নারিকেল বৃক্ষ; পশ্চিম ধারে দুইটী আম্র বৃক্ষ এবং অন্যান্য বৃক্ষ, সেই স্থানটী দেখতে বেস ঝোপের মতন। তাহার চারি ধারে কুমুদ ফুলের গাছ, ফুলের শোভায় স্থানটী—রমণীয়—হইয়াছে। দেখতে দেখতে তপনদেব গগনপট পরিত্যাগ করিলেন, ঘোর তমস্বিনী রূপনী রজনী আস্তে আস্তে জগতকে অন্ধকার করিলেন।

আমি সেই গৃহের পশ্চিমধারের জানালায় বসিয়া আছি, এবং মন্দ সমীরণে মৃদু হিল্লোলিত লতা গুল্মের শোভা দেখিতেছি; এমন সময়ে অবতার বাবুর বাটির মধ্য হইতে কে একজন মেয়ে মানুষ; গায়ে কাপড় মুড়ি দিয়া আস্তে আস্তে সেই দিকে যাইতে লাগিল। আমার মনে আবার নূতন রহস্যের উদয় হইল; এক দিকে বাটীতে রহস্যময়ী বিপদ, তাহাতেই তো সকলেই শোকাভিভূত, আবার এই ব্যাপারে আমার মন একেবারে কৌতুহলে আপ্লুত হইল; আমি শরীরে বেশ কোরে বনাত মুড়ি দিয়ে আগ্রহ সহকারে দেখতে লাগলেম।

কামিনী আস্তে আস্তে পশ্চিমধারের ঝোপের সন্নিহিত হইল, রাত্রের অন্ধকারে অল্প অল্প দেখা যাইতে লাগিল,—আমি স্থির দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম; কামিনী ঝোপ পার হইয়া তাহার পার্শ্বে যে প্রাচীর সংলগ্ন খিড়কির দরজা ছিল, তাহার খিল খুলিয়া, ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল, দাঁড়াইবার ভাবে বোধ হইল সে যেন কার জন্য অপেক্ষা কোচ্চে।

ক্ষণেক এই ভাবে অতিবাহিত হইতে না হইতে দরজা দ্বিধা হইল; দরজার—অপরদিক হইতে একটী সুন্দর যুবক অৰ্দ্ধ প্রবিষ্ট ভাবে দাঁড়াইল, কামিনী তাঁহার হস্ত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে কি বলিল। প্রায় দুই মুহূর্ত্ত

কথোপকথন হইবার পর উভয়ের সন্মতী চিহ্ন প্রকাশ হইল; যুবক অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, কামিনী দ্বার রুদ্ধ করিল; উভয়ে ধীরে ধীরে অন্দরের দিকে আসিল; ক্রমে আমি যে জানালায় বসিয়া ছিলাম তাহার—নিম্নে উভয়ে আসিল। আমি স্থির চক্ষে দেখিয়া চিনিলাম; কামিনীর নাম যশোদা, অবতার বাবুর বাটীস্থ—দাসী; বয়স আন্দাজ ৩০ কি ৩২; পাড়ওয়ালা কাপড় পরিধৃতা।

যুবক যশোদার সম্মুখীন হইল; যুবককে দেখিয়া চিনিতে পারিলাম; তাঁহার নাম সুরেন্দ্র মোহন, সুরেন্দ্র বাবু আমোদের হরনাথ বাবুর খুড়া মহাশয়ের পুত্র; তাহার পিতা বিগত হইয়াছেন, তাঁহার উপরেই তাহার সংসারের সমস্ত নির্ভর করে; আমি তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, নব রহস্যে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল।

উভয়ে ক্ষণেক চুপি চুপি কি কথা বার্ত্তা হইল, পরে যশোদা কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে বলিলে "তবে দাঁড়াও?"

সুরেন্দ্র বলিল "আচ্ছা।"

যশোদা তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতরে গেল, সুরেন্দ্র আধুনিক [illegible] একটী প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিল, তাহার—দাঁড়াইবার ভাবে বোধ হইল সে নব ভাবে প্রমত্ত হইয়াছে, সম্মুখস্থ একখানি ইষ্টকের উপরে বাম পদ রক্ষা করিয়া বাম হস্তে এক তোড়া ফুল ধরিল; দক্ষিণ হস্তে একগাছা লাঠি ছিল তাহা দক্ষিণ অঙ্গে ঠেসান দিয়া দক্ষিণ বক্র ভাবে দাঁড়াইল; মনোহর দৃশ্য; বহ্যিক দৃশ্যে বোধ হইল সে নব সুখাশয়ে নৃত্য করিতেছে। আমার হৃদয় তন্মিত ভাবে তাহার ভাব ভঙ্গীর উপরে লক্ষ্য করিতে লাগিল। তাহার পায়ে ইংরাজি জুতা ও মোজা; পরিধানে চৌড়া কালাপেড়ে কাপড়, গায়ে শালের জোব্বা; বুকে আবদ্ধ শালের রুমাল, নটবর বেশ। আমি আতৃপ্ত দৃষ্টিতে তাহার ভাবভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য করিতে ছিলাম, এমন সময়ে যশোদা দাসী বাটীর ভিতর হইতে কাঁর সংবাদ তাহাকে জ্ঞাপন করাইল, সে যশোদার কথায় সন্মতী প্রকাশ কোরে তাহার অনুবর্ত্তী হইল। রাত্রি প্রায় ৭টা বাজে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পোড়া চখে আগুন নাগুক্।

পূর্ব্ব ঘটনা দেখিতে দেখিতে আমার মন কেমন তন্ময় হইয়াছিল, আমি জানালা হইতে উঠিতে না পারিয়া তদুপরি বসিয়াছিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘটীকা অতীত হইলে আমার চমক হইল, আমি কি ভাবিতে ছিলাম, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, কত নূতন ভাব মনে উদয় হইতেছিল, আবার অন্তর্হিত হইতেছিল। আমার যেমন চমক হইল, অমনি জানালার নিম্নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, দেখি কে যেন দাঁড়াইয়া বলিতেছে, "পোড়া চোকে আগুণ নাগুক্, আমার কি বয়েস গেছে নাকি? মিছে আমার কথায় সম্মত হোলো তো হোলো, নচেৎ আমার যা মনে আছে, তাই হবে।" ভাল করিয়া কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করণান্তর দেখিলাম,—

"বাবা যশোদা দাসী?"

পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী কথা কাহাকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চারিত হইল, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

যশোদা ক্ষণেক স্থিরভাবে থাকিয়া হাত তুলিয়া বলিল, "তুমি বাবু যাই বল, আমার নাম যশোদা, আমি কিছুতেই ভোল্‌বার নয়। হয় আমার কথায় সম্মত হও, নচেৎ দেখ্‌চো, তুমি কেমন জায়গায় আছ।"

এই কথার অবসান হইতে না হইতে একটী বাবু তড়াক্ কোরে লাফিয়ে এসে যশোদার হাত ধোরে বোল্লেন, "যশোদা! যশোদা! ও কি রকম কথা!!"

দেখিবামাত্রেই বাবুটীকে চিনিতে পারিলাম, বাবুটী আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত সুরেন্দ্র বাবু; সুরেন্দ্র বাবুর আর সে ভাব নাই, সে কথা নাই, সে বাহার নাই। তাঁহার শালের রুমাল কোথায় পড়িয়া গিয়াছে,

---

"প্রতিভা" কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত হইতেছে না। স্বভাবের অনুবর্ত্তী হওয়াই রহস্যের উদ্দেশ্য, অতএব পাঠকবৃন্দ! যেন অন্য ভাব মনে না করেন।

ফুলের তোড়া কোথায় পড়িয়া গিয়াছে; কাপড়ের, চুলের সকলেরই শোভা নষ্ট হইয়াছে, আরো কি হইয়াছিল, তাহা কোয়াশায় আর অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা গেল না।

যশোদা রুষ্টস্বরে বলিল,—"আমার কথায় না সম্মত হোলে আমি এই দণ্ডেই প্রকাশ কোরে দোবো,তাহোলে তোমার কি ভয়ানক ব্যাপার হবে তা তুমি জানো, এখনো এক রাত পোহায় নি; এমন কি, অবতার, কাদম্বিনী—এরা বাড়ি আসেনি; আমি তোমার বিপক্ষ হোলে তোমাকে কে রক্ষা কোর্‌বে; স্বয়ং মহাদেব এলেও যশোদার ফন্দিকে নষ্ট কোত্তে পার্‌বে না, তুমি কি মনে কোরেচো, কাল লুকিয়ে কাজ শেষ কোরেচো, আমার যে রাত্তিরে এই সব বিষয়ের জন্য ঘুম হয় না, তা বুঝি জান না?

সুরেন্দ্র চমকাইয়া উঠিল, ক্ষণেক স্থিরভাবে কি ভাবিল, পরক্ষণে যশোদার হস্তে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল; যশোদা!—যশোদা তোমা হতেই আমার অনঙ্গ, তুমি ভিন্ন এ বিপদ' হোতে কে উদ্ধার কোর্‌বে? কাল অনঙ্গের কাছে কে ছিল? অনঙ্গের কি স্বামী এসেছিল?

যশোদা এই কথা হাসিতে হাসিতে বলিল, "বলি সুরেন বাবু! ও চালাকী কাকে শেখাও? অনঙ্গ কি এখন ও ঘরে থাকে, কাল কাদম্বিনী নতুন স্বোয়ামীর সঙ্গে ঐ ঘরে শুয়েছিল, তোমার নতুন অভিলাষ প্রকাশ করবার জন্যে তুমি ঐ ঘরে ঢুকেছিলে, তা নইলে রাত তখন দুটো, তুমি কোথা থেকে ও ঘরে ঢুক্‌লে, আমি কাল আর এক কারখানা দেখ্‌ছিলেম, সেই জন্যে ঘুমোই নি, তাই দেখতে দেখতে তোমার এ কারখানা দেখ্‌লেম, মনে ভাবলেম, বড় মন্দ নয়, নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করাই ভাল, তা সে যা হোক্, আমার কথা শোন, অনঙ্গ তোমার সঙ্গে দেখা কোরবে না; তুমি তাঁর অভিলাষ পূর্ণ কোত্তে পারনি বোলে সে তোমার সহিত দেখা কোর্‌বে না, অতএব কেন আর মিছামিছি এসো,—যাও, আর এসো না; আমি এই কয়েকটী কথা বোল্‌বো বোলে তোমাকে ডাকতে গিয়েছিলাম, এখন আমার কথার শেষ হোলো, আমি বাড়ীর ভিতর যাই; তোমারও এ বাড়ীতে আসার শেষ হলো, তুমিও এখান থেকে প্রস্থান কর।"

যুবক স্থির। প্রকৃতি স্থির, প্রণয়ীর প্রণয়:—সাগরের তরঙ্গের ন্যায় দিবা-নিশি ঘূর্ণায়মান হইতেছে। যুবকের হৃদয়স্থ প্রণয় ঘূর্ণায়মান হইয়া উঠিল, যুবক মনে মনে কি ভাবিল, পরক্ষণেই চাহিয়া দেখিল, যশোদা আর সেখানে নাই, তখন তাঁহার চারিদিক শূন্যময় বোধ হইল। 'আমিও এমনি তন্ময়চিত্তে সুরেন্দ্রের প্রতি চাহিয়াছিলাম, যে যশোদা কখন পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী কথা কহিয়া প্রস্থান করিল; কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, সুরেন্দ্র স্বীয় দেহের সম্মুখ, পশ্চাৎ, পূর্ব্ব, পশ্চিম চতুর্দ্দিকে চাহিল, কিন্তু চতুর্দ্দিকই শূন্যময় দেখিল, সুরেন্দ্র হতাশ হইয়া কপালে হাত দিয়া দাঁড়াইল, তাঁহার দাঁড়াইবার ভাবে বোধ হইল, যেন তিনি কি অমূল্য-নিধি হারাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ মর্ম্মান্তিক পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। এক মুহূর্ত্ত, দুই মুহূর্ত্ত, চারি মুহূর্ত্ত ক্রমেই যাইতেছে, যুবকও কপাল হইতে হস্ত অপসৃত করিতেছে না, যশোদা পুনরায় তথায় আসিতেছে না। রাত্রি প্রায় নয়টা বাজে, আকাশের চন্দ্র, কুয়াশায় বেষ্টিত হইয়া জ্যোতিঃহীন ভাবে আকাশেই দেখা দিলেন। তাঁহার কিরণ ভূমণ্ডল স্পর্শ করিতে পারিল না, কেবল শুভ্রবর্ণ ছবিখানির প্রভা পৃথিবীতে ...তে, অল্পে অল্পে সমস্ত নয়নগোচর হইতেছিল। একটা পেচক ডাকিতে ডাকিতে সেই স্থান দিয়া যাইল, ঝিল্লীর শব্দে সেই স্থান কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু প্রণয়ী সুরেন্দ্রের প্রণয় নির্ভয়ে সুরেন্দ্রকে সেই স্থানে দণ্ডায়মান রাখিল।

প্রায় এক দণ্ড অতীত হয় এমন সময়ে সুরেন্দ্রের প্রণয়, সুরেন্দ্রকে চমকাইয়া তুলিল, সুরেন্দ্র চাহিয়া দেখিল, প্রণয়িনী নাই; তাঁহার চক্ষু চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিল, ভাবে বোধ হইল তিনি কাহাকে ডাকবেন, কিন্তু পারিলেন না, কারণ তিনি পরের বাটীতে আসিয়াছেন, তাহা করিতে অক্ষম হইলেন। তিনি হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন; আবার মনে কি ভাবের উদয় হইল, দাঁড়াইলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া অবতার বাবুর অন্দরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতেও অক্ষম হইলে প্রবেশের বাধায় বোধ হইল—দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। সুরেন্দ্র দ্বারে করাঘাৎ করিতে উদ্যত হইলেন, সে কর্ম্মে নিরস্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ শোকান্বিত ভাবে

দাড়াইলেন, মনে কি দুঃখের উদয় হইল; চক্ষে হস্ত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমার মনে হর্ষের সঞ্চার হইল; পরের দুঃখে লোকে কাঁদে, আমিও কাঁদি, কিন্তু সুরেন্দ্রের দুঃখে আমার হাসি আসিল কেন তাহা আমার হৃদয় বলিতে অক্ষম;—কারণ নষ্ট প্রেমের প্রগাঢ়তা কত দৃঢ় তাহা আমি স্থির করণে অক্ষম। যুবক কাঁদিতে লাগিল এমন সময়ে তাঁহার পশ্চাতে কে যেন বামাস্বরে বলিল " সুরেন্দ্র।"

যুবক চমকাইয়া উঠিল? পুনশ্চ কে মৃদু স্বরে বলিল, "সুরেন্দ্র?" সুরেন্দ্র কাঁদিতে লাগিল, অশ্রুতে সুরেন্দ্রের বক্ষ ভাসিয়া যাইল। এমন সময়ে একটী সৌদামিনীপ্রভ যুবতী আসিয়া সুরেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া বলিল, "সুরেন্দ্র? তুমি কাঁদ্‌চো কেন?"

সুরেন্দ্র এখনো যুবতীর কথায় প্রত্যুত্তর দিলেন না, কাঁদিতে লাগিলেন।

যুবতী কহিল, "সুরেন্দ্র তুমি কেঁদোনা! এতদিন আমরা যে ভাবে আমোদ প্রমোদ করিয়াছিলাম। তাহা এক্ষণে নদীমধ্যস্থ বালির বাঁধেতে পরিণত হইল; তুমি আমাকে ভুলিয়া যাও; আমিও তোমাকে ভুলিয়া যাই। তুমি ও আমার কেউ নও আমিও তোমার কেউ নই। তোমার কান্না কিসের; আমার কি কোত্তে বাকী রাখ্‌লে; আমার যার বাড়া নেই ছোট বোন্——" কামিনী এই কয়েকটী কথা বলিতে বলিতে চক্ষু অশ্রু পূর্ণ করিলে যুবক চমকাইয়া উঠিলেন।

যুবতী একবার সুরেন্দ্রের মুখের প্রতি স্থির চক্ষে চাহিলেন; তাঁহার প্রণয়—সুরেন্দ্রের মুখের প্রভায় গলিয়া হৃদয় পরিপূর্ণ হইল; অস্থির হইয়া বলিল "সুরেন্দ্র! কেঁদোনা; চক্ষুর জল মুছিয়া ফেল, আর কান্না শোভা পায় না; দেখ তুমি যা করবার তা কোরেচো, আমি তা এ জন্মে প্রকাশ কোর্ব্বো না॥"

যুবক আশ্বাসিত হইয়া বলিলেন——"অনঙ্গ! তোমার হৃদয় করুণায় পূর্ণ না হইলে আমি কখন এ দেহ জীবন রাখতেম না; ভাই!—তুমি যেন আমাকে রক্ষা কোল্লে; য—শো—দা। সে তো আমাকে এ দেশে থাকতে দেবে না।"

যুবতী এই কয়েকটী——কথা শ্রবণান্তর—কহিল, "সুরেন্!—যদি এ হৃদয় তোমার প্রতিমূর্ত্তির প্রভায় উজ্জ্বলিত না থাক্‌তো, তা হোলে এখনো;—এই মুহূর্ত্তও তুমি স্বচ্ছন্দভাবে জীবনকে দেহে ধারণ কোত্তে পাত্তে না। সমস্তই আমার কৌশল, আমি যে কৌশলে তোমার প্রণয়ের প্রতিমূর্ত্তিকে হৃদয়ে পূজা করিতেছি, সেই কৌশলেই যশোদাকে এ বিষয় প্রকাশে নিরস্ত কোর্‌বো, কিন্তু আমার একটী অনুরোধ, সে অনুরোধটী প্রণয়ীর পক্ষে অতি সামান্য; অপ্রণয়ী আজীবনেও সক্ষম হবে না, তোমার পরীক্ষা আমি কখন লই নাই, এই বারে তোমার পরীক্ষা হইবে, যদি আমার কথায় স্বীকৃত হও, তাহা হইলে আজীবন তোমার কেনা হইয়া থাকিব। আর তুমি যে আমায় ভালবাসো, তাহার প্রকৃত পরিচয়ও প্রাপ্ত হইব।"

সুরেন্দ্রের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল, তিনি যুবতীর হস্ত ধরিয়া নিজের বক্ষে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "অনঙ্গ! প্রেমময়ী অনঙ্গ! এ পৃথিবীতে এমন কি জিনিষ আছে, যাহার দ্বারা অনঙ্গের মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে সুরেন্দ্র অক্ষম হইবে? জীবন, ধন, মান বা কিছু এ সংসারে দুর্ম্মূল্য, অনঙ্গ! তোমাকে সুরেন্দ্র স্বচ্ছন্দেই তাহা প্রদান করিতে পারে, তবে কেন তোমার মনোভিলাষ প্রকাশ কচ্ছো না?—বল, তোমার কি অঙ্গীকার প্রতিপালন কোত্তে হবে?"

যুবতী একটু মুচকাইয়া হাসিল, সে হাসিতে সুরেন্দ্র নবীনমেঘে সৌদামিনীর ক্রীড়া দেখিতে পাইল। সুরেন্দ্রের হৃদয়, চক্ষের দৃষ্টি, সেই হাসিতেই নষ্ট হইল, আমার বিবেচনায় সুরেন্দ্র সেই মুহূর্ত্তে এ জগতকে অনঙ্গের হাস্যময় দেখিল। সুরেন্দ্র বলিল, "কই অনঙ্গ! এখন বল, আমি তোমার কি প্রিয় সাধন কোর্‌বো?"

যুবতী আর মনোভাব গোপন করিতে পারিল না, ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "দেখ সুরেন্! এক বস্তুর দুই জন অংশীদার হইলে, যাহার সে বস্তুতে বেশী অভিলাষ, তাহার তাহা অপরকে দিতে হইলে মনে কষ্ট হয়, ইহা তুমি স্বীকার কর কি?"

সুরেন্দ্র। "করি!"

যুবতী । "আচ্ছা, তোমার প্রণয়ের যদি দুই অংশীদার হয়, তাহা হইলে কার হিংসা হ'তে পারে ?"

সুরেন্দ্র । "যে আমাকে ভাল বাসে ।"

যুবতী । "আচ্ছা, বল দেখি, তোমাকে কে অধিক ভাল বাসে ?"

সুরেন্দ্র । আমার মতে "তুমি !"

যুবতী । "না ;—তোমার স্ত্রী—সুহাসিনী বি—ম—লা ।"

সুরেন্দ্র চমকাইলেন, বলিলেন, "সে কথা কেন, সেও আমাকে ভালবাসে ।"

যুবতী । "তবে আমার হিংসা তাহার উপর ;—যাহাতে তোমার প্রণয়ের অংশ আর কেহ না পাইতে পারে, তাহাই আমার ইচ্ছা ; ইহাতেই তোমার পরীক্ষা লইব, অঙ্গীকার কর । আমার মাথায় হাত দিয়া অঙ্গীকার কর, পরে বল্‌চি, কিসে সে হিংসার পরিশোধ লইব ।" যুবতী এই কয়েকটী কথা বলিতে বলিতে গম্ভীরা হইলেন, যুবক—যুবতীর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া দেখিলেন, যুবতী ক্রোধান্বিতা হইবার উপক্রম করিয়াছেন, তিনি প্রণয় ও অনুরাগ উভয়কে মনে মনে তুলনা করিয়া দেখিলেন, প্রণয়ের ভারই অধিক, অতএব প্রণয়কে যাহাতে রক্ষা করা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ পন্থা ভাবিয়া যুবতীর হস্ত ধরিয়া বলিলেন, 'অনঙ্গ ! তুমি আমার উপর রাগ কোল্লে ?'

যুবতী ;—স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ মৃদুক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'সুরেন্দ্র ! কই অঙ্গীকার কোল্লে না ?'

যুবক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিলেন, 'কি অঙ্গীকার ?'

যুবতী । 'আমার মাথায় হাত দিয়ে অঙ্গীকার কর, আমি যা বোল্‌বো, তাই তুমি কোর্‌বে ?'

যুবক । 'আমি তাহাই করিব ।'

যুবতী । 'যদি অসাধ্য হয় ?'

যুবক । 'প্রাণ প্রদান করিব ।'

যুবতী । 'যদি পরের অনিষ্ট কোত্তে হয় ?'

যুবক । 'তাহাতেও ত্রুটি করিব না '

যুব। সেই পর যদি তোমার আপনার লোক হয়?

যুবক। "অপরের কি, আমার স্ত্রীর অনিষ্টতেও কুণ্ঠিত হইব না।"

যুবতীর প্রশ্নের ভাবে বোধ হইতেছিল, যেন তিনি কৌশলে কোন কথা প্রকাশ করাইবেন, তাহার চেষ্টা করিতেছেন, পূর্ব্বোক্ত উক্তির শেষ হইবামাত্রেই যুবতীর মুখ প্রসন্ন হইল, বোধ হইল, এইবার তাঁহার কৌশল ঠিক হইয়াছে।

যুবতী। আমার ইচ্ছাই তাই! তুমি যদি সে কার্য্য সাধন কোত্তে পারো, তাহা হইলে আজীবন আমি তোমার, আর কাল যা কোরেচো, সে তো আমার পেটে থাকবেই, দেখ নচেৎ——" যুবকেও মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল, তিনি চতুর্দ্দিক ঘূর্ণায়মান দেখিতে লাগিলেন, ক্ষণেক স্থিরভাবে অনঙ্গমোহিনীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। আবার মনে মনে কি ভাবিয়া বলিলেন, "অনঙ্গ! আমাকে আমার স্ত্রীর কি কোত্তে হবে?"

যুবতী। তোমার স্ত্রীর হৃদয়ের রক্ত আমাকে দেখাতে হবে।

যুবক এই কথা শুনিয়া অস্থির হইয়া দুই হাত সরিয়া গেলেন; আমারো হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, আমি ভাবিলাম, কোমল প্রসূনেও জীববিনাশী গরলের সম্ভাবনা।

যুবতী সুরেন্দ্রের—এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া দৌড়াইয়া তাঁহার—হাত ধরিয়া বলিল, ছি! সুরেন্দ্র! তোমার প্রণয় মিথ্যা;—তুমি প্রেমিকের ভান করিয়া আমাকে এ পথে আনিলে;—আচ্ছা এই অবধি তুমিও আমার নও—আমিও তোমার নই, আর তুমি যে কাজ—কোরেচো; তার—প্রতিফল আমি এই দণ্ডেই দেওয়াইব।'

যুবক পুর্ব্বোক্ত কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিতের ন্যায় চাহিয়া ছিলেন, তাঁহার মনে কিছুই ছিল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন;—কি—ক'র—বো!!

যুবতী স্পষ্ট বলিল; 'কেমন;—মনে হয় সেই কাদম্বিনীর পাশে মন্মথ বাবু।'

যুবক বসিয়া পড়িলেন; আমি আশ্চর্য্য রহস্যের আবিষ্কার হইতেছে ভাবিয়া, আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। অনঙ্গমোহিনী সুরেন্দ্রকে হস্ত ধরিয়া তুলিয়া বলিল, 'বলি প্রণয়ের পরীক্ষার কারণ তোমার স্ত্রীর বক্ষের রক্ত

দেখাতে কুণ্ঠিত হোচ্চো! কিন্তু কাল রাত্রি দুইটার সময়—প্রিয় ভগ্নি কাদম্বিনীকে বিধবা করিতে কুণ্ঠিত হও নাই!! কপট প্রেমিক! আমি তোমার পরীক্ষা চাহি না। তুমি এখন যাও, পরে আমি যে— কে তা জান্‌তে পারবে।' যুবতী সুরেন্দ্রের হস্ত ছাড়িয়া দুই চারি পা অগ্রসর হইল, সুরেন্দ্র মহা বিপদে পতিত হইবেন ভাবিয়া, দৌড়াইয়া অনঙ্গমোহিনীর হস্ত ধরিলেন; হস্ত ধরিয়া করুণোদ্দীপক স্বরে বলিলেন, 'অনঙ্গ! আমার বাঁচবার উপায় কি?'

অনঙ্গ কহিল, 'একমাত্র উপায়! তোমার স্ত্রীর—বিমলার হৃদয়ের—শোণিত!! হৃদয়ের শোণিত!! আর আর'—বলিয়া যুবতী স্বীয় দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দন্তে কামড়াইতে লাগিল।

যুবক স্তম্ভিত, মুখে কথা সরিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যুবতী সুরেন্দ্রকে এই ভাবে থাকিতে দেখিয়া বলিল, 'সুরেন্দ্র! তোমার কোমল প্রাণ—তুমি আমাকে পরীক্ষা দিতে পারিবে না। তবে কেন আমার নিকটে দাঁড়িয়ে আছ? যাও—স্বস্থানে প্রস্থান কর। পরে কল্য কাদম্বিনীকে যে ভাবে বিধবা করিয়াছিলে—বিমলাকেও সেই ভাবে বিধবা হইতে হইবে। অনঙ্গমোহিনী প্রস্থানে উদ্যত হইল।

সুরেন্দ্র বিপদ সমূদ্রে সন্তরণ দিতেছিলেন, কিছুই স্থির ছিল না, কামিনী চলিয়া যাইতেছে এই শব্দ তাহার কর্ণগোচর হওয়াতে চমক হইল, তিনি চাহিয়া দেখিলেন, অনঙ্গমোহিনী চলিয়া যাইতেছে।

সুরেন্দ্র দৌড়াইয়া অনঙ্গমোহিনীর আঁচল ধরিলেন। অনঙ্গ হাসিয়া বলিল 'আবার আঁচল ধোরলে যে, আমি যা বোল্লুম তাতে তোমার মত স্থির হোয়েচে!! হয় তো বল?"

সুরেন্দ্র ক্ষণেক ভাবিয়া বলিলেন "অনঙ্গ! তুমি আমার হ'বে! —আমি যদি বিমলাকে খুন করি, তুমি মন্মথের কথা আর মুখে আনিবে না।

অনঙ্গ। না— আরো———যাহা যাহা উচিত তাহা তোমাকে অধিক বলিতে হইবে না, বিশেষতঃ কাদম্বিনীকে বিধবা করার কথা, আর এ জগতে কেহই টের পাবে না। কই—যাও—বিমলার রক্ত আমাকে এনে দেখাও?

বিমলার রক্তই তোমার প্রণয়ের পরীক্ষা হইবে; তোমার জীবনের ক্ষক রূপে পরিণত হইবে; আর কেন বিলম্ব?

সুরেন্দ্র নিস্তব্ধ; আমার বিবেচনায় সুরেন্দ্র, মস্তকের উপরিভাগে চাহিয়া দেখিলেন সমস্তই শূন্যময়; আবার মস্তকের নিম্নে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রণয়িনী অনঙ্গমোহিনী,—অনঙ্গমোহিনীর মোহিনী বিদ্যায় তাঁহার চক্ষে, পৃথিবী শূন্যময় বোধ হইল; তিনি ক্ষণেক পরে বলিলেন;—

"অনঙ্গ! বিমলা আমায় যে ভালবাসে, সে যে আমাকে না দেখলে চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখে; যদিও আমি তাকে ভালবাসি না, তথাপি তাহার ভালবাসা যে আমাকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে, আমি কেমন করিয়া তাহার বক্ষে ছুরিকা প্রবেশ করাইব। অনঙ্গ! আমি তোমার কথা শিরোধার্য্য করিয়াছি। তাহা সম্পাদন করিবই করিব, কিন্তু আমার হৃদয় কাঁপিতেছে;—আমি কেমন করিয়া এই ভয়ানক কার্য্য সম্পাদন করিব। অনঙ্গ! অনঙ্গ!! তা বোলে তোমার প্রণয়—আমার হৃদয় ভুলিবে না, তুমি তাহা স্থির জেনো; কিন্তু আমি—আ—মি আমিঃ—" সুরেন্দ্র মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

অনঙ্গমোহিনী সুরেন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া ক্ষণেক স্তম্ভিতা হইয়া বলিল "সুরেন! তবে তুমি পারবে না—তোমার ভালবাসা আমাতে নাই। অদ্য রাত্রেই সকলের সম্মুখে প্রকাশ করে দোবো যে, মন্মথ বাবুকে সুরেন্দ্র খুন করিয়াছে।"

সুরেন্দ্র এই কথা শুনে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, আমি আশ্চর্য্য হইলাম, বিগত রাত্রে আমি যে ঘরে শুইয়াছিলাম তাহার পাশের ঘরে সুরেন্দ্রকে অনঙ্গমোহিনীর সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে দেখিয়াছিলাম, সেই রাত্রেই মন্মথ বাবু খুন হয়; এখন শুনচি সুরেন্দ্রই মন্মথ বাবুকে খুন করিয়াছেন। কি ভয়ানক ব্যাপার, আমার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল; সমস্ত শরীর লোমাঞ্চ হইল। আবার সম্মুখে এই ভয়ানক ব্যাপার হইবার সম্ভাবনা হইতেছে; বিমলা আমাদের হরনাথ বাবুর খুল্ল ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ বধূ, সুরেন্দ্রের স্ত্রী; তাহাকে খুন!!

অনঙ্গ ভয়ানক কৌশল স্থির করিয়াছে, প্রথমতঃ স্ত্রী স্বত্তে সুরেন্দ্রকে একাধিপত্য করিতে পারিতেছে না বলিয়া, কৌশলে তাঁহার স্ত্রীকে নষ্ট

করিতে চেষ্টা করিতেছে! কি ভয়ানক; এমন বিভীষিকাময় রহস্যের উদয় আর কোথাও দেখি নাই। সুরেন্দ্র দাঁড়াইয়া উন্মত্তের ন্যায় চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার আপনার কেহই নাই, কেবল মোহিনী-রাক্ষসী বেশে অনঙ্গমোহিনী রোষ কষায়িত লোচনে দণ্ডায়মানা, তিনি অনঙ্গের রোষ দৃষ্টিতে পুড়িয়া মরিলেন; অনঙ্গকে রোষান্বিতা দেখিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন;—সুরেন্দ্র কাতর স্বরে বলিলেন "অনঙ্গ! আমার উপরে রাগ করো না, আমি তোমার ক্রোধের কোন কার্য্যই করি নাই; অনঙ্গ! আমার বুকে হাত দিয়া দেখ, আমার বুক কাঁপচে, কে যেন আমাকে গ্রাস কোত্তে আস্‌চে; অনঙ্গ! আমি কেমন কোরে ও কাজ ক'রবো; আমা হ'তে হবে না, আর কেউ যদি পারে তার চেষ্টা কর; আমি সম্মতি দোবো, আরো—অনঙ্গ! তুমি রাগ ক'রো না, আমার পক্ষে এ বিপদ—বড় ভয়ানক বিপদ, আমি ভাবচি, আমি যে কাজ ক'ত্তে উদ্যত হ'য়েচি, পাছে—পাছে তাহাতে আমার মস্তকে বজ্র পতিত হয়। ওঃ—অনঙ্গ! যদি তোমার কার্য্য সিদ্ধ ক'ত্তে চাও, আর সে কাজ যদি আমার দ্বারা নিস্পাদন করাইতে চাও? তাহা হইলে তুমি কোন মতে আমার দেহ হইতে আমার কোমলতা উৎপাটন করিয়া ফেল; অনঙ্গ! কি হবে—কেমন ক'রে আমি অমন কাজ ক'রবো; অনঙ্গ! তুমি এর কোন প্রকার বিহিত কর।

অনঙ্গ মোহিনী বলিল "আচ্ছা আমি তাহার উপায় করিতেছি।" এই কথা শেষ হইতে না হইতে যশোদা আসিয়া অনঙ্গকে বলিল; "দিদি! সব ঠিক হ'ছে তোমরা যাও।"

অনঙ্গ সুরেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। যশোদা পশ্চাতে যাইতে যাইতে দাঁড়াইল; মুহূর্ত্তেক দাঁড়াইয়া মনে কি ভাবের উদয় হইল; বলিল "দূর হ'কগে, মিন্সের পোড়া চোকে আগুন লাগুক!!"

—oo—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাক্ষসী-মূর্ত্তিময়ী অনঙ্গ!!

বিগত রহস্যের বিষয় একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতেছি; বৈঠকখানার ঘড়িতে টুং টাং টুং টাং করিয়া দশটা বজিল। আকাশের চন্দ্রমা আকাশেই মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল; নক্ষত্রগণ চতুর্দ্দিকে সেই মহা কোয়াশায় আচ্ছাদিত হইয়া বালকের চপলতার আদর্শ লইয়া চোক ফোটা ফুটী খেলিতে লাগিল। আমার গায়ে বতাস লাগাতে একটু শীতের অনুভবে চমক হইল। প্রকৃতি স্থির করিয়া ভাবিলাম রাত্রি অনেক হইয়াছে। এমন সময়ে এক জন দ্রুত পদে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল; চাহিয়া দেখিলাম অবতার বাবু!!

হর্ষ বিস্ময়ে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়—তার পর কি হ'লো?

অবতার বাবু বলিলেন "হবে আর কি? রূপচাঁদের প্রভায় কে না মুগ্ধ হয়, হরনাথের ভাই রাধানাথ অনেক কৌশল করে ইন্সপেক্টার সাহেবকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ৫০৲ টাকায় রফা ক'রে, তাঁর আর আমার, উভয়ের জামিনে কাদম্বিনীকে ছেড়ে দিলে। কাদু আমার বাড়ি এসেছে; আহা দুধের মেয়ে যেন পাখীটী হ'য়েছে!! হায়! হায়!! এমন সর্ব্বনাশ কে ক'ল্লে।" অবতার বাবু শেষ কয়েকটী কথা হতাশ স্বরে উচ্চারণ করিয়া এক ধারে বসিয়া পড়িলেন। মনে ভাবিলাম সুরেন্দ্র যদি সত্য খুন ক'রে থাকে তবে প্রকাশের আবশ্যক নাই; সাত পাঁচ স্থির ক'রে প্রকাশ করা অন্যায় ভেবে, সে কথা আর প্রকাশ না ক'রে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেম "মহাশয়, মকদ্দমা কবে হবে?"

অবতার বাবু বলিলেন "তার এখন স্থির হয় নি, কাল আবার কাদম্বিনীকে পুলিসে ম্যাজিষ্ট্রেটের সাম্‌নে হাজির ক'ত্তে হবে, পরে যা হয়—তা কাল হবে। কচি মেয়ে; তার কপালে যে এত দুর্দ্দশা আছে—তা কে

জানে।" এই কথা বলিতে বলিতে, অবতার বাবুকে কে বাহিরে ডাকিল; অবতার বাবু আমাকে বসিতে বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনঙ্গমোহিনীর কথা আমার মনে পড়িল, সুরেন্দ্রের কি হইল, অনঙ্গ, সুরেন্দ্রকে কি বিপদে ফেলিল, যশোদাই বা কি করিল, বিমলাকে কি সত্য সত্যই খুন করিবে, এই সব ভাবনায় আমার মন ভাবিত হইতে লাগিল। এমন সময়ে অবতার বাবু আমার নিকটে এসে বোল্লেন, "তিনকড়ি! তুমি আমার বস্‌বার ঘরে,—যে ঘরে কাল শুয়েছিলে, সেই ঘরে যাও, ঘুমোওগে।" আমি 'যথাজ্ঞা' বলিয়া প্রস্থান করিলাম। সেই ঘরে উপস্থিত হইয়া শয্যায় শয়ন করিলাম, একজন চাকর আসিয়া একটা আলো জ্বালাইয়া দিল, ক্রমে নিদ্রার আবেশ হইল, কিন্তু বিগত রহস্যের ভাবনা আমার মন হইতে অন্তর্হিত হইল না! রাত্রি প্রায় মধ্যম যামে পদার্পণ করিল, সহরের গোলোযোগ থামিল, আমি লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু ঘুম আসিল না।

নিশা মধ্যমযামে পদার্পণ করিয়া নব যুবতীর—যুবক সমাগমের ন্যায়—কুয়াশায় আচ্ছাদিত হইয়া সাবগুণ্ঠনে বিরাজিতা রহিয়াছেন; আকাশে চন্দ্রমা হাসিতে হাসিতে পৃথিবীর বিষয় দেখিতেছেন। নক্ষত্রবৃন্দ! [illegible] নাচিয়া নাচিয়া চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া বেড়াইতেছে, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। আমিও স্থিরভাবে শয়ন করিয়া আছি, এমন সময়ে পূর্ব্ব রাত্রের ন্যায় পার্শ্বের ঘর হইতে কে যেন বামাস্বরে বলিল,—"সুরেন্দ্র! আর একটু খাবে?"

আমি চমকাইয়া উঠিলাম, মনে একটু আশার সঞ্চার হইল. স্বরে বোধ হইল, অনঙ্গমোহিনী, সুরেন্দ্রমোহনের সহিত কথা কহিতেছে। আরো কৌতূহল বৃদ্ধি হইল, আমি আর শুইয়া থাকিতে পারিলাম না, শয্যার পার্শ্বস্থ সেই দরজার ধারে যাইয়া যে প্রকারে পূর্ব্ব দিবস রহস্যের আবিষ্কার করিয়াছিলাম, সেই ভাবে উভয় দ্বারের মধ্যস্থিত ছিদ্রে চক্ষের দৃষ্টি রাখিয়া দেখিলাম,—যশোদা প্রথমে, পরে সুরেন্দ্র, সুরেন্দ্রের ক্রোড়ে অনঙ্গ মোহিনী!

সুরেন্দ্র অনঙ্গমোহিনীর রূপে মোহিত হইয়া আতৃপ্ত-চক্ষে বারম্বার চাহিয়া দেখিতেছেন, সুরেন্দ্রের মন একেবারে হরণ করিবে বলিয়া অনঙ্গ মোহিনী এক একবার কটাক্ষপাত করিতেছে,—সুরেন্দ্র কটাক্ষে পৃথিবীর মমতাকে

ভস্মীভূত করিতেছেন, উভয়েই উভয়ের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আছে, এমন সময়ে অনঙ্গ মোহিনী সুরেন্দ্রকে বলিল,—"সুরেন্দ্র! আর বিলম্ব কেন? এখনো তুমি তোমার হৃদয়কে কঠিন কোত্তে পারোনি? বিমলার হৃদয়ের রক্তে—যে আমার বড় প্রয়োজন!"

সুরেন্দ্র এবার আর চমকাইলেন না, স্থিরভাবে বলিলেন, "অনঙ্গ! তু—মি—আমাকে—আর যা—যা কোত্তে বোল্‌বে, আ—আমি—তা—তাই কোর্‌বে।" সুরেন্দ্রের কথায় জড়তা প্রকাশ পাইল। ভাবে বোধ হইল, যেন কোন প্রকারে মত্ততা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যশোদা একটী গেলাশ বাহির করিয়া অনঙ্গের হস্তে দিয়া বলিল, "আর একটু খাওয়ান?"

সুরেন্দ্র বলিলেন, "কই—অনঙ্গ! আমার মদ কই?" অনঙ্গ গেলাশটী তাঁহার সম্মুখে ধরিল, সুরেন্দ্র তাহা পান করিলেন। পান করিয়া লিলেন,—"তবে, বিমলার রক্ত তোমার চাই?"

অনঙ্গ। "চাই।"

সুরেন্দ্র। "আমি তো নিজের হাতে খুন কোত্তে পার্‌বো না, আর কাহাকে আমার সঙ্গে দাও?"

অনঙ্গ। "ও আবার কি কথা?—আমি তা শুন্‌তে চাই না, তোমাকে তবে বিশ্বাস নাই;———

অনঙ্গ মোহিনী এই কথা বলিয়া সুরেন্দ্রের কোল হইতে ত্বরায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ক্রোধ-রক্তিম-নয়নে সুরেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"সুরেন্দ্র! তোমাকে ধিক্, তোমার প্রণয়কে ধিক্, তুমি আমাকে প্রলোভনে ভুলাইয়া রাখিয়াছিলে? কপট প্রেমিক! তোমার সহিত আর বাক্যালাপও করিব না; যশোদা, তুমি দরজা খুলে দাও, আমি বাহিরে গিয়ে গোলমাল কোরে দিইগে যে, "যে—মন্মথ বাবুকে খুন কোরেছে, সে ধরা পড়েছে।' যশোদা—যশোদা—যশোদা!——শীঘ্র দে—দে।" অনঙ্গমোহিনীর সে মোহিনী মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল, এখন তিনি রাক্ষসী মূর্ত্তিময়ী হইয়া সুরেন্দ্রকে গ্রাস করণার্থে উদ্যতা হইয়াছেন; তাঁহার কথা সকল এত উচ্চভাবে উচ্চারিত হইতেছিল, যে তাহাতে আমার বোধ হইল, বাটীস্থ

সকলেই সংবাদ পাইয়া দৌড়াইয়া আসিতেছে! সুরেন্দ্রের আশু বিপদ দেখিয়া আমিও কাঁপিতে লাগিলাম; একবার ইচ্ছা হইল, কোন প্রকারে সুরেন্দ্র বাবুকে রক্ষা করি; কিন্তু উপায় স্থির করিতে পারিলাম না। সুরেন্দ্রকে প্রমত্ত করিয়া অনঙ্গ মোহিনী রাক্ষসী বেশে যাহাতে বিমলার খুন ত্বরায় হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। হতবুদ্ধি সুরেন্দ্র অনঙ্গের সেই ভাব দেখিয়া, অনন্যোপায় হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অনঙ্গের পদে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "অনঙ্গ!—অনঙ্গ!!—তুমি না আমার?—কই, আমাকে বাঁচালে না?—আমি তোমার পায়ে ধ'র্‌চি, আমাকে আর কাঁদিও না!"

অনঙ্গ। "ছাড়, তোমার কপট মায়াতে আমি আর ভুলি না।—কই এখনো যাও,—এখনো তো সময় আছে, যশোদা তোমার সঙ্গে থাকুক, তা না হ'লে আর তোমার নিস্তার নাই।" এই কয়েকটী কথা বলিয়া যুবতী সুরেন্দ্রকে ধরিয়া তুলিল। সুরেন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া, যশোদাকে সমভিব্যাহারী হইতে বলিলেন। যশোদা কোন কথা না কহিয়া, তাঁহার সমভিব্যাহারী হইল; উভয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইল। যুবতী স্থির চক্ষে ভূমে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বলিল, "দেখি, আমার দ্বারা এ কার্য্য সাধিত হয় কি না? আমার সর্ব্বনাশ কে করে, কার সাধ্য?—আমি অনঙ্গ মোহিনী, আমার সর্ব্বনাশ কিসে হয়, তাই দেখি।" যুবতী এই কয়েকটী কথা বলিয়া গৃহ হইতে প্রস্থান করিল। আমি বিষম সংশয়-সঙ্কটে পতিত হইলাম; ঘোর বিপদ, বিমলার সর্ব্বনাশ হইবে, ইহা অপেক্ষা আর কি ভীষণ কার্য্য হইতে পারে!! আমার মন চঞ্চল হইল, কি প্রকারে বাটীতে যাইয়া সেই দৃশ্য দেখিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম, অবতার বাবুকে না বোলে যাওয়াও ভাল দেখায় না বিবেচনা কোরে সে রাত্রি কোন মতে অতিবাহিত করিলাম, পর দিন প্রভাতে কুক্কুটের শব্দে নিদ্রা ভঙ্গ হইল, অবতার বাবু বাহিরে আসিলেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক আমার অভিলাষ জানাইলাম, তিনি ক্ষুণ্নমনে আমাকে ব্যাগ্র দেখিয়া বিদায় দিয়া বলিলেন, "কাল আসিও, আমার মহা প্রয়োজন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিমলা।

পূর্ব্বরাত্রের রহস্য জানিবার কারণ আমি তাড়াতাড়ি নিজের দপ্তর-খানায় প্রবেশ পূর্ব্বক একজন চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাল রাত্রের কিছু খবর জানিস্?" সে বলিল, 'না।' আমি আর তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিলাম, "তুই বাটীর ভিতর গিয়ে "পদ্মর মাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আয় দিকি?"

সে তাড়াতাড়ি পদ্মর মাকে ডাকিয়া আনিল, পদ্মর মা হাসিতে হাসিতে আমার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "কেও রসিক-মোহন যে, কোথা থেকে?" আমি বিমলার বিষয় ভাবিতেছিলাম, পদ্মর মার তামাসার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, পদ্মর মাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলাম, "পদ্মর মা! বিমলা--আমাদের সেজো গিন্নির বড় বৌয়ের—কি হোয়েচে, বোল্‌তে পারিস্?"

পদ্মর মা বলিল, "আমি পারি না তো পারে কে?"

আমি বলিলাম, "কি হোয়েচে।"

পদ্ম-মা। "হবে আর কি, সুরেন্দ্র বাবু যশোদাকে সঙ্গে কোরে খুন কোত্তে এসেছিলেন, কিন্তু কাল সুবিধা হয় নাই, আজ রাত্রেই শেষ হবে; সাবধান, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়! আরো বড় মজা হোয়েচে, রাজকুমারী হর বাবুকে দাসখৎ লিখিয়ে নিয়েচেন, সে অনেক কথা পরে বোল্‌বো, এখন যাই।"

আমি ক্ষণেক সুস্থ হইলাম, বিমলা সাধ্বী, বিমলার যে কোন অমঙ্গল হয় নাই, তাহাতেই সুস্থ হইলাম, পদ্মর মাকে বলিলাম, "তুমি সন্ধ্যার পর আসিও।" পদ্মর মা চলিয়া গেল।

ক্রমে মধ্যাহ্ন, ক্রমে অপরাহ্ন, পরে সন্ধ্যা; যত সময় যায়, ততই আমার মন নব-রহস্য দর্শনে উৎসাহিত হইতে থাকে। রাত্রি গম্ভীরা বেশে পৃথিবীকে তমসাচ্ছন্না করিয়া ফেলিল। প্রায় দুই প্রহর অতীত হয়, এমন সময়ে পদ্মর মা আস্তে আস্তে আমার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাকে বলিল, "ভট্‌চাযি্য মশাই! এই বেলা এসো, তারা পুকুর ধারে দাঁড়িয়ে আছে, ক্ষাণিক পরে বিমলাকে খুন কোর্‌বে। এসো—এসো—এসো! আর দেরি কোরো না।"

আমি আর বিলম্ব কোর্‌লেম না, তাড়াতাড়ি পদ্মর-মার পশ্চাতে পশ্চাতে গেলেম; যে গৃহে বিমলা থাকিতেন, সেই গৃহের জানালার এক পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। জানালা খোলা ছিল, দেখা গেল, ভিতরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, প্রদীপের সন্নিকটে একটী যুবতী অনুপম রূপরাশি বিকীর্ণ করিয়া একখানি পুস্তক হস্তে বসিয়া আছেন, তাঁহার জ্যোতিতে গৃহ প্রভান্বিতা হইয়াছে; যুবতী স্থির সৌদামিনীর ন্যায় অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে আবৃতা হইয়া, প্রদীপের সম্মুখে একখানি পুস্তক হস্তে স্থিরদৃষ্টে—বসিয়াছিলেন; কি মনে কি ভাবের উদয় হইল, পুস্তক বন্ধ করিলেন; একবার ঊর্দ্ধদৃষ্টে—চাহিয়া দেখিলেন, আবার কি মনে হইল, দাঁড়াইলেন; বোধ হয় শয়নে ইচ্ছা হইল, শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলেন, রূপের প্রভায় দেহখানিকে যেন স্থবর্ণময় বোধ হইতে লাগিল;—যুবতী অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যে ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন; রজনী গম্ভীরা মূর্ত্তিতে বিরাজিতা রহিলেন; ক্রমে ভয়ঙ্কর ব্যাপার অতি অল্প সময়ের মধ্যে সংঘটিত হইবে বোধ হইতে লাগিল!!! আকাশের হিম—প্রগাঢ়ভাবে পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল; আমি আর পদ্মর মা স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম; পদ্মর মা দাঁড়াইতে না পারিয়া, আমাকে তথায় চুপ করিয়া বসিতে বলিল। সে আপনি কোন কারণ বশতঃ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

আমি ক্ষণ পরে যে বিভীষিকাময় কার্য্য সম্পাদিত হইবে তাহার বিষয় ভাবিতে লাগিলাম, প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকা অতীত হইতে না হইতে পদ্মর মা দ্রুত ফিরিয়া আসিল, এবং আমাকে বলিলঃ—"আর বড় বিলম্ব নাই; স্থরেন্দ্র বাবু আসিতেছেন। তিনি সামান্য কাপড় পরিয়া আছেন, সঙ্গে যশোদা



বিমলা।

পুরুষবেশে আছে, মাগীর বুড়ো বয়সে কত রকমেরই সাধ যায়, পোড়ার মুখে আগুন নাগুক্, মাগীর আবার পুরুষবেশ!! ভট্‌চায্যি মশাই মাগীকে ঠিক যেন পুরুষের মতন দেখিয়েচে, নষ্ট মেয়ে মানুষের বুদ্ধিকে ধন্নি, মাগো! মাগীর কি সাহস, এই সর্ব্বনেশে কাজটা দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে!!"

আমি তাঁহার কথা শুনিয়া সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি আমাকে দেখাতে পার? দেখ্‌বার জন্যে আমার বড় কৌতূহল বৃদ্ধি হোয়েচে!

পদ্মর মা আমার কথায় সম্মত হোয়ে আমাকে সেই দৃশ্য দেখাতে নিয়ে চল্লো; আমি ভয়-হর্ষান্বিতান্তঃকরণে পদ্মর মার সঙ্গে চলিলাম। চতুর্দ্দিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, তাহাতে আবার ভীষণ শীতে শরীর কম্পিত, আমি পদ্মর-মার পশ্চাতে যাইতে লাগিলাম, পদ্মর মা দেয়ালে হাত দিয়া সেই ভীষণ অন্ধকারে যাইতে লাগিল। অনেক কালের পুরাতন বাটী,

দেয়ালে লোণা ধরিয়াছিল, বাটীর লোক সমাগম,—নিদ্রার সঙ্গে নিস্তব্ধতায় পরিণত হওয়াতে, ছুঁচো ও ইন্দুরগণ মহা কোলাহল করিতেছিল; উভয়ের কিচ্‌মিচে শরীরটে এক একবার ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। পদ্মর মা ঘাইতে যাইতে ত্রিতলের সিঁড়ির দরজার কাছে দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া আমার গা টিপিল, আমি চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হোয়েচে" সে গা টিপিল, আমি তাহার ইসারাতে বুঝিতে পারিলাম, কে আসিতেছে।

ক্রমেই পদশব্দ শোনা যাইল, শব্দ অতি মৃদু; অনেকক্ষণ স্থিরভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, একটী মানবমূর্ত্তি ধীরে ধীরে সিঁড়িতে নামিতেছে। হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল, পাছে ধরা পড়ি, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! ক্রমেই মানবমূর্ত্তি নিম্নে নামিতে লাগিল। পদ্মর মা আমায় ধরিয়া কাঁপিতে লাগিল; উভয়েই নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দে তথায় দেয়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মানবমূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে আসিতে আসিতে সিঁড়িতে প্রায় দুই ধাপ বাকি আছে, এমন সময়ে থমকাইয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইবার পূর্ব্বে সর্প রাগান্বিত হইলে, যেমন সতেজে বায়ু শব্দ হয়, তদ্রূপ কাহার গলার আওয়াজ হইল। বর্ত্তমান ভ... সে বিষয়ে বড় মন দিলাম না; মানব মূর্ত্তি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; আমি ভাবিলাম, আমাদের দেখিতে পাইয়াছে বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পদ্মর মা কাঁপিতে লাগিল, আমিও কাঁপিতে লাগিলাম, ভয়ানক সময়, ভয়ের সময়ে নিঃশ্বাস সজোরে বাহির হইলে শরীরে তত কষ্ট হয় না, কিন্তু সে সময়ে এমনি নিস্তব্ধে থাকিতে চেষ্টা করিলাম, যে নিঃশ্বাসকেও সজোরে প্রশ্বাসিত হইতে দিলাম না।

মানবমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া একবার পশ্চাৎ ভাগে সম্মুখ ফিরাইল, কে যেন আবার পূর্ব্ববৎ স্বরে বায়ু শব্দে কি বলিল। মানব এক স্তবক নিম্নে অধিরোহন করিল, আমার হৃদয়ও প্রগাঢ় ভাবে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। মানবমূর্ত্তি আবার দাঁড়াইল; কি ভাবিয়া উপরে মস্তক তুলিল; এমন সময়ে একটী স্ত্রী মূর্ত্তি তাড়াতাড়ি সিঁড়িতে নামিয়া পুরুষ মূর্ত্তিকে ধারণ করিল; ধারণ করিয়া বলিল "কি? তোমার এত দূর আস্পর্দ্ধা আমাকে ফাঁকি?

তুমি কোথা যাও? কখন যেতে পাবে না” স্ত্রীমূর্ত্তির স্বর অতি মৃদু-গম্ভীর ভাবে উচ্চারিত হইতেছিল, আওয়াজে বোধ হইল রাজকুমারী; পুরুষমূর্ত্তি বলিল আমি “আমি যাবো না।” তাঁহার স্বরে বোধ হইল তিনি হরনাথ বাবু। আমার হৃদয় সভীত ভাব ধারণ করিল, যদি ধরা পড়ি তাহা হইলে কর্ত্তাবাবুর কাছে এ জন্মের মত কলঙ্কে পতিত হব; পদ্মর মা আমার পশ্চাতে যাইবার চেষ্টা করিল; আমি সম্মুখে থাকিয়া পদ্মর মাকে পশ্চাতে দাঁড়াইতে দিলাম!

রাজকুমারী হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হরনাথ বাবুও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজকুমারীর মনে কি ভাবের উদয় হইল; সে বড় বাবুর হাত ধ'রে টেনে উপরে তুলে লয়ে গেল, বড় বাবু হোঁচট খাইতে২ উপরে উঠিলেন। আমাদের ভয়ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে কমিল; পদ্মর মা আমাকে দাঁড়াইতে বলিয়া তাড়াতাড়ি নব রহস্য আবিষ্কার করিতে উপরে [illegible]ল, আমি তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় তথায় দাঁড়াইয়া রহিলাম; প্রায় [illegible]টি অতীত হইল, তথাপি পদ্মর মা ফিরিল না, আমি এক স্থানে স্থির ভাবে দাঁড়াইতে না পারিয়া এক স্তবক করিয়া উপরে উঠিলাম, যে স্তবকে বড় বাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই স্তবকে পা দিবার মাত্রেই এক তোড়া কাগজ আমার পায়ে ঠেকিল, আমি হস্তে করিয়া তুলিয়া লইলাম;—ভারি ঠেকিল, টিপিয়া দেখিলাম কোন জিনিস আছে! আলোতে ভাল করিয়া দেখিব ভাবিয়া কটীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। আর এক স্তবক উঠিয়াছি এমন সময়ে পদ্মর মা তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসে ব'ল্লে “ভট্চায্যি মশাই ছাতে আসুন; বড় মজা হ'য়েছে; রাজকুমারী হর বাবুকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে যাচ্ছে:”—

পদ্মর মার কথায় আমার হাসি আসিল; হাসিলে পাছে কেহ টের পায় এই ভেবে হাসিতে পারিলাম না; পদ্মর মার সঙ্গে উপরে উঠিলাম, শীতে কাঁপিতে২ ছাতের দরজায় গেলেম, উঁকি মারিয়া দেখি, ছাতের পূর্ব্ব কোনে হরনাথ বাবুতে ও রাজকুমারীতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। হরনাথ বাবুর গায়ে একটী কালো বনাতের জামা, রাজকুমারীও বক্ষস্থলকে কাঁচুলীতে এঁটেছে। রাজকুমারী এখনো হর বাবুর হাত ছাড়েনি; হাত ধ'রে হর

বাবুর মুখের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে। হর বাবু নতমুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন, রাজকুমারীর প্রতি চাহিলেন, রাজকুমারী বলিল "কি ভাবচো"

হরনাথ বাবু। "আকাশ, পাতাল, স্বর্গ—নরক।"

রাজকুমারী। "কেন?"

হরনাথ বাবু। "সে উত্তর আমি দিতে পারি না।"

রাজকুমারী। "তবে কে দেবে?"

হরনাথ বাবু। "বল্‌তে পারি না।"

রাজকুমারী। "তুমি পার না!!!

হর নাথ। না! আমি পারি না! রাজু তুমি কার!!—না রাজু? তুমি আমাকে ভুলে যাও; আমি তোমার অঙ্গ-স্পর্শ ক'ত্তে ইচ্ছা করি না। এক বার মনে করি তুমি সুবর্ণময় হিমানী; তোমার অনন্ত সুন্দর মুর্ত্তি, তুমি আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা হইলে আমি এ জীবনে অনন্ত সুখ ভোগ করিব। কিন্তু—কিন্তু রাজু! যখন কালীনাথের মুর্ত্তি আমার মনে হয়, তখন তোমার যে মূর্ত্তিকে আমি হিমানী বলিয়া কল্পনা করিতেছিলাম সে মূর্ত্তিকে আমি ... অগ্নির ন্যায় বোধ করি; দেখিলে, আমি পাছে স্পর্শ মাত্রে পুড়িয়া মরি, সেই ভয়ে স্পর্শ করিতে পারি না। রাজকুমারী তুমি আমাকে ভুলিয়া যাও ভুলিয়া যাও! আমি তোমাকে ভুলিতে চেষ্টা করিব।" হরনাথ বাবু এই কয়েকটী কথা বলিতে বলিতে নিস্তব্ধ হইলেন। রাজকুমারী হরনাথ বাবুর হস্ত ছাড়িয়া বলিলেন:—"আমি কে আপনি জানেন না—আমাকে কেন পুড়িয়ে মারলেন, আপনার যদি এত, ভয় তবে কেন আমাকে পুড়িয়ে মাল্লেন; দেখুন, আমার নাম রাজকুমারী—আমি আপনার প্রলোভনে ভুলিয়া প্রণয়-আগুণে পুড়িয়া মলেম। এর স্বাক্ষী জগদীশ্বর রইলেন।—"

যুবতী নিম্নমুখে অশ্রুভূষিত চক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল; হরবাবুর মন যুবতীর চিত্র দর্শনে কেমন বিমুগ্ধ হইয়াছিল, তিনি এক পাও সরিতে পারিলেন না; স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া যুবতীর প্রতি একবার কটাক্ষ করিলেন। যুবতীর রূপের প্রভায় তাঁহার ধর্ম্মভয় একেবারে ঘুচিয়া গেল, তিনি রাজকুমারীর হস্ত ধরিয়া বলিলেন।—"রাজু! রাজু! আমার হৃদয়রত্ন! রাজু!—তোমাকে আমি কাঁদালেম; না রাজু কেঁদোনা; তোমার চক্ষে অশ্রুর প্রকাশ হলে আমার

হৃদয়ে মহা বজ্র পতিত হয়ঃ—রাজু—রাজু!! তুমি কেঁদোনা, তোমার কান্না আমার নিকটে শোভা পায় না। এসো রাজু তোমার ক্রন্দনের অশ্রু আমি বক্ষস্থলে রাখিয়া মুছাইয়া দিঃ—" এই বলিয়া হর বাবু রাজকুমারীর সুকোমল বদন, স্বীয় বক্ষস্থলে লুকাইয়া ফেলিলেন; ভাবে বোধ হইল রাহু আসিয়া চন্দ্রকে গ্রাস করিল; চন্দ্রের কমনীয় কিরণ নবীন জলদে ঢাকা পড়িল; আকাশের সৌদামিনী—বজ্রের ভয়ে আকাশে লুকাইল। আমি স্থির চক্ষে তাহাই দেখিতে লাগিলাম। মনে ভাবিলাম প্রণয় তোমাতে পবিত্র বা অপবিত্র কিছুরই প্রভেদ নাই। তুমি যাহাকে আলিঙ্গন কর তাহাই পবিত্রময় হইয়া বিরাজিত থাকে। তোমার আশ্চর্য্য ক্ষমতা!!

হরনাথ বাবুর বক্ষে বদন লুকাইয়া রাজকুমারী স্বীয় অশ্রুরূপ অনঙ্গবান হরনাথ বাবুর হৃদয়ে নিক্ষেপ করিলেন; হরনাথ বাবুঃ—রাজকুমারীর প্রণয় বানে জর্জ্জরীভূত হইয়া ভূমে খসিয়া পড়িলেন; রাজকুমারী তাঁহার বক্ষে মস্তক দিয়াছিল, সেও সেই অবসরে খসিয়া পড়িল। কুমুদরঞ্জন চন্দ্রমা [illegible]শে হাসিতে হাসিতে নবীন রঙ্গ দেখিতে লাগিলেন; কুয়াশা পুষ্প বৃক্ষদলে স্বীয় ধূমরূপী দেহের স্বেদ টস্ টস্ করিয়া ফেলিতে লাগিল। আমি গরীব ব্রাহ্মণ শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। পদ্মর মা মুখ টিপিয়া হাসিবার উদ্যোগ করিল কিন্তু এ সময় হাসি ভাল দেখায় না ভাবিয়া, আর হাসিতে পারিল না। এমন সময়ে রাজকুমারী হর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "কই আমার দেহতো স্পর্শ করিলে দগ্ধ হোলে না। ছি! আমি কি আগুন্ যে তোমাকে পুড়িয়া মারবো!! যুবতী হাসিতে হাসিতে এই কয়েকটী কথা বলিল।

হরবাবু কটাক্ষ বানে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেনঃ—তাঁহার চক্ষে সমস্ত জগতই "রাজকুমারীময়" হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঊর্দ্ধ—অধঃ—সমস্তই খুঁজিলেন; রাজকুমারী ভিন্ন আর কিছু তাঁহার চক্ষে পতিত হইল না! অবশেষে নিরুপায় হইয়া প্রণয় গদ্‌গদ্ ভাবে, রাজকুমারীর চিবুকে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, রাজকুমারী! তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী—চল তোমায় আমায়—কাশীবাসী হইগে। পোড়া বাড়িতে আর আমোদ হবার যো নাই, রাজকুমারী হরনাথ বাবুকে চারি-

দিক শূন্যময় দেখাইয়া প্রেমকরুণ হাস্যে বলিল, "আপনি আমার কি দেবেন বোলে ছিলেন; তা কই দিলেন না;—আমাকেও প্রবঞ্চনা; আমিও আপনার প্রবঞ্চনার পাত্র;—ছি!।

হরনাথবাবু হাসিয়া বলিলেন—"আনিয়াছি।" আনিয়াছি বলিয়া যেমন কটীতে হস্ত প্রদান করিলেন, অমনি হতাশ ভাবে চাহিয়া রাজকুমারীর প্রতি বলিলেন, "সর্ব্বনাশ!!!"

রাজকুমারী আশ্চর্য্য ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েচে—সর্ব্বনাশ বোল্লে যে:—"

হরনাথ। তোমার জন্যে চিক এনেছিলাম পথে পোড়ে গেছে; চিক যাগ্‌গে মরুগ্‌গে আমার দরকারী কাগজ যে তাতে ছিল!!"

আমি সেই কথা শুনিয়া পাছে তাড়াতাড়ি খুজ্‌তে আসা হয় এই ভেবে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম, পদ্মর মাও আমার—সঙ্গে আসিল।

—oo—

নবম পরিচ্ছেদ।

স্বর্ণ-লতিকা।

ঘোর তমস্বিনী নিশা স্থির গম্ভীরভাবে বিরাজিত; উত্তুরে বাতাস সির্ সির্ শব্দে প্রবাহিত, শীতে হৃদয় ভীষণ ভাবে কম্পিত; তথাপি আমার ভয়ের সঞ্চার হইল না। বড় বাবুকে পূর্ব্বোক্ত ভাবে দেখিয়া দত্ত মহাশয়দের আভ্যন্তরিক রহস্য দর্শনে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল, ঘড়িতে ২টা বাজিল। নিদ্রার ক্রোড়ে গৃহস্থ সকলে শায়িত ছিল, কেবল যাঁহারা নবীন প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিল, তাঁহারাই ফিস্ ফিস্ শব্দে কথা কহিয়া নিদ্রাকে আলিঙ্গন করিতে ভুলিয়াছিল। একবার মনে করিলাম, আমি অপর লোক, অন্দর মহলে বেড়ানো আমার পক্ষে অতিশয় দূষণীয়, আবার ভাবিলাম, দত্ত বাটীর এমন কারখানা নৈমিত্তিকের মধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছে, ইহাতে দোষ নাই। পদ্মর মা

ইতিপূর্ব্বে আমার নিকট হইতে বিমলার গৃহে কি হইতেছে; দেখিতে গিয়াছিল, ত্বরায় ফিরিয়া আসিল, আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি ভাবিতেছ?” সে বলিল, “সর্ব্বনাশ!—বিমলার সর্ব্বনাশ হোয়েচে!”

আমি ত্বরায় সেই দৃশ্য দর্শনে উৎসুক হইয়া তথায় গেলেম। জানালা খোলা ছিল, উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ভয়ানক দৃশ্য!! হৃদয় কম্পিত হইল, যেন অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে পৃথিবী বিদীর্ণা হইলেন,—দাবানলে স্বর্ণ-লতিকা দগ্ধ হইল,—সিংহশিশু করীকুম্ভ ভেদ করিল। অতি ভয়ানক দৃশ্য! যুবতী নিদ্রায় অচেতনাবস্থায় শয্যায় শায়িতা, গৃহ অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত, মহা সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

চন্দ্রের আলোক গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতেই জানা গেল, যে যশোদা পুরুষবেশে দণ্ডায়মানা। যশোদার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া সুরেন্দ্র যম-দূতের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন, ভীষণ দৃশ্য! যশোদার হাতে কি এক খানা চকচক্ করিতেছিল, ভাল করিয়া দেখিলাম, এক খানা কিরীচ, [illegible] নিষ্কলঙ্ক শশীমুখী সাধ্বী বিমলা অচেতনে ঘুমাইতেছে, নিরপরাধা কিছুই জানে না, যে তাঁহার সম্মুখে তাঁহার স্বামী কৃতান্ত-বেশে অসি উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, অনতিবিলম্বেই তাঁহার জীবনী-বায়ু দেহ হইতে বিনাশিত করিবে। এই দৃশ্য দর্শনে আমার আপাদ মস্তক পরিকম্পিত হইতে লাগিল; চক্ষে চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিতে লাগিলাম; একবার মনে হইল, সকলকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া জাগাইয়া দি, চীৎকার করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বর্ত্তমান দৃশ্যে আমার হৃদয় এত অধিক বেগে কম্পিত হইতে লাগিল, যে কণ্ঠের স্বর উচ্চারিত হইতে পারিল না, জিহ্বা লালাহীন হইল। আমি বসিয়া পড়িলাম, স্থিরদৃষ্টে সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম, এক মুহূর্ত্ত যাইতে না যাইতে যশোদা ও সুরেন্দ্র বাবুতে কি পরামর্শ করিয়া এক খানা রুমাল বাহির করিল, আমি ভাবিলাম, বিমলার মুখ বাঁধিবে, আরো ভীষণতর হইয়া উঠিল; শরীর হইতে শীতের ভাব দূরীভূত হইয়া গ্রীষ্মের আবেশ হইল। ভয়ানক অবস্থা!!

যশোদা রুমালখানি হাতে করিয়া বিমলার মুখের সম্মুখে ধরিয়া নাড়িতে লাগিল, এক মূহূর্ত্ত অতীত হইতে না হইতেই বিমলা মুখ বিকৃত করিল, হস্তপদ নাড়িয়া উঠিল, ভাবে বোধ হইল, হাঁপাইয়া উঠিতেছে, নিঃশ্বাস ফেলিতে না পারিয়া হাঁপাইয়া উঠিতেছে।

বিমলাকে ছট্‌ফট্‌ করিতে দেখিয়া যশোদা বুকে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল, বিমলা নিঃশ্বাস ফেলিবার কারণ মাথা নাড়িতে লাগিল, অস্ফুট স্বরে গোঁ-গোঁ শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল।

আমার বক্ষঃ ফাটিয়া যাইল, আমি কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলাম, শরীর হইতে অগ্নির শিখা নিঃসৃত হইতে লাগিল। সুরেন্দ্র হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া যশোদাকে দেখিতে লাগিল না যে, যশোদা কি করিতেছে, ভাবে বোধ হইল, সুরেন্দ্র স্মৃতিহীন হইয়াছিলেন;----কি ভয়ানক অবস্থা, ক্রমে ক্রমে বিমলা গোঁ—গোঁ—গোঁ করিতে করিতে নিঃশাড় হইয়া আসিলে হস্তপদ নিষ্পন্দ হইয়া আসিল। যশোদা তাহা দেখিয়া সুরেন্দ্রকে বলিল, "আর বিলম্ব কেন সুরেন্ বাবু! এই উপযুক্ত সময়, আমি যখন আমাদের নপিসীকে কৃষ্ণ ডাক্তারের পরামর্শে অবতার বাবুর সঙ্গে খুন করি, তখন এই [illegible] করিয়াছিলাম, আর বিলম্ব নয়, অচেতন অবস্থায় থাকিতেথাকিতে [illegible] কর।

সুরেন্দ্র। "যশোদা —— আমার যে মায়া হোচ্চে?"

সুরেন্দ্র এই বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। যশোদা বলিল, "সুরেন বাবু! অনঙ্গকে গিয়ে কি বোল্‌বে? আর নিজের জীবনের উপায়ই বা কি কোরবে, আমার কথা শোন—আর দেরি কোরো না, শীঘ্র শীঘ্র কাজ শেষ কর, রাত্রের গভীরতায় এসব কার্য্য শেষ না করিলে আর কখন কোরবে। আর বিলম্ব কোরো না সুরেন বাবু।" সুরেন্দ্র স্মৃতি হারাইলেন, চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন কিছুই দেখিতে পাইলেন না, অনঙ্গের মান রক্ষা করাই তাঁহার প্রয়োজনীয় বোধ হইল, তিনি আর একবার বিমলার মুখেরদিকে চাহিয়া দেখিলেন—মাথায় হাতদিয়া ভূমে বসিয়া পড়িলেন।

যশোদা জিজ্ঞাসা করিল "তুমি পারবে না।" সুরেন্দ্র বলিল "যশোদা আমাকে জিজ্ঞাসা করাও যা আর এই অন্ধকারময়ী প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করাও তা।" তাঁহার মনের মমতা দূর হইল, তিনি যেমন প্রমত্তছিলেন

তেমনি মত্ত হইয়া ভূমে টলিয়া পড়িলেন। যশোদাকে বলিলেন "যশোদা তোমার কাজ শেষ কর—আমি—আমি—অচেতন হোলেম।"

সুরেন্দ্র ভূমে হাঁপাইতে হাঁপাইতে শুইয়া পড়িলেন, যশোদা যাহা করিতে আসিয়াছিল তাহা শেষ করা বিবেচনা সিদ্ধ ভাবিয়া; কটীদেশ হইতে কিরীচ বাহির করিয়া বিমলার বক্ষে সজোরে আঘাৎ করিল; বিমলার নিস্পন্দ শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, অধরোষ্ঠ কি বলিবে বলিয়া বিস্ফারিত হইল; বক্ষস্থ রক্তস্রোত হু-হু শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তেজস্বী চন্দ্রের কিরণ ঘনমেঘে আবরিত হইল; বসন্তে প্রফুল্ল সুবর্ণ লতিকা ভীম দাবানলে ভস্মীভূত হইল। ভয়ানক দৃশ্য!! বিমলার জীবনী বায়ু দেহান্তরিত হইল, যশোদা সুরেন্ বাবুকে ফেলিয়া দৌড়াইয়া পালাইল; আমি অচেনাবস্থায়—বসিয়া রহিলাম। সুরেন বাবু অস্ফুট চীৎকার ভূশয্যায় শায়িত রহিলেন।

আমার সম্মুখেই সেই বিভীষিকাময় কর্ম্ম অবহেলে সম্পাদিত হইল, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল, সোণার প্রতিমা জাহ্নবীনীরে বিসর্জ্জিত হইল। অদ্ভুত প্রকৃতি! তোমার মায়া কে বুঝিতে পারে? এই মাত্র মরকতময়ী মাধবীলতা সহকার তরুতে জড়িত ছিল, মুহূর্ত্তেক অতীত হইতে না হইতে কালের কুটীল কুচক্রে লীনা হইল। যাহা হউক, সংসারবাসী! আর এ সংসারকে বিশ্বাস করিও না, এ ক্ষণভঙ্গুর সংসার মায়ার আধার মাত্র! সুরেন্দ্র বাবু মত্ততাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু মায়ার আঘাৎ কোথা থাকে, যেমন এক এক ঘা লাগিতেছিল, অমনি তাঁহার ধমনীর রক্ত কৈষিকাতে ছুটিতে ছিল, সে প্রবাহের শব্দ জগতে প্রকাশ হইবার কারণ অস্ফুট চীৎকারে কাঁদিতে ছিলেন, ভয়ানক অবস্থা।

আমি নির্ব্বাকে দৃষ্টিশূন্য হইয়া বসিয়াছিলাম, শরীর এত অধিকতর তেজে কম্পিত হইতেছিল, যে কোন প্রকারে কথা সরিল না; মনে উদয় হইতে লাগিল, যে সুরেন্দ্র বাবুকে বাহিরে লইয়া যাই; কিন্তু শরীরের শিরা, গ্রন্থি প্রভৃতি এত দূর শিথিল হইয়াছিল, যে কোন ক্রমেই প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলাম না। অবাক্ হইয়া বসিয়া আছি, এমন সময়ে পদ্মর মা চৈতন্যলাভ করিয়া সেই মহাকালরূপী ভীষণ দৃশ্য দেখিতে

আসিল; উর্দ্ধদৃষ্টে আসিতেছিল, নিম্নে আমি যে অন্ধকারে বসিয়াছিলাম, তাহা তাহার নজরে আইসে নাই। সে অবাক্‌ভাবে যাইতে যাইতে আমার গায়ে পা ফেলিল, আমি চমকাইয়া দেখিলাম, "পদ্মর-মা!" সেও চম্‌কাইয়া দেখিল, "তিনকড়ি!" উভয়ে ক্ষণেক কাল থাকিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, "পদ্মর মা আমাকে আমার ঘরে রেখে আস্‌তে পার্‌বি?" সে চমকাইয়া বলিল, "তাহার কারণ?" আমি প্রকাশ করিতে পারিলাম না, আমার কোমল প্রাণ কম্পিত হইয়া উঠিল, আমি কাঁদিয়া বলিলাম, "মহা সর্ব্বনাশ! অকালে প্রলয় হইয়া গিয়াছে, যশোদা আসিয়া বিমলাকে খুন করিয়াছে।" পদ্মর মা আমাকে ধরিয়া বসিয়া পড়িল, এমন সময়ে সুরেন্দ্র বাবুকে কে বলিল, "চলে এসো, আমার সঙ্গে এসো,—এসো, এখনো তোমার চৈতন্য আছে, আর ক্ষণেক পরে হীনচেতন হবে, তোমার আর উপায় নাই।" এই প্রকার উক্তি শেষ হইলে কে যেন গৃহ হইতে সুরেন্দ্রকে লইয়া গেল। পদ্মর মা মনে করিল, বিমলাকে যে খুন করিয়াছে, সে এখনো ঘরে ছিল, এইমাত্র পলাইতেছে, তবে বোধ হয়, তাহাকে ধরিলে, শাজা হবে; এই ভেবে সে অস্থির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি আবার বিষম সঙ্কটে পতিত হইলাম, আমি সেখানে গুপ্তভাবে আসিয়াছি, তাহা যদি কেহ দেখে, তাহা হইলে, আমারো সর্ব্বনাশ হবে, বোলে পদ্মর মাকে চুপ করিতে বোল্লেম, সে তাহা শুনিয়া বলিল, "এমন সর্ব্বনাশে চুপ কোত্তে আছে, ধর্ম্ম যদি থাকে, তাহা হইলে আমাদের গায়ে কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ হইবে না" সে আরো চীৎকার করিতে লাগিল, আমি ভয়ে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। আসিবার সময়ে শুনিলাম, বিমলা যে ঘরে শয়ন করিত, তাহার পার্শ্বে হরমণি দাসী বিমলাকে আগ্‌লাইয়া থাকিত, সে পদ্মর মার চীৎকারে ঘরের খিল খুলিয়া পদ্মর মার কাছে আসিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আমি ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া, প্রস্থান করিতে করিতে বাহিরে যাইবার পথের একটী কোণে বসিয়া পড়িলাম।

——০০——

দশম পরিচ্ছেদ।

হর বাবুর কল্পনা।

সেই গভীর তিমিরাক্রান্ত রজনীতে সেই দুর্দ্দৈব ঘটনায় আমার হৃদয় পরিক্লান্ত হইয়া উঠিল, আমি সেই ঘটনার পরিণাম না দেখিয়া স্থির হইতে পারিলাম না, স্থিরকর্ণে শুনিলাম, পদ্মর মা ও হরমণি উভয়ে করুণস্বরে ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল। এমন সময়ে বড় বাবু ছাদের উপরে রাজকুমারীর সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন, বাড়ীতে ভয়ানকরূপে কিসের চীৎকার হইতেছে, তাহা জানিবার কারণ [illegible] সে রাত্রে বিদায় দিয়া তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া আসিলেন। যে স্থলে [illegible]কার হইতেছিল, সেইখানে আসিয়া দেখিলেন, ভয়ানক কারখানা!! ভয়ানক বিপদ দেখিয়া, তিনি চীৎকার করিয়া পদ্মর মাকে জন দুই দরওয়ান ডাকিতে বলিলেন। পদ্মর মা বাহিরে আসিল, দরওয়ানকে ডাকিল, আমি মনে করিলাম, এই অবসরে আমিও যাই। পদ্মর মার কাছে গেলেম, সে আমাকে দেখিয়া চমকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে? কখন এলে?"

আমি বলিলাম, "তোমারা যখন চিৎকার কোচ্ছিলে, সেই সময়ে আমি পলাইয়া আসি; কিন্তু এখন আমার তথায় যাইতে ইচ্ছা হইয়াছে, তোমার সঙ্গে যাবো কি?" সে বলিল "স্বচ্ছন্দে!!"

আমি পদ্মর মার অনুবর্ত্তী হইলাম, দুই জন দরওয়ান আমাদের অনুবর্ত্তী হইল; ভয়ানক শীত, একে ভয়ের কম্পন—তাহাতে আবার শীতের উভয় কম্পনে শরীর কাঁপিয়া উঠিল। বিমলার গৃহে উপস্থিত হলেম; সেখানে হরনাথ, গিরিনাথ আর রাধানাথ এই কয় ভ্রাতার উপস্থিত

"আমি হরনাথ [illegible] "মহাশয় এর উপায়!"

হর। উপায় [illegible] কোথায়? সুরেন্দ্র না হোলে কোন কার্য্যই [illegible]

কি ভয়া[illegible] রক্তের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে আর একদিকে সুবর্ণ ল[illegible] বিবর্ণা হইয়া পতিতা রহিয়াছে।

নিশার নিস্তব্ধতা কেবল মাত্র হরনাথ বাবুর কয় ভ্রাতারা ভঙ্গ করিলেন। সুরেন্দ্র পলায়ন করিয়াছেন; [illegible] কয় ভ্রাতায় কি পরামর্শ করিলেন, বড়বাবু এমন সময়ে আমাকে বোল্লেন "দেখো তিনকড়ি! তুমি তোমার শয়ন ঘরে যাও আমি যাচ্চি?" আমি তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, নিজের শয়ন ঘরে আসিলাম; মনে নানা প্রকার রহস্যের উদয় হইল; এমন ভয়ানক কাণ্ডেও—কেহ মনঃপাত করিল না, তবে বিমর্ষ না হইলে নয় নাই তাই চুপ করিয়াছিল। যাহা হউক সুরেন্দ্রের ন্যায় ভয়ানক লোক আর নাই! কত কি [illegible] এ[illegible] ভাবিতে ভাবিতে শয়ন করিলাম; যেই বিমলার হত্যা [illegible] ভাবিলাম, ভ[illegible] লুইপি; [illegible] তখনি আমার হৃদয় কাঁপিয়া [illegible] হবার কথা মনে উদয় হই[illegible] আমি জগতকে শূন্যময় দেখিলাম; বড় বাবু রাত্রেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছেন ভাবিয়া দরজা খুলিয়া রাখিলাম। এ পাশ ও পাশ করিতেছি আর বিগত বিষয় ভাবিতেছি; এমন সময়ে আমার গৃহের পশ্চাৎ দিয়া কাহাকে যাইতে দেখিলাম; অন্ধকারে মানুষটীকে চিনিতে পারিলাম না; স্থির চক্ষে ক্ষণেক চাহিয়া রহিলাম, আবার যেন কে সেই স্থান দিয়া গমন করিল; দেখিতে মোটা ভীম মূর্ত্তি; আমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল, স্থির চক্ষে দেখিতে দেখিতে এক প্রকার ফিস্ ফিস্ শব্দ আমার কর্ণে আসিল, আমার মন কেমন রহস্যের প্রতি লীন হইয়াছিল; আমি নব রহস্য আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যে দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে দাঁড়াইলাম, কতক্ষণের পর শুনিতে পাইলাম:—"আমাকে জান আমি কে—হেম—লতা।" উত্তর। হেম— তোমাকে আমি জানি, এ বয়সে আমার মাথাটা যেন না খাস্, এই আমার অনুরোধ;—দেখ আমার হৃদয়ে কি কাল সাপই প্রবেশ কোরেচে? তুই যখন সব দেখেছিস্ তখন আর আমায় বোল্‌তে কি? ভাই! সুরেন্‌কে

তুইও ভাল বাসিস্ আমিও ভাল বাসি; কিন্তু হরেন্ তোকে ভিন্ন আর কাকেও ভাল বাসে না! তা দ্যাখ্ আমি কাশীতে যাই, আর তুই রাজত্ব ভোগ কর্। আমার মাথা খাস্ এ কথা প্রকাশ করিস্ নি।"

কথার ভাবে বোধ হোলো উভয়েই স্ত্রীলোক; এক জন আর এক জনকে ভৎসনা করিতেছে; ভৎসনা শ্রবণে আর এক জন অনুনয় করিতেছে; অতি চমৎকার রহস্য! বিনয়োক্তির মধ্যে "সুরেন্" বলিয়া কাহার উল্লেখ হইল। আমার বিশেষ আগ্রহ জন্মাইল, আমি স্থির কর্ণে শুনিতে লাগিলাম। পুনরায় আরম্ভ হইল। "হেমলতা! তুই কেন ভাই আমাকে জব্দ কোর্‌বি; দ্যাখ এ বাড়ীতে তোর কথা যত বিশ্বাস যোগ্য, এত কারু নয়; ভাই! না জেনে এক কাজ কোরেচি; তার আর কি হবে, তোকে আর কি বোল্‌বো, যা হবার তা হোয়েছে. এবার রক্ষা কর।" এই উক্তি থামিলে আর এক জন আরম্ভ করিল; "ছোট পিসি! তোমার এই কাজ!! আমরা করি আমাদের সাজে? তোমার এই কাজ!! দেখ;—এবার আমি ক্ষমা কোল্লেম, কিন্তু আর যেন তোমার দৃষ্টি হরেনের উপরে পতিত না হয়।" এই কয়েকটী কথা শেষ হইতে না হইতে, ঘড়িতে তিনটা বাজিল।

ভয়ানক রহস্য! আমার মন আরো তন্ময় হইল একাগ্রচিত্তে শুনিতে লাগিলাম, সব শোনা গেল না—মাঝে মাঝে শোনা গেল না, তাহা শুনিয়া মন বড় সুস্থ হইল না; আরো কৌতুহলে শুনিতে লাগিলাম; একজন বলিল "হরেন; আমার হৃদয়ের পুতুল। হরেনকে আমি এ জীবনেও ভুল্‌বো না।" আর একজন বলিল, "কি---তুমি হরেনকে চাও; দেখ ছোট পিসি! যতদিন আমি—হেমলতা জীবিত থাক্‌বো ততদিন হরেনের কেশাগ্রও কেহ দেখিতে পাইবে না। ছোট পিসি! হরেনের শরীরের শোভাকে ভুলিয়া যাও, হরেনের মনোমোহনকারী চক্ষুদ্বয়ের শোভাকে ভুলিয়া যাও? অবশেষে হরেনের আলিঙ্গনকে ভুলিয়া যাও; দেখ হরেন আমার—এজগতে হরেন আমার; আমায়—ছেড়ে যে দিন হরেন তোমার প্রতি আশক্ত হবে,---যে দিন হরেন তোমার আলিঙ্গনের—আশা প্রকাশ কোর্‌বে—সেই দিন—সেই দিন—ছোট পিসি—আর তুমি হেমলতার—মুখ এ সংসারে দেখ্‌তে পাবে না। ছোট পিসি! সেই দিন হেমলতা হয় জলের না হয়

দড়ির আশ্রয় গ্রহণ কোরবে।" এবারকার স্বরে বোধ হইল, এই স্ত্রীলোকটী যুবতী, হরেন বাবুর প্রেমে উন্মত্তা হইয়াছে;—ইহার প্রত্যুত্তরে এই কথা হইল;—"হেম! তুইও জানিস্ যে দিন আমাকে এ পৃথিবী থেকে হরেনের আলিঙ্গনে বিরত হোতে হবে সেই দিনই আমি পোড়া সংসারে জলাঞ্জলি দিয়ে ভিখারী হোয়ে বনে বনে বেড়াবো। হেম! তোর ভোগ অনেক দিন—আমার কদিন;—দেখ? তারাসুন্দরী আমার সর্ব্বনাশ কোত্তে চেয়েছিল, কিন্তু বড় কর্ত্তার নজরে পোড়ে গর্ভবতী হোলো, আমার মনের দুঃখু ঘুচ্‌লো; তাকে প্রসব হবার জন্যে তালুকে পাঠিয়ে দিয়েচেন। তারার স্বোয়ামী হেলায় ছেলে পাবেন, কিন্তু দেখ্ হেমলতা! তুই ভাই সাবধান, তোদের এখন স্বামী আছে তোরা কি দায়ে মারা পোড়বি—হরেন্‌কে ভুলে যা, হরেন যেন কেউ না—এই রকম ভাব্!" এই ভাবে কথা বার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে—কাহার পদ শব্দ আমার শ্রুতি গোচর হোলো; আমি নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম; যে স্থান হইতে পূর্ব্বোক্ত বাক্য সমস্ত শুনিতে ছিলাম, সেই দিকেই অদৃশ্য লোকটী চুপি চুপি যাইয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া বায়ু স্বরে বলিল:—"কেও—ও—ও—ও—ও কামিনী নাকি!! আমি যে তোমাকে খুঁজে এলেম, অ্যাঁ——" বলিয়া উপস্থিত বক্তা চুপ করিল; কথার স্বরে বোধ হইল বক্তা যুবক। তাহার কথা শেষ হইলে—একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাসের আওয়াজ পেলেম ক্ষণেক সকলই নিস্তব্ধ রহিল; এক মুহূর্ত্ত এই ভাবে নিস্তব্ধ থাকিয়া এক জন আরম্ভ করিল;—"হরেন! তোমার মিথ্যা কথা—তুমি যে আমার মাথা ছুঁয়ে দিব্বি কোরে ছিলে, আমি বই তোমার প্রণয় ভাজন আর কেও হবেনা। দেখ! তোমার ইচ্ছানুযায়িক কার্য্য করাই তোমার সাজে—কিন্তু—কপটতা কার সঙ্গে প্রকাশ কোল্লে! আমি তোমার মিথ্যা কথার পাত্র!!—ছি!!—কপট প্রণয়ের প্রতিফল এই!!" যুবতী নিস্তব্ধা হইলেন। ক্ষণেক সকলেই নিস্তব্ধ রহিল। পরে একটী বাক্য উচ্চারিত হইল "হরেন!! তুমি!!"

উত্তর। আমি হরেন্ নই, এখন আমি!!—আমি মিথ্যাবাদী!!

প্রশ্ন। আমি তোমার তবে কেউ নই।

উ। তুমি—তুমি—আমি বলিতে পারি না।

এই কথা বলিয়া যুবক নিস্তব্ধ হইলে; যুবতী আরম্ভ করিলেন;—

হরেন্! এ সংসার মিথ্যা, কেহ কাহাকে আর যেন না জেনে শুনে মন সমর্পণ না করে। আমার হৃদয় এখন জলন্ত অনলে দগ্ধ হউক, তুমি স্বচ্ছন্দে কামিনীর মনোরঞ্জনে সচেষ্ট থাক। ছোট পিসি—কাল আর তোমাকে এ বাটীতে মুখ দেখাতে হবে না; আমি সাপিনী—রাগান্বিতা হোলে কে তোমাকে রক্ষা কোর্‌বে; আমি সাপিনী আমার দংশন কথনই ছোট পিসি—সহ্য করিতে পারিবে না। হরেন্! তুমিও যেন আমার হৃদয় দগ্ধ কোরে, তোমার স্নিগ্ধ প্রেমালিঙ্গনে যে আর কাহাকেও সুখী করিবে—তা আমি হেমলতা জীবিত থাক্‌তে কথনই হবে না—হবে না—হবে না। আমি চোল্লেম, কাল প্রাতে ইহার উপযুক্ত প্রতিফল উভয়েই প্রাপ্ত হইবে। চল্লেম।”

——০০——

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অনঙ্গের কৌশল।

নিশা প্রভাতা হইলেন, ঊষা হাসি হাসি মুখে পৃথিবীতে দেখা দিলেন, অন্ধকার—ঊষার রঙ্গ দেখে মুখে কাপড় দিয়ে গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ কোল্লেন, শিবাকুল পদ্মিনীর রঙ্গ দেখে প্রকাশ্যে না থেকে আড়ালে আশ্রয় লইল। সমগ্র পৃথিবী ক্রমে নূতন বেশে ভূষিতা হইতে লাগিলেন। আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম। আমি মুখ প্রক্ষালন করিতে না করিতে হর বাবু আসিয়া আমার গৃহে প্রবেশ করিলেন, পূর্ব্ব রাত্রের রহস্যে আমার মন কেমন কৌতূহলী হইয়াছিল। হর বাবুকে তত ভক্তি হইল না, কেন হইল না, তা মন জানে। হরনাথ বাবু আমার হাত্ ধোরে আমার

সেই সামান্য তক্তাপোশে বিমর্ষভাবে উপবেশন করিলেন, আমার হাত ধরিয়া ক্ষণেক স্থির ভাবে ভূমির প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া রহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়ের এ ভাব কেন?"

বড় বাবু উত্তর দিলেন, কিন্তু প্রতি কথাই তাঁহার মুখ হইতে আধ আধ ভাবে উচ্চারিত হইল, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "বড়বাবু! আপনার এ ভাব কেন? বলুন, যদি ক্ষমতা হয়, তাহা হইলে, যে প্রকারে পারি, প্রতিকার করিব।"

আমার কথা শ্রবণে বড় বাবু বলিলেন, "তিনু! কি হবে? বিমলার খুন প্রচার হোয়েচে; কে এমন সর্ব্বনাশ কোল্লে? সুরেন্দ্র পলায়ন কোরেচে, পাশের ঘরে হরমণি দাসী শয়ন কোরেছিল, আর পদ্মর মা চীৎকার কোরে আমাকে ডেকেছিল, এ ভিন্ন আর তো কিছুই জানি না; তুমি তার পর দেখো, পুলিবের হাঙ্গাম যদি হয়, তা হোলে কি হবে? তিনু! তুমিই আমার ভরসা, রাধানাথ তো এ বিষয়ের কোন কথাতেই থাক্তে চায় না। বড় ভয়ানক কাজ, সুরেন্দ্র কি খুন কাজ কোর্‌বে!!"

বড় বাবু চুপ কোল্লেন। আমার মন জানে, আর আমি জানি; আমি কোন কথা প্রকাশ না কোরে বোল্লেম, "মহাশয়! তা আর ভাবলে কি হবে, যা হবার তা তো হয়ে গেছে, এখন যাতে কোন বিপদ না ঘটে, তাই করুন। আমার কথা শুনে হরনাথ বাবু চুপ কোরে বোসে রৈলেন। আমি বোল্লেম, "অবতার বাবু আমাকে আজ তাঁহার বাটীতে যেতে অত্যন্ত অনুরোধ কোরেচেন, আপনার অনুমতি হয় তো আমি যাইতে পারি। বড় বাবু কত কি ভাব্‌লেন, ভেবে বোল্লেন, "আচ্ছা যাবে যাও, কিন্তু অতি শীঘ্র আসিও!! তবে আর বিলম্ব কোরে কায কি? এই বেলা যাও, আমি যা বোল্‌তে এসেছিলেম, তা পরে এক সময়ে বোল্‌বো; তুমি তাঁর কাজ অতি শীঘ্র সমাপন কোরে এখানে এসো।" তিনি এই কথা বোলে প্রস্থান কোল্লেন।

আমি তাহার কিঞ্চিৎ পরেই সসাহসে নানা রহস্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে অবতার বাবুর বাটীতে পহুঁছাইলাম। অবতার বাবুর সহিত

সাক্ষাৎ করিলাম ; তিনি বৈঠকখানায় বসিয়া ছিলেন ; আমি তাঁহার পশ্চাতে উপবেশন করিলাম ; তিনি ক্ষণেক এদিকে ওদিক ভাবিয়া আমাকে বলিলেন " বাবু ! আমার একটী বড় বিপদ হইয়াছে আমার কতকগুলি কাগজ পত্র। হারাইয়াছে ; সে গুলি যদি প্রকাশ হয় তাহা হইলে আমি মহা বিপদে পতিত হইব। " তিনি এই কথা বলিয়া চুপ করিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম " সে সমস্ত কবে হারাইয়াছে ? "

তিনি বলিলেন " যে রাত্রে মন্মথ খুন হয়—সেই রাত্রেই নষ্ট হইয়াছে, সে সমস্ত আমার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু—এমন কি তা না হ'লে আমার ভাবি আশা নষ্ট হয় ! তাইতো বাবু কি ক'রবো। "

তাঁহার কথার ভাবে বোধ হইল তিনি কি বলিবেন মনে করিতেছেন কিন্তু প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়ের কি কিছু বলিবার আবশ্যক আছে ;—থাকে তো বলুন ; আমার নিকটে সঙ্কোচ করি[হইয়া]ব। তিনি আমার কথায় প্রত্যুত্তর না দিয়া বলিলেন " [illegible] ! কাল পুলিষে কাদম্বিনীর মোকদ্দামা হইয়া ছিল, কাদম্বিনীর শশুর মহা পীড়াপিড়ি লাগাইয়াছে—কি হবে ! ! তাঁহার কথায় ভাবে বোধ হইল তিনি আসল কথা লুকাইয়া নূতন কথা বলিলেন ; যাহা হউক তাঁহার অন্তরে নানা ভাবনার উদয় হইয়াছিল ; তিনি আস্ পাস্ কথা পাড়িয়া এক জন চাকরকে ডাকিলেন ; সে আসিলে তাহাকে একটী বাক্স আনিতে বলিলেন, চাকর চলিয়া গেলে তিনি আমাকে একটী অভিনব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন " তিনু তুমি কি ভালবাসো ? " আমি লজ্জিত হইলাম, কোন উত্তর দিলাম না ; পুনরায় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন " তিনু বল না—তুমি কি ভাল বাসো। " আমি বিনম্র ভাবে বলিলাম " এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানে আমি অক্ষম। " তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন " কেন ? লোকে যা ভালবাসে তা কি বল্‌তে পারে না ; কেউ আহার করিতে ভাল বাসে, কেউ টাকা জমাইতে ভালবাসে, কেউ আমোদ করিতে ভালবাসে, কেউ টাকা রোজগার করিতে ভাল বাসে ;—তোমার কি কিছুতে ভাল বাসা নাই। " আমার উভয় সঙ্কট উপস্থিত !—কি করি—কিছুই বলিতে পারিলাম না। তিনি ক্ষণেক আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন " বুঝিয়াছি টাকায় তোমার আশক্তি

আছে—আচ্ছা যদি তোমায় কেউ টাকা দেয় তাহা হইলে তুমি টাকা চাও কি না?" আমি বলিলাম "আমার আশক্তি সমস্তেই বর্ত্তমান আছে; কিন্তু কিসে অধিক আশক্তি তা আমি উপযুক্ত সময় না হ'লে স্থির ক'ত্তে পারি না।"

অ। আচ্ছা তোমায় যদি কেউ অনেক টাকা দেয়।

আমাকে কেন টাকা দেবে? আমি কার কি উপকার করেছি?

অ। যদি কেউ খুসি হয়ে দেয়?

আমি তাহা গ্রহণ করি।

অ। তবে তোমার টাকার উপর আশক্তি আছে? তোমাকে আমি কিছু টাকা দিতে ইচ্ছা করি—তুমি চাও কি—না?

আমি বলিলাম "মহাশয়ের কথার ভাবে বোধ হোচ্চে আমাকে কোন প্রকার পারিতোষিক প্রদান করিবেন; কিন্তু আমি আপনার এমন কি কায করিয়াছি যদ্দ্বারা আপনি আমাকে পারিতোষি[illegible]ান ক'ত্তে পারেন।"

অ। দেখ তার অনেক কথা আছে, আজ রাত্রি দুই প্রহরে আমি তোমার নিকটে আর একটী বন্ধুর সহিত আসিব, তুমি তাহাতে সন্দেহ করিও না; অনেক কথা আছে সে কথা ভয়ানক প্রয়োজনীয়; চুপি চুপি বলিতে হইবে—এ সময় নিভৃত নয়; অপর সময়ে আসিব; তুমি আমার পশ্চাতে থাকিও তোমাকে আমি যাহাতে পারি তাহাতেই সুখী করিব।"

আমি আমার হৃদয়কে স্থির ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, হৃদয় আমার রহস্যমণ্ডিত হইয়া ছিল, সে রহস্য দেখিবার পরামর্শ দিল; আমি কৌতুহলী হইয়া বলিলাম "মহাশয়! আপনার উপকার করি আমার এমন কি ক্ষমতা আছে; তবে সে সমস্ত আপনার অনুগ্রহ।" আমি এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইলে তিনি বলিলেন "আচ্ছা তুমি পারবে!! তবে কেন আমি তোমার কাছে লুকোবো—যা যা বোল্‌তে হবে তা তোমাকে আমি ব'লবো; রাত্রিকালে বলা ভাল; এখন আবার কেউ কোথ'ও শুন্‌তে পাবে; তুমি বোসো আমি এক বার বাহিরে যাবো।"

এই কথা বোলে তিনি বাহিরে গেলেন। তপনদেব মত্ত হইয়া ছিলেন; হাসিতে হাসিতে পশ্চিম গগনে চ. তাঁহাকে চলিতে দেখিয়া নিশাদেবী হরষিতান্তঃকরণে চন্দ্রমার করিতে করিতে পৃথিবীতে দেখা দিলেন। এমন সময়ে—অবতার বা. পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট গৃহে যাইয়া, পশ্চিমের জানালায়—বসিয়া বিগত রহস্যের মনে আন্দোলন করিতেছি, সেই মুহূর্ত্তে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় জানালা নিম্নে এক প্রকার স্ত্রীকণ্ঠ নিসৃত স্বর উচ্চারিত হইল; চমকিত হইয়া নিম্নে চাহিলাম;—দেখি—অনঙ্গ মোহিনী;" ভাল করিয়া দেখিলাম যশোদা আর অনঙ্গমোহিনী!! আশ্চর্য্য দৃশ্য; অনঙ্গকে মোহন করিবার কারণ অনঙ্গমোহিনী তথায় দণ্ডায়মানা আছেন; তাঁহার অপূর্ব্ব বেশ, আলুলায়িত কেশদাম; সুচিকণ কান্তি; শুভ্র বস্ত্র। জগতকে এক চক্ষে রাখিবার কারণ কটাক্ষপাত করিতেছেন। আমি নব রহস্য দর্শনে অত্যন্ত উৎসুকী হইয়া স্থির চক্ষে সেই মোহিনী মূর্ত্তিকে দেখিতে লাগিলাম। অনঙ্গ যশোদাকে জিজ্ঞাসা করিল "যশোদা! তার পর।"

যশোদা বলিল "তার পর আর কি—পুরস্কার!"

অনঙ্গ হর্ষান্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করিল "যশোদা! ঈশ্বর কি আমার উপরে এমন কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন!! যশোদা তোকে আর কি দোবো, এই নে আমার গলার হার নে, এখন স্পষ্ট কোরে বল দেখি কি হয়েচে।" এই বলিয়া অনঙ্গ কণ্ঠের হার যশোদার হস্তে দিল। যশোদা হার হস্তে পাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া উঠিল, আমার মন বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইল। অনঙ্গ অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইয়াছিল বলিয়া যশোদার হস্তে ধরিয়া তাহার মনোভাব জিজ্ঞাসা করিবার কারণ আয়াস প্রকাশ করিল; যশোদার হাসি থামিল না; যতবার অনঙ্গ আয়াস পাইতে লাগিল, তত বারই যশোদা হাসিয়া তথায় লুটাপুটী খাইতে লাগিল; পরে হাসি থামাইয়া—হাসির স্রোতের মধ্যেই গোটা কতক কথা প্রকাশ করিল; "বি-বি-বি-বি-ম-লা—আ-আ-আ-মি-মি-মি-মি—।" বলিয়া আবার হাসিতে লাগিল তাহার হাসিতে আমি বিশেষ রূপে কৌতূহলী হইলাম। পরে যশোদা অনঙ্গের বিশেষ আয়াসে হাসির তরঙ্গ থামাইল। হাসির স্রোত থামাইয়া বলিল, যেখানে যশোদ

অমঙ্গল? প্রথমেতো সুরেন বাবুর সঙ্গে তাঁদের বাড়ির ঢুক্‌লেম, সেই খানে পুকুর আছে, বাগান আছে, তা সাজানো নয়। দরজার শব্দ পেয়ে এক ব্যাটা মালী ছিল, লো; আমাকে চিন্‌বে কি কোরে—আমি পুরুষ বেশে গিয়েছিলাম; পাগড়ি বেঁধেছিলেম, গায়ে তুমি যে জামা দিয়েছিলে, তাহা পরিয়া-লাম, তুমি যে জুতা দিয়াছিলে তাহা পায়ে পরিয়াছিলাম, আর কাপড় খানিকে যে বাহার কোরে পোরেছিলেম তা আর কি বোলবো! মিন্সে তো আমাকে আর সুরেন্দ্র বাবুকে দেখে থোম্‌কে দাঁড়ালে, আমি ভয় কোরবো কেন, আমিও বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালুম; সে ব্যাটা প্রথমে হাবার মত হয়েছিল, পরে যেই সুরেন্ বাবু ভিতরে ঢুক্‌লেন, অমনি সে ব্যাটা খানিক ভেবে, আমার মতন বাবুর যে সে বাটীতে এই নূতন প্রবেশ হলো, তাহা না ভেবে বক্‌শিষ চাইবার প্রত্যাশা কোর্‌লে;—আমার পকেটে একটী টাকা ছিল, আমি ফট্ কোরে তার হাতে দিলেম, সে আনন্দিত হ'য়ে বোল্লে যে, "আপনারা রোজ আসুন তাতে আমার কোন ক্ষতি নাই।" আমি বোল্লেম "তা বই কি তোর কিছু হোলেই হোলো!" সে চলিয়া গেল। আমি আর সুরেণ বাবু সেই খানে দাঁড়িয়ে রইলেম, রাত্রির প্রায় ২ টা বাজে এমন সময়ে সুরেন বাবু মালীর কাছ থেকে কাল কাপড় পোরে বাটীর ভিতরের সন্ধান নিয়ে এলেন, আমি ব্রজকিশোর বাবুর সেই ঔষধ রুমালে ঢেলে হাতে কোরে নিয়ে চোল্লেম, সুরেন বাবু আগে আগে চোল্লেন, আমি তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চোল্লেম, বাটীর ভিতরে ঢুকে সিঁড়ির ঘরে লুকিয়ে রইলেম। সুরেন্ বাবু এদিক ওদিক দেখে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন, আমি তাঁহার ঘরে ঢুক্‌লেম, বিমলা খাটের উপরে ঘুমাইতে ছিল, আহা! বিমলার রূপের যে চেহারা, মরি মরি যেন ননীর পুতুলটী, দেখেই তো আমার মায়া হয়ে উঠ্‌লো, কিন্তু মায়া কোরে আর কি কোর্‌বো, তোমার অনুরোধ! আমি সমস্ত সংসারকে তুচ্ছ কোত্তে পারি তবু তোমার অনুরোধকে এড়াতে পারি না। কি করি সুরেন বাবুকে জিজ্ঞাসা কোরে বিমলার মুখের উপরে রুমাল নাড়াতে লাগলেম। সেই সময়ে ব্রজকিশোর বাবুর ওষুদের পরীক্ষ পেলেম; এক মিনিট যেতে না যেতে বিমলা চমকাইয়া উঠিল, আমি

তাহার বক্ষে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলাম। সে ওষুদের তেজে, গা কাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল; আমি তোমার অনুরোধে মায়াকে শরীর থেকে দূরীভূত করিলাম; কিন্তু চক্ষের জলকে বারণ কোত্তে পাল্লেম না। এক হাতে, বিমলার চক্ষে হস্ত দিয়া চাপিয়া ধরি; আর এক হস্তে বিমলার মুখের উপরে রুমাল ধরি। বিমলার নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিল; বিমলা অসাড় হইয়া আসিল!! আহা! সোনার বর্ণ একে বারে নীল মাথা হইয়া গেল! সুরেন্দ্র বাবু আর থাকিতে না পারিয়া ভূমে টলিয়া পড়িল, আমি তার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া, আমার কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিলাম, কোমরের ভিতর থেকে কিরীচ বাহির করিয়া বিমলার সেই কোমল বক্ষে সজোরে প্রহার করিলাম, বিমলা যাতনায় ছটফট করিতে লাগিল, ব্রজকিশোর বাবুর ওষুধের গুণে চীৎকার করিতে পারিল না। আমি সেই ভয়ানক দৃশ্য স্বহস্তে অঙ্কিত করিলাম বটে, কিন্তু হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। যখন বিমলার বুক থেকে হু-হু কোরে রক্ত বাহির হইতে লাগিল, তখন সুরেন্ বাবু অস্ফুট স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। আমি ভয়ে প্রথমে পলাইয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু সুরেন্‌কে না লইয়া আসাটা অন্যায় বোধে তাঁহাকে লইয়া আসিলাম! এই কথা শেষ হইলে আমিও আশ্চর্য্য হইলাম, আর অনঙ্গের অঙ্গ ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল, সেও আশ্চর্য্য হইয়াছে! ভয়ানক কথা! যশোদার সাহসে পূর্ব্বেই বিস্মিত হইয়াছিলাম, এক্ষণে আরো বিস্মিত হইলাম; তাহার একটুও মায়ার সঞ্চার দেখিলাম না।

অনঙ্গমোহিনী এই কথা শুনিতে শুনিতে স্তম্ভিতা হইয়া এক ধারে দাঁড়াইয়া ছিলেন, যশোদার কথা শেষ হইলে, তিনি আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না, কিন্তু অশ্রু বিমোচন করিয়া বলিলেন, "যশোদা, প্রণয় ভয়ানক বস্তু! অবোধ সুরেন! আমার প্রণয়ের পাত্র হতে ইচ্ছা কোরেচে!! জগদীশ্বরকে যদি কখন ভুলিতে পারি,—এ সংসার যদি কখন ভুলিতে পারি,—আর ন-কর্ত্তার প্রলোভন যদি কখন ভুলিতে পারি, তবে—তবে সুরেন—আমার প্রণয়ের পাত্র হোতে পার্‌বে!" আমি এই সমস্ত দ্বিভাবপূর্ণ কথার কোন অংশই বুঝিতে পারিলাম না;

ভাবে বোধ হইল, অনঙ্গমোহিনী কি সতী!!! যশোদা ক্ষণেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পরে তাহার চমক হইল, সে বলিল, "ঠাক্‌রুণ! এই বার তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল! আমি চোল্লেম" যশোদা এই বলিয়া যাইবার উপক্রম করিল, অনঙ্গ যশোদার আঁচল ধরিলেন, যশোদা থমকাইয়া দাঁড়াইল, অনঙ্গ অভিলাষ প্রকাশ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "যশোদা! সুরেন্!!" যশোদা একটু হাসিল, পরে বলিল, "তবে না কি সুরেন তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই?" যশোদা এই কথা বলিয়া ক্ষণেক ভাবিল, পরে বলিল, "সুরেন ধরা পড়িয়াছে, কাল তার মোক-দ্দমা হবে।" অনঙ্গমোহিনী চমকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? এই না তুমি বোলেছিলে, যে সুরেনকে সেখান থেকে এনেচো?"

যশো। "এনেছিলেম, কিন্তু পরে ধরা পড়েছে।"

অনঙ্গ দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রশ্বাসিত করিয়া বিমর্ষভাবে বলিলেন, "যশোদা! যশোদা!, আমায় কি বোল্লি যশোদা!—সুরেন্! সুরেন্! আমার সুরেন্ কোথা!!" অনঙ্গমোহিনী বসিয়া পড়িল। যশোদার কি ভাবনা হইল, যশোদা হাসিয়া ফেলিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "ঠাক্‌রুণ! ছাইয়ে কি কখন আগুণ চাপা থাকে? আমি এ কার্য্যে অনেক দিন ব্রতী হয়েছি, আমার কাছে গুণপণা খাটাবার যো নাই। প্রেম, প্রণয়, আর আগুণ একই কথা, বিধাতা কেবল বিভিন্ন নাম দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। ঠাক্‌রুণ ওঠো!"

অন। "না যশোদা!—আমার সুরেন্,—আমার সুরেন্!

যশো। "সুরেন্ আছে, তাকে দেখ্‌বে।

অনঙ্গ এই কথা শুনিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, যশোদার হাত ধরিয়া বলিলেন, "যশোদা! আমি আমার হৃদয়ে আগুণ জ্বালাই নাই,—আমি অজ্ঞাতভাবে তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছি।—সুরেন্দ্রের রূপের অঙ্কুর আমার হৃদয়ে রোপিত হইয়াছে, এখনো প্রবৃদ্ধ হয় নাই।"

যশো। "আচ্ছা, তুমি আমার কাছে প্রকাশ কোল্লে না, কিন্তু তোমার মন সেই আগুণে পুড়ে মোর্‌বে!"

অন। "যশোদা! আমার মন অধৈর্য্য হোয়েচে, আমার সুরেন্!!

আমি প্রণয়ের আগুণ জ্বালাইয়াছি কেন তা জান? নিজে পুড়ে মোর্‌বো বোলে! !"

যশো। "সুরেনের আগুণে তুমি পুড়ে মরো,—কিন্তু তুমি আমার সাহায্য না হোলে একেবারে পুড়ে মোরবে। সুরেনকে যদি দেখ্‌তে চাও, তবে এসো ?"

অনঙ্গমোহিনী মোহিনীমূর্ত্তিতে যশোদার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। যশোদা অভিপ্রেত স্থানে প্রস্থান করিল। স্থান শূন্যময় হইল। আমি স্বপ্ন দেখিতে ছিলাম, কি অনঙ্গ ও যশোদাকে দেখিতে ছিলাম, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিল, নব রহস্য দর্শনে আমি চমকিত হইয়া কথন আকাশ, কখন পাতাল, কখন পৃথিবী ভাবিলাম, কিন্তু কোন স্থানই স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম না, অনঙ্গের কৌশল প্রকাশ পাইল।

——oo——

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সুরেন্দ্রের অবস্থা ও অবতার বাবুর মনের কথা।

নিশা গম্ভীরাকৃতিতে অবতার বাবুর বাটীতে বিরাজিতা হইলেন। আমি কি প্রকারে সেই নব রহস্যের আবিষ্কার করিব সেই ভাবনাই ভাবিতে লাগিলাম; মন হর্ষ বিস্ময়ে আপ্লুত হইল; কি করি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। রাত্রি প্রায় একটা বাজে এমন সময়ে আমার পশ্চিম পাশের ঘর হইতে একটী শব্দ আসিল। আমি চমকাইয়া মনে ভাবিলাম এই ঘরেই প্রতিবারে অনঙ্গ ও সুরেন্দ্রকে দেখিতে পাই; বোধ হয় তাহারাই ঐ খানে আছে। আমি স্থির কর্ণে শুনিলাম পুনরায় একটী শব্দ হইল, তাহাতে বোধ হইল সেই ঘরের শিকলী খোলা হইল। এক জন সশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল। আমি কৌতুহলাক্রান্তকরণে পূর্ব্বের ন্যায় দরজার পার্শ্বে যাইয়া দেখিলাম; বিষন্ন বদনে সুরেন্দ্র!! সুরেন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিল; সুরেন্দ্রের আর সে শোভা নাই; সুরেন্দ্র ভারিত হইয়া করুণ

ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন; সে ভাব নাই; সে ভঙ্গী নাই! মস্তকের কেশ রুক্ষ, শরীর কৃশ, ভাবে বোধ হইল তিনি কত কি ভাবিতেছেন, ভয়ানক অবস্থা! যে অধরে ভুবন মোহিনী হাস্য দামিনীর ন্যায় ক্রীড়া করিত আজ সেই অধর হইতে হাস্য একেবারে পলায়ন করিয়াছে, যে কেশ সুন্দর পবন হিল্লোলে বিঘূর্ণিত হইয়া সিংহের কেশরকে গঞ্জনা প্রদান করিত, তাহা এক্ষণে ধুলায় ধূসরিত হইয়াছে, যে সুঠাম বেশ ইতি পূর্ব্বে নবঘনের ন্যায় নব কান্তি-পূর্ণ ছিল। আজ সে দেহে সে কান্তির লেশ মাত্রও নাই, সুরেন্দ্র এক দৃষ্টে সতৃষ্ণ নয়নে দরজার দিকে চাহিলেন, যশোদা অগ্রে প্রবেশ করিল। সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "যশোদা—অনঙ্গ!!" এই কথা শেষ হইতে না হইতে অনঙ্গমোহিনী বিষন্ন বদনে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সুরেন্দ্র অনঙ্গমোহিনীকে সম্মুখে দেখিয়া ভূমে পতিত হইলেন; তাঁহার পতনের অবস্থায় বোধ হইল তিনি দুঃখিত হইয়াছেন তিনি হতাশ ভাবে অনঙ্গ মোহিনীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন "অনঙ্গ! আমি কি কল্লেম!" অনঙ্গও দুঃখিত ভাবে তাঁহার নিকটে উপবেশন করিয়া বলিলেন "কেন সুরেন তুমি কি ক'রেচো।"

"অনঙ্গ!—অ—ন—ঙ্গ!! আমার কি হোলো?" এই কয়েকটী কথা বলিতে বলিতে সুরেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল।

অন। "সুরেন্দ্র কাঁদ্চো! আর কেঁদো না! আমার কাছে কি প্রতিশ্রুত হোয়েছিলে?"

সুরে। অনঙ্গ! প্রাণেশ্বরি অনঙ্গ! আমাকে মাপ কর, এতক্ষণ আমি ভুলিয়াছিলাম, তোমার মুখ দেখিয়া আমার একি হোলো।

অন। "কৈ, আমি তো তোমাকে কিছু বলি নাই।"

সুরে। "অনঙ্গ! আমার—আমার—বিমলা; তাকে আমি কোথায় বিসর্জ্জন দিলেম, অনঙ্গ! আমার বুক যে ফেটে যায়!" এই কথা বলিয়া ভূমে পড়িলেন, অনঙ্গ তাড়াতাড়ি ভূমি হইতে মস্তক তুলিয়া স্বীয় কোলে রক্ষা করিলেন। আমার চক্ষে জল আসিল। সুরেন্দ্র হাঁপা-ইতে হাঁপাইতে উঠিয়া বসিলেন, ক্ষণেক এদিক ওদিক দেখিয়া বলি-লেন, "অনঙ্গ। আমার বিমলা কোথায়, তুমি আমাকে কেন চাবি দিয়ে

রেখেছিলে, আমি যে বিমলাকে আজ দেখি নাই! হা—হা—আমার বিমলা!—বিমলা!।

অন। সুরেন্! অনবরত রোদন কোরো না, তোমার ও ভাব দেখ্তে ভাল বাসি না, তোমার কমনীয় কান্তি দেখিতে আমি অভিলাষী, তোমার এরূপ তো আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয় নাই। সুরেন্! আমি তোমার কেউ নই, তুমি তো একবারও আমার নাম কোল্লে না। বিমলা মরিয়াছে, তোমার বক্ষে লাগিতে পারে, আমার তো তা হ'তে পারে না। স্ত্রীলোকের হিংসার ন্যায় শাণিত অস্ত্র এ জগতে আর নাই, তা জান? ইন্দ্রের বজ্রও আমাদের হিংসারূপ অস্ত্রের কাছে পরাভূত হয়। সুরেন্দ্র! তোমার প্রীতি কৈ!' মনের সুস্থতা কৈ? সুরেন্দ্র! তুমি কি জান না, যে এ পথে কত কণ্টক, প্রতি পদবিক্ষেপেই পদে বিদ্ধ হইবে! বিমলার জীবনরূপ কণ্টক, তোমার পদে বিদ্ধ হইয়াছে; তাহা শীঘ্র আরোগ্য হইবে। কিন্তু মন্মথ বাবুর কথা কি মনে পড়ে? সে কণ্টক তোমাকে এখনো নির্ব্যাধি করিতে পারে নাই, তা জানো? সুরেন্ আমার দিকে চাও?" সুরেন অনঙ্গমোহিনীর মুখের দিকে চাহিল। অনঙ্গমোহিনী বলিল, "তোমার প্রীতিপ্রসন্ন নয়ন কই! তোমার সুমন্দ হাস্যযুক্ত বদন কৈ?—তবে তুমি প্রেমিক নও, যদি আমার সহিত আমোদই না কোত্তে এলে, তবে অমন কাজ তোমাকে কে কোত্তে বোলেছিল?" অনঙ্গমোহিনীর কথা শ্রবণ করিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম, এই ভয়ানক বিপদে সুরেন্দ্র একে বিহ্বল হইয়াছেন, তাহার উপর অনঙ্গ আনন্দের অভিলাষিণী! কি ভয়ানক কথা!! বিশ্বরমে প্রকৃতি! তোমার অনির্ব্বচনীয় শক্তিকে আমি প্রশংসা করি; এক স্থানে এই ভীষণ ব্যাপার,—আর স্থানে অনঙ্গের শান্তিময় মূর্ত্তি! কি সর্ব্বনাশ! সুরেন্দ্র অনঙ্গের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, কি বলিবেন মনে করিলেন, কিন্তু সহজে প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

ক্ষণেক ইতস্ততঃ ভাবিয়া সুরেন বলিলেন, "অনঙ্গ। আমি কোথায়? আমি কি বিমলার সর্ব্বনাশ কোরেচি, বিমলা কি এখনো জীবিত আছে? অনঙ্গ আমার কি হবে?" এই কথা বলিয়া সুরেন্দ্র স্থির হইলেন, অনঙ্গ

মোহিনী বলিলেন, "সুরেন্! অবোধ—মায়াই পৃথিবীর একমাত্র কণ্টক, যদি তুমি এই পথে সুস্থিরভাবে চলিতে চাও, তাহা হইলে পোড়া মায়াকে এ দেহ হোতে নষ্ট কর, মায়ার ন্যায় বিঘ্ন আর কিছুই নাই। দেখ সুরেন্! এ প্রেমের ভিখারী হইতে হইলে হাজার হাজার স্ত্রীলোকের বক্ষে তোমার বিমলার ন্যায় ছুরিকা প্রবেশ কোত্তে হ'বে। হাজার হাজার বালককে আছাড়িয়া মাত্তে হবে। হাজার হাজার মানুষের জীবন সংহার কোত্তে হবে। তাতে কি মায়া কোল্লে চলে?—মায়া পরিত্যাগ কর,—বিমলাকে ভুলে যাও,—বিমলা তোমার কে?—আমি থাক্‌তে বিমলা তোমার কে?—সুরেন! তুমি আমায় ভাল বাস না,—সুরেন! আমি তোমার কেউ নই!! তুমি আমার সহিত আমোদ কোর্‌বে না।"

অনঙ্গমোহিনী সুরেন্দ্রের চিবুক ধরিয়া এই কথা বলিতে বলিতে কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন;—দূষিত প্রেমের প্রভাবে সুরেন্দ্র একেবারে গলিয়া পড়িলেন; তাঁহার হৃদয় হইতে মায়া বিদূরিত হইল। তিনি অনঙ্গমোহিনীর স্কন্ধে মস্তক দিলেন। অনঙ্গ হাসিয়া বলিল, "সুরেন্! তুমি কার?"

সুরে। "আমি তোমার!"

অন। "প্রেমিকের প্রতিমূর্ত্তি প্রণয়ীর সম্মুখে নিষ্কলঙ্ক দেখায়,—কৈ তুমি কি নিষ্কলঙ্ক?"

সুরে। "অনঙ্গ! আমি পাপি! তুমি কি আমার হবে?"

অন। "তুমি বই আর আমার কেউ নাই।"

ঘড়ীতে ২টা বাজিল, অনঙ্গ ও সুরেন্দ্র কাহার পদশব্দ পাইয়া স্তম্ভিত হইল। যশোদা দরজার দক্ষিণ পাশে যাইয়া লুকাইয়া রহিল। ক্রমশই পদধ্বনির বৃদ্ধি হইল। একে ভয়ানক অন্ধকার, তাহাতে আবার শীতকাল, কোয়াশার আকাশপট আবৃত রহিয়াছে; চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছে; আমি চমকাইয়া উঠিলাম, পদশব্দ ক্রমেই সন্নিহিত বোধ হইতে লাগিল। ভাবে বোধ হইল, কোন দুষ্টলোক আসিয়া চতুর্দ্দিকের অনুসন্ধান করিতেছে। আবার ভাবিলাম, অবতার বাবুর রহস্যময়ী সংসারে এ প্রকার হওয়া দুর্ঘট নহে। গুপ্তব্যক্তি আমার গৃহের দরজার কাছে

সভয়ে দ্বার খুলিলাম। সে গৃহে প্রবেশ করিল, এক ধারে দাঁড়াইয়া আমার আসিয়া দাঁড়াইল, আমি সেইখানে বাহিরের ঘটনা দর্শন করিবার কারণ গেলেম, দরজার খিল খোলা ছিল, গুপ্তলোক যেমন দরজা ঠেলিল, অমনি অবাধে ভিতরে প্রবেশ করিল, আমি সভীতান্তঃকরণে কাঁপিতে কাঁপিতে দরজার পাশে লুকাইয়া রহিলাম; দুইজন প্রবেশ করিয়া আমার শয্যার উপরে গিয়া বসিল, দেখিতে অত্যন্ত বিকট, অন্ধকারে ভাল কোরে চেনা গেল না, কিন্তু ভাবে বোধ হইল, যে উহারা দুষ্টলোক। আমি স্থিরনিশ্বাসে তথায় দাঁড়াইয়া রহিলাম, তন্মধ্যে একজন বলিল, "বন্ধু! তুমিই আমার প্রকৃত বন্ধু!! আমার অনঙ্গ পরের হবে? ভাই! এও কি তুমি দেখ্‌বে!!"

আর এক জন বলিল "মহাদেব বাবু! এও কি একটা কথা! তুমি কি মনে কর! তোমার জন্যে আমি প্রাণ অবধি দিতে পারি! সে আস্‌বে কখন:—আমি তার বুকের রক্ত দেখাবোই দেখাবো!!"

আমি চমকাইলাম, উভয়ের কথার মধ্যে অনঙ্গের উল্লেখ শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। এরা কে, কোথা থেকে আসিল কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, উহাদের মধ্যে এক জনের নাম 'মহাদেব' মহাদেব বাবুর নামটী আমার পূর্ব্ব পরিচিত, কারণ বড় বাবুর বৈঠকখানায় মহাদেব বাবুকে সদা সর্ব্বদা দেখিতাম। কিন্তু অন্ধকারে তাঁহার শরীর বিশেষ রূপে না দেখিতে পাইয়া তিনি কি অন্য কেহ স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, তন্মধ্যে এক জন বলিল, "মহাদেব বাবু! এ ঘরে অবতার বাবুতো আস্‌তে পারে। যে দিন শারদা সুন্দরীকে জোর কোরে সই করাবার জন্যে আমাকে ডেকে এনেছিলেন, সেদিনও এই ঘরে বোসে ছিলেম।"

আমি আরো বিস্মিত হইলাম "সারদা সুন্দরীর নাম শুনিয়া চমকাইয়া উঠিলাম।" যে দিবস আমি প্রথমে অবতারবাবুর বাটীতে আগমন করি, সেই দিবস রাত্রে পাশের ঘর থেকে শারদা সুন্দরীর নামের পরিচয় পাইয়াছিলাম। আপাততঃ এ ব্যক্তি বলিতেছে "অবতার বাবু শারদা সুন্দরীকে সই করাবার কারণ উহাকে আনিয়াছিল।" সহিই বা কিসের, শারদা সুন্দরীর নাম যখন কাদম্বিনীর স্বামী খুন হয় সেই সময়ে পুলিসের

খাতায় উঠিয়াছিল; তাহাতে লেখা হইয়া ছিল যে, সে অবতার বাবুর ভ্রাতৃ বধু। আমার পক্ষে সমস্তই বিস্ময় সূচক বলিয়া বোধ হইল; এই দুই জন হইতে অবতার বাবুর নানা রহস্যের প্রকাশ হইতে লাগিল।

এক জন বলিল,—হ্যাদেখ মহাদেব বাবু! পুলিষ হোলো তোমার হাতে, আর আমি হোলেম উকিল, আইনের যা কিছু গোলমাল সবই আমার মুটোর ভিতর; অনঙ্গ! আমাদের আশা দিয়ে জলে ডুবাবে। আর সুরেনের কি ক্ষমতা যে আমাদের নষ্ট কোত্তে পারে। তাকে যেমন কোরে হোগ্ জব্দ কোর্‌বো। আচ্ছা মন্মথ বাবুকে কে খুন কোল্লে ভাই! আমরাতো সদা সর্ব্বদাই ঐ কাজ করি—অমন কাজ আমদের চোকে ধুলো দিয়ে কে সেরে ফেল্লে কেজানে।"

আমি আরো বিস্মিত হলেম; তাদের মুখে সুরেনের কথা শুনে চমকিত হলেম, তাহারা কি একটা কু অভিসন্ধি কোরে সুরেনকে মজাইবার চেষ্টা করিতেছে। উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া, কি পরামর্শ করিল;—পরামর্শ করিয়া যে দরজা দিয়া পাশের ঘরের সমস্ত ঘটনা দেখা যায় সেই থানে গিয়া আমার ন্যায় উঁকি মারিতে লাগিল;—ক্ষনেক বেশ কোরে উঁকি মেরে উভয়ে কি চুপি চুপি পরামর্শ করিয়া সেই গৃহের বাহির হইল। আমি ভয়ে কাঁপিতে ছিলেম; তাহারা যেমন আমার গৃহের বাহির হইল, আমি অমনি দ্বার রুদ্ধ করিলাম। ঘড়িতে তিনটা বাজিল; দুম্ দুম্ কোরে তাহারা চলিয়া বেড়াইতে লাগিল; একবার তাড়াতাড়ি সিড়িতে নামিল আবার উঠিয়া কোথায় গেল;—কিন্তু ঠিককরিতে পারিলাম না। মনে ভয়ানক ভয়ের সঞ্চার হইলে কি ঘটিবে কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না; কিপ্রকারে সেই কষ্টময়ী নিশার অবসান হইবে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম; চুপ করিয়া ভাবি বিপদের আশঙ্কায় লেপমুড়ি দিয়া শয়ন করিয়া আছি, এমন সময়ে পূর্ব্ববৎ পদ শব্দ শ্রুতি গোচর হইল।

গুপ্তলোকে মৃদুশব্দে আমার দ্বার ঠেলিল; আমি পূর্ব্বের ন্যায় ভীত হইয়া জড়সড় ভাবে রহিলাম ভয়ানক ব্যাপার;—মৃদুশব্দ ক্রমে ক্রমে দ্রুত হইতে আরম্ভ হইল, আমি উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিলাম না;—সভীতভাবে উত্তর দিলাম। শব্দকারী আমার উত্তর পাইয়া বলিল দরজা খোল, আমি

উদ্দেশে বলিল "কাহুর উপায় কি কল্লেন? আমার কাহু কি সত্যি নষ্ট হবে!! ঠাকুরপো কি বোলে আমাকে সন্তুষ্ট করে ছিলে! আমার কাহুর জন্যে তোমাকে কত কষ্ট সহ্য ক'ত্তে হবে। কাহু কার! কাহু তো তোমার-আমার স্বামীর নয়।—সে তো তোমার অযত্নের নয়, কাহু তোমার আপনার মেয়ে; যদি সব ভুলে গিয়ে থাক—কাশীর কথা মনে কর। তা হ'লেই জানবে যে কাহু তোমার কি আমার। দেখ ঠাকুরপো তুমি যখন আমার কাছে বিশ্রাম কর, তখন তোমাকে অমৃতময় দেখি কিন্তু যখন হরসুন্দরীকে তোমার কোলে দেখি তখন আমি মনাগুণে পুড়ে মরি; ঠাকুরপো কথা ক'চ্চোনা যে!!" আমি তাহার কথার আশ্চর্য্য হোয়ে—স্থির ভাবে অবাক্ চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিলাম সে দৌড়াইয়া আমার হাত ধরিল; অতি ভয়ানক বিপদে পতিত হইলাম। সে বলিল ঠাকুরপো! আমার উপরে দয়া প্রকাশ করো, আমি তোমার প্রলোভনে, স্বর্গের দ্বারে কাঁটাদিয়েছি, তুমি আমাকে কি না ক'রেচো, যেখানে ইচ্ছা নিয়ে গেচো, যা বলেচো তাই কো[illegible] আজ তুমি আমাকে রক্ষা কোরবে না। বল—কি বোলবে—বল? তুমি বল!! বোল্লেই আমার প্রত্যয় হবে! বলিতে বলিতে স্ত্রীলোকটী আমার চিবুক ধরিল, আমি বিষম শঙ্কটে পতিত হইলাম—কি করি সভয়ে বলিলাম "কাকে কি বোল্‌চেন!! আমি কে—আমাকে:—" আমি এই কয়েকটী কথা বোলতে না বলতে স্ত্রীমূর্ত্তি, ক্ষণেক আমার মুখের দিকে চাহিল; চাহিয়া উর্দ্ধ শ্বাসে প্রস্থান করিল। আমি ভয়ানক রহস্যে পতিত হইলাম! তাড়াতাড়ি দ্বার রূদ্ধ ক'রে শয়ন কল্লেম। একে ঘোর নিশিথিনী নিশা গম্ভীরাকৃতিতে পৃথিবীকে গ্রাস ক'ত্তে উদ্যতা হয়েচেন, তিনি অবতার বাবুর রহস্যময় সংসার দর্শনে আকণ্ঠ রক্ত শোষনে উদ্যতা হয়েচেন। এই অনন্তময় বিশ্ব—প্রকৃতির কুহক জালে আবদ্ধ থাকিয়া কত প্রকার যে সত্তাসৎ কার্য্যে পরিণত হইতেছে:—তাহা লেখনী প্রকাশে অক্ষম। সেই রাক্ষসী প্রকৃতির লীলা কে বর্ণন করিতে পারে। শত সহস্র বজ্র যদ্যপি একেবারে পতিত হইয়া প্রকৃতীর সাময়িক ঘটনার পথ রোধ করিতে চেষ্টা করে; তাহা হইলেও প্রকৃতির কিছুই হয় না। ভয়ানক অবস্থা, অবতার বাবু কিপ্রকার লোক আমি কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না;—প্রায় কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত

হইতে না হইতে পুনরায় আমার দ্বারে করাঘাতের শব্দ হইল ; আমার কেমন মতি হইল ; আমি ত্বরায় দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখিলাম :—যশোদা !! আমিও লজ্জিত ও বিস্মিত হ'লেম সেও আমার মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কে তুমি কি প্রয়োজন ? যশোদা আধ আধ স্বরে বলিল " আপনি বাবু মসাই নন্ !! " বলিয়া যশোদা গালে হাত দিল। আমি বিস্মিত হইয়া দেখিলাম ভয়ানক রহস্য।!

যশোদা আর কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেল, আমিও নব রহস্য অবিস্কারের কারণ, আনন্দে আপ্লুত হইয়া কম্বোলটী গায়ে দিয়া ঘরের বাহিরে আস্তে আস্তে বেড়াইতে লাগিলাম ; বারাণ্ডার দক্ষিণ পাশের ঘরের ভিতর হইতে একটী শব্দ উত্থিত হইল ; আমি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তথায় গেলেম :—শব্দ শুনিবার কারণ নানা উপায় অবধারণ কোল্লেম। পরে একটী শব্দ উচ্চৈশ্বরে উচ্চারিত হইল ; তাহাতে বোধ হইল কিসের মীমাংসা হইতেছে। একে ঘোর নিশা তমস্বিনী বেশে সকলের হৃদয়ে—ভয় জন্মা-ইবার—কারণ দণ্ডায়মানা ; তাহাতে আবার এই প্রকার বিভীষিকার কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। ভয়ানক অবস্থা।

সেই শব্দ পুনরায় শ্রুত হইল আমি দরজার ধারে যাইয়া দেখিলাম যে গৃহের প্রায় দুই তিন জন লোক বসিয়া আছে তন্মধ্যে এক জনকে উল্লেখ করিয়া আর একজন বলিতেছে যে " মহাশয় ! আপনি বলেন কি !! এই ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত কোত্তে আপনি ভয় খাবেন না একেতো আপনার ভ্রাতার স্ত্রী তাহাতে আবার চক্ষু লজ্জা, যদি কালে কখন প্রকাশ হয় তাহো-লেই বা কি হবে, তা হোলে, তোমারও অমঙ্গল আর আমাদেরও অমঙ্গল। আপনি পরামর্শ ছেড়ে দিন আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমরা এত কিছু গরিব নই যে অমন সর্ব্বনাশে কাজ কোরবো—!! " আর একজন "বোল্লে অবতার বাবু! তোমারও কাজ নয়, তুমি পাবে দশলাখ বিশলাখ আর আমি পাবো দুপয়সা, তা কখন হোতে পারে না তাহাই যুক্তিযুক্ত!! দেখুন আমাদের সহিত যদি মিশেলে কাজ কোত্তে ইচ্ছা করে তাহা হইলে দশ আনা ছয় আনা বক্‌রা-নচেৎ পারি না। একি সামান্য দুঃসাহসিক কাজ। হাতের লেখা জাল করা!!"

এই প্রশ্নের উত্তরার্থে একজন বলিল “ ভাই তোমরা না থাক্‌লে আমি কি কথন এ কার্য্য সাধনে সক্ষম হবো !! দেখো টাকা আমার—দায়—দফা আমার !! তোমরা মাঝে থেকে কাজ শেষ কোরে নেবে তাতে আর—কি ঐরূপ কড়ারে কাজ করা হয় !! দেখ ভাই তোমাদের কথাও থাকুক আমার কথাও থাকুক সুখে স্বচ্ছন্দে আমার কাজটী শেষ কোরে দাও ;—দেখো বড় দাদার নিজের বিষয় তো বড় কম নয়—তার—সিকি অংশ পেলেই তোমরা যথেষ্ট ভোগ কোত্তে পাব্‌বে, আব কেন আমার কথা অবহেলা কর আমার কথায় সম্মত হোয়ে শুভ কার্য্য—সম্পন্ন কোবে ফেল।”

আমি স্তম্ভিত ; কি ভয়ানক রহস্য !! অবতার বাবু একটী ভয়ানক লোক বোলে এত দিনে আমার বিশ্বাস হইল। কি ভীষণ কল্পনা ! অবলা স্ত্রীলোকের নামে জাল ;—সর্ব্বনাশ !!! ক্ষণেক চুপ করিয়া শুনিলাম ; এক জন অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিল যে “ আমি কথন উহাতে সম্মত হোতে পারি না ; তাহার কারণ আমি না হোলে তুমি কথনই এ প্রকার কার্য্যে কৃত সঙ্কল্প হইতে পারিতেছি না কারণ তুমি কি নিয়মে কার্য্য কোল্লে আইনে না ধরা পড়, তাহা আমি জানি—আর কেউ জানে না, যারা জানে তারা এ কথা প্রকাশ কোল্লে যাতে কোরে হোক্ ভয়ানক কাণ্ড ঘোট্‌বে। অতএব আমাদের কথা রাখো তুমি দশ আনা নাও আর আমি ও মহাদেব বাবু তিন আনা লই, তবে আর আমাদের বেশী কই হোলো। তবে দেখুন আপনার ইচ্ছা হয় আমাদের ডাক্‌বেন আমার যথাসাধ্য আপনার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন কোরবো। ”

এই ভাবে কথা বার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে কে একজন তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার চক্ষু টিপিয়া ধরিল ; আমি চমকাই পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি অনঙ্গমোহিনী !!

—— oo ——

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত কথা!!

দিবা দুই প্রহরে পদার্পণ করিয়াছেন সূর্য্যদেব তীক্ষ্ণ তেজস্বী মূর্ত্তিতে গগন পটে থাকিয়া পৃথিবীকে প্রকম্পিত করিতেছেন; জীবকুল শীত হইতে রক্ষা পাইবার কারণ তাঁহার কিরণের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। উত্তুরে বাতাস সির সির শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। সহরের গরুর গাড়ির চাকা ঘর্ষণের শব্দ, ভাড়াটীয়া গাড়ির ঝনঝনানি ভাল গাড়ির গমগমানিতে পাতাল পুর অবধি কম্পিত হইতেছে; এমন সময়ে আমি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ঘরের জানালার উপরে বসিয়া আছি; পূর্ব্ব রাত্রের রহস্যের বিষয় ভাবিতেছি সেই মাত্র এক তোড়া কাগজ আমার সম্মুখে পতিত রহিয়াছে দেখিলাম; খুজে কি লেখা আছে তাহা দেখিবার জন্যে কৌতুহলী হইয়া কাগজের তোড়াটী হাতে করিয়া খুলিলাম, তাহার মধ্যে চারিখানি পত্র পাইলাম। ইতি পূর্ব্বে আমি আর এক তোড়া কাগজ পাই, সে রহস্য সময়াভাবে দেখিতে পাই নাই, অবসর ক্রমে দেখিব বলিয়া যত্নে তুলিয়া রাখিয়া ছিলাম। কেমন কৌতুহল হইল পত্র কয়েক খানিকে একেএকে খুলিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম :—

১ম পত্র এই :—

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু অবতার কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়,

জমীদার মহাশয় বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীদীননাথ দাস ঘোষ যে মহাশয় আপনার প্রেরিত ১৪ই মাঘের পত্র প্রাপ্ত হইয়া জানিলাম যে একটী স্ত্রীলোককে আপনি অত্র স্থানে পাঠাইতেছেন; এবং তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে আমাকে বারণ করিয়াছেন

এবং তিনি যাহাতে বিনা কষ্টে লুক্কায়িত ভাবে রক্ষিত হয়েন তাহাও করিতে বলিয়াছেন; এ দাস সে সমস্ত কার্য্য ভবদীয় আজ্ঞা মতে প্রতি-পালন করিতে বাধ্য হইল, জানিবেন। আর বিশেষ নিবেদন এই যে এ মহলের—ফাঁড়ীদার একটী মহা ব্যাপার বাঁধাইয়াছে!! সোনা-মনিদাসী আপনার নামে মোকদ্দমা রুজু করিয়াছে, তাহার কন্যাকে বলাৎ-কার—দাবীতে সেই মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, আমার বোধ হয় সেই মোকদ্দমা উত্থাপন না করিয়া সোনামনি দাসীকে কিছু টাকা দিয়া উক্ত দাবীর রফা করিয়া ফেলিলে ভাল হয়। ফলতঃ উহা বড় নিন্দার বিষয়;—আমার মতে উহা, অপ্রকাশ্য ভাবে মেটানোই শ্রেয়!! আপনার যাহা স্থির সিদ্ধান্ত হইবে তাহা করিবেন, কিমধিকমিতি। শ্রীচরণে প্রণাম জানিবেন। ইতি ১৬ই মাঘ ১২৭৭ সাল।

আজ্ঞা পালক

শ্রীদীননাথ দাস ঘোষ।

এই পত্র খানিতে এক নব রহস্যের আবির্ভাব হওয়াতে আমি আর এক খানি পত্র খুলিলাম, তাহাতে লেখা এই

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু অবতার—কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীদীননাথ দাস ঘোষ যে মহাশয় আপনার প্রেরিত স্ত্রী-লোকটী একটী চাকরাণীর সহিত এখানে আসিয়াছে। আহা! তাহার শোকান্বিত চেহারা দেখিয়া আমার শুদ্ধ কান্না আসে; সে আমাকে বলি-য়াছে যে সে আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী। যদি আপনি দোষী বিবেচনা না করেন এবং আমাকে বিশ্বাসী বলিয়া জানেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ দশা কেন করিয়াছেন তাহা জ্ঞাপন করাইয়া আমার মনোদুঃখ দূর করিবেন। এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে যদি অপরাধ হইয়া থাকে তাহা হইলে আমাকে মাপ করিবেন। সে কিন্তু আহার করিতেছে না, অনাহারেই আছে, বোধ

হয় জীবনের আশা নাই !! ভাবে বোধ হইতেছে যে সে নিরপরাধা। আর আমি আপনার লোক মারফৎ শুনিলাম যে আপনি নাকি কাদম্বিনীর মোকদ্দমা শেষ হইলেই এখানে আসিবেন ; সেও আমার ভাগ্য। ইতি ১৫ই মাঘ। ১২৭৭ সাল।

আজ্ঞা পালক

শ্রীদীননাথ দাস ঘোষ।

পত্র খানির রচনায় বোধ হইল অবতার বাবু এক ভয়ানক কল্পনা স্থির করিয়াছেন, আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে জমীদারীতে পাঠাইয়াছেন, কি ভয়ানক অবস্থায় তাঁহাকে রাখিয়াছেন !! এর কারণ কি, অতিশয় ভীষণ ব্যাপার ; আবার সোনামণি দাসীই বা কে ! যাহা হউক দুই খানি পত্র মুড়িয়া যেখানে ছিল সেই খানে রাখিতে যাইতেছি, এমন সময়ে—তাড়াতাড়ি অবতার বাবু সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জিত হইলাম, তিনিও আমার হস্তে পত্র দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইলেন। উভয়ে উভয়ের মুখ নীরিক্ষণ করিয়া রহিলাম, আমি নিস্তব্ধ—অবতার বাবুও নিস্তব্ধ—সেই সময়ে আমার বোধে প্রকৃতিও যে নিস্তব্ধ, তাহা পরে উপলব্ধি হইল। এক মুহূর্ত্ত—দুই মুহূর্ত্ত অতীত হইলে অবতার বাবু কথা কহিলেন, আমি বিস্মিত ও লজ্জিত হইয়া কথা কহিতে পারিলাম না। পরে অবতার বাবু দেয়ালে ঠেস দিয়া আমার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন। "তুমি তিনু !! তুমি আমাকে সংহার করিতে চেষ্টা করিয়াছ ?"

আমি সভীতান্তঃকরণে তাঁহার মুখের দিকে অবাক্ চিত্তে চাহিয়া রহিলাম ;—তিনি পুনরায় বলিলেন :—

"তিনু—তিনু !! তুমি আমাকে সংহার করিতে চেষ্টা করিতেছ ? আমি সভীতান্তঃকরণে বলিলাম "মহাশয় ! সে কি কথা !!"

অবতার। তিনু—তুমি—তুমি—তুমি আমাকে খুন করবার—চেষ্টা কোচ্চ।" আমি বলিলাম "মহাশয় সে কি রহস্য ; আমি তো কিছু বুঝতে পাচ্চি না।"

আমার এই কথা শেষ হইতে না হইতেই তিনি ত্বরায় আমার নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং হস্ত ধরিয়া বলিলেন; "তিনু তুমি এ পত্র কোথায় পেলে? ওতে যে আমার জীবন অবস্থিত আছে।"

আমি সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলাম "সেকি মহাশয় এ পত্রে এমন কি আছে যাহাতে আপনার জীবন নষ্ট হবে!!"

অবতার বাবু আমার কথার ভাবে কি মনে ভাবিলেন, ভাবিয়া এদিক ওদিক চাহিলেন পরে আমার হস্ত হইতে পত্র দুই খানি কাড়িয়া নিজের কটীতে আবদ্ধ করিলেন। আমি অবাক চিত্তে সেই সমস্ত দেখিতে লাগিলাম। তিনি কটীতে আবদ্ধ করতঃ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস প্রশ্বাসিত করিয়া আমাকে বলিলেন;—"তিনু! তুমি অনঙ্গকে দেখিয়াছ?" আমি আশ্চর্য্য হইলাম প্রকৃত মনোভাব গোপন করিয়া বলিলাম; "অনঙ্গ! অনঙ্গ আবার কে?"

অব। কেন আমার ভাইঝি।

আমি। আপনার ভাইঝিকে কে চেনে—আমি!! আমিতো জানিনে।

অব। কেন! সেতো তোমাকে ভাল বাসে! তোমাকে তো সদা সর্ব্বদা দেখ্‌তে চায়! তুমি তাকে দেখ্‌বে!! সে তোমাকে কোথা থেকে দেখেছিলো! এখন তোমার সঙ্গে আলাপ কোত্তে চায়!!

আমি তাঁহার অলৌকিক কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া এক ধারে বসিয়া রহিলাম।

অব। তিনু তুমি আমার কথায় আশ্চর্য্য হোলে, দেখো আর তোমাকে হরনাথ বাবুর ওখানে চাকরী কোত্তে হবেনা। এখনতো বিধবা বিবাহ চলিত হোয়েছে, তোমাকে আমি অনেক টাকা দিচ্ছি আর অনঙ্গমোহিনীকে তোমার হাতে সঁপে দিচ্ছি, অনঙ্গের স্বামীর কাল হোয়েচে।

আমি তাঁহার এই সমস্ত অস্বাভাবিক কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন! তিনু তাতে তোমার দোষ কি? তুমিও ব্রাহ্মণের ছেলে, আমি তোমাকে ঘর-জামাই কোরে রাজার হালে রাখ্‌বো আমি তোমায় ভালবাসি; অনঙ্গও তোমাকে ভালবাসে, আমি

তো যে যাকে ভালবাসে তাকে বড় ভালবাসি! তুমি কি বল এই সময়ে বিধবা বিবাহের প্রচলন অতিশয় হইয়া উঠিয়াছে, ভাবনা কি! বল—বল তোমার কি মত?

আমি অবতায় বাবুর কথায় আর প্রত্যুত্তর না দিয়া থাকিতে পারিলাম না;—বলিলাম মহাশয় আপনার কি প্রকার মনের অভিলাষ তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা।

অব। মনের অভিলাষ এই যে অনঙ্গ তোমার অভিলাষিণী।

আপনার ও কথা বলা সাজে না!

অব। "আমি তো বোলেছি, যে—যে যাহাকে ভালবাসে, আমি তাদের বড় ভালবাসি! তবে কেন জিজ্ঞাসা কোচ্চো?"

আমি বলিলাম, "আমি এখনো বুঝ্তে পারি না, আমি অনঙ্গকে বিবাহ করিব? সে আমায় যে কেন ভাল বাসে, আমি তো তা বলিতে পারি না, আমি তো কিছুই বুঝ্তে পাচ্চি না, এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে আমার ক্ষমতা নাই! বলুন, আমাকে বলুন।"

অব। "এর আবার রহস্য কি? অনঙ্গ তোমাকে ভালবাসে, তুমি অনঙ্গকে ভালবাস? ভালই হোয়েছে, তোমরা গুপ্তভাবে প্রণয়কে হৃদয়ে পুষে কি কোর্‌বে? প্রকাশ্যভাবে প্রণয়ে নিমগ্ন হ'য়ে সুখী হও, তাতে দোষ কি? আরো দেখ, তোমায় আমি বড় ভালবাসি, সেই জন্যেই তোমাদের উভয়কে প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম, এক্ষণে অধিকতর বিস্মিত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ইচ্ছা হইল কোন কথা বলি, কিন্তু তাহা পারিলাম না; নির্ব্বাক্ হইয়া এক ধারে উপবেশন করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনু! চুপ কোর্‌লে যে, আমার কথা তোমায় ভাল লাগিল না, দেখ তিনু! তুমি আমার ঘরের সমস্ত খবরই টের পেয়েছ। তোমাকে আমার আর কোন প্রকারে অবিশ্বাস নাই, তুমি কোন্‌মতে আমার সহিত একত্রে থাকো, এই আমার অভিলাষ; আমি তোমাকে এ জন্মে ছাড়্‌চি না। দেখ, তুমি কি চাও;—তোমার বিবাহ হয়েচে?"

আমি লজ্জায় প্রথমে কথা কহিতে পারিলাম না, পরে বলিলাম, "হইয়াছে।"

অব। "তাহাকে ভুলিয়া যাও।"

আমি বলিলাম "সে কেমন কথা ?"

অব। "আমার অনুরোধ !"

আমি লজ্জিত হইয়া ক্ষণেক স্থিরভাবে রহিলাম, পরে রহস্য দেখিবার কারণ কোন উত্তর না দিয়া মৌনাবলম্বন করিলাম। অবতার বাবু মনে করিলেন, আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইয়াছি; তিনি আমাকে বসিতে বলিয়া প্রস্থান করিলেন। আমি কখন শুভ, কখন অশুভ, কত কি ভাবিলাম, ভাবিতে ভাবিতে তথায় শয়ন করিলাম। কয় দিবস রাত্রি জাগরণে শরীর ক্লিষ্ট হইয়াছিল। শয়ন করিবামাত্র নিদ্রা আমাকে আক্রমণ করিল, আমি নিদ্রা কর্ত্তৃক আক্রমিত হইয়া তাহার শান্তিময় ক্রোড়ে শয়ন করিলাম। ইতিমধ্যে কে যেন আসিয়া আমার গাত্রে অঙ্গ প্রদান করিল, দিবসের ঘুমে অচৈতন্য ছিলাম না, কিন্তু মুমূর্ষাবস্থায় পতিত ছিলাম। প্রথমে ভাবিলাম, পৃষ্ঠে মাছি বেড়াইতেছে, ক্রমে বোধ হইল, কে যেন হস্ত বুলাইতেছে, আমি চমকাইলাম; আমাকে চমকাইতে দেখিয়া কে যেন বলিল, "তুমি ঘুমুচ্চো ?"

আমি চমকাইয়া উঠিয়া বসিলাম, চাহিয়া দেখিলাম, "অনঙ্গমোহিনী" ঠিক যেন একটী ভোজ বাজির নূতন কুহক, আমার সম্মুখে প্রকাশিত হইল। আমি প্রথম ভাবনায় সভীত হইলাম, দ্বিতীয় ভাবনায় ঘৃণিত বোধ করিলাম।

প্রথম ভাবনা এই যে, অনঙ্গমোহিনী গৃহস্থের মেয়ে, আমার সম্মুখে বৈঠকখানায় কেন ? যদি কেহ দেখে, তাহা হইলে লোকে আমাকে কি বলিবে ?—দ্বিতীয়তঃ এই যে, অবতার বাবু ইতিপূর্ব্বে আমার নিকটে অনঙ্গমোহিনীকে বিবাহ করিবার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই অনঙ্গমোহিনী আমার সম্মুখে। আমি তখন সভীতভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে ?" তিনি হাসিয়া আমাকে উত্তর দিলেন, "আমি অনঙ্গ ! আমাকে কি তুমি চেন না ?"

আমি আশ্চর্য্য হোলেম, একে অপক্ক নিদ্রায় শরীর অবসন্ন ছিল, তাহার উপরে এইরূপ ঘটনা। আমি বলিলাম, "তুমি যে অনঙ্গ, তা আমি জানি, এখানে কেন?

"খুড়া মহাশয় পাঠালেন।"

"আমার নিকটে কি প্রয়োজন?"

"তোমার প্রণয়।"

আমি লজ্জিত হইলাম, মনে ঘৃণার উদয় হইল, চাহিয়া দেখিলাম, চতুর্দ্দিক শূন্যময়, সেই পাপ দৃশ্যে থাকিতে কষ্ট হওয়াতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলাম। কি ভয়ানক চিত্র, গৃহস্থের বাটী, ভদ্রলোক, তাহাদের এই প্রকার ব্যবহার, ক্রোধ ও ভয়ে আমার হৃদয় বিকম্পিত হইয়া উঠিল, আমি সজোরে তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম, যেমন গাত্রোত্থান করিলাম, অমনি অনঙ্গমোহিনী আমার কোঁচা ধরিল, আমি ইচ্ছা করিলাম তাহার দুশ্চরিত্রতার বিশেষ শিক্ষা দিই, কিন্তু অপরের বাটীতে আসিয়াছি বলিয়া পারিলাম না; কেবলমাত্র কম্পিত শরীরে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় তথায় দণ্ডায়মান রহিলাম, ভয়ে জিহ্বা লালাহীন হইল।

অনঙ্গমোহিনী বলিল, "আপনার স্মৃতি কি বর্ত্তমান আছে?"

আমি সক্রোধে বলিলাম,—"না!"

"কাল রাত্রের কথা!"

"না।"

"তুমি না কাকার পরামর্শ শুনিয়াছিলে?"

আমি বিস্মিত হইলাম; চুপ করিয়া নৈসর্গিক কথা ভাবিতে লাগিলাম। আমাকে ভাবিতে দেখিয়া সে বলিল;—"আমাকে চেন না;—তা না চেন নেই চিন্‌বে কিন্তু আমি তোমারই; তোমাকে আমি কল্য যে দণ্ডে স্বচক্ষে দেখেছি সেই সময়েই আমি আমার মন প্রাণ সমস্ত তোমাকেই প্রদান করিয়াছি।' আমার এ অভিলাষ মিথ্যা নহে; জগদীশ্বর জানেন ইহা কতদূর সত্য কতদূর মিথ্যা; আমি তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও আপাততঃ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি না। আমি গৃহস্থের কুল

কামিনী! প্রণয়ের বেগ হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিয়া তোমার নিকটে আসিয়াছি, এক্ষণে তোমার অভিলাষ কি বল। আমার অনুরোধ রক্ষা কোত্তে হবেই হবে।' এই কথা বলিয়া সে নিম্ন মুখে আমার কোঁচা ধরিয়া দণ্ডায়মান রহিল। আমি সভীতান্তঃকরণে কাঁপিতে কাঁপিতে তথায় দণ্ডায়মান রহিলাম পুনশ্চ আরম্ভ করিল :—

"এ কার্য্যে তোমার অসম্মতী—নাই ; উপযাচিকাকে পরিত্যাগ করা তোমার ন্যায় বিদ্বানের উপযুক্ত হয় না, কাকামশাইকে তো আমায় বিবাহ কোর্‌বে বোলে ছিলে। তবে কেন আমার কাছে মনোভাব গোপন কর। তোমার পায়ে ধরি আমার কথায় সম্মত হও ; আমি কাকাকে গিয়ে বলিগে, কাকা শুভ দিনে শুভক্ষণে আমাদের উভয়কে প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ করুন, তুমি ও সুখী হও আর আমিও সুখী হও। আমার এ কথা লজ্জার বাধা না মানিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে ; হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হচ্চে তাই প্রকাশিত হোচ্চে, এতে কোন প্রকার ছলনা নাই ; বল—আমার অনুরোধ রাখবে কি না। আমি তোমার হব কি না ? তুমি আমার হবে কি না !!

আমি ভীষণ ব্যাপারে——পরিঘূর্ণিত হইতে লাগিলাম, ভয়ানক অবস্থা কুহকীর কুহক জালে আমার কণ্ঠ হইতে শব্দ উচ্চারিত হইল না। কি করি কোথায় যাই কাহারই বা স্মরণ লই ; কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। অকস্মাৎ এই ভয়ানক অবস্থায় ক্ষণেক স্থির হইয়া সমস্ত ভাবিলাম ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে অশ্রু আসিল কাঁদিয়া ফেলিলাম।

আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল!! তোমাকে আমি কি কাঁদতে অনুরোধ কচ্চি! তোমাকে আমি কি কাঁদতে অনুরোধ কচ্চি!! কেঁদোনা কাকার কথায় সম্মত হও? অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হবে, আমি তোমার সহধর্ম্মিনী হয়ে পরম সুখে কাল কাটাবো!!

আমি ক্রন্দন করিতে করিতে ভাবিলাম, অনঙ্গ মোহিনীর কৌশলে হতভাগ্য সুরেন্দ্র জীবন হস্তে করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে ; এ কুহক আমার নিকট কি জন্য প্রতিফলিত করিতে আসিল, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ভয়ানক রহস্য, আমি নির্ব্বাক,

আর অনঙ্গ আমাকে কৌশল জালে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত! কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। অনন্যগতি দেখিয়া অনঙ্গের পদে হস্ত দিয়া বলিলাম। "তুমি আমায় রক্ষা কর আমি তোমার কোন কথাতেই অনুমোদন করিতে পারি না। আমাকে রক্ষা কর; তুমি বাটীর ভিতর যাও আমি অন্যত্র প্রস্থান করি।

"সেকি তুমি যাবে কোথা!" বলিয়া অনঙ্গ আমার হাত ধরিল। আমি জোর করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিলাম, সে চেষ্টা বৃথা, অনঙ্গ আমার হাত ছাড়িয়া দ্বার চাপিয়া দাঁড়াইল, আমি জোর করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হইল, আমাকে অত্যন্ত ভীত আর তাহার কথার অনুবর্ত্তী না দেখিয়া সে বলিল, হয় আমার কথায় সম্মত হও! নচেৎ তোমার সম্মুখে আমার বক্ষে আমি আপনি ছুরিকা প্রবেশ করাইব। এই বলিয়া অনঙ্গ কটীদেশ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া আমাকে দেখাইল, আমি সভীতে ভয়ানক দৃশ্য দর্শনে পরাঙ্মুখ হইয়া অনঙ্গের গাত্রে হস্ত দিয়া তাহাকে দরজার নিকট হইতে সরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সে চেষ্টার ফল অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠিল। অনঙ্গ প্রথমে আমার বাহিরে যাইবার পথ যথাসাধ্য রোধ করিল, পরে আমার চেষ্টার পরাভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে—চীৎকার আরম্ভ করিল, আমি ভয়ানক বিপদ দেখিয়া হতাশ্বাস হইয়া ভূমে পতিত হইলাম; সে ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল, এক মুহূর্ত্ত অতীত হইতে না হইতে, তাড়াতাড়ি অবতার বাবু সেই স্থানে উপস্থিত হইল। আমি তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জায় ও ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলাম, তিনি ক্ষণেক দাঁড়াইয়া আমার প্রতি স্থির ভাবে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন "বুঝেচি, তোমার কর্ম্ম এই। দুষ্ট! আমি তোমাকে এর উচিত মত প্রতিফল দোবো! তুমি আমার সর্ব্বনাশ কোত্তে উদ্যত হোয়েচো, তোমাকে ভাল বোলে, অন্দরমহলের নিকটে রাখতেম্, তুমি কুলবালাদের সহিত অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ।"

আমি তাঁহার সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ছিলাম,

কোন কথা না কহিয়া অপমানে মৃত প্রায় হইয়া নির্ব্বাকে তথায় নিপতিত রহিলাম, অনঙ্গ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল কাকা!—কাকা! তুমি—দেখেচো আমাকে জোর কোরে ধোরে রেখেছিলো, আমার দোষ নাই!!”

অবতার বাবু অনঙ্গের কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া তাহাকে বাটীর মধ্যে যাইতে বলিলেন; সে তাঁহার কথায় প্রস্থান করিল। আমি ভয়ানক বিপদে পতিত রহিলাম। তিনি আমার প্রতি ক্ষণেক কটাক্ষ পাত করিয়া পরে বলিলেন “তিনু! তোমাকে আমি ভাল বলিয়া জানিতাম, তোমার এমন ব্যবহার; দ্যাখো তুমি আজ আমার পবিত্র কুলে যে কলঙ্ক অঙ্কিত ক’রেচ তাহা তোমাকে জীবন হীন করিলেও নষ্ট হইবে না। আমি তোমাকে কোন ঘরে আবদ্ধ রেখে, হরনাথ বাবুকে ডাকি, দেখি তিনি কি বলেন। দ্যাখো তোমার স্বভাব অতিশয় নষ্ট, তুমি আমার বাটীতে বেড়াতে এসে এই প্রকার কুব্যবহার আরম্ভ কোরেচো। আর তোমাকে যখন বিধবা বিবাহের মতে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তখন বুঝি তোমার এ স্মৃতি ছিল না যে অবতার বাবু তোমাদের গুপ্ত কথা জান্তে পেরেচে। আর তোমায় বিশ্বাস নাই; এসো তোমায় অপর একটী ঘরে চাবি দিয়ে রেখে হরনাথ বাবুকে ডাকিয়া পাঠাই; ছি! তোমার এই কাজ!”

আমি তাঁহার কথায়—ঘৃণাতে অবসন্ন হইতে লাগিলাম এবং কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়া আমার হস্ত ধরিয়া বলিলেন “ওঠো আমার সঙ্গে এসো নচেৎ ভয়ানক বিপদ ঘ’টবে।” আমি বলিলাম “কোথায় যাব।”

যেখানে তোমার সর্ব্বনাশ হবে।

আমার সর্ব্বনাশ কি জন্য হবে।

সে জবাব এখন দিতে পারি না।

আমি তাঁহার কথায় কাঁপতে কাঁপতে গাত্রোত্থান করিলাম; আমি দাঁড়াইলে তিনি হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, আমি ভবিষ্যৎ বিপদের উপরে লক্ষ্য করিয়া কাঁদিলাম; তিনি সে ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, আমি তাঁহার শান্ত মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে ভীম মূর্ত্তির

আবেশ দেখিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ধাবী হইলাম, তিনি আমার হস্ত ধরিয়া গৃহের বাহির হইলেন; অনঙ্গের কৌশল কি ভয়ানক!"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কেউ হাসে—কেউ কাঁদে!!

অনন্ত শক্তিময়ী প্রকৃতিদেবী ঠিক্ যেন উন্মাদিনী; উন্মাদিনীর যেমন মতি স্থির নাই, কি করে, কি দেখে, তাহার স্থির নাই, কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন লুটাপুটি খায়, কখন কি করে কিছুরই স্থির নাই; তেমনি উন্মাদিনী প্রকৃতিও কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন কি করে কিছুরই স্থির নাই। যখন সে হাসে, তখন সহস্র সহস্র সৌদামিনী নবীন মেঘের আড়ে প্রকাশিত হয়। সে হাসির প্রতি কার সাধ্য চায়, আবার সেই মুহূর্ত্ত অতীত হইতে না হইতে ভীমনাদে জগতকে কম্পিত করে, সেই নাদ বজ্রধ্বনিতে পরিণত হইয়া সমগ্র জগতকে অনন্ত শান্তি-ময় স্বর্গ হইতে অনন্ত কালকীটময় নরক অবধি কম্পিত করে। সে হাসির তুলনারও স্থির নাই, সে ভীমনাদের ভয়ঙ্করত্বেরও স্থির নাই। এই অনন্ত প্রতাপশালী তপনদেব সুবর্ণ কান্তিতে জগতকে মোহিত করিয়া পূর্ব্বগগণে উদিত হইলেন; শাখিকুল তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে স্বীয় স্বীয় কাকলি আরম্ভ করিয়া এ শাখা ও শাখা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুগন্ধ মলয় পবন মৃদুভাবে প্রবাহিত হইয়া সুফুল্ল প্রসুন হইতে সুগন্ধ চুরি করিয়া তপনদেবকে উপহার দিতে লাগিল; কমলিনী মরালগামিনী ভাবে সূর্য্যের রূপে মোহিত হইয়া সরোবরে হাসিতে হাসিতে শয়ন করিলেন, ভ্রমর ভ্রমরী, মধুকর মধুকরী, খঞ্জন খঞ্জনী প্রভৃতি সকলে তপন কমলিনীর প্রণয় সঙ্গীত গাহিতে লাগিল। আবার মধ্যাহ্ন উপ-

উপস্থিত, তপনের সে ভীমমূর্ত্তি উপস্থিত হইল, যে পাখীগণ হাসিতেছিল, তাহারা তপনের তেজে কাঁদিতে কাঁদিতে বৃক্ষের শাখায় আশ্রয় লইল। যে পবন মৃদু হিল্লোলে জগতকে স্নিগ্ধ করিতেছিল, সে এক্ষণে তপনের বিশ্ব-সংহারী তেজে তাপিত হইয়া জগতকে ভস্মীভূত করিতে চেষ্টা করিল; তাই বলি, 'কেউ হাসে, কেউ কাঁদে!'

আমি মহা বিপদে পতিত। আমি ক্ষণেক পূর্ব্বে হাসিতেছিলাম এক্ষণে কাঁদিতেছি:—দেখিতে দেখিতে প্রকৃতি শান্তিমূর্ত্তি অবলম্বন করিলেন, তপন দেবের প্রখর তেজ কমিয়া আসিল, তিনি কমলিনীর মধুপানে উন্মত্ত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পশ্চিমগগণে ঢলিয়া পড়িলেন, প্রকৃতি উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া বিলাসীগণের মনোরঞ্জনে নিরত হইলেন।

অবতার বাবু ভীমমূর্ত্তিতে আমাকে নিম্নতলস্থ একটী গুপ্তকক্ষে আবদ্ধ রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আমি ভয়ানক বিপদে পতিত হইয়াছি, কখন ভাবি এই আমার জীবনের পরিণাম; অবতার বাবুর হস্তে আমার মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে বোধ হইল; এই রহস্যময়ী সংসারে জীবনের আশা করা বৃথা। মনে মনে কত ধীৎকার দিতে লাগিলাম, কেনই বা অবতার বাবুর কপট ভদ্রতায় মুগ্ধ হইয়া হরনাথ বাবুর কথা না রক্ষা করিলাম, আমি যখন বিমলার খুন দেখিয়া তাঁহার নিকটে বিদায় লই তিনি আমাকে স্বেচ্ছামতে এক্ষণে আসিতে দেন নাই; হায়! হায়! কেন এমন কাজ করিলাম, কেন অবতার বাবুর রহস্যময় সংসারে প্রবেশ করিলাম, এই প্রকার প্রগাঢ় ভাবনায় নিমগ্ন হইয়া আমার চিত্ত আমি কোথায় হারাইয়া ছিলাম কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। কত কি ভাবিতেছি আর মনে করিতেছি; কেউ হাসে, কেউ কাঁদে। আমাকে কাঁদাইয়া অনঙ্গমোহিনীর মুখে হাস্যের সৌদামিনী ক্রীড়া করিতে লাগিল, অবতার বাবুর মনোভিলাষ পূর্ণ হইল। এই প্রকার ধ্যান করিতেছি, এমন সময়ে একটী অদূরস্থিত চিৎকার শব্দ শুনা গেল; স্থিরকর্ণে শুনিলাম কে হাসিতেছে:—ভাল করিয়া শুনিলাম স্ত্রীলোকের হাসি। তীক্ষ্ন বুদ্ধিতে বুঝিলাম কণ্ঠধ্বনি, তাহা যুবতী

কণ্ঠনিঃসৃত; স্বরের পরিচয়ে জানিলাম অনঙ্গমোহিনী। যখন জানিলাম যে অনঙ্গমোহিনী হাসিতেছে তখন আমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল; তাহার হাসি আমার হৃদয়ে বজ্রাঘাতের ন্যায় বোধ হইল; এক একটী হাসির উত্তরোল আমার বক্ষে এক একটী ভয়ের তরঙ্গের ন্যায় বোধ হইল। আমি আমাতে আছি কি না তাহা ভুলিয়া ছিলাম, ভয়ানক ভয়েয় উদয় হইল। আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম; প্রায় হাসির শব্দ আমার দ্বরজার সন্নিহিত হইতে লাগিল; আমি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম; অনঙ্গমোহিনী আমার দ্বরজার কাছে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "দেখ যশোদা! মিন্সেকে কাল কি নাকাল-টাই না কোরেছি; আমি বলি আমাদের সন্ধান কেনা—কে—কোচ্চেই কোচ্চে; ধোত্তে আর পারিনে, কাকা হোলো আমার হাতের পোষা পাখী; যা পোড়তে বোলবো সে তাই পোড়বে। অপর লোক কি আমার কাছে পেরে উঠ্‌বে। হা—হা—হা—হা" কোথায় আমি অনঙ্গমোহিনী।" আর একজন কথার উত্তরে বলিল "মিন্সের পোড়া কপাল, আমরা যদি তার সহায় হই তা হলে তার কে কি কোত্তে পারে, আচ্ছা আমার কৌশল কেমন দেখেচো তো; আমি না থাকলে আর এতো হোতোনা। মিন্সে!!—" কথা বলিতে বলিতে তাহারা চমকাইয়া চুপ করিল; কথার স্বরে বোধ হইল যশোদা দাসী। আমি ভয়ানক বিপদে পতিত হইলাম কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম, মনে একটু নবা রহস্যের উদয় হইল স্থিরভাবে থাকিলাম। প্রায় দুই মুহূর্ত্ত অতীত হইলে একজন বলিল "হ্যালা অনঙ্গ! তোর এই কাজ!! তুই কি কোচ্চিস্! আমি সব দেখ্‌তে পেয়েছি। যশোদা তারও মাথা খাবো, তুই আমাকে কি পাগল মনে কোরেচিস্ নাকি!!"

তাহার উত্তরে অনঙ্গ বলিল "কি ছোট পিসি! আমার আবার লজ্জা কি? কাকা আমাকে এইখানে দাঁড়াতে বোলেছে আমি তাই দাঁড়িয়ে আছি, অমনতর করতো আমি কাকাকে বোলে দোবো যে, তুমি আমায় জব্দ করবার চেষ্টা কোচ্চো, তুমি এখানে কেন!"

আমি ইহাদের অলৌকিক রহস্যের ভাব শ্রবণে চমকিত হইলাম। অনঙ্গের সহিত অবতার বাবুর খুড়া ভাইঝি সম্পর্ক; আগন্তুক স্ত্রীলোকের সহিত ভগী সম্পর্ক; রহস্য কি প্রকার শেষে পরিণত হইবে, তাহার কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না। অবতার বাবু সহরের মধ্যে এক জন মান্যনীয় লোক, তাঁহার অন্তরের ভাব এত দূর শোচনীয় তাহা আমি স্বপ্নেও বিবেচনা করি নাই। কামিনী মনের কথা বলিতে লাগিল, কিন্তু সে সমস্ত এত দ্রুত ও অস্ফুট যে সমস্ত শুনিতে পাওয়া গেল না, ক্রমে বোধ হইল যে অনঙ্গের কথা শুনিয়া আগন্তুক স্ত্রীলোকটী হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল, তাহাদের শেষ কথা এই যে, "কাকাকে তো কলে নাচানো যায়, তুমি আমি একজাট্টা হ'য়ে থাক্‌লে, কাকী ছেড়ে কাকীর বাপেরও ক্ষমতা নাই যে আমাদের সন্মুখে আসে; আর কাদীর কপালতো ভেঙ্গেচে ওতো আজ বাদে কাল আমাদের সঙ্গী হবে, তুমি যাও, কাকা এইখানে আসবেন।" আমি এই ভয়ানক রহস্যের উপক্রমণিকার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। সশোদা আর অনঙ্গমোহিনী আস্তে আস্তে আমার ঘরের দরজার কাছে বসিল, যশোদাও আসিয়া বসিল, কিন্তু কিছু পাতিয়া বসিল কি না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অবতার বাবুর বাটীর অন্দর মহলের পূর্ব্বাংশের নিম্ন তলস্থ একটী কুঠারীতে আমি আবদ্ধ ছিলাম; সেই দিকে অন্দর মহলস্থ কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না এবং তথাকার শব্দও অন্দর মহলে যায় না; ঘরটী যে বড় অপরিষ্কার তাহাও নহে; আমি আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। রাত্রি প্রায় নয়টা বজিল; আমায় কেন বন্দীর ভাবে রাখিয়াছে তাহাও বুঝিতে পারিলাম না! রাখিবার সময়ও কোন কষ্ট দেয় নাই। ভয়ানক অবস্থা, অনঙ্গমোহিনীর সেই রাক্ষসী মূর্ত্তিতেই আমার মনে পড়িতে লাগিল আমি অমনি চমকাইয়া উঠিতে লাগিলাম কি করি কোথায় যাই! কে বা আমাকে এ রহস্যের ভাব হইতে উদ্ধার করিবে; কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমার এমন কি অপরাধ হইয়াছে যে অবতার বাবু আমাকে এই ভয়ানক স্থানে আনয়ন করিয়াছে; আর এখানে আনাই বা কেন; ভয়ানক কৌশল, কিছুই বুঝিতে পারি না।

উভয়ে কি পরামর্শ করিলে পর, যশোদা বলিল, "তোমার মনের

অভিলাষটা কি, তাকি জান্‌তে পারি না? কত মজ্যাই কচ্চো, এখন আমার উপায় কি?"

অন। "তোর আবার উপায়! আমি থাক্‌তে তোর আবার উপায়? আমারো যে দশা, তোরও সেই দশা!—আমি যদি মরি, তা হ'লে তুইও মোর্‌বি; আমি যদি বাঁচি, তো তুইও বাঁচ্‌বি।"

যশো। "তুমি ম'লে আমি মরি, আর না মরি! তোমার মনের কথা কি? আবার কাকাকে এতো হাত কোরেচো, কেন?"

অন। "আমি কাকাকে হাতে কোরেচি কি সাধে, কাকা নিজের অভিলাষ আমার কাছে প্রকাশ কোত্তে চেষ্টা করেন, কিন্তু আমি তাতে সম্মত নই, ধর্ম্মের পথে কাঁটা,—হ্যাঁ দেখ্ যশোদা! ধর্ম্মের পথে কাঁটা আমি দিতে পার্‌বো না,—বোলিস্ কি যশোদা, আমি কি আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মার্‌বো,—ওঃ! তা পার্‌বো না!"

যশো। "তবে এখানে!"

অন। "মনের অভিলাষ পূর্ণ কোত্তে?"

যশো। "আবার কি অভিলাষ?"

অন। "সুরেন্দ্রের সর্ব্বনাশ!"

যশো। "আর তার বাকি কি?"

অন। "জীবন!"

যশো। "সে ম'লে তুমি কোথা যাবে?"

অন। "গঙ্গার জলে ঝাঁপ দোবো।"

যশো। "তবে সে সর্ব্বনাশে প্রয়োজন!"

অন। "আমার চির অভিলাষ,—আজ এক বৎসরের অভিলাষ।"

যশো। "কিসের অভিলাষ, আমি তো জানি না।"

অন। "আমি যখন ওর মূর্ত্তিতে মোরেছিলেম, তখন তো ও আমার হয় নাই। এখন আমি ওর কেন হবো? আমি মোর্‌বো, আমি ওর ভাবনায় মোর্‌বো, তবু আগে যা জ্বলেছি, তার পরিশোধ লইবার কারণ ওর জীবনের হানি কোরবো।"

যশো। "কাকা মশাই আস্‌বেন কেন?"

অন। "তিনি আমার কাছে এ কথা শুনেছেন, এবং এর একটী প্রকৃত উপায় স্থির করিবেন বলিয়াছেন। আমি তাঁহাকে এইখানে থাকিব বলিয়াছি সেই জন্য তিনি এখানে আসিবেন।"

আমি উভয়ের কথায় আশ্চর্য্য হইলাম, সুরেন্দ্রের জীবনের উপরেও অনঙ্গমোহিনী হস্তক্ষেপ করিবে, কি ভয়ানক কথা! হতভাগ্য সুরেন্দ্র! তোর কপালে এই ছিল! আমার মনে কত কি ভাবের উদয় হইল, কত কি ভাবিলাম, কিন্তু সমস্তই ক্ষণস্থায়ী, জলবুদ্বুদের ন্যায় অল্প সময়ের মধ্যে বিনষ্ট হইয়া গেল। অনঙ্গ বলিল, "তিনকড়িকে বশীভূত কোত্তে পাল্লে কাকা একবার ছোট খুড়ীর সর্ব্বনাশ কোর্‌বেন। ছোট খুড়ীর দুঃখু, তা কাকার কি? কাকা আমার টাকা ভালবাসেন, ছোট খুড়ীকে জব্দ কোরেচেন; হাত পা বেঁধে জমীদারীতে চালান দিয়েছেন। আমার কৌশলে কি না হয়, আমি যা বলিব, তাহাই হইবে। মনে করিলে এই সংসারকে একেবারে উৎসন্ন করিতে পারি, দেখ———"বলিয়া কামিনী একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কি মনোভাব প্রকাশ করিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু পারিল না। যশোদা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে কথা চেপে গেলে?"

অন। "কথা চাপ্‌বো কেন?—মনের কথা কাকে বলি, যে দিন সে—সুরেন্দ্রের মূর্ত্তি আমাকে পাগল করিয়াছিল,—যে দিন আমার সতীত্ব যে কি তাহা না বুঝিয়াছিলাম,—যে দিন আমি সংসারের ভয়ে ভীত না হইয়াছিলাম, সেই দিন—সেই দিন যশোদা—আজো মনে পড়ে, সোণার স্বামী-রত্নকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম। আজ তিন বৎসর বিবাগী—যশোদা! আমি কালসর্প——যাহারা আমার প্রতি অভিলাষ করিয়া আমাকে এই মহাপাপ-পঙ্কে নিমগ্ন করাইয়াছিল, তাহারাই আমার কঠিন দংশনে ছটফট করিবে। সুরেন্দ্রকে দংশন করিয়াছি, সে যাতনায় ছটফট করিতেছে; ছোট কাকাও মরিবে, আর বাকী কি বল পটোলডাঙ্গার মুক্তাবাবুর যেদিন—যশোদা! যেদিন মুক্তারাম বাবু আমাকে ধরিয়া বৈঠকখানার কত সাধাসাধি করিয়াছিল, কত হাতে পয়ে ধরিয়াছিল, আমি সেই প্রলোভনে আজীবন নষ্ট হোলেম সোণার সতীত্ব যদিও হারাই নাই,

তথাপি স্বামীর কাছে অবিশ্বাসী হইয়া অনন্ত নরকে ডুবে মলেম। যশোদা—যশোদা।।—না!!” কামিনী চুপ করিল আমি নানা প্রকার রহস্যের কথার ভাব এই উক্তিতে প্রাপ্ত হইলাম। একবার অনঙ্গের উপরে ভক্তি হইল আবার ঘৃণা হইল, ইতিপূর্ব্বের কথা স্মরণ হইলে কাঁপিতে লাগিলাম। আবার অনঙ্গের কথা শুনিতে চেষ্টা করিলাম। ক্ষুধা পাইয়াছিল; কি করি কে আহার করিতে দেবে; হরনাথ বাবুকে অবতার বাবু ডাকিতে গেছেন, তিনি যদি আসেন তা হোলেই বা তিনি কি মনে করিবেন। নানা ভাবনায় আমি ইতস্ততঃ করিয়া তথায় মৃদুভাব অবলম্বন করিলাম।

যশোদা বলিল। “তুমি হরনাথ বাবুর সরকারকে কেন জব্দ কোল্লে; সে তো কোন দোষের দোষী নয়।

অনঙ্গ। সে কাকার পরামর্শে।

যশোদা। তুমি পরের পরামর্শে কেমন করিয়া অপর লোকের সম্মুখে প্রকাশিত হোলে; তোমার লজ্জা হলো না।

অ। আমার আবার লজ্জা—আমার অভিষ্ট যদি কখন সুসিদ্ধ করিতে পাই; যদি কখন সুরেন্দ্র ও মুক্তারামের রক্তে তর্পণ করিতে পাই, তাহা হইলে পুনরায় লজ্জাকে হৃদয়ে পূজা করিব, যেখানে থাকুন সোনার স্বামী রত্নকে মস্তকে রাখিব নচেৎ যশোদা—যশোদা তুই দেখিস্ আমি কাল সর্পের ন্যায় যাহাকে আঘাৎ করিব সেই ই আমার বিষে প্রাণ ত্যাগ করিবে।

এই বলিয়া যুবতী যশোদার হাত ধরিয়া অদূরে উঠিয়া যাইল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ হইল, কেহ কোথাও নাই কাহরও সাড়া শব্দ নাই, ভয়ানক অবস্থা; আমি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম, স্থির হইতে চেষ্টা করিলাম এমন সময় কে যেন আমার দক্ষিণ দিক হইতে “মাগো!।” বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল, আমি সেই শব্দে চমকাইয়া উঠিলাম। স্বরটী পুংকণ্ঠ নিঃসৃত বলিয়া; চমকিত হইয়া কারণ জানিবার চেষ্টা করিলাম। একে ক্ষুৎপিপাশায় শরীর অবসন্ন হইয়া ছিল; তাহাতে আবার চতুর্দ্দিক অন্ধকার, মস্তক ঘুরিতে লাগিল যুক্তি স্থির করিয়া ভাবিতে লাগিলাম; এমন সময়ে পুনর্ব্বার কে যেন বলিল “মা গো! তুমি কোথায়?”

পঞ্চদশপরিচ্ছেদ।

প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম কি ?

যখন আমার কর্ণ কুহরে ' মাগো ! তুমি কোথায়। ' এই বাক্যটী প্রবেশ করিল, তখন আমার ব্রহ্ম রন্ধ্র হইতে পদাঙ্গুষ্ঠ অবধি কম্পিত হইল। আমার বিবেচনায় কোমলপ্রাণী বাঙ্গালী মাত্রেই সেই করুণোচ্ছ্বাসিত শব্দে,



সুরেন্দ্র বাবু।

কম্পিত হইত। ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলাম। মনে ভাবিলাম যদি সেই শব্দ আবার শুনিতে পাই, তাহা হইলে কোথা হইতে সেই শব্দ আসিতেছে তাহার অনুসন্ধান করি। গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিলাম, কোথাও এমন স্থান পাইলাম না যে যদ্বারা সেই শব্দের উৎপত্তির স্থান নির্ণয় করি। এক দণ্ড দুই দণ্ড অতীত হইতে না হইতে পূনরায় সেই প্রকার শব্দ আমার দক্ষিণ দিক হইতে উচ্চারিত হইল। আমার অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইল, মনে ভাবিলাম, না জানি কি ভীষণ ঘটনা এই রহস্যের অন্তরে নিহিত আছে। ঘোর তমস্বিনী রজনী আমার দুঃখে হাসিতে হাসিতে চতুর্দ্দিকে স্বীয় প্রভা প্রকাশ করিতেছেন। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে দক্ষিণ দিকের গৃহ খুলিবার শব্দ পাইলাম, সেই শব্দে আমি চমকিত হইয়া যেমন সেই দিকে দৃষ্টি করিলাম, অমনি একটী আলোকের রেখা দেখিতে পাইলাম। আমার গৃহের দক্ষিণ দিকের প্রাচীরোপরি একটী গবাক্ষ ছিল, তাহার মধ্য দিয়া ঐ আলোক আসিতেছিল। আমি প্রথমে আলোক দেখিয়া নৈৎসর্গিক ব্যাপার ভাবিয়া চমকাইয়া উঠিয়া ছিলাম, ক্রমে তাহার প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে তাহাকে আলো বলিয়া বোধ হইল; আলোকটী যে গৃহ হইতে আসিল তাহার মধ্যে কে কি কথা বার্ত্তা কহিতেছে, শুনিতে পাইলাম, এক জন বলিল ' সুরেন্দ্র ! আমি এসেছি " কণ্ঠ স্বরে আমি চমকাইয়া উঠিলাম. কণ্ঠ স্বর অনঙ্গমোহিনীর! অনঙ্গমোহিনী সুরেন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া কি বলিতেছে, তবে সুরেন্দ্র ঐ ঘরে আছে মনে হইল। সেই ব্যাপার দেখিতে উৎসুকী হইয়া সেই গবাক্ষের সন্নিকটে গেলেম; পুনরায় অনঙ্গমোহিনী বলিল " সুরেন্দ্র! চেয়ে দেখ! আমি এসেছি!" সেই দিক হইতে ইতি পূর্ব্বে "মাগো! তুমি কোথায়।" শব্দ শুনিয়াছিলাম, তবে কি তাহা সুরেন্দ্র উচ্চারিত করিয়াছিল? আমার মনে ভয়ানক রহস্যের অনুভাব হইল। কি করি, সুরেন্দ্র কেমন আছে, তাহা কি প্রকারে দেখিব, গবাক্ষ উচ্চে রহিয়াছে, তথায় দৃষ্টি সহজে পহুঁছিতে পারে না। পুনরায় শব্দ হইল "সুরেন্দ্র কথা কও? আমি এসেছি!" প্রশ্নের উত্তর দিবার কারণ কে যেন বলিল "কেও! অনঙ্গমোহিনী! অনঙ্গ আমার কি হোলো!" স্বরে পরিচয় পাইলাম সুরেন্দ্রমোহনে, ভয়ানক কথা! সুরেন্দ্র বিমলাকে খুন

করিয়া সভীতান্তঃকরণে অনঙ্গের আশ্রয় লইয়াছে; আহা! হতভাগ্য সুরেন্দ্রের কপালে কত কষ্ট আছে! যাহা হউক রহস্য দর্শনে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, সুরেন্দ্র ও অনঙ্গমোহিনীর মূর্ত্তি আমাকে দর্শনে উৎসুকী করিয়া তুলিল।

সেই গবাক্ষের নিম্নে একটী আবদ্ধ দরজা আছে, তাহার উপরে ভর দিয়া গবাক্ষের সমীপবর্ত্তী হইলাম। যে দৃশ্য আমার সম্মুখে পতিত হইল, তদ্দর্শনে আমি তো কম্পিত হইলাম, মনে ভাবিলাম, পৃথিবীতে যদি কাহারও হৃদয় পাষাণে গঠিত থাকে, সেও সেই দৃশ্যে বিচলিত-চিত্ত হয়।

গৃহে তিন মূর্ত্তি; এক মুর্ত্তি প্রদীপ হস্তে যশোদা, আর এক মূর্ত্তি কুহকিনী অনঙ্গমোহিনী, আর এক মূর্ত্তি দুঃখে অবসন্ন মন সুরেন্দ্র।

খুনীর মনের ভাব কি এতই ভীষণ! সুরেন্দ্র ভূশয্যায় বিষাদিত ভাবে স্থির মনে শয়ন করিয়াছিল; কামিনী আসিয়া দুই বার—ডাকিলে সুরেন্দ্রের চেতন্য হইল। সুরেন্দ্রের নৈরাশান্তকরণে আশার সঞ্চার হইল; সুরেন্দ্র আশ্রুপূর্ণনয়নে অঙ্গমোহিনীর প্রতি চাহিয়া বলিল!! "অনঙ্গমোহিনী!! আমার উপায় কি! আমি কি এমনি ভাবে আজন্ম থাক্‌বো।"

অনঙ্গমোহিনী বলিল "সুরেন্দ্র! প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম কি।"

সুরেন্দ্রের চিত্ত, ভীষণ যন্ত্রণায় দুঃখিত ছিল—সুরেন্দ্র শুনিয়াও অনঙ্গমোহিনীর কথা বুঝিতে পারিল না; হতাশাভাবে অনঙ্গমোহিনীর প্রতি চাহিয়া রহিল।

অনঙ্গমোহিনী পুনরায় বলিল—"সুরেন্দ্র প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম কি?

সুরে। আমি তোমার কথা বুঝতে পাল্লেম না!!

অনঙ্গ। কথা আর কি—এই তোমায়—জিজ্ঞাসা কোচ্ছি, যে "প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম কি?"

সুরেন্দ্র এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন মনে করিলেন কিন্তু পারিলেন না, নিস্তব্ধ হইয়া ভূমে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত, স্বীয় দক্ষিণ পদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন!!

অনঙ্গ। তবে আমি যাই!!

সুরে। কোথা!! কোথা!!

অনঙ্গ। আমার—যেথায় ইচ্ছা!

সুরে। এলে কেন?

অনঙ্গ। তোমাকে দেখ্‌তে!!

সুরে। আমি কেমন আছি।

অনঙ্গ। মন্দের ভাল।

সুরে। সে কি প্রকার! সবই যে তোমার নতুন।

অনঙ্গ মুচকাইয়া হাসিলেন, সুরেন্দ্রকে স্বীয়া কটাক্ষপাতে ভষ্মীভূত করিবেন বলিয়া কটাক্ষ করিলেন। সুরেন্দ্র মনাগুণে পুড়িয়াছিল; ভষ্মীভূত না হইয়া বরং দীপ্তিমান হইল; মনের আগুণ জ্বলিয়া উঠিল—বলিল "অনঙ্গ এমন কাজ কেন করালে, যদি আমি পূর্ব্বের ন্যায় স্বাধীন হোতে না পারলেম, প্রাণের ভয়ে যদি এত কাতরই হোলেম, তবে কেন এমন কায কোল্লেম। অনঙ্গ! বিমাতার খুন কি প্রকাশ হোয়েচে। আমার উপায় কি হবে!! লোকে আমায় কি বোল্‌বে। অনঙ্গ আমার উপায় কি হবে।"

সুরেন্দ্র এই কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইলে; অনঙ্গমোহিনী ক্ষণেক সুরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে বলিল "সুরেন! তুমি পূর্ব্বের কথা মনে কর, যে দিন আমাকে এই পথে আনাইতে চেষ্টা করিয়াছিলে সেই দিনের কথা মনে কর! আর আজ যে অবস্থায় আছ তাহাও মনে কর!! আমি—আমি অনঙ্গমোহিনী—এ সংসারে এমনিই থাকিব কিন্তু—তুমি—তুমি সুরেন্দ্র—আমার—হস্তেই হোক এবং আর কাকার হস্তেই হোক কাল দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে? এ জগতে তাহাকে খুলিতে কেহ পারিবে না। আমার প্রণয়—বালির বাঁধের ন্যায়—এক ঢেউয়ে আছে আর এক ঢেউয়ে নাই। আমার প্রেমের আশা করা তোমার অন্যায়; তুমি আমাকে বিস্মৃত হও!!" যুবতী এই কয়েকটী কথা বলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন, যশোদা তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। গৃহের দ্বার রুদ্ধ হইল; আমি চমকিত হইলাম; সুরেন্দ্র সেই বিদ্যুৎ সদৃশা প্রস্থানকারিণী অনঙ্গমোহিনীকে ডাকিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু না পারিয়া ভূমে পতিত হইল। ইচ্ছা হইল তাহাকে আশ্বাস প্রদান করি। কিন্তু অবতার বাবুর রহস্যময় সংসারের উপরে সন্দেহ হইল। নিজের প্রাণের উপরে মায়া হইল, স্থিরভাবে তথায় বসিয়া

রহিলাম। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, তাহার সহিত সুরেন্দ্রও নিস্তব্ধতাকে আশ্রয় করিয়া ভূমে পতিত রহিল।

হঠাৎ কে যেন বাহিরে বলিল, "না—আমি তোর কথা শুন্‌তে চাইনে, আমি দেখ্‌বো, আমি প্রাণে মার্‌বো না, হাতে মার্‌বো না, কৌশলে বিনাশ কোর্‌বো।"

সেই কথায় বাধা দিয়ে আর একজন বলিল, "দেখ অবতার বাবু! তোমার মতন কৌশলী আর দ্বিতীয় নাই, আমি থাক্‌তে তোমার কিসের ভাবনা? আইনকানুন সবই আমার পেটের ভিতর—তোমার ভাবনা কি?"

অন্য এক জন বলিল, "কিসের ভয়,—যাও দোর খোলো।" সেই সময়েই যে ঘরে সুরেন্দ্র হতাশভাবে শয়ন করিয়াছিল, সেই ঘরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। একটী বাতি হস্তে তিন জন লোক তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রথমটীকে চিনিলাম, অবতার বাবু! দ্বিতীয়টীকে চিনিলাম না, তৃতীয়টীকে চিনিলাম, মহাদেব ভট্টাচার্য্য! সকলের গায়ে কালো বনাতের জামা, সুদ্ধু পা।

অবতার বাবু আস্তে আস্তে প্রবেশ করিয়া নিস্তব্ধে দাঁড়াইলেন। সুরেন্দ্র চৈতন্যশূন্য হইয়া কত কি ভাবিতেছিলেন, ইহাদের পদশব্দে প্রকৃতিস্থ হইলেন না। অবতার বাবু হস্তস্থিত যষ্টি বাহির করিয়া পৃষ্ঠে স্পর্শ করাইলেন।

সুরেন্দ্র চমকাইয়া দেখিলেন, ভয়ানক দৃশ্য! তিনি সে দৃশ্য স্বীয় আঁখিপত্রে চিত্রিত রাখিতে পারিলেন না। হতাশভাবে অবনতমস্তকে বসিয়া রহিলেন।

অবতার বাবু এক এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া সুরেন্দ্রের মস্তকে হস্ত দিয়া বলিল, "আর একবার বল দেখি, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম কি?"

সুরেন্দ্র সাশ্চর্য্যে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অবতার বাবু বলিলেন, "বলি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম কি?"

সুরেন্দ্র পুনরায় অবনতমস্তকে বসিয়া পড়িল। অবতার বাবু পুনরায়

বলিলেন, "নির্ব্বোধ! আমার কথা শ্রবণ কর! আমি কে—আমি কিসের জন্য তোমার কাছে আসিয়াছি, তা জানো ?„

সুরে। না।

অব। তুমি বিমলাকে খুন করিয়াছ কেন ?

সুরেন্দ্র কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আ—আ—আমি—আমি না!"

অব। "তুমি—না!—মিথ্যা কথা!!—এইটী কি?" অবতার বাবু এক খানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে করিয়া সুরেন্দ্রকে দেখাইলেন।

সুরে। ও—ও—ওঃ!—কি!

অব। মন্মথকে খুন করিয়াছিল কে ?

সুরেন্দ্র অতিশয় ভীতস্বরে বলিতে লাগিল, আমি—আমি—না।"

অব। দ্যাখো মিথ্যা কথা কহিলে তাহার সাজা আছে, তা জানো ? আমার হৃদয় কৌশলময়! তোমারও যেমন, আমারও তেম্‌নি। তুমি মন্মথের বুকে ছুরি মার্‌তে পেরেছিলে। আমি কি সেই প্রকার পথ অবলম্বন কোর্‌তে পারবো!

সুরে। মহাশয় আমাকে মারিয়া ফেলুন, আমাকে এখানে রাখ্‌বেন না, রাক্ষসী অনঙ্গমোহিনী!" এই কয়েকটী কথা বলিয়া সুরেন্দ্র ভূমে পতিত হইল। অবতার বাবু এক তোড়া কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, "সুরেন্দ্র! এগুলি কি ? এ কি তোমার ?

সুরে। আমি কিছুই জানি না।

অব। কে জানে।

সুরে। অনঙ্গ মোহিনী!

অব। তুমি এখানে কেন এসেচো।

সুরে। তাও আমি জানি না

অব। তুমি জানো কর্ত্তার অনভিমতে গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করিলে কি শাজা পাইতে হয়।

সুরে। আমি কিছুই জানি না সবই—সবই;—সুরেন্দ্র কি বলিবে মনে করিল, কিন্তু পারিল না, জিহ্বা আটকাইয়া গেল। মনোভাব প্রকাশ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অব। আমি তোমার কান্নায় ভুলি না, কান্নায় যদি সকলে ভুলিত, তাহা হইলে কিনা হইত। পুলিষের লোক দরজায় দাঁড়িয়ে, এসো একবার বেস কোরে শিক্ষা প্রদান করি।

অবতার বাবু এই কথা বলিয়া সুরেন্দ্রের হাত ধরিলেন, সুরেন্দ্র কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া নিস্পন্দ শরীরে অবতার বাবুর পায়ে ধরিল; অবতার বাবু বলিল "আচ্ছা আমার পরামর্শে তুমি সম্মত হোতে পার।"

সুরেন্দ্র। কি কোরবো!

অব। আমি যা বোলবো তাতে যদি তুমি সম্মত হও তা হোলে তোমার পায়ে কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ হইবে না। তা যদি না কর, তাহা হইলে এই দণ্ডেই পুলিষে ধরাইয়া দিব।

সুরেন্দ্র জীবনের মায়ায় কাতর হইয়াছিল, অবতার বাবুর কথা শ্রবণ করিয়া করুণোদ্দীপক স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "মহাশয়! আমি কোন দোষের দোষী নই; কিন্তু আমি কৌশল জালে জড়িত হইয়াছি: আমি আপনার পায়ে ধরিতেছি; আমার জীবন যাহাতে রক্ষা হয় তাহা করুন, আমি নষ্ট হইতে বসিয়াছি।

অব। সুরেন্দ্র! তোমার সহিত অনঙ্গের গুপ্ত প্রণয়ের অঙ্কুর হইয়াছিল, তাহা আমি কি টের পাই নাই মনে কোরেছো, আমি প্রথম হইতে টের পাইয়াছি, যে দিন তুমি অনঙ্গের গৃহে যাইবার কারণ ঘোর নিশায় আমার বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলে, তাহাও আমি জানি; অনঙ্গমোহিনীকে দেখিতে গিয়া সেই ঘরে মন্মথকে খুন কর, তাও আমি জানি। এই কাগজ গুলি কিসের!!

সুরেন্দ্র অবাক হইয়া সেই গুলির প্রতি চাহিয়া রহিল।

অব। হর বাবুর কাছথেকে তিনকড়িকে যে দিন আমি আনাই সেই দিন রাত্রে তুমি মন্মথকে খুন করিয়া পলায়ন করিবার সময় এই সমস্ত ফেলিয়া যাও; মহাদেব বাবু আমার কাছে এসে তোমাকে দেখেছিলেন এবং তোমার কর্ম্মের উপর লক্ষ্য না রাখিতে পারিয়া শেষে এই সমস্ত কাগজ পাইয়া যে ঘরে আমি থাকিতাম সেই ঘরে সে দিন তিনকড়ি শুইয়াছিল, তাহার হস্তে আমি মনে করিয়া প্রদান করে,

তাহার পুটুলী হইতে এই সমস্ত আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। এতে যা আছে সে সমস্ত কি সত্য! তুমি আমার সর্ব্বনাশ কোর্‌তে উদ্যত হোয়েচো, আমি অনেক দিন তোমাকে ধোর্‌বো বোলে বেড়াচ্চি কিন্তু এক দিনও দেখিতে পাই নাই। আজ সেই শুভদিন উপস্থিত হইয়াছে, যাহা হউক এ গৃহ হইতে বাহিরে আইস।

সুরে। কেন?

অব। পরে বোলবো।

সুরে। কবে।

অব। এই দণ্ডেই।

আমি—আ—মি—আমি!" সুরেন্দ্র পূর্ব্বোক্ত অস্ফুটস্বরে কয়েকটী শব্দ উচ্চারণ করিয়া চুপ করিল। অবতার বাবুর সহযোগী মহাদেব বাবু অবতার বাবুকে বলিল, "অবতার বাবু! অন্যত্র আর কোথায় নিয়ে যাবে, এইখানেই মনের কথা খুলে বল না,—এ তো আমাদের হাতে!" অবতার বাবু তাঁহার কথায় সম্মত হয়ে, সুরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও! আজীবন লুক্কায়িতভাবে থাকিয়া জীবন বাঁচাইতে চাও, না এ পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে চাও?"

সুরে। উভয়ই আপনার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে।

অব। দেখ সুরেন। বিমলার খুন প্রকাশ হোয়ে পোড়েছে হরনাথ বাবু সন্দেহ দ্বারা পুলিষ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হোয়েচেন। তোমার নামে পরোয়ানা বাহির হইয়াছে। তুমি যদি আমার কথা শোন, তাহা হইলে তোমাকে আমি গুপ্তভাবে দেশান্তরী করিয়া দি, তুমি যথা ইচ্ছা তথা পরিভ্রমণ কর; এখানে আর থাকিবার যো নাই।

সুরে। আমার জীবনের ভার আপনার উপরে, যে কাজ কোরেছি তারতো আর উপায় নাই!!" বলিয়া সুরেন্দ্র অধোবদনে অশ্রুনয়নে ভূমি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

অবতার বাবু এক খানি পত্র বাহির করিয়া বলিলেন:—"এ পত্র তুমি কোথায় পেলে?"

সুরেন্দ্র। স্মরণ নাই!

অবতার। আচ্ছা, স্মরণ না থাকে নেই নেই; এতে যা লেখা আছে পোড়েচো।

সুরেন্দ্র। তাহাও স্মরণ নাই।

অবতার। তবে আর এক বার শ্রবণ কর?

অবতার বাবু পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

"শ্রীশ্রীদুর্গা।
সহায়।

শ্রীমতী দয়াময়ী দেবী—
মাতা ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ কমলেষু—

মা!

তোমার কন্যার জীবন যায়, ছোট-ঠাকুরপো আমাকে আমার স্বামীর উইল লইবার কারণ নানা কষ্ট দিতেছে; আপাততঃ আমাকে আলাহিদা ঘরে চাবি দিয়া রাখিয়াছে; অনাহারে ও জীবনের ভাবনায় আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না। যদি এ সংসারে আর আপনার বলিতে কেহ থাকিত তাহা হইলে ভাবনা ছিল না। এই পত্র পাঠে আমার অবস্থা জানিয়া তিল মাত্র বিলম্ব না করিয়া বড় মামাকে বলিবেন। তিনি আমার উপায় না করিলে আর এক দিনও বাঁচিব না। ইতি তাং ৯ই মাঘ ১২৭৭।

দাসী
শ্রীমতী সারদা সুন্দরী দেবী।"

কেমন হে বাবু! এবার স্মরণ হোয়েচে। পত্র প্রকাশ করবার চেষ্টা কোচ্ছিলে, আমাকে নষ্ট করবার চেষ্টা কোচ্ছিলে, আচ্ছা বাহাদুর! যা হোক্ এখন তোমার মত কি?

অবতার বাবু পত্রের পাঠ শেষ করিয়া সুরেন্দ্রের অভিপ্রায় জানিবার কারণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময়ে তাঁহার পার্শ্বস্থিত মহাদেব বাবু সুরেন্দ্রের সম্মুখে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল; "কি গো! আমাকে চিন্তে পার?"

সুরেন্দ্র মহাদেব বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া লজ্জায় অবনত মস্তকে উপবিষ্ট রহিল। মহাদেব বাবু পুনরায় বলিল "আমাকে চিন্তে পেরেচ; আমি অতি ভয়ানক লোক, আমার হৃদয় অতি কঠিন; তুমি ব্যাকুলতা দেখাইও না, ব্যাকুলতা দেখাইলে লোকে ব্যাকুল হয়; তাই বলিয়া আমিও কি ব্যাকুল হইব, আমি ব্যাকুল হইবার লোক নয়; আমার হৃদয় কোমল নয়। তুমি আমার প্রতি ভাল করিয়া চাও, আমি যা বলি তাই শোন। তোমাকে বিশ্বাস নাই, আমার মতে স্ত্রীলোকের জিহ্বা ও নষ্ট পুরুষের মন—উভয়ই সমান; অতএব যদ্যপি তুমি জীবনকে নিরাপদে রাখিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমাদের সহিত এমন কোন বন্দোবস্ত কর, যদ্বারা ভবিষ্যতে কোন প্রকার বিপদ না ঘটে। সারদা সুন্দরীর সহিত তোমার এমন কি প্রণয় আছে যে তাহার পত্র বাহক হইয়া যাইতেছিলে; এই পত্র যদ্যপি তুমি সারদা সুন্দরীর বাটীতে দিতে, তাহা হইলে অবতার বাবুর কি ভয়ানক বিপদই ঘটিত। তাই বলি তোমার মনকেও বিশ্বাস নাই। তুমি এমন কোন উপায় কর যে যাহার দ্বারা তোমার মন আমাদের বিশ্বাসের পাত্রী হইতে পারে।"

অবতার বাবু বলিলেন "ওকে বিশ্বাস করাও যা, আর কাল সর্পকে বিশ্বাস করাও তা। আর এক কথা—সে দিন তুমি না থাক্‌লে, আর অনঙ্গ-মোহিনী আমাদের সহায় না হোলে আজ কি সর্ব্বনাশই হোতো। দেখ সুরেন্! তোমাকে এখন আমি মাল্লেও মার্তে পারি, রাখলেও রাখতে পারি; যদি তুমি জীবনের আশা কর তাহা হইলে আমরা যা বলি তুমি তাহা লিখিয়া দাও; তুমি বড়দাদার উইল সুদ্ধ সারদা সুন্দরীর নিকট হইতে লইয়াছিলে, সে সমস্তই আমি পাইয়াছি, তাহা ভালই হইয়াছে; বল—এখন তোমার মত কি, নচেৎ বিলক্ষণ রূপে সাজা পাবে।"

অবতার বাবু নিস্তব্ধ হইলেন; তাঁহার সহিত গভীরা রজনী নিস্তব্ধতা ধারণ করিল। একটা শৃগাল সময় পাইয়া 'হুয়া হুয়া' শব্দে ডাকিয়া উঠিল, সেই শব্দে আমি চমকাইয়া উঠিলাম। আমি আবদ্ধ ছিলাম, ভবিষ্যতে আমার কপালে কি আছে তাহা ভাবিতে ছিলাম। সুরেন্দ্র হতাশান্তঃকরণে মুখ তুলিয়া অবতার বাবুর প্রতি চাহিল, অবতার বাবু বলিলেন "দেখ

সুরেন্! আমার প্রতি আর কেন চাও? আমি সে ধরণের লোক নই, আমার প্রতি চেও না, তুমি যদি লুক্কাইত ভাবে থাকিয়া জীবনকে রক্ষা করিতে চাও তাহা হইলে এই পত্রে সহি কর। যদি ইহা শুনতে ইচ্ছা হয়, তবে শোন, আমরা তোমাকে জানাইয়াই এই কার্য্য করিতেছি। নচেৎ কেন অধর্ম্ম করিব—শোন! তুমি যেন আমাকে এই ভাবে লিখিতেছ ঃ—যে—

শ্রীযুক্ত বাবু অবতার কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রীচরণেষু——

মহাশয়!

আমি খৎ লিখিয়া যে ১০০০০ দশ সহস্র টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলাম, সেই খৎ হারাইয়া গিয়াছে বলিয়াছেন, আমি বেইমান নই, আমি যথার্থঃ টাকা লইয়াছি, কেন মিথ্যা কথা বলিব; আপনি আমার সহিত কল্য স্বাক্ষাৎ করিবেন, আমি নূতন খৎ লিখিয়া দিব। আর আপনি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে মন্মথের খুন প্রকাশ হোয়েছে, সে সন্দেহ সকলেই আমার উপরে করিতেছে; সে কথা মিথ্যা—আমি কেন খুন করিব?—আমি মনে ভাবিয়াছিলাম যে, সেই ঘরে অনঙ্গমোহিনী শুইয়া আছে; অনঙ্গমোহিনীর সহিত আলাপ ছিল; তাই জন্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম; খুনের বিষয় আমি কিছুই জানি না। আপনি ভদ্র লোক, আপনার কাছে আমি মিথ্যা বলিব? আপনি ইহা কখনই বিশ্বাস করিবেন না; আমি সে রাত্রে খুনের নামও জানি না, তবে যদি আমাকে আদালতে তলব হয়, আমি তাহার বিশেষ বিবরণ বলিতে ক্রটী করিব না। ইতি তাং ২৪শে মাঘ ১২৭৭ সাল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সুরেন্দ্র ও আমি উভয়েই চিত্ত হারাইলাম। কি ভয়ানক কথা, অবতার বাবু কি ভয়ানক লোক। যশোদার মুখে শুনিয়াছিলাম, কাল কাদম্বিনীর বিচার হবে, তারই প্রমাণের কারণ অন্যোপায় স্থির করিতে না পারিয়া অনঙ্গমোহিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া হতভাগ্য সুরেন্দ্রকে বিপদে ফেলিতেছেন। যাহা হউক, মহাদেব ভট্টাচার্য্যও বড় সহজ লোক নয়,

সুরেন্দ্র যে কেবল ঐ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিলে স্বাধীন হইবে, তাহাও নয়; আবার দশ হাজার টাকার দাবী, ভয়ানক কথা! সুরেন্দ্র স্বীয় বিষয়ের একমাত্র অধিকারী, প্রায় ৬০—৬১০০০ হাজার টাকার বিষয় হবে; অতএব তাঁহার খতে দশ হাজার টাকা সহজেই আদায় হইবে। সুরেন্দ্র অনঙ্গমোহিনীর কৌশলে পতিত হইয়া ধন, মান, প্রাণ সমস্তই নষ্ট করিতে বসিল।

অবতার বাবুর পশ্চাতে যে ব্যক্তি দাঁড়াইয়াছিল, সে সম্মুখে আসিয়া বলিল, "দেখ বাবু! আমি এই হাইকোর্টের উকীল, আমার সম্মুখে এই টাকার লেখাপড়া কোরে দিতে হবে; আমাকে চেনোনা, আমার নাম হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়, অবতার বাবু আমার এক জন প্রিয়বন্ধু, তাঁহার অনুরোধেই আমার আসা, অতএব আমাকে অবিশ্বাস করিও না, আমি তোমারও যাতে ভাল হয়, আর অবতার বাবুরও যাতে ভাল হয়, সেই চেষ্টাই কোচ্চি। আমাকে ভাল বলিয়া জানিও, আমার ব্যবহারই এই; যখন লোকের কোন প্রকার গুপ্ত বিপদ উপস্থিত হয়, তাহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, আমিও সাধ্যমতে তাহাদের বিপদ নষ্ট করি। অতএব বাবু! আমাকে অবিশ্বাস করিও না, ঐ পত্রে একটী সহি কর, আর দেখ উহাতে এমন কোন নির্দ্দিষ্ট কথা নাই, যাহার দ্বারা ভবিষ্যতে তোমাকে কোন বিপদে পতিত হইতে হইবে; তার পর ঐ দশ হাজার টাকা যেন তুমি কর্জ্জ করিয়াছ এই মর্ম্মে এক খানি খৎ লিখিয়া অবতার বাবুকে দাও, তাহা হইলে তুমি এখুনি নিষ্কৃতি পাইবে, এই রাত্রেই তোমাকে নৌকায় চড়াইয়া অন্যত্র পাঠাইয়া দিব।"

এই বক্তৃতার মর্ম্মে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল; কি ভয়ানক কল্পনা! বাবুটীর নাম হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়! হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী, কি কৌশল!!

সুরেন্দ্র অবনতমস্তকে সমস্ত শুনিল, পরে পলাইতে পাইবে বুঝিয়া কতকটা সম্মতি প্রকাশসূচক ভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক অবতার বাবুর প্রতি চাহিল, সকরুণভাবে তাঁহার প্রতি প্রায় এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল, অবতার বাবু আর কোন কৌশল মনে মনে ঠাউরাইতেছিলেন, প্রথ-

মতঃ সুরেন্দ্রকে সেই ভাবে দেখিতে পান নাই। পরে দেখিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরেন্দ্র! তুমি কি সম্মত আছ?"

সুরে। আগে আমাকে অব্যাহতি দিন,—পরে আমি সম্মত।

অব। তবে এসো।

সুরে। কোথায় যাবো?

অব। আমি যেখানে।

সুরে। আমাকে কি কোত্তে হবে?

অব। যা আমি নির্দ্দেশ কোরবো।

সুরে। আমি তা হলে অব্যাহতি পাবো!!

অব। পাবে না কেন,—পাবে।

সুরেন্দ্র সাহসী হইল একটু একটু করিয়া দণ্ডায়মান হইল। অবতার বাবু তাহার হস্ত ধরিলেন। সুরেন্দ্র ভীত অন্তঃকরণে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। সুরেন্দ্রের ভাগ্য-চন্দ্রমা অবতার রাহুতে গ্রাস করিল। বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অনলে—বিজলী!

সুরেন্দ্র যে গৃহে ছিল, সেই গৃহ সুরেন্দ্রশূন্য হইয়া অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, আমিও শূন্যমনে গবাক্ষ পার্শ্ব হইতে নিম্নে নামিলাম। ভয়ঙ্কর সময়, অতীত বিষয় এক একবার মনে উদয় হইতে লাগিল, আর আমি লোমাঞ্চিত ও কম্পিত হইতে লাগিলাম; জিহ্বা লালাহীন—শীতের পরিবর্ত্তে গ্রীষ্ম, শান্তির অভাবে অধৈর্য্য—প্রভৃতি মহা মহা অমঙ্গল চিহ্ন আমার শরীরে প্রকাশিত হইতে লাগিল; আমি একবার ভাবিলাম এই আমার শেষ। কেন অবতার বাবুর ভদ্র ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, আর একবার ভাবিলাম, কেন হরনাথ বাবুর বাধা না শুনিয়াছিলাম। এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে মস্তকে হাত দিয়া এক ধারে উপবেশন করিলাম। স্মৃতিলোপ হইল, কখন শূন্য, কখন মূর্ত্তিমান, কত কি ভাবনা ভাবিতে লাগিলাম। মস্তক ঘুরিতে লাগিল, চতুর্দ্দিকস্থ অন্ধকার যেন আমাকে গ্রাস করিতে আসিল, আমি ভয়বিহ্বলান্তঃকরণে এক ধারে বসিয়া আছি, এমন সময়ে কে আসিয়া আমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইল।

আমি ভয়ে জড়ীভূত হইয়াছিলাম, সে দিকে আর চাহিতে ইচ্ছা হইল না, ভূমির দিকেই চাহিয়া রহিলাম। দণ্ডায়মান ব্যক্তি এক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া আমার পৃষ্ঠে অঙ্গুলির আঘাত করিল, আমি তাহাতেও তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলাম না। উপস্থিত ব্যাপার দেখিয়া আগন্তুকের মনে কেমন বিস্ময় জন্মাইল, সে উঁকি মারিয়া আমার পশ্চাৎ হইতে মুখ দেখিল; ভাবে বোধ হইল, আমি কি করিতেছি তাহাই দেখিল। আমিও সেই অবসরে অনলেবিজলী মূর্ত্তি দেখিলাম, সে, কৌশলে—ভুবনবিজয়িনী কালান্তক কাল সদৃশা অনঙ্গমোহিনী! আমি তাঁহাকে দেখিয়া জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিলাম, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মনে মনে ভাবিলাম, যে একমাত্র বিজলীতেই লোকের নয়ন

ঝলসাইয়া যায়, ইহাতে আবার অনলের বর্ত্তমান আছে, অনলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া ভয়ানক তেজে পুড়াইতে আসিয়াছে ! !

ক্ষণেক স্থিরভাবে থাকিয়া অনঙ্গমোহিনী পুনরায় আমার মস্তকে হস্তক্ষেপণ করিল। আমি কম্পিত হইয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে তু—উ—তুমি ?"

অন। আমি অনঙ্গ ! আমাকে ভয় করিও না, আমি তোমাকে বড় ভালবাসি,—আমি তোমাকে বড় ভালবাসি, আমাকে ভয় করিও না, আমি ভয়ের পাত্রী নই।

আমি অনঙ্গমোহিনীর কথা শুনিয়া কখন অনন্ত অগ্নিতে দাহ্যমান হইতে লাগিলাম, কখন অস্পন্দ হইয়া স্বর্গ—নরক হস্তে দেখিলাম, আমি কোন প্রকার উত্তরে সক্ষম হইলাম না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। আমাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া অনঙ্গ পুনরায় আরম্ভ করিল।

"আমি অনঙ্গ মোহিনী—আমাকে চিন্তে পাচ্চো না।"

এখানে কেন ?

অন। "তোমাকে দেখিতে।"

আমাকে দেখায় তোমায় ফল কি !

অন। পবিত্র ভালবাসার চিহ্ন দেখাইবার পরিণাম।

আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

অন। যা হয়ে গেল তুমি দেখেছ।

কি !

অন। কেন—সুরেন্দ্রের যা হোলো।

দেখেছি ! তাহার মূল তো তুমি—তুমি এখানে কেন।

অন। আবার বোল্‌তে হবে। তুমি জানো আমার দুটী মন, আমি কখন পাগলের ন্যায় সাদামন হই, কখন পাষণ্ডের ন্যায় ক্রূরমতি হই,—আমার মতির স্থির নাই। আমি গোখুরা সাপ—যখন ইচ্ছা হয় তখনি দংশন করি, আরো জেনো বিনা আঘাতে দংশন করি না।"

আমি একটী একটী করিয়া অনঙ্গমোহিনীর কথা সমস্ত শুনিলাম, কথার ভাবে বোধ হইল সে অতি বুদ্ধিমতী, লেখা পড়াও জানে,

সে যেন মনের দুঃখে কষ্টের প্রতিশোধ লইতেছে, যাহা হউক এবারে সাহস হইলে—জিজ্ঞাসা করিলাম।

"সুরেন্দ্র তোমার কি কোরেছিল!!"

"সুরেন্দ্র আমার অমূল্য রত্ন হরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, যে জিনিষের বিনিময়ে তাহা হরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহাতে আমি ভুলিয়াছিলাম; যাহাই হউক তোমাকে আমি আন্তরিক ভালবাসি আর তোমাকে কাকার পরামর্শে যে কৌশলে জড়িত করিয়াছিলাম, তাহা হইতে এক্ষণে নিষ্কৃতি দিতেছি, এখন তুমি আমার ভ্রাতা! আমি তোমার ভগ্নি! ভাই! তোমাকে যে কষ্ট দিয়াছি সে কথা মনে কোরো না, সে সমস্ত ভুলিয়া যাও। আমি তাহার প্রায়শ্চিত্ত কোত্তে উদ্যতা হয়েছি; আর একটী নব রহস্য দেখাইয়া তোমাকে অব্যাহতি প্রদান করিব, এসো আমার সঙ্গে এসো। অনেক কথা মনে রইলো পরে উপযুক্ত সময়ে বোল্‌বো, এখন নয়। চলো, গাত্রোত্থান কর, আমার সঙ্গে এসো!! ছোট পিসিকে দংশন করিয়াছি তাঁহার যন্ত্রনা দেখবে এসো। মনের কথা মনেই রইলো, বিধাতা যে দিন এ পাপ সংসারকে নরকের আগুণে পুড়িয়ে মারবেন, সেই দিন, মন খুলে তোমাকে বাকী কথা বলিব! এসো, কাকা টের পাবেন বোলে সম্মুখের দরজা খুলি নাই। পশ্চিম ধারের জানালা ভাঙ্গা ছিল, তাহার মধ্য দিয়া আসিয়াছি, তোমাকেও তাহার মধ্য দিয়া প্রস্থান কোত্তে হবে।" অনঙ্গমোহিনী এই কথা বলিয়া নিস্তব্ধা হইল, আমি তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলাম, একে নিশি নিশীথ, তায় আবার ঘোর অন্ধকার, এক পা এক পা করিয়া সেই ভীষণ গৃহস্থ পশ্চিম দিকস্থিত ভাঙ্গা জানালার মধ্য দিয়া গৃহের বাহিরে আসিলাম, শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কি করি কোথায় যাই! অগত্যা অনঙ্গকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলাম। কিন্তু অনঙ্গ যে অনলে বিজলীপ্রায় তাহা ভুলিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম "কত দূর যেতে হবে!"

অন।অল্প দূর।

"কত দূর।"

অন। আমাদের বাটীর পশ্চাতের বাগানে।

"সেখানে কি দেখ্‌বো!"

অন। ছোট পিসির অবস্থা—কাকার—সর্ব্বনাশ! আমার চিরব্রতের প্রসূন।"

ছোট পিসির অবস্থা ও কাকার সর্ব্বনাশ শুনিয়া আমি চমকাইলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম "সে আবার কি?"

অন। আমি যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, তাহার পরিনাম ফল! আমি আমার পরম ব্রতের উদ্যোগ করিতেছি, ছোট পিসির সঙ্গে কাকার বড় গোলোযোগ হইয়াছে; তোমাকে যখন 'ভাই' বলিয়া ডাকিয়াছি, তখন মনের ভাব কখনই গোপন করিব না দুরাশাঃ—কাকার দুরাশা যদি শোন, তা হোলে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হবে, তিনি আমাকে তাঁহার প্রণয় সাগরে নিমগ্ন হোতে বলেন; সেই জন্যে আমায়—(ফল খাবার জন্যে লোকে গাছ পোঁতে), তাহার উপমা দেন। আমি সে অভিলাষ চরিতার্থ করবার জন্যে এতো দিন অবসর পাই নাই, আজ সেই অবসর উপস্থিত হইয়াছে; ছোট পিসি কাকাকে দরে মজাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কাকা ছোট পিসিকে ফরেসডাঙ্গায় পাঠাইবার কারণ প্রথমে নানা প্রকার শিষ্ট কথায় প্রলোভন দেখান, পিসিমা মনে কোরেছে কাকার সঙ্গে আমি পাপ কার্য্যে রতা হয়েছি; তাঁর মনের আশাপ্রসূন সুবসন্তে প্রস্ফুটিত হইবে না বলিয়া, সে ফরেসডাঙ্গায় যাইতে চায় না; কিন্তু তাঁকে না পাঠালে মুক্তারাম বাবুর শ্রাদ্ধ ভাল রকম হবে না; বিশেষতঃ কাদম্বিনীর মোকদ্দমায় বড় মন্দ অবস্থা হবে। ভৈরবদাস কাকার বড় প্রণয়ের চাকর, কাকা যা করেন সে সমস্তই ভৈরব জান্তে পারে; ভৈরব কাকার অনুমতি ক্রমে ছোট পিসিকে মুখে কাপড় বেঁধে নিয়ে যাবার কল্পনা কোরেচে। ছোট পিসি মহা বিপদে পতিত হোয়েচে; কাকা তাঁকে সহজে বাড়ীর বাহির কোর্‌বেন,—বোলে প্রলোভন দিয়ে বাগানের ধারে নিয়ে গেছেন। এস শীঘ্র এস, বিলম্বে সে দৃশ্য দর্শনে পরাঙ্মুখ হবো।

অনঙ্গমোহিনী অগ্রগামী হইল, আমি তাহার পশ্চাদ্গামী হইলাম,

পথে এক এক পা করিয়া এগুই, আর মনে করি—অনঙ্গমোহিনী কি? অনঙ্গ কি অনলে বিজলী!! আমার মনে হইল অনঙ্গকে কিছু জিজ্ঞাসা করি, অনঙ্গের কথায় সাহস হইয়াছিল, অনঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ভগ্নি! তোমার কাকা যে এতো দূর দুস্কার্য্য করিতেছেন, ইহা কি বাটীতে কেহই টের পায় না।

অনঙ্গমোহিনী আমার কথায় স্থির দণ্ডায়মান রহিল। আমি অনঙ্গমোহিনীর গম্ভীরা মূর্ত্তি দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলাম, মনে ভাবিলাম, আবার কি বিনা মেঘে বজ্রাঘাৎ হবে, জিজ্ঞাসা করা বড় ভাল কাজ হয় নাই।

অনঙ্গ দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে দেখিয়া চমকাইলে কেন?"

আমি প্রকৃত মনোভাব গোপন করিয়া বলিলাম, "সম্মুখে কি একটা দেখলেম, তাই ভয় হোলো।"

অন। "ছি! তুমি এত ভীতু!"

আমি অবনতবদনে ভূমি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, পুনরায় অনঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি জিজ্ঞাসা কচ্ছিলে?"

"তোমার কাকা এত দুষ্কার্য্য করেন, বাটীতে কেহ কিছু বলে না?"

"কাকার কায আমি জানি, তুমি জানো, আর কে জানে? যে জানে, সে কাকার কুহকজালে জড়িত হয়! কাকার বুদ্ধির অবধি নাই, যে আসে, সেই কাকার কুহকে পতিত হয়; কাকা আমার—নামেও অবতার,—কাযেও অবতার! আমার ঠাকুরমা সাধ কোরে কাকাকে 'অবতার' নাম দিয়েছিলেন! যাহোক সে অনেক কথা, সে কথা আর তোমার শুনে দরকার নাই, সময় হোলে সবই শুনতে পাবে, এখন এসো, ছোট পিসির অবস্থা দেখিগে!"

অনঙ্গমোহিনী অগ্রগামিনী হইল, আমি তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম। অনঙ্গমোহিনী কিয়দ্দূর যাইয়া থমকাইয়া দাঁড়াইল। আমরা যে পথে যাইতে ছিলাম, তাহার উভয় পার্শ্বে ঘর; অতিশয় অপ্রশস্ত, ঘোর অন্ধকার। অনঙ্গমোহিনী দাঁড়াইয়া একটী দরজার চাবি খুলিল, খুলিবামাত্রেই বাহিরের আকাশ দেখিতে পাইলাম, ফাঁকা জায়গা, গোটা

কতক গাছ দেখা গেল; আকাশের নক্ষত্র দেখা গেল, শিশিরের শব্দ শোনা গেল, সমস্তই আমার পক্ষে অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হইল। আমি আস্তে আস্তে অনঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভগ্নি! এ আবার কি? এতো—সবই আমার পক্ষে নূতন বোধ হোচ্চে?"

অন। আপাততঃ বটে;—দেখ—তুমি এইখানে দাঁড়াও, আমি দেখে আসি, কোথায় কি হোচ্চে?

আমি দাঁড়াইয়া শীতে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম, অনঙ্গ আমাকে তথায় দাঁড়াইতে বলিয়া চলিয়া গেল, আমি তাহার আশা-পথ চাহিয়া রহিলাম। এক মুহূর্ত্ত, দুই মুহূর্ত্ত অতীত হইতে লাগিল, অনঙ্গ মোহিনী ফিরিল না। আমি সেই স্থানের চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলাম, যত তীক্ষ্ণরূপে দেখিতে লাগিলাম, ততই যেন চেন চেন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, ক্রমে মনে পড়িল, অবতার বাবুর বৈঠক-খানা হইতে যে দিন প্রথমে সুরেন্দ্র—অনঙ্গমোহিনী মূর্ত্তি অবলোকন করি, সেই দিন এই স্থানের চিত্র আমার নয়নগোচর হইয়াছিল, এ সেই পূর্ব্বদৃষ্ট অবতার বাবুর অন্দরস্থ বাগান, যেস্থানে আমি দাঁড়াইয়া আছি, এই স্থানে ইতিপূর্ব্বে অনঙ্গসুরেন্দ্রের মিলন হইয়াছিল। উপরে চাহিয়া দেখিলাম, সেই জানালায় ইতিপূর্ব্বে বসিয়া অনঙ্গ—সুরেন্দ্র মূর্ত্তি দেখিতাম। মনে দুঃখ হইল, আবার মনকে বুঝাইয়া সে দুঃখ অপসৃত করিলাম। সুরেন্দ্র কোথায়, তাহার কপালে কি হইতেছে, তাতো বলিতে পারিনা;—হতভাগ্য সুরেন্দ্রের ভাগ্য-চন্দ্রমাকে অবতার-রাহু গ্রাস করিয়াছে। কত কি ভাবিতেছি, ভাবনাতে শরীরের রক্ত উষ্ণ হইল, শীত দূর হইল, চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম, জোনাকী পোকাগুলি হীরকের ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া প্রতি বৃক্ষে বসিতেছে। চতুর্দ্দিকে শুনিলাম, ঝিঁঝি পোকাগুলি ঝিঁ—ঝিঁ শব্দে রজনীর গভীর নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করিতেছে। এমন সময় কি একটা তাড়াতাড়ি আমার সম্মুখ দিয়া দৌড়াইয়া গেল; আমি প্রকৃতিস্থ হইয়া চাহিয়া দেখিলাম, শৃগাল! সে যেন কাহার তাড়া পাইয়া ভয়ে পলায়ন করিল। দাঁড়াইতে না পারিয়া তথায় বসিলাম। যে দিক হইতে শৃগালটী দৌড়াইয়া পলাইয়া আসিল, সেই দিকে নিরী-

ক্ষণ করিতে করিতে দেখিলাম, দুইটী মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে, দুই জনই পুরুষ; এক জনকে দেখিলাম, সে আর এক জনকে কি বুঝাইতেছে, ভাল করিয়া দেখিলাম, 'অবতার বাবু, আর ভৈরব খানসামা!'

অনঙ্গমোহিনীর কথা মনে পড়িল, সে বলিয়াছিল, "ভৈরব খানসামা অবতার বাবুর ডান হাত, অবতার বাবু যা বলে, তাহাই তাহার শিরোধার্য্য।—আজ আবার ছোট পিসির বেহাল হবে।

আগ্রহ সহকারে কথাবার্ত্তা শুনিতে চেষ্টা করিলাম, বিধাতা আমার সে সাধ মিটাইলেন, একটী একটী করিয়া সমস্ত শুনিলাম, অবতার বাবু বলিলেন, "কি ভৈরব! আমার কথা কেমন বল দেখি?"

ভৈর। আপনি যা বোল্‌বেন, তার কি আর অন্যথা হবে, মাগীকে চুলের মুটী ধোরে টাঁটেগড়ে এক রাত্রেই নিয়ে ফেল্‌বো; আপনার হুকুম পেলে আমি কি কাকেও রেয়াৎ করি, ইংরেজ টিংরেজ একগড়ে মাত্তে পারি।

অব। তবে পার্‌বি?

ভৈর। কেন পার্‌বো না; এক লহমায়—শেষ কোর্‌বো।

অব। প্রথমে কি বোল্‌বি।

ভৈর। প্রথমে ভালমানুষী।

অব। তাতেও যদি না হয়।

ভৈর। তবে মুখে কাপড় বেঁধে হাত পা ধোরে গঙ্গার তীরে—না—নিয়ে গিয়ে নৌকায় চড়িয়ে দিলে আর আমাকে কে পায়! পোড়া কপাল, পুলিষ আর টুলিষ, সব্বাইকে কলা দেখাতে পারি।

অব। তবে তুই পার্‌বি। আর কোন ভয় নাই।

ভৈর। ভয় আবার কিসের?

এই কথা বলিতে বলিতে তাহারা যেন কাকে দেখিয়া চুপ করিল, স্থির হইয়া দাঁড়াইল, আমারও আগ্রহ বৃদ্ধি হইল, আমি স্থিরভাবে ভাবি বিষয়ের কল্পনা স্বচক্ষে দেখিব ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম।

আশ্চর্য্য দৃশ্য! একটী বিংশতি বর্ষীয়া কামিনী উভয়ের সম্মুখে দাঁড়াইল, উভয়েই আশ্চর্য্য হইল।

কামিনীকে চেনো চেনো বোধ করিলাম, কিন্তু রাত্রে ততদূর দেখা গেল না। কামিনী অবতার বাবুর হাত ধরিল, অবতার বাবু নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, উভয়ে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, উভয়েই উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। উভয়ের চক্ষের পলক এক নিমেষ—দুই নিমেষ—চারি নিমেষ—পড়িল না, উভয়ে নিমেষশূন্য চাউনিতে পূর্ব্ব প্রণয়ের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। উভয়ের নিমেষ নষ্ট হইল, কামিনী জিজ্ঞাসা করিল,—

"অবতার!"

অব। কি?

কামি। এমন ভাব কেন?

অব। ভয়ানক বিপদ।

কামি। কিসের বিপদ!

অব। তোমার সহিত আমার গুপ্ত প্রণয় প্রকাশ হইয়া গিয়াছে।

কামি। আমি তো তাতে ভীতা নই।

অব। আমি ভীত।

কামি। এখন কি কোর্‌বে।

অব। ভৈরবের সঙ্গে তুমি ফরেসডাঙ্গায় যাও। আমি প্রতি সপ্তাহে সেইখানে যাবো।

কামি। আমি সেথা যাবো না।

অব। তবে টিটাগড়ে যাও

কামি। তাও যাবো না। আমি কি কেউ নই, কেন যাবো। দেখ অবতার! আমি তোমার মনের কথা বুঝিয়াছি, তুমি—আমি থাকিতে অনঙ্গমোহিনীর প্রেমে মগ্ন হোতে পারবে না বোলে আমাকে দেশান্তরী কোত্তে চাচ্চো? নির্ব্বোধ প্রেমিক! আমাকে কেন জ্বালাইয়াছিলে, আচ্ছা, আমি ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে অনঙ্গের সহিত আমোদ প্রমোদ কর, আমি আর তোমার মুখ দেখিব না, আমি দেশান্তরী হইব না!

কামিনী চুপ করিয়া অবতার বাবুর প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিঃক্ষেপ

করিতে লাগিল। অবতার বাবুর পাষাণ প্রাণ, তিনি ভৈরবকে ধরিতে আদেশ করিলেন। ভৈরব আদেশমতে কার্য্য করিল, কামিনী আশ্চর্য্য হইয়া কাঁপিতে লাগিল, ভৈরব উপযুক্ত সময় পাইয়া মুখ বাঁধিতে চেষ্টা করিল। কামিনী সজোরে তাহাকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পরাস্ত হইয়া ভৈরবের বশীভূত হইল।

ভয়ানক দৃশ্য! আমি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম, অবতার বাবু সরিয়া দাঁড়াইলেন; কামিনী ভৈরব কর্ত্তৃক ভীষণ ভাবে আক্রমিত হইয়া বস্ত্র দ্বারা আবদ্ধ হইল; সে নানা প্রকারে মনোভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। যেন ভীষণ ব্যাঘ্র আসিয়া হরিণীকে আক্রমণ করিল; ভয়ানক ব্যাপার! কামিনী ইঙ্গিত করিয়া অবতার বাবুকে দাঁড়াইতে বলিল, অবতার বাবু তাহা শুনিলেন না। অবতার বাবু সরিয়া দাঁড়াইলেন। কামিনী মিনতীভাবে জোড় হস্তে ইঙ্গিত দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করিল, অবতার বাবুর ক্রুর প্রাণ সে দৃশ্যেও চমকিত হইল না। আমি চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম, ভৈরব তাহাকে বাঁধিতে চেষ্টা করিল, কামিনী এক হস্তে স্বীয় স্তনদ্বয়ে বস্ত্র ঢাকিয়া অপর হস্তে ভৈরবকে সে কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করিল। আমার মন প্রাণ সমস্তই সেই দৃশ্যে সংলগ্ন হইল; চতুর্দ্দিকস্থ কোন বস্তুই আমার স্মৃতি পটে চিত্রিত ছিল না। কে যেন পশ্চাৎ হইতে বলিল "আমার পরম ব্রত বৃক্ষের বীজ রোপিত হইল।" আমি চমকাইয়া চাহিয়া দেখিলাম—'সুহাসিনী অনঙ্গমোহিনী' !!

অনঙ্গমোহিনী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "কি দেখচো—ঐ স্ত্রীলোক আমার ছোট পিসি; কাকার বড় ভগ্নি! এ দৃশ্যে কেবল যে ছোট পিসি মাটী হোলেন তা নয়, কাকার সর্ব্বনাশের এই সূত্রপাত হোলো। কামিনী অবতার বাবুর—ভগ্নি—শুনিয়া অবতার বাবুর ছায়ার উপরে আমার ঘৃণা জন্মিল। তৎপরে দেখিলাম ভৈরব জোর করিয়া ছোট পিসির মুখে কাপড় বাঁধিয়া টানিতে লাগিল।

ভৈরব ছোট পিসির উভয় হস্ত এক হস্তে ধরিয়া অপর হস্তে জোর করিয়া মুখের কাপড় আঁটিয়া ধরিল। ছোট পিসির অবস্থা দেখিয়া আমার কান্না আসিল, আমি কি করিব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

অনঙ্গ আমার এই ভাব দেখিয়া বলিল, "তিনকড়ি! তুমি কি এ দৃশ্য দেখে আশ্চর্য্য হোচ্চো—এতো সহজ ব্যাপার। আমার কাকা এমন শত শত কার্য্য অবহেলায় করেন।"

ছোট পিসি ভাব ভঙ্গীতে কত প্রকারে অবতার বাবুকে মিনতী প্রকাশ করিল, অবতার বাবু—তাহাতে মমতাযুক্ত না হইয়া বরং স্বয়ং নিকটে গেলেন, ছোট পিসির বস্ত্রের অঞ্চল লইয়া তাঁহার হাত বাঁধিতে চেষ্টা করিলেন। ছোট পিসি বিষম ব্যাপার দেখিয়া অস্ফুট স্বরে গোঁ—গোঁ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; আমার বোধ হইল, সে দম ফাটিয়া মরিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে। ইচ্ছা হইল, অবতার বাবুর পায়ে ধরিয়া এই বিপদ হইতে উহার পরিত্রাণ করাই, কিন্তু ভরসা হইল না, অবতার বাবুতো আর সে ধরণের লোক নাই; এখন তিনি অতি ভয়ঙ্কর লোক। হয়তো আমাকে আবার ঐ প্রকার অবস্থায় ফেলিতে পারেন। কি করি কোন উপায় না দেখিয়া, ভবিষ্যতে ছোট পিসির কপালে কি হইবে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ইতিপূর্ব্বে ভৈরব ও অবতার বাবু যখন কথা কহিতেছিল, তখন ছোট পিসিকে টিটেগড়ে লইয়া যাইবার কথা হইয়াছিল, বোধ হয় তথায়ই লইয়া যাইবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অবতার বাবুর কল্পনা।

অনঙ্গমোহিনী আমাকে সে দৃশ্য দেখিতে বিরত করিয়া যে দ্বার দিয়া তথায় গিয়াছিলাম, সেই দ্বারের মধ্যে আনিল। আনিয়া একটী স্থান দেখাইয়া বলিল, "তুমি কাকার কল্পনা শুন্‌বে তো বোসো, আমি কাকাকে কলে নাচাই!" এই কথা বলিয়া অনঙ্গ চলিয়া গেল, আমি নির্দ্দিষ্ট স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

করাল বদনা নিশিথিনী—কামোন্মত্তা মাতঙ্গিনী বেশে—প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে অশিব ঘটনা সমূহকে সমভিব্যাহারে লইয়া হিঃ হিঃ শব্দে বিকুট হাস্য করতঃ উলঙ্গ হইয়া নৃত্য করিতেছেন, কখন পাগলিনীর ন্যায়—কাহারো হৃদয়স্থ উচ্ছ্বাসকে নিরাশা দূতীর দ্বারা নৈরাশে লিপ্ত করিতেছেন, কখন হাসিতে হাসিতে সেই আশাকে সজীব করিতেছেন।

আমি প্রচণ্ডা রূপিনী নিশাদেবীর সেই ভীষণ মূর্ত্তিকে বড় ভয় করি! অন্য দিবস করিতাম কি না তাহা বলিতে পারি না; আজ কিন্তু হৃদয়ে বড় ভয়ের সঞ্চার হইল; চারি দিকে চাহিয়া দেখিলাম, ঊর্দ্ধে—মধ্যে—অধস্থলে সকল স্থানেই—দৃষ্টি নিক্ষেপ কোল্লেম, কোথাও স্থান পাইলাম না; বোধ হইল নিশি করাল বদন প্রকাশ করিয়া আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছেন। আমি নানা বিষয় ভাবিতেছি এমন সময়ে অনঙ্গমোহিনী আস্তে আস্তে তথায় আগমন করিল, ভাবে বোধ হইল কাহাকে সঙ্গে করিয়া আসিতেছে; এক নিমেষ অতীত হইতে না হইতেই অবতার বাবু তথায় আগমন করিলেন। অবতার বাবুকে দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম, মনে ভয় হইল; অবতার বাবুর অনভিমতে আমি গৃহের বাহিরে আসিয়াছি—বোধ হয় তাহা শুনিয়া আমাকে আর কোন কঠিন শাজা দিবেন। কি করি—নিঃশব্দে তথায় উপবেশন করিলাম।



ছাট পিসির অবস্থা।

ভয়ে কাঁপিতে ছিলাম বলিয়া, সে স্থানের
না করিয়া নিঃশব্দে তথায় উপবেশন করিয়া
মুখ হইয়া দাঁড়াইল, তাঁহার সম্মুখে অবতার বাবু
লেন।

আস্তে অবতার বাবুর উদ্দেশে বলিল,—
ই অনুরোধ।”

অব। কি অনুরোধ অনঙ্গ! তোমার অনুরোধ রক্ষা কোত্তে কবে আমি বিরত—অনঙ্গ?

অন। কাকা! আমার দুইটী অনুরোধ,—সেই দুইটীতেই আপনাকে সম্মতি প্রদান কোত্তে হবে, তা যদি না করেন, তাহা হইলে, কাকা! আমি আর আপনার সম্মুখে আসিব না। এমন কি বুকে ছুরি মেরে মোত্তেও ক্রুটী কোর্‌বো না।

অবতার বাবু অনঙ্গমোহিনীর কথায় ভুলিয়া গেলেন, হতচিত্ত হ'য়ে তবাগ অনঙ্গের দুটী হাত ধোল্লেন। দুটী হাত ধোরে বোল্লেন,—
তুমি আমার প্রতি জোর প্রকাশ কোর্‌বে,—আব্দার কোর্‌বে,—না হয়ে তুমি আমাকে সম্মান পূর্ব্বক কথা কোচ্চো? অনঙ্গ!—বল, কি তোমার মনাভিলাষ?"

ন, যে অবতার বাবু তাঁহার কথায় অনুমোদন করিতে কৃত মনোভাব গোপন করিয়া বলিল,—

"ক... আমাকে বিশ্বাস হয়?"

অব। সে কি অনঙ্গ?—তোমাকে অবিশ্বা দেখ অনঙ্গ! যদি আমার হৃদয় দুইখানি ক না হইত, আর জীবনী বায়ু না বহির্গত হোতো আমি অকপট চিত্তে দেখাইতে পারিতাম, যে চিত্র অঙ্কিত আছে কি না? অনঙ্গ! এখন হবে, তুমি আমার শিক্ষয়িত্রী, তোমার শিক্ষা লাভ করিতেছি, বল—মনোভাব প্রকাশ কর।

অনঙ্গমোহিনীর আন্তরিক অভিপ্রায় কি, সে ক্ষণেক একদৃষ্টে অবতার বাবুর প্রতি চাহিয় অনঙ্গমোহিনীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিতে অতিবাহিত হইলে, উভয়েই ভাবনা-সাগর হ অনঙ্গমোহিনী পুনরায় বলিল,—

"কাকা! আমায় বিশ্বাস হয়? আমি কি কাকা! 'সু—রে—ন্!' অনঙ্গমোহি

উচ্চারণ করিলেন, যেন তাহাতে মৌখিক ভাবের উদয় হইল; আন্তরিক ভাব তাহাতে কিছুমাত্র মিশ্রিত রহিল না।

আমি সকম্পন শরীরে এক ধারে উপবিষ্ট আছি, আমার কপালে যে কি আছে, তাহা তখন ঠিক করিতে পারিলাম না, বিনা দোষেও যে কেন এত কষ্ট পাইতেছি, তাহারও কিছু স্থির করিতে পারিলাম না।

অবতার বাবু 'সুরেন্দ্র' শব্দ শ্রবণে চমকাইয়া উঠিলেন, বোধ হয়, সে সময়ে তাঁহার হৃদয়ে স্নিগ্ধ শোণিতের আবেশ ছিল, তিনি সুরেন্দ্রের যে দুর্দ্দশা করিয়াছেন, তাহারই ভাবনা হৃদয়ে ভাবিলেন।

সুরেন্দ্রের কথা জিজ্ঞাসামাত্রেই অবতার বাবুকে চমকাইতে দেখিয়া অনঙ্গের কৌশল দৃঢ়ীভূত হইল, সে পুনরায় বলিল,—

"কাকা! আমার ভিক্ষা—সুরেন্! আমি সুরেন্দ্রকে ভালবাসি না, তথাপি আমার কেমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, সুরেন্দ্র মূর্ত্তি না দেখিলে, আমার চক্ষের শান্তি হয় না, কাকা! আমার—সু—রে—ন্——"

অবতার বাবুর মস্তক পরিকম্পিত হইল, তিনি প্রশ্নমতঃ ইতস্ততঃ ভাবিলেন, পরে বলিলেন,—'সে কি অনঙ্গ—সু—রে—ন!'.

অন। কাকা! আমার অনুরোধ—সুরেনকে আমাকে দেখাতে হবে, সুরেন্দ্র মূর্ত্তি আমি বড় ভাল বাসি, আমাকে যে ভাল বাসে, আমি তাহাকে বড় ভাল বাসি, কাকা! আপনি এ ভালবাসাকে মন্দ ভাবিবেন না, আমার মন্দ ভালবাসা—সুরেন্দ্রের উপর নাই; সুদ্ধ সুরেন্দ্র কেন, এ জগতে কাহার উপরে না; আমার অ——

অনঙ্গ কি বলিতেছিল, সেটি এস্থলে অপ্রকাশ্য ভাবিয়া জিব কাটিয়া সামলাইয়া রহিল, মনোভাবের পরিবর্ত্তন করিয়া বলিল,—

"আমি মেয়েমানুষ! কি বলিতে কি বলি,—যাই হোক, কাকা! সুরেন কোথায়?"

অব। আমার ছোট বৈঠকখানায়।

অন। সেখানে কি কোর্‌বে?

অব। কাল কাদম্বিনীর মোকদ্দমা অবধি তাহাকে এ দেশে রাখিব;

পরে ছলে তাহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিয়া তাহাকে দেশান্তরী করিয়া দিব; ফরেস্‌ডাঙ্গায় পলাইয়াই হোক বা বনের ভিতরেই হোক, জীবনের ভয়ে শঙ্কিত থাকিবে, আমি তাহার দশ হাজার টাকার খত আদায় করিয়া লইব। বিমলার খুন লইয়া হুলুস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে ঃ—বিমলার মাতা পিতা হরনাথ বাবুর উপরে সন্দেহ করিয়া বিমলার মৃত্যু বিশ্বাস করে নাই, বিমলাকে এবং সুরেন্দ্রকে লুকাইয়া সেজো কর্ত্তার বিষয়ের অংশ হরনাথ বাবু নিজে গ্রাস করিবেন বলিয়া এই কল খাটাইয়াছেন, ইহাই বিমলার পিতার মনোভাব। যাহা হউক বিমলার খুন যথার্থই হোক—কিন্তু সেজো কর্ত্তার বিষয় হরনাথ বাবু নিজেই লইবেন, তাহা আমার নিকটে প্রকাশ কোরেচেন, সেই জন্যেই এই কল কৌশল কোরে সুরেন্দ্রকে সংসার ত্যাগী করাইতে উদ্যত হইয়াছি ঃ—আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি না, একবার পাপ কোর্‌বো আর একবার পূণ্য কোর্‌বো উভয়ের সমান ভোগ; তাই বলি অনঙ্গ আমার কথা রাখ সুরেন্দ্রকে ভুলিয়া যাও!”

অন। কাকা! আমি বুঝি, আমার মন্‌তো বোঝে না! আমা হোতে তার কি না শাজা হোয়েচে; আমার কপট প্রণয়ে—ছি ছি তার কাছে কপট প্রণয় নয়!—কাকা আমিও যে, কপট প্রণয়ে তাহাকে ভুলাইয়াছিলাম তাহাও নয়; আমার মন বিদ্যুতের ন্যায় চকমক করিতেছে, যখন সুরেন্দ্র-মেঘের কোলে আমার মন হাসিতে খেলিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, আমি সেই ইচ্ছায় অনুবর্ত্তী হইয়া সুরেন্দ্র মূর্ত্তিকে হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি। আবার যেমন গভীর বজ্রশব্দে বিদ্যুৎঝলা বেগে প্রস্থান করে; সেই রূপ আমার পশ্চাতে অনন্ত ভীমমূর্ত্তি কালকে দেখে আমি সুরেন্দ্র মূর্ত্তি ভুলিয়া যাই। ক্রমে সে ভয় হৃদয় হইতে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিতেছি। কাকা! তবু—তবু”

অনঙ্গমোহিনী কি কথা বলিতে যাইতে ছিল আর পারিল না সামলাইয়া স্থির ভাবে নিজের কৌশল স্থির করিতে লাগিল —অবতার বাবু অনঙ্গের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া পরে বলিলেন!

" অনঙ্গ !

অনঙ্গ নিস্তব্ধ।

অব। অনঙ্গ ! !

পুনরায় অনঙ্গ নিস্তব্ধ।

অব। অনঙ্গ ! আমার উপরে রাগ কোল্লে ! অনঙ্গ আমার উপরে রাগ করিও না, দেখ তোমার উপদেশে আমি চলি, আমার উপদেশে তোমার চলা উচিত ; দেখ যে গাছ দুদিন বাদ শুকিয়ে যাবে সে গাছ সযত্নে রোপন কোল্লে ফল কি ? যে ফুল না ফুটিতে ফুটিতে নষ্ট হইয়া যায় সে ফুল সযতনে তুলিয়া লাভ কি ? দেখ অনঙ্গ ! সুরেন্দ্রের প্রণয় তোমার নিকটে পুকুরের তরঙ্গের ন্যায় ; যখন কেউ পুকুরে গিয়ে জলে হস্তক্ষেপ করে তখনি জল থর থর করিয়া কাঁপিয়া পুকুরের চারি ধারে জল তরঙ্গে বিস্ফারিত হয়, আবার ক্ষেপন থামিলেই জল পূর্ব্বমত স্থির ভাব অবলম্বন করে। অনঙ্গ ! তুমি আমার কাছে কপটতা প্রকাশ কর না ব'লেই আমি সকল কথা তোমার কাছে খুলে বলি। যদি দোষ না ভাবো, আর ক্রোধ না কর, তাহা হইলে জানিও যে হৃদয়ে প্রণয়ের তরঙ্গ সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় সর্ব্বদাই উঠিতেছে ডুবিতেছে সে প্রণয় স্থায়ী। অনঙ্গ ! সুরেন্দ্রের আশা ত্যাগ কর, কাল আর সুরেন্দ্রকে তুমি এ নগরে দেখ্‌তে পাবে না, কাল হোতে সুরেন্দ্র সুরেন্দ্র—নাম শূন্য হইয়া বন্য পশুর ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিবে। অনঙ্গ ! এ সকলি তোমার কৌশল ! আমার পরামর্শ শুনিয়া ছিলে তাই এত দৃঢ় কৌশল জালে জড়িত করিয়া সুরেন্দ্রকে জীবনমৃত্যু করিতে পারিলে—অনঙ্গ ক্ষুব্ধ হোলে কেন ? তুমি তো আমায় বোলে ছিলে যে সুরেন্দ্র তোমার মহারত্ন হরণ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে তাহার শোধ এক দিন না এক দিন লইবে, অনঙ্গ ! আজ তোমার সেই দিন উপস্থিত, তবে কেন বৃথা সুরেন্দ্রকে হৃদয়ে স্থান দাও ; সুরেন্দ্রকে ভুলিয়া যাও, আর সুরেন্দ্রে কি প্রয়োজন ! সুরেন্দ্র তোমার কৌশলে এখন পথের ভিখারী হোয়েচে, আবার সুরেন্দ্র ! সুরেন্দ্রে আর প্রয়োজন নাই, তবে সুরেন্দ্র জীবনে না মরে এই ইচ্ছা কোন না

কোন কৌশলে বর্ত্তমান রাখিতে হইবে। দেখ অনঙ্গ! তোমার কৌশলে আমি জড়িত হোলেম আর সুরেন্দ্র আমার কৌশলে জড়িত হোয়ে সংসার ত্যাগী হোলো। সুরেন্দ্রের সর্ব্বনাশের মূল তুমি আর শাখা প্রশাখা আমি, তবে কেন অনঙ্গ সুরেন্দ্রকে ভুলিতেছ না।”

অনঙ্গমোহিনী এক মনে অবতার বাবুর দীর্ঘ উপদেশ শ্রবণ করিল, কিছু উত্তর না করিয়া বলিল “কাকা! সুরেন্দ্র কত দিনের জন্য দেশান্তরী হোলো!”

অব। যাবজ্জীবনের মত।

অন। সে আর ফিরিতে পারিবে না।

অব। ফিরাইলেই ফিরিবে।

অন। কবে ফিরাইবেন।

অব। যে দিন ইচ্ছা হইবে।

অন। আচ্ছা সুরেন্দ্রের নিকট হইতে যে লেখা পড়া আপনি কোরে নিয়েচেন সে সমস্ত কই!

অব। এই যে আমার নিকটে।

অন। আমি সে গুলি দেখতে চাই।

অব। বাপ্‌রে তাও কি হোতে পারে।

অন। কাকা! তবে কি আমি অবিশ্বাসিনী! আমাকে আপনি অবিশ্বাসিনী মনে কোল্লেন, জানবেন, অনঙ্গ যে দিন অবিশ্বাসিনী হবে, সে দিন কি, সেই মূহূর্ত্তে আপনার সংসার অনন্ত নরকে ডুবিয়া যাইবে—ছি-ছি-আমি অবিশ্বাসিনী!!” যুবতী কপট রোষ প্রকাশ করিয়া কৌশল ব্যঞ্জক গম্ভীর ভাবে মুখ অবনত করিয়া রহিল। এ প্রকার মুর্ত্তি দেখিয়া আমার ভীত অন্তঃকরণ কাঁপিতে লাগিল, আমি এ মুর্ত্তি আর একবার দেখিয়াছিলাম, যখন অবতার বাবু আমাকে এই গৃহে আনয়ন করেন, তাহার পূর্ব্বে যখন অনঙ্গ আমাকে প্রতারিত করিতে গিয়াছিল, সেই সময়ে এই মুর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। এ অতি ভয়ানক মুর্ত্তি, অথচ ভীষণতর কিছুই নাই।

অনঙ্গ স্থিরভাবে দণ্ডায়মানা, বদনমণ্ডল আরক্তিমভাবে অবনত-

শির, চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত ও সজল, নাসাগ্র রক্তমণ্ডিত, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দন্তে লগ্ন, নিম্নদৃষ্টি। মস্তকে আবরণ নাই, বক্ষে একটী গরম জামা, একখানি কালাপেড়ে কাপড় পরিধৃতা, সে মূর্ত্তির ভাব আকাশের বিজলী প্রকাশ কোত্তে প্যারে, সে মূর্ত্তি তমস্বিনী প্রকৃতি দেবী প্রকাশ কোত্তে পারেন, আর সে ভাব সুচতুরা রমণীকুল প্রকাশ করিতে প্যারে।

অবতার বাবু অনঙ্গমোহিনীর সেই ভাবে কাঁপিয়া উঠিলেন, মনে কি ভাবিলেন, একবার একবার অনঙ্গের প্রতি চাহিতে লাগিলেন। প্রতি বারেই কম্পিত হইয়া মনোভাব প্রকাশ করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন, অনঙ্গমোহিনী উপযুক্ত সময় পাইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর গম্ভীরতা ধারণ করিলেন। অবতার বাবু একটু একটু অগ্রসর হইয়া কি বলিবেন মনে করিলেন, ক্রমে ক্রমে পূর্ণদৃষ্টিতে অনঙ্গমোহিনীর প্রতি চাহিলেন, চাহিবামাত্রেই অনঙ্গের সেই বীর্য্যবতীভাবে তাহার মনের ভাব গলিয়া গেল। তিনি পুনরায় অবনতমস্তকে ভাবিলেন, অনঙ্গের কৌশলে তাঁহার জীবন, আর অনঙ্গের কৌশলেই তাঁহার মৃত্যু,—হঠাৎ হৃদয়ে সাহস বেগ ধারণ করিয়া অনঙ্গের হাত ধরিলেন। অনঙ্গ চমকাইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন,—

"অনঙ্গ! আমার উপর রাগ করিয়াছ?"

অনঙ্গমোহিনী কৌশল ছাড়িল না, চুপ করিয়া রহিল।

অব। অনঙ্গ! আমার উপর রাগ করিরাছ?

অনঙ্গ একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রশ্বাসিত করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীরভাব ধারণ করিল, অবতার বাবু! সেই ভাবে ভীত হইয়া পুনরায় বলিলেন "অনঙ্গ! আমার উপরে রাগ করিও না, তোমার অভিলাষ যাহা হয় ব্যক্ত কর, আমি এখুনি সমস্ত সম্পুর্ণ করিব। অনঙ্গ! অনঙ্গ! কেন রাগ কর, রাগ কোরো না! তুমি হাসো, তোমার হাসি আমি ভাল বাসি, তোমার এ ভাব তো আমি ভাল বাসিনা। অনঙ্গ! যদিও আমার দোষ হইয়া থাকে, তাহার মাপ চাহিতেছি; আমাকে মাপ কর।

অনঙ্গমোহিনীর ন্যায় কৌশলে অবতার বাবু পটু নহেন, অবতার

বাবুকে ভীত দেখিয়া অনঙ্গ সময় পাইল, কপালে হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে ভূমে বসিয়া পড়িল, মৃদুভাবে কাঁদিতে লাগিল। অবতার বাবুর মস্তকে বজ্রাঘাত পতিত হইল, তিনি চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন, চতুর্দ্দিকই শূন্যময়; কি করেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া এবং ভবিষ্যতে কি বিপদ ঘটিবে ভাবিয়া অনন্যোপায় হইয়া অনঙ্গের পদ ধরিতে উদ্যত হইলেন। অনঙ্গ অধিক প্রকারে ক্রন্দন করিতে লাগিল। অবতার বাবু অনঙ্গের কৌশল না বুঝিতে পারিয়া তাঁহার পায়ে ধরিলেন। অনঙ্গ পা সরাইয়া লইল; অবতার বাবু অনন্যগতি হইয়া অনঙ্গের হস্ত ধরিয়া বক্ষের মধ্যে ধারণ করিলেন, অনঙ্গ। বুঝিলেন, যে তাঁহার কৌশল এইবারে সফল হইবে। অবতার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—

অনঙ্গ! তুমি আমার জীবনী বায়ু—তোমাকে আমি কি অবিশ্বাসিনী বলিব, যদি জিহ্বার অসাবধানতায় বাহির হইয়া থাকে তাহা ভুলিয়া যাও। অনঙ্গ! ক্রোধ—অভিমান সম্বরণ কর?— আমি তোমার পায় ধরিতেছি ক্রোধ সম্বরণ কর।"

অনঙ্গমোহিনী—মোহিনী বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল;—সে বলিল।

"আমার সহিত ছলনা।"

অব। অনঙ্গ! তুমি আমার সর্ব্বস্ব—তোমাকে ছাড়া আমি কি কাজ করিতে পারি।

অন। তবে সুরেন্দ্রের কাগজ পত্র দাও?

অব। তুমি কি করিবে।

অন। আমি আমার বাক্সেতে আবদ্ধ করিয়া রাখিব।

অব। তাহাতে তোমার কি লাভ!

অন। সে কথা প্রকাশ কোত্তে পারি না।

অব। এই হলেই যদি তুমি সন্তুষ্ট হও, তাহা হইলে এই লও।

এই কথা বলিয়া অবতার বাবু কাঁপিয়া সুরেন্দ্রের লেখা পড়া সমস্ত অনঙ্গের হস্তে দিলেন; অনঙ্গ অবতার বাবুকে কলে নাচাইয়া কাগজ পত্র হস্তগত করিয়া বলিল "কাকা! আর একটী অনুরোধ—ছোট—কাকীর

কাগজপত্র।” অবতার বাবু চিত্ত হারাইলেন, চমকাইয়া বলিলেন, অনঙ্গ! “তাতে তোমার কি?”

অন। আমার সকলে প্রয়োজন। আমায় যদি আপনার বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে সেগুলি দিতে আপনার কিছুই ভয় নাই; আর আমি যদি আপনার অমঙ্গলাভিলাষিণী হই, তাহা হইলে, এ সংসারে এমন কে আছে, যে আপনাকে রক্ষা করে। দেখুন, আমার কথায় প্রত্যয় হয় তো দিন, নচেৎ——”

‘নচেৎ——’ বলিয়া অনঙ্গমোহিনী মোহিনীবিদ্যার আদর্শ প্রকাশ করিল, সেই মোহিনী মায়ায় অবতার বাবু চিত্ত হারাইলেন, এবং ভবিষ্যতে জীবন, মন, সমস্তই দিতে হইবে, তাহাও ভাবিলেন;—অনঙ্গের কৌশলে তিনি পরাভূত হইলেন; পরাভূত হইয়া মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন, অনঙ্গকে হস্তগত করিতে না পারিলে আর তাঁহার কোন উপায় নাই, তিনি অনন্যোপায় হইয়া করুণভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “অনঙ্গ! আমার কথায় তোমার ক্রোধ হইয়াছে, তাহার শান্তি কর। তুমি তোমার ছোট কাকীর কাগজপত্র লইয়া কি করিবে?”

অন। আমি তাহা লইয়া খেলা করিব, আগুণে পুড়াইয়া ফেলিব। আর যদি আবশ্যকীয় হয়, তাহা হইলে অন্তঃকরণকে ছিন্ন করিয়া তাহার মধ্যে রক্ষণ করিব, সে জিজ্ঞাসায় আপনার কি প্রয়োজন!

অবতার বাবু হতজ্ঞান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “অনঙ্গ! তুমি তো জানো, তোমার ছোট কাকীর কাগজ পত্রে আমার জীবনের সমস্ত ভার নির্ভর কোচ্চে।

অন। তবে কি আমি আপনার অনিষ্ট কোর্‌বো, এই বিশ্বাস হোলো?

অবতার বাবু কি করেন, অনঙ্গের কৌশলে পরাভূত হইয়া বলিলেন, “অনঙ্গ! তুমি যে ইতিপূর্ব্বে বোল্লে, ‘প্রয়োজন হোলে অন্তঃকরণ ছিন্ন কোরে রাখতে পারি।’ তবে কি তাই কোত্তে পার্‌বে?

অন। কেন পার্‌বো না।

অবতার বাবুর বিষম বিপদে পতিত হইবার সূত্রপাত হইল, তিনি

ভাল মন্দ কিছু না বুঝিয়া অনঙ্গের কৌশলে পরাভূত হইয়া ছোট কাকীর লেখা পড়া সমস্ত অনঙ্গের হাতে দিলেন, সেই কাগজ পত্রের সহিত তাঁহার জীবনও অনঙ্গের হস্তে প্রদান করিলেন।

অনঙ্গ দুই কৌশলে অবতার বাবুকে পরাভূত করিয়া মনে ভাবিল আর একবার তাঁহাকে পরীক্ষা করি :—ক্ষণেক ভাবিল—ভাবিয়া বলিল। "কাকা আপনি আমাকে ভাল বাসেন; তার পরিচয় আমি পাইয়াছি; আর আমিও যে আপনাকে ভালবাসি সে কথা বোধ হয় আপনার অবিদিত নাই; তবে আর একটী অনুরোধ কোত্তে পারি।" অবতার বাবু চমকাইলেন, কৌশলে অনঙ্গ তাঁহাকে দুইবার পরাভূত করিয়াছে আবার কৌশল—এবার না জানি আবার কি করিবে, এই ভাবিয়া তিনি অবাক্ হইয়া রহিলেন।

অনঙ্গ অবতার বাবুর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ত্বরায় আমার নিকটে আগমন পূর্ব্বক আমায় ধরিয়া তাহার সম্মুখে আমাকে দণ্ডায়মান করাইয়া বলিল—"কাকা! শেষ অনুরোধ তিনকড়ির মুক্তি!! আমি ভগ্নি—তিনকড়ি আমার ভাই!! আর কিছুই নয়।" ইহা বলিয়া অনঙ্গমোহিনী হাসিতে হাসিতে আমার হস্ত ধরিয়া কাগজ পত্র হস্তগত করিয়া কৌশলে অবতার বাবুকে চিন্তিত রাখিয়া প্রস্থান করিতে লাগিল।

অবতার বাবু ভোজ বাজীর কুহক ভাবিয়া বিস্মিতান্তকরণে অবাক্ হইয়া বিগত বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে সময় পাইলেন না, ভৈরব খানসামা ছোট পিসিকে মুখ বাঁধিয়া তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিল। ছোট পিসি কাতর স্বরে কাঁদিতে লাগিল।

—— oo ——

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বনাশের বীজ।

দুঃখের রাত্রি অবসিত হয় না এই কথাই চির প্রসিদ্ধ, কিন্তু বিধাতা আমার প্রতি স্বানুকুল হইয়া সে নিয়ম প্রকৃতি দেবীকে পরিবর্ত্তন করিতে বলিয়া দিলেন, প্রকৃতি দেবী বিধাতার আজ্ঞা কি প্রকারে লঙ্ঘন করিবেন, শিরোধার্য্য করিয়া আমার দুঃখের নিশির অবসান করিলেন। রাত্রি প্রভাতা হইল; কাক, কোকিল, পাপিয়া, বৌকথা—কও—দিবাদেবের মঙ্গল গীত গাহিতে আরম্ভ করিল। দারুণ শীত; শীতে কাহার সাধ্য গায়ের কাপড় খুলে বাহিরে [illegible] হয়; আমি দুর্গা নাম মুখে করিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম; মনের ভাব মনেই রহিল; কাহার কাছে প্রকাশ করিব, কাহারও কাছে প্রকাশ করিবার উপায় নাই, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম বটে কিন্তু ভূমিতে পদার্পণ করিলাম না; ভাবনায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম,—বিগতা নিশা,—বিগতা নিশা নয়—রাক্ষসী নিশা—রাক্ষসীর মায়া বুঝা ভার, অবতার বাবু মানবমূর্ত্তিতে রক্ষসী নিশার সঙ্গী হইয়া এ সংসারে বর্ত্তমান আছেন। অবতার বাবুর দুই মূর্ত্তি, অবতার বাবু এক দেহে দুই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বর্ত্তমান জগতে বর্ত্তমান, তাঁহার এক মূর্ত্তি অলৌকিক ভদ্রতাময়, সুন্দর, মনোমোহনকারী—আর এক মূর্ত্তি অনন্ত কুটীলতাময়—বিশ্বসংহারী রাক্ষস। আহা! সুরেন্দ্রের অবস্থার কথা মনে পড়িলে বক্ষ বিদীর্ণ হয়—অমলমতি সুরেন্দ্র অবতার বাবুর কুহকে পড়িয়া সংসার ত্যাগী হইলেন, কি ভয়ানক মন্ত্রণা—কি ভয়ানক কল্পনা!! লোকে প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া কত শুভ কর্ম্ম ভাবে; আমি কেবল মাত্র অসার চিন্তায় নিমগ্ন রহিলাম। দেখিতে দেখিতে সূর্য্য দেব উত্তরায়ণে আরোহন করিলেন, তাঁহার—সপ্ত হরিদাশ্ব উপযুক্ত সারথি পাইয়া ধীরে ধীরে ধ্রুবলোক

কাঁপাইতে কাঁপাইতে চলিল "যখন তিনি উত্তরায়নে দেখ দেন তখন তাঁহার অনন্ত সৌম্য মূর্ত্তি বিরাজমান ছিল; তিনি মনে ভাবিয়াছিলেন, পৃথিবীতে যাইয়া সরসী নীরে সরোজিনীর দেখা পাইবেন। পৃথিবী কুয়াসায় ঢাকা ছিল তাঁহাকে সরোজিনী মূর্ত্তি দেখিতে দিল না; তিনি তিন মাহা উত্তরায়নে আরোহন করিয়া কমলিনীকে দেখিতে না পাওয়াতে তাঁহার বিরহ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি লজ্জার ভয় না করিয়া কুয়াশাকে কমলিনীর আবরণ উন্মোচন করিতে বলিলেন। কুয়াশা অতি চতুর—সে প্রথমে দিনমণির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু তাঁহার সহিত যুদ্ধে কোন ফল নাই দেখিয়া হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে আবরণ খুলিয়া দিল, তপনের চক্ষে সহস্র সহস্র সুনীল জলপূর্ণ সরোবর পতিত হইল, কিন্তু সরোজিনীর সহিত তাহাতে সাক্ষাত হইল না, তিনি বিশেষ রূপে দেখিতে দেখিতে এক এক পা করিয়া সপ্তাশ্বকে অগ্রসর হইতে বলিলেন; সপ্তাশ্ব অগ্রসর হইল—তাহার চক্ষে প্রতি সরোবরে কোথাও চক্রবাকীর ক্রীড়া কোথাও সারস সারসীর ক্রীড়া, কোথাও রাজহংস রাজহংসীর ক্রীড়া, কোথাও কুমুদিনীর অট্টহাস্য!! পতিত হইল। তাঁহার বিরহ শেল হৃদয়ে সহস্র সহস্র বানে বিদ্ধ হইল; তিনি জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া আরক্তিম নয়নে বিমর্ষ ভাবে স্নিগ্ধরশ্মি হইয়া ক্রমশই অগ্রসর হইলেন।

বেলা দেখিতে দেখিতে ৮ টা বাজিল—আমার চমক হইল; আমি সারা রাত্রি ভাবনায় জাগিয়াছিলাম; আলস্যে শরীর জড় শড় হইয়াছিল; মনে মনে লজ্জার আবেশ হইয়াছিল। অবতার বাবুর কাছে কি প্রকারে সাক্ষাৎ করিব। সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে পূর্ব্বদিকের জানালার কছে গিয়া দাঁড়াইলাম; নিম্নদৃষ্টে কত কি ভাবিলাম—ভাবিতে, ভাবিতে সুরেন্দ্রের কথা মনে পড়িল, আজ কাদম্বিনীর মোকদ্দমার কথাও শুনিয়াছিলাম, আজ সন্ধ্যার পর সুরেন্দ্রকে দেশান্তরী করা হবে তাহাও শুনিয়াছিলাম। কাদম্বিনীর মোকদ্দমায় সুরেন্দ্র মারা পড়িবে, কি ভয়ানক কথা; সুরেন্দ্র ধনে প্রাণে মারা গেল। অনঙ্গমোহিনীর কথা মনে পড়িল, অনঙ্গমোহিনীর কৌশলের কথা মনে পড়িল, অনঙ্গের সাহসীকতার কথা মনে পড়িল; অবতার বাবুর কথা মনে পড়িল, হৃদয় কম্পিত হইল; অবতার বাবুর কথা ভুলিয়া গেলেম, ছোট

পিসির কথা মনে পড়িল, ছোট পিসি জন্মের মত দেশান্তরী হয়েছেন। অবতারের কি ভয়ানক কৌশল।

ঐ সকল ব্যাপারের একে একে আগাগোড়া ভাবিতে ভাবিতে আমার স্মৃতি তন্ময় হইয়া গিয়াছিল, আর কোন বিষয় মনোমধ্যে স্থান পাইল না; নিম্নদৃষ্টিতে স্থির ভাবে নিস্পন্দ হইয়াছিলাম। এমন সময়ে কে আমার পৃষ্ঠে হস্তক্ষেপ করিল, সভীতান্তঃকরণ ব্যক্তি সামান্য ভয়েও কম্পিত হয়; আমি সিংহ শীকার চ্যুত হরিণের ন্যায় সভীত ছিলাম, যেমন আমার পৃষ্ঠে হস্তসংলগ্ন হইল, আমি অমনি সকম্পনে পশ্চাৎভাগে চাহিয়া দেখিলাম;—অনন্ত ভীমতম কালের করাল মূর্ত্তিময় দ্বিতীয় প্রতিমা স্বরূপ—অবতার বাবু!!

আমি কাঁপিতে কাঁপিতে তথায় বসিয়া পড়িলমাম, তথন তাঁহার হস্তে মরিব কি বাঁচিব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

আমার এই অবস্থা দেখিয়া তিনি প্রথমে একটু হাসিলেন, আমি তাঁহার হাস্যকে আকাশের বিদ্যুতের ন্যায় মনে করিলাম। বিদ্যুতের পরে বজ্রধ্বনি হয়, আমার কপালেও পাছে অবতার বাবুর হাসির পর ভীম নিনাদ উত্থাপিত হয়, তাহাতেই সতর্ক রহিলাম। ভয়ে আমার পূর্ব্ব প্রকৃতি নষ্ট হইল, তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, তাঁহার প্রতি লোমকূপ আমার চক্ষে চিত্রিত হইল, তাঁহার শরীর আমার যমস্বরূপ বোধ হইল। অবতার বাবু ক্ষণেক দাঁড়াইয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রশ্বাসিত করিলেন, আমি তাহাতেও চমকিত হইলাম, মনে করিলাম, এও কি ভয়ানক ব্যাপার! আমি স্থিরপ্রকৃতি হইয়া একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম, এক মুহূর্ত্ত, দুই মুহূর্ত্ত, অতীত হইল—আমি তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম, তিনিও আমার প্রতি স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন; ক্ষণপরে উভয়ের নিমেষ ভঙ্গ হইল। অবতার বাবু বলিলেন,—'তিনকড়ি!'

অবতার বাবু যেই তিনকড়ি শব্দ উচ্চারণ করিলেন, অমনি আমার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে পদের কনিষ্ঠাঙ্গুলি অবধি থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, অবতার বাবুর জিহ্বা যেমন তিনকড়ি শব্দ উচ্চারণে বিরত হইল, আমার

হৃদয়ের কম্পনও সেই সঙ্গে স্তিমিত হইয়া আসিল; সে স্তিমিত কম্পনের উপমার্থে একমাত্র দৃশ্য এ জগতে কখন কখন উদিত হয়, যখন মেদিনী দেবী পাপভারে অধীরা হইয়া জ্বালায় কাঁপিয়া উঠেন, সেই সময়ে পূর্ণসলিল—সরসী সলিলের যে অবস্থা আমারও ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত হইল, আমার হৃদয়ের রক্ত একবার রক্তাধারে আসিয়া জমিতে লাগিল, আর একবার বেগে ধমনীতে,—ধমনী হইতে কৈশিকা নাড়িতে প্রতিঘাত হইতে লাগিল।

অবতার বাবু পুনরায় বলিলেন:—

"তিনকড়ি! তুমি কি ভয় পেয়েচো।"

আমি পুনরায় কম্পিত হইলাম, কিন্তু অবতার বাবুর স্বরটী তত রূঢ় বোধ হইল না বলিয়া কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু জিহ্বা লালাহীন হইয়াছিল বলিয়া পারিলাম না। মুখ ব্যাদান করিয়া পরে সামলাইয়া গেলেম, অবতার বাবু মনের ভাব বুঝিলেন, তিনি বলিলেন "তিনু কি বল্‌ছিলে বল।"

আমি সকম্পনে বলিলাম:—

"আমি কোথায় যা—যা—বো।"

আমার মনে স্থির হইয়াছিল যে, কাল বিনা অনুমতিতে অনঙ্গের কথায় পালাইয়া ছিলাম, তাই বুঝি আমাকে মারিতে বা তিরস্কার করিতে আসিয়াছেন; আমার মনে হইল, অপমান হওয়াপেক্ষা পুনর্ব্বার সেই ঘরে যাওয়া ভাল। তিনি কি মনে করিয়া আসিয়াছিলেন তিনিই জানেন—তাঁহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন:—

"তিনু তুমি কি বোল্‌চো!"

আমি পুনর্ব্বার বলিলাম, কিন্তু সভীতে কাঁপিতে লাগিলাম।

'আমি কি পুনরায় সে ঘরে যাবো।'

অব। কোথা!!

"আমার দোষ নাই অনঙ্গ আ—মা—কে:—"

অব। 'তুমি কি বোল্‌চো।'

"আমার কোন দোষ নাই।"

অব। তুমি কি পাগল হইয়াছ?

"আমায় মাপ কোরবেন আমার দোষ নাই।"

অব। "তুমি স্থির হও অত ভীত হও কেন?"

আমি অবতার বাবুর পূর্ব্বমত ভাবের বৈলক্ষণ্য দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইলাম; তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন:—

"তিনু! তোমার ভয়কি, তুমি যে বৃক্ষের ছায়া আশ্রয় করিয়াছ, তাহা কার সাধ্য অপনীত করে; সেই বৃক্ষতে অবতারের জীবন, সেই বৃক্ষতে অবতারের পঞ্চভূতময় দেহ; যে দিন সেই বৃক্ষ অবহেলায় ছেদন করিব সেই দিনই অবতার নাম এ সংসার থেকে বিলুপ্ত হবে। তোমার ভয় কি? এসো বিছানায় এসো, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে আর আমার সময় নাই। তুমি না কোল্লে সে বিপদ হোতে কার সাধ্য আমাকে রক্ষা কোর্‌বে। এসো আর তোমার ভয় নাই আমাকে বিশ্বাস কর।" এই বলিয়া অবতার বাবু আমার হস্ত ধরিলেন, আমি সভীত চিত্তে কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার সহিত গাত্রোত্থান করিলাম, তিনি আমার শয্যাতে অগ্রে বসিলেন আমিও অবাকৃচিত্তে তাঁহার পার্শ্বে সভীতে উপবেশন করিলাম। তিনি ক্ষণেক আমার প্রতি কটাক্ষ করিলেন; সেই কটাক্ষে আমার সাহস কমিয়া যাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নানাবিধ কথা দ্বারা আমাকে প্রলুব্ধ করিয়া প্রথমে পূর্ব্বের ন্যায় নির্ভয় করিলেন; পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তিনকড়ি! অনঙ্গ তোমায় ভালবাসে।"

"আজ্ঞে! অনঙ্গ আমাকে 'ভাই' বলিয়াছে, আমি তাঁহাকে 'ভগ্নী' বলিয়াছি।"

আমার কথা শুনিয়া অবতার বাবু কিঞ্চিৎ বিমনা হইলেন, পরে বলিলেন, "আজ বড় ভয়ানক ব্যাপার, কাদম্বিনীর মোকদ্দমা, সে মোকদ্দমার যা কিছু প্রমাণ সমস্তই অনঙ্গের হাতে, যা কিছু বিঘ্ন সমস্তই আমার হাতে, বিঘ্নের মধ্যে পরম কণ্টকস্বরূপ বড় দিদিকে দেশান্তরী করিয়াছি, সুরেন্দ্র—" 'সুরেন্দ্র' বলিতে বলিতে সে কথা চাপিয়া বলিলেন,

"কেমন মনের ঠিক নাই, কি বলিতে কি বলিয়াছিলাম, যাই হোক্, তুমি যদি আমার কথা রাখ, তা হোলে বলি।'"

আমি তাঁহার মৌখিক ভদ্রতায় ভুলিয়া বলিলাম, 'সে কি মহাশয়! আমি আপনার কথা রাখবো না,—রাখবো।' এই কথা বলিয়াছি, এবং অবতার বাবু আমার কথার প্রত্যুত্তর দিবেন মনে করিয়াছেন, এমন সময়ে একটী সৌদামিনী বিগল্ভিতা, আলুলায়িতাকেশা, একখানি সাদা ধূতী পরিধৃতা—চতুর্বিংশতি বা পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া কামিনী সেইস্থলে সত্বরে স্থির গম্ভীরভাবে প্রবেশ করিলেন।

আমরা উভয়ে সেই সৌদামিনী মূর্ত্তির প্রভায় দৃষ্টিহীন হইয়া অবাক্‌চিত্ত হইলাম; তাঁহাকে পরিচিতা পরিচিতা বলিয়া বোধ হইল; কোথায় দেখিয়াছি দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু স্থির করিতে পারিলাম না; অনেক ভাবিলাম, একবার তাঁহার মুখের প্রতি চাহিলাম, আর একবার তাঁহার আপদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলাম; কিছুতেই চিনিতে পারিলাম না, মূর্ত্তিটী মনে আসে আসে আসে না। আমি ভয়ানক বিস্ময়ে পতিত হইলাম; কামিনীর ভয়ানক মূর্ত্তি:—আলুলায়িতা কেশদাম, বর্ণটী আষাঢ়ে গোলাপের ন্যায় সুন্দর; চক্ষের ভ্রূযুগল ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ; তন্মধ্যস্থ তারাযুগল প্রভাতের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ভাসমান; আকার খর্ব্ব, কণ্ঠে কম্বুরেখা চিত্রিত; উন্নত বক্ষ। আমি কামিনীর সমস্ত অঙ্গই দেখিলাম, কিন্তু তথাপি চিনিতে পারিলাম না। এক মুহূর্ত্ত দুই মুহূর্ত্ত অতীত হইল; অবতার বাবু তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তিনিও অবতার বাবুর প্রতি চাহিয়া রহিলেন; আশ্চর্য্য দৃশ্য, আমি মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে তাঁহাকে চিনিতে চেষ্টা করিলাম।

কামিনী অস্থির হইয়া অবতার বাবুকে স্থির দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—ঠাকুর পো! ঠা———!!

আমি চমকাইয়া উঠিলাম, মনে পূর্ব্ব স্মৃতির উদয় হইল; ইতিপূর্ব্বে যে দিন আমি পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে সুরেন্দ্র অনঙ্গ মূর্ত্তি নিশাযোগে দেখিয়াছিলাম, সেই দিন রাত্রে এই প্রকার স্বরে একটী স্ত্রীলোক অবতার বাবু বোধে আমার সঙ্গে কথা কহিতে আসিয়াছিলেন এবং

আমার প্রত্যুত্তরে অপর লোক জানিয়া নব জলধরের ক্রোড়স্থ সৌদামিনীর ন্যায় সৌদামিনী বেগে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে আমি গলার আওয়াজ শুনিয়াছিলাম, শরীরের আবছায়া দেখিয়াছিলাম কিন্তু সম্যক প্রকারে চিনিতে পারি নাই; আজ কামিনীকে সহসা দেখিয়া প্রথমতঃ চিনিতে পারি নাই—পরে চিনিলাম।

অবতার বাবু কামিনীর, প্রথম সম্বোধনে বিমর্ষ ভাবে বসিয়া রহিলেন, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস প্রশ্বাসিত করিলেন।

কামিনী স্থির ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় বলিলেন।

"ঠাকুর পো! আমি কি কেউ নই? আমার কথায় উত্তর দিচ্চো না যে।" অবতার বাবু প্রকৃত মনোভাব গোপন করিয়া সসাহসে বলিলেন "মেজো বৌ! তোমার আসা বৃথা; কাহ্ন কি আমার কেউ নয়। তোমাকে কেন অনুরোধ কোত্তে হবে; আমি মহাদেব দাদার সঙ্গে পরামর্শ কোরে যা হয় একটা কচ্চি, কাদম্বিনীর মোকদ্দমায় যদি বিশেষ প্রমাণ না যোগাড় কোত্তে পারি তা হোলে মোকদ্দমা স্থগিত রাখবো; মহাদেব দাদাকে ডাকৃতে লোক পাঠিয়েছি; তিনি আসুন পরে একটা যা হয় স্থির কোরে ঠিক দশটার সময়ে আমি পুলিষে হাজির হবো; ভাল কৌন্সলী দোবো, ভাল উকীল দোবো, মাজিষ্ট্রেটের চোকে ধূলো দিয়ে মোকদ্দমা জিতে আস্‌বো। আমার মমতাতো আর তোমার কাছে অবিদিত নাই। তুমি বাড়ির ভিতর যাও; তোমার আর সে সব বিষয়ের কিছু স্থির কোত্তে হবে না।"

কামিনী অবতার বাবুর এক একটী কথা স্তব্ধ কর্ণে শ্রবণ করিলেন; তিনি যে ভাবে শ্রবণ করিলেন তাহাতে বোধ হইল অবতার বাবুর কোন কথাই তাহার মনের সহিত মিলিল না। অবতার বাবুর কথায় তিনি বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিলেন, যে সময়ে তিনি বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিলেন সেই সময়ে তাঁহার শরীর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; কপাল কুঞ্চিত হইল; বদনের প্রভা রক্তান্বিত হইল; ভাবে বোধ হইল কামিনী মনোদুঃখে কাঁদিতেছে, আমি তাহার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলাম; অবতার বাবু নিস্তব্ধে বসিয়া রহিলেন, ক্ষণপরে কামিনীর উপরে তাঁহার দৃষ্টি

পতিত হইল, তিনি দেখিলেন কামিনী কাঁদিতেছে :—তাঁহার কান্নায় অবতার বাবু মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন :—বৌ! তুমি কাঁদচো।”

কামিনী অবতার বাবুর স্বরে আরো অভিমানিনী হইলেন; প্রকাশ্য ভাবে বায়ু ভরে কাঁদিতে লাগিলেন, অবতার বাবু লৌকিক্ অনুরোধে ত্বরায় আমার শয্যা হইতে উঠিয়া কামিনীর হাত ধরিলেন; কামিনী স্ত্রীলোকের স্বভাবোচিত ভাবে অভিমানিনী হইয়া পুনরায় ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। অবতার বাবু হাত ধরিয়া সলজ্জ ভাবে বলিলেন :—

বৌ! ছি! অপর লোকের সম্মুখে আমাকে এ ভাবে অপ্রস্তুত করা তোমার মতন জ্ঞানী স্ত্রীলোকের উচিত নয়। চুপ কর কেন কাঁদচো? আমিতো তোমাকে কিছুই বলি নাই—ছি! ছি! চুপ কর।”

অবতার বাবু সাধ্যমত বুঝাইলেন কিন্তু কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না, কামিনী—অবতার বাবুর প্রতিপ্রবোধে ক্রন্দন বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, অবতার বাবু অনন্যোপায় হইয়া অতিশয় কাতর স্বরে বিনতি করিতে লাগিলেন, তাঁহার সহস্র সহস্র অনুনয় কামিনীর চক্ষের জলের সহিত ভাসিয়া যাইল; আমি অবাক্ চিত্ত হইলাম; অবতার বাবুর কাতরতা কামিনীর ক্রন্দনে মিশ্রিত হইয়া আমার পক্ষে বড় ভীষণ হইয়া উঠিল; আমি নিমেষশূন্য দৃষ্টিতে:—সেই দৃশ্যের প্রতি চাহিয়া রহিলাম অবতার বাবু কাতরতার সহিত প্রথমে হস্ত ধরিয়া অনুনয় করিলেন, পরে বক্ষে হস্ত চাপড়াইয়া প্রবোধ দিতে লাগিলেন, তাহাতেও তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিয়া;—চিবুকে হাত দিয়া বুঝাইতে লাগিলেন; কামিনীর মনস্কামনা পূর্ণ হইল,—তিনি অবতার বাবুকে অতিশয় কাতর দেখিয়া ক্রন্দন মিশ্রিত স্বরে বলিলেন “ঠাকুর পো—আ—আমার আর তুমি কি রেখেচো, আমার ধন, মান সমস্তই তোমাকে দিয়েচি দুটী মেয়ে নিয়ে এ সংসারে বেঁচে আছি—পরমেশ্বর তাদের কপালেও এই দুঃখ দিলেন—আর আমার বাঁচ্‌তে ইচ্ছা নাই, ঠাকুর পো! আমাকে রক্ষা কর, আমাকে কাদম্বিনীর জীবন ভিক্ষা দাও, আমি কাদুর হাত ধে'রে দোরে দোরে ভিক্ষা কোরবো, তাতেও আমার সুখ আছে—হাহা! কাদুর :—” কামিনীর শোকাশ্রুতে হৃদয় কন্দর

ভরিয়া গেল, তিনি আর শোক সহ্য করিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার কাঁদিয়া ফেলিলেন :—

অবতার বাবু পুনরায় মহা বিপদে পতিত হইলেন, পুনরায় পূর্ব্ব-মত প্রবোধ প্রদান করিতে করিতে বলিলেন, "বৌ! তোমার ভাবনা কি? আমি থাক্‌তে কার সাধ্য কাদম্বিনীর এক গাছি কেশও ছিন্ন কোত্তে পারে? তুমি চুপ কর, আজ মোকদ্দমা স্থগিত রেখে, অন্য দিনে ভাল উকীল কৌন্সলী দিয়ে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করাইব।"

এই কথা শুনিয়া বাঘিনী প্রবোধ পাইয়া বলিলেন,—"দেখ ঠাকুর-পো! তোমার সঙ্গে যা হবার তা হোয়েচে, তুমি আমার যা কর্‌বার তা কোরেচো, এখন বাকী কি? বাকী আমার সর্ব্বনাশ!—তা যাই হোক, আমি যদি তোমার সেবা কোরে থাকি, তা হোলে তুমি আমার অপকার কেন কোর্‌বে? ঠাকুর-পো! আমি কারো মুখে শুন্‌লেম, যে তুমি নাকি কাদম্বিনীর মোকদ্দমার সুবিধা করণার্থে যে সমস্ত কাগজ পত্রের জোগাড় কোরেছিলে, তা না কি নষ্ট কোরেচো?

অবতার বাবু সেই কথা শুনে চমকিত হইলেন, তাঁহার মস্তকে যেন কোন নৈসর্গিক ব্যাপার পতিত হইল, তিনি এক পা সরিয়া বিস্মিতান্তঃকরণে কামিনীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

কামিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নিস্তব্ধ হোলে যে, আমায় বল,—আমার জীবন তোমার হস্তেই নির্ভর কোচ্চে, তবে আমাকে লুকাইয়া তোমার ফল কি? আমি সারদা-মোহিনী—আমি ছেলেবেলায় বড় চতুরা ছিলেম, তাই আমার মা আমায় সাদ করে কখন কখন চতুরা চতুরা বোলে ডাক্‌তেন; আমার বাবা সাদ কোরে আমার সারদা-মোহিনী নাম রেখেছিলেন! আমি ছেলেবেলায় যেমন আদরে কাটি-য়েছি, তেম্‌নি বড় হোয়ে কষ্ট পাচ্চি। ঠাকুর-পো! আমার বুদ্ধি আছে, আমি সমস্ত বুঝ্‌তে পারি,—আমার সহিত কেন চাতুরী কোচ্চো? আমি জানি, পুরুষের মন এক স্থানে থাক্‌বার নয়; দু বচ্ছর নয়, চার বছর নয়, দুদিন দশ দিনের কথা, মনে কর দেখি সে রাত্রে কি কোরেছিলে, আমার মাথা খাবার পন্থা কোরে কি কাণ্ডই না কোরেছিলে,

যে সব কথা থাক, আমার সব খেয়ে কেন বুকের রক্ত খেতে চেষ্টা কোচ্চো, তুমি জেনো, আমি যদি তোমার দ্বারায় কষ্ট পাইয়া এক বিন্দু অশ্রু নিপাতিত করি, তাহা হইলে তোমার সেই দিন সর্ব্বনাশ-বীজ অঙ্কুরিত হইবে। আমি যে দিন তোমার দ্বারায় কষ্ট পাইয়া জীবনে আঘাতিত হইব, সেই দিন জানিবে, তোমার সর্ব্বনাশের অঙ্কুর——আর আমি যে দিন তোমা কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া এ সংসার ত্যাগ করিব, সেই দিন সর্ব্বনাশের অঙ্কুর—বৃক্ষে পরিণত হইবে। তোমার এ সংসার শ্মশানের ন্যায় হইবে, তুমি অনন্ত দুঃখ-সাগরে নিপতিত হইয়া কোথাও জীবনের কুল পাইবে না। সাবধান ঠাকুর-পো! সাবধান, আমি গোখুরা সাপ, সহজে কাহাকেও দংশন করি না।" এই কথা বলিতে বলিতে বিদ্যুৎবেগে প্রস্থান করিলেন, যখন তিনি গমন করিলেন, তখন আমি অবাক্ হইয়া তাঁহার কল্পনার প্রতি মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলাম, প্রস্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখি নাই। যখন দেখিলাম, কামিনী মূর্ত্তি আর তথায় নাই, তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, তখন বোধ হইল, সেই স্থানে ক্ষণপূর্ব্বে সিংহ, শার্দ্দূল, বরাহ, হস্তী সমাকুল বৃক্ষ লতাগুল্মাদি পরিবেষ্টিত অরণ্য ছিল, এইমাত্র দাবানলে ভস্ম হইয়া চিহ্ন-শূন্য হইল। তখন বোধ হইল, সেই স্থানে অনন্ত পাপময় সংসারকে গ্রাস করিবার কারণ সহস্র ইন্দ্রের বজ্র সৌদামিনীকে সমভিব্যাহারে করিয়া পতিত হইতেছিল, প্রকৃতির প্রসন্নময়ী মূর্ত্তিতে সে সমস্ত বিলুপ্ত হইল। আশ্চর্য্য ঘটনা! আশ্চর্য্য দৃশ্য!!

আমি অবাক্‌চিত্তে যে পথ দিয়া কামিনীর প্রস্থান কালীন প্রভা দেখিয়াছিলাম, সেই পথের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলাম, অবতার বাবু আমার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া আমাকে প্রকৃতিস্থ করিবার কারণ ডাকিলেন, "তিনকড়ি!"

আমি কাঁপিয়া উঠিলাম, যখন কাঁপিয়া উঠি, তখন আমার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে তেজ নির্গত হইয়াছিল। আমি প্রকৃতিস্থ হইয়া উত্তর দিলাম,—

"আজ্ঞা!"

অব। দেখলে! যা হোলো, তা দেখলে?

"দেখলেম।"

অব। কিছু বুঝতে পাল্লে!!

"না"।

অব। ছি তুমি ছেলেমানুষ; তোমার বুদ্ধি নাই; এ কাণ্ডের কিছুই বুঝিতে পাল্লে না।

"ভাবে বুঝলেম কামিনী আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী, আপনার সহিত কোন গুপ্ত প্রণয়ে আবদ্ধ আছেন, তাঁহার কন্যা কাদম্বিনীর মোকদ্দমার যাহাতে ভাল রকম নিষ্পত্তি হয় সেই কারণে আপনাকে তিনি অনুরোধ কোত্তে এসে ছিলেন। পরে আপনার সহিত তাঁহার অন্তরের ভাবের মিল না হওয়াতে—আপনাকে উপদেশচ্ছলে কতকগুলি ভৎর্সনা করিয়া প্রস্থান করিলেন।"

অব। এই বুঝতে পেরেচো—আর কিছুই নয়।

"না।"

অব। তবে উপায়।

"আপনি থাকতে উপায়ের ভাবনা"

অব। এর উপায় তুমি।

আমি তাঁহার কথায় আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম:—"সে কি মহাশয়! আমি এ বিষয়ের উপায়!"

অব। তুমিই—ই—ই!!

"আমি তো কিছুই জানি নি!!"

অব। আগা গোড়া সব জানো।

"আপনি আমাকে 'জানো' বোল্‌চেন, কিন্তু আমার এক তিলও মনে নাই; যদি কখনও জান্‌তেম আপনার মনে হয়, তাহা এক্ষণে বিস্মৃত হইয়াছি; আমার স্মৃতি অতি অল্পধারী গুণ ধারণ করে; সকল কথা আমার মনে থাকে না।"

অব। একথা ভোলবার নয়, তুমি ভাল ক'রে মনে কর দেখি।

"কি মনে কোরবো।"

অব। বিগত রাত্রের কথা।

"আচ্ছা—মনে ক'ল্লেম।"

অব। অনঙ্গের কথা।

"অনঙ্গের অনেক কথা আছে। কোন্ কথা স্মরণ ক'রবো।

অব। যে সময়ে অনঙ্গ আমাকে ভুলাইয়া তোমাকে মুক্তি প্রদান করে।

"স্মরণ কোল্লেম।"

অব। অনঙ্গ—আমাদের সর্ব্বনাশের বীজ হইয়া সমস্ত সংহার করিতেও পারে আবার স্থাপিত করিতেও পারে; সেই বুদ্ধিমতীর কথা মনে কর।

"আচ্ছা তাহাও স্মরণ পথে চিত্রিত ক'ল্লেম। এক একটী জিজ্ঞাসা করুণ আমি বল্‌চি।

অবতার বাবু ক্ষণেক চুপ কোল্লেন, তাহাতে বোধ হইল, তিনি কৌশলে কোন কথা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রবেন।

অব। যে সব কাগজপত্র অনঙ্গ কৌশলে আমার হাত থেকে বার কোরে নিয়েছিলো, সে সব কথা মনে পড়ে?"

"পড়ে—অনঙ্গ যে কৌশলে নিয়েছিলো, তাহাও মনে পড়ে।"

অব। তুমি সে সব কাগজ পত্র কিসের, তা জানো?

"জানি, সুরেন্দ্র বাবুর আর অনঙ্গের ছোটো কাকীর।"

"অবতার বাবু আমার মুখ হইতে সেই 'ছোটো কাকীর' কথাটী যেই নিঃসৃত হইতে শুনিলেন, অমনি চমকাইয়া বলিলেন,—"তিনু! তুমিও আমার অন্তরের অন্তর হোলে, ছোট বৌয়ের কাগজ পত্রের কথাও শুনেছ! তিনু! তিনু! বল কি!—ছোট বৌয়ের কাগজ পত্রের কথা শুনেছ?"

এই কথা বলিতে বলিতে অবতার বাবু কি ভাবিলেন, বোধ হয় আমাকে নির্ব্বুদ্ধি ভাবিয়া বলিলেন;—

অব। তিনু! তুমি সুরেন্দ্রের কাগজপত্রের কথা জানো-না?

জানি।"

অব। তাহাই আমার প্রয়োজন! তিনু। তুমি না রক্ষা কোল্লে, তুমি না মনোযোগ কোল্লে কে কোরবে, অনঙ্গ তোমায় ভালবাসে, তুমিও তাকে ভালবাসো। আমার কাহুকে যদি বাঁচাতে চাও, তাহা

হইলে, কোন কৌশলে অনঙ্গের হস্ত হইতে সেই কাগজপত্রগুলি বাহির করিয়া দাও, তা হোলে আমি রক্ষা পাই, নচেৎ স্ত্রীলোকের শাপে আমার এ জীবন ভস্মীভূত হইবে। তিনু! বল—বল, আমার অনুরোধ রক্ষা কোরবে কি না? দেখ, অনঙ্গ আমার জীবন-মেঘের বিদ্যুল্লতা, তাহাকে দেখিলেই আমি ভীত হইয়া কৌশলে পরাভূত হই। তাহার মূর্ত্তি আমার এ সংসারের কাল-স্বরূপা; আমি তাহাকে দেখিয়া কখন জীবনাশায় জলাঞ্জলি দি,—কখন জীবনের আশায় আশ্বাসিত হই। যে দিন আমি অনঙ্গকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিছিলাম, সেই দিন অবধি আমি আপনার গলায় কালসাপ বেঁধেছি, আপনার দেহকে আপনি পুড়িয়ে মেরেছি,—আপনার পায়ে আপনি কুড়ালির আঘাত করেছি! ভবিষ্যৎ না ভেবে কাজ করা আমার অতিশয় অনুচিত হয়েছে ঃ———"

অবতার বাবু এই কথাগুলি বলিয়া জিব কাটিয়া বলিলেন, "তিনু! আমার মনটা কেমন হয়েচে, কি বোল্‌তে কি বোল্‌ছিলেম, যা হোক্ তুমি বোসো, আমি আস্‌চি।

——oo——

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

স্থির সৌদামিনী।

আশা! তুমি যদি পৃথিবীতে না থাকিতে তাহা হইলে কাহার সাধ্য এই দুঃখময় পৃথিবীতে বাস করিতে পারিত, প্রাণীমাত্রেই তোমার করুণায় জীবিত আছে ঃ—আজ জননী সুকুমারমতি সন্তানকে স্বীয় ক্রোড় হইতে কালের করাল কবলে বিসর্জন দিলেন কাল তিনি বাঁচেন কিসে; আশা! একমাত্র তোমার পদচ্ছায়ায়—জননী একটীকে হারাইয়া আর একটীকে পাইবার আশয়ে সে দুঃসহ শোক নিবারণ করিল। তোমার ক্ষমতার ইয়ত্তা নাই; কখন তুমি লোকিকে উন্মাদ করিয়া স্বর্গের সুখ হস্তে দাও, কত অপূর্ব্ব ঘটনা আবিষ্কার করাও কত দুর্দ্দৈব ক্ষণে ক্ষণে প্রতিফলিত কর, তাহা স্থির করিতে কে পারে। তুমি ক্ষণে প্রাণীকে অতুল বিভবের ছায়া দেখাইয়া লোভী কর; ক্ষণে সে ছায়াকে অপহৃত কর;—তোমার অনন্ত ক্ষমতা, তোমার ক্ষমতাকে কোটী কোটী প্রণাম।

আমি তোমাকে পূজা করি কেন? তা বুঝিতে পারিনা।

অবতার বাবু মহাদেব বাবুর সহিত কাদম্বিনীর মোকদ্দমা স্থগিত রাখিতে কাছারীতে গেলেন, আমাকে বোলে গেলেন তোমাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিব তুমি অনঙ্গের হস্ত হইতে সুরেন্দ্রের কাগজ পত্র বাহির করিতে পার? আমি সেই আশাতে বৃথা আশ্বাসিত হইলাম; কিন্তু অবতার বাবু আমাকে আশার ছায়ায় দণ্ডায়মান রাখিয়া প্রস্থান করিলেন, তিনি মনে করিলেন আমি তাঁহার আজ্ঞামত কার্য্য সম্পন্ন করিব। এই প্রকার কর্ত্তা কি ভাবিতেছি ঃ—ভাবিতে ভাবিতে পূর্ব্ব রাত্রের নিদ্রা আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিল, আমি সূর্য্য দেবকে

মধ্যমাকাশে ধ্রুবলোক আলো করিয়া বেড়াইতে দেখিতেছিলাম; দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব রাত্রের কথা মনে স্মরণ হইল, সে সমস্ত স্মরণ পথে আসিতে আসিতে নিদ্রা দেবী আকর্ষণ করিল; আমি তাঁহার মোহিনী মায়ায় অচেতন হইয়া বালিসে মস্তক রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। দিবার ঘুম চিরকাল সজাগ; ঘুমাইতেছি অথচ অস্ফুটস্বরে কত কি শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে, এমন সময়ে কে যেন আস্তে আস্তে গৃহে প্রবেশ করিল বুঝিতে পারিলাম, আলস্যে শরীর জর জর ছিল; চাহিতে ইচ্ছা হইল না; প্রবেশকারী আস্তে আস্তে আমার মস্তকের নিকটে উপবেশন করিল; আমি গায়ে লেপ মুড়িদিয়ে ছিলেম; ততটা জানিবার আবশ্যক হইল না। উপবিষ্ট ব্যক্তি আস্তে আস্তে লেপের মধ্যে হস্ত প্রবেশ পূর্ব্বক মস্তক স্পর্শ করিল; আমি চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলাম;—অনন্ত শান্তিময়ী মূর্ত্তি পবিত্ররূপা—অনঙ্গমোহিনী—!! অনঙ্গমোহিনীকে আমি দেখিবা মাত্রেই তন্দ্রা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলাম, আমাকে ব্যস্ত ভাবে গাত্রোত্থান করিতে দেখিয়া অনঙ্গমোহিনী দাঁড়াইয়া বলিলেন:—

"ভাই! আমি আসিয়াছি?"

"আমি তাঁহার সুমিষ্ট স্বরে মুগ্ধ হইয়া বলিলাম—"

"ভগ্নি! তুমি এখন কেন? বেলা দুই প্রহর সবে অতীত হইল—তুমি এখন কেন?"

অ। আমার—কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে তাই আসিয়াছি; আমি আসিলে কি তুমি রাগ কর? যদি রাগ কর তাহা হইলে আর আসিব না।

"ভগ্নি! আমার সমস্তই আশ্চর্য্য বোধ হ'চ্চে;—তোমার আজ নূতন ভাব; নূতন ব্যবহার—; আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

আমি এই কয়েকটী কথা বলিয়া তাঁহার মুখের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম; তাঁহার বদনে কত প্রকার ভাব সন্দর্শন করিলাম; একবার দেখিলাম, উত্তোলিত উর্ম্মিকুল সমাকুল মহা সমুদ্র যেন কখন স্থির ভাব ধারণ করিতেছে, আবার কখন উদ্বেলিত হইতেছে। কখন দেখিলাম, ধূম্রবর্ণ—সমাচ্ছন্ন—বজ্রবিদ্যুত সমাকুল পবন বিতাড়িত আকাশ মণ্ডল, আবার কখন দেখিলাম শান্তিময়ী প্রকৃতির মৃদুহাস্যে আকাশের ছায়াপথ

হইতে কাল-পুরুষের গমন পথ অবধি সুনীল হইয়া রহিয়াছে। কখন দেখিলাম ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনীর—ভীমতমা উগ্রচণ্ডা মুর্ত্তি—হি হি—শব্দে বিকট হাস্য সমাকুল, যোগিনী—শঙ্খিনী—ভূত—প্রেত—পিশাচাদি সমাবৃত হইয়া বিরাজিত; কখন দেখিলাম কৌমুদীময়ী—রজনী আকাশের নীলাম্বরী বসনে সমালঙ্কৃত হইয়া যুবক জনের চিত্ত বিনোদনার্থে চিত্ত বিনোদিনী হইয়াছেন।

অনঙ্গের সুন্দর বদন প্রদেশস্থ কৈষিকা প্রভৃতি নাড়ী কখন উগ্র প্রভাবে রক্ত প্রবাহে কম্পিত হইয়া রক্তবর্ণ হইতেছে, আবার ক্ষণমাত্রেই তাহার বিলোপ হইয়া সেই স্থানে নীলবর্ণ আশ্রয় লইতেছে।

আমি ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, নির্নিমেষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম; আমাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল;—

"তিনকড়ি! আজিকার—অবস্থা অতি ভয়ানক তাহা শুনিয়াছ? আমার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে পদাঙ্গুষ্ঠ অবধি বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে আমার হৃদয়কে পরামর্শ দিতেছে; ছি! কি বলিতে কি বলিয়াছি। না তিনু আমি তোমাকে কিছুই বলি নাই। আমি স্ত্রীলোক, তুমি জ্ঞানী—তোমার ইহা অগোচর নাই যে স্ত্রী জিহ্বা বিরতি হীন; তাহাদের জিহ্বাকে বিশ্বাস নাই। কিন্তু তিনু আমার জিহ্বা বিশ্বাসী—আমি মিথ্যা বলি নাই—তবে:—"

আমি তন্ময় চিত্তে অনঙ্গের বক্তৃতার উপর চাহিয়াছিলাম, আমার দৃষ্টির সহিত আমার মনও অনঙ্গের সেই বক্তৃতায় মোহিত হইয়াছিল; অনঙ্গ 'তবে' বলিয়া চুপ করিবে—কি পুনর্ব্বার কথা আরম্ভ করিবে তাহা আমার বোধ হইল না, আমি পূর্ব্বের ন্যায় এক ভাবে চাহিয়া রহিলাম, আমাকে তদবস্থ দেখিয়া; অনঙ্গ বলিল।

"ভাই! আমার মনের অনেক অভিলাষ। আমি যখন ভাবি, যে সে অভিলাষ গুলি কি আমি সমস্ত জীবনেও সম্পূর্ণ করিতে পারিব, তখন আমি পাগল হই, কি বলিতে কি বলি, তাহাতে আমার মনের স্থির থাকে না। দেখি! কি শুভক্ষণেই তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল; আমার মন যেন সর্ব্বদাই তোমাকে বিশ্বাস করিতে বলে। ভাই! অকপট চিত্তে বল

দেখি তুমি কি আমার বিশ্বাসের পাত্র হবে! আমি ভগ্নি—তুমি আমার ভাই এই অবস্থায়—থাক্‌বে; এ জগতে আমার সকলেই আছে—আবার সকলেই নাই। বলিতে লজ্জা কি—যেমন এক চন্দ্র বিহনে সহস্র নক্ষত্রে পৃথিবী আলোকময় হয় না তদ্রুপ——"

অনঙ্গমোহিনী—মোহিনী মূর্ত্তিতে আমাকে মুগ্ধ করিয়া যাহা বলিতেছিল আমি তাহা একাগ্রচিত্তে শুনিতে ছিলাম, হঠাৎ "তদ্রুপ" শব্দ বলিয়া অনঙ্গ নিস্তব্ধ হইলে;—আমার কর্ণে ভৈরব রাগের বিরাম বলিয়া বোধ হইল।

অনন্ত—ক্ষমতাশালিনী অনঙ্গমোহিনী বুদ্ধির চাতুর্য্যে আমি যে কত দূর সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হইয়াছিলাম, তাহা আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলাম; যখন অক্ষম হইলাম তখন মনে হইল, জগত শুদ্ধ লোক যদি সেই সময়ে আমার সমভিব্যাহারী হইত তাহা হইলে আমি অনঙ্গের কৌশল প্রত্যক্ষ করাইতাম। আমার বিবেচনার নিয়মিত তুল দ্বারা ওজন করণার্থে এক ধারে বঙ্গ সংসার আর একধারে অনঙ্গের কৌশল রাখিয়া পরিমাণ করিলে অনঙ্গের কৌশলই ভারি বলিয়া বোধ হইবে।

আমাকে পুনর্ব্বার তাহার বিরামে বিস্মিত দেখিয়া বলিল;—তিনু! তুমি আমাকে পাগল মনে করিলে—না!!—আমি সত্যই বোল্‌চি আমি পাগল, আমার মনের স্থিরতা নাই। আমি যে দিন আমার এ জন্মের কোহিনুর—হৃদয়ের চন্দ্রকে অবহেলায় হারাইয়াছি, সেই দিন আমি পাগল হইবার ঔষধ সেবন করিয়াছি—আর যে দিন সে রত্নের কত মূল্য, এবং তাহার ব্যবহার বিরহে কত যাতনা সহ্য করিতে হয় জানিতে পারিয়াছি, সেই দিন আমি উন্মাদিনী হইয়াছি।—কি করি—কি খাই—কি করি—কিছুরই স্থির নাই। আমি পাগল হইয়াছি বলিয়া সকলে আমাকে পাগলী বলিয়া উপহাস করে। ভাই! আমি মনের কথা খুলে বলি। যাহারা আমাকে:—" 'আমাকে' বলিয়া অনঙ্গমোহিনী স্বীয়া বুদ্ধির প্রখরতার পরিচয় দিবার কারণ কি বলিতে ছিল, বলিতে বলিতে সামলাইয়া গেল। কিন্তু আমি পূর্ব্বের ন্যায় বিস্মিত রহিলাম। পুনর্ব্বার অনঙ্গ

মোহিনী স্থিরভাবে দণ্ডায়মানা হইয়া দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কামড়াইতে কামড়াইতে বলিল :—

অন। ভাই! কহিনুর কি জিনিষ।

অমূল্য!—ভারতের সার রত্ন।

অন। মানব দেহের সার রত্ন কি?

স্বাধীনতা! জীবন—!

অন। স্ত্রীলোকের জীবনের সার ব্রত কি?

সতীত্ব!

অন। ভাই! তবে সতীত্বই স্ত্রী জাতির কহিনুর?

অবশ্য।

অন। সে রত্ন যে সব চোরে চুরি করে তাদের কি শাজা?

জীবন্ত অবস্থায় প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে ফেলিয়া ভষ্ম করা!

আমার এই কথা শেষ হইতে না হইতেই অনঙ্গ দৌড়াইয়া আমার নিকটে আসিয়া আমার হস্ত ধরিয়া বলিল "ভাই! তোমায় আমি চিনিতাম না! তুমি যে পঙ্কিল সরসীর প্রকৃতির একটী শোভা স্থল 'পদ্ম' তাহা আমি জানিতাম না; আজ অবধি তুমি আমার দ্বিতীয় জীবন স্বরূপ হইলে। ভাই! একটী দেহে দুইটী জীবন রহিল, তবে কেন মরি, কেন আমার সমস্ত অভিলাষ সম্পূর্ণ হয় না। আমি রণরঙ্গিণী মাতঙ্গিনী বেশে, ভীমা মূর্ত্তিতে আমার শত্রুর বক্ষ বিদারণ করিয়া রক্ত শোষণ করিব, তুমি আমাকে শান্ত করিবে। ভাই! তুমি ব্রাহ্মণ পুত্র, আর আমি ব্রাহ্মণ কন্যা। তপন দেব আকাশে বিরাজিত—সেই তপন সাক্ষ্য করিয়া—সেই গায়ত্রী প্রণব দেব তপন সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, তোমার পদে যদি কখন সামান্য কণ্টকও বিদ্ধ হয়, আমি তাহা দন্তে করিয়া নির্ব্বাধে উৎপাটন করিব। ভাই! তুমি আমার মস্তকে হাত দিয়া বল যে যদি আমি কখন কোন বিপদে পতিত হই, তুমি প্রাণ দিয়া আমাকে রক্ষা করিবে।"

এই বলিয়া অনঙ্গমোহিনী আমার দক্ষিণ হস্ত লইয়া তাঁহার সেই কলাপী কলাপ গঞ্জিত কেশদাম স্পর্শ করাইলেন, আমি শিহরিয়া উঠিলাম, বলিলাম :—

"ভগ্নি! একি প্রহেলিকা,—না আকাশ-কুসুম!

আমার কথা শুনিয়া সুন্দরী চমকাইল, বলিল,—"ভাই! আর দুই দণ্ড পরে এ সংসারই প্রহেলিকাময় দেখিবে, আমি সেই প্রহেলিকা-সাগরের একটী ক্ষুদ্র তরণী; এই সংসারে অনেকে ভাসিবে বলিয়া চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সকলেই একে একে ডুবিয়াছে, কেবল আমিই ভাসিতেছি। আমি কুল পাইতেছি না, যাহারা ভাসিয়াছিল' তাহারা দূরে থাকিয়া মজা দেখিতেছে, কেহ বা একবার ডুবাইবার চেষ্টা করিতেছে, আমি ডুবিলাম না,—ডুবিবও না, তাহার কারণ আমার মরিতে ভয় হয়, অমূল্য কোহিনুরের মায়া হয়, মায়া থাক্‌তে জীবের মৃত্যু ভয়ানক হইয়া উঠে।"

অনঙ্গমোহিনী এই কথা বলিয়া কটীদেশ হইতে এক তাড়া কাগজ বাহির করিয়া আমার সম্মুখে আনিয়া নিকটে বসিয়া বলিল,—

"তিনু! আমি লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম, কিন্তু লেখাপড়াই আমার কাল হলো। আঃ! সুরেন্দ্র হতভাগা সুরেন্দ্র—যে দিন বিদ্যাসুন্দর পড়ি,—সেই দিনের সুরেন্দ্র—যে দিন শকুন্তলা পড়ি, সেই দিনের সুরেন্দ্র! ছোট পিসি—সর্ব্বনাশী ছোট পিসি আমায় প্রলোভনে মুগ্ধ করিল, আমি পাপ-সমুদ্রের বারি স্নিগ্ধ ভাবিয়া ঝাঁপ দিতে যাইয়া যখন দেহ তাহাতে স্পর্শ করাইলাম, অমনি সেই স্নিগ্ধ বারি অগ্নি হইয়া জ্বলিয়া উঠিল, আমার দেহজ অগ্নিও তাহাতে মিশিল, আমি পুড়ি পুড়ি এমন সময়ে লম্ফ দিয়া তীরে উঠিলাম, অমনি সামলাইয়া গেলেম, সেই অবধি অগ্নি আমার শরীর হইতে কখন কখন নির্গত হইয়া থাকে। ভাই! বলিব কি, আমি যে জ্বালায় জ্বলিতেছি, ক্রমে বলিব, ছোট কাকা আর ছোট পিসি আমাদের সোণার সংসারে আগুণ লাগাইয়া দিল, এ সংসারে আর কে আছে?—গুরুলোক হইলেও তাঁরা যদি পাপী, আমার বিবেচনায় তাঁহাদের গ্লানি করাতে কোন পাপ নাই! ভাই! বোল্‌বো কি, বাবা যে দিন অনন্ত শান্তি-ময় স্বর্গ আরোহণ করিয়াছেন,—আহা! তাঁহার মৃত্যুর কথা মনে হলে এখনো বক্ষ ফাটিয়া যায়। বাবা আমার একবার আহারান্তে বমি করিয়াছিলেন, অমনি আমার মা কেঁদে কেটে একাকার কোল্লেন, কাকা মার অনুগত, মার ক্রন্দনে কাকা কৃষ্ণ ডাক্তারকে এনে বাবাকে

দেখালেন,পাপিষ্ঠ কৃষ্ণ ডাকতার—আঃ! তার নাম কোল্লে আমার জিহ্বা কলুষিত হয়, যাতে কাকাতে কি পরামর্শ কোরে কৃষ্ণ ডাকতারকে কি ঔষধ দিতে বোল্লেন, সেই ঔষধেই বাবা আমার বুকের জ্বালায় ছটফট করিয়া মরিয়া গেলেন :—মরিবার সময় বলিলেন, "মা অনঙ্গ! তোরা আমায় বিষ খাওয়ালি—মা তুমি সুখে থাক।" আহা! আজও আমার হৃদয়ে সেই কয়েকটী কথা অঙ্কিত আছে, পিতা আমার আমাগত প্রাণ,—কাকার তার মার দুরভিসন্ধিতে মরিয়াছেন, এ কথা যে দিন ছোট পিসি আমাকে বলিল, সেই দিন ইচ্ছা হইল, যে আর একবার যদি আমি পিতৃদেবের পদচ্ছায়া দেখিতে পাই, তাহা হইলে এ সংসার হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক তাঁহার অনুগামনী হই।"

এই সমস্ত কথা বলিতে বলিতে সুন্দরীর চক্ষে অশ্রু রেখা প্রকাশিত হইল, গণ্ড কপোল রক্তিম হইল; চিবুক কাঁপিতে লাগিল, কণ্ঠস্বর কম্পিত হইয়া আসিল। অনঙ্গমোহিনী স্বীয়া বস্ত্রাঞ্চলে বদন আবৃত করিল। আমি আর সে দৃশ্য দর্শন করিতে না পারিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া প্রবোধ দিলাম, সে সেই কাগজের তাড়া উদ্ঘাটন করিয়া একখানি আমার হস্তে দিয়া বলিল, "ভাই! পড়িতে অনেক সময়ের আবশ্যক হইবে, তুমি আমার দ্বিতীয় জীবন, আমার প্রথম জীবন যে সমস্ত আভরণে অলঙ্কৃত,—দ্বিতীয় জীবনও সেই সমস্তের দ্বারায় অলঙ্কৃত করিতে হইবে দেখিয়া আমি এই সমস্ত গুপ্ত—অতি গুপ্ত কথা তোমাকে জানাইতেছি,—দেখো ভাই! আমি অকূল সমুদ্রে ভাসমানা আছি, আমাকে যেন ডুবিও না।—দেখো এই পত্রের মর্ম্ম বুঝিতে অগ্রে ইহা জানা উচিত, যে আমাদের ঠাকুরদাদার চারি পুত্র ছিল, প্রথমের নাম মাধবচন্দ্র, দ্বিতীয়ের নাম কৈলাসচন্দ্র, তিনিই আমার পিতা; তৃতীয় অবতারকৃষ্ণ কাকা, চতুর্থ অতুলকৃষ্ণ। তন্মধ্যে বড় জেঠা মহাশয়ের মৃত্যু প্রায় সাত বৎসর হইয়াছে; আমার পিতার মৃত্যু বিগত বৎসরে সাধিত হইয়াছে, প্রায় তিন বৎসর হোলো, বিছানায় শুইয়া থাকিতে থাকিতে কেউটে সাপের হস্তে ছোট কাকার মৃত্যু সংসাধিত হয়; আমার বাবার মৃত্যুর পর কাকা একলা হয়ে এত বিষয়ের অধিকারী হইলেন, তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া জেঠাইকে কলে

কৌশলে মজাইয়া তাঁহাকে বাঁদী করিয়া রাখিয়াছেন, আমার মার দুর্দ্দশা যা করিতে হয়, তাতো করিয়াছেন, আপনার স্ত্রী তো রাজ রাজেশ্বরী হইয়া রহিয়াছেন, ছোট খুড়ি আমার পরোপকারিণী, ছোট কাকা অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন; তাঁহার স্বকৃত সম্পত্তিও অধিক থাকা প্রযুক্ত রাক্ষস-বেশে কাকা তাঁহার সতীত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহার বিপক্ষে আরো ভয়ানক কৌশল স্থির করিয়াছেন, এই পত্রই সেই কৌশল-চক্রান্ত মণ্ডিত।

আমি পরম কৌতুহলান্তঃকরণে সেই পত্রখানি তাঁহার হস্ত হইতে লইয়া পাঠ করিতে চাহিলাম. সে আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, বলিল,—"ভাই তোমার পাঠের আবশ্যক কি? আমি সমস্ত কথা একটী একটী করিয়া বোল্‌চি,—আমার ছোট কাকার সম্পত্তি দেখে কাকার হিংসা হওয়াতে তিনি ছোট পিসির সঙ্গে পরামর্শ করে একটী উপায় স্থির করেন। ছোট পিসির তখন কাকার সঙ্গে বড় আমোদ প্রমোদ চলে। কাকা তো নিজে ছোট কাকার শোবার ঘরে গিয়ে একখানা কাগখানা কোত্তে পারেন না, ছোট পিসির সহায়তার আবশ্যক হোলো, ছোট পিসি যশোদা দাসীকে নিজের শশুর বাড়ী থেকে আনাইয়া যুক্তি স্থির করিলেন, যশোদাকে তুমি দেখেচো, সে ছোট পিসির শশুর বাড়ী হইতে প্রথমে এখানে আসে; পরে ছোট পিসির অনুরোধে কাকার প্রিয়পাত্রী হয়, আমি অভাগী—আমার মার স্বভাবেও পরিতুষ্টা নহি, লোকে আমাকে যা বলে বলুক, আমি কিন্তু কিছুই মানি না, মনের কথা প্রকাশ করিব। যশোদা কাকার অনুরোধে আমার মার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল, সেই দিন হইতে এ সংসারে আগুণ ধরিয়া উঠিল, যশোদা সন্ধান কোরে কোথা থেকে রাইমণি বেদেনীকে যোগাড় কোরে নিয়ে এলো, রাইমণি কত ছল কোরে ৩০০৲ টাকা নিয়ে একটী শিশির ভিতরে কোরে একটী কেউটে সাপের বাচ্ছা এনে দিলে, আমার ছোট পিসি সময় বুঝিতে লাগিলেন একদিন আমার ছোট কাকা সর্দ্দির জ্বরে কাতর হোয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিলেন, পিসি তাহাকে দেখিবার ছলে যাইয়া মশারির ভিতরে শিশির ছিপি খুলিয়া সাপ ছেড়ে পলায়ন করেন, সেই সাপ বিছানার বেড়াইতে বেড়াইতে কাকার পায়ের কাছে যাওয়াতে,

ছোট কাকা চমকাইয়া যেমন সর্পের গায়ে পা দিলেন, অমনি সেই ক্রুর সর্প অসময়ে ছোট কাকাকে কামড়াইয়া যমালয়ে পাঠাইল। ছোট কাকা সর্প কর্ত্তৃক আহত হইয়া, সচকিতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমি ঠাকুরমার কাছে—বসিয়াছিলাম, কাকার চীৎকারে ঠাকুরমাতে—আমাতে সেই খানে উপস্থিত হোলেম। উপস্থিত হোয়ে দেখি কাকা খাট হইতে অচেতনে গড়াইয়া মেজেয় পোড়েছেন; মুখে লাল পোড়চে; হাত পা সমস্ত সমান হইতেছে। ঠাকুর মা জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুতে কাতরা ছিলেন তাহাতে আবার কনিষ্ঠ পুত্রের সর্ব্বনাশ দেখাতে, তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি বজ্রধ্বনির ন্যায় মহা চীৎকারে ছোট কাকার শরীরের উপরে পতিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, তাঁহার আর্ত্তনাদে বাটীস্থ সকলেই সেই স্থানে আসিয়া ছোট কাকার হঠাৎ সেই ভাব দেখিয়া ইতস্ততঃ দেখিতে২ বিছানায় সাপ দেখিতে পাইল। আমার বাপ তখন জীবিত ছিলেন তিনি ছোট কাকাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন, তাঁহার সেই দশা দেখিয়া ইংরাজ ও বাঙ্গালী ডাক্তার আনাইয়া বিধি মত চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু বিধির বিড়ম্বনা কে বুঝিতে পারিবে; অনেক কঠিন ঔষধের তেজে তাঁহার অতি সামান্য জ্ঞান হইয়াছিল, তাহাতে বাবা তাঁহার বিষয়ের উইল ছোট কাকীর নামে করিয়া লয়েন, ছোট কাকা মরিবার পরে সেই উইল পত্র বাবার নিকটেই ছিল, পরে বাবা যখন মরেন :—পূর্ব্বেই বলিয়াছি; আমার মা—ই বাবাকে বিষ খাওয়াইয়া মারেন। সেই সময়ে ছোট কাকীর উইল, তিনি ছোট কাকীকে ডাকাইয়া তাঁহার হস্তে দিয়া যান, কাকার ক্রোধ প্রবল হইয়াছে, এখন তিনি সর্ব্বের সর্ব্ব কর্ত্তা হইয়াছেন; ছোট কাকার স্বকৃত বিষয় অবধি লইবেন বলিয়া ছোট কাকীকে বলে মজাইবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু এও জেনো এই যত দিন জীবিত আছি ততদিন ছোট কাকীকে জব্দ করিবার কাহারো সাধ্য নাই, ছোট কাকীকে বাপের বাড়ী হইতে এখানে আনিবার কালে পথেই পাল্কী করিয়া আর একটী বাটীতে লইয়া রাখা হইয়াছে, তথায় তাঁহাকে পীড়ন করা হইতেছে। পীড়ন হউক কিন্তু আমি যখন পীড়ন আরম্ভ করিব, তখন দেখিবে আমার কত দূর ক্ষমতা!



মুক্তারাম বাবু।

অনঙ্গমোহিনী এই বাক্য বলিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, এবং মনোভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সম্পষ্টে পারিল না। তাহার কারণ তাহার মনে অনেক ভাবের আবেশ

হইয়াছিল। সকলেই একেবারে প্রকাশ হইতে চেষ্টা করাতে, অনঙ্গ-মোহিনী ভাব-বায়ুতে শরীরকে উষ্ণ করিয়া অস্পষ্টে অধরোষ্ঠ কাঁপাইতে লাগিল। আমি তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিলাম,—

"ভগ্নি! স্থির হও, একটী একটী কোরে বল, আমার বড় কৌতূহল জন্মাচ্ছে, আমি এ সমস্ত শুনতে বড় অভিলাষী!"

অনঙ্গমোহিনী আমার কথা শুনিয়া অতি তেজস্বরে বলিলেন,—"ভাই! আজ আমার কি শুভ দিন, ভাই! আজ আমার জন্মের মধ্যে একটী প্রধান দিন! আমি জন্মাবধি তিন দিন সুখী হইয়াছিলাম, সেই তিন দিনকেই আমি শুভ দিন বলিয়া গণ্য করি। আমার সুখের দিনের কথা শুনবে তো শোন,—আমি যে দিন ছোট পিসির মুখে শুনেছিলাম, আমার বিবাহ হবে, সমবয়স্কাদের জিজ্ঞাসা করিলাম বিবাহ [illegible]নিষ, তাহাদের মধ্যে যাহারা বিবাহিতা ছিল, তাহারা বলিল, [illegible]ই স্ত্রীজন্মের সাররত্ন,' আমি রত্ন পাবো [illegible] নানা কৌতূহলে, [illegible]তুহলী হইয়াছিলাম, সেই এক দিন সুখের দিন!—[illegible] যে দিন আমি বিবাহ-সূত্র হস্তে বন্ধন করিয়া বিবাহ-পুষ্পমাল্যের পরিবর্ত্তে সোণার স্বামী-রত্নকে স্বামী বলিতে শিখিয়াছিলাম, সেই এক সুখের দিন!!—আর যে দিন আমি—যে দিন আমি ছোট পিসির মন্ত্রণায় পাপ-পথের পথিক হইতে গিয়া বিদ্যাসুন্দর পড়িতে পড়িতে সুরেন্দ্রকে দেখিয়াছিলাম, সেই এক সুখের দিন!!!—ভাই! আমার কথায় রাগ করো না, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি পাগলী; আমার মনোভাবের স্থির নাই, যখন যা মনে আসে, তাহা অকপটচিত্তে প্রকাশ করি, তাহাতে সন্দিগ্ধ হইও না, ভাই! আজ আমার আর এক শুভ দিন, আমি এ জন্মে আমার মনের কথা খুলিবার উপায় পাই নাই। এমন কি মনের মতন লোক পাই নাই, ভাই, তুমি আমার জীবনের জীবন হোলে, তোমাকে আর আমি কি বোল্‌বো—ভাই আমি অভাগী,—পা—গ—লী!!"

অনঙ্গমোহিনী এই কথা বলিতে বলিতে চক্ষে বস্ত্র আচ্ছাদন করিল, জানা গেল, সে ক্রন্দন কোচ্চে।

তাহার ক্রন্দনে আমি কাঁপিয়া উঠিলাম, বলিলাম, "ভগ্নি!—তোমরা

মনের কথা বলিতে তুমি যদি কষ্ট পাও, তবে আর প্রকাশ কোরো না, নিরস্ত হও, আর এক দিন শুনিব।”

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে অনঙ্গমোহিনী হাঁপাইতে হাঁপাইতে দাঁড়াইয়া চক্ষের আবরণ খুলিয়া তেজস্বিনী মূর্ত্তিতে বলিল,—“ভাই! এমন দিন কি আমার হবে, আমি কি এমন সুখের সাগরে আর ভাসিতে পাইব! শোন—তোমাকে আমার মনের কথা বলিয়া হৃদয় লঘু করি, আমি হৃদয়ের ভারে অঙ্গ সঞ্চালনে অক্ষম হইয়াছি;—ভাই! তোমাকে আমার মনের কথা বলিয়া অঙ্গের ভার লঘু করিয়া লই! তুমি যখন আমার দ্বিতীয় জীবন হোলে, তখন আমি একলা কেন আমার হৃদয়ের ভার বহন করি, আমার হৃদয়ের ভার তোমাকেও লওয়া উচিত, আমি আমার জীবনের গোটাকতক কথা বলি,—আর সময় পাইব না, কাকা কাদম্বিনীর মোকদ্দমার জন্যে এ সংসারের সর্ব্বনাশ বীজ রোপণ কোর্‌বেন, আর আমি পঞ্চ ভূতরূপে সেই সর্ব্বনাশ বীজের অঙ্কুরো[illegible]দন করিব। সর্ব্বনাশই বৃক্ষে পরিণত হইয়া তাহার বিষাক্ত প্রভাবে এ সংসারকে ভস্মীভূত করিবে। আমি যে দিন বাসর ঘরের কৌতুকান্তে স্বামীগৃহে গমন করিলাম, তখন আমার মনে অনুপম সুখের—শান্তির আবেশ হইয়াছিল, তার পর—তার পরের কথা বলি। আমি বাল্য চপলাতে ও কাকার আদর প্রযুক্ত বয়স্থা হইলেও কাকার সঙ্গে বৈঠকখানায় যেতেম, কাকা আমাকে ভাল কেন বাসিতেন, তখন আমি জানিতাম না, পরে ক্রমে ক্রমে আমার জ্ঞান প্রগাঢ় হইয়া আসিলে, এক দিন যা দেখিলাম, তাহাতেই বুঝিলাম, যে কি সর্ব্বনাশই উপস্থিত হইয়াছে। সে কথা আমি কন্যা হইয়া কেমন করিয়া প্রকাশ করিব। কাকা যে দিন বাটীর মধ্যে বাবাকে বিষ খাওয়াইয়া শমন সদনে নীত করতঃ এ বাটীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন, সেই দিন হইতে কাকার বন্ধুবর্গ আমাদের বৈঠকখানায় আসিতে যাইতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে—পটলডাঙ্গার মুক্তারাম বাবু, আহীরীটোলার মহাদেব বাবু, যোড়াসাঁকোর কৃষ্ণ ডাক্তার, বাগবাজারের হারাধন উকীল প্রভৃতিই প্রধান; যে সকল লোকের নাম কোল্লেম, তাহারা আমাকে আদর কোরে কাকার

সাম্‌নেই কোলে বসাতো, স্নেহভরে চুম্বন কোত্তো। কিন্তু সেই আদরই আমার কাল হোয়ে উঠলো; তাদের মন আমার রূপের আগুনে গোলে গেল, কাকার অভীষ্ট সিদ্ধ হবার যো হোলো; তিনি সাধ কোরে আমাকে ডেকে নিয়ে যেতেন; কিম্বা মুক্তারাম বাবু স্বয়ং এলে আমাকে ডেকে আদর কর্‌বার জন্যে বাটীর ভিতর হইতে ডাকিয়া পাঠাইতেন! আমি চিরকাল পাগ্‌লী ছিলাম, কখন মুক্তারাম বাবুর, মনের কথা কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। তিনি রোজ আসিতেন; রোজ প্রত্যাগমন করিতেন, ছোট পিসি যাইয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিত, কি কথা কহিত, কি পরামর্শ করিত, তাহা পরমেশ্বর জানেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। ক্রমে আমি যৌবন পদবীতে আরোহণ করিলাম; আমি তখন লজ্জায় তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতাম না, কিন্তু মুক্তারাম বাবু আমাকে প্রতিদিন না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না, কোন না কোন কৌশলে তিনি আমার সহিত সাক্ষাত করিতেন, আমি বুঝিতে পারিলাম, যে তিনি আমাকে মজাইতে চেষ্টা করিতেছেন; আমি তখন ঘরে এক পা দুয়ারে এক পা দিলাম, মুক্তারাম বাবুর ভাবের ভাবুক হইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলাম। দুই এক দিন এই প্রকার ভাবিতেছি, এমন সময়ে ছোট পিসি আসিয়া আমার মনের মতন কথা কহিল। আমি তাহাকে পাইয়া এবং তাহার কথায় মন ভিজাইয়া অন্তরের কথা কহিয়া সুখী হইতে লাগিলাম, সে আমার মনকে অকূল সমুদ্রের মধ্যে সটল দেখিয়া মুক্তারাম বাবুর মনের অভিলাষ প্রকাশ করিল, আমি দিবা রাত্র তাহাই জপিতেছিলাম, মনের মতন লোক পাইয়া তাঁহার কথায় সম্মতা হইলাম, দুদিন এক দিন আমি—আমি—পাপীষ্ঠা আমি—! ভাই! মনের কথা গোপন কোচ্চিনি, খুলে বোল্‌চি,—সন্দেহ কোরো না,—আমাকে ঘৃণা কোরো না। দুদিন একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, তিনি আমাকে মন দিলেন, আমি অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিলাম; হৃদয়ে রাখিলাম না। কারণ যখন আমি মন দিব বলিয়া তাঁহার নিকটে যাইতাম, তখন আমার পশ্চাতে কে যেন আস্তে আস্তে যাইয়া আমার কেশ ধরিয়া টানিত; আমি তাহাতে ভয় পাইতাম।

মুক্তারাম বাবু এক দিন রাত্রে আমাকে একলা পেয়ে ১০০০ টাকা দিয়ে বোল্লেন; "অনঙ্গ! আর কত দিন পুড়বো।" আমি সেই দিন তাঁহার কথায় অর্দ্ধ সম্মতা হোলেম; তার পর দিন আমার স্বামী আমাকে দেখিতে আসিল, আমি যে দিন মুক্তারাম—মু—ক্তারাম—ওঃ—তার মুখ দেখিয়া প্রাণ দিতে যাবো যাবো ভাবিয়া ছিলাম, সেই দিন স্বামীর উপরে ঘৃণা হইয়াছিল; আমি তাঁহাকে ভাল করিয়া সম্বোধন না করাতে তিনি আমাকে তাঁহার স্ববাটীতে লইয়া যাইতে অভিলাষ প্রকাশ করেন;—মুক্তারাম, বাবুকে আমি সে কথা বলিলাম, কাকা সে কথা শুনিলেন; কাকাতে মুক্তা-রাম বাবুতে গোপনে কি পরামর্শ হইত তাহা আমি জানিতে পারিতাম না, পরে দুই দিন পরে শুনিলাম আমার স্বামী পাগল হইয়া বিবাগী হই-য়াছেন। ছোট পিসি সব খবর রাখিত, সে আমাকে যে দিন সেই কথা জানাইল আমি মনে মনে—আমি—মনে—মনে। "——" —এ।"

এই কথা বলিতে বলিতে অনঙ্গ মোহিনী স্বীয়াকপালে—চাপড়াইয়া বলিল;—

"ভাই—আমি মনে—মনে পাপ পথে অনেক সুখ ভাবিয়া নিষ্কণ্টকে সেই পথের পথিক হইতে পারিব বলিয়া খুসী হইলাম। আমার হাতে টাকা দেখিয়া যশোদা দাসী আমার—সমভিব্যাহারী হইল; পূজার সময় এক দিন যাত্রা শুনিতে শুনিতে সুরেন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম, তখন আমার মন এত দূর চঞ্চল হইয়াছিল যে, সুরেন্দ্রের মূর্ত্তিতে মজিলাম, সুরেন্দ্রও কি ভাবিয়া আমাকে দেখিয়াছিল, সেও আমাকে দেখিয়া মজিয়া গেল।

যশোদা দাসী—নানা কথায় আমার মন ভুলাইতে ভুলাইতে এক দিন সুরেন্দ্রের—কথা পাড়িল;—আমি সুরেন্দ্রের নাম শুনিয়া যশোদাকে আন্ত-রিক ভাল বাসিলাম, যশোদা বিশেষ লোভ করিয়া, এক দিন সন্ধ্যার —পর—আমি শয়ন গৃহে বিদ্যা-সুন্দর পড়িতেছি এমন সময়ে—সুরেন্দ্রকে আমার সম্মুখে আনয়ন করিল; আমি বিদ্যা-সুন্দরের প্রথম আলাপ পড়ি-তেছিলাম, যখন সুরেন্দ্র লজ্জাবনত কান্তিতে আমার সম্মুখে দাঁড়াইল, সে দৃশ্য—আমার চক্ষে, সেই বিদ্যা-সুন্দরের চরিত্রের ন্যায় বোধ হইল, আমি,—আমি আহ্লাদে মত্ত হইয়া লজ্জাচ্ছায়া মণ্ডিত হইয়া নব সুখে

ভাসিতে লাগিলাম ; সুরেন্দ্র আমার দক্ষিণ দিকে আসিয়া উপবেশন করিল। যখন সুরেন্দ্র আমার গায়ে হস্ত প্রদান করিল, তখন আমার বোধ হইল সুরেন্দ্রের হস্তে আগুন আছে, যে স্থান—স্পর্শ—করিল—সেই স্থানটী যেন পুড়িয়া গেল আমি চমকিত হইলাম ; সে দিন ভয়ে পলায়ন করিলাম। সেই দিন হইতে আমার দুই হস্ত দুই দিকে আবদ্ধ হইল, এক দিকে সুরেন্দ্র আর এক দিকে মুক্তারাম ; কিন্তু মনে ইচ্ছা হয় উভয়কেই আমার মন প্রদান করি, যখন প্রদান করিতে যাই, সেই সময়ে আমার শরীরস্থ সপ্ত দ্বার অবরুদ্ধ হয়, আমি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান করি। এইরূপ রোজ মন দিব দিব ভাবি, আবার দিতে যাইয়া প্রস্থান করি। ছোট পিসি আমার পথ প্রদর্শিনী—হইলেন ; তিনি আমাকে সমস্ত বিষয়ে—প্রলোভন দেখাইতেন। কাকা মনের কথা পিসির সাক্ষাতে প্রকাশ করিতেন, তাঁহার ইচ্ছা হইল আমার সহিত আলাপ করেন, তিনি আর মনাগুণে—না পুড়িতে পারিয়া উপযুক্ত অবসর খুঁজিতে লাগিলেন, আমি যা করি কেহই আমাকে—সাবধান করে না। এক দিন আমি মুক্তারাম বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব মনে করিতেছি—এমন সময়ে যশোদা আমাকে মুক্তারাম বাবুর আগমন বার্ত্তা প্রকাশ করিল, আমি মন মত ধন দেখিতে যাইব ভাবিয়া তাড়াতাড়ি যেমন বৈঠকখানায় যাইলাম অমনি যশোদা দরজা—বন্ধ করিল ;—চাহিয়া দেখিলাম—'কাকা', আমি কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেলেম ; কাকা আমাকে—ধোরে—কোলে কোরে বোল্লেন "অনঙ্গ! আমি তোমাকে কিছু বলিব না—ভয় কি, আমি—অনঙ্গ—বাণে জর্জ্জরিত হইয়া তোমাকে কোলে করি নাই ; তুমি আমাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর—করিবে, তুমি আমার কুল লক্ষ্মী—; সেই জন্যেই তোমাকে আমি কোলে করিতেছি। আমি কিন্তু তোমার—রূপে বিমোহিত হই নাই—তোমার—বুদ্ধিতে—বিমোহিত হইয়াছি। মনের—কথা—ক্রমে—বোল্‌বো, তুমি কি আমার—কথা—রাখ্‌বে ;—" আমি বোল্লেম কেন রাখ্‌বো না ;—কাকার প্রশ্রয় পাইয়া সেচ্ছাচারিণী হইলাম—কিন্তু কোন দূষিত কার্য্য করিলাম না ; তার—পর যে সমস্ত কার্য্য ঘটিল, তাহা এই পত্র সম্বন্ধে বিশেষ রূপে লিখিত—আছে—। ভাই! যে দিন—শুনিলাম

ছোট—কাকীর উপরে কাকার হাত পড়িয়াছে সেই দিন আমি সর্ব্বনাশী রূপে সংসার—ধ্বংশ—করিতে—উদ্যতা হইলাম! ভাই! ছোট—ছোট কাকী—যার নাম শুন্‌লে আমি পবিত্রময়ী—হই—যার পবিত্র উপদেশে আমি স্বামী—বিরহ বুঝিতে পারিয়াছি, যার পবিত্র উপদেশে হৃদয়ের পাপকে দূরীভূত করিয়াছি; সেই ছোট কাকীর প্রতি হস্তক্ষেপ; আমি যে দিন যে দিন——আরনা—আমি চল্লেম—কাকার কথা ক্রমে বোল্‌বো, আমি চোল্লেম—আর আমি এখন বোল্‌বো না। ভাই তুমি বোসো আমি যা যা কোরেচি প্রায় সমস্তই তুমি দেখেচো তাতে আমার দোষ নাই—তাতে আমার পাপ নাই। আমি—আমি—যে—" এই সব কথা বলিতে বলিতে অনঙ্গমোহিনী বিদ্যুৎ বেগে প্রস্থান করিল, আমি শূন্যময় দেখিতে দেখিতে বসিয়া রহিলাম, মনে কি ভয়ানক ভাবের উদয় হইল, অনঙ্গের ইতিহাস আমার হৃদয়ে—জাগিতে লাগিল—অনঙ্গকে স্থির সৌদামিনী—ভাবিয়া, অচৈতন্য ——হইয়া রহিলাম।

——oo——

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মুক্তারাম বাবু।

মরিচীমালী তপন রাজ হাস্‌তে হাস্‌তে জগতের মজা দেখ্‌তে দেখ্‌তে পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িলেন; পাখী পক্ষী শাখীর শাখায় আশ্রয় লইতে লাগিল, প্রদোষ দেবী হাসিতে হাসিতে বঙ্গ রঙ্গাঙ্গনে দেখা দিলেন। কামুকের কাম, বিলাসীর বিলাস জাগিয়া উঠিল; যাহার যাহা মনোভিলাষ সে সেই সময়কে উপযুক্ত ভাবিয়া সেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিল। ভূমি কম্পিত করিয়া একখানি গাড়ি আসিয়া অবতার বাবুর বাটীর দরজায় লাগিল বলিয়া বোধ হইল। একজন লোক ক্ষণ পরে উপরে মস্‌ মস্‌ করিয়া আসিয়াই আমার—পার্শ্বের গৃহে প্রবেশ করিল আমি মনে ভাবিলাম অবতার বাবু পুলিষ থেকে ফিরে এলেন, আমি গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব বলিয়া যেমন ঘরের বাহিরে গিয়াছি;—অমনি, দেখিলাম; একটী অপূর্ব্ব মুর্ত্তি পার্শ্বস্থ বৈটকখানার দ্বারে দণ্ডায়মান; যশোদা দাসী তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া কি কথা কহিতেছে। বাবুটীকে দেখিতে জগতে যত দূর কৃষ্ণবর্ণ আছে তাহাপেক্ষাও কৃষ্ণ—, আমার বোধ হয় সুন্দরী কামিনীর চুল যদি কাল না হইলে সুখ্যাতির স্থল হইত তাহা হইলে আমি সুন্দরীর কেশদামের সহিত তুলনা দিতে পারিতাম না, মস্তকে মোগলাই তাজ তাজের চতুষ্পার্শ্বে—বড় বড় কেশের গুচ্ছ বাহির হইয়া পড়িয়াছে; নাসিকা মধ্যমাকারে অবস্থিত, চক্ষু কোঠরাশ্রিত, গোঁপ নাই, বাবুটী নিজে সুশ্রী সম্পন্ন হইবেন বলিয়া তাহাকে কামাইয়াছেন। সর্ব্বাঙ্গ পোষাকে ঢাকা; কিন্‌খাপের চোকা, ইজার পেণ্টুলানে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত; বুকে হীরকমণ্ডিত ঘড়ির চেন অধোলম্বিত। বাবুটী হাসিতে হাসিতে যশোদাকে বলিলেন, "অনঙ্গ কোথায়? আমি এসেছি এ কথা

তাঁকে বোলেচো ?" এ কথাটী শেষ করিয়াই—একটু মুচ্‌কে হাসিয়া স্বীয় বক্ষস্থ ঘড়ির চেনের উপরে দৃষ্টি নিপাতিত করিলেন। ভাবে বোধ হইল তিনি নব প্রমোদে উন্মত্ত হইবার—কারন উপযুক্ত বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়াছেন কি না তাহাই দেখিতেছেন, ক্রমে ঘড়িটীর উপর হইতে নজর ফিরাইয়া স্বীয়—কিন্‌খাপের চাপকানের উপরে ফেলিলেন ; তাহাতে বোধ হইল, তিনি কিন্‌খাপের চাপকান পরিধান করিয়া—দেখিতে কেমন সুন্দর—হইয়াছেন তাহাই দেখিতেছেন। বাবুটী—কিয়ৎক্ষণ কিন্‌খাপের—চাপ কানের—উপরে—চাহিয়া তাহার উপরে বীত—দৃষ্টি হইয়া পায়ের জুতার উপরে চাহিলেন, ভাবে বোধ হইল তিনি মনোহর বেশে সাজিয়াছেন কিনা তাহাই দেখিতেছেন। এই ভাবে বাবুটী কত কি ভাবিতেছেন, যশোদা তাঁহার—ভাব ভঙ্গী দেখিতেছিল ; পরে তাহার চমক হইলে বলিল ;—বাবু ! আপনার জন্যে পাগল হবার উপক্রম হইয়াছে।"

বাবুটী সেই কথা শ্রবণ মাত্রেই চমকিত হইয়া বলিলেন "সে কি ! অনঙ্গ !—অনঙ্গ—আমার পাগল—আমার জন্যে পাগল, তা তা দেখ যশোদা—তবে অনঙ্গ – আমায় ভাল বাসে !!"

যশোদা। মশাই। সে কথা আবার বল্‌তে ; আপনাকে না দেখ্‌লে অনঙ্গ আলোকে অন্ধকার দেখে—মিষ্টিকে উচ্ছে বলে।

ভালবাসা ! তোমার মুখে ছাই ; দেখো—তোমার কি অপূর্ব্ব কৌশলই এ জগতে বিরাজমান রহিয়াছে ; তোমার মায়ায়—মুগ্ধ হইয়া কোন জীব এ জগতে—অসুখী আছে প্রেমের সহিত তোমার—প্রণয় ! তুমি অপ্রেমিক হউক আর সুপ্রেমিক হউক সকলকেই মুগ্ধ কর !!

আজ—নূতন ছবি !! ভালবাসার নূতন ছবি, সম্মুখস্থিত বাবুটী হাসিতে হাসিতে যশোদার কথা শুনিতেছিলেন, শুনিতে শুনিতে অবাক হইয়া বলিলেন ;—যশোদা ! বলিস্ কি, অনঙ্গ আমায় না দেখ্‌লে আলোকে অন্ধকার বোধ করে।"

যশোদা। মুক্তারাম বাবু !! বোল্‌বো কি ! এক দিন অনঙ্গ ঘুমুচ্ছিলো ; আমি তাঁর ঘরে গেছ্‌লেম ; গিয়ে দেখি, ঘুমুতে ঘুমুতে স্বপ্ন দেখে আপনার নাম ধরে বোল্‌ছে—"ছি ! আর তুমি আমাকে দেখা দিলে না—আচ্ছা আমায়

কাঁদিয়ে তোমার সুখ কি?" আরো কত কি বিড় বিড় কোরে বোল্‌লে—আমি বুঝতে পাল্লেম না; যা হোক অনঙ্গ আপনার জন্যে পাগল হয়েছে।

এই কয়েকটী কথা শুনে বাবুটী চমকাইলেন। যশোদা, বাবুর নাম উল্লেখ করিয়া বলিল "মুক্তারাম বাবু!" আমি মুক্তারামের নাম অনঙ্গ মোহিনীর কাছে বার বার শুনিয়াছিল্যম। ইনিই মুক্তারাম বাবু!

মুক্তারাম বাবু যশোদার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া পকেট থেকে দশটী টাকা বাহির করিয়া হাস্‌তে হাস্‌তে যশোদার হাতে দিয়ে বোল্লেন।—"যশোদা! এই তোমার পারিতোষিক। যশোদা! তুমি আমাকে যে সংবাদ দিলে, তার পুরস্কারের মূল্য নাই—তাহা অমূল্য, তথাপি—"বলিয়া মুক্তারাম বাবু সম্মুখে একবার চাহিয়া ঘরের ভিতরে গিয়া বসিলেন। আমি মনে করিলাম, কে আসিতেছে, আমি অমনি ঘরের ভিতরে আসিয়া দরজা অবরোধ করিয়া বসিলাম। বসিতে ইচ্ছা হইল না, পুনরায় উঠিলাম, দরজার মধ্যবর্ত্তি ছিদ্র দিয়া দেখিতে লাগিলাম।

দেখিতে দেখিতে প্রদোষ সময় উত্তীর্ণ হইয়া নিশা [illegible] গগণ পথ হইতে অবতীর্ণা হইয়া ভূমণ্ডলকে খিল্‌ খিল্‌ হাস্যে পরিণত করিয়া ফেলিল। ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করত কুজ্‌ঝটীকা দেবী বায়ু প্রদেশ স্বসৈন্যে পরিপূর্ণ করিয়া শীতের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। আমি গায়ে বস্ত্র দিয়া স্থির চক্ষে আগন্তুকের প্রত্যাশায় রহিলাম, যশোদা দাসী মুক্তারাম বাবুকে বসিতে বলিয়া আমার ঘরের সম্মুখ দিয়া বাটীর মধ্যে যাইল। অবতার বাবুর বাটীটি বৃহৎ, কিন্তু লোক জনের মধ্যে চামচিকা আর টিক্‌টিকি, বাহির মহলে দরওয়ান নেসায় ভোঁ হোয়ে বোসে আছে, চাকরেরা বাবুর হাত ধরা, সন্ধ্যা হোলেই বাসায় গিয়ে ঘুমোয়, তা না হোলে, উপস্থিত প্রকার কার্য্যে নানা বাধা উপস্থিত হয়, বাহির বাটীতে দরজায় একটী মিট্‌ মিট্‌ কোরে আলো জ্বোল্‌ছে, তদ্ভিন্ন আলোর সহিত সম্পর্ক নাই। স্থির চক্ষে কে যায় কে না যায় তাহার গতি স্থির রাখিতে লাগিলাম, দেখিতে দেখিতে একটী ফুস্‌ ফুস্‌ শব্দ শ্রুতি গোচর হইল। যে ঘরে ইতি পূর্ব্বে সুরেন্দ্র—অনঙ্গ—মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম সেই ঘর হইতে সেই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। আমি চমকাইয়া পূর্ব্বে যে ভাবে অনঙ্গ—সুরেন্দ্রের পরামর্শ শুনিতাম, সেই ভাবে

শুনিতে গেলেম ; যাইয়া দেখি, বজ্র ও বিদ্যুৎ একত্রে দাঁড়াইয়া—মত্ত হস্তী ও পদ্ম এক স্থানে সাজিয়া রহিয়াছে। কি ভীষণ ঘটনাই হইবে—"অবতার বাবু ও অনঙ্গ-মোহিনী দণ্ডায়মানা।' উভয়ে কি পরামর্শ হইতেছিল, অবতার বাবু অনঙ্গ-মোহিনীর হস্ত ধরিয়া কি বলিতে ছিল, অনঙ্গ অবতার বাবুর কথা গুলি হৃদয়ঙ্গম করিবার কারণ অবতার বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। অনেক চেষ্টা করতঃ শুনিলাম ;—অবতার বাবু—বলিলেন "অনঙ্গ!——"

অন। কি ?

অব। আমার কথা রাখবে !!

অন। কেন রাখবো না।

অব। দেখো অনঙ্গ! তুমি আমার কুললক্ষ্মী, তোমাকে আমি আর কি বোল্‌বো।

অন। বলনা কাকা, বলনা—তোমার কি কোত্তে হ'বে।

অব আমার আর—কিছুই—না, কেবল যা বোলেছি"——

যা বোলেছি ;—বলিয়া অবতার বাবু—অবনত মুখে—ভূতলে দৃষ্টিপাত করিলেন, ভাবে বোধ হইল কোন গুরুতর কার্য্য করিবেন তাহার উদ্যোগ করিতেছেন ; কামিনী অবতার বাবুকে অধোমুখে থাকিতে দেখিয়া বলিল ;——

"কাকা! আপনার ভাবনা কি, আপনাকে শিখাইতে হবে কেন, আমি যে কৌশলে ওঁকে মজাইব, তাতে আপনাকে কোন কষ্ট পাইতে হইবে না, তবে সময়ের অপেক্ষা, একেবারে এ সব কাজ সংসাধিত হওয়া বড় দুষ্কর, আপনি আমার পশ্চাতে থাকুন, আর দেখুন, আমি ওঁর কি নাকাল না করি ; মিন্সে যেমন আমাকে অসৎপথে লইয়া আমোদ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তেমনি কাকা—আপনি দেখ্‌বেন, আমি যদি অপর পুরুষের সহবাস না করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার কথা সত্য হইবেই হইবে ; আমি মুক্তারাম বাবুর ভগ্নীকে লইয়া আপনার বামভাগ সুশোভিত করিব, আর মুক্তারাম বাবুর তো কষ্টের সীমা থাকিবেই না। আর আপনাকে কিছু করিতে হইবে না ;

আমি যে দিন যা বলিব, আপনি সেই দিন তাহার যোগাড় করিয়া দেবেন; যেমন অন্তঃশীলে ফাল্গু নদী প্রবাহিত হয়, তেমনি আপনি আমার মনের মধ্য দিয়া অন্তঃশীলে বহমান থাকুন, আপনার কোন ভাবনা থাকিবে না; আমি আপনার সহায় থাক্‌লে কার সাধ্য আপনাকে পারে, আর দেখুন্ মুক্তারাম—মুক্তারাম—যে মুক্তারামের কৌশলে ওঃ—না থাক; কি বোল্‌তে কি বোলছিলেম; আর সে কথায় কাজ নেই—

উভয়ে উভয়ের মনোভাব প্রকাশে উন্মত্ত থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত কথার শেষ হইতে না হইতেই যশোদা দাসী তথায় প্রবেশ করিল, আমি পরম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দেখিতে লাগিলাম :—

যশোদা কহিল। ঠাক্‌রুণ!

অন। কি?

যশো। মিন্সের—হা—হা—হা—মিন্সের—হা—হা—হা—যশোদা মনের ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিল। তাহার হাসি থামে না, যত বার সে মনোভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে ততবারই হাসিয়া ফেলে, ভয়ানক হাসি।

পরে সামলাইয়া বলিল :—

ঠাক্‌রুণ—আর যে তার ধৈর্য্য হয় না, মিন্সে অধৈর্য্য হয়েচে। আমাকে তুমি যেমন শিখিয়ে দিয়ে ছিলে, আমি ঠিক সেই রকম কথাবার্ত্তা বলিয়াছি—মিন্সে তাই না শুনে তোমার ভালবাসায় হাবুডুবু খাচ্চে—এসো, আর দেরি কোরো না, অনেক ক্ষণ এসেচে।

অব। আমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক, তোকে সুখী কোর্‌বো; যাতে তুই সুখী হোস্ তাই কোরবো; দেখ, তুই আমার অনঙ্গের পশ্চাতে থাকিয়া যাহাতে আমার মনোভিলাষ অতি ত্বরায় সুসিদ্ধ হয়, সেই কাজ কোরিস্।

যশো। বাবু মশাই! আপনার ও সব কথা বলা সাজে না, আমি যা কোর্‌বো, তা তো আপনার সামনেই কোর্‌বো, যাতে কোরে হয় সুবিদে কোরে দেবেন।

যশোদা নিস্তব্ধ হইলে অবতার বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যশোদা!

সে কথা তোকে কি বোল্‌বো, তোরাই আমার সর্ব্বস্ব, তবে আর বিলম্ব কেন?”

যশো। ঠাক্‌রুণ আর বিলম্ব কোর্‌বেন না আসুন, কালবিলম্বে প্রয়োজন কি,—শুভকার্য্যে বিলম্ব করা বিধি নয়।

অনঙ্গমোহিনী মনোমোহিনীবেশে বিভূষিতা ছিলেন, আর একবার স্বীয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গে চাহিয়া দেখিলেন,—দেখিলেন কি? ভাবে বোধ হইল, নিজের ভাবভঙ্গী—সেই ভাবভঙ্গীতে মুক্তারাম বাবুর সর্ব্বনাশ করিতে পারিবেন কি না?

অনঙ্গমোহিনী মোহিনী বেশে; যশোদাকে সমভিব্যাহারিণী করিতে২ মৃদু মৃদু হাস্যে—অবতার বাবুর আনন্দবর্দ্ধিনী হইয়া গজেন্দ্র গমনে গৃহের বাহির হইলেন। তাঁহার ভাব ভঙ্গিতে গভীর অন্ধকার তফাৎ হইয়া যাইতে লাগিল। আমি তাড়াতাড়ি সেই বৈঠকখানার দিকে আমার গৃহের যে জানালা ছিল তাহাতে গেলেম; যাইয়া অভ্যন্তরস্থ ব্যাপার দেখিতে চেষ্টা করিলাম।

অপূর্ব্ব লীলা, মুক্তারাম বাবুর অপূর্ব্ব লীলা!! মুক্তারাম বাবু—ভালবাসাকে হৃদয়ে পূজা করিয়া মজিয়া ছিলেন। মুক্তারাম বাবু—বৈঠকখানার দক্ষিণ ধারস্থ এক খানি কোচে হেলান দিয়া শুইয়া ছিলেন, মনে মনে অনন্ত সুখের বিষয় ভাবিতেছেন, কিন্তু যে সুখকে তিনি এখন—পরম সুখ বলিয়া আগ্রহ সহকারে সেবা করিতেছেন, বারান্তরে তাহা যে কালকুট রূপে পরিণত হইবে তাহা তিনি বুঝেন নাই—একবার মনেও ভাবিলেন না।

মুক্তারাম বাবু অতুল সুখের আশাকে মনে স্থান দিয়া, তাঁহার তেজকে সহ্য করিতে না পারিয়া, একবার দরজার প্রতি চাহিলেন,—চাহিয়া আবার নিজের পোষাকের প্রতি চাহিলেন, ভাবে বোধ হইল, তিনি একবার মনে করিতেছেন, যে ঐ অনঙ্গমোহিনী তাঁহাকে মোহিত করণার্থে আসিতেছে, আর একবার ভাবিতেছেন, তাঁহার সে বেশ দেখিয়া অনঙ্গমোহিনী মোহিতা হইবে কি না? বার বার তিনি এই ভাবে দেখিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার আশা ফলবতী হইল, অনঙ্গমোহিনী

অনঙ্গ মোহিনী মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইল, যেমন অনঙ্গ-মোহিনী গজেন্দ্রগমনে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল, অমনি মুক্তারাম বাবু স্বর্গে, কি মর্ত্ত্যে যাইবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, তড়াক্ করিয়া দাঁড়াইলেন, পার্শ্বস্থ একখানি চেয়ার টানিয়া তাঁহার সম্মুখে আনিয়া স্মিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

অনঙ্গমোহিনীর অনঙ্গমোহনীয়বেশে মুক্তারাম বাবু মোহিত হইলেন। তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে পদাঙ্গুষ্ঠ অবধি কায়মনে স্থিরদৃষ্টে অনঙ্গের প্রতি চাহিয়া রহিল, তিনি স্মিতমুখে বলিলেন;—

"অনঙ্গ—আর কত দিন পুড়বো!"

অন। কই তোমার গায়ে তো আগুণ লাগে নাই?

মুক্তা। দেখাবার হোলে দেখাতেম।

অন। আমাকে ও কথা বোলো না।

মু। সেকি অনঙ্গ, তোমার মুখে ও কথা শোভা পায় না।

অ। নিজের মনে ভেবে দেখ।

মু। কি ভাব্বো।

অ। আমি পুড়চি কি—তুমি পুড়চো!—

অনঙ্গমোহিনী এই কথা বলিয়া কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ করিয়া পদাঙ্গুষ্ঠের প্রতি দৃষ্টি নিপাতিত করিল; মুক্তারাম বাবুর বক্ষে বজ্রাঘাত পতিত হইল। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম—পুস্তকেও পাঠ করিয়া ছিলাম, প্রণয়ের আধারের অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ হইলে প্রণয়ীর মনে তাহাতে বজ্রাঘাৎ বলিয়া বোধ হয়। আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। অনঙ্গমোহিনী নিম্নমুখী হইলে মুক্তারাম হতাশ হইয়া অনঙ্গমোহিনীর হস্ত ধরিয়া বলিলেন;—

"অনঙ্গ! আমার অপরাধ!"

অন। তোমার আবার অপরাধ! আমার সমস্তই কপালের অপধার;—ভাই! তুমি আমাকে কেন পোড়াও; আমি—"

আমি বলিয়া অনঙ্গ—কটাক্ষ বাণের সহিত মুক্তারাম বাবুর প্রতি এক বার কটাক্ষ করিল, সেই কটাক্ষ বাণ—মুক্তারাম বাবুর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মতালু ভেদ করিয়া ফেলিল; মুক্তারাম বাবু হতচেতন হইয়া

এক দৃষ্টে অনঙ্গ-মোহিনীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অনঙ্গ সেই ভাবে কতক্ষণ থাকিয়া মুক্তারাম বাবু'ক জিজ্ঞাসা করিল;——

"তোমার মনে শেষে কি এই ছিল?"

মুক্তা। অনঙ্গ! অনঙ্গ!! তোমার নাম আমি যতবার উচ্চারণ করি, ততবারই আমাকে মধুর বলিবা বোধ হয়। অনঙ্গ। তুমি কি আমার?

অন। ভাই! তোমার ও সব আদর আমার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। ভাই! তুমি কি বোলেছিলে?

মুক্তারাম বাবু চমকাইয়া উঠিলেন; নিজের পকেটে হাত দিয়া এক ছড়া মুক্তার মালা বাহির করিয়া বলিলেন। "অনঙ্গ—লোকে—ফুলের মালা গলায় দিয়ে সামাজিক বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়, আজ আমি মুক্তার মালা পরিবর্ত্তন কোরে—গান্ধর্ব্ব বিবাহে আবদ্ধ হইব। অনঙ্গ—বল—বল অনঙ্গ! তোমার মত কি আমি যা বলি তাতে কি তোমার অভিলাষ আছে।"

অনঙ্গ-মোহিনী কত কি ভাবিলেন; একবার যশোদার প্রতি—চাহিলেন, যশোদা সাক্ষী হইল; সে অগ্রসর হইয়া মুক্তারাম বাবুকে কহিল "মশাই! আমার কথা কেমন ঠিক দেখেচেন; অনঙ্গ ঠাকুরুণ্ আপনার জন্যে পাগল হোয়েচেন।"

মুক্তারাম বাবু যশোদার কথা শুনিয়া অনঙ্গের হস্ত ধরিয়া, পবিত্র ইচ্ছায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনঙ্গ! আমি মনে করিতাম, তোমার রূপাগুণে আমিই পুড়িয়া মরিয়াছি, তুমিও কি আমার সহিত মরিয়াছ।"

অনঙ্গ বড় বুদ্ধিমতী, সে উপযুক্ত অবসর ভাবিয়া করুণস্বরে কহিল, "ভাই! শৃগালের বুদ্ধি—চতুরের বুদ্ধি—আর নিশাচরের বুদ্ধি সমস্তই সমান; আর তোমার বুদ্ধিও———"

এই কথা বলিয়া অনঙ্গমোহিনী চুপ করিয়া গেল। যশোদা দাসী সরিয়া গেল, মুক্তারাম বাবু অনঙ্গের কৌশল বুঝিতে না পারিয়া তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে বামপাশে বসিতে বলিলেন। মুক্তারাম বাবু ভালবাসায় অন্ধ হইয়াছিলেন, অনঙ্গ যে তাঁহার বামপার্শ্বে বসিয়া সর্ব্বনাশ করিবে, সে ভাবনা তিনি একবারও ভাবেন নাই।

অনঙ্গমোহিনী মুক্তারাম বাবুর বামপার্শ্ব শোভা করিয়া বসিল, মুক্তা-

রাম বাবু কালমেঘ, অনঙ্গ তাহাতে সৌদামিনী খেলিতে লাগিল; মুক্তারাম বাবু বসন্তের কোকিল,—আম্রশাখায় বসিলেন, অনঙ্গমোহিনী মুকুল প্রায় হইয়া কোকিলের চারি ধার শোভা কবিল। অপূর্ব্ব দৃশ্য!—গরলতাময় অপূর্ব্ব দৃশ্য!!

অনঙ্গ মনে মনে কি উপায় স্থিব কবিল,—করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "ভাই! তোমাব মতন পোষাক পরিধান করিলে আমাকে কেমন দেখায়?"

মুক্তাবাম বাবু বলিলেন, কেন, পবিধান কোরে দেখ না কেমন দেখায়, আমি খুলে দিচ্চি।

অনঙ্গের অভিলাষ কতকটা সুসিদ্ধ হইল, সে হাসতে হাসতে বলিল, তবে আপনি কাপড় পরুন, আব আমাকে পোষাক দিন, আমি পোরে দেখি আমাকে কেমন দেখায়," প্রণয়ীব পক্ষে প্রণয়িনীকে সন্তুষ্ট কবিতে জীবন ও অতি তুচ্ছ, তা মুক্তাবাম বাবুর পোষাক:" মুক্তাবাম বাবু একে একে সেই বহু মূল্য সমস্ত পোষাক খুলিয়া অনঙ্গের [illegible] দিলেন, অনঙ্গ সমস্ত পাইয়া হবষিতান্তঃকবণে মুক্তারাম বাবুকে সেই সমস্ত পরাইয়া দিতে বলিল, মুক্তারাম বাবু পবাইয়া দিলেন। পোষাক পরিধান শেষ হইলে অনঙ্গ মুক্তারাম বাবুব ঘড়িব চেন, হাতের আংটী লইয়া যথা স্থানে সন্নিবেশন কবিল, পবে মস্তকে মোগলাই তাজ পবিয়া বলিল "আমাকে বেশ দেখাচ্চে, আমি কি এ গুলি নিতে পাবি?"

মুক্তাবাম বাবু অনঙ্গের সেই কৌশল দর্পিত কথা শুনিয়া শূন্যমনে বসিয়া রহিলেন। মনে ভাবিলেন, অনঙ্গ কি মায়াবিনী না কুহকিনী? না—না, সবলা যুবতী:—

——00——



গলরজ্জু—সুরেন্দ্র।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মনের কথা।

বিগত বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে রাত্রি ৯টা বাজিল, শীত কালের রাত্রি অল্পেতেই গম্ভীরা হয়।

যখন তপন ছিল, তখন কুমুদিনী ম্লানমুখে এক পাশে বসিয়া বিরহ সহ্য করিয়াছিল, যখন তপন অস্তোন্মুখ হইয়া অস্তাচলগামী হইল, তখন কুমুদিনী মস্তক উত্তোলন করিয়া চারিদিকে চাহিয়াছিল; যখন তপন অস্তগিরিতে আরোহণ করিল, তখন কুমুদিনী হাস্তে হাস্তে জানালায় গিয়ে মনকে আশা রসে সিক্ত করিয়াছিল। চন্দ্র, সূর্য্যের সম্মুখ-লজ্জায় কুমুদিনীর বিরহ অতি কষ্টে সমস্ত দিন সহ্য করিয়াছিলেন, তিনি মনের দুঃখে বুক ফাটাইয়া অন্ধকার ঘরে বসিয়াছিলেন, যখন দেখিলেন তপন অস্তাচলে প্রস্থান করিল, সেই সময়ে পথে ঘাটে কোন্ তিথি তাঁহার অনুসরণ করিতেছে, তাহাই দেখিলেন, অমাবস্যা মহা কুটীল, সে চন্দ্রকে ছাড়িতে চায় না, চন্দ্র কুমুদিনীর জন্য কাতর, তিনি এক পা এক পা করিয়া লুক্কায়িতভাবে বেড়াইয়া দেখিলেন, যে অমাবস্যার অষ্টম প্রহরী তাঁহার গমনপথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মনে ভাবিলেন, পথে বেরুলেই দুষ্ট লোকে তাঁহাকে আক্রমণ করিবে, কি করেন ঘরে গিয়া প্রদোষিনীকে চুপি চুপি ডাকাইয়া বলিলেন "প্রদোষিনী তুমি—প্রাণপ্রেয়সী কুমুদিনীর কানে কানে এই কথা বোলে এসো যে, আমি অমাবস্যার অষ্টম প্রহরী কর্তৃক আক্রান্ত হইবার ভয়ে যাইতে পারিলাম না, ঘোর নিশায় যাইব। প্রদোষিনী দূতী বেশে বাহির হইলেন।

এদিকে বিরহবিধুরা কুমুদিনী জানালায় দাঁড়াইয়া আশা পথ চাহিয়া ছিল, অধিক বিলম্ব দেখিয়া আলুলায়িতা বেশে; স্বহস্তে স্বজীবন নষ্ট করিয়া বিরহ যাতনার শেষ করিবে ভাবিয়া ভূশয্যায় শয়ন করত কপালে করাঘাত করিতেছিল; প্রদোষিনী হাসিতে হাসিতে তথায় প্রবেশান্তে কুমুদিনীর এই অবস্থা দেখিয়া, তাহাকে অনেক প্রবোধ দিলেন, তাহাতে সে প্রবুদ্ধ না হওয়াতে তিনি তাঁহার শুশ্রূষার কারণ, পাড়ার পাঁচ জন লোক ডাকুলেন; মন্দ পবন মৃদু হিল্লোলে তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিল; গগণ পট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশিরে বিশুদ্ধভাবে তাঁহার মুখে চোখে জল সিঞ্চন করিতে লাগিল; কোকিল বৃক্ষশাখায় লুক্কায়িত থাকিয়া কুহু কুহু শব্দে গান শুনাইতে লাগিল। কুমুদিনী স্নিগ্ধা হইল; কুমুদিনীকে স্নিগ্ধা দেখিয়া প্রদোষিণী তাহার কাণে২ তাহাকে বাসর সাজাইতে বলিয়া প্রস্থান করি-

লেন। কুমুদিনী নূতন বেশে আপনাকে সাজাইয়া নিকুঞ্জে নাথের অপেক্ষা করিতে লাগিল; নিকুঞ্জ কুমুদিনীর রূপে আলোকিত হইয়া উঠিল; এমন সময়ে চন্দ্রদেব উপযুক্ত সময় ভাবিয়া অল্পে অল্পে মুখ বাড়াইয়া আধুনিক ছোক্রার মতন কুমুদ কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন; কুয়াসা তিরস্করিণী হইয়া তাঁহাদের উভয়কে ঢাকিয়া রহিল। কুমুদে চন্দ্রে মিলন হইল!! অপূর্ব্ব সুখে পৃথিবী ভাসিতে লাগিল!!!

গম্ভীরা প্রকৃতি রজনী ভীমা মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মানা, যেন উগ্রচণ্ডা প্রভাবে সমগ্র জগতকে শাসন করিতেছেন, এমন সময়ে কে আসিয়া আমার গৃহের দরজায় হস্তক্ষেপণ করিল, আমি চমকাইয়া সভীত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে?"

উত্তর। আমি।

কণ্ঠের স্বর পরিচিত বলিয়া বোধ হইল; উঁকি মারিয়া দেখিলাম, হস্তক্ষেপণকারী—অবস্তার বাবু!!

আমি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলাম, তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনু তুমি কি চিন্তা করিতেছিলে. শীতের রাত্রি এ—খনো ঘুমোও নি যে? আমি মনে কোরে ছিলেম তুমি ঘুমিয়েচো।

আমি তাঁহার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলাম; সর্ব্বাঙ্গে একটী কাল পোষাক, অন্ধকারে দেখিলে হঠাৎ চিনিবার যো নাই। আমি প্রথমতঃ কথা কহিতে সাহসী হইলাম না, তৎপরে বলিলাম:—'কোন একটা কুচিন্তা আমার মনকে কাতর করিয়াছে, নিদ্রা আসিতেছে না,—আপনি যে এত রাত্রে এ বেশে:—"

আমি মনে করিলাম কিছু জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু পারিয়া উঠিলাম না, "এ বেশে" বলিবার পর কেমন জিহ্বা স্পন্দ হীন হইয়া আসিল, আর আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না।

আমার মনোভাব প্রকাশ হইতে না হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বোলছিলে তিনু! আজ আমার এ বেশ কেন? তোমায় বোলতে কি—তোমায় আমি সব বোলতে—তুমি যেখানে অনঙ্গের বিশ্বাস পাত্র, সেখানে তোমাকে বোলতে কি?—আমি আজ মহাসমরে প্রবৃত্ত হবো,

অতি ভয়ানক বিরোধ বাঁধিয়াছে, সেই বিরোধ—আজ কার্য্যে পরিণত হইবে। তোমায় তাহার সেনাপতি করিব, তুমি বুদ্ধি যুদ্ধের কৌশল জান কি?

আমি তাঁহার রূপক কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম "মহাশয় কিসের যুদ্ধ?"

অব। বুদ্ধির যুদ্ধ!

"কার সহিত।"

অব। অনঙ্গমোহিনীর সহিত।

"সে স্ত্রীলোক! আপনি পুরুষ!! তাঁহার সহিত যুদ্ধের কারণ?"

অব। তিনু তুমি অনঙ্গকে চিন্তে পার নি? অনঙ্গ নারী রূপে এ জগতীয় পুরুষ জাতীকে উপদেশ দিবার কারণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। অনঙ্গের ন্যায় বুদ্ধিমতী আর কেহ কি এ জগতে আছে। আমার জীবনে আমি যত দূর এ পৃথিবী দেখিলাম, যত দূর এ পৃথিবীতে কার্য্য করিলাম, তাহার কোন অংশেও অনঙ্গের ন্যায় স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলাম না। তিনু! অনঙ্গের সহিত আজ তুমুল সংগ্রাম বাধিবে, আমি পরাজিত হই তো কাল অবধি আমি কাপুরুষ হইয়া নারীর দাস হইব। আর অনঙ্গকে—বুদ্ধিমতী অনঙ্গকে যদি হারাইতে পারি, তাহা হইলে অনঙ্গকে কাল অবধি আমার দাসী করিয়া রাখিব। দেখ তিনু! আমি মনে করিলে সহস্র অনঙ্গকে পরাভূত করিতে পারি; কিন্তু পরমেশ্বর যে কি চাতুর্য্যে অনঙ্গ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না—! আমি সহস্র সহস্র সবৎস গাভী সম্মুখে ছেদন করাইয়াছি, সহস্র সহস্র শিশুর ক্রন্দন স্বকর্ণে শুনিয়াছি; সহস্র সহস্র গর্ভিনীর গর্ভ পাত করাইয়াছি; সহস্র সহস্র সতীর বলাৎকার করিয়াছি; তবে—প্রাণকে এত দূর কঠিন করিতে পারিয়াছি। আমার প্রাণ এত দূর কঠিন হইলেও যেই অনঙ্গকে সম্মুখে দেখি অমনি গলিয়া যাই। তিনু!—অনঙ্গের পরিচয় দিয়াছি—এক্ষণে তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব, অকুল সমুদ্রে ঝাঁপ দিব, তুমি আমার পশ্চাতে যাইবে, কেহ কোথাও থাকে কিনা তাহা দেখিয়া আমার সেনাপতির কার্য্য করিবে।

আমি অবতার বাবুর বিস্তৃত বক্তৃতা শুনিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বলিলাম,

"মহাশয় মনের কথা খুলে বলুন কি কত্তে হবে।"

অব। মনের কথা বোলবো, সে অতি ভয়ানক কথা! সে কথা যদি হৃদয়ে রাখতে পার, তা হোলে বলি!

"বলুন! তাওকি প্রকাশ কোত্তে পারি।

অব। তুমি সে কথা তোমার বক্ষকে দ্বিধা করিয়া তন্মধ্যে সংরক্ষণ করিতে পারবে?

"পারবো।"

অব। নিশ্চয় পারবে?

"পারবো।"

অব। দেখ আমার সঞ্জীবনী মন্ত্র তোমাকে শিখাইতেছি, যেন আমাকে নষ্ট করিও না।

"সে কি মহাশয়! আপনি সন্দিগ্ধ হন কেন? আমা হোতে আপনার কোন প্রকার বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা নাই।

অব। তবে শোন আমার মনের কথা বলি,—আমাকে দোষী মনে করো না, আমি যাকে বিশ্বাস করি, তার গোলাম হই! শোন, আমার চিরকাল ধনলিপ্সা আছে; আমি যখন ছেলেমানুষ ছিলেম, তখন বাবা আর আর ভাইদের বৈষয়িক কার্য্যে লাগাইতেন, আমোদ প্রমোদ করিতেন, আমাকে ভালও বাসিতেন না, টাকাও দিতেন না, তার পর আমার বিমাতার গর্ভে আমার কনিষ্ঠ জন্মাইলে বিমাতার পরামর্শে বাবা আরো আমাকে দুষ্ট দেখিয়া ভাল বাসিতেন না। বোল্তে কি আমি স্বভাবতঃ ক্রূর!! আমি কলে কৌশলে বাবার মৃত্যু সংঘটন করাইয়া বাঙ্গালা ইতিহাসে সিরাজুদ্দৌলার অনুকরণে নিষ্ঠুরতা শিক্ষা করণান্তর আর আর ভ্রাতাদের স্বর্গে পাঠাইয়া নিষ্কণ্টকে রাজভোগ করিতেছি, এমন সময়ে আমাকে বড় মানুষ দেখিয়া সহরের বড় লোকেরা আমাকে বদমাইস করবার জন্যে মিশতে লাগল, আমি মিশলেম, কিন্তু টাকার উপর আমার চিরকালই মায়া, পয়সা বৃদ্ধি করা বই খরচ করার দিকে যেতেম না, আমি নষ্ট না হইয়া তাহাদের নষ্ট করতঃ বিষয়ের বৃদ্ধি করিতে লাগিলাম, বড়মানুষদের মধ্যে বোকা পেয়েছিলেম পাথুরেঘাটার

রাঙা বাবু, আর সিম্‌লের পার্ব্বতীনাথ বাবু আর সেয়ানার মধ্যে যোড়াসাঁকোর কৃষ্ণ ঠাকুর, নাপ্‌তেবাজারের অম্বিকানন্দন বাবু, সভাবাজারের প্যারীমোহন দেব প্রভৃতি আরো যে কত কত লোক ছিল, তা আর বোল্‌তে পারিনা, ক্রমে জানতে পারবে; আমি যাকে যেমন পাই, তার সহিত সেই রকম ব্যবহার করি। আমাকে আর কেউ পরাজিত কোত্তে পারে না, দুপাত ইংরাজী চেষ্টা চুষ্টি কোরে শিখে ইংরাজমহলে পশার কোরে লাভ হোলো ঘোড়ায় চড়া, আমি বেশ কোরে ঘোড়ায় চোড়তে শিখলেম, সেই ঘোড়া চড়াই আমার অনেক উপকারে আসিল, পরের বিষয়ে বিষয় বৃদ্ধি করিতাম, আবার ক্ষয়ও করিতাম, আমার মন যখন প্রশান্ত থাকে, তখন আমি দিলদরিয়া, কিন্তু যে কাজ করি, পবিত্র ইচ্ছায় করিনা, কিন্তু লোকে বলে, সে সব আমার পুণ্যের কীর্ত্তি, সহরের ভদ্র স্ত্রীলোকে গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে, আমি তাহা দেখিয়া তাহাদের আতৃপ্তনয়নে দেখিতে পাই—বলিয়া, গঙ্গার ঘাটে এক সুন্দরী কালী বোসিয়েছি, সেই খানে যাইলেই সহস্র সহস্র স্ত্রীলোকের মুখ দেখিতে পাই। মফঃস্বলে পুরমহিলাদের লইয়া মজা করিব বলিয়া গঙ্গার পারে একটী পীঠস্থান বসাইয়া সেখানে যথেচ্ছাচার হইবার কারণ জগন্নাথের মন্দির বসাইয়াছি। তিনু! তোমাকে আমি একে একে সমস্ত বিষয় দেখাবো। আমার বুদ্ধির কথা বোল্‌বো। ক্রমে বাবার বিষয়ের উপর নজর পোড়লো, দেখলেম আমার সহোদরগণের বিষয়ও করায়ত্ত করিতে বেশী দেরি নয়, কটাক্ষেই বশীভূত করিব। ক্রমে তাহাই করিলাম, মেজো বৌয়ের আর কি বোল্‌বো তাঁরই গর্ভজা অনঙ্গমোহিনী!! বিমাতার এক পুত্র সে মরিয়াছে,—আমারই কৌশলে মরিয়াছে, তাহার স্ত্রী আমাদের বিষয়ের অর্দ্ধেক অংশের অংশীদার হইবে, আমার বক্ষে তাহা সহ্য হইবে না, আমি সেই জন্যে কি না করিয়াছি, মনে জানিয়া অকূল পাপসাগরে ডুবিতে গিয়াছি; বড় দিদির স—তী—ত্বে অবধি হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, ছোট বৌকে এত কোরে মোহিনী মন্ত্রণায় জপাইলাম, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, তাহাকে কলে কৌশলে অপর বাটীতে লইয়া রাখিয়াছি; সে

আমাদের বাটীর মধ্যে অনঙ্গকে বিশ্বাস করিয়া কতকগুলি তাহার স্বামীর উইল সংক্রান্ত কাগজপত্র যশোদা দাসীর হস্তে অনঙ্গকে দিবার কারণ পাঠাইয়াছিল, আমি সেইগুলি যশোদার হস্ত হইতে হস্তগত করিয়াছিলাম, পরে অনঙ্গমোহিনী বিগত রাত্রে বুদ্ধির যুদ্ধে পরাভুত করিয়া কি ভাবে আমার নিকট হইতে লইয়াছিল, তাহা দেখিয়াছিলে, তাহার সহিত আরো কত কি কাগজপত্র আছে। তিনু! তুমি আমার পশ্চাতে থাকো, আরো আমার মনের কথা তোমাকে বলিব। বিশ্বাসী হইলে বুক চিরিয়া দেখাইব। এখন রাত্রি গভীরা!! অনঙ্গ ঘুমাইয়াছে, আমি আস্তে আস্তে তাহার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক আঁচল হইতে চাবি লইয়া বাক্স খুলিয়া সেই সমস্ত কাগজপত্র বাহির করিয়া লইব; আমি যদি ধরা পড়ি, তোমার অনুরোধে রেহাই পাইব।

এই সমস্ত বিবরণ সমাপ্ত করিয়া তিনি আমার হাত ধরিলেন, আমি তাঁহার ইতিহাস প্রকাশে কত অদ্ভুত দেখিলাম, পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "সে ঘরে কি প্রকারে যাবেন।"

অব। তাহার উপায় আছে!!

"কি উপায়!"

অব। যশোদা সেই ঘরে থাকে; তাকে শেকানো আছে, যে দরজায় শব্দ করিলেই সে দরজা খুলিয়া দিবে। "তবে চলুন' বলিয়া আমি অবতার বাবুর অনুগামী হইলাম, তিনি আস্তে আস্তে অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন, আমিও তাঁহার সহিত প্রবেশ করিলাম, যে ঘরে কাদম্বিনীর স্বামী খুন হইয়াছিল সেই ঘরের নিকটে যাইয়া হাত বুলাইয়া দরজা স্থির করণান্তর তিনি আস্তে আস্তে দ্বারে ঘা মারিলেন; অল্প সময়ের পরেই একটী স্ত্রীলোক নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া বাহিরে প্রস্থান করিল, 'দেখিয়া চিনিলাম যশোদা!!'

অবতার বাবু আস্তে আস্তে ঘরের ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক যে ঘরে অনঙ্গ শয়ন করিয়াছিল সেই ধারে গেলেন, আমি দরজার চৌকাটে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

অবতার বাবু অনঙ্গের শয্যায় বসিয়া মসারীর মধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইয়া অনঙ্গের অঞ্চল খুঁজিতে লাগিলেন। অঞ্চল পাইয়া যেমন চাবি

খুলিতে যাইবেন, অমনি যেন কাল সর্প আসিয়া পথিককে দংশন করিল; বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল; অকালে প্রলয় উপস্থিত; নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; সচকিতা বুদ্ধিমতী অনঙ্গমোহিনী জাগিয়া উঠিল।

অনঙ্গমোহিনী জাগিয়া সম্মুখে অবতার বাবুকে দেখিয়া বলিলেন, "একি!! একি!!! কাকা! একি!'

অবতার বাবুর বুদ্ধিযুদ্ধ সমাপ্ত হইল। তিনি বলে পরাভূত হইলেন। তাঁহার মস্তকে বিনামেঘে বজ্রাঘাৎ হইল। তিনি কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। আমি চৌকাট হইতে সরিয়া দাঁড়াইলাম।

অনঙ্গ মোহিনী পুনরায় বলিল "কাকা একি!!'

অবতার বাবু বলিলেম "আজ রাত্রে মুক্তারাম বাবু চিঠী দিয়েছেন যে তিনি প্রাতেই আমার বাগানে বেড়াইতে যাইবেন; এবং পত্রে তোমা-কেও তথায় যাইতে বলিয়াছেন, কাল সকালে তোমাকে 'কখন বলিব তাই রাত্রেই জানাইতে আসিয়াছি; তুমি ভোরে ভোরে তথায় যাই' তিনকড়িকে সঙ্গে লইও; সহিসকে ডাকাইয়া গাড়ি লইয়া যাইও, আমি বাগান সাজাইতে চলিলাম।'

এই কথা বলিয়া অবতার বাবু—দ্রুতপদে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বাহিরে আসিলেন, আমিও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "বাগানে যাওয়া সত্য কি?" তিনি বলিলেন "হ্যাঁ যথার্থ!!"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

নূতন মূর্ত্তি।

এক ঘুম হইতে না হইতে বুদ্ধিমতী অনঙ্গমোহিনী আমার গৃহ হইতে আমাকে তুলিয়া; সহিস্‌কে ডাকাইয়া গাড়ি প্রস্তুত করিতে বলিল। সহিস গাড়ি আনিলে আমরা উভয়ে উঠিলাম; উঠিবার কালিন আমি কোচ্‌-মানের কাছে বসিলাম। গাড়ি বরাবর উল্টাডিঙ্গি যাইয়া একটী বাগানে গিয়া পঁহুছিল। বাগানটী অতি সুন্দর রূপে সজ্জিত; গোলাপ, বেল, জুঁই, গেঁদা, প্রভৃতির সারিতে অতিশয় মনোহর হইয়াছে; ফলের বৃক্ষও অগণ্য, দীর্ঘে প্রস্থে অতিশয় বিস্তৃত, চারি পার্শ্বে একটী দীঘি, মধ্যখানে একটী অতি স্বচ্ছ সলিল সম্পন্ন কিনারাবদ্ধ পুষ্করণী, তাহার উপরেই দ্বিতল বৈঠকখানা বাটী, পুষ্করণীর উপরে প্রস্তরে বাঁধানো ঘাট, ঘাটের উপরে মার্ব্বেল পাথরের কাজ করা চাঁদনী, চাঁদনীর চারি ধারে ফুলের টব সা-জানো। আমি আর অনঙ্গ যেমন গাড়ি হইতে নামিলাম, অমনি বাগানের জমাদার আসিয়া আমাদের সযত্নে বৈঠকখানায় লইয়া যাইল। তখনও ভোর হয় নাই, সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, পরে বৈঠক-খানার বারাণ্ডার উপরে দাঁড়াইয়া বাগানের পূর্ব্ব কোনে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দেখিলাম একটী পুরাতন আম্র বৃক্ষের শাখায় একটী মানুষ দড়ি ধরিয়া ঝুলিতেছে। স্পষ্ট দেখা গেল না, মনে সন্দেহ হইল, ত্বরায় বৈঠক-খানা হইতে নামিয়া সেই দিকে গেলেম, গিয়ে দেখি—প্রকৃতির একটী ভয়া-নক হিংসার—পাপের প্রায়শ্চিত্তের দ্বিতীয় প্রতিমুর্ত্তি! সুরেন্দ্র গলরজ্জুতে দোদুল্যমান!! বক্ষ ফাটিয়া যাইল, নয়ন দ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; হতভাগ্য সুরে-ন্দ্রের জীবনের পরিণাম কি জগদীশ্বর এই ভাবে করিলেন? ভয়ানক ব্যাপার!!

আমি কি করিব কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সুরেন্দ্রের প্রতি ক্ষণেক চাহিয়া রহিলাম, তাহাতে দেখিলাম, যে সুরেন্দ্রের জীবন এখনো দেহ হইতে পৃথক হয় নাই। সুরেন্দ্রের জীবন বহির্গমন করিতে যাইতেছে, সুরেন্দ্রের মুখ রক্ত বর্ণ হইয়াছে, সুরেন্দ্র কষ্টে প্রাণপণে গলসংলগ্ন রজ্জুকে দুই হস্তে আকর্ষণ করিয়াছে; আমি দেখিলাম প্রাণ বায়ু এখনও বহির্গত হয় নাই, এখনও গলার রজ্জু কাটিয়া দিলে সুরেন্দ্র বাঁচিতে পারে। আমি যত বিলম্বে লেখনী কর্তৃক এই বিবরণ প্রকাশ করিলাম, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে এ সময়ের শতাংশের একাংশও লাগে নাই। আমি তাড়াতাড়ি যে বৃক্ষের শাখায় সুরেন্দ্রের গলার রজ্জু আবদ্ধ ছিল সেই বৃক্ষে উঠিয়া রজ্জু খুলিয়া আস্তে আস্তে সুরেন্দ্রের শরীরকে ভূমে নিপাতিত করিলাম। সুরেন্দ্র মৃতের ন্যায় পতিত রহিলেন, আমি চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতে দেখিতে উপস্থিত বিপদের প্রতীকার করণার্থে, দৌড়াইয়া অনঙ্গমোহিনীর কাছে গেলেম, সমস্ত সংবাদ প্রদান কোল্লেম। যেমন নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিতে তৈল প্রদান করিলে ভীষণ শব্দে জ্বলিয়া উঠে, যেমন স্থির প্রবাহী সমুদ্র—হঠাৎ ভূকম্পন হইলে ভীষণ তরঙ্গাকুলিত হয়, তদ্রূপ অনঙ্গমোহিনীর কোমল প্রেম হৃদয়ে উথলিয়া উঠিল। তিনি সচকিতে সুরেন্দ্রের নাম শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ' কি হইয়াছে।'

" সুরেন্দ্র উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।"

অনঙ্গের মস্তকে বজ্রাঘাৎ হইল, সে কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইয়া বলিল :—

" কি হয়েচে? আমি কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।"

" সুরেন্দ্র উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।"

অনঙ্গমোহিনীর নয়ন রক্তিম হইল, গণ্ড কপোল রক্তিম হইল, চক্ষুদ্বয় বাষ্প-শিক্ত হইল :—সে বলিল, " তিনু! তোমায় এ কথা কে ব'ল্লে—না—না এ তোমার ভ্রম! আমার সহিত পরিহাস করিতেছ? তিনু! এ বিষয় লইয়া কি পরিহাস করিতে হয়! সুরেন্দ্র! সুরেন্দ্র! যে সুরেন্দ্রকে আমি বিদ্যাসুন্দর পাঠ করিতে করিতে দেখিয়াছিলাম সেই সুরেন্দ্র, কেন উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবে!! তিনু আমার প্রণয় তরল—আমি সেই তরলাবস্থাতেই

সুরেন্দ্রকে ভুলিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু এখনও ভুলিতে পারি নাই, আমি সুরেন্দ্রের যা করিবার নয় তা করিয়াছি; তথাপি সুরেন্দ্র আমার!! তিনু! তোমায় এ কথা কে বোল্লে?"

আমি স্বচক্ষে দেখেচি।

অন। কোথায়?

অনঙ্গমোহিনী আমার কথা শ্রবণে বিশ্বাস করে নাই, এই বার করিল, আমার প্রতিবাক্যের বিরতির প্রতি কর্ণ স্থির রাখিল, যখন শুনিল "স্বচক্ষে দেখিয়াছি।" তখন তাহার শরীরে অধীরতার প্রকাশ পাইল, সে অতি কষ্টে অধরোষ্ঠ কাঁপাইতে কাঁপাইতে বলিল "কোথায়!" আমি তাহার আকার ইঙ্গিতে মোহিত হইয়া প্রথমে ভাবিলাম এ প্রকার ভয়ানক কথা একেবারে শ্রবণ করানো উচিত কি না!—আমাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া, অনঙ্গ অধীর চিত্তে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল:—

তিনু নিস্তব্ধে রহিলে যে, ঈশ্বর করুণ তোমার যেন মিথ্যা কথা হয়, আমার সুরেন্দ্র যেন জীবনে আঘাত না প্রাপ্ত হয়।

আমি আর থাকিতে না পারিয়া বলিলাম—"না আমার সত্য কথা।"

অনঙ্গমোহিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"সত্য যদি—তবে কোথায়!

"এই বাগানে।"

অনঙ্গমোহিনী আমার এই কথা শুনিয়া, নিস্তব্ধ প্রকৃতীতে হটাৎ বায়ু বেগবান্ হইলে কদলী বৃক্ষ যেমন কম্পিত হয় তদ্রূপ অনঙ্গমোহিনী কম্পিত হইল। সে বলিল:—

"এই বা—গা—নে! সে কি! আমি যাবো! আমার সঙ্গে এসো।"

আমি এই বলিয়া সত্বর অনঙ্গমোহিনীকে অনুবর্ত্তিনী করিয়া বাগানের সেই প্রদেশে লইয়া গেলেম, যাইয়া যে স্থলে সুরেন্দ্রকে মৃতপ্রায় রাখিয়া আসিয়াছিলাম, সেই স্থান দেখাইয়া দিলাম। সুরেন্দ্র দুর্ব্বাদলে পতিত থাকিয়া একটী অপূর্ব্ব কান্তিতে শোভিত হইয়াছেন। বায়ু-নাড়িতে রজ্জু সংলগ্ন হওয়াতে সুরেন্দ্রের অন্তরস্থ বায়ু প্রতি লোমকূপ দিয়া বহির্গত হইবার চেষ্টা করাতে সুরেন্দ্র তেজোময় চক্ষে অচেতনভাবে চাহিয়া ছিলেন।

অনঙ্গমোহিনী এই এই দৃশ্য দেখিয়া ক্ষণেক অবাকৃচিত্তে সুরেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল, পরে সুরেন্দ্র অচেতন হইয়াছে ভাবিয়া কহিল, "সুরেন্—সুরেন্—কি হোয়েচে সুরেন্" বলিয়া সুরেন্দ্রের মস্তক স্বীয়া ক্রোড়ে লইয়া, গলার ফাঁস খুলিয়া দিল। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া উপস্থিত বুদ্ধিমতে সুরেন্দ্রের মুখে সজোরে ফুৎকার দিল; দুই তিনবার এই প্রকার করিতে করিতে সুরেন্দ্রের স্থির—তেজোময় চক্ষু নীমিলিত হইয়া আসিল, অনঙ্গ দেখিল সুরেন্দ্রের প্রাণবায়ু এখনো বহির্গত হয় নাই, সে আমাকে বলিল,—

"তিনু! জল আনো, সুরেন্দ্র এখনো জীবিত আছে?"

আমি তাড়াতাড়ি পুকুর হইতে জল আনিয়া অনঙ্গকে দিলাম, অনঙ্গ সজোরে চক্ষে ঝাপটা মারিতে লাগিল, অনেকবার ঝাপটা মারিতে মারিতে সুরেন্দ্র মুখব্যাদান করিলেন,—অনঙ্গের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল, সে ভাবিল সুরেন্দ্র জল খাইতে চাহিতেছেন, তাহার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল;—সুরেন্দ্রের মুখে জল দিল। সুরেন্দ্র জল পাইয়া গিলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। মুখের দুই ধার দিয়া গড়াইয়া পড়িল, পুনরায় হাঁ করিলেন, অনঙ্গ আবার জল দিল, এবার অনেক কষ্টে অল্প উদরস্থ হইল। পুনরায় হাঁ করিলেন, অনঙ্গ আবার একটু জল দিল; এবার, সুরেন্দ্র, সহজে গিলিলেন। অনঙ্গের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল, অনঙ্গ একবার সুরেন্দ্রের বক্ষে হাত দিল, দেখিল হৃদয় কম্পিত হইতেছে। সুরেন্দ্রের হৃদয় কম্পিত হইতেছে দেখিয়া অনঙ্গ আমাকে বলিল,—

"তিনু! তুমি আমার অনুরোধ রাখবে!!"

"কি?"

অন। সুরেন্দ্রকে ধরাধরি কোরে বাগানের বাটীতে লইয়া যাইবে? তথায় ইহাকে কোমল শয্যায় শয়ন করাইব।

"যাইব।"

অন। দেখ তিনু! তোমাকে আমি ইতিপূর্ব্বে আমার জীবনের তিন দিনকে—সুখের বলিয়া পরিচয় দিয়াছি; আজ আবার আর একটা

সুখের দিন; যে সুরেন্দ্রকে একদিন না একদিন হৃদয়ে পূজা করিব ভাবিয়াছিলাম, আজ তাহাকে ক্রোড়ে রাখিয়া সেবা করিতেছি। ভাই! আমি পাগলী, পাগলীতে কি না বলে,—কি না করে? আমি যা করিতেছি, তাহা আমাকে ভাল লাগিতেছে, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা আমাকে ভাল লাগিতেছে, তোমাকে ভাল না লাগিতে পারে; তা বলিয়া তুমি আমাকে ঘৃণা করিও না, আমার অন্যায় হইয়া থাকে, আমাকে পাগলী বলিয়া উপহাস করিও, যদি ন্যায়সঙ্গত হইয়া থাকে, ভাল বাসিও; কিন্তু ভাই! সমুদ্রের বক্ষ হইতে এক কলসী জল তুলিলে সমুদ্র কি কমিয়া যায়? আমার হৃদয়ও একটী সমুদ্র, ইহাতে কত কত মহোর্ম্মি উঠিতেছে, আবার নিমজ্জিত হইতেছে তাহাতে একটা অন্যায় হোলে সহস্রটা যদি ন্যায়সঙ্গত হয়, তা হোলে আমি কি তোমার কাছে ঘৃণিত হবো—না জনপদে হাস্যাস্পদ হবো? চল—সুরেন্দ্রকে ধরিয়া গৃহে লইয়া যাই।

দেখিতে দেখিতে প্রভাতী তপন সুবর্ণবরণে পৃথিবীকে সুবর্ণময় করিতে করিতে পূর্ব্বগগণে আরোহণ করিলেন, তাঁহার রূপের ছটায় পৃথিবী সুবর্ণময় হইয়া উঠিল। কাক, কোকিল, পাপিয়া, টুনটুনি, দয়েল, শালিক প্রভৃতি পাখীগণ কল কল রবে আমোদে উন্মত্ত হইল। বক, শঙ্কর চিল, প্রভৃতি সরোবরে প্রস্থান করিল। শকুনি, গৃধিনী, হাড়গিল্লা, প্রভৃতি আকাশে উঠিয়া আহারান্বেষণে চরিতে লাগিল। অরণ্যে দিবাচর চরিতে আরম্ভ করিল, লোকালয়ে মনুষ্যেরা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হইল। কিন্তু আমি যেস্থলে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সে স্থানের এক নূতন শোভা হইল। শীতকালের সূর্য্যরশ্মি পাতার মধ্য দিয়া অনঙ্গের অঙ্গে লাগিয়াছে, অনঙ্গের হস্ত সুরেন্দ্রের বক্ষে, অনঙ্গের প্রভা সুরেন্দ্রের প্রভার সহিত মিলিত হইয়া নূতন শোভায় শোভিত হইয়াছে। যেন শরতের মেঘে সৌদামিনী খেলা করিতেছে—যেন অগ্নির মধ্যে সোহাগাযুক্ত স্বর্ণ গলিতেছে; অনঙ্গমোহিনী পুনরায় বলিল;—

"তিনু! ধর, ধর, বাটীর মধ্যে নিয়ে চল।"

আমি ধরিলাম—অনঙ্গও ধরিল, উভয়ে ধরিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া একটী

নিভৃত কক্ষে যাইলাম। সেই ঘরে একটী শয্যা প্রস্তুত ছিল তদুপরি শয়ন করাইলাম,সুরেন্দ্র শয়ন করিয়া একটী নিশ্বাস প্রশ্বাসিত করিলেন; অনঙ্গ আশ্বাসিত হইয়া বলিল:—"সুরেন্! সুরেন্!! তুমি কেমন আছ!"

সুরেন্দ্র কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না; সতৃষ্ণনয়নে এক বার চহিয়া দেখিলেন; দেখিয়া চিনিতে পারিলেন যে "অনঙ্গমোহিনী।" তাঁহার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইল—তিনি ক্ষীণতা প্রযুক্ত বাক্যে মনোভাব প্রকাশ করিতে না পারিয়া—কপালে হাত দিয়া চক্ষের জলে প্রকাশ করিলেন; অনঙ্গ স্ত্রীলোক—অনঙ্গের প্রতিশোধের সমাপ্তি হইল, তিনি সুরেন্দ্রের উষ্ণ অশ্রুতে গলিয়া গেলেন; পুনরায় প্রেম গদগদ করুণস্বরে ডাকিলেন:—"সুরেন্দ্র—সুরেন—তোমার কি কষ্ট হোচ্চে!"

সুরেন্দ্র পুনরায় চাহিয়া দেখিলেন, অনঙ্গকে—হাত বাড়াইয়া ডাকিলেন, অনঙ্গ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহার কাছে গিয়া বসিল। সুরেন্দ্র অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে বলিলেন —"অ—ন—গ"

অন। সুরেন! কষ্ট হয় তো মনোভাব প্রকাশে ক্ষান্ত হও! সুরেন্দ্রের বক্ষ দুঃখে শুকাইয়া যাইল; সুরেন্দ্র হাঁ করিয়া জল চাহিলেন—অনঙ্গ জল প্রদান করিল, সুরেন্দ্র জল খাইয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন—'আঃ'!

অনঙ্গমোহিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল!—

'সুরেন্দ্র চুপ কর আর কথা কহিও না কষ্ট হইবে।'

সুরেন্দ্র চক্ষু নীমিলন করিল; সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। ভাবে বোধ হইল সুরেন্দ্র ক্ষুধায় কাতর!! আমি অনঙ্গকে বলিলাম;—"এখানে দুধ কোথায় পাওয়া যায়; সুরেন্দ্রকে দুধ খাওয়াইলে জীবনের কোন সংশয় থাকে না।"

অনঙ্গমোহিনী মালীকে ডাকিতে বলিল; আমি মালীকে ডাকিয়া আনিলে অনঙ্গ তাহাকে দুধ আনিতে বলিল, সে অল্প সময়ের মধ্যে দুধ আনিলে অনঙ্গ স্বহস্তে তাহাকে উষ্ণ করিয়া সুরেন্দ্রকে খাওয়াইয়া দিল; সুরেন্দ্রের রক্ত দ্রুত প্রবাহিত হইতে লাগিল সুরেন্দ্র ঘুমাইলেন। সুরেন্দ্রকে ঘুমাইতে দেখিয়া অনঙ্গ আমাকে বলিল;—

"ভাই! তুমি আমার সুরেন্দ্রকে এক এক বার দেখো, এ কথা যেন কাকা না টের পায়! সুরেন্দ্রকে সমস্ত দিনে আর দেখিব না, রাত্রে মুক্তা-

রাম বাবুর সর্ব্বনাশ কোরে এক বার সুরেন্দ্রকে দেখিব, তখন আমার মনের কথা জানিতে পারিবে।"

এই কথা বলিতে বলিতে একখান গাড়ি গড় গড় করিয়া বাগানে প্রবেশ করিল; গাড়ির শব্দ পাইয়া অনঙ্গ চমকাইয়া বিদ্যুৎ বেগে প্রস্থান করিতে করিতে বলিল "তুমিও দরজা আবদ্ধ করিয়া বাহিরে আইস।" অনঙ্গ প্রস্থান করিল; আমিও অনঙ্গের উপদিষ্ট কার্য্য সমাপ্ত করিয়া বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি একটী বেস—উত্তম জুড়ি আসিয়া সেই বাটীর সম্মুখে লাগিল; তন্মধ্য হইতে অবতার বাবু আর মুক্তারাম বাবু নামিলেন; আমি অবতার বাবুকে নমস্কার করিলাম। তাঁহারা উভয়ে—বৈঠকখানায় উঠিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মুক্তারাম বাবুর অভিলাষ।

আজ আমার কি সচুপায়ে রাত পোহাইয়াছিল তাহা আর বলিতে পারি না। উষা কালে সুখে উষার মুখ দেখিতে দেখিতে অবতার বাবুর বাগানে আসিয়া পঁহুছিয়াছিলাম, পরে তথা হইতে সূর্য্য দেবকে হাসি হাসি মুখে উদয় হইতে দেখিয়াছিলাম, পরে তথা হইতে সূর্য্যকে কিরণ বিকীর্ণ করিতে দেখিয়াছিলাম, ক্রমে শীতের বেলাকে অতীত হইতে দেখিলাম। এখন তপন দেব মধ্যমাকাশে বিরাজিত।

অবতার বাবু ও মুক্তারাম বাবু বাগানের ইতঃস্তত পরিভ্রমণ করতঃ আমোদ আহ্লাদে বৈঠকখানায় বসিয়া কত গল্প করিতে লাগিলেন, আমি

তাঁহাদের নিকটেই বসেছিলেম, শুনিলাম—সিম্‌লার পার্ব্বতীনাথ বাবুর আর শোভাবাজারের প্যারীমোহন বাবুর কথা হইতে লাগিল, মাঝে দুই একবার নাপ্‌তে হাটার অম্বিকানন্দন বাবুর নামও হইতে লাগিল। ইতস্তত কথা শেষ হইলে অবতার বাবু বলিলেন :—

" ভাই মুক্তারাম বাবু! বন্ধুতার ন্যায় আর কি জিনিষ আছে—

মুক্তা। রাম! রাম! বন্ধুত্বের অপেক্ষা আর কি কিছু আছে।

অব। আমাদের ভাই, উভয়ের কি সুক্ষণেই দেখা হোয়েছিল :—আমাদের বন্ধুত্ব অগণনীয়, কেমন—আমাদের দুজনের কি কখন ছাড়াছাড়ি হবে? আমার মনে তো তা হয় না।

মুক্তা। দেখ ভাই অবতার বাবু! তোমাতে আমাতে যদি কখন ছাড়াছাড়ি হয়, তা হোলে পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হবে, আমাদের ভালবাসার যে গাঁথনি, এ আর মাটীর গাঁথনি নয় যে জল—ঝড়ে ভেঙ্গে পোড়বে, এ রেক্তার গাঁথনি, আমি তোমার প্রাণ, আর তুমি আমার প্রাণ, আমি মোলে তুমি মরিবে, আর তুমি মোলে আমি মরিব।

অব। তাকি একবার কোরে বোল্‌তে। আচ্ছা ভাই! তোমাতে আমাতে যখন এতো দূর বন্ধুত্ব হোলো, তখন তোমার বাটীর মেয়েরাই বা আমার বাটীতে আসে না কেন, আর আমার বাড়ীর মেয়েরাই বা তোমার বাটীতে যাবে না কেন?

মুক্তা। কেন, আজ থেকে তুমি যখুনি নিমন্ত্রণ করিবে, তখুনি আমার বাটীর মেয়েরা তোমার বাটীতে আসিবে। আর আমি নিমন্ত্রণ করিলে তোমার বাটীর মেয়েরা আমার বাটীতে যাবে।

অব। তা বই কি?

মুক্তা। দেখ ভাই অনঙ্গকে আমি বড় ভাল বাসি, ছেলেবেলা অবধি ওকে দেখে কেমন এক রকম স্নেহ জন্মেছে, ওকে দেখ্‌লেই আমি সন্তুষ্ট থাকি।

অ। তা হবেই তো সেও তোমাকে ভাল বাসে, তুমি আজ এখানে এসেছো, শুনে সেও বাগান বেড়াতে এসেচে, সে কেমন পাগল মেয়ে, তার

যা যায়না তা সব কচি ছেলের মত। আমাকে বাগানে আসতে দেখে বোল্লে "কাকা! আমি তোমার সঙ্গে বাগানে যাবো।" কি করি তাকে আবার আর এক খানা গাড়ি কোরে বাগানে পাঠিয়ে দিয়েচি।

অনঙ্গের নাম শুনিয়া মুক্তারাম বাবু আহ্লাদিত হইলেন, প্রকৃত মনো-ভাব গোপন করিয়া বলিলেন:—

অনঙ্গ কত ক্ষণ থাকবে?

অব। আমরা যখন যাবো, সেও সেই সময়ে যাবে।

এই সমস্ত কথা বার্ত্তা হইতে হইতে জমাদার আসিয়া 'আহার প্রস্তুত হইয়াছে' এই সংবাদ দিল। উভয়ে আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক তামাক, পান ইত্যাদি সেবন করিয়া ইতস্ততঃ কথা চলিতেছে, এমন সময়ে তপন দেব পশ্চিম গগণশায়ী হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। একটী বৃদ্ধ খোট্টা—আস্তে আস্তে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া উভয় বাবুকে প্রণাম পূর্ব্বক হিন্দিতে কি সংবাদ দিল, তাহার বাঙ্গালা ভাব এই যে:—'বিবিরা সকলে আসিতেছে, অনুমতি হয় তো বৈঠকখানায় আনি।'

অবতার বাবু তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করিলেন, বাগানের মালী এক চাঙ্গারী ফুলের তোড়া আনিল, জমাদার আতর গোলাপ আনিয়া সম্মুখে সাজাইল, দুই দণ্ড অতীত হইতে না হইতে অদূরে সিঁড়ির উপরে অলঙ্কার বাজিবার শব্দ হইতে লাগিল, আমি স্থিরকর্ণে শুনিলাম—স্ত্রীঅঙ্গ সংঘর্ষণনাদিত অলঙ্কারধ্বনি!! দেখিতে দেখিতে সেই বৃদ্ধের সহিত চারিটী অপরূপ সুন্দরী বাইজী আর চারিজন তাহাদের সহচরী এবং চারিজন সহ বাদ্যকার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল, সকলেই একে একে উভয় বাবুকে প্রণাম করিয়া উপযুক্ত স্থানে বসিল।

আমি আশ্চর্য্য হইলাম, দরজার পার্শ্ব হইতে অনঙ্গমোহিনী এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া হাসিতে লাগিল; মুক্তারাম বাবুতে আর অবতার বাবুতে কত কি পরামর্শ চলিতে লাগিল, পরে অবতার বাবু অস্তাচল চূড়াবলম্বী তপনদেবকে দেখিয়া বাইজীদের নৃত্য গীত আরম্ভ করিতে অনুমোদন করিলেন।

অবতার বাবুর অনুমতি পাইয়া সহকারী বাদ্যকারীগণ কেহ সারেঙ্গ কেহ

মন্দিরা, কেহ বাঁয়া তবলা প্রভৃতির আবরণ উন্মোচন করিয়া সম-স্বর করণার্থে চেষ্টা করিতে লাগিল; পরে সেই বৃদ্ধ সমস্ত যন্ত্রের সমস্বর করাইয়া বাইজীদের নৃত্য আরম্ভ করিতে বলিল। ওস্তাদের অনুমতি পাইয়া বাইজীগণ দাঁড়াইয়া নৃত্য আরম্ভ করিল; সুর, তাল ও নৃত্য একত্র হইয়া আমাদের সকলের মন হরণ করিল, যুবতীগণ রূপের প্রভায় বৈঠকখানা আলোকিত করিল, পরে একটী যুবতী গীত আরম্ভ করিল :—

"প্রাণ যে কেন তারে চায় রে কে জানে।"

এই এক কলি গাইয়া সুরের লালিত্যে সকলকে মোহিত করিতে চেষ্টা করিল, পরে আর এক কলি গাইল :—

"দুরন্ত বসন্ত ঋতু মজালে অবলা প্রাণে ॥"

পূর্ব্বের অপেক্ষা এই শেষ কলির সুরে সকলে মোহিত হইল, সুমিষ্ট সারঙ্গের সুরের সহিত কামিনীর গলার মিল হওয়াতে অতি সুমিষ্ট বোধ হইতে লাগিল; কামিনী অনেক চেষ্টা করিয়া গাহিয়া সকলকে মোহিত করিয়া পুনরায় গাহিল :—

"প্রাণ যে কেন তারে চায়রে কে জানে।"

এ বারেও সবে মোহিত হইল। কামিনী আবার গাহিল :—

'অপরূপ মনোহর, দেখিতে সে নটবর,
গরলে ভরা অন্তর, কটাক্ষ শর হানে ॥'

এই গীতে বৈঠকখানাস্থ সকলে স্থির ভাবে নিস্পন্দ হইল, অতি মনোমোহিনী ভাবে কামিনী পুনরায় গাহিল :—

আগে যদি জানিতাম, নাহি তারে সেবিতাম,
দেখাইয়া মধু হাসি, বধিল বিরহ বাণে।

গীত গাইতে সকলের মনোহরণ করিয়া কামিনী আপনার নৃত্য থামাইল, কামিনীর নৃত্যের সহিত কামিনীর কোকিলের পঞ্চমস্বরগঞ্জিত মধুর

ধ্বনি থামিল, বৈঠকখানা নিস্তব্ধ হইল, কিন্তু সকলের মনে নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল, কেহ এমন মনে করিল না যে গীত থামিয়াছে।

এমন সময়ে অবতার বাবু মুক্তারাম বাবুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কামিনীর রূপটী মন্দ নয়।"

মুক্তারাম বাবুর মনে অনঙ্গমোহিনীর রূপ জাগিতেছিল, তিনি লৌকিকভাবে অর্দ্ধ সম্মতিতে বলিলেন, "হাঁ মন্দ নয়।"

তাঁহার দৃষ্টি বারাণ্ডার দিকে ছিল, এমন সুখের সময় তাঁহার মন উপস্থিত আমোদের উপরে নিপতিত না থাকা প্রযুক্ত আমার মনে সন্দেহ হইল, আমি বারাণ্ডার দিকে চাহিলাম, যাহা দেখিলাম, তাহা অতি আশ্চর্য্য!—স্থির সৌদামিনীর ন্যায় অনঙ্গমোহিনী বারাণ্ডায় দণ্ডায়মানা; মুক্তারাম বাবুর দৃষ্টি তাহার প্রতি সতেজে পতিত, অনলে অনল মিশ্রিত,—। প্রীতিপ্রদ দৃশ্য!!!

এ দিকে আর একটী কামিনী সুবেশ-সম্পন্না হইয়া বৈঠকখানা আলো করিয়া দণ্ডায়মানা হইল। সে অতিশয় সুরূপা, সুবর্ণা, সর্পকে গঞ্জনা প্রদান করিয়া বেণী পশ্চাতে দোদুল্যমান রহিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়াছে, মুখ খানি পানের ন্যায় সুছাঁদ, চক্ষুদ্বয় নীল সরোবর, তারকাদ্বয় যেন নীল পদ্ম, পল্লব যুগল যেন খঞ্জনসারি, ভ্রূ যুগল যেন নব দুর্ব্বাদল মণ্ডিত সরসীর কিনারা, মস্তকের সিঁতি যেন সুমেরুতে অঙ্কিত স্থির সৌদামিনী বর্ত্তমান, উভয় হস্ত মৃণালের ন্যায় সুগোল, গঠন খর্ব্ব, উভয় হস্তের সকল অঙ্গুলীতেই অঙ্গুরীয়, পদে ঘুমুর আবদ্ধ, অতি মনোমোহিনী!! কামিনীর দণ্ডায়মানের সহিত ওস্তাদ মহাশয় অমনি বাজনা মিলাইতে লাগিল, বাজনার বিরতি প্রভৃতি সুরের সহিত ঠিক হইয়া আসিলে কামিনী স্বীয়া অঙ্গ চালনা করিতে আরম্ভ করিল। প্রথম হস্ত, তদন্তে পদ, পরে হস্ত পদ একেবারে সঞ্চালিত হইতে আরম্ভ হইল; কামিনী হস্ত পদ সঞ্চালনের সহিত সকলের মন প্রাণ কাড়িয়া লইতে লাগিল, যখন দেখিল তাহার হাব ভাবে সকলে মোহিত হইয়াছে, সেই সময়ে সে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া নাচিতে আরম্ভ করিল।

মুক্তারাম বাবু না থাকিলে নয়, তাই বৈঠকখানায় আছেন, তাঁহার

দেহ মাত্র বৈঠকখানায় আছে, কিন্তু তাঁহার মন উড়িয়া অনঙ্গমোহিনীর হস্তে বসিয়া কত কি লেখা কথা পড়িতেছে। কামিনী অঙ্গ সঞ্চালন সমাপন করিয়া গীত আরম্ভ করিল:—

"এ পর দেশীয়া রে!!"

কামিনী এই ছত্রটী লইয়াই সুরে মিলাইয়া কত প্রকারে মধুর রাগিনী ভাঁজতে লাগিল। তাহা শেষ হইলে আবার গাহিল:—

"গেহ ত্যাগী তু কাঁহা ফিরা রে।"

কামিনী হাসিতে হাসিতে মনের ভাব খুলিয়া নানা প্রকারে সকলকে মোহিত করিয়া পুনরায় গাহিল:—

"বংশীবট পট—যমুনাকি তট
ছলই গোপ কুঁয়ারীয়া রে॥"

এই ছত্রটীতে মনের ভাব খুলিয়া কামিনী সকলকে মোহিত করাইয়া পুনরায় আরম্ভ করিল:—

"চন্দ্রমা শালিনী—সো পুর্ণ যামিনী
তেয়াগী ভিখারী ভইয়া রে॥
সোহি বাঁকা শ্যাম—ভাই বাঁকাশ্যাম
শ্যাম শ্যাম শ্যাম কাঁদাইয়া রে॥
গোপিনী মোহন—তুকে সুরত
কহত কহত কানাইয়া রে॥"

যুবতী এই গীতটী উত্তম রূপে গাহিয়া সকলকে মোহিত করত কণ্ঠস্বর থামাইল:—

অবতার বাবু মোহিত হইয়া তাহাকে আর একটী বাঙ্গালা গীত গাহিতে বলিলেন।

কামিনী হাসিতে হাসিতে আরম্ভ করিল :—

কি ক্ষণে দেখিনু সই সে কাল বরণে।
সঁপিয়া আপন মন, মজিলাম জীবনে ॥”

অবতার বাবুর মন চঞ্চল হইল. তিনি এই গীত শুনিয়া হাততালি দিয়া পুনরায় আবৃত্তি করিতে বলিলেন ;—

কি ক্ষণে দেখিনু সই সে কাল বরণে।’

সে এই ছত্রটী অবতার বাবুর নিকট যাইয়া হাত নাড়িয়া গাহিতে লাগিল। অবতার বাবু সন্তুষ্ট হইয়া স্মিতনয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—“ বিবি ! পুনরায়——

কামিনী গাহিল ;—

‘ সঁপিয়া আপন মন, মজিলাম জীবনে ॥’
আমরা গোপকুমারী, প্রণয়ের ভিখারী,
না হেরে সে কালাচাঁদে, প্রমাদ গণি মনে ॥’
বসন্তে বাসন্তীসখা, আলো করি শাখী শাখা,
কুহু কুহু কুহু রবে, ডাকে বিষ বরিষণে ॥”

অবতার বাবু হাঁ করিয়া শুনিতে ছিলেন, কামিনী উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া অবতার বাবুর সম্মুখে অধিক প্রকারে অঙ্গভঙ্গী প্রকাশ পূর্ব্বক অবতার বাবুর মন হরণ করিতে যত্ন করিল।

এই ভাবে আমোদ প্রমোদ চলিতে চলিতে রাত্রি প্রায় ৯য়টা বাজিল কামিনীগণ ক্লান্ত হইয়া নৃত্য গীত সমাপন করিল, অবতার বাবু সযত্নে তাহাদিগকে বিদায় দিয়া কোন প্রয়োজন বশতঃ আমাকে ডাকিয়া বৈঠকখানার বাহিরে গেলেন, আমি তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গেলেম, তিনি আমাকে নীচে লইয়া বলিলেন,—

“ দেখো তিনু ! আজ এ সব কি, কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চো ?”

আমি অবতার বাবুর গম্ভীরভাব দেখিয়া বিস্মিতভাবে বলিলাম,—

"না!"

অবতার বাবু আমার কথার ভাবে কি বুঝিলেন, তাহার ঠিক করিতে পারিলাম না। ক্ষণেক ইতস্ততঃ ভাবিয়া বলিলেন,—"আমাকে ——মুক্তারাম বাবুকে চিনেচো।"

অবতার বাবু 'আমাকে' বলিয়া জীব কাটিয়া মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন,—

"মুক্তারাম বাবুকে চিনেচো।'

"চিনেচি!"

অব। আজ বড় সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে, অনঙ্গের চিরকৌশলের বীজ আজ রোপিত হইবে, ভয়ানক ব্যাপার!

"মহাশয় কি সর্ব্বনাশ?"

অব। সে অনেক কথা, ক্রমে আপনা আপনি জান্‌তে পার্‌বে। আমি আর কি বোল্‌বো, বড় লোকের কথা আর প্রকাশের প্রয়োজন নাই, অনঙ্গ আমার জীবন-রূপ সমুদ্রের প্রধান তরণী—এতদিন সেই তরণীতে বহিত্র ছিল না, কাহাকে আশ্রয় করিতে পায় নাই, আজ সে আশ্রয় লইয়াছে, যে তাহাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়াছিল, তাহার আশ্রয় লইয়াছে! তুমি দেখো প্রতিহিংসা কাহাকে বলে!!

আমি অবতার বাবুর প্রতি কথায় আশ্চর্য্য হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম,—

"মহাশয় প্রতিহিংসা কিসের!"

অব। এখন কার কথা নয়, দেখো, আমার অনুরোধে তুমি বারাণ্ডায় গিয়া লুকায়িত ভাবে মুক্তারাম বাবুর প্রতি লক্ষ্য রাখো আমি আসিতেছি।

এই কথা বলিয়া অবতার বাবু নৃত্যকীগণের পশ্চাতে গমন করিলেন, আমি অভিনব রহস্যের অন্তর আবিষ্কার করিব বলিয়া উপরে উঠিয়া, পা টিপিয়া টিপিয়া বারাণ্ডায় গেলেম, অবতার বাবুর কথিত মতে আস্তে আস্তে লুকায়িত ভাবে বৈঠকখানার মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া—অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিলাম।—

মুক্তারাম বাবু সাশ্চর্য্য ভাবে অনঙ্গের প্রতি চাহিয়া আছেন। অনঙ্গ

অব্যবস্থিত ভাবে গাত্রের বস্ত্র আলু থালু করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হস্তের মধ্যম অঙ্গুলি তুলিয়া কি বলিতেছে।—

প্রথমে কি বলিল শুনিতে পাইলাম না, পরে বলিল :—

"হ্যাগা! কাকা কোথায় গেলেন ?"

মুক্তা। কাকাকে কেন,—তিনি নীচে গেছেন।

অন। আমার ভয় কোচ্চে, আমাকে এক্‌লা রেখে তিনি কোথায় গেলেন, যে অন্ধকার রাত্তির—আমি একলা ঘরে থাকতে পারিনি, যে বড় বাগান, লোকে বলে এখানে ভূত আছে—

এই কথা বলিয়া অনঙ্গ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল :—

"আমার বড় ভয় কোচ্চে, ও ঘরে কি একটা খড় খড় কোচ্চে, ভূত—বুঝি—ঐ গো—ঐ গো—ঐ গো—।" বলিয়া অনঙ্গ কাঁপিতে কাঁপিতে চীৎকার করিয়া মুক্তারাম বাবুর কোলে পড়িয়া গলা জড়াইয়া ভীত স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

মুক্তারাম বাবু ভয়ানক বিপদে পতিত হইলেন, সে ভাব দেখিয়া আমারো ইচ্ছা হইল যে আমি যাইয়া অনঙ্গকে শান্ত করি। মুক্তারাম বাবু অনঙ্গকে ক্রোড়ে করিয়া গাত্রে হস্ত বুলাইয়া নির্ভয় করনার্থ প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

লেখনী! তোমার সাহায্যে এক সময়ে মহর্ষি বাল্মীকি দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র ভারতের আরাধ্য হইয়াছেন! তোমার প্রভাবে যশোগর্ব্বে গর্ব্বিত দেবর্ষি ব্যাস অতুল কীর্ত্তি কল্পতরু রোপন করিয়া অক্ষয় আনন্দ ধাম শোভা করিতেছেন। তুমি কি সেই লেখনী, তুমি যে ভাবে সীতা সাবিত্রীর পবিত্রময় চরিত্র অঙ্কিত রাখিয়া সমগ্র ভারতকে মোহিত রাখিয়াছ—আজ তুমি সেই প্রভাবে অনঙ্গমোহিনীর বিচক্ষণতার বর্ণিমা করিতে পারিবে। জগত—বঙ্গ সংসারের জগত—তোমাতে এমন কি বস্তু আছে যাহা অনঙ্গের সমতুল্য হইতে পারে!!

অনঙ্গ কাঁপিতে কাঁপিতে মুক্তরাম বাবুর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন; মুক্তারাম বাবু অনঙ্গকে ক্রোড়ে পাইয়া তাঁহার মুখচ্ছবিতে মৃদু হাসি প্রকাশ পাইল, তিনি মনে ভাবিলেন আজ তাঁহার জীবনের একটী

দিন, তাঁহার ভাবে বোধ হইল তিনি বার বার অনঙ্গকে সাধিয়াছিলেন কোন বারেই স্বীয় ক্রোড়-শোভা করিতে পারেন নাই; আজ তাঁহার সেই আশা সফল হইল; তিনি মনে মনে নানা প্রকার কল্পনা করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন :—'অনঙ্গ!'

অনঙ্গ নিস্তব্ধ! পুনরায় ডাকিলেন :—

'অনঙ্গ! ঘুমুলে!!'

এখনো অনঙ্গ নিস্তব্ধ—তিনি পুনরায় ডাকিলেন :—

'অনঙ্গ! রাত অধিক হোলো! ঘুমুলে কি?' মুক্তারাম বাবুর মৃদু সম্ভাষনে পুলকিত হইয়া গূঢ় রহস্য জানিতে ইচ্ছা হইল:—এক মনে শুনিতে লাগিলাম;—মুক্তারাম বাবু বলিলেন :—

"অনঙ্গ! ওঠো! আমার অনেক কথা আছে!

অনঙ্গ অস্ফুট স্বরে উত্তর দিল!

মুক্তা। এখন উঠিলে কি তোমার কষ্ট হবে?

অন। না।

মুক্তা। তবে ওঠো না, মনের কথা কই।

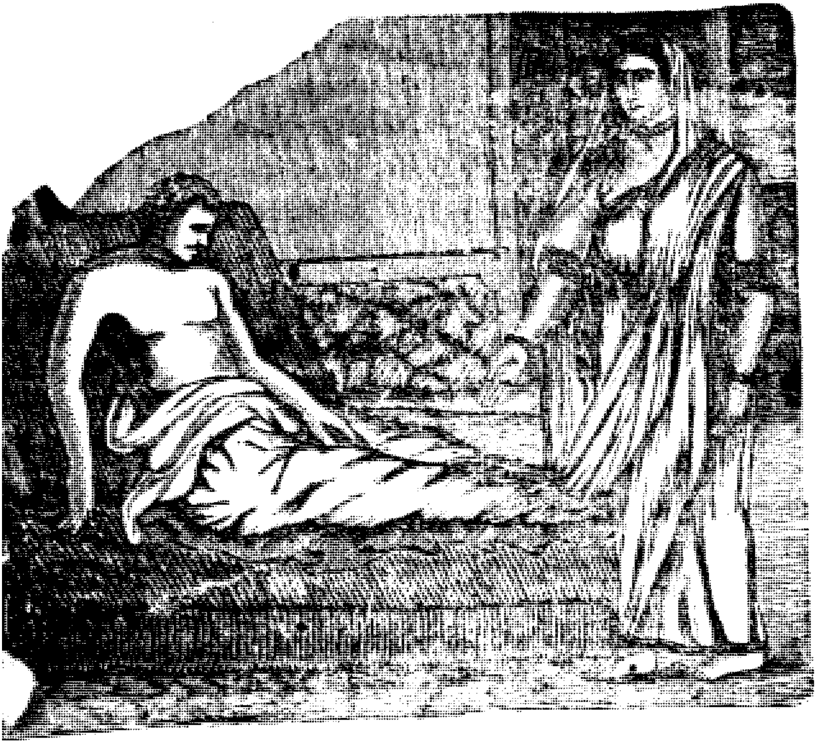
অনঙ্গমোহিনী চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বলিল;—

"হ্যাঁগা! তুমি আমায় কি ওষুধ খাওয়ালে?"

মুক্তারাম বাবু চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কৈ? আমি আপনার কি ওষুধ খাওয়াবো, আমি ঔষধ খাওয়াইনি!!"

মুক্তারাম বাবু মনে ভাবিলেন, অনঙ্গের কোন অসুখ হইয়াছে; অনঙ্গ মুক্তারাম বাবুকে বিস্মিত দেখিয়া বলিল;—

"হ্যাঁগা তুমি যদি ওষুধ আমাকে না খাওয়ালে, তবে আমি তোমায় দেখি কেন,—না দেখলে থাকতে পারিনা কেন?—হ্যা দেখ গা, তোমায় বোলতে হবে, তুমি আমাকে কি ঔষধ খাইয়েচো! তোমায় না দেখিলে আমার চক্ষু ভাল কোরে কাহাকেও দেখতে চায় না। আমার অঙ্গ সদাসর্ব্বদা তোমার অঙ্গসংলগ্ন করিতে অভিলাষ প্রকাশ করে। তাই বোলচি—আমাকে একটু সেই ওষুধ দাও না, আমি আর এক জনকে খাওয়াবো।



অনঙ্গমোহিনী ও সুরেন্দ্র।

মুক্তারাম বাবু অনঙ্গমোহিনীর মোহিনী শক্তিতে মোহিত হইয়া বিস্মিতের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন, ক্ষণেক স্থির চক্ষে অনঙ্গমোহিনীর বদন প্রভার উপর চাহিতে চেষ্টা করিলেন ঃ—অল্পে অল্পে চাহিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা অতি ভয়ানক; অনঙ্গমোহিনীর হৃদয়ের রক্ত অতি দ্রুত সঞ্চালিত হইতেছে, পলকে পলকে রক্ত পেসী হইতে ইড়া পিঙ্গলা শুষুম্না নাড়িতে ধাবিত হইতেছে, তথা হইতে শিরা সমূহে প্রবেশ করিতেছে—শিরা হইতে প্রতি কৈষিকা সূত্রে প্রবিষ্ট হইতেছে, যেন সমুদ্রে তরঙ্গের ক্রীড়া চলিতেছে। যখন অনঙ্গের উষ্ণ শোনিত কৈষিকায় দেখা দিতেছে, তখন

২৬

অনঙ্গের সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছে, গণ্ড কপোল আরক্তিম হইতেছে, অনঙ্গের তেজ সেই সময়ে আকাশের বিদ্যুৎকেও পরাভব করিতেছে, আবার যখন সেই রক্ত স্রোত কৈশিকা সূত্র হইতে ক্রমে রক্তপেশীতে ফিরিয়া যাই-তেছে, তখন অনঙ্গ প্রবল ঝটিকা হইতে বিরতা—প্রকৃতি দেবীর সৌম্য মূর্ত্তির ন্যায় দেখাইতেছে।—আশ্চর্য্য মূর্ত্তি!

মুক্তারাম বাবু একে একে সমস্ত নিরীক্ষণ করিলেন, তাঁহার হৃদয়ে অনঙ্গকে দেখিয়া এক বার ভয় হইতে লাগিল, আবার আশার সঞ্চারও হইতে লাগিল; ভয়ানক রহস্য! কতক্ষণ পরে অনঙ্গ হাসিয়া ফেলিল, ভাবে বোধ হইল, পূর্ব্ব অবস্থায় অনঙ্গ ভবিষ্যতে যাহা করিবে, সেই ভাবনা প্রগাঢ়তা সহকারে ভাবিয়া লইল। সেই ভাবনায় অনঙ্গের শরীর উষ্ণ হইয়া রক্ত স্রোত এত দূর উষ্ণতা প্রাপ্ত হওতঃ দ্রুত বহমান হইতে ছিল। এক্ষণে অনঙ্গ আবার স্বীয় স্বভাব স্নিগ্ধ ভাব ধারণ করিল—হাসিয়া মুখে কাপড় ঢাকিল, ঢাকিয়া বলিল—

"ছি! তুমি আমার প্রতি কেন চাহিয়া রহিয়াছ? আমি কি ছবি! যে তাই তুমি আমাকে এক দৃষ্টে দেখিতেছ—আমি যে অনঙ্গ!—হা—হা—হা।

অনঙ্গমোহিনীর আশ্চর্য্য প্রবোধ দেখিয়া আমিও প্রবুদ্ধ হইলাম। অনঙ্গের তেজোময় মূর্ত্তি হেরিয়া মুক্তারাম বাবু হত চিত্ত হইয়াছিলেন, তিনি মনে মনে, অনঙ্গ যে তাঁহার হইবে, এমন আশা করিলেন।

মুক্তারাম বাবুকে ভুলাইয়া অনঙ্গমোহিনী পুনরায় বলিল:—

"হ্যাঁগা? তুমি যে ওসুদ আমাকে খাইয়েচো, সেই ওসুদ একটু দাও না!

মু। ঔষধ কি?

অ। কেন, যা খাইয়ে আমাকে পাগল কোরেচো, যা খাইয়ে আমাকে এখানে বোসিয়ে রেখেচো—দেখো তোমার—ওসুদের গুণ আছে—আমি যদি আমার স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর বাড়িতে থাকতুম, তা হোলেতো আর তুমি আমাকে এখানে দেখতে পেতে না, আর আমিও তোমাকে দেখতে পেতেম না। তোমার ওসুদের বড় মজা, আমাকে আর শ্বশুর বাড়ী যেতে হোলো

না। তোমার সঙ্গে কেমন মজা কোরে আমোদ কচ্চি; আচ্ছা, তুমি সেই ওষুদ আমাকে একটু দেবে?

মুক্তারাম বাবু ভাবিলেন, অনঙ্গ বালচাতুরী প্রভাবে প্রভাম্বিতা। কিন্তু নির্ব্বুদ্ধি মুক্তারাম বাবু ধনাগমের উপায়ই আজীবন শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি স্ত্রী বুদ্ধির কিছুই শিখিতে পারেন নাই। অনঙ্গমোহিনী সামান্য বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক নহে, তার কৌশল বোঝা কি মুক্তারাম বাবুর ক্ষমতা!

অনঙ্গের প্রশ্নের উত্তর দিবার কারণ মুক্তারাম বলিলেন:—

"অনঙ্গ! তুমি সে ওষুধ নিয়ে কি কোরবে।"

অনঙ্গ দেখিল, যে মুক্তারাম বাবু তাহাকে পাগল ভাবিয়া ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছে—তাহার মনে কি ভাবের উদয় হইল, সে বলিল:—

"আমি ওষুদ নিয়ে কি কোরবো তাই জিজ্ঞাসা কোচ্চ—আমি খেলা কোরবো—আমাকে যে একবার মজাইয়া, নিজে না মজিয়াছে, তাহাকে মজাইব।

মুক্তারাম বাবু অনঙ্গমোহিনীর এ রহস্যের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; তিনি মনে করিলেন, যে অনঙ্গমোহিনী তাঁহারই রূপে বিমুগ্ধা হইয়াছে, আর তিনিই একা অনঙ্গের প্রণয়াভিলাষী, আবার অনঙ্গ যে কাহাকেও ভাল বাসে এ তাঁহার মনে এক নিমেষের তরেও উদয় হইল না! তাঁহার মন সন্দিগ্ধ হইল—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"অনঙ্গ"

অ। কি?

মু। তুমি কি আর কাহাকেও ভাল বাসিয়াছ?

অ। কে বোল্লে।

মু। এই যে তুমি আপনিই বোলচো।

অ। কৈ?

মু। তুমি ঔষধ চাচ্ছিলে কার জন্যে?

অ। আমাকে যে না ভালবাসে তার জন্যে।

মু। তুমি কাহাকে ভালবাসো!!

অ। আমি তোমাকে ভালবাসি।

মু। তবে কি ওষুধ আমার জন্যেই চাচ্ছিলে ?

অ। হ্যাঁ !

মুক্তারাম বাবুর হৃদয়স্থ আনন্দ লহরী নাচিতে নাচিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল, তিনি অনঙ্গের হস্ত ধরিয়া স্বীয় ক্রোড়ে টানিলেন, অনঙ্গের কৌশল সুসিদ্ধ হইল। অনঙ্গ সময় পাইয়া মুক্তারামের বক্ষস্থলে মুখ লুকাইয়া কপট অভিমানে ক্রন্দন আরম্ভ করিল। মুক্তারাম বাবুর হৃদয় সেই ক্রন্দনে গলিয়া যাইল, তিনি সযতনে অনঙ্গের গাত্রে হস্ত দিয়া তাহার মুখ তুলিয়া নির্নিমেষ কটাক্ষে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"অনঙ্গ ! তুমি কাঁদচো কেন ?

অনঙ্গ অধিকতর প্রকারে কাঁদিতে লাগিল, এ ক্রন্দনের ভাব আমিও বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু এটা বুঝিয়াছিলাম, যে অনঙ্গমোহিনী একটী ভয়ানক কৌশল স্থির করিয়াছে।

অনঙ্গকে কাঁদিতে দেখিয়া মুক্তারাম বাবু অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়া বলিলেন :—

"অনঙ্গ ! অনঙ্গ ! আর কেঁদোনা, আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে মাপ কর—আর কেঁদোনা—তুমি কেন কাঁদচো ?

অন। আমি ঠকিয়াছি বলিয়া।

মুক্তা। কে তোমাকে ঠকাইয়াছে ?

অন। তুমি।

মুক্তা। আমি !—আমি !—আমি তোমায় ঠকাইয়াছি ? কৈ আমি তো ঠকাই নাই !! কিসে ঠকাইলাম !

অন। তুমি আমাকে তোমার কপট প্রণয়ে বিমুগ্ধ করিয়া মজাইয়াছো—এটা ঠকানো নয় !

মুক্তা। আমার প্রণয় যে কপটতাময়, তা তোমায় কে বল্লে ?

অন। আমি পরীক্ষা কোরে জান্‌তে পাচ্চি ! প্রকৃত প্রণয়ীর প্রণয় জলের ন্যায় তরল হয় ; সমুদ্রের ন্যায় চঞ্চল হয়—আর কাচের ন্যায় স্বচ্ছ হয় ; যে কেন হোক না—প্রকৃত প্রণয়ীর মূর্ত্তি দেখিলেই সমস্ত জানিতে

পারে, তার সাক্ষী দেখ, আমার প্রণয় তরল, আমি লজ্জার ভয় না করিয়া তোমার সহিত আমোদ করিতেছি, কৈ তুমি তো তা করিতেছ না, তোমার প্রণয় প্রকৃত নয়, তাই বোল্‌চি আমি ঠকিয়াছি।

অনঙ্গমোহিনী মোহিনী বক্তৃতা সমাপ্ত করিয়া অবনতমুখে উপবিষ্টা রহিল। মুক্তারামের মস্তক শূন্যে ঘুরিতে লাগিল, তিনি কখন নবগ্রহ সমন্বিত সৌর জগৎ সম্মুখে দেখিলেন—আবার কখন দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, অমৃত প্রভৃতিময় সপ্ত সমুদ্র সম্মুখে দেখিলেন, আবার সম্মুখে অনঙ্গমোহিনীর মুখচন্দ্রমা দেখিলেন, সমস্ত ভুলিয়া যাইয়া অনঙ্গের হস্ত ধরিয়া বলিলেন:—

"তোমার নিকট কি প্রকারে পরীক্ষা দিলে আমি প্রকৃত প্রণয়ী বলিয়া পরিচিত হবো!"

অন। আমি যা বলি, তাহার উত্তর দিলে; প্রণয়িনী যাহা জিজ্ঞাসা বা যাহা অভিলাষ করে, তাহা যদি প্রণয়ী পরিপূরণ করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে সেইই প্রকৃত প্রণয়ী!

মুক্তা। অনঙ্গ! তোমার ভ্রম হইয়াছিল, তুমি এতো দিন কেন আমাকে পরীক্ষা কর নাই? আমাকে পরীক্ষা কর, আমি তোমার নিকট পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছি।

অন। তুমি আমার নিকট অকপটে পরীক্ষা দিবে?

মুক্তা। দিব।

অন। দেখ, আমার অনেক দিন থেকে তোমার মুখের একটি গল্প শুনতে ইচ্ছা হোচ্ছে, কিন্তু সময়ক্রমে তা জিজ্ঞাসা কোত্তে পারি নাই। আজ তা তোমাকে বোলতে হবে?

মুক্তা। আমায় স্মরণ করিয়া দাও, আমি বলিতেছি,—

অন। দেখো ভাই! আমি সকলের মুখে শুনেছি:—

'শুনেছি' বলিয়া অনঙ্গমোহিনী হাসিতে লাগিল, হাসিতে হাসিতে বলিল:—"আমার স্বামীকে তোমাতে আর কাকাতে না কি মিলিয়া বিবাগী করাইয়া আমাকে অনন্ত সুখে ভাসাইতেছ:—হ্যাঁ গা তাঁকে কি কোরে বিবাগী কর্‌লে গা?"

মুক্তারাম অনঙ্গের কৌশলজালে জড়িত থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন শুনিবা

মাত্রেই তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি কম্পিত হইতে লাগিল, কি করেন, মনো-ভাব গোপন করিয়া বলিলেন :—“কি বোল্লে অনঙ্গ! তোমার স্বামীর ইতিহাস! আচ্ছা আগে বল, তা শুন্‌লে তুমি খুসি হও কি না!

অন। খুসি হবো না কেন, সে থাক্‌লে কি আমি এমন স্বাধীন ভাবে আমোদ প্রমোদ কোত্তে পাত্তেম? আমি তো হাস্‌চি! এই বলিয়া অনঙ্গ মোহিনী হাসিতে লাগিল। সে হাসি মৌখিক বলিয়া বোধ হইল।

মুক্তারাম বাবু অনঙ্গমোহিনীর প্রণয়ে বিমুগ্ধ হইয়া গল্প আরম্ভ করিল :—

“অনঙ্গ! তোমার কাকার সঙ্গে আমার যে দিন আলাপ হয়, তার অব্যবহিত পরেই আমি তোমাদের বাটীতে আসি, তা বোধ হয় তুমি জানো, তুমি তখন কুমারী! কিন্তু তোমার কুমারী অবস্থাতেই আমি মজিলাম, প্রায়ই তুমি বৈঠকখানায় কাকার কাছে আসিতে, আর আমার মন তোমার সহিত কম্পিত হইত, তোমার বয়স তখন দ্বাদশ বৎসর, কৌলিন্য নিবন্ধন তোমার বিবাহ হয় নাই। কিন্তু যৌবনপ্রভা লুকায়িত থাকিবার নয়, সে প্রফুল্ল গোলাপের ন্যায় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া আমার দেহ প্রাণ কিনিতে আরম্ভ করিল, আমি আদর করিয়া তোমার হাত ধরিতাম, কিন্তু সে ধরায় যে কত আমোদ পাইতাম, তা আমি জানি, আর কে জানিবে? আমি যতবার আসি, সেই অবধি তোমাকে না দেখিয়া যাই না। কিন্তু আপনি আপনার মনাগুণে পুড়িতে লাগিলাম; তোমাকে বলিবার উপায় পাইলাম না। এক দিন—যে দিন তুমি একলা আমাকে দেখতে এসেছিলে, সেই দিনের কথা বোলচি, তোমাকে আমি গহনা দিয়ে ভুলাইয়া ছিলাম কেন?—যাতে—তুমি অনেকক্ষণ বৈঠক-খানায় থাকো, আর—কোন প্রলোভনে যদি তুমি আমার কথায় সম্মত হও; ক্রমে তোমার জ্ঞান হোলো, তোমার বিবাহ হোলো। নরেন্দ্র আসিয়া তোমাকে বিবাহ করিল, কিন্তু আমার মস্তকে বজ্র পড়িল। আমি সেই দিন অবধি উদাশ হইয়াছিলাম; তোমাকে পাইবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছিলাম, এইরূপে কিছু দিন যাইল, নরেন্দ্রও তোমার নিকটে আসে যায় —এমন সময়ে জগদীশ্বর আমার সহায় হইল, আমি আমার মনোভাব প্রকাশ

করিবার উপায় পাইলাম, যশোদা দাসী আমার সহায়তা করিল, বিবাহের পর আর তুমি বাহিরে আসিতে না, কি প্রকারে তোমাকে দেখি আর মনোভাব প্রকাশ করি এই ভাবিতেছি—কিন্তু যশোদার মুখে শুনিলাম তুমি লেখা পড়া জানো, আমার মনে আশার সঞ্চার হইল, আমি তাহাকে অর্থে বশীভূত কোরে তোমাকে মনোভিলাষ জানাইয়া এক খানি পত্র লিখিলাম; সেই পত্র পাঠ পূর্ব্বক তুমি আমার সহিত লুকাইয়া সাক্ষাৎ করিতে লাগিলে—কিন্তু মনোভাব স্থির করিতে পারিলে না। ইতিমধ্যে দত্ত মহাশয়দের সুরেন্দ্র বাবু তোমার প্রণয়ের অংশী হইল, তোমার কাকা অতি চতুর, তিনি টাকার বিষয়টা ভাল বুঝিতেন; কি ভাবে সুরেন্দ্রকে ঠকাইয়া তাহার নিকট হইতে টাকা লইবেন তাহার উপায় স্থির করিতে লাগিলেন, এক দিন আমাকে নির্জ্জনে লইয়া সেই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি আমার মনোগত উপায় বলিলাম, যে, "অনঙ্গ যেন তাহার স্বামীর হস্তগত না হয়—তাহা হইলেই কার্য্যসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা," তিনিও আমার কথায় অনুমোদন করিয়া তোমাকে সেইমত উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং যাহাতে তুমি স্বেচ্ছাচারিনী হও এমন প্রশ্রয়ও দিতে লাগিলেন, তুমি অসঙ্কুচিত চিত্তে সুরেন্দ্রের সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলে; এই সংবাদ তোমার স্বামী জানিতে পারিয়া, তোমাকে তাঁহার বাটীতে লইয়া যাইবার কারণ তোমার কাকাকে বারম্বার অনুরোধ করেন, কাকা আমাকে বলেন, আমি তাহাকে বিবাগী করিয়া দিতে পরামর্শ করি, সে পরামর্শ দুই ভাবের—একভাবে তোমাকে আমি আজীবন বক্ষে ধারণ করিতে পাইব বলিয়া, দ্বিতীয়তঃ অবতার বাবুর মনস্কামনা সুসিদ্ধ হইবে বলিয়া, তাহাই স্থির হইল, পর দিবস সে তোমাকে লইতে আসিলে, সাদরে তাহাকে সে রাত্রি বৈঠকখানায় রাখাইয়া, কৃষ্ণ ডাক্তারের পরামর্শে ঔষধ খাওয়াইয়া অচেতন করতঃ, অবতার বাবুর মেদিনীপুরের জমিদারীতে পাঠাইয়া, কয়েদ করিয়া রাখিয়াছি। গোপনে কার্য্য শেষ হইল, সকলের কাছে প্রকাশ করিলাম নরেন্দ্র বাবু পাগল হইয়া সেই প্রাতে কোথায় গিয়াছে, নরেন্দ্রের বাপ আসিয়া কত অনুসন্ধান করিল, কোথাও তাহার সাক্ষাৎ পাইল না; কি প্রকারে পাইবে, সে তো আমাদের হাতের মধ্যে।

তার পর যা হইয়াছে আর হইতেছে সমস্তই তুমি দেখিয়াছ, অধিক আর কি বলিব।—অনঙ্গ! এখন কি আমি কপট।"

আমি অনঙ্গের কৌশলে চমৎকৃত হইলাম, কি ভীষণ কৌশলে তাহার মনোভাব স্থিরিকৃত হইল। মুক্তারাম বাবু তাহার ছলনায় ভুলিয়া আপনার হস্তে আপনি বিষ ভক্ষণ করিলেন। অনঙ্গ মোহিনী স্বীয় অভিষ্ট এক প্রকার সিদ্ধ হইল দেখিয়া, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস প্রশ্বাসিত করিল; ক্ষণেক স্থিরভাবে থাকিয়া বলিল "না তুমি কপট নও—তোমার অন্তর সরল, আমি তোমার প্রণয়ের প্রণয়িনী হোলেম, তোমার সহিত লুকাইয়া আমোদ না কোরে আমি তোমাদের বাড়ী যাবো।"

মুক্তা। কবে যাবে?

অন। আগে যাবার উপায় করি! তোমার ভগ্নির সহিত আমি আলাপ করিব, সেই আলাপের প্রভাবে স্বচ্ছন্দে তোমাদের বাটীতে বেড়াইতে যাবো, কেহ কিছু মনে করিতে পারিবে না। তুমি তোমার ভগ্নিকে কাল আনবে?

মুক্তা। আনবো।

অন। আচ্ছা তোমার কেমন সত্যি কথা! কাল দেখে তোমার সহিত আমোদ আরম্ভ করিব।

এই কথা বলিয়া দ্রুত পদে হাসিতে২ অনঙ্গ মোহিনী স্বীয়া স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধির যুদ্ধে মুক্তারাম বাবুকে পরাস্ত করিয়া প্রস্থান করিল।

——00——

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

শরতের মেঘে—সৌদামিনী।

যে সময়ে অনঙ্গমোহিনী স্বীয়া বুদ্ধির প্রখরতায় মহা কৌশলে মুক্তারাম বাবুকে পরাস্ত করতঃ মনোভিষ্ট সিদ্ধ করিয়া গৃহ হইতে দ্রুত বহিস্কৃতা হইলেন, সেই সময়ে মুক্তারাম বাবু সম্মুখে বিদ্যুৎ দেখিলেন কি প্রহেলিকা দেখিলেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, হাঁ করিয়া অনঙ্গমোহিনীর গমন পথে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল—তিনি দৌড়াইয়া অনঙ্গকে ধারণ পূর্ব্বক উষ্ণ শোনিতের শীতলতা সম্পাদন করেন, কিন্তু আর অনঙ্গ মূর্ত্তি তাঁহার দৃষ্টি পথের মধ্যে রহিল না, অন্তর্হিত হইল। তিনি কতক্ষণ পরে বলিলেন :—"একি! অনঙ্গ কি আমায় পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিল, তবে চলিয়া গেল কেন, কাল অনঙ্গের মনস্তুষ্টী করণার্থে আমার ভগ্নিকে অনঙ্গের কাছে আনাইয়া মনোভিলাষ পূর্ণ করিব, নচেৎ আর অনঙ্গমূর্ত্তি ভুলিতে পারিব না।" এই কথা বলিতে বলিতে চুপ করিলেন, অবতার বাবু সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন।

অনঙ্গকে নিম্নে নামিতে দেখিয়াছিলাম কোথায় যায় তাহা দেখিবার কারণ তাড়াতাড়ি আমিও নামিয়া আসিলাম, দেখিলাম যে ঘরে সুরেন্দ্র ছিল, সেই ঘরে অনঙ্গ প্রবেশ করিল।—সেই গৃহের দ্বারদেশে যাইয়া দেখিলাম, অনলে অনল বিমিশ্রিত—হইয়াছে, অমৃতে অমৃত মিশ্রিত—হইয়াছে :—শারদীয়া মেঘে সৌদামিনী খেলা করিতেছে—সুরেন্দ্র শয্যায় অর্দ্ধ শায়িত, মুখ অবনত—সম্মুখে অনঙ্গমোহিনী মোহিনী মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মানা। কত ক্ষণ পরে অনঙ্গমোহিনী স্বীয়া প্রকৃতি স্থির করিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক বলিল :—

"সুরেন্দ্র! তুমি কেমন আছ!"

হতভাগ্য সুরেন্দ্র মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল আনন্দময়ী মূর্ত্তি!!

অনঙ্গমোহিনী সম্মুখে দণ্ডায়মানা, তাহার মনে কত কি ভাবের উদয় হইল, কিন্তু প্রকৃতীর স্বভাব সিদ্ধ ক্ষমতায় সে তাহাতে পরাঙ্মুখ হইল; কত কষ্টের অবসানে সে মনে মনে অতুল সুখ সম্ভোগ করিল, যে অনঙ্গমোহিনীর মোহনীয়া মূর্ত্তিতে সে পথের ভিখারী হইয়াছে—যাহাকে আজীবন দেখিতে পাইবে ভাবিয়া সে আপনার স্ত্রীকে শমনালয়ে প্রেরণ করিয়াছে ঃ—সেই অনঙ্গ, সেই সুরেন্দ্রের দ্বিতীয়া জীবনী—অনঙ্গ—সম্মুখে দণ্ডায়মানা ;—সুরেন্দ্র মনে মনে বড়ই আহ্লাদিত হইল, কিন্তু সে আহ্লাদ শরীরের ক্ষীণতা প্রযুক্ত প্রকাশিত হইল না। সুরেন্দ্র নির্ণিমেষ নয়নে উন্মাদের ন্যায় অনঙ্গের প্রতি চাহিয়া রহিল, অনঙ্গও নির্ণিমেষে স্বীয়া দক্ষিণ হস্ত সুরেন্দ্রের দিকে রাখিয়া নিশ্চলে দণ্ডায়মানা—কতক্ষণ পরে অনঙ্গ বলিল ঃ——

"সুরেন্দ্র!"

সুরেন্দ্রের মনে মহা সুখের উদয় হইল, সেই সুখ অশ্রু রূপে পরিণত হইয়া দরদর ভাবে গণ্ড দেশ বহিয়া বক্ষে পতিত হইতে লাগিল, সুরেন্দ্র আহ্লাদে চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিতে লাগিল, একটীও কথা কহিতে পারিল না। পুনরায় অনঙ্গ বলিল ঃ—

"সুরেন্দ্র! কথা কও! তুমি কেমন আছ?"

সুরেন্দ্র অস্থির হইল, বলিল ঃ—

"অনঙ্গ! আমি কোথা—আমার এ অবস্থা কেন? আর তু-তু-মি!"

অ। সে সব অনেক কথা, পরে সকল কথা শুনতে পাবে। এখন তুমি কেমন আছ?

সু। ভাল আছি, তুমি কোথাও যাবে নাকি?

অ। এ কথা জিজ্ঞাসা কোচ্চ কেন?

সু। তুমি যে আমার কাছে আসচো না, আমার সঙ্গে ভাল কোরে কথা কোচ্চো না!—আর!—

'আর' বলিতে বলিতে সুরেন্দ্রের অধর কাঁপিতে লাগিল, সুরেন্দ্রের চিবুক কাঁপিতে লাগিল, সুরেন্দ্রের গণ্ড বহিয়া দর দর ধারে জল পতিত হইতে লাগিল।

অনঙ্গমোহিনী দেখিল, এ ভাবে সুরেন্দ্রের সম্মুখে থাকিলে তাহার মনোভাব সুসিদ্ধ হইবার কোন উপায় নাই! অতএব সে অন্য কোন উপায় স্থির করিবে বলিয়া গৃহের ইতস্ততঃ দেখিল, পরে হাঃহাঃ করিয়া হাসিয়া সুরেন্দ্রের নিকট যাইয়া বলিল ঃ—

"সুরেন্দ্র! তুমি কি বোলছিলে—আমি কোথাও যাবো—তা যাবো না! তা যাবো না—তোমায় ফেলে কোথায় যাবো? কিন্তু সুরেন্দ্র আর না, আর সে সব ভাব নয়, এখন তোমায় আমায় বড় ভয়ানক ভাব; তুমি আমার নরকের দক্ষিণ দ্বার—তোমায় আমি ভালবাসি কেন তা জানো—এক দিন রাক্ষসী হইয়া তোমার রক্ত শোষণ করিব; দেখ, আর আমার আশা কোরো না, আমাকে ভুলিয়া যাও, আমি পাগল হইয়াছি—আমার মতির স্থির নাই—আমি এখন হইতে—যখন যাহাকে সম্মুখে পাইব, তখনি তাহাকে দংশন করিব। আর!—

যুবতী সুরেন্দ্রের প্রতি চাহিল—দেখিল, সুরেন্দ্র চক্ষু মুদিয়াছে, সুরেন্দ্রকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে দেখিয়া কামিনী ভাবিল, সুরেন্দ্র নিদ্রা যাইল—পুনরায় ডাকিল ঃ——

"সুরেন্দ্র! তুমি কি ঘুমুলে!"

সুরেন্দ্রের চেতন হইল না—যুবতী পুনরায় ডাকিল ঃ——

"সুরেন্দ্র! তুমি কি ঘুমুলে!—আমি যাই!"

সুরেন্দ্র নিস্তব্ধ রহিল,—কামিনী ভাবিল, সুরেন্দ্র ঘুমাইয়াছে, সে তথা হইতে প্রস্থান করিল, প্রস্থান করিবার কালে দ্বারদেশে আমাকে দেখিয়া বলিল—"তিনু! তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো, থাকো, ভাই! সুরেন্দ্রের কাছে অনেক কথা বোল্‌তে এসেছিলেম, সুরেন্দ্র ঘুমুলো, বোল্‌তে পাল্লেম না, সুরেন্দ্র যখন জাগরিত হবে, সেই সময়ে আমাকে সংবাদ দিও—আমি আসিব। দেখো সাবধান, কাকা যেন কিছু না টের পান, তিনি টের পেলে ভয়ানক ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা! মুক্তারাম বাবুর সর্ব্বনাশ করিলেই আমার মনের কিছু শান্তি হয়, তার উদ্যোগে চোল্লেম। সুরেন্দ্রের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে, কাকা আমার অনুরোধে, আর—আর একটী কারণে এখনো সুরেন্দ্রকে ধরা-

ইয়া দেন নাই। বোধ হয় আর বিলম্বও নাই। কাদম্বিনীর মোকদ্দমা কাল না হয় পরশু হবে। যাই হোক, আমি চোল্লেম, এখন মুক্তারাম বাবুতে আর কাকাতে অনেকক্ষণ একত্রে থাক্‌তে দেবো না, কি জানি কি পরামর্শ করে, আমি সেই জন্যে এসেছি।" এই কথা বলিয়া অনঙ্গ মোহিনী চলিয়া গেল, আমি স্থিরচক্ষে তাহার গতি নিরীক্ষণ করিতেছি, এমন সময়ে একটী ভীষণ দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল—তাহাতে বোধ হইল, যেন একটী ক্রুদ্ধ বিষধর গর্জ্জন করিল, আমি কম্পিত হইলাম।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়াছে, আকাশে অন্ধকার, ভূমে অন্ধকার, চতুর্দ্দিকে অন্ধকার, মাঝে মাঝে শিশির-পতনের শব্দ শোনা যাচ্চে, ভয়ানক শীত, একটু একটু উত্তুরে বায়ু বাহিত হইল, আমি ভাল করিয়া গায়ে কাপড় ঢাকিয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিলাম, প্রায় চারি মুহূর্ত্ত অতীত হইয়াছে, এমন সময়ে পুনরায় সেই ভাবের নিঃশ্বাস পুনরায় প্রশ্বাসিত হইল, আমি চমকাইয়া গৃহের মধ্যে দেখিলাম, সুরেন্দ্রের আর সে ভাব নাই, সুরেন্দ্র চক্ষু উন্মীলন করিয়াছে, বালিসের ঠেস পরিত্যাগ করিয়া ভাল হইয়া বসিয়াছে, কপোলে হস্ত সংলগ্ন করিয়াছে, চক্ষু দীপ্তিময় হইয়াছে, সুরেন্দ্র নির্নিমেষে প্রদীপের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে,—কিয়ৎক্ষণ পরে সুরেন্দ্র আর একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রশ্বাসিত করিল, সেই প্রশ্বাসে তাহার হৃদয় যে মর্ম্মান্তিক বেদনায় ব্যথিত হইতেছে, তাহার উদাহরণ পাওয়া গেল:—সুরেন্দ্র কোন ভাবনায়—কাহার ভাবনায়—এত ক্লিষ্ট, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, কিন্তু ইচ্ছা হইল,—স্থিরভাব ধারণ করিলাম। সুরেন্দ্র হৃদয়কে আর পুড়াইতে না পারিয়া ভয়ানকস্বরে 'উঃ!!' করিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রশ্বাসিত করিল; সেই শব্দে আমার হৃদয় করুণায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল, আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ভবিষ্যৎ বিষয় দেখিতে লাগিলাম:—সুরেন্দ্র পুনরায় পূর্ব্বাপেক্ষা কাতরস্বরে উচ্চারণ করিল—'উঃ!!' আমি স্তম্ভিত হইলাম, কি প্রকারে সুরেন্দ্র স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিবে, আমি শুনিব, তাহারই ইচ্ছা করিতে লাগিলাম, জগদীশ্বর সহায় হইলেন, সুরেন্দ্রের মনোভাব প্রকাশ

হইয়া পড়িল, সুরেন্দ্রের অন্তর আর শোকবেগ ধারণ করিতে পারিল না; প্রকাশ হইয়া পড়িল, সুরেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল, সুরেন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে গিয়া বলিল—"আঃ! বিমলে!! বিমলে!! আমি কি হোলেম—বিমলে!!!

আবার সুরেন্দ্র নিস্তব্ধ হইল, কাঁপিতে কাঁপিতে মুখে হস্ত ঢাকিল, অন্তরে অন্তরের শোক লুকায়িত রাখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইল, অন্তরে ধরিল না, পুনরায় প্রকাশ হইয়া পড়িল, "বিমলে!—রাক্ষসী মায়ায় আমি বিমুগ্ধ হয়েছিলেম—বিমলে!—আহা—আহা!—আমার কি হলো!—ওঃ!"

সুরেন্দ্র ভয়ানক চীৎকারে 'ওঃ, শব্দ উচ্চারণ করিয়া স্বীয় মনোভাব প্রকাশ পূর্ব্বক অন্তরকে লঘু করিতে গিয়া শয্যা হইতে ভূমে পতিত হইল। আমি তদ্দর্শনে পরিকম্পিত হইলাম, সে অবস্থায় তাহাকে দেখা দেওয়া অকর্ত্তব্য বিবেচনায় দৌড়াইয়া অনঙ্গমোহিনীর কাছে গেলেম, যাইবার সময় দেখিলাম, সুরেন্দ্র বুকে চাপড় মারিয়া প্রবলবেগে "বিমলে, আমি কি হোলেম।" এই কথা বলিল।

তথা হইতে ক্ষুণ্ণমনে সুরেন্দ্রের অন্তরোত্থিত অতীত শোচনার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে উপরে উঠিলাম, উঠিয়া যেমন দুই এক পা যাইব এমন সময়ে সম্মুখে একটী স্ত্রীকণ্ঠ নিঃসৃত শব্দ প্রাপ্ত হোলেম, শব্দ প্রমাণে তথায় চমকাইয়া দাঁড়াইলাম। শব্দটী বামদিকস্থিত গৃহের মধ্য হইতে আসিতেছিল, একমনে শুনিলাম কে কাঁদ্‌চে,—ভাল করিয়া শুনিলাম,—'অনঙ্গ'—অনঙ্গ কাঁদ্‌চে এর কারণ কি? কপাট আবদ্ধ ছিল, কপাটের মধ্যে যে ফাঁক ছিল, তাহার মধ্য দিয়া গৃহস্থ আলোকের রেখা আসিতেছিল, আমি সেই ছিদ্রে নয়নদৃষ্টি স্থির রাখিয়া দেখিলাম—শরতের পূর্ণশশীকে রাহুতে গ্রাস করিতেছে।—অবতার বাবু অনঙ্গমোহিনীর হস্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অবতার নিম্নমুখে দণ্ডায়মান, আর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া অনঙ্গমোহিনী দণ্ডায়মানা;—অতি ভয়ানক দৃশ্য! পবিত্রের সহিত অপবিত্র মিশিয়াছে; গঙ্গার শ্বেতাম্বুর সহিত যমুনার কৃষ্ণ বারি বিমিশ্রিত হইয়াছে,—অনলের দীপ্তির সহিত ধূমপুঞ্জ প্রকাশিত হইতেছে,

এই দৃশ্য দেখিতেছি, এমন সময়ে অনঙ্গমোহিনী বলিল,—

"কাকা! আমার অনুরোধ রাখবে না!"

অব। অনঙ্গ! অনঙ্গ! তোমার স্বর শুনলে আমি কম্পিত হই বটে, কিন্তু আর কম্পিত হইতে পারি না, অনঙ্গ অনঙ্গ আর অনুরোধ কোরো না, আমি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ কোরেছি, সে কার্য্য এখন কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছে—আর না—আর এক পাও সরিয়া আসিতে পারি না—কেন অনঙ্গ! তুমিও তো এক দিন বোলেছিলে, যে 'সুরেন্দ্র! সুরেন্দ্র! তোমার রক্তে তর্পণ করিয়া আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।' আমি সে কথা শুনে ছিলেম, আমি অর্থ-পিশাচ আর হরনাথ বাবুর অনুরোধ কখন এড়াইতে পারি না, অনঙ্গ আর আমাকে অনুরোধ কোরো না, আমি চোল্লেম! দ্যাখো, সুরেন্দ্র কাল অবধি স্বাধীনভাবে আছে—কাল কাদম্বিনীর ও বিমলার মোকদ্দমা একত্রে হবে; আমিও যে দশ হাজার টাকার কর্জ্জ পত্র লিখাইয়া রাখিয়াছিলাম, তাহার চূড়ান্ত বিচারও কাল হবে, এতো আশায় আমার হৃদয় আশ্বাসিত হোয়ে রয়েচে, তুমি আমাকে বাধা দিও না, আমি চোল্লেম।"

এই কথা বলিয়া অবতার বাবু অনঙ্গমোহিনীর হস্ত ছাড়াইয়া গৃহের বাহির হইতে আসিলেন; আমি সরিয়া দাঁড়াইলাম। অবতার বাবু দরজা খুলিয়া বাহিরে গেলেন। ভয়ানক রহস্য! মনে মনে ভীত হইলাম, ভিখারী সুরেন্দ্রের জীবনও বুঝি যায়! কি কৌশল জালেই সুরেন্দ্র জড়িত হইয়াছে!! অবতার বাবু বাহিরে গমন করিলে আমি ত্বরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—অনঙ্গ চক্ষে কাপড় দিয়া কাঁদিয়াছিল,—সেই সমস্ত জল স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে মুছিতেছে:—আমি থমকাইয়া দাঁড়াইলাম; অনঙ্গ বিমনা ছিল—আমার পদশব্দ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল;—"কেও তিনু।"

হাঁ!! সুরেন্দ্র উঠিয়াছে—কিন্তু পাগল হইয়াছে!!

আমার মুখে সুরেন্দ্রের জাগরণ বার্ত্তা শুনিয়া অনঙ্গমোহিনী ত্বরায় নিম্নে আসিলে, আমি তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিলাম, যে গৃহে সুরেন্দ্র ছিল, তাহার দরজার কাছে যাইয়া অনঙ্গ দাঁড়াইল, অনঙ্গকে

দাঁড়াইতে দেখিয়া আমিও দাঁড়াইলাম, উভয়ে দাঁড়াইয়া যাহা দেখিলাম তাহা অতি ভয়ানক :—সুরেন্দ্র ভূমে হাঁটু পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক আকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, ঊর্দ্ধ হস্তে কি দেখিতেছে—দেখিতে দেখিতে বলিল "কেও ?—কে তুমি—কে তুমি—তুমি তো অনঙ্গ নও !! তবে—তবে—তবে কেন এমন মোহিনী বেশে আকাশ দেশ উজ্জল করিয়া দণ্ডায়মান আছো——চিনেছি—চিনেছি—চিনেছি !" সুরেন্দ্রের হৃদয় উন্মাদ বায়ুতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সুরেন্দ্র মুখে উন্মত্ত প্রলাপ প্রকাশ করিতে না পারিয়া,—দাড়াইয়া উঠিল :—বলিল—"কে তুমি ? চিন্‌তে তো পাল্লেম না :—তুমি তো অনঙ্গ নও, তবে তুমি কে——তুমি কি বিমলা—না—তাকে—তাকে—এই হস্তে এই—হস্তে—ঃ ! "

সুরেন্দ্র আর মনোভাব প্রকাশ করিতে না পারিয়া কাঁপিয়া পড়িয়া গেল :—

অনঙ্গমোহিনী স্বীয় অঞ্চল কটী দেশে আবদ্ধ করিয়া দৌড়াইয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাকে বলিল "জল আনয়ন কর," আমি ত্বরায় জল আনিয়া অনঙ্গমোহিনীর হস্তে দিলাম, অনঙ্গমোহিনী সুরেন্দ্রের পায়ে ও মস্তকে দিয়া মুখে জল দিল, সুরেন্দ্রের চমক হইল, সে চাহিয়া দেখিল অনঙ্গমোহিনী !!

অনঙ্গমোহিনী সুরেন্দ্রকে সচেতন দেখিয়া বলিল :—

"সুরেন্দ্র প্রকৃতীকে স্থির কর ! আমার অনেক কথা আছে আর তোমাকে আমি দেখিতে পাইব না, এই বেলা বলিয়া যাই !"

সুরেন্দ্র তীব্র কটাক্ষে অনঙ্গমোহিনীর প্রতি চাহিলেন :—কিন্তু বিষধর সর্প যেমন মহৌষধির গুণে নিম্ন মস্তক হয় ; তদ্রুপ সুরেন্দ্র অনঙ্গমোহিনীর বদন প্রভা রূপ মহৌষধিতে নিম্ন মস্তক হইয়া মনের খেদে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস প্রশ্বাসিত করিল ।

অনঙ্গমোহিনী দেখিল সুরেন্দ্রের প্রলাপ উপস্থিত ; আর দুই দণ্ডের পর সুরেন্দ্রকে সচেতন পাওয়া যাইবে না—আর তাহার মনের ভাবও প্রকাশিত হইবার উপায় থাকিবে না ।

সে পুনরায় ডাকিল !!—

সুরেন্দ্র !

সুরেন্দ্র মস্তক উত্তোলন করিল।

অন। আমার অনেক কথা আছে শুনবে কি? আর আমার এমন সময় নাই—আর আমি এমন অবসরও পাইব না, যে যাহাতে আমার মনোভাব আমি প্রকাশ করিতে পারি—সুরেন্দ্র আর এক দণ্ড স্থির ভাব ধারণ করতঃ হৃদয়কে লঘু কর, আমি জন্মের মত তোমার নিকটে আমার মনোভাব প্রকাশ করি। "সুরেন্! জগত তোমার জন্যে কম্পিত হোচ্চে! তুমি স্থির হও, তুমি তোমার জীবনকে এত দূর পাপভারে ভারি করিয়াছে আর তিলমাত্র প্রকৃতি তোমাকে ধারণ করিতে পারিতেছে না। সুরেন্! আর না শোন! আমি যা বলি তা শোনো, এমন সময় আর আমি পাইব না!!—

অনঙ্গমোহিনী এই কথা বলিয়া সুরেন্দ্রের হস্ত ধরিল, সুরেন্দ্র তীব্র তেজোময় ভাবে অনঙ্গের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিতে চাহিতে গাত্রোত্থান করিল; ভয়ানক দৃশ্য! সুরেন্দ্র আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কম্পিত হইয়া বলিল :—

"কেও কে তুমি—আমি—পাগল হইয়াছি—আমার মস্তক ঘুরিতেছে আমি দৃষ্টিশূন্য—হইয়াছি—তোমাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না—কিন্তু স্পর্শনে বোধ হইতেছে তুমি এক দিন না এক দিন আমার শরীর শীতল করিয়াছিলে—আর এখন এমনও আশ্বাস দিয়াছিলে যে যাহার দ্বারা চিরকাল আমার শরীর তদ্রুপ শীতল রাকিবে। তুমি সেই শীতলতাময়—অন—ঙ্গ মূর্ত্তি! যদি হও আমাকে বিষ এনে দাও!! আমি এ যাতনা আর সহ্য করিতে পারি না; অনঙ্গ! একবার কথা কও—আমি জন্মের মত তোমার কথা শুনিতে শুনিতে বিষ খাইয়া মরি!! অনঙ্গ! অনঙ্গ!! অ—।"

সুরেন্দ্র মনোভাব প্রকাশ করিতে গিয়া অতীত প্রণয়ের কথা মনে আনিল—আনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, বাম হস্তে চক্ষু ঢাকিল—অনঙ্গ মোহিনী আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিল :—

"সুরেন! স্থির হও! আমার কথা শোন!! আমি এখন পাগলী

হইয়াছি, আমার মস্তের স্থির নাই—আমার মনের স্থির নাই—তুমি এক খানি ছুবি এনে দাও, আমি আমার বক্ষ চিরিয়া তোমায় দেখাই—আমি উন্মাদ বায়ুতে আমার শরীরকে পুরাইয়াছি কি না? সুরেন্! তুমি পূর্ব্বের কথা স্মরণ কর। যে দিন যশোদা দাসীর হস্তে পত্র প্রদান কর, না—না—না—আরো আগেকার কথা স্মরণ কর,—যে দিন দুর্গাপূজোপলক্ষে তুমি আমাদের বাটীতে এসো, সেই দিনের কথা স্মরণ কর, সুরেন্! তুমি কি সম্মোহনের কৌশলই শিক্ষা কোরেছিলে—তা না হোলে আমাকে কেন মজাইবে:—আমি তোমায় দেখিয়া ভীষণ ঝটিকায় টলিতে লাগিলাম; এক ধারে সংসার—আর এক ধারে তুমি!! সুরেন! আমি কখন ভাবিলাম, তোমার সহিত সন্ন্যাসিনী হইয়া এ কষ্টকর সংসার বিসর্জ্জন দি, আবার কখন ভাবিলাম, তাই বা কেমন করিয়া হয়!! আহা সেই দিন সুরেন্দ্র—সেই দিন—যে দিন যশোদা দাসী আমাকে পত্র প্রদান করিল,—সুরেন! সেই এক দিন—যে দিন তুমি আমাকে—আহা! আমি বিদ্যাসুন্দর পড়িতেছিলাম, তুমি হাসিতে হাসিতে আমার সম্মুখে এলে—সেই এক দিন!! আর সুরেন! আজ এক দিন!! সুরেন আমি মন খুলে সমস্ত কথা বোলেছি, সেই দিন—যে দিন তুমি আমাকে দেখা দিয়েছিলে, আমি—আমি স্বর্গের সহস্র সহস্র পূর্ণশশী হাতে পাইয়াছিলাম, আমি অনন্ত সুখে ভাসিবার কর্ণধার পাইয়াছিলাম। কিন্তু আমি হতভাগী কি কোরবো, তখন বুঝিতে পারি নাই, তোমার প্রণয়-সাগরে ডুব দিতে গেলেম, কিন্তু আত্মীয়গণের অনেক বাধা দেখিয়া তাহা পারিলাম না। সুরেন্! তখনকার এক এক দিন আমার এক এক যুগ বলিয়া বোধ হইয়াছে—সুরেন, আমি সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া তোমায় সহিত আমোদ করিতে যাইব বলিয়া উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে মুক্তারাম আমার মনের কথা টের পাইল, ছোট পিসি টের পাইল, তাহাদের মুখে কাকাও টের পাইল,—তাহাদের মুখে কাকাও শুনিতে পাইল, যে দিন কাকা শুনিল, সেই দিন আমি সংসারত্যাগী হইয়া ভিখারিণী হইব মনে করিয়াছিলাম—আমার মনে পড়ে;—সুরেন, কাতর হোয়োনা—আমি আমার হৃদয় লঘু করি, তুমি শোনো।”

সুরেন্দ্র আর শুনিতে পারিল না, তাহার মনে অতীত বিষয় পুনর্ব্বার বর্ত্তমান হওয়াতে সে কম্পিত হইয়া বলিল ঃ——

"অনঙ্গ! আমি চারি দিক শূন্যময় দেখচি ঃ—তুমি আমাকে ছাড়;—আমি একটু বোসি—আমায় জল!।"

সুরেন্দ্র জল চাহিয়া তথায় উপবেশন করিল ঃ—

অনঙ্গমোহিনী জল দিল, সুরেন্দ্র জল খাইয়া স্থির হইল।

অনঙ্গ নিজের বক্তৃতা পুনবার আরম্ভ করিল ঃ—

"সুরেন্দ্র! জলে কি তোমার শরীর শীতল করিতে পারিল, আমার বোধ হয় পারিল না, আমি রাত্রি দিন জলে ডুবিয়া দেখিয়াছি,—জলে বাড়বানল আছে, জলে যাইলে আমার শরীর আরো জ্বলে; কৈ আমি তো ঠাণ্ডা হইনি, সুরেন্দ্র তুমি জল খাইয়া ঠাণ্ডা হোলে—হও!! আজ ঠাণ্ডা হও, কাল আর হবে না, কাল জল কি হিমও তোমার ঠাণ্ডা করিতে পারিবে না। যাক্—কি বোলতে কি বোলছিলেম—সে সব কথায় কাজ নাই—এখন যা বোলতে এসেছি, তাই বোলি,—ভিখারিণী হওয়াই আমার মনে স্থির সংকল্প হইল,—আমি আকাশে চাহিয়া দেখিলাম,—সুরেন্দ্র বিরাজিত, আমি আমার পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণে চাহিয়া দেখিলাম সুরেন্দ্র—আমার শরীরে সুরেন্দ্র—মনে ভাবিলাম সুরেন্দ্র—যদি আমার সুরেন্দ্রই সর্ব্বস্ব হইল, তবে সুরেন্দ্রের সহিত ভিখারিণী হই—তোমায় ডাকাইয়া পাঠাইলাম, যশোদা ডাকিতে গেল—আমি আমার ঘরে বসিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে শরীরের অলঙ্কারগুলি উন্মোচন করিয়া বাক্সতে রাখিলাম, ভাল কাপড়গুলি যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিলাম, আমার স্বামী রূপার খেলানা দিয়াছিল, সে গুলিকে দেখিয়া ঘৃণা হইল, সে সকলকে পুটুলি করিয়া পুকুরের জলে ডুবাইয়া দিলাম। সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া রাত্রির অপেক্ষা করিতেছি, তখন তোমায় কি করে মনোভাব প্রকাশ করিব তাহাই ভাবিতেছি, এমন সময়ে ছোট পিসি আমার ঘরে প্রবেশ করিল, আমি তখন ছোট পিসিকে ভয় করিতাম, ছোট পিসিকে দেখিয়া গায়ে কাপড় দিয়ে বিছানায় শুইয়া পড়িলাম, ছোট পিসি আমার ভাব বুঝিতে পারিয়া কাকাকে ডাকাইয়া

আনিল, আমি কাকাকে দেখিয়া জীবনে জলাঞ্জলি দিলাম, ছোট পিসি কাকাকে ঘরে রাখিয়া ঘরে শিকলী দিয়া প্রস্থান করিল, আমার প্রাণ আমা হইতে উড়িয়া গেল। কতক্ষণ পরে কাকা আমাকে দুর্ব্বাক্য না বলিয়া মৃদুস্বরে ডাকিয়া বলিলেন :—"অনঙ্গ! অনঙ্গমোহিনী! মা! আমার সঙ্গে কথা কোচ্চনা যে—কি হোয়েচে?" আমি তাঁহার কথার উত্তর দিলাম না, লজ্জায় মরিয়া গেলেম। কতক্ষণ পরে তিনি আমাকে হাত ধোরে তুলে বোল্লেন 'অনঙ্গ! লজ্জা কি—তুমি আমার লক্ষ্মী—সুরেন্দ্র তো আমার আপনা আপনির মধ্যে, আমরা কুলীন—তায় ব্রাহ্মণ, অমন বড় লোকের উপরে তোমার আশক্তি হইয়াছে—শুনিয়' আমি বড় আহ্লাদিত হইলাম, তোমার লজ্জা কি—তুমি আমার বৈঠকখানার পাশে যে ঘরে আমি বিশ্রাম করি, তাহার পূর্ব্বে যে গুপ্ত কক্ষ আছে, সেই ঘরের চাবি তোমাকে দিতেছি, তোমরা স্বচ্ছন্দে যাইয়া তথায় আমোদ প্রমোদ করিও—কিসের লজ্জা—আমার ঘর আলো কোরে থাকো। আর এক কথা আছে, সে কথা বোলতে অনেক সময়ের আবশ্যক করে; পরে বোলবো—এখন থাক। আমি চোল্লেম—তুমি লজ্জা কোরো না।'

কাকা এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন, আমার মন তখন টলমল করিতে লাগিল, আমি কাকার প্রলোভন বুঝিতে না পারিয়া, তাহাতেই মজিলাম; ভিখারিণী হইবার আশাকে ত্যাগ করিলাম; ভাল কাপড় তুলিয়া রাখিয়া ছিলাম—তাহা পুনরায় বাহির করিয়া পারিলাম। গহনা সকল পুনরায় পরিলাম, কাকা চাবি দিয়া গিয়াছিল, আমি যশোদার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, সন্ধ্যা হয় হয় যশোদা আসিয়া আমায় তোমার সংবাদ দিল, আমি তোমাকে দেখিব বলিয়া রাত্রির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, রাত্রি আসিল, সেই ঘরের চাবী খুলিয়া বাসর সাজাইলাম—তুমিও হাসিতে হাসিতে আসিলে—আমাকে গ্রাস করিতে চেষ্টা করিলে, আমিও তোমা কর্ত্তৃক গ্রাসিত হইতে ইচ্ছুক হইলাম;—কিন্তু ভীত হইয়া সে দিন পলায়ন করিলাম, তোমার প্রলোভন আমার পক্ষে ভয়ানক হইয়া উঠিল, কাকা আমার উপরে নজর রাখিতে লাগিলেন, আমি কাকার মতে স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া কাকার

উপাস্য হইয়া উঠিলাম, ক্রমে ক্রমে কাকার সমস্ত বিষয়ের কুট অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, যখন সমস্ত অনুসন্ধান পাইলাম, তখন কাকাকে আমার ভয় করা দূরে থাকুক, কাকা আমাকে ভয় করিতে লাগিলেন;—

সুরেন্! আমি—আমি আর স্থির হবোনা, ধৈর্য্য ধারণ কর—মন খুলে মনের কথা—আমার জীবন বৃত্তান্ত—আমার ইতিহাস—বলিয়া আমি জীবনকে লঘু করি—আমি বিষের আগুন জ্বালিতেছি; সব কথা তোমাকে বলিতে আসি নাই, তোমার কথাই তোমাকে বলিব:—ইতিমধ্যে ছোট পিসির সহিত মুক্তারাম বাবু কি পরামর্শ করিল, ছোট কাকা তাহা শুনিতে পাইয়া আমাকে সে কর্ম্মে সক্ষম জানিয়া এক দিন একা পাইয়া কহিল:—'অনঙ্গ! আমার কথা রাখবে। আমি তোমাকে এতো দিন মনের কথা খুলে বলি নাই আজ বলিব—শোন, পরে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কোরো!'—আমি তাঁহার কথায় সম্মতী দিয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলাম, তিনি বলিলেন:—'অনঙ্গ! তোমার ন্যায় স্ত্রীলোক এ সংসারে আছে কি না সন্দেহ; আমি তোমাকে বড় বিশ্বাস করি, সুরেন্দ্র যেন হাতছাড়া না হয়, সুরেন্দ্রের অনেক বিষয়! আমি অর্থলোভী—সে যেখানে তোমার প্রণয়াসক্ত হইতে আসিয়াছে—আমি তখন তাহাকে তাহার পরিণাম দেখাইবার কারণ কিছু অর্থ লইব, সাবধান এ কথা যেন না প্রকাশ হয়!—প্রত্যহ আমার সহিত পরামর্শ কোরো। আর একটী কথা, অনেকেই তোমাকে দেখিয়া তোমার প্রণয়াসক্ত হইতে চাহিয়াছে, সকলকেই তুমি চিনিয়াছো, তন্মধ্যে মুক্তারাম বাবুর ন্যায় ধনী লোক আর নাই; তোমার মতের ভাল মন্দ কিছুই আমি জানিতে ইচ্ছা করি না, ভাল মন্দ ইচ্ছা হয় তোমাকে তাহাদের সহিত মজিতে বারণ করি না; যথেচ্ছা ব্যবহার করিও! কিন্তু আমার মতাবলম্বী হইও, আমি তাহার নিকট হইতে টাকায় টাকা বাহির করিব; দেখো অনঙ্গ! আমার কথা ভুলিও না।" কাকার মনের কথা টের পাইলাম, আমাদের সংসারের ব্যবহার টের পাইলাম, সমস্ত ব্যবহার টের পাইয়া তোমার রূপে তোমার সহিত মজিতে যাই, মুক্তারাম যা বলে তাহার সহিত সেই রূপ ব্যবহার করি—আমি

ব্যভিচারিণী হইতে গেলেম, কিন্তু ব্যভিচার করিতে পারিলাম না, ইচ্ছা হইল অগাধ জলে ডুব দি—কিন্তু ডুব দিতে গিয়া ভয়ে পলায়ন করিলাম। সুরেন্দ্র মনে কর, কত দিন তোমাতে আমাতে :——ওঃ সে কথায় কাজ নাই, কাকার পরামর্শে আমি স্বামী ভুলিয়া গেলেম, অমূল্য সতীত্ব রত্নের বিনিময়ে গরল কিনিয়া আজন্ম লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু হইলাম না। যথেচ্ছাচরিণী হইয়া স্বামী রত্নকে অনন্ত অগ্নিময় সাগরে ডুবাইয়া ফেলিলাম—ওঃ—সুরেন্দ্র আমি —আমি কি পাপিনী—আমাকে দেখোনা—আমি নারকী!!

অনঙ্গ এই কথা বলিতে বলিতে বক্ষে করাঘাৎ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু চক্ষের জল বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া পুনরায় আরম্ভ করিল, সুরেন্দ্র চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অবাক হইয়া শুনিতে লাগিল,—

অনঙ্গ বলিল :——

"সুরেন্! ছোট কাকী আমার বড়—হিতৈষিনী—তিনি আমাকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন; ছোট কাকাকে মারা অবধি কাকা তাঁহাকে চোকে ২ রেখেচেন—তিনি দুঃখে দুঃখিতা আছেন, তাঁহার অনেক সম্পত্তি, কাকা সেই সমস্তের স্বয়ং—অধিকারী হইবেন বলিয়া—যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা তোমার শোনবার আবশ্যক নাই—সেই ছোট কাকী—ক্রমে ক্রমে আমার মনের ভাব গতিক দেখিয়া এক দিন দুপুর বেলা আমাকে জোর করিয়া—তাঁহার ঘরে আবদ্ধ কোরে উপদেশ দিলেন, সতীত্ব—রত্নের কত মূল্য তাহা বুঝাইলেন, কাকা যে জীবন্ত—রাক্ষস—নরাকার পিশাচ—তাহাও বুঝাইয়া দিলেন—তোমার ছায়া যে—সতীর পক্ষে প্রদীপ্ত—অগ্নি—তাহাও বুঝাইয়া দিলেন, মুক্তারাম যে নরকের দ্বারবান তাহাও দেখাইয়া দিলেন; তাহার পর দিবস হইতে আমি ছোট কাকীর পশ্চাৎগামী হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম—কিন্তু পারিলাম না; পাপ দূতী আমাকে ঘেরিয়া ফেলিল—আমি শীকারির শিকারে পতিত হইলাম, ইতি মধ্যে কাকা!— ক্রুরমতি কাকা! আমাকে নরকে ডুবাইবার কারণ আমার সোণার স্বামীরত্নকে দেশান্তরী করিয়া হাসিতে হাসিতে, আমাকে স্বামীর উন্মাদ সংবাদ প্রদান করিল। ছোট পিসী মেয়ে মানুষ—তাহার পেটে গুপ্ত কথা

থাকিবে কেন, মুক্তারাম বাবুর সহিত সে মজিতে গিয়া টের পাইয়াছিল, সে মনে করিয়াছিল, মুক্তারাম বাবুকে একা ভোগ করিবে—কিন্তু কোন উপায় না পাওয়াতে আমার—মুক্তারাম বাবুর সহিত বিরক্তি প্রকাশ করাইবার উপায় স্থির করিয়া, মন্দ ভাবিয়া আমার স্বামীর—দেশান্তরীর—কৌশল যে ভাবে কাকাতে—নরাকার কালকীট স্বরূপ কাকাতে—আর মুক্তারাম বাবুতে সংসাধন—করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিল। ছোট পিসি আমাকে—মন্দ ভাবিয়া বলিল কিন্তু তাহা শুনিয়া আমার উপকার হইল—আমি ছোট কাকীকে লইয়া কাঁদিয়া বলিলাম—তিনি আমার কপালে জাঁতীর ঘা মারিয়া চৈতন্য করিয়া দিলেন; সেই রাত্রেই—তুমি কাদম্বিনীর স্বামীকে খুন কর;—আমি সে দিন তোমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া—তাহার পর দিবস সাক্ষাৎ করিলাম, কিন্তু সেই রাত্রে ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বামীকে স্বপ্ন দেখিলাম, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ব্রতী হইলাম; যে যে লোকে আমাকে পাপ পথে আনয়ন করিয়াছে, তাহাদের রক্ত শোষণ করিতে চেষ্টা করিলাম।

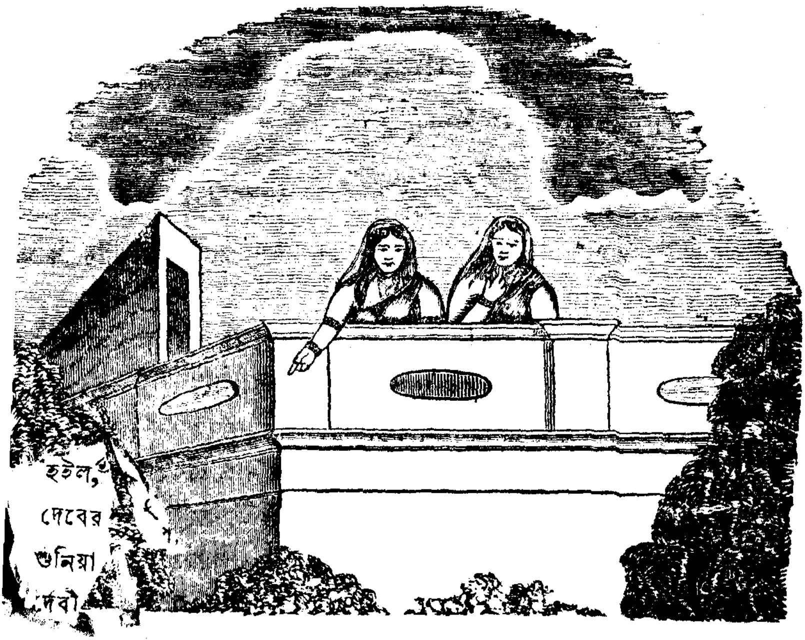
সুরেন্দ্র! আর—বলিতে পারি না—আমার সেই এক দিন—আর আজ এক দিন, সুরেন্দ্র! তোমাকে কি বলিব—তুমি নরক, তোমাতে আমি ডুবিতে গিয়াছিলাম; তোমার ভয়ানক অবস্থা উপস্থিত—আমি যত দূর বলিলাম, তাহার পর যাহা যাহা হইয়াছে—তোমার সম্মুখেই ঘটিয়াছে—আর বলিব না, তুমি যে কৌশলে আমাকে মারিয়াছিলে, আজ সেই কৌশলে তুমি মরিলে—তোমার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে—কাল তুমি কাকার নরকময় কৌশলে ধরা পড়িবে, তোমার জীবনের লীলা কাল বোধ হয় শেষ হবে, আমি আমার প্রায়শ্চিত্ত করিতে গিয়া তোমার বক্ষের —রক্ত খাইব বলিয়াছিলাম; আর এক দিন—আমি রাক্ষসী—আমি চলিলাম, আর এক দিন আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে—আমি চলিলাম।” অনঙ্গমোহিনী বক্ষে করাঘাৎ করিতে করিতে দৌড়াইয়া প্রস্থান করিল। সুরেন্দ্রঃ—“ওঃ! জগদীশ্বর—আমার কি হোলো!!”—বলিয়া সজোরে ভূমে—পতিত হইল। আমি নয়নাশ্রু মুছিতে মুছিতে গুপ্তকথা ও অবতার বাবুর কৌশল শুনিয়া তথা হইতে সরিয়া আসিলাম।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

গোলাপে গন্ধ নাই কেন?

রাত পোহালো, চতুর্দ্দিক ফরসা হোলো, উষা দেবী নব যুবতীবেশে পৃথিবীতে হাস্‌তে হাস্‌তে মন্থরগমনে দেখা দিলেন, তাঁহার রূপের প্রভায় পূর্ব্ব গহ্বরে লুকায়িত সূর্য্যদেব হাসিতে হাসিতে পূর্ব্ব গগণে দেখা দিলেন; উষা সতী তেজোময় পুরুষের রঙ্গ দেখিয়া সরিয়া পলায়ন করিলেন। সূর্য্যের ক্রোধ হইল, তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অগ্নি বাহির হইবার উপক্রম হইল, তাহা বিপদ দেখিয়া পৃথিবী কর জোড়ে অনন্ত শয়নে শায়িত বিষ্ণু দেবের শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু দেব পৃথিবীর মুখে তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া প্রভাত দেবীকে সূর্য্যের তুষ্টি সাধনার্থ নিযুক্ত করিলেন। প্রভাত দেবী হাসিতে হাসিতে আসিয়া কামোন্মত্ত সূর্য্যের গালে ঠাস কোরে চাপড় মারিয়া সরোবরস্থ কমলিনীকে দেখাইয়া দিলেন, সূর্য্য প্রবুদ্ধ হইলেন। প্রকৃতির গতিকে সমস্তই জাগরিত হইল, পাখি—পক্ষী যে যেখানে ছিল সকলেই জাগরিত হইল; আমিও জাগরিত হইয়া দেখিলাম, এই বাগানে দুই উষা—দুই প্রভাত—আমার চক্ষে পতিত হইল। সকলেই স্বীয় স্বীয় সুখ অনুসন্ধান করিল, আমি কেন পারিলাম না। সুরেন্দ্রের মূর্ত্তি আমার সম্মুখে উদয় হইল, আমি তাহার দুঃখে দুঃখিত হইলাম, তাহার ভাগ্য চন্দ্রমা আজ অবতার—রাহু গ্রাস করিবে, ভয়ানক কল্পনা!! কাল রাত্রে সুরেন্দ্রের কি ভয়ানক অবস্থা! আমার মনে কত প্রকার দুঃখের উদয় হইল, কিন্তু কোনটাই স্থায়ী হইল না, যাহাকে দেখি সুখে স্বচ্ছন্দে চারি দিকে বিচরণ করিতেছে—তাহাকে দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত দুঃখের উদয় হইতেছে। দোতালার বারাণ্ডায় বেড়াইতেছি আর নানা ভাবনা ভাবিতেছি,—অনঙ্গমোহিনী তাহার দক্ষিণ ধারের গৃহস্থ শয্যায় শয়ন করিয়া আছে। কখন অনঙ্গের বিষয় ভাবিলাম, কখন অবতার বাবুর বিষয় ভাবিলাম,

কখন সুরেন্দ্রের বিষয় ভাবিলাম; কাল শুনিয়াছিলাম সুরেন্দ্রের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে, সুরেন্দ্র আজ গ্রেপ্তার হইবে—বড় ভয়ানক কথা! এই সমস্ত ভাবিতেছি এমন সময়ে একখানি গাড়ি গড়্‌গড়্‌ করিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল; আমি স্থির হইয়া দাড়াইলাম। গাড়ি খানি দেখিবামাত্রেই আমার শরীরে কেমন ভয়ের সঞ্চার হইল, আমি কাঁপিতে লাগিলাম; ক্রমে গাড়ি খানি বৈঠকখানার সম্মুখে আসিল, আমি হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিলাম, বোধ হইল যেন কোন অশুভ ঘটনা অতি শীঘ্রই সম্পাদিত হইবে; দেখিতে দেখিতে অবতার বাবু সেই গাড়ি হইতে অগ্রে নামিলেন, তাহার পর দুই জন পাহারাওয়ালা নামিল, পাহারাওয়ালা দেখিয়া আমার জিহ্বা শুকাইয়া গেল, অবতার বাবুর সহিত পাহারাওয়ালা কেন? তাহার পর একটী সাহেব বেশধারী নামিল, ভাবে বুঝিলাম সার্জ্জন; কথা!! পাহারাওয়ালা সার্জ্জন কেন!! বোধ হয় সুরেন্দ্রের উপস্থিত! অবতার বাবু সার্জ্জন ও পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে ভিতরে ঢুকিলেন; আমি আর স্থির হইতে না পারিয়া, তা— নিম্নে নামিয়া আসিলাম, নিম্নে আসিয়া দেখিলাম বড় ভয়ানক ব্যাপার! যে ঘরে সুরেন্দ্র লুকায়িত ছিল, সেই ঘরের দ্বরজায় সকলে দাঁড়াইয়া কি বলিতেছে:—আমি তাড়াতাড়ি সেই খানে গেলেম, গিয়ে দেখি সুরেন্দ্র শয্যায় শায়িত; জীর্ণ শরীর—নিদ্রিত। নিদ্রার অমৃতময় ক্রোড়ে নিদ্রিত! এ জন্মের শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত! হতভাগ্য সুরেন্দ্র নিদ্রা যাইতেছে —এই ভয়ানক কারখানার কিছুই জানে না। সুরেন্দ্র নিদ্রার বিরামে পাশ ফিরিল; অমনি অবতার বাবু তাহাকে গ্রাস করিল; অকালে নন্দন কাননে দাবানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল—বিনা মেঘে বজ্রাঘাৎ হইল—পল্লবিত তরু পরিশুষ্ক হইল—উত্তাল তরঙ্গাকুল মহাসমুদ্র স্থির ভাব ধারণ করিল!! সুরেন্দ্রের জীবনের পরিণাম, ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল!! সুরেন্দ্র যেমন পাশ ফিরিল অমনি অবতার বাবুর আদেশে এক জন পাহারাওয়ালা তাহার হাত ধরিয়া টানিল; সুরেন্দ্র চমকাইয়া নিদ্রার ঘোরে যেমন চাহিল অমনি দেখিল, সশস্ত্র শমন তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান!!



অনঙ্গমোহিনী ও সরলতা।

সুরেন্দ্র চাহিয়া চিনিল যে, যথার্থই সশস্ত্র শমন তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান, যখন চিনিল, তখন তাহার মস্তকে সহস্র বজ্রাগ্নি একত্রে পতিত হইল, সুরেন্দ্রের অন্তরাগ্নি অভ্যন্তরিন্ ভয়ের সহিত মিলিত হইয়া তাহার ব্রহ্ম তালু ভেদ করিয়া ফেলিল। সুরেন্দ্র চারি দিক অগ্নিময় দেখিল, ঊর্দ্ধ, অধঃ, মধ্য, যে দিকে দৃষ্টিপাত করিল, সেই দিকেই অনন্ত ভীষণ অগ্নির স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখিল, চতুর্দ্দিকে অগ্নি দেখিয়া সে চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়া করুণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল:—“একি!” সুরেন্দ্র ‘একি’ বলিয়া গৃহের চারি দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার দৃষ্টি অবতার বাবুর উপরে

পতিত হইল, অবতার বাবুর দৃষ্টি তাহার উপরে পতিত হইল, সে অবতার বাবুকে দেখিয়া বলিল :—

"মহাশয়! একি!

অব। তোমার জীবনের পরিণাম!

সুরে। কি অপরাধে?

অব। কিছু পরে জানতে পারবে।

সার্জ্জন সাহেব দাঁড়াইয়া থাকিলেন না, তাড়াতাড়ি একখানি কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন :—

"তোমার নাম সুরেন্দ্র, তোমারনামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে, তুমি খুন করিয়াছ, অতএব তোমাকে পুলিবে যাইতে হইবে।"

এই কথা বলিয়া সার্জ্জন সাহেব পাহারাওয়ালাদিগকে তাহার হাত বাঁধিতে বলিল। সুরেন্দ্র চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিল, একবা ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিল, বিমান ভাগ—তাহার মস্তকে অগ্নি বৃষ্টি করিতেছে। নিজের দক্ষিণে বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল—ভয়ানক রাক্ষসা বেশ প্রকৃতি তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, বড় ভয়ানক দৃশ্য! সুরে কোন স্থ কাহা কর্ত্তৃকও রক্ষা না পাইয়া, সার্জ্জন সাহেবের আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইল, পাহারাওয়ালারা তাহাকে ধারণ পূর্ব্বক হস্তে হাতকড়ি প্রদান করিল, সুরেন্দ্র চক্ষের জলে বক্ষকে ভাসাইয়া একবার বক্ষে করাঘাত করিতে গিয়া দেখিল যে আবদ্ধ হইয়াছে, তখন সে দন্ত দ্বারা স্বীয় হস্ত কামড়াইয়া চীৎকার পূর্ব্বক বলিল :—

"জগদীশ্বর! শেষে কি আমার অদৃষ্টে এই ছিল!"

এই কথা তাহার কণ্ঠ অতীব করুণ স্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিল, তাহার সর্ব্ব শরীর ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, প্রতি শিরা হইতে প্রতি কৈশিকায় রক্ত বেগে বহমান হইতে লাগিল, সুরেন্দ্রের গণ্ড দেশ আরক্তিম হইল, সুরেন্দ্রের চক্ষু হইতে দরদরিত ধারে নীর প্রস্রবণের ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমি তাহার সম্মুখে যাইতে পারিলাম না, শোকে আমিও মনে মনে কাঁদিতে লাগিলাম, যে সময়ে সুরেন্দ্রের হস্তে হাতকড়ি পরানো হইল, সেই সময়ে আমার হৃদয় দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ভয়ানক ব্যাপার!

সার্জ্জন সাহেব তাহার হস্ত ধরিয়া টানিল, তাহার মস্তক হইতে ব্রহ্মাগ্নি ফাটিয়া বাহির হইল, ভয়ানক ব্যাপার!! সে যখন দেখিল, তাহার আর উপায় নাই, তখন সে সজোরে পার্শ্বস্থ দেয়ালে আপনার মস্তক ঠুকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল :—

"বিমলা! বিমলা!! সাধ্বি!!! জল—আমি মলেম—ঐযে—ঐযে—ঐযে—তুমি! বিমলা তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী কেন? আমার উপরে অগ্নি বৃষ্টি কর! আমি পুড়িয়া মরি! বিমলা! বিমলা! ওঃ!"

'ওঃ' বলিয়া সুরেন্দ্র কাঁদিতে লাগিল, তাহার স্বর অতিশয় করুণোদ্দীপক বলিয়া বোধ হইল, বড় ভয়ানক ব্যাপার!

সার্জ্জনের সহিত অবতার বাবুর কি কথা হইল, সার্জ্জন তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলা সুরেন্দ্রকে লইয়া বাহিরে যাইতে পাহারাওয়ালাদের আদেশ ...হারাওয়ালারা তথাস্তু বলিয়া সুরেন্দ্রকে ধরিয়া গৃহের বাহিরে ...বিলাম, সুরেন্দ্র যে দিন প্রথমে অনঙ্গমোহিনীর সহিত ...হইতে আইসে, তখন সুরেন্দ্রের এক দিন, আর এক অবস্থা; এবং আজ ...রেন্দ্রের এক দিনও আর এক অবস্থা; স্বর্গে ও নরকে যত দূর বিভেদ সম্ভবে, সুরেন্দ্র ও অনঙ্গমোহিনীর প্রথমাবধি প্রণয়ের অবস্থার সহিত অদ্যকার অবস্থার তত প্রভেদ। ভয়ে—ক্রন্দনে সুরেন্দ্রের মুখ হইতে লালা নির্গত হইতে লাগিল; পাহারাওয়ালারা তাহাকে ধরিয়া গাড়িতে তুলিল। অবতার বাবু তাহাদের গাড়িতে তুলিয়া নিকটে দাঁড়াইলেন। গাড়ি ছাড়িয়া দিবার উপক্রম হইল, এমন সময়ে সুরেন্দ্রের মনে অনঙ্গমোহিনীর ছায়া পতিত হইল, সুরেন্দ্র সহচীৎকারে 'ওঃ অনঙ্গমোহিনী! রাক্ষসী! তোর মনে এই ছিল!' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল, গাড়ী ক্রমে ক্রমে বাগানের বাহির হইয়া গেল। বিনা মেঘে বজ্র বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইল, ভয়ানক ঘটনা!

আমি অবনত মস্তকে ভূমি নিরীক্ষণ করিয়া অতীত শোকাবহ ব্যাপারের আনুপূর্ব্বিক ঘটনা ভাবিতেছি, এমন সময়ে সুরেন্দ্রকে বিসর্জ্জন দিয়া অবতার বাবু আমার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—"তিনু ভাবচো কি? আমি এখন রাক্ষস, ধনলোভ বড় লোভ! আমি অর্থ পাইলে কি না করিতে পারি,

অমনতর সহস্র সহস্র সুরেন্দ্রের মস্তক আমি চিবাইয়া খাইতে পারি—তুমি এসো, তোমাকে এত দিন যে কারণে আমি আমার নিকটে রেখে ছিলেম, আজ তাহার শেষ দিন, আজ তোমাকে আমার সেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ কোত্তে হবে, তুমি উপরে এসো, আমি তোমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিই, যাহা দ্বারায় আমার ধন—প্রাণ—মান—সমস্তই বজায় থাকিবে, এসো উপরে এসো।”

অবতার বাবু এই কথা শেষ করিয়া আমাকে উপরে লইয়া যাইলেন। আমাকে উপরে লইয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন, বসাইয়া আমার হস্ত ধরিলেন, আমার হস্ত ধরিয়া বলিলেন :—

“তিনু! তোমাকে আমি কি বোল্‌বো মনে কোরেছিলেম; কিন্তু বোল্‌তে গিয়ে ভুলে গেলেম, দেখো তিনু! আমাকে এখন পাষণ্ড ...তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা বলিয়া জেনো, আমি বড় ভয়ানক ...
...য়ের স্থির নাই, আমার মনের গতির স্থির নাই—আমি ...
...সকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি—তুমি আমার সহায় হইবে কি? আমার সহায়—হইবে কি—আমি তোমায় বড় বিশ্বাস করি!!

আমি আশ্চর্য্য হইলাম—অবতার বাবুর চিত্ত চাঞ্চল্য দর্শনে আমি বিমুগ্ধ হইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম :—

“মহাশয়! প্রকৃত কথাটা কি বলুন; আমি অত্যন্ত কৌতুহলী হইয়াছি—সমস্তই আমার পক্ষে বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইতেছে—বলুন!

অব। তুমি কি চাও? বল তুমি আমার নিকট কি প্রার্থনা কর?

অবতার বাবু—এই কয়েকটী কথা বলিয়া আমার দক্ষিণ হস্ত ধারণান্তর—উবু হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক আমার মুখের প্রতি স্থির ভাবে চাহিয়া রহিলেন :—

আমি তাঁহার ভীষণ—ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম, তিনি আমাকে স্তম্ভিত দেখিয়া বলিলেন :—

“তিনু আজ আমার এ জীবনের আশাকে তোমায়—সফল কোত্তে হবে আমি তোমাকে বড় বিশ্বাস করি, আচ্ছা তিনু! বল দেখি তুমি কি—আমার বিশ্বাস কর??”

তিনি আমাকে মৌন দেখিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন:—"তিমু আজ আমার জীবনের এক দিন; আমি নানা আশায় নাচিতেছি—অনন্ত স্বর্গীয় সুখ আমি হস্তে দেখিতেছি—তুমি কি আমার সহিত দেখিবে। দিব্য চক্ষু লাভ কর—অবশ্য দেখিতে পাইবে; আমাকে নৃশংস ভাবিও না, এ কাজের গতিক এই—পাপ—পুণ্য—সমস্তই আমার হাত ধরা, যদি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতিই হইলাম, তবে আর আমার পাপের ভোগ কই হইল, তুমি মনকে স্থির কর, আমাকে বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি করিয়া দিব। শোন! আজকের ন্যায় শুভদিন আর আমার নাই!! আমি কৃষ্ণ ডাক্তারের—আহা—আমার প্রাণের বন্ধু কৃষ্ণ ডাক্তারের গুণে অনঙ্গমোহিনীকে বশীভূত কোরেছি; কৃষ্ণ ডাক্তার তাহাকে অচেতন করিয়া রাখিতে—কাল রাত্রেই আমাকে এক প্রকার ঔষধ প্রদান করেন, আমি সেই ঔষধের বলে অনঙ্গকে পরাভূত করিতে পারিয়াছি;" কাল সন্ধ্যার পর অনঙ্গকে আমি কত সাধ্য সাধনা করিয়াছিলাম, অনঙ্গ কোন মতে আমার কথায় স্বীকার হইল না, তাহার অন্তরের কথা আমাকে বলিল না; তাহার বাক্সের চাবি—আমাকে দিল না, আমার—এ জীবনের সার ব্রত স্বরূপ আশাকে ফলবতী করিতে দিল না; কিন্তু আমি অবস্তার—আমার সহিত অঙ্গলমোহিনী কোথায় লাগিবে:——আমি সেই রাত্রে অনন্যোপায় হইয়া তাড়াতাড়ি কৃষ্ণ ডাক্তারের বাটী গেলেম, কৃষ্ণ ডাক্তার হারাধন উকীলের কাছে যাইতে বলিল, হারাধনের ন্যায় পরম বন্ধু আর আমার নাই, আর একটু পরেই সকলকে দেখিতে পাইবে, স্থির হও আমাকে বিশ্বাস কর আমি তোমাকে সব দেখাইব—সব বুঝাইব; তুমি আমাকে বিশ্বাস কর—!! হারাধন আমাকে কৃষ্ণ ডাক্তারকে হাত করিতে বলিয়া বলিল, কৃষ্ণ ডাক্তারের দ্বারায় এমন কোন ঔষধ সেবন করান উচিত, যদ্দারায় অনঙ্গ এক অহোরাত্রি অচেতন হইয়া থাকে, সেই রাত্রে কৃষ্ণ ডাক্তারের নিকট যাইয়া ঔষধ আনাইয়া অনঙ্গমোহিনীকে জলের সহিত খাওয়াইয়া দিলাম, অনঙ্গ অচেতন হইল। কল কথা তোমাকে বলি নাই! আমি চিরকাল অর্থ লোভী—তাহা তোমাকে বলিয়াছি, আমার ছোট—ভ্রাতার অতুল সম্পত্তি দেখিয়া আমার মনে মনে হিংসা জন্মাইল, আমি

কৌশল ক্রমে, তাহার মৃত্যু সংসাধন করাইয়া সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইব বলিয়া ছোট বৌকে হাত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, সে ছুঁড়ি বড় বুদ্ধিমান, অনঙ্গ ও সে একত্র হইল. অনঙ্গের সহিত তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস থাকায় সে তাহার দলিল পত্র অনঙ্গের নিকটে রক্ষা করিয়াছিল; তাহার পিতৃকুলের এক মাত্র ভ্রাতা ভিন্ন আর কেহ সহায় নাই—, সে আবার বিদেশে চাকুরী করে—আমি কোন্‌ছলে ছোট বৌকে আর অনঙ্গকে বিভিন্ন করিতে পারি নাই, নানা কৌশলে এক দিন অপর আত্মীয় কুটুম্বের বাটীতে নিমন্ত্রণের ছলে তাহাকে পাল্কীতে চড়াইয়া অন্যত্র লইয়া রাখিয়াছি—অনশনে এত পীড়া প্রদান করিতেছি তথাপি সে আমার মতে আসিতেছে না, তাহার কাগজ পত্রও অনঙ্গের হস্ত হইতে বাহির করিতে পারিতেছি না, একে ভয়ানক ব্যাপার!—পাছে না প্রকাশ হয়, এমন ভাবে সমস্ত সংসাধন করিতে হইতেছে। এই কারণে কৃষ্ণ ডাক্তারের প্রদত্ত ঔষধ অনঙ্গকে খাওয়াইয়াছি—অনঙ্গ অচেতন রহিয়াছে; আজ সমস্ত কৌশল—এ জীবনের সমস্ত কৌশল—আমাকে শেষ করিতে হইবে—এমন দিন আর পাইব না; আজ উষা হাসি হাসি মুখে আমার মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিয়াছে প্রভাতমন্দানিল প্রবাহিত হইয়া আমাকে রাজ সম্মান করণার্থে চামর রূপে ব্যজন করিতেছে—আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না, এখুনি, কৃষ্ণ ডাক্তার, হারাধন উকীল প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইবে। আমার কনিষ্ঠের উইল, কাল যখন অনঙ্গমোহিনী অচেতনা হইয়াছিল, সেই সময়ে তাহার বস্ত্রাঞ্চল হইতে চাবি খুলিয়া লইয়া, বাটীতে গমন পূর্ব্বক অনঙ্গের গৃহ হইতে সিন্দুকে আবদ্ধ উইল ও অন্যান্য কাগজ পত্র সমস্ত বাহির করিয়া আনিয়াছি:—অনঙ্গ অচেতন; আর আমার কাহাকে ভয়! ছোট বৌ আমার হস্তে আবদ্ধ;—আর কাহাকে ভয়—তুমি উইল দেখবে:—"

এই বলিয়া অবতার বাবু তাড়াতাড়ি সেই বৈঠকখানার দক্ষিণ কোণে একটী লৌহ সিন্ধুক ছিল, তাহার চাবি খুলিয়া দুই তোড়া কাগজ বাহির করিলেন; দুই তোড়া কাগজ হস্তে, আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আমার সম্মুখে সেই সমস্ত রাখিয়া গৃহের চারিদিক আবদ্ধ করিলেন, কেবল বারাণ্ডার দিকের খড়খড়ি খুলিয়া দিলেন। পূর্ব্ব-

বৎ আমার সম্মুখে আসিয়া সেই দুই তোড়া কাগজের মধ্যে এক তোড়া কাগজ হাতে করিয়া উদ্ঘাটন পূর্ব্বক আমাকে দেখাইলেন, আমি আশ্চর্য্য হইয়া পরম কৌতূহলে সেই উইলপত্র পাঠ করিতে চেষ্টা করিলাম, তিনি আমাকে পাঠে আগ্রহযুক্ত দেখিয়া সত্বরে আমার হস্তে উইলপত্র দিয়া স্বীয় হস্তে আমার বাহুদেশ ধারণ করিলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম; পাছে আমি পলাই, তাহার কারণেই তিনি আমাকে ধরিয়াছেন:— যাহা হউক, পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম, যখন তিনি আমার হস্তে দিয়া আমার বাহু ধারণ করেন, তখন বলিলেন,—এই উইলই অবতারের জীবন, দেখ তিমু! এ কার্য্য সফল হইলে, তোমাকে আমি রাজা করিব।" এই কথা বলিয়া অবতার বাবু আমার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, আমি মনের সুখে অবতার বাবুর জীবন ধ্বংসের পত্রিকা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম, যাহা পাঠ করিলাম, তাহা অতি ভয়ানক:—অবতার বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার স্ত্রীকে অন্তঃসত্বাবস্থায় দেখিয়া যান, তাঁহার ভূ-সম্পত্তি ও নগদে প্রায় ৪ লক্ষ টাকার সম্পত্তি থাকে, মরিবার কালে তাঁহার মা ঠাকুরুণকে অর্দ্ধ লক্ষ আর আর ২৫০০০ তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা কৈলাসচন্দ্রকে, আর ২৫০০ হাজার দেবসেবায় রাখিয়া বাকী ৩ লক্ষ তাঁহার স্ত্রীর নামে লিখিয়া দেন, তাহাতে এই ভাবের লেখা আছে যে, স্ত্রীর অন্তঃসত্বাবস্থায় তাঁহার অন্তিম সময় উপস্থিত হয়, যদি ঈশ্বরেচ্ছায় সেই গর্ভ হইতে ভবিষ্যতে পুত্র সন্তান প্রসূত হয়, তাহা হইলে সেই পুত্র, স্ত্রী-প্রাপ্ত বিষয়ের সম্পূর্ণ অধিকারী হইবে, যদি কন্যা হয়, তাহা হইলে ঐ ৩ লক্ষ টাকার সিকি অংশ বিবাহের পর প্রাপ্ত হইবে, যদি বিধির বিড়ম্বনায় ঐ কন্যা বা পুত্র কেহই জীবিত না থাকে তাহা হইলে তাঁহার স্ত্রী পোষ্যপুত্র লইয়া ঐ বিষয়ের সত্ব দখলীকারিণী হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ঐ বিষয়ের ভোগ দখল করিতে পারিবে, তাহাতে কোন আপত্তি থাকিবে না। এই উইলপত্র লিখিবার সময়ে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা কৈলাস চন্দ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সম্বন্ধী হরকিশোর গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাই অতুল বাবুর অনুমতিতে এই বিষয়ের তত্বাবধারণের ভার

প্রাপ্ত হয়েন। এই প্রকারে উইল করিয়া অতুল বাবু মানবলীলা অবতার বাবুর কৌশলে কৃষ্ণ সর্পের হস্তে সম্বরণ করেন; ভয়ানক ব্যাপার! আমি উইলখানির আগাগোড়া পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইয়া অবতার বাবুর প্রতি চাহিতে আমার ঘৃণা হইল, আমি বহু কষ্টে পাঠ সমাপন করিয়া অবতার বাবুর কৌশল টের পাইয়া সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলাম:—"মহাশয়! এ সমস্ত আমার সম্মুখে প্রহেলিকাময় বলিয়া বোধ হইতেছে:—আপনি! এ উইলের পরিবর্ত্তন করিয়া ছোট বৌয়ের হস্ত হইতে বিষয় হস্তান্তরিত করিতে কি প্রকারে চেষ্টা করিতেছেন?"

আমি আশ্চর্য্যচিত্তে পরম সন্দেহে যেমন তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম, অমনি তিনি আমার মনের বিরক্তি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন:—

"তিনু! টাকার ন্যায়—অর্থের ন্যায়—জিনিষ পৃথিবীতে কি আছে? তুমি তাহার আস্বাদন পাওনি বটে! সে অতি চমৎকার—তাহা দেখবে!

দেখবে—বলিয়া অবতার বাবু পার্শ্বস্থ আর এক তোড়া কাগজ কুড়াইয়া একে একে খুলিয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন। আমি দেখিলাম, ১০০টাকার হিসাবে পাঁচ কেতায় পাঁচশত টাকার নোট!

তিনি বলিলেন, টাকা কি জিনিষ দেখেচো, একটু আস্বাদন পাইবে বলিয়া এ গুলি তোমাকে দিলাম, তুমি গ্রহণ কর, আমি তাঁহার ভাব গতিক দেখিয়া আশ্চর্য্যচিত্তে সেই গুলিকে হস্তে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি এ সমস্ত আকাশ কুসুমের ন্যায় বোধ কচ্ছি!

অব। কেন তিনু! আমার বক্ষে হস্ত দিয়া দেখ, আমি কাঁপিতেছি, দেখ তিনু! আমি আমার জীবন তোমাকে!! এ উইলে, আমার জীবন আমি তোমাকে জানাইলাম, দেখো, যেন কোন মতে বিপদে না পড়ি, অনঙ্গ আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অচেতনে থাকিবে, ইতিমধ্যে সমস্ত কাজ শেষ কোত্তে হবে। কৃষ্ণ ডাক্তার এক প্রকার আরক প্রস্তুত করিয়াছেন, হারাধন উকীল ও কৃষ্ণ ডাক্তার একত্রে এইখানে আসিবেন, বৈকালে মুক্তারাম বাবুরও আসিবার কথা আছে, তিনি না আসিতে আসিতে এই সমস্ত কাজ শেষ কোত্তে হবে। হারাধন বাবু তোমাকে যে ভাবে এই উইলের নকল করিতে বলিবেন, তুমি সেই ভাবে এই

উইলের নকল করিবে, আর কৃষ্ণ ডাক্তার—সেই নকল, তিনি যে আরক প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে ভিজাইয়া ঠিক পুরাতন লেখার মতন করিবেন। আমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তুমিও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইবে। দেখ যে পথে আমি পদক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইয়াছি, তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে এ জীবনেও পারিব না, দেখ আমাকে আর ভাবিও না। তুমি না হোলে এ সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইবে না, এখন সহস্র সহস্র বজ্র পড়িলেও আমি প্রস্থান করিব না; আমার সম্মুখে সহস্র সহস্র বিদ্যুতাগ্নি প্রকাশ হইলেও আমি নিরস্ত হইব না; আমি যে পথে পদার্পণ কোরেছি, তাহা অতিক্রম করিতে যদি সহস্র অগ্নিশিখাও সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় গ্রাস করিতে উদ্যত হয়, —হউক; আমি ভস্মীভূত হইব—জীবনের মমতা কিছুই করিব না, তথাপি বিন্দু! কথনই আমি এ কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইতে পারিব না! আমার হৃদয়ে বহু দিবস হইতে অর্থের আশা নৃত্য করিতেছে—আমি কোনক্রমে সে আশাকে ফলবতী করিতে পারি নাই। আজ—আজ এমন দিন পাইয়াও যদি সে কার্য্য সমাধান করিতে না পারি, তাহা হইলে এ জীবনে আমার প্রয়োজন। এ জীবন যদি অনন্ত পাপ-সাগরে ডুবিবে বলিয়া ভয় পা., ইহাকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি, আমি এক্ষণে এক জীবনে জীবিত নই—যে আশায় নৃত্য করিতেছি, যে আশাকে নন্দন কাননের পারিজাত ভাবিয়া বক্ষে ধারণ করিয়াছি, সেই পবিত্রময়ী আশার তেজে আমি সহস্র জীবনময় হইয়াছি—ভয় কি বিন্দু! ভয় কি—আমি মনের মতন লোক পাই নাই, কাহার কাছে মনের কথা প্রকাশ করিব, হরনাথ বাবুর কৃপায় তোমাকে পাইয়া আমি অন্তরের কথা বলিয়া অন্তরকে খুসী করিতেছি:—আমাকে বিশ্বাস কর এবং আমার নিকটে বিশ্বাসী হও! আশা! আশা! ছোট বৌয়ের সর্ব্বনাশ করিবার আশা! আমার চক্ষে প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্চে, যেন শীতকালের মধ্যাহ্ন আকাশের ন্যায় নির্ম্মল দেখাচ্চে, যেম নির্ম্মল সলিলের ন্যায় পরিষ্কার দেখাচ্চে—যেন আকাশের শরতের-জ্যোৎস্নার ন্যায় মনোহর দেখাচ্ছে, আমি তাহাতে কোন বিপদ দেখিতে পাইতেছি না, আমি এই আশাকে হৃদয়ে পূজা করিতে করিতে

কত ভয়ানক ভয়ানক কার্য্য সংসাধন করিয়াছিলাম, তা যদি শোন তা হলে তুমি চমকাইয়া উঠিবে.আমি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিষয় দেখিয়া যে দিন আমার পিতা পরলোকগত হোলেন, সেই দিন হইতে কিসে তাহার বিষয়ের অধিকারী হইব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম, ইতিমধ্যে বড় দিদি—তাহার গুণে আমি আজীবন মুগ্ধ আছি, সেই আমাকে এ আশাদেবী পূজা করিবার পুষ্পের যোগাড় করিয়া দিল, বড় চমৎকার কথা, সে আমাকে উৎসাহী দেখিয়া তাহার বাপের বাড়ী হইতে যশোদা চাকরাণীকে আনাইল, যশোদা আমার পরমোপকারিণী, যশোদাই আশা সফলের মূল, সে কোথা থেকে এক বেদেনীকে যোগাড় করিল, তাহার নাম রাইমণি, আমি বেদেনীকে লইয়া কি করিব, বাস্তবিক তাহাদের গুণ গানে আমার বিশ্বাস ছিল না, ইতিমধ্যে কৃষ্ণ ডাক্তারের সহিত আমার বন্ধুত্ব জন্মিল, সে প্রথমে পানীয় দ্রব্যের সহিত বিষ খাইতে দেয়, আমি তাহার পরামর্শে বিষ লইয়া দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু সে বার কোন ফল হইল না, সেই দুধ আবরণহীন থাকা প্রযুক্ত একটী বিড়াল খাইয়া মারা পড়িল, দুধ খাইয়া বিড়াল মরিল দেখিয়া ছোট বৌ সে দুধ ফেলিয়া দিল, আমার আশাও ফলবতী হইল না, পরে কৃষ্ণ ডাক্তার এক দিন নির্জ্জনে পরামর্শ করিয়া বলিল, 'যে সময়ে ছোট বৌ বাপের বাড়ী যাইবে, সেই সময়ে কোন কৌশলে একটি কেউটে সাপের বাচ্ছা আনাইয়া সেই বিছানায় ছাড়িয়া দিলে সকল কর্ম্ম শেষ হইতে পারে।' আমি অনেক চেষ্টায় কৃষ্ণ সর্পের সন্ধান করিতে পারিলাম না, পরে যশোদার সহিত পরামর্শ করিয়া পুনরায় রাইমণি বেদেনীকে ডাকাইলাম, রাইমণি আমার অন্তরের কথা টের পাইয়া বেশী টাকার কথা পাড়িল, আমি তাহাকে নানা কথায় ভুলাইলাম, সে শেষে ৩০০৲ টাকায় রাজি হইয়া একটী কেউটে সাপের বাচ্ছা আনিয়া দিল, আমি বড় দিদির সাহায্যে সেই বাচ্ছাটীকে এক দিন বিছানায় ছাড়িয়া দিলাম, সাপের বাচ্ছা তাহাকে কামড়াইয়া শমন সদনে লইয়া গেল, আমারও মনস্কামনা পূর্ণ করিল। দেখ তিমু! এত করিয়া শেষে কখনই পরাঙ্মুখ হইতে পারিব না, ছোট বৌকে মেছো-

বাজারে আমার একটী প্রমোদ বাটী আছে, তথায় লইয়া একটী গুপ্ত কক্ষে আবদ্ধ রাখিয়াছি, এক্ষণে এই উইলটী নকল করিয়া রাখিতে পারিলে আমি সকলকে করস্থ করিতে পারি। তিনু! তুমি প্রস্তুত হও, আমি আসিতেছি, বোধ হয় তাঁহারা এতক্ষণে রওনা হইয়াছেন।"

এই কথা শেষ করিয়াই সেই সমস্ত কাগজ পত্র হস্তে করিয়া অবতার বাবু সত্বরে গৃহের বাহিরে যাইলেন। আমি সহসা বজ্র বিদ্যুৎ একত্রে প্রকাশিত হইতে দেখিলাম। অতি চমৎকার গুপ্ত কথা শুনিলাম, অনঙ্গমোহিনীর প্রতি স্থির বিশ্বাস হইল, অনঙ্গও এক দিন আমাকে বিশ্বাস করিয়া এই সমস্ত কথা বলিয়াছিল। অবতার বাবু আশায় উৎফুল্ল হইয়া পাগলের ন্যায় হইয়াছেন—ভয়ানক কথা! আমার অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এ রহস্যের শেষ না দেখিলে তৃপ্ত হইতে পারিব না ভাবিয়া অবতার বাবুর কথায় মনে মনে সম্মত হইলাম। বেলাও দেখিতে দেখিতে প্রায় ১০টা বাজিল; এক জন ব্রাহ্মণ আসিয়া আহারের কারণ ডাকিয়া লইয়া যাইল, আহারান্তে সেই বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়া আছি, এমন সময়ে একখানি গাড়ির শব্দ শুনিয়া আমার বক্ষ চমকাইয়া উঠিল, সুরেন্দ্রের কথা মনে পড়িল, সে সমস্ত চাপিয়া—কে গাড়ি করিয়া বাগানে আসিল, তাহা দেখিতে তাড়াতাড়ি বারাণ্ডায় গেলেম, গিয়ে দেখি দুটি বাবু গাড়ি করিয়া বৈঠকখানার নিম্নে আসিতেছে, যখন গাড়ি থামিল, অমনি অবতার বাবু তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আদর পূর্ব্বক তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন, আমি দুইটীকেই দেখিয়া চিনিলাম একটীর নাম 'কৃষ্ণবন্ধু কবিরাজ' অনেক বড় মানুষের সহিত আলাপ থাকায় কবিরাজ বলিতে লজ্জা হওয়ায়—ডাক্তার উপাধীধারী হইয়াছেন—আমাদের বড় বাবুর বৈঠকখানায় সদা সর্ব্বদা যেতেন। আর একটীর নাম 'হারাধন গঙ্গোপাধ্যায়' ইনি প্রধানতম বিচারালয়ের উকীল—উপায় জুয়াচুরীতে—জুয়াচুরীর পসারে—প্রতি বড় মানুষের মহলে তাঁহার গতায়াত আছে, তাঁহাকেও আমি বড় বাবুর বৈঠকখানায় দেখিয়াছিলাম।

আমি অবতার বাবুর মুখে বরাবর কৃষ্ণ ডাক্তারের নাম শুনিয়াছিলাম কিন্তু চিনিতে পারি নাই—দেখিয়া আমার সেই ভয় দূর হইল—বড় মজার—কথা।!

অবতার বাবু তাঁহাদের উভয়কে অভ্যর্থনা করিয়া উপরে আনিলেন তাঁহারা বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতে করিতে এক জন চাকর এক ছিলিম তামাক আনিয়া দিল; বাবুরা তামাক খাইতে২ কি কথা পাড়িলেন, অবতার বাবু তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন; অবতার বাবুর অসম্মতিতে তাহাদেরও কোন বিষয়ে অসম্মতির প্রকাশ হইল। শেষে হারাধন উকীল চীৎকার পূর্ব্বক বলিল—"আর যা হোক না হোক আমার—১০০০০ দশ হাজার টাকা চাই।"

এই কথা শুনিয়া অবতার বাবু চমকাইয়া কি বলিবেন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন; ইতিমধ্যে কৃষ্ণ বাবু হাত তুলিয়া বলিলেন—"আচ্ছা—অবতার—বাবুর মতে কষ্ট না হয়—আমাকে ৬০০০ ছয় হাজার টাকা দিলেই হবে।"

আমি উভয়ের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। উভয়ের টাকা লইবার—উপায় দেখিয়াও আশ্চর্য্য হইলাম—বড় ভয়ানক ব্যাপার!! ইহারা কিসের জন্য টাকা চায়—তাহা বুঝিতে পারিলাম না; তাহা শুনিতে—ইচ্ছা হইল; কপাটভাবে তথায় দণ্ডায়মান রহিলাম; এক মুহূর্ত্ত—অতীত হইতে না হইতে কৃষ্ণ বাবু বলিল:—"ওহে অবতার বাবু! তুমি ভাই অন্যোপায় দেখ—আমাদের দ্বারায় এ কাজ হবে না; যদি জাতই গেল তবে পেট না ভরে কেন—অতুল বাবুর প্রায় ৪ লক্ষ টাকার সম্পত্তি—তুমি হস্তগত করিতেছ আর আমাদের উভয়কে কি বেশী দিলে—কেবল মাত্র এক বারের জন্যে বইতো নয়!! বড় বেশী হয় না হয়—১৬০০০ ষোল হাজার টাকা, তা তুমি যদি ৪ লক্ষ টাকার সম্পত্তি পাইতে পার আর আমরা তাহোলে ১৬০০০ হাজার টাকা পাইতে পারি না—অবশ্য পারি—এটাও তোমার বিবেচনা করা উচিত যে এতো বিষয় সম্পত্তি যাহা তুমি পাবে—সে সমস্তই আমাদের—কৌশলে—তবে আমাদের দিতে তোমার কোন ক্ষতিই নাই। আরো দেখ আমরা এই সমস্ত কাজের জন্যই প্রসিদ্ধ:

বড় বড় লোকের কত বিপদ আমরা রক্ষা কোরেছি। সেখানে আমরা—ভাই—যা বোল্‌ছি—তদ্ভিন্ন কোন মতে পারি না।”

অবতার বাবু—উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—“দেখো ভাই তোমরা পাঁচ হাজার করিয়া দশ হাজার টাকা নিয়ে আমাকে রক্ষা কর—দেখো—তোমাদের আগে দিতে হবে—কোথায়—টাকা পাবো কি না তার ঠিক নাই—আগে তোমাদের দিতে হবে—বিবেচনা কোরে লও।”

তাঁহারা অবতার বাবুর কথা শুনিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন :—

“তবে ভাই তুমি অন্য লোকের আশ্রয় গ্রহণ করো—আমরা চোল্লেম।” এই কথা বলিয়া তাঁহারা উভয়ে গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইলেন। অবতার বাবু আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলেন তাঁহাদের উঠিতে দেখিয়া ত্বরায় হস্ত ধরিয়া বসাইলেন :—তাঁহারা উপবেশন করিলেন—উভয়ে উপবেশন পূর্ব্বক বলিলেন :—“কি! তোমার—মতের স্থির হইল!! আমরা আর অপেক্ষা করিতে পারি না।”

অবতার বাবু দেখিলেন ইহাদের নিকটে একবার গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়াছেন এক্ষণে ইহাদের মতে সম্মত না হইলে তাঁহার আশালতার মূলে কুঠারাঘাৎ হইবে—“কি করেন অগত্যা সম্মত হইয়া বলিলেন :—

“আচ্ছা ভাই—তোমাদের কথাতেই আমাদের সম্মত হোতে হোলো—কি করি।”

অবতার বাবুর মুখে তাঁহার সম্মতির কথা যেই নিঃস্বরণ হইল অমনি উভয়ে হাসিয়া বলিলেন :—“তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই—আমাদের একবার—রাধানাথ মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে যাইতে হইবে।”

অবতার বাবু এক জন চাকরকে ডাকিলেন—সে তাড়াতাড়ি আসিলে অবতার বাবু তাহাকে দোয়াত কলম—কাগজ প্রভৃতি আনিতে বলিলেন। কার্য্য—আরম্ভ হইলে অবতার বাবু আমাকে দেখাইয়া বলিলেন; “কৃষ্ণ বাবু—এক জনকে বাঙ্গালা মুসুবিদে করাইবার কারণ রাখিয়াছি—তাকে ডাকবো।”

অবতার বাবুর কথা শেষ হইলে—‘কৃষ্ণ ডাক্তার তাঁহাকে বারণ করিয়া উইলের কাপি চাহিলেন :—হারাধন উকীল সেই উইল মনে মনেপাঠ

করিয়া স্বহস্তে তাঁহার—অনুমত করিয়া লিখিতে লাগিলেন—প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে লেখা শেষ হইলে ঠিক হইয়াছে কি না জানাইবার কারণ অবতার বাবুকে পাঠ করিতে দিলেন—অবতার বাবুর পাঠ শেষ হইলে তাঁহার মুখ হাসিতে পরিপূর্ণ হইল—তিনি দশদিক হস্তে পাইয়া আনন্দোৎফুল্ল নয়নে সকলের প্রতি চাহিলেন :—অতুল বাবুর সম্পত্তি হস্তগত হইল ভাবিয়া পরমাহ্লাদে উভয়ের নিকটে সরিয়া বসিলেন। কৃষ্ণ ও হারাধন বাবু পূর্ব্বোক্ত টাকা চাহিলেন—অবতার বাবু সিন্দুক খুলিয়া টাকার পরিবর্ত্তে এক তোড়া কাগজ বাহির করিয়া দিলেন। তাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া গাত্রোত্থান করিল ;—কলি কৌশলে নলের শরীরে প্রবেশ করিল ;—পর্ব্বতের শৃঙ্গ ভূকম্পনে পতিত হইল :——

যখন সমস্ত কাজ শেষ হইল, কাগজ পত্র সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া চাবি দেওয়া হইল, তখন অনঙ্গমোহিনীর কথা তাঁহার মনে পড়িল—তিনি কৃষ্ণ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

কৃষ্ণ ডাক্তারের সঙ্গে ঔষধ ছিল, তিনি তাহা খাওয়াইতে বলিলেন :—

অবতার বাবু সেই ঔষধ লইলেন, তাঁহারা অধিক কাল মূল্যবান সময় নষ্ট করা অবিধেয় জ্ঞানে—তথা হইতে যাইবেন বলিলেন।

অবতার বাবু তাঁহাদের সাহ্লাদে বিদায় দিলেন। বিদায় দিয়া নানা আমোদে আহ্লাদিত হইয়া স্বীয় মস্তকের উপরে চাহিয়া দেখিলেন—কালশনি ভ্রমণ করিতেছে, সম্মুখে দেখিলেন, কবন্ধগণ রক্ত শোষণের চেষ্টা করিতেছে, পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, শঙ্খিনী—ডাকিনী তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যতা হইতেছে ; দেখিয়া তিনি ভীত হইয়া কাঁপিয়া তাড়াতাড়ি বৈঠকখানায় ঢুকিলেন।

আমি তাঁহার সভীত ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, কারণ কি জানিতে ইচ্ছা হইল :—আমি জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে তিনি বলিলেন :—

"তিনু! আমি ভীত হোলেম কেন—আমি তো এখন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হলেম—তবে ভীত হোলেম কেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্চি না—না—ভীত কেন হবো—কাকে ভয়—ভরসার জোরে কি না হয়, চল তিনু! অনঙ্গকে সচেতন করা যাগগে ; আজ মুক্তারাম বাবুর ভগ্নীর

অধর সুধা পানার্থে আমাকে উদ্যোগী হোতে হবে—আজকের উষা আমার কারণেই সুপ্রভাতা হইয়াছিলেন—আজ আমি রাজা হইলাম—মনোমত রাজ্ঞী মিলাইবার কারণ বিধাতা চেষ্টা করিতে ছিলেন। সে চেষ্টা মিথ্যা হইবার নয়—মুক্তারামের ভগ্নী অতি সুন্দরী—স্বর্ণ বণিকের বংশ প্রায়ই সুশ্রী সম্পন্ন হয়; তা আজ মুক্তারামের ভগ্নীর প্রণয়ে উন্মত্ত হইব—সে আমার রাণী হইবে—আর আমার ভাবনা কি? মুক্তারাম—মুক্তারাম—সহস্র সহস্র মুক্তারাম অবতারের বুদ্ধির এক কণাতেও লাগে না—সে যেমন আমার ভাইঝির উপরে নজর করিয়াছিল; আমি তেমনি তাহাকে ধনে, মানে মজাইব—অনঙ্গের সহিত একত্রে দেখিয়া এক বিপদ ঘটাইব, তাহাতে সে মানী লোক, মান বজায় রাখিতে যাইয়া অনেক টাকা প্রদানে স্বীকৃত হইবে—আর তাহার ভগ্নীকে কৌশলে মোহিতা করিয়া তাহার সম্মুখে আমার উপভোগ্যা করিব,, তাহা হইলেই তাহার যথেষ্ট শিক্ষা হইবে। কিন্তু—কিন্তু আমার কি তাতে পাপ হবে? হ্যাঁ—পাপ—পাপ আবার কিসে—সে আমার সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়া পাপী হইল না—আমি প্রতিশোধ লইতে গিয়া পাপী হইব—না, সে তো প্রথমে মজে নাই—আমার চক্রান্তে সে অনঙ্গমোহিনীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইতে চাহিয়াছে—তাই বা কি কোরে হবে, অনঙ্গতে সে যখন অনুরক্ত, তখন সে পাপী বই আর কি—দ্বিতীয়তঃ সে বন্ধু—অমন বন্ধুতে কাজ নাই—টাকার অপেক্ষা আবার বন্ধু কে!! টাকায় কি না করে—আমি বন্ধু চাই না, টাকাই আমার সার ব্রত। টাকা আর যুবতী পাইলে—আমি এ সংসারকে—এ জগৎকে—তৃণবৎ জ্ঞান করি; হাঃহাঃ কি কৌশলেই আমি ছোট বৌকে ফাঁকি দিলেন—আমার কাছে আবার কি কারো বুদ্ধি খাটে? আজ রাত্রে ছোট বৌয়ের সতীত্বের উপর হস্তক্ষেপ কোত্তে হবে! দেখ তিনু—তোমার ভাবনা কি, তোমায় আমি রাজা করিব, চল অনঙ্গকে সচেতন করিগে!”

এই কথা বলিয়া অবতার বাবু ভাবী সুখে উন্মত্ত হইয়া আমাকে সমভিব্যাহারী করতঃ যে ঘরে অনঙ্গমোহিনী শায়িতা ছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমি সেই ঘরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, এক খানি চিত্রপট স্থির ভাবে শায়িত রাখা হইয়াছে—দেখিলাম সেই চিত্রপট খানি অনঙ্গমোহিনী!!

অনঙ্গমোহিনীকে দেখিয়া এমন বোধ হইল না যে সে কোন কষ্ট পাইতেছে, সুখে ঘুমাইতেছে—আমি এই সকল বিষয় দর্শনে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া অবতার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম :—

" মহাশয়! অনঙ্গ তো ঘুমাইতেছে।"

অব। অনঙ্গ ঘুমায় নাই—অনঙ্গ ঔষধের তেজে ঘুমাইয়াছে, এক্ষণে পুনরায় জাগরিত হইবে।"

এই বলিয়া অবতার বাবু আমার পকেট হইতে এক শিশি আরক বাহির করিয়া স্বীয় রুমালে মাখাইয়া অনঙ্গমোহিনীর নাকের উপরে ধরিলেন, কতক্ষণ পরে অনঙ্গমোহিনী চাহিয়া দেখিল, যখন সে চাহিল, তখন তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছিল; অনঙ্গমোহিনীকে চাহিতে দেখিয়া অবতার বাবু সম্মুখস্থ কুঁজা হইতে এক গ্লাস জল লইয়া অনঙ্গমোহিনীর মাথায় —চক্ষে—মুখে দিলেন। অনঙ্গমোহিনী এক দণ্ডের মধ্যে সুস্থ [illegible] উঠিয়া সবিস্ময়ে আমাদের দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

কি হইয়াছে তোমরা কেন?

অবতার বাবু সরিয়া পলায়ন করিলেন :—আমি আশ্চর্য্য চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিলাম—সে আমাকে দেখিয়া সহজ লোকের ন্যায় কারণ জিজ্ঞাসা করিল—আমি কিছু সংবাদ দিয়া, বাকী অপর সময়ে বলিব বলিলাম; সে সমস্ত বুঝিতে পারিয়া হাসিল—হাসিয়া স্বীয় অঙ্গসৌষ্ঠবে ও আহারে প্রবৃত্ত হইল। পরে আমরা উভয়ে চুপি চুপি কথা কহিতেছি এমন সময়ে এক জন চাকর মুক্তারাম বাবুর আগমন বার্ত্তা প্রদান করিল :—অনঙ্গমোহিনী তাড়াতাড়ি নিম্নে চাহিয়া দেখিল মুক্তারাম বাবু ও তাঁহার ভগ্নী গাড়িতে বসিয়া আছেন;—অনঙ্গমোহিনী তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা করিয়া মুক্তারাম বাবুর ভগ্নিকে গাড়ী হইতে নামাইয়া উপরে আনিল—ঘরে বসাইয়া স্বীয় অনুরাগের সহিত আলাপ করিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিল—সে উত্তর দিল তাহার নাম " সরলতা।" অতিশয় রূপবতী—যুবতী—দেখিতে মাধুরী সম্পন্না—অনঙ্গমোহিনী সম্মুখস্থ ফুলদানে সাজানো এক তোড়া গোলাপ হাতে করিয়া ভালবাসা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল " ভাই! গোলাপে গন্ধ নাই কেন?"

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্য বিরহে—সূর্য্যমুখী।

প্রভাত কালের লীলা সমাপন করিয়া সহস্র মরিচীমালী তপন-দেব প্রকৃতির পরাক্রমে বশীভূত হইয়া মধ্যাম যামে মধ্যমাকাশে আগমন করিয়া দেখিয়াছিলেন কি—না—কমলিনী সরোবরে—নূতন প্রস্ফুটিত হইয়া নূতন নূতন প্রেমিকের সহিত আমোদ করিতেছে;—কোন পদ্মের উপরে ফোচ্‌কে মৌমাছিগুলো শূন্য হস্তে যাইয়া মধুর গুঞ্জনে কমলিনীর মনকে ভুলাইয়া নানামতে মধুপান করিতেছে—তা দেখিয়া গম্ভীর বাতাসের গা কাঁপিয়া উঠিতেছে—সে কাঁপিতে কাঁপিতে লজ্জার ভয়ে কমলিনীর সম্মুখে না প্রকাশ হইয়া সরোবরের জলের পাশে থাকিয়া জল আলোড়ন করিতেছে—জলের কাঁপুনীতে স্থির শোভিনী সলিলাবগাহিনী কমলিনী হাস্‌তে হাস্‌তে কাঁপিয়া উঠিতেছে—ফোচ্‌কে মৌমাছিগুলো মধু খাওয়ায়—বিরতি পাইয়া সভয়ে গুণ গুণ ধ্বনিতে মনের আগুনে পুড়িয়া মরিতেছে—!——মৌমাছির ডাকে কালভোমরা গুলো চুপ কোরে না থাক্‌তে পেরে—ভন্ ভন্ শব্দে ছুটাছুটী করিতেছে;—তদ্দর্শনে খঞ্জন আর বাসায় না থাক্‌তে পেরে—পদ্মার মধু সেও খাইবে ভাবিয়া তাহার কাছে আলাপ করিতে যাইল। সূর্য্য একে একে সব দেখিয়া গালে হাত দিয়া ক্ষণেক ভাবিতে লাগিলেন। যখন তিনি গালে হাত দিয়া ভাবেন, তখন দুঃখের দুঃখী মেঘ আসিয়া তাঁহার দুঃখে—সান্ত্বনা প্রদান ছলে সম্মুখে আগমন করে—আবার শান্ত হইলে যেই মেঘ সরিয়া যায়, সূর্য্যের চক্ষে কমলিনীর রহস্য পতিত হয়; সূর্য্যের রাগের আর সীমা থাকে না, স্বীয় তেজে জগতকে পুড়াইতে চেষ্টা করেন, আবার মেঘ আসিয়া তাহার সে আশাকে কতক মতে ঠাণ্ডা করে—মেঘ না পারিলে উত্তুরে বাতাস আসিয়াও সাহায্য করে—এই রূপে দুই প্রহর কাটিয়া যাইল; সূর্য্যের ক্রোধ বাড়িতে লাগিল:—এ দিকে সূর্য্য-

মুখী মনে করিয়াছিলেন হেমন্তের আরম্ভে—সূর্য্য তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন :—প্রায় দিন পনর আলাপ না করেন কেন :—প্রকৃতির গতিকে তিনিও সূর্য্য উঠিলে পূর্ব্বদিকে সূর্য্যের আগমন পথ চাহিয়া থাকেন; মধ্যম গতিতে উপরে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকেন, তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা সূর্য্য যেন তাঁহার বাসরে চিরকাল বাস করে—সূর্য্যের সে ইচ্ছা নয়—কমলিনীর রূপেই সে মোহিত :—সূর্য্যমুখী সমস্ত দিন রদ্দুরে পুড়ে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া সকরুণ হৃদয়ে এক দৃষ্টে রহিল, সূর্য্য একবার তাঁহাকে মুখ ফিরিয়াও দেখিল না;—এই ভাবে দুই প্রহর অতীত হইল—অপরাহ্ন আরম্ভ—মৌমাছি মধু খাইয়া প্রমত্ত হইয়া গৃহে ফিরিল—ভ্রমর স্বীয় গৃহে যাইবে মনে করিল—যে না যাইতে পারিল সে পদ্ম পাপড়িতে আটকা পড়িয়া প্রাণে মরিল; খঞ্জন দেখে মুখে কাপড় দিয়া প্রস্থান করিল; সূর্য্যমুখী এখনো সূর্য্যের আশা ছাড়ে নাই—সেও বুকে হাত দিয়া আলুলায়িত কেশে বিষাদিত বেশে বিরহ বিধুরা হইয়া—সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া রহিল :—কমলের যৌবন ফুরাইয়া গেল, সূর্য্য তদ্দর্শনে প্রাতঃকালের কথা মনে করিলেন—যখন তিনি উষার রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকে ধরিতে যান সেই সময়ে—প্রভাত রূপসী তাঁহাকে কমলিনী দেখাইয়া সে আশা হতে নিবৃত্ত করে :—সূর্য্য প্রভাতের কথাতেই বিশ্বাস করিয়া আজ এই বিরহ অসহ্য ভাবিয়া তাড়াতাড়ি প্রভাতের চুলের মুটী ধরিয়া কমলিনীর হাব ভাব দেখাইবেন বলিয়া তাঁহার আবাসের উদ্দেশে রক্তবর্ণ চক্ষে পৃথিবীকে অকূল তমসায় ডুবাইয়া পশ্চিমাচলে প্রস্থান করিলেন :—সূর্য্যমুখী তদ্দর্শনে প্রাণে ব্যথা পাইয়া মাথা হেঁট করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন :—সূর্য্যকে হারিতে দেখিয়া পাখি পক্ষী—জীব জানোয়ার হাত তালি দিয়া স্বীয় স্বীয় ঘরে প্রস্থান করিল।——

এমন সময়ে আমাদের বাগানে আর একটী শোভা প্রকাশিত হইল :—অনঙ্গমোহিনী আর সরলতা বেলা অবসান দেখিয়া গৃহের মধ্যে না থাকিয়া ছাদে উঠিয়া প্রকৃতীর আর একটী শোভা প্রকাশ করিল :—উভয়েই রূপবতী, উভয়েই যুবতী, উভয়ের হস্ত উভয়ের স্কন্ধে—উভয়ের মুখে পানের রেখা; উভয়ের অধরে হাসি—উভয়েই মনোরম।

আমি সেই সময়ে বাটীর সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর চাঁদনীর উপরে বসিয়াছিলাম; হঠাৎ উভয়ে ছাদের উপরে উঠিবামাত্রেই আমার নজর পড়িল, ভাল করিয়া দেখিলাম—প্রথমে সরলতা—সরলতা যুবতী, বয়স আন্দাজ ১৭ কি ১৮ বৎসর; বর্ণ দুধে আল্‌তা, আকার মধ্যম খর্ব্ব, মস্তকের কেশ কৃষ্ণ ভ্রমরের ন্যায়, কপালখানি অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায়, গলায় কম্বুরেখা, বাহুদ্বয় সুগঠিত অথচ খর্ব্ব, বক্ষের সম্মুখভাগ পীনোন্নত পয়োধরে ভূষিত—পশ্চাদ্ভাগ মাংসল, কটীদেশ ক্ষীণ, নিতম্ব গুরু:—তাহার পরে ছাদের আলিসায় ঢাকা, মুখখানি দেখিতে পানের ন্যায় সুঠামযুক্ত, চক্ষুদুটী খঞ্জনের ন্যায় সুটানা, আর তন্মধ্যস্থ তারকাদ্বয় অতীব ঘোর কৃষ্ণ; গণ্ডদ্বয় সুপুষ্ট, নাসিকা স্বল্লায়ত। একখানি বারাণসীর কাপড় পরিধৃতা—একটী কিংখাপের কাঁচুলিতে বক্ষ আবদ্ধ; বারাণসীর কাপড়খানি স্ত্রীলোকের নিয়মানুযায়িক বিনিবিষ্ট—কেশ কবরীতে পরিণত; তাহাতে কারুকার্য্যের উপরে হীরকাদি খচিত—স্বর্ণময় চিরুণী, কর্ণে কর্ণোপযুক্ত কর্ণবলয়; গলায় হীরকমণ্ডিত চিক, গোঁপহার, মুক্তার মালা, বাহুশেষে বাজু, অনবিন্দ, যশম ইত্যাদি, করে ডাইমন কাটা স্বর্ণবলয় এবং অন্যান্য স্ত্রীঅঙ্গ সুদৃশ্য অলঙ্কারাদি।—পার্শ্বে অনঙ্গমোহিনী মোহিনীময়ী মূর্ত্তিতে বিরাজিতা। উভয়ে ছাদের এদিক ওদিক বেড়াইয়া শেষে পশ্চিম ধারে যাইয়া দাঁড়াইল; দাঁড়াইয়া উভয়ের দৃষ্টি উভয়ের নয়নে খেলিতে লাগিল, অনঙ্গমোহিনীর কৌশলে সরলতা ভুলিয়া গেল, অনঙ্গমোহিনী স্বীয় মহা বুদ্ধিতে তাকে বশীভূত করিয়া অন্তরে অন্তরে গাঁথিয়া ফেলিল।

আমি এই সমস্ত—প্রহেলিকা বা ছায়াবাজীর ন্যায় দেখিতে লাগিলাম; অতি চমৎকার ব্যাপার, ইহাদের আন্তরিক ভাব জানা থাক বা না থাক, অনঙ্গমোহিনীর মনের ভাব জানা আছে, আজ অনঙ্গের প্রতিজ্ঞা সুসিদ্ধ হইবে—আজ মুক্তারাম বাবুর মস্তকে বাজ পড়িবে—আজ সরলতা অবতার বাবুর অঙ্কে শোভিতা হইবে—আজ অবতার বাবুর হৃদয় পরম সুখে প্লাবিত হইবে:—সরলতারূপ মতির হার—আজ কালের কুটিল মূর্ত্তি অবতার সাবহেলে গলায় পরিবে:—কি শোভা!! অপবিত্র! অপবিত্র!!

এই সমস্ত বিষয় ভাবিতেছি, এমন সময়ে আমাদের পূর্ব্ব দিকের বৈঠক-খানার বারাণ্ডায় মুক্তারাম বাবু বিষণ্ণ মনে দণ্ডায়মান হইলেন। ক্ষণেক বাগানের শোভা দেখিয়া দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কাঁমড়াইতে কাঁমড়া-ইতে বারাণ্ডায় বেড়াইতে লাগিলেন; ভাবে বোধ হইল, তিনি কোন আশায় আশ্বাসিত হইয়াছিলেন। এখনো সে আশা কেন সম্পাদিত হই-তেছে না, তাহাই ভাবিতেছেন:—অতি চমৎকার দৃশ্য!

আমি বুঝিতে পারিলাম, মুক্তারাম বাবু কি ভাবনা ভাবিতেছেন। কি ভাবনায় তাঁহার মন এতো উতলা হইয়াছে, কি ভাবনাকে হৃদয়ে পূজা করিয়া হৃদয়ে কাল সাপ পুষিয়াছেন।—

এই দৃশ্য হইতে বীত দৃষ্টি হইতে না হইতেই আমার নয়নে আর একটী রহস্যময় দৃষ্টি পতিত হইল:—যে দিকে অনঙ্গমোহিনী ও সরলতা ছাদের উপরে দাঁড়াইয়া দিগ্দেশ আলো করিয়া ছিল সেই দিকের একটী পুষ্প কুঞ্জের মধ্যে অবতার বাবু একটী শূর্য্যমুখী গাছের তলায় বসিয়া কি লিখিতেছেন:—ভাবে বোধ হইল, তিনি নব আহ্লাদে আহ্লাদিত হইয়া কি লিখিতেছেন। মনে একটী ভয়ানক রহস্যের উৎপত্তি হইল; শান্ত থাকিতে পারিলাম না, তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতরে যাইলাম, যাইয়া বৈঠক-খানার কাছে যাইলাম, গিয়া মুক্তারাম বাবুর মতির প্রতি লক্ষ্য করিলাম। দেখিলাম ব্যাধশর ভীত হরিণ যেমন সতর্ক থাকিয়া পশ্চাতে দৃষ্টি রাখে, আর বাতাসের বলে ভগ্ন—ভূপতিত শুষ্ক পত্রের শব্দে কম্পিত হয়, তদ্রুপ মুক্তা-রাম বাবু অনঙ্গমোহিনীর অনঙ্গ বাণে মুগ্ধ হইয়া কখন অনঙ্গ আসিয়া তাঁহার বাম পার্শ্ব শোভা করিবে, তাহাই ভাবিতে ছিলেন। আমার পদ শব্দ পাইয়া সচকিতে অনঙ্গ আসিতেছে ভাবিয়া স্মিত নয়নে চাহিয়া দেখিলেন—আমাকে দেখিয়া তাঁহার স্মিত মুখ বিষণ্ণ হইল, আবার তিনি অনঙ্গের অনঙ্গ বানের ব্যথা ভোগ করিতে লাগিলেন।

আমি মুক্তারাম বাবুর অবস্থা দেখিয়া একটু হাসিতে ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু সময় পাইলে হাসিব ভাবিয়া সে হাসিকে হৃদয়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম:—

অনঙ্গের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা হইল, সরলতার সম্মুখে অনঙ্গের

নিকটে যাইয়া সাক্ষাৎ করা অবিধেয় ভাবিয়া তাহার সম্মুখে না যাইয়া সিঁড়ির উপরে থাকিয়া অনঙ্গমোহিনী ও সরলতার মনোভাব জানিবার ইচ্ছা হইল, তাহাই করিলাম। আস্তে আস্তে সিঁড়িতে উঠিলাম :—উঠিয়া চুপ করিয়া দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া রহিলাম। উভয়ে মোহিনী মূর্ত্তিতে তদ্দেশ উজ্জ্বল করিয়া মৃদু হাস্যে হাত পা নাড়িয়া কি বলিতেছে, এমন সময়ে অনঙ্গমোহিনী যে ধারে পুষ্প কুঞ্জে অবতার বাবু বসিয়াছিলেন, সেই দিকে স্বীয় হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক কহিল :—

“ভাই! ঐ দেখ কেমন সুন্দর চিত্র—সূর্য্য বিরহে সূর্য্য মুখী কেমন অধোবদনে রহিয়াছে।

সর। তোমার ভাই অতিশয় বুদ্ধি! আমার কাছে তোমার কথা গুলি শুনি অতিশয় সুমিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। সত্যিই তো ভাই সূর্য্য মুখী ফুলটী হেঁট মাথা করিয়া বসিয়া আছে; বেস দেখতে—আচ্ছা ভাই! সূর্য্য মুখী ফুলের তলায় ঝোপের ভিতরে কে যেন বোসে রোয়েচে—না!

অন। হাঁ ভাই! উনি আমার কাকা!

সর। উনিই তোমার কাকা!

সরলতা সাশ্চর্য্যে গালে হাত দিয়া আতৃপ্ত নয়নে দেখিয়া লজ্জাবনত মুখে স্বীয় পদ মূলে দৃষ্টি নিপাতিত করিল।

আমি ভাবিলাম, সুকোমল প্রসূনে কীট প্রবেশ করিয়াছে!

অনঙ্গমোহিনী সরলতাকে অত্যন্ত লজ্জিতা দেখিয়া স্বীয়া চপলতা প্রযুক্ত বলিল :—

“ভাই! তোমরা কাকাকে দেখে লজ্জা কর! আমরা ভাই কাকাকে দেখে লজ্জা করিনি। সেকেলে মেয়েরা লজ্জা করে—কেন? বোয়ে পড়নি, কোন্ ধর্ম্মে আছে—যে ভাইঝিকে বে কোল্লে বড় কুল থাকে; তাই বলি আমরাও বই পোড়েছি, লেখা পড়া শিখেছি; তবে কেন কাকাকে লজ্জা কোরবো—আরো একটা কথা, এই বড় মানুষের মেয়ে হোলে অতটা থাকে কৈ! আমি তো কাকার সঙ্গে যা নয় তাই গল্প করি। আমি লজ্জা করি নি—তোমার লজ্জা কি!! আমরা যদি আমোদ না কোরবো—তা হোলে আর আমোদ কোরবে কে—গরিব লোকেরা!——আমি কাকাকে বড় ভাল

বাসি।” অনঙ্গমোহিনী সরলতাকে বড় মানুষের ভগ্নী জানিয়া ধনীর তুলনা দিয়া সরলতার বুদ্ধিকে মজাইয়া ফেলিল:—সরলতাও হাবা বুদ্ধি নহে, সেও মনের লজ্জা মনে লুকাইয়া বলিল:—

“কেন ভাই লজ্জা কোরবো কেন! আমাদের পাড়াতে মেলা বিবি আছে, তারা সব বেশ! যার সঙ্গে পায়, তারি সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করে—আমরা কোল্লেই দোষ—তোমার কাকা ভাই দেখতে দিব্বিনী!!

সরলতা অনঙ্গমোহিনীর বুদ্ধির কৌশলে মারা পড়িল, অবতার বাবুকে মনে মনে স্বীয়া মন প্রাণ ক্রমে প্রদান করিতে লাগিল, তাহার কারণ অনিমেষ দৃষ্টে অবতার বাবুর প্রতি চাহিয়া রহিল—অনঙ্গমোহিনী দেখিল শুভদৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, সরলতা আপনার হৃদয়ে বিষের আগুণ জ্বালিতেছে—আপনাকে জ্বালাইতে হইল না দেখিয়া সে মনে মনে অত্যন্ত খুসী হইল:—ইতস্ততঃ চাহিয়া বহিল:—

“ভাই! তবে নাকি তোমার লজ্জা! তুমিও ভালবাসবে—বেশ সুখের বিষয়!

এই কয়েকটী কথা দ্বিভাবে উচ্চারণ করিয়া অনঙ্গমোহিনী সরলতাকে ঠাট্টা করিল:—অবতারের রূপ ও চাতুরী রেকক্তার গাঁথুনিতে সরলতা স্বীয়া হৃদয়ে গাঁথিল:—

এমন সময়ে একটু উত্তুরে হাওয়ার জোর হইল, বাতাসের জোরে সিঁড়ির দরজা সজোরে আবদ্ধ হইয়া আসিল, সেই শব্দ উপলক্ষ কোরে ও সরলতাকে একা ফেলিয়া রাখিয়া অনঙ্গমোহিনী তাড়াতাড়ি আমার সম্মুখে আসিল:— আমাকে দেখিয়া কি বলিবে ভাবিয়া আমার হাত ধরিয়া ঘননিঃশ্বাসে সিঁড়ি হইতে আরো দুই ধাপ নিম্নে নামিল, আমি তাহার এবম্বিধ ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, এই অনঙ্গ আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে হাসিতেছিল, আবার এক মুহূর্ত্ত অতীত হইতে না হইতে এ কি পরিবর্ত্তন হইল!

দুই ধাপ নীচে আসিয়া অনঙ্গমোহিনী বলিল, “তিনু! সাবধান—দেখো আজ বড় ভয়ানক ব্যাপার! তুমি সৌর জগৎকে স্বচক্ষে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িতে দেখিবে:—আমি আজ অগ্নিময়—আজ আমি আমার

হৃদয়ে যজ্ঞ আরম্ভ করিলাম, সাবধান আমি যেন না মারা পড়ি। এই চাবি নাও, বিশ্বাস করিয়া তোমার নিকটে রাখিলাম :—অগ্রে কাকাতে সরলতাতে মিলন করাইয়া উভয়ের সহযোগে বিষফলের উৎপন্ন করাই; পরে যাহা অভিলাষ হয় তাহা করিব। তুমি চাবি নাও!

এই বলিয়া অনঙ্গ স্বীয়া অঞ্চল হইতে চাবি খুলিয়া আমার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক বলিল, "এই চাবি হইতেই আমার ছোট কাকীর—সুরেন্দ্রের—জীবন হারাইয়াছি—সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি। এই চাবি হইতেই সেই সমস্ত পুনরায় প্রাপ্ত হইব—সাবধান! তুমি আমার অন্তরের অন্তর, তাই প্রদান কোল্লেম।"

এই বলিয়া আর মনোভাব সমগ্রভাবে অনঙ্গমোহিনী প্রকাশ করিতে না পারিয়া ত্বরায় প্রস্থান করিল। যাইতে যাইতে পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিয়া শান্তিময়ী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক হাসিয়া বলিল,—

"সরলতা! ভাই! তোমার ভাই, বেশ রসিক লোক, আমাকে ডেকে কত কি কথা বোল্লেন, আমি ঠাট্টা কোরে আমার কাকার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিবার কথা বোল্লেম, তিনি শুনে হাস্‌লেন :—তুমি আমার কাকাকে বর কোর্‌বে।"

সরলতার আন্তরিক ইচ্ছা তাই—হাসিয়া মনোভাব গোপন পূর্ব্বক সলজ্জ ভাব ধারণ করিল :——

এ দিকে দিনমণিবিরহবিধুরা সূর্য্যমুখীর চক্ষের অশ্রু মুছাইতে নিশামণি আকাশে উদয় হইবার উপক্রম প্রকাশ করিলেন :—সমস্ত জগত অন্ধকারময় হইয়া আসিল;—অনঙ্গমোহিনী ও সরলতা ছাদের লীলা সমাপন করিয়া নামিয়া আসিবার উপক্রম করিল; আমি তাহা বুঝিতে পারিয়া ত্বরায় নামিয়া আসিয়া দেখিলাম মুক্তারাম বাবু পূর্ব্ববৎ বিষণ্ন মনে অনঙ্গমোহিনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন :—একবার করিয়া গৃহের দিকে দৃষ্টি নিপতিত করতঃ অনঙ্গের আগমন নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর—বিষণ্ন বদনে বারাণ্ডায় পদচালনা করিতেছেন :—কপট প্রেমে আপনি পুড়িয়া মরিবেন তাহার উপায় করিতেছেন :—অনঙ্গমোহিনী ও সরলতা নামিয়া আসিয়া চুপি চুপি অপর কক্ষে আলো জ্বালাইয়া বলিল, 'অবতার

বাবুও গুপ্তভাবে সেই দিকে আগমন করিল, আমি নিশার প্রগাঢ় অন্ধকারে —আবৃত হইয়া এক ধারে দণ্ডায়মানা থাকিয়া মুক্তারাম ও অবতার বাবুর লীলা এক মনে দেখিতে লাগিলাম। সরলতাকে জল খাওয়াইয়া অনঙ্গ-মোহিনী—বাহিরে আসিয়া কাকাকে দেখিল, আস্তে আস্তে নিকটে আসিয়া বলিল।

"তুমি সরলতার কাছে যাইয়া আনন্দে উন্মত্ত হও!!—আমি মুক্তারামের নিকটে যাইয়া তাহাকে ভুলাইয়া অধিক রাত্রি রাখিয়া ভ্রমে ফেলিগে—তোমারো মনস্কামনা সুসিদ্ধ হইল; আমারো প্রতিজ্ঞা সফল হইল:—" এই বলিয়া অনঙ্গমোহিনী মুক্তারামের নিকটে আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে গমন করিল; অবতার বাবু সরলতাকে হৃদয়ে পাইবেন ভাবিয়া অনঙ্গের গৃহে প্রবেশ করিলেন।

অবতার বাবুর—অনঙ্গমোহিনীর গৃহ প্রবেশান্তে ও অনঙ্গমোহিনীর মুক্তারাম বাবুর সম্মুখে আবির্ভাবান্তে যাহা যাহা ঘটিল তাহা যদি বিধাতা আমাকে সহস্র২ আনন প্রদান করিতেন তাহা হইলে প্রকাশ করিতে পারিতাম। কাহার কল্পনা অগ্রে প্রকাশ করি—কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, প্রায় দুই মুহূর্ত্ত কাল উভয় বিষয়ের প্রস্তাব শুনিয়া হতচিত্ত হইলাম।

অনঙ্গমোহিনী গৃহে প্রবেশ করিল দেখিয়া—তৃষিত হরিণ যেমন সম্মুখস্থ জলাশয় দেখিয়া সানন্দে তাহাতে অবতরণ করে, তদ্রূপ প্রেম তৃষ্ণায় তৃষিত—মুক্তারাম বাবু প্রেম জলাশয় রূপ অনঙ্গমোহিনীকে সম্মুখে পাইয়া হাসিতে হাসিতে স্থির ভাব ধারণ পূর্ব্বক স্মিত নয়নে দেখিতে লাগিলেন:—

অনঙ্গমোহিনী আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে হাসিতে হাসিতে বস্ত্রের অঞ্চল দাঁতে কাটিয়া সত্বরে মুক্তারাম বাবুর নিকটে যাইয়া বলিল:—

"ভাই! সরলতাকে একা রেখে এসেছি, তোমাকে না দেখ্‌তে পেয়ে থাকৃতে পাল্লেম না, তাই এলেম!! কষ্ট হয়নি তো!!

মু। কষ্ট আবার কিসে?

অ। আমাকে না দেখে!!—আমায় তুমি ভাল বাস কি-না?

মুক্তারাম বাবু অনঙ্গের বুদ্ধিতে মোহিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"অনঙ্গ—এত দেরি কোল্লে কেন!!"

অনঙ্গ কি ভাবিল—ভাবিতে ভাবিতে হাসিয়া কি বলিল,—সেই মুহূর্ত্তে অবতার বাবুর রহস্য আমাকে বিমনা করিয়া ফেলিল; অবতার বাবু সরলতাকে সম্মুখে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি ভাই একলা! অনঙ্গ কোথা?

সরলতা সলজ্জভাবে সরিয়া বসিল,—অবতার বাবু নিকটে যাইয়া বলিল;—

"সুন্দরি! লজ্জা কেন?"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

মেঘাবৃত মিহির।

অনলে ধূম—মেঘে রৌদ্র—স্নিগ্ধে উষ্ণ—শুভ্রে কৃষ্ণ—আনন্দে নিরানন্দ, বিমিশ্রিত হইলে যেমন দর্শন বা স্পর্শন প্রীতিকর হয় না, তদ্রূপ একস্থানে সরলতা ও অবতার বিমিশ্রণে শোভাযুক্ত হইল না; সরলতা নির্ম্মল সলিল, অবতার তাহাতে বাড়বানল রূপে পরিচিত; সরলতা মলয়-মারুত হিল্লোলে হিল্লোলিত মধুকর—মধুকরীগুঞ্জিত হৃদয়ানন্দময় সুগন্ধে সুগন্ধিত প্রসূনাবলীমণ্ডিত পুষ্পকুঞ্জ, অবতার তাহাতে দাবানলভাবে অবস্থিত; সরলতা ও অবতার প্রকৃতির বিভিন্ন শোভায় শোভিত হইয়া সেই গৃহে শোভিত রহিল;—উভয়েই নির্ব্বাক্, কাহারো মুখে কথা নাই, ভাবে বোধ হইল, ইতিপূর্ব্বে গৃহে প্রবেশমাত্রেই অবতার বাবু 'অনঙ্গ কোথায়?' বলিয়া যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরের কারণ সাগ্রহে দণ্ডায়মান আছেন, ইচ্ছা যে সরলতার কমনীয় কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া স্বীয় হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করেন;—প্রকৃতী তাঁহার বিরোধী

হইল। সরলতা স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ লজ্জায় মুখ না তুলিয়া অধোবদনে অবস্থিতি করিতে লাগিল;—অবতারের হৃদয়ে কামাগ্নি প্রজ্জলিত হইল, তিনি অস্থির হইয়া স্মৃতি হারাইলেন; সরলতাকে কখনং অগ্নি বলিয়া স্পর্শ করিতে যাইবেন মনে করিয়া সভীত হইতে লাগিলেন, কখন বা সরলতাকে শান্তিময়ী প্রেমময়ীমূর্ত্তিমণ্ডিতা দেখিয়া হৃদয়ে স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিতে লাগিলেন, তাঁহার ভয়ানক ভ্রম উপস্থিত হইল, অবশেষে অধৈর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

"সুন্দরি! অনঙ্গ কোথায়?"

এই প্রশ্নের ভাবে বোধ হইল, তিনি তাঁহাকে পরিহাস করিলেন। সরলতা বড় মানুষের ভগ্নী, কুট উক্তি সহজেই বুঝিতে পারিয়া একটু মৃদু হাসিলেন;—সে হাসি অবতার বাবু দেখিতে পাইয়াছিলেন, আর আমি পাইয়াছিলাম, আর কেহ দেখিতে পায় নাই; সে হাসি তীক্ষ্ণ ... আছে, সেই হাসি অবগুণ্ঠনের মধ্যে থাকিয়া অবতারের ... ব্যথিত করিল, অবতার বাবু চারিদিক শূন্যময় দেখিলেন, অতি ... কথা!! কি উপায়ে সুন্দরী সরলতাকে অবতার বাবু গ্রাস করি... তাহারি উপায় অবধারণ করিতে লাগিলেন, দুই শত্রু তাঁহার হৃদয়ে ...র হইল, একটী ভয়, আর একটী আশা, যেমন সিংহ ও ব্যাঘ্রে এক শিকার,—হিংসা করিলে, শিকার ভূমে পতিত থাকে, উভয় পশু উভয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকে, যাহার অধিক বল, সেইই শিকার গ্রহণ করিতে পারে. তদ্রূপ অবতারের হৃদয়ে আশা ও ভয়ে মহা সমর উপস্থিত, উভয়েরই লক্ষ্য সরলতা; ভয়ের ইচ্ছায় সরলতা এখনো বিপদহীনা, আশার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে গ্রাসিত হইবে। ভয় পরাজিত হইল, আশা সরলতার কোমল শরীর উপভোগ করিতে সাহস করিল ঃ—অবতার বাবু বলিলেন ঃ—

"সুন্দরি! আমি তোমার অনঙ্গ বাণে জর্জ্জরিত হইয়াছি বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি, 'অনঙ্গ কোথায়?'

আমি আশ্চর্য্য হইলাম, অবতার বাবুর মনের ভাবে আমি বিস্মিত হইলাম তথাপি কপট প্রণয়!

সুন্দরীর হৃদয়ে বিষের আগুন জ্বলিয়া উঠিল সে না বুঝিয়া অবতার—রূপ নামক মহাবাজারে স্বীয় সতীত্বরূপ অমূল্য মণির বিনিময়ে অবতারের প্রণয়-রূপ ঝুটো প্রস্তর কিনিতে গেল ;—যাইয়া মনের কথা এই ভাবে প্রকাশ করিল :—

"এ বাটী আপনারি, আমাপেক্ষা অনঙ্গকে আপনি স্বল্পে সন্ধান করিতে পারেন।"

অবতার বাবু হস্তে স্বর্গ পাইলেন কি মর্ত্ত্য পাইলেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন :—

"সরলতে ভাই! তুমি কি কৌশলেই অনঙ্গ বাণ শিক্ষা করিয়াছিলে, তোমার শরীর অনঙ্গময়, তোমার চক্ষে অনঙ্গ—তোমার দেহে অনঙ্গ—তোমার গণ্ডে অনঙ্গ :—যেমন চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ তোমার দেহস্থিত অনঙ্গময় প্রভা প্রণয়ীজনের প্রাণকে চুরি করে :—এখন বিনা দোষে আমার প্রাণকে কেন চুরি কোল্লে ভাই? আমার প্রাণ ফিরিয়া দাও।"

সরলতা অবতারের আশক্তি দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া নির্ব্বাকে কি ভাবিল, শেষে বলিল :—

"আমি ভাবছিলেম আমার প্রাণই চুরি গেছে! চোরকে পেলে অন্য বহুমূল্য জিনিষ দিয়ে প্রাণ ফিরিয়ে নোবো, আবার তোমারো গেল,—তোমার নিলে কে?

অব। তুমি!

সর। আমার চুরি করা ব্যবহার নয়! তোমার বটে!

অবতার বাবু উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া সরলতার হাত ধরিলেন, সরলতার প্রণয় তরল হইয়া আসিল, অবতার বাবুর তরল প্রণয়ের সহিত মিশিয়া গেল, সরলতা সচঞ্চলভাব ধারণ করিল; সেই অবসরে সরলতার অবগুণ্ঠন খুলিয়া গেল! অতি চমৎকার রহস্য! সরলতা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া জিজ্ঞাসা করিল :—

"অবতার বাবু তুমি কি আমার?"

সরলতা ঠকিল, অমূল্য সতীত্বরত্নের বিনিময়ে গরলের মূল্য স্থির

করিল। অবলা না চিনিল তাহাতে দোষ নাই, কিন্তু অবতার ধর্ম্মের পথে কাঁটা দিল, অবহেলায় তাঁহাকে ঠকাইতে প্রস্তুত হইল। প্রস্তুত হইয়া উভয় হস্তে উভয় হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিল ঃ—

"সুন্দরী তব সম মণিময় হারে আমি কখন আমার হৃদয়কে শোভা করিব।"

লেখনী! সাবধান হও আর না। যদি পূজ্যপাদ জয়দেবের সময়ে আমার জন্ম হইত, যদি সহস্রার্চ্চনীয় ভারতচন্দ্রের সময়ে তুমি আমার করে ধৃত হইতে, তাহা হইলে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টায় অবতার সরলতার মিলন লিখিয়া এই বঙ্গীয় সহস্র সহস্র বান্ধবগণকে পরিতুষ্ট করিতে পারিতাম। এখন বাঙ্গালীর সে অবস্থা নাই—যে সকল বর্ণনায় আমি অবতার ও সরলতার মিলন ভূষিত করিব, তাহা আধুনিক সমাজের বোধে অতীব দূষণীয় হইবে—আধুনিক শাসনে দণ্ডিত হইব, অতএব ক্ষান্ত হও, হৃদয় লঘু করিতে পারিলাম না, মনের দুঃখ মনেই রহিল ঃ—অবতার বাবু আমাকে সে দৃশ্য দর্শন হইতে দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া বিরত করিলেন ঃ—আমি গালে হাত দিয়া ক্ষণেক কি ভাবিলাম, তাহাও অপ্রকাশ্য!

এদিকে অনঙ্গমোহিনী মোহিনীয়া বক্তৃতায় মুক্তারাম বাবুকে কুহকজালে আবদ্ধ করিল—সে যখন দেখিল, যে মুক্তারাম হতচৈতন্য হইয়া তাহার মুখের প্রতি প্রেমতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন, তখন উপযুক্ত সময় পাইয়া বলিল ঃ—

"আচ্ছা এমন দিন কি আমাদের চিরকাল থাকবে!!"

মুক্তা। কেন অনঙ্গ, কেন—তুমি আমি বিভিন্ন হবো!—কখন না—হৃদয়েশ্বরি! হৃদয়ের আরাধ্যা হইয়া আমার হৃদয়ে উপবেশন কর।

অন। তুমি যে চিরকাল আমাকে হৃদয়ে—রাখিবে তার প্রমাণ কি?

মুক্তা। কি চাও?

অন। তুমি কি দিতে পারবে!!

মুক্তা। প্রাণাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু কি??

অন। তুমি তা দিতে ক্ষুণ্ণ হবে না!!

মুক্তা। অনঙ্গ! অমন কথা বোলো না!!

অন। একটা কথা আছে আমাকে সত্য বোলো তাহা হইলেই আমার কোন ব্রত আছে তাহার উজ্জাপন হইবে।

মুক্তা। যথেচ্ছা জিজ্ঞাসা কর—যদি জীবন দিতেও তোমার নিকটে প্রস্তুত হোলেম তাহা হইলে সত্য কোন ছার!!

অন। ছোট কাকী কোথায়!!

এই কথা শুনিয়া মুক্তারামের অন্তরাগ্নি ব্রহ্মতালু ভেদ করিয়া বাহির হইল:—তিনি চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিয়া বলিলেন:——

অনঙ্গ। "এ সময়ে ও কথা কেন সে অনেক কথা—অনেক সময়ের আবশ্যক আমি তোমার অঙ্গ স্পর্শন লালশায় অধৈর্য্য হইয়াছি!!"

এই কথা বলিয়া মুক্তারাম তাহার দুই হস্ত ধারণ পুর্ব্বক স্বীয় বক্ষে স্থাপন করতঃ স্মিত নয়নে চাহিয়া রহিল:—অনঙ্গমোহিনীর মনের উক্তি আরম্ভ হইল:—

" ভাই আমার কথার উত্তর দাও, অল্প সময়ের আবশ্যক!'

মুক্তারাম অনঙ্গের প্রলোভনে ভুলিয়া বলিল:——

"তোমার ছোট কাকী—ছোট কাকী—ছোট কাকীর কথা জিজ্ঞাসা কোচ্চো, আমি যত দুর জানি, তত দূর বোলছি—তোমার ছোট কাকীকে বিগত—দোলের রাত্রে তাঁহার মাস্তুতো ভ্রাতার বাটীতে নিমন্ত্রণ আছে, এই সংবাদ জানাইয়া পাল্কী করিয়া অবতার বাবু তাহাকে পথের মধ্যে অন্যত্র লইয়া রাখিয়াছেন।

অন। কোথায়!

মুক্তা। মেছোবাজারে তোমার কাকার প্রমোদ বাটীকায়!

অন। সেখানে কি ভাবে আছে?

মুক্তা। তোমার কাকা তাঁহাকে ছলে স্বর্ব্বস্বান্ত করিবার কারণ কৃষ্ণ ডাক্তার ও হারাধন উকীলের সাহায্য লইতেছেন, আর বলে তাঁহার সতীত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সে কথায় আবশ্যক নাই, এসো আমরা আমোদ করি!

অন। ভাই আমোদ করবার সময়—আমোদ অনেক পাবো! তোমার

সঙ্গে আমোদ করি, এতো আমার প্রার্থনীয়—তবে কি জানো, এ প্রণয় যদি চিরস্থায়ী না হয়—কাকা তোমাকে গোপন করিয়া সমস্ত কার্য্য সারিতেছেন, আর তোমাকে আমাকে জব্দ করিবেন—এমন ফিকিরে বেড়াইতেছেন, আর যদি আমি তোমাকে আজীবন ভোগই না করিতে পেলেম, তাহা হইলে :—"

এই কথা বলিয়া অনঙ্গমোহিনী মুক্তারাম বাবুকে সৌর জাগত দেখাইবার কারণ কৃত্রিম ক্রন্দনে তাঁহার বক্ষকে অশ্রু পূর্ণ করিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিল। মুক্তারাম বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন :—

"সে কি অনঙ্গ! হৃদয়েশ্বরি! তোমায় আমায় মিল হইলে কার সাধ্য যে আমাদের বিপদে ফেলে? তোমার কিসের ভয়—বল আমি তাহার প্রতীকার করি—"

অনঙ্গ পূর্ব্বাপেক্ষা মোহিনী শক্তিতে মুক্তারামকে ভুলাইয়া অধিকতর প্রকারে কাঁদিয়া তাঁহার বক্ষ ধারণ পূর্ব্বক বলিল :—

"কাকা—ছোট কাকীর যে দশা করিয়াছেন, আমারো সেই দশা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমার এ সংসারে মুখ দেখানো ভার হইয়া উঠিয়াছে—এই দুঃখ—যে এতো আশা কোরে তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে উদ্যত হোয়েছিলেম, কাকা আমার সে আশা সফল করিতে যে কেন দিলেন না, তাহা বলিতে পারি না!—"

মুক্তা। অনঙ্গ! তোমার ক্রন্দন আমার অসহ্য—বল তুমি তোমার অভিলাষ প্রকাশ কোরবে—বল—আমি তাহার পরে যাহা করিতে হয় করিব!

অন। মুক্তারাম বাবু! তবে—

অনঙ্গ 'তবে' বলিয়া কি বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহা লুকাইয়া ফেলিল——

মুক্তা। বল অনঙ্গ মনের কথা বল!

অন। আমার কথা রাখবে!

মুক্তা। রাখবো!

অন। রাখবে।

মুক্তা। রাখবো।

অন। ভাই! তোমার সম্মুখে আমি আমার হৃদয় খুলিয়া বলিতেছি, তুমি বিশ্বাস করো; আমি আর সাত দিন তোমার আলিঙ্গনে বিরতা হোলেম, এই সপ্ত দিবসের মধ্যে যদি কাকার পরিণাম হয় ভালই; নচেৎ— স্বাধীন ভাবে তোমার সহিত আমোদ প্রমোদ করিব:—আর এক কথা, কাকার যে প্রকার মতি, তাতে তোমাতে আমাতে আর কখন যে একত্রে সাক্ষাৎ হবে, তার তো সম্ভাবনা নাই! তুমি আমাকে মনে রাখিও, আমি তোমাকে পূজা করিব।"

এই কথা বলিতে২ অনঙ্গ একবার মুক্তারাম বাবুর প্রতি চাহিল; দেখিল মুক্তারাম বিষণ্ণ বদনে বিস্মিতের ন্যায় তাহার উপরে চাহিয়া রহিয়াছে; তদ্দর্শনে বলিল:—

"আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হোলো না!"

মুক্তারাম পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দে বিস্মিতের ন্যায় চাহিয়া রহিল:—

পুনরায় অনঙ্গ বলিল:—

"আমার কথায় বিশ্বাস হোলো না!

মুক্তা। এক সপ্তাহ!

মুক্তারামের পক্ষে এক মুহূর্ত্ত এক যুগে পরিগণিত হয়, তা এক সপ্তাহে তাঁহার কল্পান্ত উপস্থিত হইবে:—

অন। আমাকে যদি তোমার বিশ্বাস হয় তাহা হইলে যেমন আছি এমনি ভাবে দেখা সাক্ষৎ করিয়া এক সপ্তাহ কাল কাটই—পরে আমার ইচ্ছা হয় যে কাকার সঙ্গে একটা হেস্তো নেস্তো কোরে, তোমার সঙ্গে এ গৃহ পরিত্যাগ কোরে অনন্ত সুখে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিব।

মুক্তারাম। সে কথা কি যথার্থ?

অন। আমি যদি কখনও তোমার নিকট মিথ্যা না বলিয়া থাকি তাহা হইলে সত্য হইবে।

অনঙ্গমোহিনী মুক্তারাম বাবুর ভাব বুঝিতে পারিল, মুক্তারাম বাবু— সসাহসে তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু অনঙ্গমোহিনী কুহকিনী!! মুক্তারাম বাবুর প্রয়াস প্রকাশ হইতে না হইতে দ্রুতগতি প্রস্থান করিল।

মুক্তারাম বাবু "দাঁড়াও দাঁড়াও" বলিতে বলিতে অনঙ্গ অদৃশ্য হইয়া আমার সম্মুখে আসিল; আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি হইয়াছে?" সে বলিল "আমার ব্রত উজ্জাপিত হইবার উপায় হইল।"

এমন সময়ে আমার দৃষ্টি অবতার বাবুর উপরে পতিত হইল তিনি সরলতাকে স্নেহালিঙ্গন ছলে প্রেমালিঙ্গন করিয়া বাহিরে আসিলেন; অনঙ্গের দৃষ্টি কাকার উপরে পতিত হইল, সে জিজ্ঞাসা করিল:—

"কাকা কত দূর।"

অব। কার্য্য সুসম্পন্ন!!

অন। আমার প্রতিজ্ঞা!!

অব। তাহাও সুসম্পন্ন।

—— ——00——

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

সহকারচ্যুতা মাধবীলতা।

এক দিকে অবতার বাবু মনোমত্ত করিয়া সরলতা রূপ কমলের অমৃত পানার্থে মধুকর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন; তাহা হইতে তিনি নিবারিত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করিলেন:—আর এক দিকে মুক্তারামের—মস্তক ঘুরাইয়া অনঙ্গমোহিনী স্বীয় ক্ষমতা প্রভাবে অবতারের সর্ব্বনাশ বীজ রোপণ করিল:—সমস্ত কার্য্য এক সূত্রে নিবদ্ধ করতঃ—ত্বরায় আমার নিকটে আসিয়া বলিল:—"ভাই! আজ আমি আমার উপদিষ্ট ব্রতের আরম্ভ করিলাম, আমি যে সঙ্কল্পে ঘুরিতে ছিলাম, তাহা অদ্য সঙ্কল্পিত হইল; যেমন লোকে কণ্টকের দ্বারা কণ্টককে উদ্ধার করিয়া উভয় কণ্টককে দূরে নিক্ষেপ করে—তদ্রূপ মুক্তারামের সাহায্যে কাকাকে শিক্ষা প্রদান করাইয়া অশেষে উভয়কেই নষ্ট করিব। আমি—আমি পাগলী—কিন্তু আমার

মতির স্থির আছে—আমার যে সর্ব্বনাশ উহারা করিয়াছে তাহার পরিশোধ কিছুতেই লইবার নাই—এ জগতে এমন কি জিনিষ আছে যে তাহার দ্বারায় আমি এ বিষয়ের পরিশোধ লই!! কি বোল্‌বো—অনেক কথা! এখনকার সময় নয়—যা বলি তুমি কর—আমি মুক্তারামের সঙ্গে তোমার আলাপ কোরে দি—তাকে আমি কুহক দেখিয়েছি তাহাতে সে হস্তে স্বর্গ পাইবে ভাবিয়াছে—তুমি তাহার গাড়িতে যাইয়া মেছোবাজারের কোন বাড়িতে ছোট কাকীকে কাকা আবদ্ধ রাখিয়াছেন; তাহা দেখিয়া বিশেষ সংবাদ লইয়া কাল আমাদের বাটী যাইও আমি আজ ভোরেই এখান থেকে বাড়ি যাবো, তার আর অন্যথা হবে না। দেখো!! তোমা ভিন্ন এ কাজ করা বড় সহজ কথা নয়!!

এই বলিয়া অনঙ্গমোহিনী আমার হাত ধরিয়া মুক্তারামের কাছে লইয়া গেইল, তথায় সরলতা ও মুক্তারাম বাটী যাইবে বলিয়া প্রস্তুত হইতেছিল। আমাকে দেখাইয়া অনঙ্গ বলিল:—দেখ! এটী আমার সম্পর্কে ভাই হয়; ইঁহাকে যে বাড়িতে ছোট কাকী আবদ্ধ আছেন, সেই বাটীর নিকটে গাড়ি হইতে নামাইয়া দিও—এই অনুরোধ।" মুক্তারাম প্রণয়িণীর অনুরোধ পালনে স্বীকৃত হইয়া সানন্দে আমাকে গাড়িতে উঠিতে বলিলেন। আমি সহিসের নিকটে বলিলাম:—যাইবার সময়ে অনঙ্গ পুনরায় বলিল!—

"আমার আর একটী অনুরোধ, কাল যেন সরলতা আমাদের বাটীতে বেড়াতে আসে আর তুমিও!! মুক্তারাম বাবু তথাস্তু বলিয়া গাড়ি হাঁকা-ইয়া দিল:—গাড়ি বাগানের বাহির হইল; বরাবর চিৎপুরের রাস্তা দিয়া মেছোবাজারে পহুঁছাইলাম, সেই রাস্তার পশ্চিম ধারে একটী ত্রিতল বাটী দেখাইয়া মুক্তারাম বাবু আমাকে নামাইয়া দিলেন:—আমি তথায় নামিয়া দ্বারের সমীপস্থ হইয়া দেখি দ্বারে দ্বারবান, ভিতরে কি প্রকারে প্রবেশ করি এই ভাবনা ভাবিতেছি এমন সময় আমাদের বসত বাটীর পুরাতন দ্বারবানকে বসিতে দেখিলাম—সে আমাকে দেখিয়া নিকটে ডাকিল—আমি 'মুক্তারাম বাবুর বাটী হইতে আসিতে রাত্রি হইয়াছে' এই সংবাদ দিলাম; সে তথায় সে রাত্রি থাকিবার অনুরোধ করিল নিজের খাটিয়া ছাড়িয়া দিল, আমি শয়ন করিলাম কিন্তু ঘুম হইল না; রাত্রি প্রায় ৩টা

বাজে এমন সময়ে কাহার মৃদু ক্রন্দন ধ্বনি আমার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল, আমি স্থির ভাবে ক্ষণেক থাকিয়া শুনিতে লাগিলাম :—প্রায় এক মুহূর্ত্ত অতীত হইবার পরে বুঝিতে পারিলাম যে সে ক্রন্দনশব্দ উপরি তল হইতে উত্থিত হইতেছে, চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম—বাটীস্থ সকলেই নিদ্রিত, চারিদিগ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ; আস্তে আস্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম, সম্মুখেই উপরে উঠিবার সিঁড়ি তদ্দারা উপরে উঠিলাম, সিঁড়িতে উঠিয়া একটী বারাণ্ডা, সেই বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া শুনিলাম; পশ্চিম দিক হইতে ক্রন্দন ধ্বনি আসিতেছে ; হৃদয়ে দুঃখের আগুণ দগ্ধ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তদ্দেশে গেলেম, যাইতে২ সেই গৃহের নিকটে উপনীত হোলেম ; গৃহটীর চতুর্দ্দিক আবদ্ধ, মধ্যে দুইটী শয্যা, ভূমিতলস্থটী অতি সামান্য, তাহাতে একটী বিংশতি বর্ষীয়া যুবতী আলুলায়িতা কেশে মলিনা বেশে, হীন প্রভায় শায়িতা—হঠাৎ দেখিলেই ক্রন্দন উপস্থিত হয়—যেন সহকার চ্যুতা মাধবী লতা !! সে শুইয়া এমন ভাবে গোঁঙাইয়া "মা গো মা গো" শব্দে কাঁদিতেছে যেন তাহার কোন গুরুতর পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। এক জন দাসী তাহার মস্তকের নিকটে বসিয়া আছে, মাঝে মাঝে তাহার বক্ষে হস্ত বুলাইতেছে তাহাতে বোধ হইল, কামিনীর বুকের পীড়া উপস্থিত, কামিনী এত দূর কষ্টকর পীড়ায় ব্যথিত তথাপি তাহার সৌন্দর্য্য কোথায় যাইবে ; শরীরের চর্ম্ম ভেদ করিয়া রূপজ্যোৎতি প্রকাশ হইতেছিল :—মনে মনে করিলাম, ইনি কি অনঙ্গের ছোট কাকী !! দেখিতে দেখিতে কামিনী চীৎকার পূর্ব্বক—"গেলুম—গেলুম" করিয়া কাঁদিয়া উঠিল সেই চীৎকারের পরেই সেই গৃহের অপর দিক হইতে একটী পুরুষ প্রকাশিত হইয়া কামিনীর নিকটে আসিল :—তাহাকে দেখিবা মাত্রেই চিনিলাম যে সে মহাদেব ভট্টাচার্য্য—!

আমি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম ; মহাদেব এক জন ভয়ানক লোক, যাহার কৌশলে অবতার বাবু সুরেন্দ্রকে ভিখারী করিয়া জীবন নষ্ট করণে প্রস্তুত হইয়াছেন, সেই মহাদেব এখানে কেন ? কামিনী পীড়ার যাতনায় ভয়ানক রকমের চীৎকার করিতে লাগিল, যে স্ত্রীলোকটী তাহার সেবা করিতেছিল, সে সযত্নে কামিনীর বক্ষে হাত বুলাইতে

লাগিল;—মহাদেব দেখিল কামিনীর পীড়া বাড়িয়াছে, কমিবার নয়, তখন সে কি মনে স্থির করিল, স্থির করতঃ কামিনীর মস্তকের শিয়রদেশে কতকগুলি ছোট শিশি, দু চারিটী বড় বোতল ও গ্ল্যাস ছিল, তাহার মধ্য হইতে একটী ছোট শিশি লইয়া কামিনীর নাসিকায় ঘ্রাণ করাইল, কামিনী সেই শিশিস্থ ঔষধ ঘ্রাণ করিয়া সমস্ত শরীর টানিয়া রহিল, কণ্ঠস্বর বন্ধ হইয়া আসিল:—যেন সহকারচ্যুতা মাধবীলতা ধূলায় লুণ্ঠীতা হইতে লাগিল, ভয়ানক অবস্থা! মহাদেব কামিনীর এই ব্যাপার দেখিয়া শিয়রদেশস্থ একটী বোতল হইতে একটী গ্ল্যাসে একটুখানি তরল পদার্থ ঢালিল, ঢালিবার পরে বুঝা গেল, মদ! সেই মদ লইয়া মহাদেব কামিনীকে খাওয়াইতে চেষ্টা করিল; কামিনী মুখ খুলিল না, মহাদেব অনেক চেষ্টার পর অনন্যোপায় হইয়া একখানি চামচের দ্বারা [illegible]দন্তপেশী বিস্ফারিত করিয়া গালে মদ ঢালিয়া দিল, একে কামি[illegible] [illegible]ফোঁড়ার কষ্ট, তাহার উপরে আবার এই যাতনা, কামিনী অধৈর্য্য [illegible] হাঁপাইতে লাগিল, যখন মদ তাহার গালে দিল, তখন সে অস্ফুট [illegible]কারে বলিতে লাগিল 'আমি বিধবা ব্রাহ্মণের মেয়ে—আমারজাত!——'

সেই কয়েকটী কথা শ্রবণ করিয়া আমার ইচ্ছা হইল, আমি শাণিত অস্ত্রের দ্বারায় মহাদেবের মাথা কাটিয়া কামিনীকে উদ্ধার করি; কিন্তু আবার ভাবিলাম, আমি গুপ্তভাবে এখানে আসিয়াছি, ইহা প্রকাশ হইলেই অবতার বাবু আমার সর্ব্বনাশ করিবেন।

কামিনী অস্ফুটস্বরে বলিল "আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে!" নরাকার পিশাচ মহাদেব তাহার উত্তরে বলিল:—

"থাম্! থাম্! আমি কি ব্রাহ্মণের ছেলে নই,—আমি কি অজাত! তোর খুড়োও অজাত নয়, আর আমিও অজাত নই! আমরা যে আশার তোকে এখানে নিয়ে এলেম, তার এক তিলও সাধিত হলো না—উনি এখন ব্রাহ্মণের মেয়ে!"

আমি সেই নারকীর কথা বার্ত্তা শ্রবণ কোরে আশ্চর্য্য হোয়ে রইলেম! গল্পে শুনিয়াছিলাম ব্রাহ্মণদের দয়া নাই! আজ কাজেও তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম. ভয়ানক কল্পনা!

ঘোর নিশি নিশিথ ভাবে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিময়ী হইয়া স্বীয় প্রভাবে জগৎকে পরিকম্পিত করতঃ তীব্র কটাক্ষে সকলকে শাসন করিতেছে, সকলেই তাহার শাসনের ভয়ে সভীতান্তঃকরণে নিদ্রিত, মনে মনে ভাবিলাম একি!! এখানে মহাদেব ভট্টাচার্য্য একা রহিয়াছে! অবতার বাবু কোথায়!

নানা ভাবনা ভাবিতেছি, আর সেই রহস্য দেখিতেছি, এমন সময়ে নিম্নে কাহার পদশব্দ পাইলাম, বুক কাঁপিয়া উঠিল; ক্রমশঃই শব্দ বর্দ্ধিত হইল, ভাবে বুঝিলাম কোন লোক উপরে উঠিতেছে, তাহারই পদস্থ জুতার শব্দ; কোথায় লুকাইব তাহা ভাবিতে লাগিলাম, এ বাটীর কোথাও জানা শুনা নাই, কি করি, সে দরজা হইতে কতকদূর তফাৎ যাইতে না যাইতে একটা থাম পাইলাম, তাহার আড়ালে যাইয়া লুকাইলাম; আগন্তুক ব্যক্তি বারাণ্ডার উপরে আসিল; যে ঘরে শয্যায় কামিনী শায়িতা ছিল, সেই ঘরের দ্বার ঠেলিল; ভিতর হই মহাদেব জিজ্ঞাসা করিল;—

"কে—ও?"

আগ। আমি।

স্বর আমারো পরিচিত ও মহাদেবেরও পরিচিত; স্বরটী অবতার বাবুর, বাবুটী কোথা হইতে এত রাত্রে নিশাচররূপে আগমন করিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, অবতার বাবু তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাসিতে লাগিলেন:—দ্বার পুনরায় অবরুদ্ধ হইল, আমার মনে কৌতুহল জন্মাইল, আমি সসাহসে পূর্ব্বস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ভিতরে যাহা দেখিলাম; তাহা অতি ভয়ানক; অবতার বাবু হাসিতে হাসিতে ভূমে লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিলেন,—

"মুক্তারাম! মুক্তারাম!! মুক্তারাম!!! আজ বড় মজা হোয়ে গেছে! মুক্তারামকে কি জব্দই কোরেছি—যা হোক অনঙ্গ! আমার যথার্থ উপকারিণী!! হি হি হি হি!"

আমি স্তম্ভিত হইলাম—অবতার বাবুর সহাস্য বদন দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম! অবতার বাবু একটু বসিলেন,—

মহাদেব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন :—"রকমখানা কি ?"

অ। রকম অতি মহৎ——সরলতার—সহিত মিলন।

এই কথা শ্রবন মাত্রেই—মহাদেব ভট্টাচার্য্য—এক লাফে দশ হাত ডিঙ্গি মারিল—পরে বলিল "তার পরে !"

অ। তার পর সরলতা আমার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া আমার সহিত গৃহ ত্যাগ করিতে স্বীকার করিয়াছে ; বড় মজা !! সঙ্গে প্রায় ১ লাক টাকার সম্পত্তি আনিবে—মুক্তারামের মুখে চুন কালি পড়িবে, সে যেমন আমাকে ঠকাইবে স্থির করিয়াছিল, তেমনি সে আপনিই ঠকিবে—বল—কি মহাদেব—আমি মনে কোল্লে কি না কোত্তে পারি—আগে এ সব বিষয়ের একটা যা হয় হোয়ে—যাক্, পরে যা হয় তাই হবে !! আমি এখন আশায় নৃত্য কোরচি ; তুমি দেখো, ছোট বৌকে আজ যদি স্বীকার না করাতে পারি, তাহা হইলে আর ওর নিস্তার নাই—হয় এস্পার না হয় ওস্পার। নাচ্‌তে নেমেচি—না হয় ভাল কোরেই নাচি। টাকা—টাকা ! টাকা—টাকায় কি না করে—টাকার ক্ষমতা কত !! ছোট বোয়ের ক্ষুন পাছে প্রকাশ হয় এই ভয়ে নানাফিকিরে চেষ্টা কোচ্চি, আর কত দিন সহ্য করিব——ছোট বৌ আছে কেমন !!

মহা। আছে-ওর মাতা আর মুণ্ডু !! কৃষ্ণ ডাক্তার বোলে গেলেন পীড়া ততদূর নয় !!' তোমারা ভাই যা ইচ্ছা কর আমি তো এ স্ত্রীলোককে ভাল বিবেচনা করি না; নানা ছলে এমন অবস্থায় আছে !!

মহাদেবের কথা শুনিয়া অবতার ক্ষণেক ভাবিল—ভাবিয়া সেই স্ত্রীলোকটীর নিকটে আসিল——আসিয়া বলিল :—

মহাদেব বাবু ! 'মদ আছে ?'

মহা। কেন !

অব। খাবে !!

মহা। তার পর !!

অব। হেমাঙ্গিনীর শ্রাদ্ধ কোরবো তুমি আমাকে মদ দিয়ে—বাড়ি যাও—আমি আমার মনোমত কার্য্য শেষ করিতে চেষ্টা করি !! যদি তোমার সম্মুকে না সম্মত হয় !!

মহা। মদ ছোট বোয়ের মস্তকের নিকটে রাখা হইয়াছে তুমি খাও আমি এ রাত্রে কোথা যাবো—আমি তক্তায় শয়ন করি।

এই বলিয়া মহাদেব সেই গৃহের অপর পার্শ্বস্থ শয্যায় যাইয়া শয়ন করিল; অবতার বাবু পীড়িত কামিনীর সম্মুখে বসিয়া যে বোতল হইতে ইতি পূর্ব্বে ঔষধের ন্যায় মদ কামিনীকে খাওয়াইয়াছিল সেই মদ লইয়া খাইতে লাগিলেন। মদ খাইতে খাইতে অবতার বাবু কামিনীর সহিত কথোপকথন করনেচ্ছায় বলিলেন:——

"দেখ সুন্দরী আমাকে তোমার লজ্জা কি? ভাশুর বোলে কথা কোচ্চোনা!!'

এই পৈশাচ ব্যবহারে আমার হৃদয় কম্পিত হইয়া আসিল, আমি ঘৃণায় কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। পীড়িতা কামিনীই অনঙ্গমোহিনীর ছোট কাকী!! দেখিয়া আমার হৃদয় করুণরসে পূর্ণ হইয়া আসিল, আমি যাহা দেখিলাম, তাহা অতি ভয়ানক; নির্ম্মল জলধিতে সহসা বাড়বানলের প্রকাশ হইল; কামিনী উচ্চৈঃস্বরে সেই ক্ষীণ ক্ষমতায় কপালে সজোরে করাঘাৎ করতঃ 'মাগো!!' বলিয়া চীৎকার পূর্ব্বক বক্ষে করাঘাৎ করিল। সেই শব্দে বাটীতে প্রতিধ্বনি উঠিল; আমি ভাবিলাম এই শব্দে অবতার বাবু কাঁপিয়া উঠিবে!! কম্পিত হৃদয়ে দূরে থাকুক অবতার বাবু দ্বিগুণ সাহসে পীড়িতার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন:

সুন্দরী!

পীড়িতা। "জগদীশ্বর!! আর কেন আমাকে?

এই কথা বলিয়াই এক খানি ছুরিকা বাহির করিয়া অবতার বাবু বলিলেন:—

"একি—দেখেচো! এর নিকটে জগদীশ্বর নাই!!'

——oo——

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নব সমাগম।—দত্ত বাটী।

আমি অবতার বাবুর পিশাচ ঘৃণিত কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পরম করুণ রসে আপ্লুত হওতঃ স্বীয় নির্দ্দিষ্ট বিশ্রাম স্থলে আসিয়া বিশ্রাম করিতে ২ কুক্কুটের ধ্বনি আমার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল, কুক্কুটের রব শ্রবণ করিতে করিতে গৃহ পালিত পাপিয়া—কোকিল—বৌকথাকও প্রভৃতির কণ্ঠ হইতে সুস্বর শ্রবণ করিতে লাগিলাম; ভাবিলাম প্রত্যুষ [illegible] স্থিত;—অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা না করিয়া অনঙ্গমোহিনীকে [illegible] ব্যাপারের সংবাদ প্রদান করিতে ইচ্ছা হওয়াতে তথা হইতে [illegible] জারখোলার উদ্দেশে চলিলাম।

[illegible] ষের এক নূতন শোভা; উষা হাসি হাসি মুখে প্রাসাদময়ী—কলিকাতার প্রাসাদ নিচয়কে শুভ্র বস্ত্রাবৃত করত সূর্য্যের অলক্ষ্যে প্রকাশ হইতেছেন;—মৃদু সমীরণ মন্দ মন্দ বহিয়া শীতের শক্তিকে মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করাইতেছে—বাল বৃদ্ধ যুবক সকলে প্রভাত বায়ু সেবনার্থে নানা সাজে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে—প্রমোদিনী পরিমুগ্ধ প্রমোদীবৃন্দ প্রমোদ গৃহ হইতে প্রমোদিনীকে সারা দিনের মত বিদায় দিয়া স্বীয় স্বীয় বাটীতে প্রত্যাগমন করিতেছে—ভদ্রলোকের পুরস্ত্রী সকলে জাহ্নবী নীরে স্নানার্থে এক মনে চলিয়াছে——চতুর্দ্দিক শান্তিময় হইয়া বর্ত্তমান আছে। কেবল মাঝে ২ রঙ্গিনীর রসরঙ্গে মগ্ন কামুক ধনীগণের—নারিকেল ডাঙ্গা, চিৎপুর, বাঘমারী, উল্টাডিঙ্গি প্রভৃতি স্থানীয় বাগানের ফেরত গাড়িগুলোর গমগমানিতে সহরের শান্তি নষ্ট হইতেছে। আমি ইহা দেখিতে দেখিতে যোড়াসাঁকো অতিক্রম করতঃ নাপ্তেহাটায় পড়িলাম, পরে সিমলার সম্মুখ হইতে পশ্চিমমুখী হইয়া গঙ্গার তীরের দিকে যে রাস্তা গিয়াছে, তাহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক অল্প পথ যাইতে যাইতে অবশেষ

বাবুর বাটীতে প্রবেশ করিলাম। বাটীতে প্রবেশ করিলে দরওয়ান দাঁড়াইয়া আমাকে সেলাম করিয়া—হিন্দিতে যাহা বলিল, তাহার ভাব এই—"আপনাকে অনঙ্গমোহিনী সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছেন।"

আমি তাহার কথামতে আমার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট গৃহে যাইয়া কাপড় পরিত্যাগ করতঃ সামান্য কাপড় পরিধান করিয়া গায়ে মুড়ি দিয়ে, তক্তার উপরে উপবেশনান্তে বিগত বিষয় ভাবিতে ভাবিতে শয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে সৌদামিনী বেগে অনঙ্গমোহিনী তথায় প্রবেশ পূর্ব্বক কহিল:—

" ভাই কি হোলো !!

" সমস্তই দেখলেম—যা দেখ্লেম তা অতি ভয়ানক ! শুন্লে তুমি ভীত হবে; সে অতি ভয়ানক কথা !'

অ। ভাই ! আমার পরিচয় কি পাওনি ! আমি কোমলতাময়ী না আমি কঠিন হৃদয়া—বল—আমি আমার হিতৈষিনী ছোটকা[illegible] ভাই ! তিনি কি জীবিতা নাই !

" প্রায় সেই রকমের বটে।'

অ। তবে কি বিষ খাওয়াইয়াছে !

"না—মহা পীড়ায় পীড়িতা, তদুপরি অবতার বাবু ও মহাদেব ভট্টাচার্য্যের তাড়নায় মৃত প্রায়—আর যথেচ্ছাচারে ব্যথিত।

অ। বল ভাই ! বল—তার পর !

" তাহারা বল প্রকাশ করিয়া তাঁহার সতীত্বের উপরে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।' এই বেলা যদি কেহ তাহাকে বাঁচাইতে পারে, তবেই এ কষ্টে সে বাঁচিতে পারে,—নচেৎ আর দুই দিন অতি কষ্টে সে জীবিত থাকিবে !

এই কথা শুনিয়া অনঙ্গ কাঁদিতে লাগিল এক মুহূর্ত্ত পরে চক্ষের জল মুছিয়া বলিল।

" ভাই ! তুমি আমার পশ্চাতে থেকো, এতে আমার জীবন যায় যাক্—কিন্তু ছোট কাকীকে উদ্ধার করিতে মাতঙ্গিনী বেশ অবলম্বন করিব। আর:—'



অবতার বাবুর বাটীর অন্দরস্থ উদ্যান।

"আর" বলিয়া অনঙ্গ পুনর্ব্বার চক্ষে অঞ্চল ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল, আমি অবাক্‌চিত্তে তাহা দেখিতে লাগিলাম, প্রায় দুই মুহুর্ত্ত পরে অনঙ্গ পুনরায় চক্ষের আবরণ খুলিয়া বলিল :—

"ভাই! আর আমার এ সংসারে থাকিতে ইচ্ছা নাই—পাপ—পাপ পাপ—সমস্তই পাপময়—বাবা স্বর্গে গেছেন তা না হোলে—কি আমার এমন দুর্দ্দশা হয়, মাতা—কাল সাপিনী, তাঁহার পাপেই আমাকে ভুগিতে হইতেছে :—কি বোল্‌বো—বোল্‌তে গেলে আমার বুক ফেটে যায়; আমি হতভাগীই—যদি না হইব, তা হোলে কাকীর এ দুর্দ্দশা কেন হইবে। যে .ছাট

কাকীর পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলী সূর্য্যও দেখিতে পাইয়াছে কি না সন্দেহ, আজ তাহাকে মহাদেবের পাপিষ্ঠ—ক্রুর—মহাদেবের অনুগ্রহ পাত্রি বা সেবাদাসী হইতে হইবে!—না না ভাই! তুমি আমাকে এখুনি নিয়ে চল—আমি এক বার দেখি আমার ছোট কাকী কেমন আছেন—যদি জীবিতা থাকেন, তাহা হইলে তুমি দেখো আমি চামুণ্ডা মূর্ত্তিময়ী হোয়ে ঐ মহাদেবের বুকের—অন্য কোথা কারও নয় বুকের রক্ত এই দন্ত দ্বারা বাহির করতঃ আকণ্ঠ শোষণ করিব। ওঃ! জগদীশ্বর!! ছোট কাকী আমার কি পাপে পাপিনী!! আর না—আর আমি স্থির হইতে পারিতেছি না:—তিনু! তুমি দেখো কাকার আর নিস্তার নাই, আর স্বয়ং বিষ্ণু আসিয়াও যদি কাকাকে রক্ষা করেন, তাহা হইলেও কাকার নিস্তার নাই; তিনি—তিনি—পাপময়; তিনি কালের করাল গ্রাস অচিরাতেই পতিত হইবেন। তুমি! দেখো যদিও আমি স্বামীকে কখন স্বামী কি জিনিষ বলিয়া জানি নাই—তথাপি স্বামী ভিন্ন অন্য নাম আমার হৃদয়ে স্থান পায় নাই—যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে—কি তুচ্ছ মহাদেব ভট্টাচার্য্য—কি তুচ্ছ কাকা—উহারা উভয়ে অল্প সময়ের মধ্যে সংসার লীলা সম্বরণ করিবেই করিবে। ওঃ! আর না! তিনু! তুমি আমাকে অপর সাধারণের ন্যায় বিবেচনা কোরো না, আমি পুরুষ বেশে লুকায়িত ভাবেঃ—একবার ছোট কাকীকে দেখিতে যাইব; তুমি আমাকে সাহায্য করিও!! ছোট কাকী! তোমার কপালে এত কষ্ট!!"

এই বলিয়া অনঙ্গ স্বীয় তেজোময় প্রভাকে অন্তর্হিত করিয়া পুনরায় অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করণান্তর ক্ষণেক মনের উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া আমাকে সন্ধ্যার সময়ে অপেক্ষা করিতে বলিয়া প্রস্থান করিল।

আমি অনঙ্গের প্রতিজ্ঞাকে যথার্থ বলিয়া মানিলাম; অনঙ্গই অবতারের যম তাহা ইতি পূর্ব্বে জানিতাম, অনঙ্গ কালসাপিনী বেশে পিতার মৃত্যুর পরিশোধ লইবে বলিয়া অবতারের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে তাহাও বুঝিয়াছিলাম; কেবল কি প্রকারে সে বিষয় সংসাধিত হইবে তাহার উপায় দেখিতেছিলাম না; আজ তাহার অঙ্কুর প্রাপ্ত হইলাম, এই অঙ্কুর কালে পরিবর্দ্ধিত হইয়া অবতারের সর্ব্বনাশার্থে উপযোগী হইবে। এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে শয়ন করিলাম, আলস্য ভরে চক্ষু মুদিত করিয়াছি

এমন সময়ে কে যেন আসিয়া আমাকে মান্যসূচক সম্বোধনে ডাকিল, চাহিয়া দেখিলাম, দ্বরওয়ান—সে আমাকে এক খানি পত্র দিল, পত্রখানি পাঠ পূর্ব্বক জানিলাম যে হরনাথ বাবু আমাকে অনতিবিলম্বে তথায় যাইতে বলিয়াছেন। প্রভুর আজ্ঞা অবহেলা করা অন্যায় বিবেচনায় অনঙ্গকে ডাকিয়া পাঠাইলাম, সে সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই আমার নিকটে আসিল; আমি তাহাকে পত্রের মর্ম্ম জ্ঞাপন করাইলাম—যখন মর্ম্ম জ্ঞাপন শেষ হইল; তখন তাহার বাহ্যিক ভাবে বোধ হইল যে তাহার মস্তকে বজ্র পতিত হইল; দুই মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া বিষণ্ণ বদনে—আমায় ধরিয়া বলিল ঃ—

"আমার উপায় কি হবে!"

আমি চুপ করিয়া রইলেম ঃ—আমাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া বলিল—আচ্ছা আজই আসবে?

আজ নয় কাল!!

অন। আমার নিকটে সত্য করিয়া বলিতেছ কাল!! যদি তুমি না আসো আমি যশোদাকে পাঠাইব, তুমিই আমার এ ব্রতের হোতা—দেখো ভাই ভুলো না— যাও!!" অনঙ্গমোহিনীর চাবি আমার নিকটে ছিল আমি তাঁহাকে দিলাম, অনঙ্গ চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল; আমি কি করিব তাহা স্থির করণার্থে ক্ষণেক উপবেশনান্তর ভাবিলাম; ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল; এ ঘরে আমার কিছু গোপনীয় জিনিষ আছে!! অনেক দিন রাখিয়াছি!! অনেক দিন রাখিয়াছি মনে হইতেছে না; অনেক ক্ষণ ভাবিলাম—ভাবিতে ভাবিতে মনে পড়িল যে —যে রাত্রে মন্মথ খুন হয়—সেই রাত্রে আমাকে অবতার বাবু ভাবিয়া কে এক তোড়া কাগজ দিয়ে যায়, তাহাই আমি গুপ্তভাবে রক্ষা করিয়াছি; আমি এবারে যখন অবতার বাবুর বাটীতে প্রথমে প্রবেশ করি—তখন সে গুলি যে অবতার বাবুর প্রয়োজনীয় তাহা তিনি আমার নিকটে প্রকাশ করিয়াছিলেন; অবতার বাবু যে প্রকৃতির লোক তাহাতে সে কাগজে কোন ভয়ানক রহস্য থাকিবার সম্ভাবনা ভাবিয়া তাহা সমভিব্যাহারে লইলাম ঃ—বেলা হইল দেখিয়া শুভক্ষণে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

যখন হর্ষ বিস্ময়ে দত্ত মহাশয়দের বাটীর দ্বারে উপনীত হই, তখন

আমার মস্তকে বজ্র পতিত হইল; সুরেন্দ্রের মূর্ত্তি আমার মনে উদয় হইল। আহা! সুরেন্দ্র কোথা, সুরেন্দ্র পুলিষে অবরুদ্ধ! ভয়ানক অবস্থা! পূর্ণিমার চন্দ্রকে রাহুতে অবরুদ্ধ করিয়াছে!! এই প্রকার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, যখন দ্বারদেশ অতিক্রম করিলাম, তখন আমার লজ্জা হইতে লাগিল, আমি অবনত বদনে উঠানের সম্মুখে পঁহুছিলাম, অনেকগুলি ছেলে খেলা করিতে-ছিল, তাহারা আমাকে ভাল বাসিত, আমাকে দেখিয়া সকলে হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিল, আমি তাহাদের আনন্দ দেখিয়া তাহাদের আদর করিতে করিতে উপরে উঠিলাম, উপরে উঠিবার পরে আমার আবাস গৃহের চাবি খুলিলাম; চাবি খুলিয়া বসিবার জায়গায় বসি-য়াছি, ইতিমধ্যে ছেলেদের মুখে গোলোযোগ হইয়া দত্ত মহাশয়দের বাটীর ভিতর অবধি সংবাদ গেলো, এক জন বুড়ো খানসামা তামাক সাজিতে ছিল, সে আমায় দেখিয়া হুঁকো হস্তে আমার সম্মুখে আসিল, আসিয়া বলিল,—"হাঁগা কোথা গেছ্‌লে, তোমার জন্যে যে বড় বাবু পাগল হয়েচেন।"

আমি তাহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া তাহাকে মিষ্ট সম্ভাষণে তুষ্ট করিলাম, তুষ্ট হইয়া সে চলিয়া গেল, আমি যেন আজ সমস্তই নূতন দেখিলাম, সমস্তই আমার পক্ষে নূতন বোধ হইতে লাগিল, প্রভাতী সূর্য্য সুবর্ণ কিরণে দত্তবাটীকে পরিশোভিত করিল; সময় পাইয়া রৌদ্র তাপে আমোদিত হইয়া একটী গোদা চিল দত্তবাটীর ছাদের এক কোণে বসিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, ইচ্ছা যে দত্তবাটীর উচ্ছিষ্ট কখন পড়িবে, খাইয়া সে উদর পরিপূর্ণ করিবে। কাকে, চড়াইয়ে সমস্ত বাটী গোল-মালে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল, কেবল বারাণ্ডার এক ধারে একটী লক্ষ্মী পেঁচা বাস করিত; সে লুকাইয়া দত্তবাটীর মজা দেখিতে লাগিল।

লোকের মুখে খবর পাইয়া পদ্মর মা কোমরে আঁচোল গুঁজিতে গুঁজিতে আসিয়া দ্বারে গালে হাত দিয়া দাঁড়াইল, আমি অবাক্, সেও অবাক্, কতক্ষণ পরে পদ্মর মা হাসিয়া বলিল,—"রসিক মোহন! এতো রঙ্গও জানো, কোথা গেছ্‌লে?"

আমি তাহার কথা শুনিয়া হাসিলাম, আবার লজ্জিতও হইলাম, অবশেষে সে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার মুখের নিকটে হাত নাড়িয়া বলিল;—

"আমি যে পেট ফেঁপে মোলেম, কত কথা মনে হয়, আমি কাকেও বোল্‌তে পারিনে, বলি অবতারের বাটীতে কি মাথা মুড়িয়েচো!"

আমি হাস্‌লেম, হেসে বোল্লেম,—

'অনেক রহস্য দেখ্‌লেম, পরে অবতার বাবুর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তথায় ছিলেম।'

পদ্ম। কত মজা হোয়েচে তা জানো, রাজকুমারী বড়বাবুকে নাড়ু গোপাল কোরে রেখেচেন, ছোট বৌ হেমলতা—হরেন বাবুর সহিত পদ্ম-ফুলে ভাস্‌চেন,—তারাসুন্দরী ভেয়ের সঙ্গে আলাপ কোরে ভ্রুণহত্যা "" অ চেষ্টা কোচ্চেন, মেজো গিন্নির ছোট মেয়ে—বাপ মাকে ফাঁকি ধীনভাবে কল্‌কেতার হাওয়া খেতে অন্যত্র বাহির হইয়া গিয়া- না কথা, কত বোলবো—আমি আর কাকেই বলি, কত হলো, কত

পদ্মার মা চুপ করিল, আমি আশ্চর্য্য হোয়ে চুপ কোরে একে একে সব শুন্‌লেম, কিন্তু কোনটীতেও আমার মন লাগিল না, সুরেন্দ্রের কথা আমার মনে পড়িল, অনঙ্গমোহিনীর কথা আমার মনে পড়িল, হারাধন উকীলের কথা মনে পড়িল, কৃষ্ণ ডাক্তারের কথা মনে পড়িল, আমি পদ্মর মাকে কোন কথায় মনঃসংযোগে বলিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, ইতিমধ্যে কাহার পদশব্দ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, আমি স্থির হইয়া পথপানে চাহিয়া রহিলাম, এক নিমেষ শেষ হইতে না হইতে হরনাথ বাবু প্রকাশ হইলেন, পদ্মর মা মাথায় কাপড় দিয়ে প্রস্থান করিল, হরনাথ বাবুকে দেখিয়া আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম, তিনি আমাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া কোন কথা না কহিয়া বিষণ্ণবদনে আমার হাত ধরিয়া উপবেশন করিলেন, আমি তাঁহার বিষণ্ণবদন দেখিয়া ভীত হইলাম, তিনি ক্ষণেক ইদিক উদিক চাহিয়া বলিলেন,—"অনঙ্গমোহিনী কোথায়?"

আমি চমকাইয়া উত্তর করিলাম,—

"অবতার বাবুর বাটীতে!"

হর। "সুরেন্দ্রের সর্ব্বনাশ কেন করিল?"

"অনেক কথা—অন্য সময় বলিব।!"

হর। তুমি আপাততঃ যাহা ঘটিয়াছে সমস্ত দেখিয়াছ?

"দেখিয়াছি!"

হর। সুরেন্দ্র কবে ধরা পড়িল?

কাল প্রাতে।

হর। তাহাও দেখিয়াছ?

দেখিয়াছি।

হর। ছোট বৌকে দেখিয়াছ!

দেখিয়াছি।

হর। তাহার কি উপায় হইবে!

মুক্তারাম বাবু ও অনঙ্গমোহিনী তাহার সহায় হইয়াছে।

হর। সে এখনো জীবিতা আছে।

আছে—কঠিন পীড়ায় পীড়িতা।

হর। সতীত্ব।

সতীত্ব তেজে সে বিভূষিতা—তাহার অঙ্গে কাহার সাধ্য হস্তক্ষেপ করে!

হর। ভাল, শুনে সন্তুষ্ট হোলেম, তাহার সতীত্বের উপরে এখনো হস্তক্ষেপ করেনি—এই আশ্চর্য্য! মুক্তারাম বাবু কেমন আছেন, তাঁহার কোন বিপদ ঘটেনি?

তাঁহার সহায় অনঙ্গ, তিনি বিপদে পতিত হইয়াও হয়েন নাই! ভয়ানক কথা! ক্রমে বোল্‌বো!

হরনাথ বাবু এই কয়েকটী সংবাদ শ্রবণান্তর একটু দীর্ঘ নিশ্বাস প্রশ্বাসিত করিয়া বলিলেন:—

"সুরেন্দ্রের বিষয় আমি কতক কতক শুনিয়াছি, কিন্তু তোমার মুখে স্পষ্ট করিয়া শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে, বল—আমি শুনি, আমারো সর্ব্বনাশ হইয়াছে!! অবতারকে না চিনিয়া তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলাম, সে অতি ভয়ানক

লোক! সুরেন্দ্রের বিষয় দশহাজার টাকার দাবীতে ক্রোক করিয়াছে; কাল তাহা নীলাম হইয়া বিক্রয় হইবে; বিমলার খুন আমি সাধারণের নিকটে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিলাম। আমি অবতারের উপরে অসন্তোষ প্রকাশ করাতে; সে আমাকে দয়ে মজাইবার কারণ বিমলার পিতৃ গৃহে যাইয়া এ সংবাদ জ্ঞাপন করাইয়াছে। আমি যে প্রকার গুপ্ত পরামর্শ করিয়া গুপ্ত ভাবে বিমলাকে দাহ করাইয়াছিলাম, মহাদেব—হতভাগ্য মহাদেব—তাহা জানিতে পারিয়া আমাকে দয়ে মজাইবার কারণ অবতারের সহিত যোগ দিয়া আমার নামে পরোয়ানা বাহির করিয়াছে! আমি মহা বিপদে পতিত হইয়াছি, কি করি কোথায় যাই—সুরেন্দ্রকে লইয়া মহা বিপদে পতিত হইয়াছি! হতভাগ্য—আপনি মজে—তাহাকেও মজাইল, ভয়ানক বিপদ! কি করি!"

এই কথা বলিয়া হরনাথ বাবু একটু বিষণ্ণ হইয়া রহিলেন। ক্ষণেক আ... লেন:—

...নু! উপায়—আমি তো কোন উপায় স্থির করিতে পারিলাম না। ... দিকি তিনু! কি উপায়ে রক্ষা পাইব। আচ্ছা! অনঙ্গের মনের ...?"

আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার কারণ বলিলাম:—

"মহাশয় অনঙ্গই আপনাকে সাহায্য করিতে পারে, অনঙ্গের সহিত অবতার বাবুর ভয়ানক বিবাদ চলিতেছে। অনঙ্গ এখন চামুণ্ডা মূর্ত্তিতে অবতারকে গ্রাস করিতে চেষ্টা করিতেছে; সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, যে, যে প্রকারে হউক ছোট বৌকে সে রক্ষা করিবেই করিবে। অতি ভয়ানক ব্যাপার! এরূপ স্ত্রীলোক আমি কখন দেখি নাই!"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে এক জন দ্বারওয়ান আসিয়া এক খানি পত্র হরনাথ বাবুকে প্রদান করিল, হরনাথ বাবু পত্র পাঠান্তে তথায় আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সত্বরে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে শূন্য ঘর পাইয়া পদ্মর মা পুনরায় প্রবেশ করিল। সে হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিল:—

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম:—

"পদ্মর মা! বড় বাবুকে এমন ভাবিত দেখ্‌চি কেন?

পদ্ম। আহা? তোমার যেমন কথা. সুরেন্দ্রের মা কাল রাত্রে এসে রাজকুমারীর পায়ে জোড়িয়ে ধোরে বোলে ছিল, যে হয় তাঁহার সুরেন্‌কে রাজকুমারী উদ্ধার করুক, না হয় সে তাঁহার পায়ে মাথা খুঁড়িয়া মরিবে। রাজকুমারী প্রথমে তাঁহাকে মান্য কোরে সান্তনা কোত্তে চেষ্টা কোল্লেন; তিনি পাগল প্রায় হইয়াছিলেন, তিনি রাজকুমারীর কথায় বিশ্বাস না করিয়া এক ঘণ্টা পা ছাড়েন নাই। রাজকুমারী মহা বিপদে পতিত হইয়া বড় বাবুকে আমার দ্বারায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন; বড় বাবু রাজকুমারীর হুকুম মতে তথায় যাইয়া এই ভয়ানক ব্যপার দেখিলেন; বড় বাবুকে দেখিয়া সুরেনের মা রাজকুমারীর পা ছাড়িয়া ভুঁয়ে মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন। বড় বাবু অপ্রস্তুত হইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ঠাণ্ডা করিতে লাগিলেন, রাজকুমারী মাথায় এক হাত ঘোমটা টানিয়া সুরেনের মার হাতে মুখে জল দিয়া ঠাণ্ডা কোত্তে লাগিলেন; মহা বিপদ, এক ঘ... রাজকুমারী ও হরনাথ বাবু উভয়ে মিলিয়া কত সাধ্য সাধনা করতঃ মাকে সান্তনা করিয়া বলিলেন:—

"সুরেন্‌কে কাল খোলোযা কোরবুই কোরবো।"

আমি পদ্মর মার কথায় আশ্চর্য্য হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম,—"রাজকুমারীর সহিত বড় বাবুর প্রণয় বড় ভয়ানক হোয়ে উঠেছে—না?"

এই কথা শুনিয়া সে আমাকে বিশেষ রূপে তাহার পরিচয় প্রদান করণান্তর প্রস্থান করিল, আমি তথায় থাকিয়া কত ভাবনা ভাবিলাম, ভাবিতে ভাবিতে আহারের সময় হইলে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিলাম, দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্ন অতীত হয় এমন সময়ে বড় বাবু তাড়াতাড়ি আমার ঘরে আসিয়া আমাকে ডাকিলেন।

আমি সসম্ভ্রমে তাঁহার কথার উত্তর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম, তিনি আমার হাত ধরিয়া পূর্ব্ববৎ বসিয়া বলিলেন,—

"দ্যাখো তিনু! বড় ভয়ানক কথা। আমার বক্ষ কম্পিত হোচ্চে, সুরেনের মাতার অনুরোধ যে—যাতে কোরে হোক্ সুরেনকে রক্ষা কোত্তেই হবে, কি করি—কি উপায়ে সমস্ত কাণ্ডকে মিথ্যা ঘটাই। আমি আকাশ পাতাল খুঁজিয়া দেখিলাম, কোথাও স্থান পাইলাম না, একদিকে আর

—জের ব্যবহারাবলম্বী মহাদেবের ভয়, আর এক দিকে রাজকুমারীর অনুরোধ —বড় ভয়ানক কথা, সব সহ্য কোত্তে পারি, তথাপি রাজকুমারীর অনুরোধ কখন অবহেলা কোত্তে সক্ষম হবো না। কাকী আমার পাগল হোয়েচেন। কি কোর্‌বো—”

এই কথা শেষ হইতে না হইতে, পদ্মর মা সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিয়া আমার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাটীর ভিতর হইতে কাহাকে ডাকিল, সে আসিতে লাগিল. ক্রমে কামিনী-অঙ্গ সুশোভিত অলঙ্কার ধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল; এক মুহূর্ত্ত অতীত হইতে না হইতে অপূর্ব্ব প্রসন্নময়ী মূর্ত্তিতে বিশেষ বেশ বিন্যাসে রাজকুমারী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহটী শোভিত হইয়া উঠিল, আমি লজ্জায় নম্র মুখে বসিলাম, রাজকুমারী সুহাস্য বদনে হরনাথ বাবুকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল :—

“ আমি কেন আসিয়াছি তা জানো। ”

——oo——

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজকুমারী ও তাহার কল্পনা।

বহু দিবস হইল অবতার বাবুর বাটীতে থাকিয়া তাঁহার অন্দরস্থ ও প্রকাশ্য বিষয় লইয়াই মজিয়া ছিলাম, আমার আখ্যায়িকার মস্তকের মণির ন্যায় রাজকুমারী ও হরনাথ বাবুর লীলা দেখিতে অবসর পাই নাই; আজ ইচ্ছা হইল। সেই হেতু রাজকুমারীর রূপের ছটা আমার চক্ষে পতিত হইল, আমি এতো দিন রাজকুমারীকে ভাল করিয়া দেখিতাম না, এমন কি মাথা তুলিয়া দেখিতাম না, আজ কেমন ইচ্ছা হইল, কেমন ভরসা হইল, আজ ভাল করিয়া রাজকুমারীকে আপাদ মস্তক দেখিয়া লইলাম, মোহিনী মূর্ত্তি-ময়ী রাজকুমারী আমার গৃহে—কোমরে হাত দিয়া হরনাথ বাবুর প্রতি

এক দৃষ্টে কটাক্ষপাত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার রূপের প্রভায় সমস্ত গৃহ আলোকিত হইয়াছিল; চাহিয়া দেখিলাম অপরূপ রূপ। রাজকুমারী বিংশতি বর্ষীয়া সুন্দরীগণের যৌবনোদ্যানে যে যে শোভা বিরাজিত থাকিলে যুবক জন মনোহারী হয়—সেই সমস্ত শোভায় শোভিতা——তাহার ভ্রমর বিনিন্দিত বর্ণ সমন্বিত—নিতম্ব চুম্বিত—নীবিড় কেশদাম উর্ম্মি কুলের ন্যায় উন্নিম্ন হইয়া পৃষ্ঠদেশ শোভা করিয়াছে—তাহার মধ্যে কামিনী জন মস্তক সুশোভা সম্পন্ন সিঁতিতে আয়তি চিহ্ন স্বরূপ সিন্দুর রেখা শোভিত হইয়াছে—রাহু গ্রাস ভীত অর্দ্ধ চন্দ্রমা শশাঙ্কশেখরকে তেজস্বী দেখিয়া স্নিগ্ধ প্রদেশে স্নিগ্ধ হইবার মানসে রাজকুমারীর কপালে আশ্রয় লইয়া শোভিত হইতেছে। পৃথিবীতে যত সরোবর আছে তন্মধ্যে সকলেতেই পদ্ম আছে, ষড় ঋতুর পরিবর্ত্তন হেতু পদ্ম মনের সুখে থাকিতে না পারিয়া ত্রিজগতে যেখানে যত স্থান ছিল, সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া রাজকুমারীর নয়নে নী—সরোবর দেখিয়া, পদ্ম—তারা রূপে আসিয়া শোভিত রহিয়াছে।—যে অব্দি কাম দেব সতীর সহিত মহাদেবের মিলন করণার্থে ইন্দ্রের আজ্ঞা রক্ষা করিতে গিয়া স্বীয় সম্মোহন শর ত্যাগ করিয়া পুড়িয়া মরিয়াছিল, সেই অবধি সে আর ধনু ধারণ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া সসাগরা পৃথিবীতে যেখানে যত স্থান পাইয়াছিল, সর্ব্বত্রেই সম্মোহন বান ফেলিয়া দিতে গিয়াছিল, কিন্তু মদনের অবস্থা দেখিয়া কেহ তাহাকে কোথাও বাণ ফেলিতে স্থান দিল না, মদন অনন্যোপায় হইয়া রাজকুমারীর ভ্রূ যুগলে বাণ রক্ষা করিল। বলিতে কি রাজকুমারীর সর্ব্বাঙ্গ—সুঠামে সুগঠিত হইয়া দত্ত গৃহের যুবকজন মনমোহিনী হইয়া বিরাজিতা আছে।

হরনাথ বাবু আমার দক্ষিণ পার্শ্বে নত মুখে উপবিষ্ট; রাজকুমারী কটীদেশে হস্ত সংলগ্ন করিয়া ভুবন মনমোহিনী বেশে স্থির দণ্ডায়মানা, আমি রাজকুমারীর ভাব ভঙ্গী সন্দর্শনে লুব্ধ!!

প্রায় এক দণ্ড এই ভাবে অতীত হইল; তিন জনের নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ গৃহে প্রবেশ করিল না বা গৃহ হইতে উঠিল না। আমি স্থির ভাবে রাজকুমারীর আপাদ মস্তক দেখিতেছি এমন

" আমি কেন এসেছি তা জানো ?"

হরনাথ বাবু আর না থাক্‌তে পেরে মুখ তুলিয়া বলিলেন " না—আমি জানি না।"

রাজ। " কাল রাত্রের কথা মনে আছে ?"

হর। আছে !!

রাজ। সুরেনের মার কাছে কি বলেছিলে ! স্মরণ আছে কি ! দেখো আমার যদি মান না রক্ষা করো, তাহোলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মোরবো না হয় বিবাগিনী হোয়ে এক দিকে চোলে যাবো !! সুরেনের মা যখন আমাকে বড় কোরে বোলেছেন—আমাকে যখন তিনি বড় হোয়ে মান বাড়িয়েছেন, তখন তুমি যদি সত্য আমারই হও ! তা হোলে আমার মান রক্ষা করো, এতে তোমার যা হয় হোক্ আমি তা কিছুই বুঝবো না,—বল কি বোলবে বল ?"

হরনাথ বাবু কোন কথা না কহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন আমি রাজকুমারীর কথা বার্ত্তায় মোহিত হইয়া ভবিষ্যৎ ভাবনা ভাবিতে লাগিলাম, কতক্ষণ পরে হরনাথ বাবু বলিলেন :—

" আমি কি কোরবো কোন উপায় পাইতেছি না।"

রাজ। উপায় কি ? উপায় টুপায় আমি বুঝি না—মোকদ্দমা কর—আমি এর ভিতরের সন্ধান কোচ্ছি—আমায় যদি সে সব খোঁজ খবর কোত্তে হয়; তা হোলে এখনি টের পাওয়া যাবে।

এই কথা বলিয়া রাজকুমারী হরনাথ বাবুর—নিকটে সরিয়া আসিলে হরনাথ বাবু—রাজকুমারীর হাত ধরিয়া বলিলেন :—

" রাজ কুমারী ! তুমি কি না পার ? তুমি সহায় থাকিলে কার সাধ্য আমাকে অপ্রস্তুত করে ! রাজু ! তোমার অপমান আমার পক্ষে বজ্র সম বোধ হয়।—কিন্তু কর্ত্তব্যানুরোধে এবিষয়ে আমাকে মাপ্ কোত্তে হবে, বিমলার মোকদ্দমা হইতে কি প্রকারে নিস্তার পাইব তাহাই ভাবিতেছিলাম ; ইতি মধ্যে আবার সুরেন্দ্র ! আমিতো পারি না, রাজু কি কোরবো, আমাকে মাপ কর—আমি পারবো না ;—"

রাজকুমারী হরনাথ বাবুর শেষ কথা শ্রবণ মাত্রেই হরনাথ বাবুর হাত

ছাড়াইয়া দ্রুত প্রস্থান করিল, হরনাথ বাবু এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, আমি অবাক্ হরনাথ বাবু অবাক্! প্রায় এক দণ্ড সকলেই নিস্তব্ধ এমন সময়ে পদ্মর মা আসিয়া চক্ষে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিল, আমি আশ্চর্য্য হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, সেজোবৌ গলায় ছুরি দিবে বলিয়া এক খানি ছুরি হস্তে—ঠাকুর ঘরের পশ্চাতের কামরার দ্বরজায় খিল দিয়া আছেন।"

আমার মস্তক ঘুরিয়া পড়িল, অভিমানিনীর অভিমান বুঝিতে পারিলাম; হরনাথ বাবু দাঁড়াইয়া উঠিলেন; কিন্তু কি ইচ্ছা হইল—পদ্মর মাকে আড়ালে ডাকিয়া কি বলিলেন, পদ্মর মা হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল; হরনাথ বাবু বিষণ্ণ বদনে পুনরায় আমার নিকটে আসিয়া বসিলেন, আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলাম না;—কতক্ষণ পরে হরনাথ বাবু বলিলেন:—

"তিনু কি হবে! আমার সঙ্গে রাজকুমারীর সঙ্গে যে কারণে আলা[illegible] তাতো তুমি জানো, যদি আমি রাজকুমারীর অনুরোধ রক্ষা না ক[illegible] তাহা হইলে সে যে প্রকার অভিমানিনী তাহাতে স্বচ্ছন্দে সে ছুর[illegible] কার দ্বারায় প্রাণ ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। আচ্ছা তিনু! তুমি বল দেখি যে যাকে ভাল বাসে তাকে না ভাল বাস্‌লে—পাপ হয় না!'

আমি লজ্জায় কোন কথা কহিতে পারিলাম না—নিস্তব্ধ রহিলাম—তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"তিনু বল দেখি যে যাকে ভাল বাসে, তাকে না ভাল বাসলে পাপ হয়—না!!'

আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলাম—তবে বড় বাবু যে রাজকুমারীগত প্রাণ হইয়াছেন, তাহাও বুঝিলাম, মনে নূতন ভাবের সমাবেশ হইল:—বলিলাম "মহাশয়! ভালবাসা কাকে বলে?'

হর। তাকি জানো না; প্রণয়ের সম্মিলনকে ভালবাসা বলে!

"ভাল বাসা! কার সঙ্গে না হয়—সকলের সঙ্গে হয়—!—প্রকৃত ভালবাসা যাহার হৃদয়ে অবস্থান করে—তাকে ভাল না বাস্‌লে পাপ আছে, [illegible] বোলে কি যে মুখে মধু পেটে বিষ রাখে তাহাকে ভাল বাস্‌তে হয়!!

ভালবাসা অনেক রকম, স্নেহে উৎপন্ন হয়—মনে উৎপন্ন হয়—প্রাণে উৎপন্ন হয়—আরো অনেক রকম আকর আছে—তদ্দ্বারা ভালবাসার—উৎপত্তি অনায়াসেই হইয়া থাকে।" আমার কথা শুনিয়া হরনাথ বাবু একটু মৃদু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন ; কোন—ভালবাসা প্রকৃত !!' আমি বলিলাম—প্রাণ হইতে যে ভালবাসা উৎপন্ন হয় তাহা অসতেই প্রতিফলিত হউক বা সতেই প্রতিফলিত হউক—সে ভালবাসা প্রকৃত !! আর যে ভালবাসা স্নেহ হইতে উৎপন্ন হয়—তাহার ন্যায় প্রকৃত ভালবাসা আর নাই !! আমার বক্তৃতায় তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন ;—"তিনু ! রাজুকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি—আমি রাজুকে—নন্দন কাননের পারিজাত ভাবি—আমি রাজুকে আমার ব্রহ্মমণি বলিয়া গণ্য করি—আমি রাজুকে সাগরের—রত্ন বলিয়া ভাবি !! আমি রাজুকে দেখিলে থাকিতে পারি না, রাজু যদি সদা হাস্য করিয়া আমার সম্মুখে আমোদ প্রমোদ করে—তাহা হলে আমি পরম আনন্দে আপ্লুত হই—আর রাজু যদি কখন বিমর্ষ হয়—তোমা হইলে আমার বক্ষে সহস্র সহস্র বজ্র পতিত হয় ; আমি তখন চারি দিক শূন্যময় দেখি, তখন গগণে সহস্র সহস্র ধূমকেতুকে উদয় হইতে দেখি ; তিনু ! আমি বোলবো কি—রাজকুমারী যেন আমার হৃদয়স্থ প্রাণবায়ু—আর নয়নের মণি হইয়া উঠিয়াছে—আমি কি কোরবো কিছু ভেবে ঠিক্ কোত্তে পাচ্চি না, তুমি বোলচো কি ? রাজকুমারীকে আমি কখনই অবমাননা কোত্তে পারবো, আমার সমস্ত বিষয় যায় যাক, আমি সুরেন্দ্রকে উদ্ধার কোরবোই কোরবো, বিমলার মোকদ্দামা বড় শক্ত কথা, তা আর কি কোরবো যা থাকে কপালে আছে—আমি যাই।

এই বলিয়া বড় বাবু চলে গেলেন।

——oo——

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হর বাবুর লুকোচুরি।

গম্ভীরা যামিনী ভীমা সীমন্তিনী বেশে পৃথিবীতে আগমন কোরে নগর প্রান্তর, ঘাট, বাট, যেখানে যত স্থান ছিল সমস্তকে তমস্বিনীরূপে বিমোহিত করিয়া অবশেষে কলিকাতার রহস্য দেখ্‌তে হাস্‌তে ২ দত্ত বাটীকে তমসাচ্ছন্ন করতঃ বিরাজিতা হইলেন:—আমি শয়ন করিয়া আছি—মনে মনে হর বাবু ও রাজ কুমারীর বিষয় ভাবিতেছি এমন সময়ে আমার দ্বারে কে করাঘাৎ করিল, আমি চমকাইয়া উঠিলাম, মনে ভাবিলাম কোন ভয়ানক ঘটনা ঘটিতেছে; কতক্ষণ স্থিরভাবে আছি—একটা ভয়ানক সোঁ সোঁ শব্দ আমার—কর্ণ কুহরে—প্রবেশ করিল, সেই শব্দ শ্রবণে আমার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল. আমি ভাবিলাম ঝড় হইতেছে—শীতের—আধিক্য হইল, ঘুম হইল না শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম; আস্তে আস্তে দ্বার খুলিয়া দেখিলাম যথার্থই ভয়ানকরূপে বৃষ্টি ও ঝড় হইতেছে; বৃষ্টির তেজে ও বাতাসের তেজে দ্বারে ধাক্কা লাগিয়াছিল; সেই শব্দ আমার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিয়াছিল। আমি দ্বার খুলিয়া আকাশের ভয়ানক ভাব দেখিতে লাগিলাম, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ ও বজ্র ধ্বনি হইতেছিল, আকাশ দেখিতে দেখিতে যেমন ভূমে দৃষ্টি করি অমনি দুইটী মানব মূর্ত্তি আমার চক্ষে পতিত হইল, প্রথমতঃ বিদ্যুতের তেজে ছায়া মাত্র দেখিয়াছিলাম,—তাহাতে বড় ভাল দেখিতে পাওয়া যায় নাই; ভাল করিয়া চাহিয়া থাকিতে থাকিতে পুনরায় বিদ্যুৎ প্রকাশে দেখিলাম—একটী সুন্দর যুবক ও একটী সুন্দরী যুবতী উভয়ে উভয়ের মনের আশায় নৃত্য করিতে করিতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে:—আর একবার বিদ্যুৎ উঠিলে দেখিলাম, মোহিনী মূর্ত্তিমতী যুবতী যুবকের বক্ষে মুখ লুকাইয়া রহিয়াছে—যুবক প্রেম গদ্গদ ভাবে যুবতীকে প্রেমালিঙ্গনে আমোদিত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে! আমি আশ্চর্য্য হইলাম! নব

প্রেমে আবদ্ধ প্রেমিক যুগল, কেন এমন ভাবে দাঁড়াইয়া আছে!—পুনরায় বিদ্যুৎ প্রকাশ হইল, চাহিয়া দেখিলাম, শারদীয়া মেঘের—কোলে সৌদামিনী নৃত্য করিতেছে! আমি অবাক্ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম, কে ইহারা—চিনিতে ইচ্ছা হইল, অনেক চেষ্টা করিলাম কি প্রকারেই বা আমার চেষ্টা সফল হইবে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম, এমন সময়ে আর একবার বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইল বেশ চিনিলাম, হরেন্দ্র কুমার ও হেমলতা।

বহু দিবস অতীত হইল, এই হরেন্দ্রের সহিত হেমলতাকে দেখিয়াছিলাম, আজ আবার দেখিলাম, উভয়ে এক দণ্ড এই ভাবে থাকিতে থাকিতে হরেন্দ্র বলিল :—

"হেমলতা! আমার ভয় হোচ্চে! আমি তোমার সহিত এমন ভাবে আমোদ কোত্তে ইচ্ছা করি না, আমি যখন তোমাকে সম্মুখে দেখি, তখুনি আমার শরীরে অগ্নির প্রকাশ হয়। আমি তোমাকে ভাল বাসি—মনে মনে বাসিব. তোমার মুর্ত্তিকে হৃদয়ে পুজা করিব, ভুলিব না—তথাপি তোমার সহিত আর এমন ভাবে আমোদ করিব না, বড় কর্ত্তার কথা আর তারা সুন্দরীর কথা মনে হোলে আমার শরীর কাঁপিতে থাকে, হেমলতা তুমি হেমাঙ্গ—তোমার শরীরের স্নিগ্ধতায় আমি স্নিগ্ধ হই বটে, কিন্তু আর না—আমায় পথ দাও আমি ঘরে যাই!

হেমলতা হরেণের বক্ষে মুখ লুকাইয়া ছিল, আর সে থাকিতে পারিল না, হরেণের বক্ষ হইতে মুখ তুলিয়া তীব্র স্বরে কহিল :—

"হরেণ! তোমার অদৃষ্টে কি ঘটিবে তা জানো! আমি তোমার রূপে-গুণে—বিমোহিতা হইয়া তোমার প্রণয় ভিক্ষা করিতেছি মনে কোরেচ, তুমি কি এক দিনের তরেও আমাকে এমন ভাব নাই—! অপ্রেমিকের ন্যায় কথা বোলো না, চল আমার ঘরে চল. কর্ত্তা বেরিয়ে গেছেন, অনেক কথা আছে তোমাকে বোলবো, সে অতিশয় গুপ্ত কথা, সে গুলি তোমাকে বোলবো বোলে মনে কোরে রেখেচি—আর সেজ্ দিদির মজা শোননি বুঝি! তিনি বড় ঠাকুরের উপরে রাগ কোরে গলায় ছুরি মেরে মোরবেন বোলে ঠাকুর ঘরের পশ্চাতে যে ছোট ঘর আছে, সেই খানে লুকিয়ে আছেন;

ঘড় ঠাকুরের মাথায় মুগুর পড়িয়াছে, তিনি তথায় যাইয়া তাঁহাকে কত সাধ্য সাধনা করিতেছেন। চল—তোমায় আমি ভুলবো—সব ভুলতে পারি তবু তোমায় ভুলতে পারি না, তুমি আমার সর্ব্বস্ব—দেখো আমায় আর জ্বালাতন কোরো না, আমি তোমায় দেখলে থাকি ভালো ঃ—"

এই কথা বলিয়া—যুবতী হেমলতা চুপ করিল, হরেন্দ্র আর কিছু না বলিয়া যুবতীর হস্ত ছাড়াইতে চেষ্টা করিল কিন্তু কাল সাপিনী যেমন মুখচ্যুত ভেককে গ্রাস করণার্থে উপর্য্যুপরি চেষ্টা করে, কনিষ্ঠ দত্ত গৃহিণী স্বীয় শীকার স্বরূপ হরেণকে নানা প্রলোভনে ভুলাইয়া মনের কথা বলিবেন বলিয়া, সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

আমার মনে হরনাথ বাবুর কথা উদয় হইল, ঘুম আসিবে না, ভাবিয়া সেই রহস্য দর্শনে ইচ্ছা হইল, ভবিষ্যতে কত কি দেখিব তাহার ইচ্ছা হইল। এ দিকে মুষল ধারে বৃষ্টি পতিত হইতেছে—মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের আলো প্রকাশ হইতেছে, ছাতের নলমধ্য হইতে এতো বেগে মহাশব্দে জল পতিত হইতেছে—যে জলের শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দ কর্ণগোচর হইবার যো নাই ঃ—আস্তে আস্তে গৃহের বাহির হইলাম; যে পথ দিয়া অন্দরে যাইতে হয় সেই পথে যাইলাম; তন্মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে কাহার পদশব্দ পাইলাম, সেই পদ শব্দে ভীত হইয়া যে পথ দিয়া যাইতে ছিলাম তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটী সরু পথ ছিল, তদ্বারা পূজোপযোগী জিনিষ পত্র রাখিবার ভাণ্ডার গৃহে প্রবেশ করা যায়, তথায় যাইয়া দাঁড়াইলাম, দাঁড়াইবার পরে ক্রমে পদ শব্দ বাড়িতে লাগিল; আমি ভাবিলাম কাহারা আমার সম্মুখে আসিতেছে, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তথায় দাঁড়াইয়া আছি; এমন সময়ে একটী দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ আমার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল, ভাবিলাম, যাহারা অগ্রে আসিতেছিল তাহারাই বা আসিয়াছে;—কাঁপিতে কাঁপিতে তথায় দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে আবার পূর্ব্বের ন্যায় নিশ্বাসের শব্দ আমার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল, এবারে স্পষ্ট জানা গেল যে সেই ভাণ্ডার গৃহের অন্তর হইতে সেই শব্দ আসিতেছিল। প্রথমে ভাবিলাম কোন প্রকারে প্রবল বায়ু এই গৃহের মধ্যে সবলে প্রবেশ করিয়া এই প্রকার শব্দ উত্থিত করিতেছে। কিন্তু এক নিমেষ অতীত হইতে

না হইতে সেই গৃহের মধ্য হইতে কে যেন অতিশয় করুণস্বরে বলিয়া উঠিল:—

"রাক্ষসী!——রাক্ষসী! আমি না জেনে——উঃ!!"

আমি এই কয়েকটী কথা শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইলাম, শরীর কাঁপিতে লাগিল, বড় ভয়ানক কল্পনা, সভীত অন্তঃকরণে আরো কি ঘটে তাহা জানিতে উৎসুকী হইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিলাম; ক্ষণেক এই ভাবে আছি এমন সময়ে গৃহ মধ্যস্থ বিলাপকারী পুনর্ব্বার করুণস্বরে বলিল, "তারাসুন্দরী! আজ তিন্ দিন—মাগো—কেন এখানে এসেছিলাম, ওঃ! আর সহ্য হয় না!!"

বিলাপকারীর বিলাপে 'তারাসুন্দরী' বলিয়া কি উচ্চারিত হইল, আর তিন দিন এই ভাবে সে এখানে আছে, এরই বা কারণ কি? আমি [illegible]ড়াইয়া ভাবিতেছি—কত কি ভাবিতেছি, কখন ভাবিতেছি যে [illegible]র নাম এক [illegible]নে শুনিয়াছিলাম, কে—তাহা ভাল করিয়া স্থির [illegible]রিলাম না, মনে তারাসুন্দরীর নাম বারম্বার উদয় হইতে [illegible]—অনেকক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে মনে হোলো, তারাসুন্দরীর কথা আজ সকালে পদ্মার মা বলিয়াছিল, যে তারাসুন্দরী ভ্রূণহত্যা করণার্থে চেষ্টা পাই-তেছে, এ ব্যক্তি বোধ হয় সেই তারাসুন্দরীর জন্য বিলাপ করিতেছে। আবার মনে সন্দেহ হইল, বিলাপকারীর কণ্ঠস্বরে বোধ হইল লঘু কণ্ঠ স্বর সম্পন্ন যুবক, বয়স আন্দাজ বিংশতি হইতে পারে; এই সামান্য বর্ষীয় যুবকের সহিত তারাসুন্দরীর কি সম্পর্ক; কত কি ভাবিলাম—কোন ভাবনাই স্থায়ী হইল না, তারাসুন্দরী কে জানিতে অত্যন্ত উৎসুক হইল, এ আবদ্ধ যুবকই বা কে জানিতে ইচ্ছা হইল; এ যুবক কেন এমন ভাবে আবদ্ধ হইয়া আছে তাহার ভাবনাও উপস্থিত হইল, ভয়ানক কথা!! কি প্রকারে জানি!!—একে ঘোর নিশি, চতুর্দ্দিক তমসাচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহাতে আবার অসময়ে ভয়ানক তেজে বৃষ্টি হইতেছে; কি প্রকারেই জানিব—কাহার নিকটেই বা জানিব। কতক্ষণ পরে পুনরায় সেই বিলাপকারী বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিল:—

"আমি ঠকিয়াছি—আমি ঠকিয়াছি!! না জেনে মা আমাকে বিয়

খাওয়াইয়াছেন; প্রাণ যায়—কি করি!! ওঃ মা—মা!! ওঃ বুক জ্বলে গেল!"

যুবক নিস্তব্ধ হইল, আর শব্দ শ্রুত হইল না; কি ভয়ানক কথা; আমি আশ্চর্য্য হইলাম; পূর্ব্বাবধি যে কয়েকটি কথা গৃহস্থ বিলাপীর মুখ হইতে শুনিয়াছিলাম, সে সমস্ত এত নিম্ন স্বরে উচ্চারিত হইতেছিল যে আমি ভিন্ন আর কেহ যে শুনিতে পাইবে এমন বোধ হয় না, তাহার কারণ আমি প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারি নাই, শেষে জানিলাম যে সে গৃহটী অতিশয় ছিদ্র শূন্য, বাহিরের বায়ু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, ভিতরের বাতাস বাহিরে আইসে না; অতি গম্ভীর; বিলাপী যখন বিলাপ করিতেছে তখন তাহার প্রতিশব্দ বজ্র গম্ভীর স্বরে গৃহের ভিতরেই নিনাদিত হইতেছে; বাহিরে প্রকাশ হইবার যো নাই, তদ্দর্শনে আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল, যে লোক এই কার্য্য করিয়াছে তাহার বুদ্ধিকে আমা/আশ্চর্য্য বোধ হইল, ইচ্ছা হইল বিলাপীর সহিত কথা কহি[illegible]কারণ জিজ্ঞা/ করি— সাহস হইল—কিন্তু—আবার তৎক্ষণাৎ একটি মহৎ প্রতিবন্ধক .তা হইয়া সে বিষয় হইতে বিরত করিল, হটাৎ সম্মুখে পূর্ব্ববৎ কাহার ন/ শুনিতে পাইলাম, সেই ভয়ানক সময়ে সমস্তই রহস্যময় বলিয়া বোধ হইল; স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছি এমন সময়ে আমার সম্মুখে, দুইটী পুরুষ মূর্ত্তি অতি ভয়ানক বেশে আবির্ভূত হইল; উভয়েই কৃষ্ণ বরণাবৃত—উভয়েই ভীমবেশধারী—বলিষ্ঠ; আমি সেই ঘোর অন্ধকারে তাহাদের উভয়ের ছায়া মাত্র দেখিলাম, উভয়কে দেখিয়া নিস্পন্দ হইলাম, মনে করিলাম ইহারা আমার অনুসারী হইয়াছে—আমাকে খুঁজিতেছে—পরে ভাবিলাম তাহা নয়! আমি সেই গৃহের দ্বারদেশ ছাড়িয়া একটু বাম ধারে—একটী কোণে যাইয়া চুপ করিয়া বসিলাম, নিশ্বাস নাসিকা-ছিদ্রে বহির্গত না করিয়া মুখ দ্বারা বাহির করিতে লাগিলাম; তাহারা উভয়ে নিশব্দে তথায় দাঁড়াইয়া কি চুপি২ কথা কহিল, এতো চুপি চুপি যে সহজে শুনিবার যো নাই—আমি তত নিকটে থাকিয়াও শুনিতে পাইলাম না, এই ভাবে এক মূহুর্ত্ত অতীত হয় —আমি এক দৃষ্টে তাহাদের উপরে চাহিয়া আছি অনেকক্ষণ চাহিতে২ তাহাদের অবয়ব বেশ স্পষ্ট রূপে আমার নয়নে অঙ্কিত হইল, তাহাদের দেখিয়া

বোধ হইল তাহারা স্বাভাবিক কৃষ্ণ বর্ণ নহে—তাহারা গোপন ভাবে কি কার্য্য সমাধা করিবে বলিয়া গুপ্তবেশ অবলম্বন করিয়াছে; একটী কালো পোষাক পরিয়া কৃষ্ণ হইয়াছে, কতক্ষণ এই রহস্যময় ব্যাপার দেখিতেছি, উহাদের উভয়ের কথোপকথন চলিতেছে, ইতিমধ্যে একজন একটু উচ্চ-স্বরে বলিল:—

"তিন দিন চেষ্টা করা যাচ্চে, বাগাতে পারা যাচ্চে না, যা হয়—আজ একখানা কোত্তেই হবে, তা না হোলে তারাসুন্দরীকে নিয়ে সমাজে মহা গোলোযোগ বাধিবে; তারাসুন্দরীর দোষ কি—দোষ আমাদের, স্ত্রীলোক প্রলোভনে ভুলিয়াছে, হতভাগা বেটা সহজে পুত্রের মুখ দেখিতে পাইত—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইত, এর চেয়ে আর কি সুবিধা হোতে পারে; অমনতর কত জামাইকে ঘরে বেঁধে রাখলেম, ইনি আবার জুলুম করেন——"

এই কথা শেষ হইলেই বক্তা একখানি ছুরি হাতে কোরে শ্রোতাকে দেখাইয়া বলিল:—

"আজ হয় এস্পার না হয় ওস্পার হবে,—না হয় তারাসুন্দরী বিধবাই হবে—আর তো কিছুই নয়, এই ছুরি আজ তাহার বুকে মারিব।"

বক্তার কথা শেষ হইলে, শ্রোতা বলিল:—

"তা বই কি, এতে আর আমাদের ভয় কি, এ তো আমাদের কৌলিক প্রথা, কার ঘরে এমন ঘটে না—সে দিন প্যারীমোহন দেবের বাড়ীতে কি কারখানাই না হোয়ে গেল—তিনি অমন মানী লোক!"

উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম; ইতিপূর্ব্বে গৃহমধ্য আবদ্ধ যুবকের মুখ হইতে বিলাপ-স্রোতের মধ্য হইতে তারাসুন্দরীর কথা শুনিয়াছিলাম, আবার ইহাদের মুখে আরো তারাসুন্দরীর কথা শুনিলাম, একি ব্যাপার জানিতে ইচ্ছা হইল, উপস্থিত বক্তাদ্বয়ের বক্তৃতায় প্রকাশ হইল:—

"তারাসুন্দরীকে নিয়ে সমাজে মহা গোলোযোগ বাধিবে।"

তবে কি আজ প্রাতঃকালে যে তারাসুন্দরীর কথা পদ্মার মা বলিয়াছিল, ইহারাও কি তাহার কথা বলিতেছে! যাহা হউক মহা সন্দিগ্ধ হইয়া তথায় নিভৃত ভাবে উপবেশন করিয়া রহিলাম:—এক মুহূর্ত্ত, দুই

মুহূর্ত্ত অতীত হইল, তাহারাও নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল, আকাশও ভীমমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধরাকে অতল সলিলে ডুবাইবার মানসে বারি বরিষণ করিতে লাগিল; ঘোরা তমস্বিনী যামিনী রাক্ষসী মূর্ত্তিময়ী হইয়া সকলের হৃদয়ে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল, সকলই ভীতিময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, একবার ভয়ঙ্কররূপে মেঘগর্জ্জন করিয়া উঠিল, সেই গর্জ্জনে আমার বোধ হইল, যেন সমস্ত বসুধা আজ সাগরের অতল সলিলে নিমগ্ন হইবে। উভয় মূর্ত্তি সেই গৃহের দ্বারে উপবেশন পূর্ব্বক কপালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল, তাহাদের মস্তক হইতে কটিদেশ অবধি একটী কৃষ্ণবর্ণ পোষাক আবরিত, চক্ষে দেখিতে পাইবার কারণ দুইটী, নাসিকা ও মুখের কার্য্য সম্পাদিত হইবার কারণ ঐ উভয় স্থলেও দুইটী—ছিদ্র !!

ক্ষণেক পরে একজন দাঁড়াইয়া সেই ঘরের চাবি খুলিল; চাবি খোলার শব্দ পাইয়া ভিতরস্থ ব্যক্তি সভীত ভাবে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিল, সেই চীৎকারে আমার ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি কাঁপিয়া উঠিল, উপস্থিত ব্যক্তিদ্বয়ের কিছুমাত্র ভয় হইল না, অতি ত্বরায় উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করত দ্বার অবরুদ্ধ করিল, যেমন তাহারা ভিতরে যাইয়া দ্বার অবরোধ করিল, অমনি একটী ভয়ানকরূপে পতিত হইবার শব্দ উত্থিত হইল, সেই শব্দে আমার বোধ হইল, যেন কোন মহা ভারী বস্তু পড়িয়া গেল, আমি চমকাইয়া দাঁড়াইলাম, সভয়ে নিঃশব্দে সেই দ্বারের সন্নিহিত হইয়া দ্বারের ছিদ্রপ্রদেশে কর্ণ রাখিয়া শুনিলাম, যে এক জন অতি তীব্রস্বরে কহিতেছে :—

"দেখো ! তুমি অতি ছেলে মানুষ—তাই তোমার ভরসা হোচ্চে না, যুবতী অবস্থায় স্ত্রী লোকের মন অতি চঞ্চল থাকে, তখন তাহারা যা করে তাহা স্বামীর মার্জ্জনীয়; যদিও তারাসুন্দরীর গর্ভ হইয়াছে তাহার গর্ভজ সন্তান তোমার বই অপরের হইবে না; আর তোমাকে সন্তুষ্ট কোরতে ১০০০০ দশ হাজার টাকা দিতেছি, রাজার হালে থাকবে, ছেলে মানুষ—যা হয় একটা কাজ কোরেচে তা বোলে তোমার উচিত নয় যে তুমি এ কথা সমাজে প্রকাশ করো, আমাদের কি আমাদের টাকা আছে—আমরা

তোমাকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিব; তোমার—তারাসুন্দরীও যাবে, তোমার স্ত্রীর নিন্দা বাদে তোমার শুদ্ধ অবমাননার সম্ভাবনা, আর অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতে—তাহাও হইতে পাইবে না। অতএব হয় আমাদের কথায় সম্মত হও—নচেৎ দেখোচো:——

"দেখেচো" বলিয়াই—বক্তা চুপ করিল, এতক্ষণ আমি ভয়ে বক্তাকে চিনিতে পারি নাই, এক্ষণে চিনিলাম যে সে—হরেন্দ্র!!

আমি হরেন্দ্রের কণ্ঠস্বর জানিতে পারিয়া আশ্চর্য্য হইলাম এই মাত্র হরেন্দ্রকে হেমলতার সহিত কথোপকথন করিতে দেখিয়াছিলাম এরই মধ্যে হরেন্দ্র এখানে কি করিয়া আসিল, এমন বেশেই বা কি করিয়া সাজিল, সমস্তই আমার পক্ষে প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইল;—আমি স্থির হইয়া গৃহস্থ বিষয় শুনিতেছি, এমন সময়ে গৃহমধ্য হইতে "গেলুম গেলুম" করিয়া ভয়ানক চীৎকার উঠিল; মনে ভাবিলাম; যে ছুরিকা হরেন্দ্র ও অপরের হস্তে দেখিয়াছিলাম, বোধ হয় সেই ছুরিকার দ্বারা গৃহ মধ্যস্থ বিলাপীর হৃদয় বিদ্ধ হইল। অতি ভীষণ ব্যাপার!! আমি পরিকম্পিত হইলাম, ভিতরে ভয়ানক নিঃশ্বাসের শব্দ উঠিল, আমি ভাবিলাম, হতভাগ্যের জীবন শেষ হইল। প্রায় এক দণ্ড সেই খানে স্থির হইয়া রহিলাম; কেবল নিশ্বাসের শব্দ ভিন্ন কিছুই শুনা যাইতে লাগিল না; এই অবসরে কে আসিয়া দ্বারের ভিতর হইতে খুলিতে চেষ্টা করিল; আমি তাহা টের পাইয়া তথায় থাকা অবিধেয় জ্ঞানে প্রস্থান করিলাম।

পুনরায় সভীতান্তঃকরণে আমার গৃহে আসিয়া বসিলাম, ভয়ানক শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, শরীরে বেশ করিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া বসিলাম, প্রায় এক দণ্ড এই ভাবে আছি এমন সময়ে দত্ত বাবুদের বড় বৈঠকখানার ঘড়িতে ৩টা বাজিল; আমি আস্তে আস্তে দ্বার রোধ করিয়া শয়ন করিলাম, ঘুম হইল না শয্যা কণ্টকী হইল, এ পাশ ওপাশ করিতেছি—নিদ্রা কোন মতে আসিতেছে না। নানা ভাবনা উপস্থিত হইতেছে, কখন ভাবিতেছি—অনঙ্গমোহিনীর কি হইল, কখন ভাবিতেছি ছোট কাকীরই বা কি ঘটিল, মুক্তারাম বাবুই বা আজ কি বিপদে পতিত হলেন; আবার ভাবিতেছি সুরেন্দ্রেরই বা কাল প্রাতে কি দুর্দ্দশা হইবে।

এই ভাবনা শেষ হইতে না হইতে—রাজকুমারী ও হরনাথ বাবুর—কথা মনে পড়িল, তাহারাই বা কি করিতেছে; শুনেছিলেম ঠাকুর ঘরের পশ্চাতের ছোট ঘরে রাজকুমারী ছুরি মেরে মোরবেন ভেবে, ঘরে খিল দিয়ে আছেন, আজ রাত্রে বড় বাবুকে তাঁহার মান ভাঙ্তে হবে। বড় ভয়ানক কথা, হর্ষ ও রহস্যে পরিপূর্ণ। বৃষ্টিও থামিতেছে না, আকাশও নির্ম্মল হইতেছে না, আমার পাও গৃহ হইতে বাহির হইতে ইচ্ছা করিতেছে না, এই সমস্ত ভাবিতেছি এমন সময়ে কে যেন মৃদু শব্দে আমার দ্বার ঠেলিল, আমি সভীত ভাব ধারণ পূর্ব্বক, স্থির হইয়া শয়ন করিলাম, পুনরায় আস্তে আস্তে কে দ্বারে করাঘাৎ করিল;—আমি নিস্তব্ধে রহিলাম; প্রায় তিন চারি বার দ্বারে করাঘাত করাতে আমার শাড়া না পাইয়া করাঘাৎকারী আস্তে আস্তে মৃদু স্বরে আমাকে ডাকিল:—আমি কাহার কণ্ঠ স্বর স্থির করিতে পারিলাম না, চুপি চুপি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দরজার কাছে আসিয়া শুনিতে লাগিলাম;—করাঘাৎকারী বলিল:——

"তুমি কি ঘুমিয়েচো?"

আমি স্বরে বুঝিলাম, পদ্মর মা! আমি আস্তে আস্তে দ্বার খুলিয়া তাহাকে এত রাত্রে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল,—

"আজ বড় সর্ব্বনেশে ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, বড় ভয়ানক কথা, তারাসুন্দরীর স্বোয়ামী আজ তিন দিন এসেছিল, তার পর হরেন বাবুতে আর বড় বাবুতে তারাসুন্দরীর মাথা খেয়েচেন কি—না, তাই পাকে তারাসুন্দরীকে কাশীতে হাওয়া খাওয়াবার ছলে, মাথার বোঝা ফেল্‌বার জন্যে অন্য কোথায় পাঠিয়ে দিয়েচেন, এখন তারাসুন্দরীর স্বোয়ামী লোকের মুখে তারাসুন্দরীর কারখানা জান্‌তে পেরে চুপি চুপি কাশীতে খুঁজতে গিয়েছিল, সেখানে তারাসুন্দরীকে না পেয়ে আজ তিন দিন হোলো এখানে খুঁজতে এসেছিলো, হরেন বাবু যো পেয়ে কলে কৌশলে সেই রাত্রেই তাকে পূজোর সামিগ্রী যে ঘরে থাকে, সেই ঘরে চাবি দিয়ে রেখেচে, আমি তা টের পাই নাই, আজ হরেন্ বাবুতে আর, -কি—কোব্‌রেজেতে মিলে তারাসুন্দরীর স্বোয়ামীকে কি কোচ্চে! আমি রাজকুমারীর কাণ্ড কারখানা দেখ্‌বার জন্যে তোমাকে ডাকতে

এসেছিলেম, তা আসতের পথে হরেন্ বাবু যাচ্চে, দেখে এক ধারে দাঁড়িয়ে সব দেখে এলেম, সে সব অতি ভয়ানক ব্যাপার! কত্ত বোল্‌বো, তারাসুন্দরীর পোড়া কপাল, তা না হোলে অমন স্বোয়ামী পরিত্যাগ কোরে ভাইকে বিবাহ কোল্লে, তার কপালে আগুণ—মাগো! সুধু ভাই নয়, আবার হরেন্ বাবু!!

আমি অবাক হোয়ে রইলেম; সময় নষ্ট হয় দেখে রাজকুমারীর লীলা দেখ্‌তে পদ্মর মা আমার দূতী হইল। দত্ত বাটীর লীলা খেলা অতি অদ্ভুত—যে কারখানা দেখি, সমস্তই অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়; এক দিকে রাহু—আর এক দিকে চন্দ্র—এক দিকে তরুণ তপন—আর এক দিকে নব জলধর;—যা দেখি, তাহাই অতি অপূর্ব্ব ও অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। তারাসুন্দরীর কথা জানিতে আমার কৌতূহল জন্মিল, আমি শুনিয়া সুস্থ হইতে পারিব ভাবিলাম,-তাহা ভাবিতে ভাবিতে হর বাবুর কথা মনে পড়িল, তাহাও ক্ষণেক ভাবিলাম, তাহাও অতি অস্বাভাবিক—কল্‌কেতাতে যা দেখি, সমস্তই অস্বাভাবিক কি না—তাহা ভাবিতে সময় পাইলাম না। কি করি রহস্যে উন্মত্ত হইয়া রহস্য দর্শনার্থে অকুল সাগরে ঝাঁপ দিলাম।

——00——

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভস্মাবৃত অগ্নি !!

একে ঘোর তমসাচ্ছন্না নিশা, দিগ্দেশ তমসাবৃতা করিয়া রাখিয়াছে; তায় আবার বৃষ্টি ও শীতে শরীরকে পরিকম্পিত করিতেছে—কি করি যেমন ধন আশায় লুব্ধ চোর, জীবনের মায়াকে সামান্য জ্ঞান করিয়া যথা তথা যাইতে পরাঙ্মুখ হয় না, তদ্রূপ আমি হরনাথ বাবুর কল্পনা—অর্থাৎ ভস্মাবৃত অগ্নি দেখিতে সোৎসুক হইয়া গুপ্তবেশে চলিলাম। অগ্রে২ পদ্মর মা চলিল, আমি তাহার পশ্চাৎ২ চলিলাম, ভয়ানক অন্ধকার, কি করি ত্রিতলের সিঁড়ির নিকটে গেলেম, তদ্দ্বারা উপরে উঠিলাম, উপরে উঠিয়া যেমন ঠাকুর ঘরের সম্মুখে যাইব, অমনি কাহার কণ্ঠধ্বনি আমার শ্রবণগোচর হইল, ভাবিলাম এই খানেই হরনাথ বাবু আছেন! তথায় দাঁড়াইলাম, পদ্মর মা তদ্দেশে যাইল; আমি পদ্মর মাকে বিশেষ বিবরণ জানিয়া আসিতে বলিয়া তথায় উপবেশন করিলাম; পদ্মর মা তদুদ্দেশে যাইল। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম প্রকৃতি নব ভাবে—হাসিতেছেন; সে ঝড় কোথায় যাইল, সে জল কোথায় যাইল; ভয়ানক শীত আসিয়া শরীরকে কাতর করিল, তথাপি উপস্থিত রহস্য দেখিতে বিমুখ হইতে পারিলাম না, এক দিকে কতকগুলি তারা দেখা দিল, মেঘগুলি একে একে সেই দিক দিয়া অন্য দিকে যাইতে লাগিল, অতি রমণীয় বলিয়া বোধ হইল, নানা বিষয় ভাবিতেছি এমন সময়ে পদ্মর মা চুপি চুপি আসিয়া আমাকে বলিল:—

"এস্থান নিরাপদ নহে, চল সিঁড়ি দিয়ে ঠাকুর ঘরের ছাদে উঠি; ছাদের উপর হইতে বেশ দেখা যাইবে।" আস্তে আস্তে ছাদে উঠিলাম, ছাদের পূর্ব্ব কোণে যাইয়া যাহা দেখিলাম—তাহা অতি অপূর্ব্ব!! সৌদামিনী বেশে রাজকুমারী সেই গৃহের জানালায় দণ্ডায়মানা, কাতর ভাবে হরনাথ বাবু জানালার বাহির দিকে দণ্ডায়মান।



সরলতার আলিঙ্গন।

উভয়ের দাঁড়াইবার ভাব দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম, সে ভাবের উপমা এ জগতে কি আছে তা দিব; চোর যেমন চৌর্য্যাপরাধে বিচার-পতির সম্মুখে করযোড়ে প্রাণের প্রত্যাশায় সকাতরে দণ্ডায়মান থাকে, তদ্রূপ কামুক চূড়ামণি হরনাথ বাবু রাজকুমারীর প্রণয় চুরি করিতে গিয়া প্রণয়ের বদলে বিষ খাইয়া জর্জ্জরীভূত হওতঃ রাজকুমারীকে প্রসন্ন করিবার কারণ নিজের অপরাধের মার্জ্জনা চাহিতেছেন, রাজকুমারী

বড় সামান্য স্ত্রীলোক নয়; যেমন কুহক দ্বারা নানা কৌশলে বশীভূত করিয়া যাদুকরেরা হিংস্র ভল্লুকের নাসিকায় দড়ি বাঁধিয়া লোকের উপহাস স্থল করিয়া রাখে, তদ্রূপ রাজকুমারী স্ত্রী স্বভাবসুলভ কৌশলে, স্বীয় বেশ-ভূষা, অঙ্গভঙ্গী, নয়ন-কটাক্ষ প্রভৃতি মহা মহা দৃঢ় রজ্জু র দ্বারা মহাকৌশলে ভল্লুকের অপেক্ষাও সমাজে হাস্যাস্পদ করাইবার কারণ হরনাথ বাবুর হৃদয় বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এ জীবনে হরনাথের আর অন্য উপায় নাই!! সহ কাতরতায় হরনাথ বাবু চুপি চুপি কি কথা বলিলেন, রাজকুমারী মহা চাতুরীতে হরনাথ বাবুকে ভুলাইবার কারণ মুখে অঞ্চল ঢাকিয়া সোহাগের সহিত মৃদু ক্রন্দন করিতে লাগিল, আমার পক্ষে সমস্তই বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল—কি ভয়ানক কৌশল; প্রণয়িনীর ক্লেশ দেখিয়া প্রণয়ী কাঁদিতে যাইলেন, কাঁদিবার পূর্ব্বে হরনাথ বাবু বলিলেন :—

লের

"রাজু! রাজু! আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব! আমাকে মাপ কর; ঠাকুর আমার জীবন, তুমিই আমার নয়ন, তুমি যদি আমার হৃদয়ে । হইল, করো, তাহা হইলে আমি জীবনশূন্য হইয়া মৃতপ্রায় হই,—য পদা আমার সম্মুখে না থাকো, তাহা হইলে আমি দৃষ্টিশূন্য হইয়া চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখি, রাজু! আজ আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর!"

রাজকুমারী দেখিল, তাহার পিঞ্জরে শুক প্রবেশ করিয়াছে, যখন প্রবেশ করিয়াছে; তখন সে পিঞ্জরের দ্বার অবরোধ করিতে ছাড়িবে কেন? সে পিঞ্জরের দ্বার অবরোধ করিবে বলিয়া চেষ্টা করিতে গিয়া—বলিল :—

"আমার—এ জীবনে প্রয়োজন কি! লোকে বলে আগে মান পরে প্রাণ; আমার মানই যদি গেল তবে প্রাণে কি প্রয়োজন!! এই বলিয়া যুবতী কটীদেশ হইতে একখানি ছুরিকা বাহির করিয়া হরনাথ বাবুকে দেখাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল :—

"দেখো! তোমার সঙ্গে মিসে আমি আমার স্বর্গের দ্বারে কাঁটা দিলেম, একটু মান ছিল সে টুকুও গেল, তবে আর এ প্রাণ রেখে আমার প্রয়োজন কি? আমি এখুনি তোমার সম্মুখে এই ছুরি বুকে মেরে—মোরবো, তাতে যদি কেহ বাধা দেয়, তা হোলে একা গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপ দোবো—আর কি—

আর আমার জীবনে প্রয়োজন নাই! তারাসুন্দরী! তোমার এখন অন্ত-রের অন্তর হোয়েচে; তারাসুন্দরীর মান তোমার পক্ষে গুরুতর হইয়া উঠি-য়াছে; তারাসুন্দরীকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি কি না কোচ্চো; স্বচ্ছন্দে ভ্রূণ হত্যা কোত্তে উদ্যত হোয়েচো—আহা তার স্বামীকে প্রাণে নষ্ট কোত্তে উদ্যত হোয়েচো—বাকি কি রেখেচো!! তা বেশ! তারাসুন্দরী যুবতী। সুন্দরী!! তোমার হৃদয়ে বিরাজিত থেকে তোমাকে শীতল করুক; জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুণ, কিন্তু:——"

'কিন্তু' বলিতে বলিতে যুবতীর অধর কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষের জল গণ্ড-দেশে গড়িয়া পড়িল; কামিনী বদনে অঞ্চল ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল:——

"কিন্তু আমি হতভাগী—যদি হতভাগীই না হইব—তবে কেন তোমার লম্পটের সহিত প্রণয়াবদ্ধ হইয়া সোণার স্বামীকে ভুলিয়া যাইব, ামাকে কি না করিলে, তোমার অন্তে নরক হইবে, আমি—আমি আমিও ধর্ম্মে রতা হইয়া থাকি, তাহা হইলে অন্তে তুমি মহাপীড়নে—হা যাতনায় পুড়িয়া মরিবে—আমি—আমি—আমাকে যখন নরকে যাতনা দিবে—তখন—আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব—আমি ঠকিয়াছি! আমি ঠকিয়াছি—আমি কপটের প্রলোভনে ঠকিয়াছি—যদি না ঠকিব—তাহা হইলে আমার এমন দশা হইবে কেন? আর না—আর না—আর তুমি আমার সহিত কথা কহিও না, আমি তোমার কথা শুনিতে ইচ্ছা করি না, কাল আর এ মুখ এ জগতে কাহাকেও দেখাইব না!!——"

এই বলিয়া রাজকুমারী অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কপালে করাঘাৎ করত ভুতলে বসিয়া পড়িল:—হরনাথ বাবুর চৈতন্য হইল:—তিনি রাজকুমারীর এ অবস্থা দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না; করযোড়ে স্তুতি করিতে লাগিলেন:——

রাজকুমারী দেখিল তাহার অভিষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে; সে উঠিল, উঠিয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল, সুকোমল কমনীয় ভাবে হরনাথ বাবুর নিকটে আসিয়া বলিল:—

"আমার মান রাখ্‌বে!!"

এই কয়েকটী কথা বলিতে বলিতে তাহার নয়নের দীপ্তি হরনাথ বাবুর উপরে পতিত হইল, হরনাথ বাবু অগ্নি সম দীপ্তিতে অন্ধ হইয়া রাজকুমারীর হস্ত স্বীয় বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক সকাতরে বলিলেন :—

"রাজকুমারি! হৃদয়েশ্বরি!! তোমার মান আমি রক্ষা কোর্‌বো না—অবশ্য কোর্‌বো; বল—কেন আর—কাঁদো।" রাজকুমারী দেখিল যে তাহার অভিষ্ট সুসিদ্ধ হইল, তখন সে লজ্জাবনত ভাবে আড়ে আড়ে হরনাথ বাবুর উপরে চাহিতে চাহিতে অশ্রুভরে কণ্ঠকে ভারি করিয়া বলিল :—

"তবে সুরেন্দ্র রক্ষা পাইবে; সামান্য বয়স, না জেনে শুনে একটা কাজ কোরেচে তার আর কি হবে :—সুরেন্দ্রের মোকদ্দমা কবে?"

হর। পরশু।

রাজ। দেখো! আরো আমার অনেক কথা আছে—তুমি বৈঠক-খানায় শোওগে, আমি এ সুসংবাদ বড় দিদিকে বোলে তাঁকে সুস্থ কোরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ কোচ্চি।

রাজকুমারী এই কথা বলিয়া তাহার মানের অভিনয় সমাপ্ত করিয়া হরনাথ বাবুর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক চুপি চুপি এক পা এক পা করি নিম্নে নামিল।

আমরা উপস্থিত রহস্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া, তাহাদের অদর্শনে ছাদ হইতে নামিয়া আসিলাম, পদ্মর মা অন্দরে গেল, আমি আস্তে আস্তে বাসায় গেলেম।

—০—

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কুহকী—কল্পনা!—মরীচিকা!!

ঊষা হাসি হাসি মুখে পৃথিবীকে নানা আমোদে প্রমত্ত করিয়া সৌদামিনী বেগে প্রস্থান করিলেন; পূর্ব্বদিকে সুবর্ণ-কিরণে রঞ্জিত হইয়া সূর্য্যদেব জগতকে সুন্দর করিবার মানসে পূর্ব্ব গগণে আরোহণ করিলেন; জগতের সকলেই জাগরিত হইল! আমি রাত্রের রহস্য দর্শনান্তে শেষ রাত্রে শুইয়াছিলাম, ঘুম যেন চক্ষে জড়া উঠিয়া নানা কাজে ব্যস্ত হইল, আমি শয্যা হইতেএমন সময়ে এক রিলাম না, শরীরে আলস্যের ।ব হওয়াতে কোন বিষয় ভাকে লাগিল না, প্রভাতের উদয়ে একটু আসিল—মনের সুখে নিদ্রা যাইলাম, কতক্ষণ বাদে আমার সুখের নি ভাঙ্গাইবার কারণ কে দ্বারে করাঘাত করিল, শরীর এত দূর আলস্যে আবৃত ছিল যে দ্বারের করাঘাতের প্রতি কর্ণপাতও না করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলাম, করাঘাতকারী প্রথমে মৃদু মৃদু আঘাত করিতেছিল ক্রমে আমার সাড়া না পাইয়া দ্রুত আঘাত করিতে লাগিল; মনে মনে ভয়ানক বিরক্তি হইল, বহু কষ্টে চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া দেখিলাম, গম্ভীর মূর্ত্তিতে হরনাথ বাবু আসিয়াছেন।

হরনাথ বাবুকে দেখিয়া আমার ভক্তি হইল না; কিন্তু কি করি সহমান্যে হরনাথ বাবুকে অভ্যর্থনা করিলাম, হরনাথ বাবু আমার হস্ত ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন; আমি তাহার ভাব ভঙ্গীতে ভীত হইলাম; তিনি আমার তক্তায় উপবেশন কোরে বোল্লেন "তিনু! তোমায় একটী মহৎ কার্য্য কোত্তে হবে। আজ আবার তোমাকে অবতার বাবুর বাটীতে যেতে হবে। তুমি মুক্তারাম বাবুর সহিত অবতার বাবুর কি প্রকার ব্যবহার চলিতেছে তাহা জানিবে, অনঙ্গমোহিনীর মন জানিবে, আর সুরেন্দ্র কি ভাবে খত লিখিয়া তাঁহার নিকট হইতে টাকা ধার করিয়াছিল তাহাও জানিবে; আজ

রাত্রে আসিতে পার ভালোই; কাল সুরেন্দ্রের মোকদ্দমা; রাজকুমারীর বিশেষ অনুরোধ, যে—যাহাতে কোরে হোক সুরেন্দ্রকে বাঁচাইতে হইবে, সুরেন্দ্রকে বাঁচাইতে হইলে মুক্তারাম বাবুর আর অনঙ্গমোহিনীর সাহায্যের আবশ্যক, অতএব তুমি ত্বরায়—যাহা বলিলাম তাহা সম্পাদন করিয়া আইস, আমি বিমলার খুন যাহাতে মিথ্যা হয়, তাহার চেষ্টা করি গে! দেখো তিনু! তুমি আমার অন্তরের অন্তর—তাই মনের কথা খুলে বোল্লেম; দেখো প্রকাশ যেন না হয়, মহা বিপদ—কি হবে!! যদি পরমেশ্বর দিন দেন, যদি মুক্তারাম বাবুকে আমি হাতে পাই—যদি অনঙ্গমোহিনী একটু অনুগ্রহ করে—আর ছোট বৌয়ের ভ্রাতার দেখা পাই—তা হোলে দেখো, যেমন জব্দ কোত্তে হয় তা কোরবোই; এক লোকের মনের দুঃখে কত কাল সুখে বাস কোরবে। উঃ! সমস্ত ভাব্‌লে কি হয়—পাগল হোয়ে যেতে হয়—সর্ব্ব হাদেব—পাপিষ্ঠ মহা[illegible] বাবারে!! বিমলার খুন লুকোতে মাকে কত টাকা খরচ হবে, যাহা হোক এখন সুরেন্দ্রকে বাঁচাইতে পাল্লেই হয়!! দেখো যাও!! দেখো আমি যা যা বোল্লেম তা সম্পাদন কোত্তে তুমি যে[illegible] না!! আমি যাই।——

এই কথা বোলে হরনাথ বাবু প্রস্থান কোল্লেন! আমি মেঘ না ডাকতে জল পেলেম; অনঙ্গমোহিনীর কাছে যা যা অঙ্গীকার কোরেছিলেম, সে সমস্ত মনে হোলো, মনে মনে খুসী হোলেম, মুক্তারাম বাবুকে জানিতেও আমার বাকী ছিল না, আমি অনঙ্গমোহিনীর মনের কথাও পূর্ব্বে জানিতাম, হরনাথ বাবু যাহা যাহা বলিলেন, সে সমস্ত আমার মনে আনন্দ প্রদান করিল; বিশেষতঃ হরনাথ বাবুর কথা সম্পাদিত করিতে পারিব ভাবিয়া আরো আহ্লাদিত হইলাম। কি করি, হঠাৎ মনে অনঙ্গমোহিনীর প্রকৃতি উদয় হইল, অনঙ্গমোহিনীকে দেখিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইল:—সমস্ত কার্য্য ফেলিয়া দ্বারে চাবি আবদ্ধ করণান্তর শীতবস্ত্রে শরীর আচ্ছাদিত করিয়া কাহাকে কিছু না বলিয়া বাহিরে আসিলাম, রাস্তায় পা দিয়াছি, এমন সময়ে পদ্মর মা দৌড়াইয়া আমার নিকটে আসিয়া একখানি পত্র ও দুইটী

টাকা দিল, কোন কথা বলিল না, আমি কারণ জানিতে না পারিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে তথা হইতে পশ্চাতে না ফিরিয়া বরাবর পূর্ব্বাভিমুখে অবতার বাবুর বাটীতে প্রবেশ করিলাম, যখন অবতার বাবুর বাটীতে প্রবেশ করি, তখন তাহাদের বাটীর ঘড়িতে ১০টা বাজিল, আমি আস্তে আস্তে উপরে উঠিলাম, দরোয়ান বেটা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে উঠিল; তাহার ইচ্ছা—যে কিছু বলে, আমি উপরে উঠিলে সে আমাকে নমস্কার পূর্ব্বক কহিল;—

"দিদি বাবুকে খবর দিব?"

আমি ভাবিলাম, বোধ হয় অনঙ্গ ইহাকে আমি আসিলে আমার আগমন বার্ত্তা তাহাকে দিতে বলিয়াছে ভাবিয়া তাহাকে বলিলাম:—

"দাও—না।"

য়া গেল, এমন সময়ে একখানি গাড়ি আসিয়া আমাদের অবতার বাবু হাস্তে হাস্তে উপরে আসিলেন, আমাকে পরম পুলকিতচিত্তে আমার হাত ধরিয়া নিজের বৈঠকখানায় লন, একে একে পোষাক ছাড়িতে ছাড়িতে আমাকে বলিলেন:—

"তিমু! বড় মজা হোয়েচে, সরলতা আমার হৃদয়ে বিরাজিতা হোয়েচে—সে খবর তুমি জানো কি? সে মুক্তারামের সংসারে না থাকিয়া আমার সহিত স্বাধীন ভাবে থাকিবার কল্পনা করিয়াছে, সেই সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিবার কারণ আমার এতো বেলা হোলো, ভয়ানক আমোদের কথা, আমার ক্ষমতা কত! আমি এক চক্ষের কটাক্ষে সমস্ত বিশ্ব সংহার কোত্তে পারি। তুমি জানো আমি কে, আমি যে ভয়ানক কার্য্য করিয়াছি, তাহা অতি চমৎকার ব্যাপার! ছোট বৌ! ছোট বৌ! তার আজ সর্ব্বনাশ হবে, হয় সে আমার বক্ষে বিরাজিত হবে—না হয় কালের করাল কবলে পতিত হবে, আমি—আমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছি, তাহাতে সহসা অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হইলেও আর—আর আমি ফিরব না, তুমি জানো, আর কি বোল্‌বো!! আজ আমার হৃদয়ে সুখের সঞ্চার উথলিয়া উঠিতেছে—সরলতা আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা হইবে, তাহার উপরে ছোট বৌ—সুন্দরী মূর্ত্তিমতী ছোট বৌ—

ও:—কি—আমাকে—আমাকে কে ভুলিতে পারে—সুন্দরী মূর্তিমতী ছোট বৌ! তুমি আমার বৈঠকখানা সাজাও, আমার চিরকালের আশা আজ সফল হইয়াছে, বলিয়া—বৈঠখানায় নাচ গাওনা হইবে, প্যারীমোহন দেব প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণকে আমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছি, সকলে রাত্রে এখানে আমোদ করিবে, মুক্তারামের সর্ব্বনাশ করিবার কারণ—তাহার মহামান্য—জন সমাজে অপদস্থ করিবার কারণ সরলতাকে অন্যান্য নৃত্যকীর সহিত মুক্তারামের সম্মুখে নাচাইব। সকলেই মজা দেখবে—সরলতা বিদ্যুৎলতা ভাবে আমার ন্যায় নব নীরদের আলিঙ্গনীয় হবে, মুক্তারামের বড় মাথা ছোট হবে; সরলতা লুকাইয়া আমার সহিত স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইলে মুক্তারাম তাহাকে ঘরে লইয়া যাইতে পারিত—তাহা হইলে আমার সরলতা অন্যের হইত, আমি তা কোন মতে দেখিতে পারিব না, সরলতার রূপে আমি অতিশয় বিমুগ্ধ

সরলতাকে আজীবন নির্ব্বিঘ্নে বক্ষে অঙ্কিত রাখিতে পাইব

কৌশল স্থির করিয়াছি। এক ঢিলে দুইটী পক্ষী মারিব;

মুক্তারামকে অপদস্থ করা, আর এক উদ্দেশ্য সরলতা আমারি

আমি চোল্লেম আজ দেকো মহা ব্যাপার।

আমি অবতার বাবুর প্রত্যেক কথা শুনিয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলাম; অবতার বাবু চলিয়া গেল, দেখিতে২ বেলা টুকুও গেল, সূর্য্যদেব বিশ্বকে অনন্ত তিমির সাগরে ডুবাইবার কারণ রজনীকে পাঠাইয়া দিলেন, রজনী ঘোরা মূর্ত্তিমতী হইয়া পৃথিবীকে অন্ধকারময় করিয়া তুলিল। এ দিকে মুক্তারাম বাবু গাড়ি করিয়া অবতার বাবুর নিমন্ত্রণ মতে ও অনঙ্গমোহিনীকে দেখিয়া সুস্থ হইবেন বলিয়া, আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সে সংবাদ অনঙ্গমোহিনীর নিকট পহুঁছাইল, অনঙ্গমোহিনী এক খানি পত্র লিখিয়া যশোদার হস্তে পাঠাইয়া দিল, আমি মুক্তারাম বাবুর নিকটে বসিয়াছিলাম, কাণ্ড কারখানা ভাল করিয়া জানিতে পারিলাম না, জানিতে উৎসুকী হইলাম, যশোদা মুক্তারাম বাবুর হস্তে এক খানি পত্র দিয়া আর এক খানি পত্র আমার হস্তে দিল, আমি সেই পত্র খানি পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করিতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম; মুক্তারাম বাবু পত্র পাঠ করিয়া হাসিতে২ বৈঠক-

থানা হইতে যশোদার সহিত বাহিরে যাইলেন ; যশোদা তাঁহাকে আড়ালে লইয়া কি বলিল ;—সেই কথা শুনিয়া তাঁহার মুখে হাসি বিদ্যুতের ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিল ;—তিনি একবার মাথা চুলকাইয়া কি ভাবিলেন ;—পরক্ষণেই যশোদার কথায় সম্মতি দিয়ে বোল্লেন :——

" সেখানে আর কোন ভয় নাই !।"

যশোদা দেখিল তাঁহার কৌশল সুসিদ্ধ হইবার পথ হইয়াছে] তখন সে হাসিয়া বলিল :——

" মহাশয় ! সেখানে যদি ভয়ই থাকবে দিদি ঠাকুরুণ আপনাকে ডাক্বেন কেন, তিনি কি—না বুঝে আপনাকে ডেকেচেন, হয় চলুন না হয় মশাই আমি তাঁকে বলিগে যে মুক্তারাম বাবু এলেন না ; আচ্ছা মশাই তিনি আপনাকে দেখবেন বলে পাগল—কই আপনিতো তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করেন না। তবে বুঝি আপনি তাঁকে ভাল বাসেন না। "

যশোদার মুখে পূর্ব্বোক্ত কথা শুনিয়া মুক্তারাম বাবু পরমাহ্লাদে বলিলেন :——

" যশোদা চল—আমাকে নিয়ে চল, যেখানে অনঙ্গ আছে সেইখানে আমাকে নিয়ে চল ; অনঙ্গ যে আমাকে কি বুদ্ধিতে মুগ্ধ করিয়াছে—আমি অনঙ্গ না হোলে থাকতে পারি না। "

যশোদা দূতী হইল ;—মুক্তারাম বাবু প্রণয়িনী দেখিতে ধর্ম্মাধর্ম্মে অন্ধ হইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন, আমিও অবসর পেয়ে নূতন রহস্য দেখিব বলিয়া অনঙ্গমোহিনী যে পত্র দিয়াছিল তাহা পুনরায় পাঠ করিলাম, পাঠ করিয়া জানিলাম অনঙ্গ যে উপায়ে ছোট কাকীকে উদ্ধার করিবে জীবনের—পরিণাম করিবে ; আজ সেই উপায়ের বীজ বপিত হইবে। অনঙ্গ এক দিন বলিয়াছিল কণ্টকের দ্বারা কণ্টককে উদ্ধার করিয়া উভয় কণ্টককে দূরে নিক্ষেপ করিবে ; বোধ হয় এই মুক্তারামের সাহায্যে অবতার রূপ কণ্টক উদ্ধার করিয়া ছোট কাকীকে রক্ষা করতঃ অবতার ও মুক্তারাম উভয়কে ত্যাগ করিয়া আপনার মনোভিষ্ট সুসিদ্ধ করিবে, যাহা হউক ; কি ভয়ানক কল্পনা। মুক্তারাম ও অবতার উভয়েই ভয়ানক লোক, উহাদের মধ্যে কাহারো অবস্থা সামান্য নয়, অনঙ্গ একা স্ত্রী লোক—!

কি প্রকারে এই ভয়ানক ব্যাপার সুসিদ্ধ করিবে আমি পত্রের মর্ম্ম বুঝিয়াছিলাম যে ভবিষ্যৎ রহস্য—যেখানে সুরেন্দ্র ও অনঙ্গের মিলন হইয়াছিল অবতার বাবুর অন্দরের সেই বাগানে অনঙ্গ ও মুক্তারামের মিলন হইবে॥ আমি পরম কৌতুহলে যে ঘরে আমার বাসা ছিল সেই ঘরের যে জানালায় বসিয়া সুরেন্দ্রকে দেখিতাম, সেই জানালায় গিয়া অনঙ্গ ও মুক্তারামের অভিনয় দেখিতে চলিলাম।

——oo——

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অমৃতে—গরল।

পূর্ণ নবমীর শশী হাসিতে হাসিতে গগণে স্বর্ণ বর্ণে দেখা দিলেন; তাঁহার নবীন ভাব দেখে কুমুদিনী আগে বাসর সাজিয়েছিলেন, চন্দ্রকে দেখিয়া তিনি মনের সুখে হাসিতে বসিলেন; যাহার হাসি আসা উচিত সে কাঁদিবে কেন, সেও প্রাণ ভোরে হাস্‌তে লাগিলো; দুঃখের মধ্যে আমিই ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। জানালায় বোসে যেমন বাগানের দিকে চাহিলাম অমনি কি দেখিলাম তাহা স্থির করিতে পারিলাম না, যাহা দেখিলাম, তাহা কি সান্ধ্য গগণের একটী তারা, তাহা কি হেমন্তের প্রভাত শশী; তাহা কি নবীন মেঘের কোলে সৌদামিনী!! প্রথমে স্থির করিতে পারিলাম না পরে দেখিলাম জানালার সম্মুখে সুসজ্জিত একটী পুষ্প কুঞ্জ ছিল তাহার এক পার্শ্বে অনঙ্গ—মোহিনী২বশে মুক্তারামকে মোহিত করিবার কারণ প্রভান্বিতা হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন!!

কল্পনে! তোমার কি অনন্ত শক্তি!! জগদীশ্বর তোমায় কি ক্ষমতাই প্রদান করিয়া জগতের চিরানন্দময়ী করিয়াছেন, তোমার সেই অনন্ত

অমেয় শক্তিকে আমি কোটী কোটী প্রণাম করিয়া আজ অনঙ্গমোহিনীকে যে বেশে দেখলেম তাহা কল্পনায়—বর্ণন করি!——

অনঙ্গমোহিনীর—কেশদাম ভ্রমর দামকে গঞ্জনা প্রদান করিয়া ময়ূরের পুচ্ছকে আদর্শ করতঃ সমুদ্রের নির্ব্বাত ঊর্ম্মির ন্যায় থরে থরে উন্নিম্ন হইয়া; পদতল চুম্বন করণার্থে অধোমুখী হইয়া নিতম্বদেশ অবধি পহুঁছিয়াছে—মস্তকের মধ্যস্থলে সিঁতি যেন ঘোর ঘন সমাচ্ছন্ন আকাশে স্থির সৌদামিনী শোভা পাইতেছে:—কপোল খানি যেন শরতের সপ্তমীর শশী প্রভাতে হীনপ্রভ হইয়া আকাশে লীনা রহিয়াছে;—বদন শ্রী কবির কল্পনায় বর্ণনা করিতে হইলে যত দূর বর্ণনা করা যায় তাহা অবাচ্য; অতএব এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে দুগ্ধের সহিত কুঙ্কুম মিশাইলে যেমন সুন্দর গোলাপী বর্ণের উৎপত্তি হয়, সেই বর্ণ মণ্ডিত এক খানি পূর্ণ কোমলতা ও সরলতা ব্যঞ্জক নাসিকা সরল; অধরোষ্ঠ যেন অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত কমল প্রসুন; গ্রীবাদেশ যেন চারু চিত্রকর কর্ত্তৃক কম্বুরেখায় মণ্ডিত। হস্ত যুগল যে ভাবে স্কন্ধ দেশ হইতে শোভিত হইয়াছে, তাহার উপমা আর কি দিব; মহাকবিদিগের কল্পনায় মহাদেবের স্কন্ধ হইতে কৃষ্ণসর্প যেমন প্রশান্ত ভাবে নিম্নভাগে মুখ রাখিয়া স্বকীয় চক্র প্রকাশ করতঃ লম্বমান থাকে, তদ্রূপ অনঙ্গমোহিনীর স্কন্ধদ্বয় হইতে হস্তদ্বয় সরল ভাবে, কোমলতাময় হইয়া নিম্নদেশে বিরাজিত; বক্ষ বিশাল, তদুপরি প্রভাতের প্রস্ফুটিতোন্মুখী কমল কলিকার ন্যায় যুগল কুচ; কটীদেশ হরিণীর আদর্শ; যাহা হউক অনঙ্গমোহিনী যে—মোহিনী মূর্ত্তিতে দুর্দ্দান্ত মুক্তরাম ও অবতারকে নষ্ট করিতে পারিবে তাহা তাহার বেশ, ভূষা ও শরীরের গঠন দেখিয়া স্থির করিলাম।

এই ব্যাপার দেখিতে দেখিতে অনঙ্গমোহিনীর অঙ্গভঙ্গীর উপরে আমার নজর পড়িল; অনঙ্গমোহিনী একটী প্রজাপতি রাত্রে উড়িতে না পারিয়া বসিয়া ছিল, তাহাকে হাতে করিয়া ধরিল, সে ছট্ ফট্ করিতে লাগিল; অনঙ্গ যতনে তাহাকে নিকুঞ্জের একটী পাতায় বসাইয়া ধরিয়া রহিল, মনের ভাব কি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; বোধ হইল সে মুক্তারামকেও ঐ ভাবে ধরিবে, তাহার পরীক্ষা করিয়া লইল। অনঙ্গ

একবার একবার অন্দরের দিকে যাইতে লাগিল; তাহার চাউনিতে বোধ হইল সে মুক্তারামের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

চাতকে মেঘ না ডাকিতে ডাকিতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িল; যশোদা দূতী প্রকাশ হইল, যশোদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাসিতে হাসিতে মুক্তারাম বাবু আপনার পায়ে আপনি কুড়ালি মারিতে তথায় প্রবেশ করিলেন।

নবমীর শশী হাসিতে হাসিতে স্মিতকরে মুক্তারামের মস্তকে অমৃত সিঞ্চন করিতে লাগিলেন; অনঙ্গমোহিনী মুক্তারামকে আসিতে দেখিয়া প্রথমে সরিয়া এক জায়গায় বসিল, বসিয়া চক্ষে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিল; আমি মহা বিস্ময়ে পতিত হইলাম, এই অনঙ্গমোহিনী হাসিতে ছিল, ইত্তিমধ্যে আবার কি হইল, কেন কাঁদিল, অতি বিস্ময়জনক ব্যাপার!! যশোদা মুক্তারামকে অনঙ্গ দেখাইয়া প্রস্থান করিল, মুক্তারাম, অনঙ্গ বাণে জর্জ্জরিত হইয়া অনঙ্গমোহিনীকে ধরিতে গিয়া দেখিলেন অনঙ্গ অতল সলিলে; তিনি অনঙ্গের এ ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন, এমন কি সেই কৌশলে সেই উদ্যানস্থ প্রতি বৃক্ষের পাতা নিস্কম্পিত হইয়া রহিল, আকাশের—চন্দ্র নক্ষত্র স্তিমিত হইয়া আসিল; জোনাকী পোকা অবধি নিজের আলো শরীরে রাখিল; কতক্ষণ পরে মুক্তারাম বাবু অনঙ্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—

"অনঙ্গ মোহিনী—আমিই সাধ কোরে তোমার কাকাকে জানিয়ে তোমাকে অনঙ্গ সুন্দরী বোলে ডাকৃতেম, তুমি সেই অনঙ্গ হোয়ে আজ কেন ধুলায়—লুণ্ঠিত হোচ্চো; এ অবস্থা কি আমার হৃদয়ে সহ্য হয়!! ওঠো অনঙ্গ!! ওঠো!! আর না—বলো তোমার কি হোয়েচে বল; আমি তোমার দুঃখে কাতর—তোমার সুখে সুখী!!"

অনঙ্গমোহিনী চক্ষের আবরণ খুলিল, খুলিয়া সেই ঘাসের উপরে তাঁহাকে বসিতে বলিল; মুক্তারাম অনঙ্গমোহিনীর দক্ষিণে বসিয়া স্বীয় জীবনকে পবিত্র মনে করিলেন। অনঙ্গমোহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার ক্রোড়ে শয়ন করিল; মুক্তারাম বাবু সম্মুখে—ক্রোড়ে—বিদ্যুৎ খেলিতেছে দেখিয়া, ইচ্ছা করিলেন যে তিনি এ বিদ্যুতাগ্নির পাশে মেঘ হইবেন, কিন্তু তেজে

তাহা হইতে পারিলেন না; কতক্ষণ পরে স্বীয় মতি স্থির করিয়া অনঙ্গ মোহিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

"অনঙ্গ! আর কেন যাতনা দাও, বল—তোমার কি মনোভিলাষ প্রকাশ কোরে বল।"

"ছোট কাকীকে কাকা বুকে ছুরি মেরে, মেরে ফেল্‌বে, ছোট কাকী আমাকে ভাল বাসিত সেই দুঃখে কাঁদচি; তোমার ন্যায় মহালোকের সহিত আলাপ কোরে যদি একটু উপকার কোত্তে না পাল্লেম, তবে আর আমার বেঁচে সুখ কি? দেখো তুমি যদি আমার ছোট কাকীকে না বাঁচাতে পারো তা হোলে আমি কাল গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মোরবো। বল তুমি আমার মান রক্ষা কোরবে।

এই কথা বলিয়া অনঙ্গমোহিনী মুক্তারামের বক্ষে মুখ লুকাইয়া অনঙ্গ বাণ মুক্তারামের বক্ষে প্রবেশ করাইয়া দিল, মুক্তারাম বাবু অনঙ্গমোহিনীর অনঙ্গ বাণে জর্জ্জরীভূত হইয়া বলিলেন :—

"অনঙ্গ! তোমার মান আমি রক্ষা কোরবো, তুমি দেখো, তোমার মান রক্ষা কোত্তে গিয়ে যদি অবতারের কি নিজের জীবনও নষ্ট কোত্তে হয় তাহাও করিব—ইহা আমার প্রতিজ্ঞা।" এই কথা বলিয়া মুক্তারাম বাবু অনঙ্গমোহিনীর চিবুকে হাত দিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। অনঙ্গমোহিনী স্বীয়া বুদ্ধিপ্রভাবে মুক্তারামকে মোহিত করিয়া বলিল :—

"দেখো মুক্তারাম বাবু! আমি লোকের মুখে শুনিলাম, তোমার আমার ভালবাসা কাকা টের পেয়েচেন, তিনি তাই টের পেয়ে তোমাকে আমাকে অপমান কোরবেন বোলে চেষ্টা কোচ্চেন; এখানে অধিক ক্ষণ থাকা ভালো নয়, এতক্ষণ বোধ হয় নাচ গাওনা আরম্ভ হোয়েচে; আজকের রাত যদি ভালোয় ভালোয় যায়, তা হোলে তুমি দেখো, কাল আমি তোমার সাহায্যে ছোট কাকীকে উদ্ধার কোরে তোমাকে নিয়ে এ বাটী ত্যাগ কোরে অন্যত্র যাইব,—এতে তুমি কি বল?"

অনঙ্গমোহিনী মন বুঝিল, মুক্তারাম বাবু তাহা না বুঝিতে পারিয়া মনে মনে ভাবিল, অনঙ্গ তাঁহার হইয়াছে, তিনি বলিলেন :—

"অনঙ্গ! তুমি আমার সঙ্গে যদি যাও, আর এ কথা যদি

সত্য কর, তাহা হইলে তোমাকে আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতী করিয়া আমার হৃদয় হইতে কখন ভুমে নামাইব না। তুমি কি সত্য যাবে?”

অন। যাবো।

মুক্তা। আমার বিশ্বাস হয় না।

অন। কিসে বিশ্বাস হবে!

মুক্তা। আমার গায়ে হাত দিয়ে বল।

অনঙ্গ তাহাই করিল, মুক্তারামের বিশ্বাস হইল, মুক্তারাম অনঙ্গের হাত ধরিয়া স্বীয় বক্ষে ধারণ করিতে যাইলেন, যখন যাইলেন' তখন অনঙ্গ উপযুক্ত সময় বুঝিয়া বলিল:—

“যাইবার পূর্ব্বে আমার একটী অনুরোধ আছে, তাহা তুমি সম্পাদন কোরবে প্রতিজ্ঞা কর?”

মুক্তা। বল, আমি প্রতিজ্ঞা কচ্চি, ধর্ম্মে ও লোকবলে যাহা হইবে তাহা করিতে আমি ক্রুট করিব না।

অনঙ্গ দেখিল, তাহার উদ্দেশ্য এত দিনে ঠিক হইল, সে বলিল:—

“ছোট কাকীকে যেমন কোরে পার কাল উদ্ধার কোর্‌বে?”

মুক্তা। কোর্‌বো।

অন। তবে চল রাত হোয়েচে, এতক্ষণ নাচ দেখতে সকলেই এসেচে, নাচও বোধ হয় আরম্ভ হোয়েচে।

অনঙ্গ অগ্রে অগ্রে চলিল, মুক্তারাম পশ্চাৎ চলিল, রাহু মিহিরকে গ্রাস করিবার উদ্যোগ করিল, অবতারের সর্ব্বনাশ অচিরেই হইবে, তাহার উপযোগী কৌশল স্থির হইল। কি ভাবে কি সমাপিত হইবে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

ক্রমে উহারা বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল, আমি গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, বাহিরবাটী অতিশয় আলোকিত হইয়াছে, বৈঠকখানায় জন কয়েক ভদ্রলোক আসিয়াছে, আমি সাহস করিয়া বৈঠকখানায় না বসিয়া বারাণ্ডার একধারে দাঁড়াইয়া রহিলাম, ক্রমে ক্রমে বড় বড় জুড়ী গাড়ি আসিয়া লাগিতে আরম্ভ হইল, বড়২ বাবু সকল

বেশ ভূষা করিয়া উপরে আসিতে লাগিল, মুক্তারাম বাবুও আস্তে আস্তে বৈঠকখানায় এলেন, অবতার বাবু সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠক-খানায় বসাইতে লাগিলেন, ক্রমে রাত্রি নয়টা বাজিল, সকল আমন্ত্রিত বাবুগণ আসিয়া বৈঠকখানায় জমিল, বৈঠকখানায় সকল বাবুর সহিত সকলের চেনা পরিচয় ছিল, হাস্যামোদে বৈঠকখানা পুরিয়া উঠিল; তামাক ও গোলাপ, আতরে বৈঠকখানা আমোদিত হইয়া উঠিল; এদিকে নর্ত্তকীগণ আসিয়া বৈঠকখানার দক্ষিণ পার্শ্বে যে ক্ষুদ্র কুঠারী ছিল, তথায় বসিয়া সাজগোজ করিতে লাগিল, তিনটী অপরূপ রূপ-সম্পন্না নর্ত্তকী সাজিল, তাহাদের পশ্চাতে সেই গৃহের কোণে মস্তকে ঘোমটা দিয়া আর একটি কামিনী বসিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম, অবতার বাবু দুই জন নর্ত্তকীকে নাচিতে যাইতে বলিলেন, দুই জন নর্ত্তকী নাচিবে বলিয়া বাদ্যকরগণের সহিত বৈঠকখানায় গেল, তাহারা চলিয়া গেলে যে কামিনী মস্তকে কাপড় ঢাকিয়া বসিয়াছিল, অবতার তাহার নিকটে যাইয়া মস্তকের ঘোমটা খুলিয়া বলিলেন :—

"লজ্জা কি?"

আমি সম্মুখে যেন একটী কৃষ্ণ সর্পের ফণা দেখিয়া চমকাইয়া উঠি-লাম, চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিলাম—সেই কামিনী সরলতা!!

সরলতা—পাপিষ্ঠা সরলতা—অবতারের কুচক্রে ভুলিয়া এ জীবনকে দূষিত করিয়াছে—আমার ঘৃণার উদয় হইল; কি করি, রহস্যে বিমুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলাম, সরলতা মৃদুহাস্যে অসম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া উঠিল, অবতার তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রেম গদ্গদস্বরে বলিলেন:—

"সরলতে! সে কি! আমার কথা রাখবে না!"

সরলতা অবতারের আলিঙ্গনে গলিয়া গেল, চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিল, ধর্ম্মপথে কাঁটা পুঁতিল, অধর্ম্মপথ সোজা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে অব-তারের হস্তে হস্ত দিয়া প্রেম করুণস্বরে বলিল,—

"দাদা যে—বৈঠকখানায় বসিয়া আছে!"

অব। সে কি সরলতে। আমি তোমার—না দাদা তোমার!! লজ্জা ত্যাগ করো, বৈঠকখানায় একবার নাচিয়া পলাইয়া আসিও, তাহা হইলেই আমার কথা রাখা হয়।” সরলতা সম্মতা হইল, অমৃতময় বৃক্ষে বিষময় ফল ফলিল, সরলতাকে নর্ত্তকীর বেশে অবতার বাবু আপনার হস্তে সাজাইল, আমি বিস্মিত,—আমার মুখে কথা নাই!!

এমন সময়ে যশোদা আসিয়া আমাকে ডাকিল, আমি তাহার কথা শুনিতে এ পাশে সরিয়া আসিয়া অনঙ্গকে দেখিলাম, অনঙ্গ বলিল :—

“আজ বড় ভয়ানক ব্যাপার, আমার চির আশা আজ ফলবতী হবে; সরলতা কাকার সঙ্গে মনের সুখে আমোদ কোর্‌বে বোলে, বৈঠকখানার নর্ত্তকীদের সহিত নাচিবে। যে সব লোক বৈটকখানায় বসিয়া আছে উঁহাদের মধ্যে সকলকে তুমি জানো না—আমি চিনিয়ে দি :——” এই বলিয়া অনঙ্গ একে একে সকলকে দেখাইয়া—প্যারীমোহন দেব, রাঙ্গা বাবু; হারাধন উকীল, কৃষ্ণ ডাক্তার, অম্বিকানন্দন ঠাকুর, বিষ্ণু ডাক্তার, পার্ব্বতী নাথ বাবু প্রভৃতিকে দেখাইয়া দিল, আমি সকলকে দেখিয়া ভাল করিয়া মুখশ্রী সকল চিনিয়া রাখিলাম। এই সকল দেখিতেছি এমন সময়ে যে দুই জন নর্ত্তকী বৈঠকখানায় নাচিতে ছিল, তাহারা ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল; অবতার বাবু সরলতাকে ও অন্য একজন নর্ত্তকীকে সঙ্গে করিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন, উভয় স্ত্রীলোকের রূপের প্রভায় সকলে প্রথমে নিস্তব্ধ হইল, আমি ত্বরায় বৈঠকখানার সন্নিকটে গেলেম, গিয়ে মুক্তারামের মুখের প্রতি চাহিয়া দেখি তিনি রুমালে মুখ ঢাকিতেছেন; বাদ্যকরেরা বাদ্য আরম্ভ করিলে, শিক্ষিতা নর্ত্তকী নৃত্য আরম্ভ করিল, অবতার বাবু রহস্যচ্ছলে মুক্তারামকে অপদস্থ করিবার কারণ মুক্তারামের হাত ধরিয়া নর্ত্তকীদ্বয়ের সম্মুখে আনিতে চেষ্টা করিলেন; বৈঠকখানায় ভয়ানক হাসি পড়িয়া গেল!

মুক্তারাম বাবু অবমানিত হইলেন; সরলতা—পাপিষ্ঠা সরলতা—ভ্রাতার অপমান হইতেছে দেখিয়াও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল; অবতার বাবু জোর করিয়া নর্ত্তকীদ্বয়ের সম্মুখে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, মুক্তারাম বাবু মনের কথা ফুটীতে পারিতেছেন না—কিন্তু :——

কিন্তু:—আমি অপর লোক—আমি মুক্তারাম বাবুর বিষণ্ণবদন দেখিয়া দুঃখিত হইলাম, মনে মনে ধীৎকার দিলাম, হতভাগ্য মুক্তারাম না বুঝিয়া অনঙ্গমোহিনীর প্রেমাসক্ত হইতে আসিয়া আপনি ঠকিলেন, আপনার মাথায় আপনি কলঙ্ক তুলিলেন; কি করিবেন! পূর্ব্ব প্রকারে অবতার বাবু জোর করিয়া নর্ত্তকীদের সম্মুখে মুক্তারাম বাবুকে লইয়া যাইতে যতবার প্রয়াস পাইলেন, ততবারই মুক্তারাম বাবু অস্বীকার করিতে লাগিলেন, বার বার অবতার বাবুর জেদ দেখিয়া যাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহারা বাঙ্গালীর স্বভাবসিদ্ধ কল্পনায় উচ্চহাস্যে হাসিয়া উঠিল, প্রতি হাস্যের স্রোতে মুক্তারামের উচ্চ মান অবনত হইয়া আসিল, মুক্তারামের চক্ষে ভীম মুর্ত্তিতে সৌর জগত ঘোরঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন ঝড়বেগে ঘুরিতে লাগিল, মানের ভয়ে মুক্তারাম ভীত হইয়া সম্মুখে সহস্র সহস্র ধূমকেতু দেখিতে পাইলেন, ক্রোধে তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল, নয়ন রক্তিম হইল, কিন্তু মুখে কোন বাক্য উচ্চারিত হইল না; অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল; প্রবল বায়ুতে যেমন বৃক্ষে বৃক্ষে ঘর্ষিত হইয়া দাবানলের উৎপত্তি হয়, এবং সেই দাবানলে যেমন সমস্ত অরণ্য ধ্বংশ করে, তদ্রূপ মুক্তারাম দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া মনের মধ্যে আগুন জ্বালিলেন এবং কি উপায়ে সেই আগুনে অবতারকে ভস্মীভূত করিবেন তাহার উপায় মনে মনেই অবধারণ করিতে লাগিলেন; অবতারের ব্রহ্মাগ্নি মুক্তারামের মনাগ্নির সহিত মিশ্রিত হইয়া উজ্জ্বল দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিল, অবতার বাবু মনে মনে ভীত হইলেন, সম্মুখে কৃতান্তকে মূর্ত্তিমান দেখিয়া মুক্তারামকে ছাড়িয়া দিলেন।

মুক্তারাম বাবু বৈঠকখানায় চাহিয়া দেখিলেন, সকলেই তাঁহার অপমানে আহ্লাদিত হইয়া হাসিতেছে; মুক্তারাম তাহাতে আপনাকে মৃত্তিকাময় হইতে ইচ্ছা করিলেন;—মনে ঘৃণার উদয় হইল; তাঁহার সেই হৃদয় বিভেদকারী যাতনায় চক্ষে জল আসিল, তিনি চক্ষে রুমাল দিয়া বৈঠকখানার বাহিরে আসিলেন; তাঁহার বাহিরে আসাতে বৈঠকখানাস্থ আর আর বাবুরা একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বিষণ্ণ হইল।

মুক্তারাম বাবু যেমন বৈঠকখানার বাহিরে আসিবেন অমনি অনঙ্গের মুখচন্দ্রমা তাঁহার মনে পড়িল, তিনি ক্রোধে একেবারে নীচে না যাইয়া

সিঁড়ির দরজার কাছে গিয়া ভাবিলেন—অনঙ্গকে ছাড়িয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে গুরুতর হইয়া উঠিল। এজন্মে আর অনঙ্গকে দেখিতে পাইবেন না ভাবিয়া তিনি একবার দাঁড়াইয়া পশ্চাতে চাহিলেন, আবার অপমানের কথা তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইল; অনঙ্গের জন্যই যে তিনি ভগ্নিকে হারাইলেন এবং এতো অপমান সহ্য করিলেন, তাহা তাঁহার মনেও উদয় হইয় নাই—অনঙ্গ তাঁহার চক্ষে তখনো নীলকান্তমণি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু আর তিনি ফিরিতে না পারিয়া আস্তে আস্তে নিম্নে নামিলেন; যেমন নীচে নামিলেন—অমনি কে যেন হাসিতে হাসিতে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল, আমি অন্ধকারে প্রথমে চিনিতে পারিলাম না; মুক্তারাম বাবু থমকাইয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন;———

"অনঙ্গ! আমার মস্তকে বাজ পড়ুক! আমি একি দেখ্লেম!" আমি চমকাইলাম, অলক্ষে থাকিয়া শুনিতে ইচ্ছা হইল।

অনঙ্গ কহিল!!

"আমি সব বুঝেছি—আমি সব দেখেছি;——" এই বলিয়া অনঙ্গ নিজ বক্ষের কাপড় খুলিয়া—বলিল:—"আমি—আমি জলে মলেম, ভাই—তুমি এসময়ে আমাকে ভুল্লে; কি বোল্‌বো:———"

এই কথা বলিয়া অনঙ্গ কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার বক্ষে চাপড়াইতে লাগিল:—মুক্তারামের বক্ষে বাজ পড়িল; তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন:—

"অনঙ্গ! তুমি পবিত্র—তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাও তো চল, আমি মাটী হোলেম!!"

অ। প্রতিশোধ নাও!! তোমার ক্রোধ বহ্নিতে পুড়িয়া কাকা ছারখার হউক; যেমন প্রলয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ছারখার হয়—তদ্রূপ তোমার ক্রোধ রূপ প্রলয়ে হতভাগ্য কাকার ব্রহ্মাগ্নি ব্রহ্ম তালু ভেদ করিয়া প্রস্থান করুক্!!"

মু। আচ্ছা—আচ্ছা—তুমি দেখো আমি যদি এক পিতার ঔরষজাত হই, আর আমার যদি ধন যথার্থই স্বহস্তে উপার্জ্জিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, এ জীবন থাকিতে কখনই কাল সূর্য্য অস্ত যাইবার পর দুই দণ্ডও তোমার

কাকাকে জীবিত থাকিতে দিব না। তুমি যদি আমাকে যথার্থ ভাল বাসো তাহা হইলে, কাল সংবাদ দিও আর—অম্বিকাকালী—তোমার ছোট কাকী কাল উদ্ধার হইবে, আমি সেই সুযোগে তোমার কাকাকে সংহার কোর্‌বোই কোরবো।" অনঙ্গ মুখে কাপড় ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল, এমন সময়ে তাড়াতাড়ি কৃষ্ণ কবিরাজ, হারাধন উকীল, মহাদেব—ভট্টাচার্য্য আর অবতার বাবু ভীম—দ্রুতবেগে নিম্নে নামিয়া যেখানে অনঙ্গ মুক্তারামে কথা হইতে ছিল সেই খানে উপস্থিত হইল, অতুল প্রলয়ে চন্দ্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বুধ—বৃহস্পতি প্রভৃতি নবগ্রহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উঠিল, অবতারের জীবনের পরিণাম এই উপলক্ষে হইবে বলিয়া অবতার তাড়াতাড়ি মুক্তারামের হাত ধরিলেন; মুক্তারাম সম্মুখে অন্যান্য সকলকে দেখিয়া লজ্জিত ও ভীত হইলেন; অবতার—কটীদেশ হইতে একখানি ছুরি বাহির করিয়া—সবেগে তাকে দেখাইয়া বলিলেন :—

"কি—তুই অনঙ্গের সহিত কথা কহিতেছিস্, ভদ্র কুলকামিনীকে ভগ্নীর ন্যায় ব্যভিচার ব্যবহারে লোভ দেখাইতেছিস্, তোর আর নিস্তার নাই!! এই ছুরিকার দ্বারা হৃদয় বিদীর্ণ কোরে রক্তশোষণ কোর্‌বো, তুই আমাকে জানিস্?——"

এই কথা বলিতে না বলিতে আর আর সকলে মুক্তারামকে জড়াইয়া ভূমে ফেলিবার যো করিল, মুক্তারামও নিজে হীনবল ছিলেন না, প্রথমে কোনক্রমেই তাঁহাকে ফেলিতে পারিল না, পরিশেষে অনেক কষ্ট করিয়া সকলে মিলিয়া মুক্তারামের অঙ্গের পোষাক ছিঁড়িয়া লইতে লইতে ভূমিতে ফেলিয়া দিল, অবতার বাবু ছুরি মারিবার উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু ছুরি মারিতে গিয়া উর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলেন, অনন্ত অগ্নির মধ্যে কাল শনি তাঁহার মস্তকের উপর ভ্রমণ করিতেছে এবং সেই অগ্নিতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে :——

"যথায় ধর্ম্ম তথা জয়—এই আগুন প্রজ্জলিত হইতে আর বিলম্ব নাই, এই আগুন জ্বলিয়া উঠিলে তাঁহার জীবন দেহ হইতে প্রস্থান করিবে।"

অবতার বাবু তাহা দেখিয়া একবার ভীত হইলেন, কিন্তু আশা

তাঁহাকে পাগল করিল, তিনি মুক্তারামকে ছুরি মারিবেন বলিয়া ছুরি তুলিলেন, অনঙ্গ কাঁপিতে কাঁপিতে এক ধারে দাঁড়াইয়া ছিল, মুক্তারাম ভূমে পড়িয়া অনন্যোপায় হইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, অনঙ্গ ভয়ানক ব্যাপার হইল দেখিয়া বুকে চাপড়াইয়া চীৎকার পূর্ব্বক কাঁদিয়া উঠিল, সেই চীৎকার এত ভীষণ, যে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া মুক্তারামকে ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, মুক্তারাম কৌশল বুঝিতে পারিলেন, সেই অবসরে এক নিমেষে দৌড়াইয়া রাস্তায় আসিয়া নিজের গাড়িতে চড়িয়া প্রস্থান করিলেন ! !

অবতার বাবু চক্ষে চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিলেন, ভোজবাজীর ন্যায় কত বাজী তাঁহার চক্ষের সম্মুখে আকাশপথে দেখিতে লাগিলেন, কি ভয়ানক ব্যাপার !

আমি চমকিত হইলাম, সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল, যখন কাঁ[illegible] তখন আর তথায় থাকিতে না পারিয়া নিজের গৃহে আসিয়া ক্ষীণ[illegible] বরে শয়ন করিলাম।

—00—

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ধূমকেতু জ্বলিয়া উঠিল।

কি ভয়ানক কল্পনাই আমার সম্মুখে সমাধিত হইল, আমি জীবনে কখন এমন ভয়ানক ব্যাপার দেখি নাই!! কত কি ভাবিলাম, যাহা ভাবিলাম, তাহা শূন্যপথে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল, অবতার যে যথার্থই কলির অবতার—তাহা আমার আজ প্রতীতি হইল। উঃ! নর—যে ভীষণ যাতনা পাইয়া অবতার বাবু নিস্তার পাইবেন, তাহারও য় দেখিলাম না। বৈঠকখানার গোল সমস্ত চুকিয়া গেল, সকলে নিজ বাটীতে চলিয়া গেল, অবতার বাবু এ জন্মের মত জন্মের সাধ রিয়া লইলেন। নানা ভাবনা ভাবিতেছি, এমন সময়ে কে আসিয়া আমার দ্বার ঠেলিল; আমি ত্বরায় উঠিয়া দ্বার খুলিলাম, খুলিয়া দেখিলাম, অনঙ্গ!! অনঙ্গ কাঁদিতে কাঁদিতে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া বলিল :—

"ভাই! প্রলয়ের অকূল সলিলে আজ আমাদের সংসার ডুবিতে যাইল, আমি অকূল সাগরে ভাস্‌লেম, সামান্য তরণী—বাহিতে জানি না, আজ মুক্তারামের মান নষ্ট করিয়া—সরলতার সতীত্ব নষ্ট করিয়া—ছোট কাকীকে ও আমাকে যেমন কষ্ট দিয়েছেন, কাকা তেম্‌নি কষ্ট পাবেন, মহা ব্যাপার; মুক্তারাম—মুক্তারামকে আমি অগ্নির ন্যায় তেজোময় দেখি, সে যেমন আমার সতীত্বে হস্তক্ষেপ করিতে আসিয়াছিল, তেমনি তাহার উপযুক্ত ফল পাইল, সরলতাকে হারাইল, আপনার এত বড় মান অবহেলায় খোয়াইল, আর কি হইতে পারে!! কাকার পাপ চার পোয়া হইয়া উঠিয়াছে, আর পৃথিবী ধরিতে পারিতেছেন না, কাকা কাল সংহৃত হবেন, ছোট কাকী কাল উদ্ধার হইবেন। যে ফল লাভ

করিবার আশার এই ভয়ানক ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলাম, কাল তাহা উদ্‌যাপিত হইবে, আজ আমি পারণ করিব!!———ওঃ! কি হোতে কি হোলো!!—বাবা—বাবা! আমি তখন বালিকা ছিলাম, তাই বুঝিতে পারি নাই—কি হোতে কি হয়। আজ কাকা কি সর্ব্বনাশই কোচ্চেন। কি পরিতাপ—কি পরিতাপ!!"

এই কথা উচ্চারণ করিতে করিতে অনঙ্গমোহিনী কাঁদিতে লাগিল। অত্যন্ত কাঁদিল, আমি অবাক হইয়া ছিলাম, কোন কথা কহিতে পারিলাম না; কতক্ষণ পরে—কাঁদিতেং বলিল; "ভাই—আর কেহই নাই যে কাহারো কাছে মনের কথা প্রকাশ করি; মা আমার শত্রু—তিনি কাকার প্রলোভনে কাল বৃন্দাবনে গিয়াছেন; বড় জেঠাই বাপের বাড়ীতে—আমাদের সংসার শূন্য:—আজ এ বাটীতে থাকিতে আমারই ভয় হোচ্চে—কাকা নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করিতে খুন করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না—হায়—হায় হায়!! কি হোলো—পাপে আমাদের সর্ব্বনাশ হাতে হাতে হোলো; ওঃ আর কত সহ্য কোরবো!!! যার জন্যে এখনো জীবন ধারণ কোরে আ—যে আশায় এখনো জীবন ধারণ কোরে আছি—তাঁকে একবার না দেখে এ জীবনের পরিণাম কোরবো না, যার জন্যে স্ত্রীলোকে জীবন ধারণ করে—তাহা তাঁহাকে—তাঁহার দেখা পাইলে—ভাল করিয়া জানাইয়া এ জীবন পরিত্যাগ করিব, এতে আর কেহ আমাকে দূষিতে পারিবে না। মুক্তারাম—মুক্তারাম—তাহার কোন দোষ নাই—সমস্ত দোষ কাকার—আহা! তাহার অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় হবে, সে যে চক্ষেই আমাকে দেখুক—যদি ছোট কাকীকে উদ্ধার কোরে দেয়—তাহাতে আমি যদি সৎ ব্রাহ্মণের কন্যা হই—তাহা হইলে আমার আশীর্ব্বাদে সে ধনে পুত্রে চিরপরমায়ু হয়ে জীবিত থাকবে। আমার আর দুদিন পরে শেষ—কিন্তু কাকার এই অবধি শেষ—আর না। ওঃ—আর এক কথা—সুরেন্দ্র!! সুরেন্দ্র!! তাহার সর্ব্বনাশ এই—হস্তে না বুঝিয়া করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার পাপ নাই—মশক দংশন না করিলে মারা যায় না; তাহার সামান্য দোষে গুরুদণ্ড হইয়াছে—তাহাকে আমি রক্ষা করিব—কাল তাহার মোকদ্দমা হবে!! যা হয় হোয়ে যাক, —শেষে আমি যা কোত্তে পারি কোরবো, দেখো ভাই আর তোমাকে

কি বোল্‌বো তুমি আমার প্রাণের অধিক বিশ্বাসী অতএব তোমাকে বিশ্বাস করিয়া—এই চাবি তোমার হস্তে রাখিতেছি—তুমি এই চাবি যতনে রক্ষা করিও—ইহা যেন কোন মতে খোয়া না যায়—ইহাই কাকার ধন, ছোট কাকীর, আমার ও সুরেন্দ্রের প্রাণ—এই চাবীর অভিনয় শেষ হইলেই আমাদের অভিনয়ের শেষ হইবে, বড় ভয়ানক কথা!! এই পত্রখানি নাও—কাল একবার প্রাতঃকালে, কোন কৌশলে—মুক্তারামের বাটীতে যাইয়া আমার কথা বোলে—এই পত্রখানি দিও—আসিবার সময় তিনি যাহা বলেন তাহা শুনিয়া পুলিষে সুরেন্দ্রের কি হয় তাহা দেখিয়া আসিও—আমি অনশনে রহিলাম—তুমি আসিয়া আমাকে এই সংবাদ দিলে—তবে মুখে জল দিব। জল দিব কি—এ বাটীর জল আর মুখে দিতে ইচ্ছা নাই। আমি চোল্লেম।" যাইবার কালে অনঙ্গ একখানি পত্র ও একটী চাবি আমাকে দিয়া মুখে কাপড় ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল, আমারও চক্ষু । দুই কোঁটা জল পড়িল, রাত্রে ঘুম হইল না; প্রভাত হইতে না ় অনঙ্গমোহিনীর পত্র লইয়া মুক্তারাম বাবুর বাটীতে গেলেম। পটল রাস্তা হইতে পশ্চিমমুখী একটী প্রশস্ত রাজপথ গিয়াছে, তাহার উপরেই মুক্তারাম বাবুর বাটী—বাটীটী অতি মনোহর—সম্মুখে বড় বড় থাম, তাহাতে বারাণ্ডা সংলগ্ন; সম্মুখে অশ্বশালা; মহাধনী ব্যক্তিদের যাহা থাকিলে মহা মান্য প্রকাশিত হয়, সে সমস্তই তাঁহার ছিল; আমি সিংহদ্বারে ঢুকিতেই সিপাহী আসিয়া আমার পরিচয় চাহিল, আমি আশ্চর্য্য হইয়া উপরে চাহিবা মাত্রেই দেখিলাম, বিষন্ন বদনে মুক্তারাম বাবু বারাণ্ডায় বসিয়াছিলেন; সিপাহীর কথা শুনিয়া নিম্নে চাহিলেন, আমাকে দেখিয়া চিনিলেন, সিপাহীকে ছাড়িয়া দিতে হুকুম করিলেন, বাবুর হুকুম মাত্রেই সিপাহী আমাকে সেলাম করিয়া পথ ছাড়িল, এক জন দরওয়ান আসিয়া নমস্কার পূর্ব্বক আমাকে—ত্রিতলের একটী কুঠারীতে লইয়া গেল, কুঠারিটী অতিশয় সুসজ্জিত; দরওয়ান চলিয়া গেলে মুক্তারাম বাবু সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অনঙ্গমোহিনীর পত্র প্রদান করিলাম; তিনি পত্রখানি পাঠ করিতে করিতে দুইবার চক্ষের অশ্রু স্বীয় কোঁচায় মুছিয়া পকেটে পত্রখানি রাখিয়া—বলিলেন;—"অনঙ্গকে বলিবেন:—

অনঙ্গ যদি আমার হয়—তাহা হইলেও ভাল—না হইলেও ভাল, আজ যদি সহস্র বজ্র আসিয়াও আমার গতি রোধ করে—তাহাও আমি না মানিয়া অম্বিকা কালীকে উদ্ধার করিব—আর—এই ব্যাপার পুলিষে জানাইয়া তাহার শোধ অচিরে যাহাতে হয়—তাহাও করিব ; আমি সন্ধান লইয়াছি তাহার ভ্রাতার নাম উমা-কালী মুখোপাধ্যায়, বর্দ্ধমানের রাজ সরকারে কর্ম্ম করে, তাহাকে আজ প্রভাতেই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, সেও অতি ত্বরায় আসিয়া আমার সহিত মিশিবে, আমি যদি আগে বুঝিতাম তাহা হইলে কি এমন কাজ করিতাম। আপনি আহারাদি করুণ—আমি জলখাবার আনাইয়া দি পুলিষে একত্রে যাইব।"

এই কথা বলিয়া মুক্তারাম বাবু গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন, অল্পক্ষণের মধ্যে আমার জন্যে থাবার আনিল, আমি জল খাইয়া বসিয়া রহিলাম, মুক্তারাম বাবু গাড়ি করিয়া আমাকে লইয়া পুলিষে গেলেন ; বেলা তথন দুই প্রহর হইবে—পাহারাওয়ালা সার্জ্জনে চতুর্দ্দিকে ভিড় লাগিয়াছে, সু বন্দী ভাবে একধারে দাঁড়াইয়া আছে ; অবতার বাবু অনেক গুলি সহিত তথায় দাঁড়াইয়া আছেন; আমাকে দেখিতে পায়েন নাই। হরনা আছেন ; সুরেন্দ্র অতি ময়লা কাপড় পরিয়া অতি হীনবেশে দণ্ডায়মান আছে—দুটী নয়নে দরদর করিয়া জল পড়িতেছে—দেখিয়া আমার বক্ষ ফাটিয়া যাইল, উভয় পক্ষের উকীল অনেকক্ষণ বক্তৃতা করিল, শেষে ম্যাজিষ্ট্রেট সুরেন্দ্রকে দোষী স্থির করিলেন; সুরেন্দ্রের মস্তকে বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল; ম্যাজিষ্ট্রেট সুরেন্দ্রকে হাজতে রাখিতে বলিয়া, মোকদ্দমা বড় আদালতে নিষ্পত্তি হইবার হুকুম বাহাল করিলেন, সুরেন্দ্র বক্ষে করাঘাৎ করিতে করিতে কাঁদিয়া উঠিল, আমি তাহা না দেখিতে পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিলাম।

মুক্তারাম বাবু আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া তিনিও চক্ষে রুমাল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিলেন ; হরনাথ বাবু উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিলেন ; আমি অতি ভয়ানক ব্যাপার চক্ষে দেখিলাম; সুরেন্দ্রকে হাতে হাত কড়ি দিয়া পাহারাওয়ালারা একটী ঘরে পূরিল; আমরা বাহিরে থাকিয়া সুরেন্দ্রের চীৎকার শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া আসিলাম।

সুরেন্দ্র কারাবদ্ধ হইবার—সূচনায় আবদ্ধ হইল; সুরেন্দ্র অনঙ্গের হইল না, অনঙ্গও সুরেন্দ্রের হইল না—বিধির বিপাকে কি ঘটাতে কি ঘটিল!! সুরেন্দ্র বিচারের উপর জীবন নির্ভর করিয়া রহিল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিধির লীলা।

এ ব্যাপারে আমি তন্ময় হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম—সুরেন্দ্রের আর নিস্তার নাই ভাবিয়া—আমার বক্ষ ফাটিয়া যাইল; কি করি রাজশাসন, সুরেন্দ্র পাপের ফল হাতে হাতে পাইল—অতি ভয়ানক রহস্য—আমি ম্রিয়মান—মুক্তারাম বাবু ম্রিয়মান, হরনাথ বাবুরা আমাকে দেখিতে পায়েন নাই, তাঁহারা চলিয়া গেলেন; মুক্তারাম বাবু আমাকে গাড়িতে করিয়া তাঁহার বাটীতে লইয়া চলিলেন, যাইতে যাইতে পথে বলিলেন:—"যদি আজ পাঁচটার মধ্যে উমাকালী মুখোপাধ্যায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করে, তাহা হইলেই সর্ব্বসিদ্ধি—তা না হোলে, আজ অকালে প্রলয় উপস্থিত হবে, সহস্র সহস্র ধূমকেতু অবতারের কৌশলে প্রকাশিত হবে, —অতি নিগূঢ় কথা—আজ অম্বিকাকালীর—হয় জীবন যাবে—না হয় তাহার সতীত্ব যাবে, দুইয়ের মধ্যে একেরও শেষ হইলে—আমি আমার অপমানের প্রতিশোধ নিলেম—কই!—অপমানে আমার মস্তকে সুমেরুর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—উঃ!! আমি এ অপমান কখনই সহ্য কোত্তে পারবো না, বেলা পাঁচটা!—অত দূর—অপেক্ষা করিতে পারিব না,

চারিটা অবধি দেখিব, তাহার পরেই নিজে যা হয় করিব; দুরাত্মার—ভীষণ কৌশলে যেমন সকলেই পরাভূত হইয়াছে আজ সে আমার হস্তে জীবনকে বিসর্জ্জন দেবেই!!

মুক্তারামের কথা শুনিয়া হর্ষ—বিস্ময়ে আপ্লুত হোলেম; গাড়িখানি আস্তে আস্তে বাটীর দ্বারে গিয়া লাগিল; আমি ও মুক্তারাম বাবু নামিলাম, যে ঘরে বসিয়াছিলাম সেই ঘরে—গিয়া বসিলাম; অনেক কথা মনে হইল; মুক্তারাম বাবু অপর গৃহে গেলেন;—অনঙ্গের কথা মনে পড়িল, ভীষণ অশনির আঘাতের ন্যায়—আমার শরীর—হৃদয়ের আঘাতে পরিক্রান্ত হইয়া উঠিল—কি ভয়ানক ব্যাপারই সংঘটীত হবে!! এ পাপ সংসারে নিয়তই কি ভয়ানক ব্যাপার সংশাধিত হইতেছে। নানা ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে বেলা পাঁচটা বাজে—এমন সময়ে মুক্তারাম বাবু—একটী বাবুকে সঙ্গে করিয়া আমার গৃহে প্রবেশ করিলেন, প্রবেশ পূর্ব্বক বলিলেন, এঁর নামই কালী মুখোপাধ্যায়—আমি তাঁহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সং নমস্কার করিলাম—তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন; উপস্থিত ঘটনা এই ক নক হইয়া উঠিল—অবতারের জীবন এই বার পরিকম্পিত হ উমাকালী বাবুর মুখখানি ভগ্নীর শোকে একেবারে বিষণ্ণ হইয়া গিয়াছে, আমি কি করিব—কি বলিব—কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, অল্প সময়ের পরেই মুক্তারাম বাবু আমাকে আর উমাকালী বাবুকে লইয়া গাড়িতে উঠিলেন; সঙ্গে দুই জন দ্বরওয়ান নিলেন, গাড়িখানি বরাবর মেছোবাজারের রাস্তায় আসিয়া যখন পহুঁছিল; তখন সন্ধ্যা হইয়াছে; যে বাটীতে ছোট বৌকে অবতার বাবু রেখেছিলেন—সেই বাটীর দ্বরজায় গাড়ি থামলো; আমার বুক কাঁপিতে লাগিল, আমি অবতারের সম্মুখে কি প্রকারে প্রকাশ হইব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম; মুক্তারাম বাবু তড়বড় কোরে গাড়ি থেকে নামিয়া ভিতরে ঢুকিয়াই, চক্ষে রুমাল দিয়া দৌড়াইয়া বাহিরে আসিলেন, দ্বারে দ্বরওয়ান প্রভৃতি কেহই ছিল না, সকলেই পলাইয়া ছিল। মুক্তারাম বাবু অশ্রু কম্পিত চক্ষে আসিয়া বলিলেন "গাড়ি চালাও—থানায় যাও।"

গাড়ি থানার উদ্দেশে যাইলে—বলিলেন:—"সর্ব্বনাশ! বোধ হয়

এতক্ষণে হয়ে গেল, আহা! সরলা যুবতী—কি ভয়ানক চীৎকারই কোচ্চে।"

এই কথা বোলে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রশ্বাসিত করিতে লাগিলেন।

উমাকালী বাবু ঝর ঝরে কাঁদিতে লাগিলেন, আমিও থাকিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম; অনঙ্গের ব্রত আজ উজ্জাপিত হবে, হতভাগ্য অবতারের জীবন আজ—কালের করাল কবলে নীত হইবে।

গাড়ি থানায় পঁহুছিলে, মুক্তারাম বাবু আমাদের সঙ্গে কোরে তাড়াতাড়ি থানায় প্রবেশ কোল্লেন; থানার দারোগা মুক্তারাম বাবুকে চিনিয়া সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিল, তিনি বাধিত হইতে—সময় না পাইয়া বলিলেন:—

"খুনী—খুনী—খুনী!! সর্ব্বনাশ হোয়ে গেল, এর পর বোলবো আমার সঙ্গে আসুন।"

রাম বাবুর কথা শুনিয়া দারোগা তাড়াতাড়ি চৌকীদারদের তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতে বলিয়া—নিজে মুক্তারাম হত গাড়িতে চাপিয়া সেই বাটীর দ্বারে উপনীত হইল, অতি ব্যাপার—চৌকীদারেরা হুহু শব্দে খুন—খুন করিয়া চীৎকার করিতে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল, ভয়ানক গোল হইল, বাটীর ভিতরে গিয়া মুক্তারাম বাবুর সহিত সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলাম, যখন সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলাম, তখন স্ত্রীকণ্ঠ নিঃসৃত ভয়ানক চীৎকারে আমাদের বুক কাঁপিতে লাগিল, উমাকালী বাবু—ভগ্নীর স্বর—শুনিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অধৈর্য্য হইয়া "অম্বিকা—অম্বিকা!! বলিয়া চীৎকার করিতে২ যে গৃহে এই ব্যাপার হইতেছিল, সেই গৃহের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন, পুলিষের লোকের সহিত আমরাও তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম, দ্বার অবরুদ্ধ, জানালা খোলা ছিল, দেখিলাম যে ভয়ানক ব্যাপার হইতেছে, তাহা মন ও চক্ষের অতীত!! অম্বিকাকালীকে ধরিয়া অবতার বুকে ছুরি মারিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে এই গোলোযোগ শুনিয়া তিনিও চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় ছুরি হস্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। উমাকালীর—পুলিষের ও অম্বিকা কালীর—চীৎকারে সমস্ত বাটী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, ভীষণ ব্যাপার! পুলিষের লোকে দ্বার

ভাঙ্গিয়া ফেলিল, কিন্তু যেমন দ্বার ভাঙ্গিল—অমনি দেখিল, কামিনীর স্থানে স্থানে বিক্ষত হইয়াছে, অবতার পলায়ন করিয়াছে! ! পরে কি হইল, দ্বিতীয় কল্পনায় প্রকাশিত হইবে, এই অবধিই শেষ!! অবতারের কপালের আগুণ জ্বলিয়া উঠিল, আমাদের কল্পনারও শেষ হইল!!!



রহস্য-প্রতিভা।

দ্বিতীয় কল্পনা।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র প্রণীত।



দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা, পটলডাঙ্গা, প্রেসীডেন্সী কালেজের উত্তর ৩৬নং
ভবানীচরণ দত্তের গলিতে "প্রতিভা কার্য্যালয়ে" প্রাপ্তব্য।

মূল্য ।৹ আট আনা।

সূচীপত্র।

বিষয়	পত্রাঙ্ক
অম্বিকাকালী	৩১৫
চাতুরী !!	৩২৫
অমৃতের পরিবর্ত্তে গরল	৩৩২
অবতারের সর্ব্বনাশ !	৩৪১
সুখের দিন চিরকালের নয় !	৩৪৯
কাল—চক্র !	৩৫৭
কোহিনুর তুমি কার ?	৩৬৫
আশা মরীচিকা !!	৩৭২
[illegible] আঘাৎ ! !	৩৮৩
নূ[illegible]	৩৯২
স[illegible]ল !!	৩৯৯
চ[illegible]লতা !	৪০৭
তারাসুন্দরী	৪১৫
শৈলেশ্বরীর কল্পনা	৪২০
ছায়াবাজী !!	৪২৬
হরনাথের শেষ লীলা !	৪৩২
সুরেন্দ্র সন্দর্শন—	৪৩৭
অনঙ্গের যন্ত্রণা—হারাধন বাবাজী	৪৪৭
অনঙ্গের স্বামী সন্দর্শন	৪৫৪
বিচারালয়—অবতারের বন্দিত্ব ও সুরেন্দ্রের মুক্তি	৪৫৫
অবতারের লীলা সম্বরণ—অনঙ্গের কাশীযাত্রা	৪৫৯
উপসংহার	৪৬৭

ভ্রম সংশোধন।

৪৩৭ পৃষ্ঠায় "সুরেন্দ্র সন্দর্শন ও হারাধন বাবাজী।" না হইয়া কেবল "সুরেন্দ্র সন্দর্শন।" হইবে।

রহস্য-প্রতিভা।

দ্বিতীয় কল্পনা।

অবতরণিকা।

আজ শুভদিনে—শুভক্ষণে—পূর্ণ হেমন্তের সমাগমে—আমি প্রকৃতীর নিমেষ-পরিবর্ত্তণশীল ব্যাপার দেখিতে দেখিতে—আনন্দ লহরীতে আনন্দময় জীবনের ক্রীড়া ভাবিতে ভাবিতে—আমার প্রথম কল্পনার শেষ করিলাম। কত বিঘ্ন—কত ভয়—কত দুর্দ্দৈব ঘটনা অতিক্রম করিয়া এই বঙ্গ সংসারে—বঙ্গ-বন্ধুগণের উৎসাহে ভরসা করিয়া অবতারকে রঙ্গ ভূমিতে ফেলিয়া প্রথম কল্পনা শেষ করিয়াছিলাম, এক্ষণে নিতান্ত ইচ্ছা যে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় বান্ধব-বৃন্দের সহিত আমোদ করিবার কারণ দ্বিতীয় কল্পনার আরম্ভ করি!! কুহকিনী আশা সেই পথে ধাবিত করিল; ইহার প্রথমে কত লোকে বাঙ্গালীর কুস্বভাব প্রভাবে—আমাকে কত ভয় দেখাইয়াছিল,

কেহ রাজদণ্ডের—কেহ স্বকীয় হস্তদণ্ডের ভয় দেখাইয়া আমার জীবনকে নিঃশেষ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বরের লীলা কে বুঝিতে পারে কেহই আমার কিছু অদ্যাপি করিল না, আমি পূর্ব্বেও যেমন তুলি হস্তে করিয়া সংসার আঁকিতে বসিয়াছিলাম, আজিও তাহা ছাড়ি নাইঃ—আমার মনের মধ্যে যাহা উদয় হইতেছে তাহাই আঁকিতেছি—কিছুই দেখিয়া আঁকিতেছি না, স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া আঁকিতেছি—প্রকৃতি যেদিকে ফিরাইতেছেন—সেইদিকেই ফিরিতেছিঃ—ইহাতে শিবের ত্রিশূল, মদনের বাণ, রতির রূপ, বিষ্ণুর বিচার, ব্রহ্মার কল্পনা, অনন্তের নিশ্বাস, প্রভৃতি চিত্রিত হইতে চলিল; যাঁহার যাহা অভিরুচি হইবে—তিনি তাহা উদ্ধার করিয়া লইবেন।

সমুদ্র মন্থন করিয়া বিষ্ণু লাভ করিলেন লক্ষ্মী, ইন্দ্র ঐরাবৎ পারিজাৎ, অমরেরা অমৃতঃ—সেই অমৃত লইয়াই দেবাসুরে—যুদ্ধ বাধিয়াছিলঃ—কেন বাধিয়াছিল—না—উভয় পক্ষে—"অমৃতের" মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছিল, মহাদেব সেই সংবাদ পাইয়া স্বীয় ভূত প্রেত সেনা লইয়া সমুদ্র মন্থন করিয়া কি পাইলেন—না—'বিষ।' মহাদেব তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া সেই "বিষকে" কণ্ঠে ধারণ করিয়া—ত্রিজগতকে সংহার করিলেনঃ—আমার "রহস্য-প্রতিভাও" একটী সমুদ্র,—ইহা মন্থন করিলে কেহবা বিষ্ণুর ন্যায় লক্ষ্মী পাইবেন, কেহবা

ইন্দ্রের ন্যায় ঐরাবৎ ও পারিজাৎ পাইবেন; কেহবা অমৃত পাইবেনঃ—কেহবা ইহার কূটার্থ গ্রহণ করিয়া মহাদেবের ন্যায় "বিষ" ভক্ষণ করিবেন। যাঁহারা ইহা হইতে বিষ ভক্ষণ করিবেন, তাঁহাদের প্রতি আমার এই নিবেদন যেন তাঁহারা বিষে জর্জ্জরিত হইয়া আমাকে সংহার করিতে উদ্যত না হইয়া—যাঁহারা—লক্ষ্মী—ঐরাবৎ—পারিজাৎ—অমৃত লাভ করিল; তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করেন; তাহা হইলে তাঁহারাও ঐরূপ ফল লাভ করিতে পারিবেন।

রহস্য-প্রতিভা" মহামুণি ব্যাস যে ভাবে ভবিষ্যৎ পুরাণে অঙ্ক স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন; আমি তাহা পাঠে আনন্দিত হইয়া সেই অঙ্কের ফল কসিতে বসিয়াছি; আর কিছুই নয় ভবিষ্যৎ পুরাণে—প্রশ্ন ও উত্তর—ছিল আমি তাহার ফল—ভাগ করিয়া পূরণ করিতেছিঃ—ইহাতে বুধমণ্ডলী আমাকে পাগল বলেন—উপহাস করেন—করুন—তাহাতে দুঃখিত নই—কেহ সুখ্যাতি করেন করুন—তাহাতেও আমি আনন্দিত নই। আমি যে চিত্রফলকে যে চিত্র চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহা যেদিন—যে দণ্ডে শেষ হইবে সেই দিন—সেই দণ্ডই—আমার স্বর্গ সুখ—সমৃদ্ধি—যাহা কিছু থাকিলে এজগতে আনন্দ লাভ করা যায় তাহাই আমি করতলে পাইব। অধিক বলা বাহুল্য মাত্র—নায়ক অবতার কোথা কি ভাবে আছেন—তাহা দেখিতে দেখিতে আখ্যায়ি-

কার অন্তরে প্রবেশ করিলাম। অধিক আর কি বলিব। ইহাতেই স্বর্গ—ইহাতেই ভোগ—ইহাতেই নরক—দেখিতে পাওয়া যাইবে।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র।

রহস্য—প্রতিভা।

দ্বিতীয় কল্পনা।

(তিনকড়ি ভট্টাচার্য্যের পুঁথি।)

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অম্বিকাকালী!!

যে সময়ে অম্বিকাকালীকে আহত করিয়া উপস্থিত দর্শক গণের চক্ষে ধুলা দিয়া অবতার বাবু অদৃশ্য হইয়া ছিলেন; সেই সময়ে সকলে আহত কামিনীর সম্মুখে যাইয়া ছায়াবাজী দেখিল!! কামিনী ভয়ে অজ্ঞান হইয়া ভুমে পতিতা রহিয়াছেন; তাঁহার অঙ্গে রক্ত নিঃসৃত হইতেছে:—মুক্তারাম বাবু অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; আমি অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, মুক্তারাম বাবু কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না!! উমাকালী বাবু এতক্ষণ:—স্থির হইয়া আকাশ—পাতাল—স্বর্গ—মর্ত্ত্য ভাবিতে ছিলেন; কামিনীর ক্ষত স্থানের শোণিত তাঁহার চক্ষে পতিত হয় নাই:—যেমন পতিত হইল তিনি অমনি বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় পদ স্খলিত হইয়া; ভুমে পতিত

অম্বিকাকালীর মুখের নিকটে যাইয়া :—“অম্বিকা—অম্বিকা—অম্বিকা!!” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, তাঁহার করুণ চীৎকারে সকলেই করুণার্দ্র হইল; পুলিষের দারোগা অবতারকে গৃহে না পাইয়া বাটীর চতুর্দ্দিকে চৌকিদারদের খুঁজিতে বলিল, সকলেই সেই কার্য্যে ব্যস্ত হইল, ভয়ানক ব্যাপার :—

অম্বিকাকালী রক্তমণ্ডিতা হইয়া প্রভাত তপনের সুবর্ণ কিরণ মণ্ডিত সুবর্ণময় মেঘ মধ্যস্থিত শরতের প্রভাত শশীর ন্যায় সাজিয়াছেন :—অতি মনোহর রূপ—তাহাতে যুবতী :—জ্ঞানশূন্য হইয়া পতিতা! মুক্তারাম বাবু ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া ‘জল—জল’ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন; আমি তাড়াতাড়ি জল আনিয়া দিলাম; মুক্তারাম বাবু উমাকালী বাবুকে অম্বিকাকালীর মুখে জল ছিটাইতে বলিলেন, উমাকালী বাবু মুক্তারাম বাবুর কথা মত কাঁদিতে কাঁদিতে অম্বিকাকা[illegible] মুখে জল দিতে লাগিলেন; কতক্ষণ জল দিতে দিতে অম্বিকা[illegible] চৈতন্য হইল, তিনি অস্পষ্ট চীৎকারে “মাগো মাগো!! করিয়া চী[illegible] করিয়া উঠিলেন :—

আহা! অবলার মনে এখনো অবতার বাবুর যম মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে; তাহাতেই সভীত চীৎকার করিতেছেন :—দেখিতে দেখিতে চীৎকার থামিল; উমাকালী বাবু সহচীৎকারে “অম্বিকা অম্বিকা!” বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে অম্বিকাকালী উমাকালী বাবুর গলার স্বর শুনিয়া আশায় লুব্ধ হরিণীর ন্যায় একটু একটু করিয়া চাহিয়া দেখিলেন; অল্পে অল্পে চাহিয়া বলিলেন :—

“কেও!—দাদা—দাদা!!—দাদা!!!”

“দাদা” বলিতে বলিতে অম্বিকা কালীর দুই চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া আসিল, গণ্ডদেশ বহিয়া জল পড়িতে লাগিল; উমাকালী বাবুর হৃদয় সেই অশ্রুতে ভিজিয়া আসিল; তিনি বলিলেন :—

“অম্বিকা! অম্বিকা!! কি হোয়েচে ভাই—কথা কও!!”

অম্বিকা উত্তর করিতে গেলেন, মনের ভাব প্রকাশ করিতে গেলেন :—কিন্তু পারিলেন না!! উমাকালী বাবুর প্রতি চাহিলেন :—মুখ তুলিয়া—

হাত তুলিয়া—কি বলিবেন মনে করিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না। মনের কথা তাঁহার মনেই রহিল— মুখে প্রকাশ হইল না :—

এই সমস্ত ঘটনায় সকলেই স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছে এমন সময়ে মুক্তারাম বাবু পুলিষের দারোগাকে, জন কয়েক চৌকিদারকে বাটী রক্ষা করিতে বলিয়া, তাঁহাকে থানায় ফিরিয়া যাইতে বলিলেন।

দারোগা তাঁহার কথা শুনিয়া চলিয়া গেল :—দুই জন চৌকীদার দরজায় পাহারা দিতে লাগিল।

অম্বিকাকালী একটু সুস্থ হইয়া উমাকালী বাবুকে দেখিয়া গলা জড়াইয়া বলিলেন :—

"ভাই! ভাই—আমি কোথায়!! আমার প্রাণ যায়!!" উমাকালী বাবু কহিলেন!!

"ভয় কি ভগ্নি!! চেয়ে দেখো আমাদের সুখ সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে, ...র ভীম মূর্ত্তি স্বরূপ অবতার প্রস্থান করিয়াছে :—অপর আর যাহা যাহা ...ছে তাহা ক্রমে বলিব :—আমি কোথাও যাইব না, ভয় কি!" উমা-...বাবু চুপ করিলেন : ——

অম্বিকাকালীর পৃষ্ঠ দেশে, যে স্থানে আঘাৎ লাগিয়াছিল, সেই ক্ষত স্থান হইতে অতি দ্রুত শোণিত, স্রোতের ন্যায় বাহির হইতে লাগিল; অতি ভয়ানক ব্যাপার, উমাকালী বাবু দেখিলেন রক্ত স্রোত কোনমতে থামাইতে পারা যাইতেছে না :—তিনি অনন্যোপায় হইয়া মুক্তারাম বাবুকে বলিলেন, মুক্তারাম বাবু আমাকে জল আনাইতে বলিয়া একজন দ্বারওয়ানকে বলিলেন :—"রামবিষ্ণু ডাক্তারকে আমার গাড়ি লইয়া ডাকিয়া আনো।" সে সত্বরে সেই আজ্ঞা প্রতিপালনে চলিয়া গেল :—

আমি ও উমাকালী বাবু উভয়ে মিলিয়া অতি যত্ন সহকারে শোণিতে বারি সেচন করিতে লাগিলাম ;—

কতক্ষণ পরে ডাক্তার আসিলেন ;—মুক্তারাম বাবুকে তিনি ভাল জানিতেন—তিনি মহামান্যে মুক্তারাম বাবুকে বাধিত করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন :—

অম্বিকার শরীর শোণিত হীন হইয়া কাঁপিতে লাগিল; ডাক্তার বাবু



অম্বিকাকালীর শুশ্রূষা।

যাইয়া তাঁহার নিকটে বসিলেন; ক্ষত স্থান দেখিয়া তিনি মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন:—“উঃ! কি ভয়ানক!! আঘাৎ রক্তপেশীতে যদি প্রবেশ করিয়া থাকে তাহা হইলে কার সাধ্য ইহাকে আরোগ্য করে?” এই কথা শুনিয়া উমাকালী বাবুর মুখ শুকাইয়া গেল, মুক্তারাম বাবুর মুখ শুকাইয়া গেল, আমি চারিদিক শূন্যময় দেখিলাম। এই ব্যাপার শেষ না হইতে, বাটীর নিম্নে কিসের গোল উঠিল, সকলে চমকাইয়া উঠিল—এক নিমেষ অতীত হইতে না হইতে সৌদামিনী মূর্ত্তিতে অনঙ্গ মোহিনী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল:——

বর্ষাকালে ধূমময় আকাশে ধূম্রল মেঘের সঞ্চারণে সমস্ত জগৎ ধূমপূর্ণ ও অন্ধকারময় হইলে—ঘোর বজ্রনিনাদ পরিকম্পিত সৌদামিনী—যেমন জগতকে স্বীয় রূপপ্রভায় আলোকিত করে, তদ্রূপ অনঙ্গমোহিনী—সেই ভয়াকুল ভীম ঘটনাপূর্ণ দর্শকগণের ভয়তমসাচ্ছন্ন অবস্থার সম্মুখে প্রকাশ হইয়া আপনার রূপের ভাতিতে গৃহ আলোকিত করিল,—

অনঙ্গমোহিনী গৃহে প্রবেশ করিলেন—আমি চাহিয়া দেখিলাম, অনঙ্গমোহিনী!—মুক্তারাম বাবু চাহিয়া চিনিলেন যে—তাহারই অনঙ্গমোহিনী!। এ রহস্য আর কাহারও উপলব্ধ হইল না, অনঙ্গমোহিনীর পশ্চাতে—যশোদা এক পুটুলী কাপড় ও একটী বাক্স হস্তে এবং একজন দ্বারবান একটী পেঁটরা মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

অনঙ্গমোহিনীর রূপের জ্যোতি যেমন গৃহে প্রকাশিত হইল, অমনি [illegible] বাবু চাহিয়া দেখিলেন,—উমাকালী বাবু চাহিয়া দেখিলেন—সক[illegible] আশ্চর্য্য হইলেন:—আমি নির্ব্বাক্; মুক্তারাম বাবু নির্ব্বাক্, আর আর [illegible] বিস্মিত!! অম্বিকাকালী শাড়াহীনা!! অতএব সমস্তই নিস্তব্ধ!! অনঙ্গমোহিনী এই ব্যাপার দেখিয়া এই নিমেষ তথায় সলজ্জভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, লজ্জায় গৃহের বাহিরে গেল, মুক্তারাম বাবুর মন অনঙ্গমোহিনীর পশ্চাতে গেল!।

উমাকালী বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন:-

"উনি কে?"

আমি বলিলাম:—

"অনঙ্গমোহিনী—উনি অনঙ্গের ছোট কাকী।"

অম্বিকাকালীকে দেখাইয়া—পরিচয় দিবার সময় যেমন অনঙ্গের নাম উচ্চারণ করিলাম, অমনি অম্বিকাকালী ক্ষীণ প্রভায় চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার ইচ্ছা হইল, অনঙ্গকে দেখিবেন, কিন্তু অনঙ্গ তখন গৃহের বাহিরে গিয়াছিল; অম্বিকাকালী তাহাকে দেখিতে পাইলেন না, তিনি চাহিয়া আবার চক্ষু মুদিত করিয়া ক্ষীণস্বরে উচ্চারণ করিলেন—" অনঙ্গ—অনঙ্গ আমার!! —ছি—এখন কেন হবে!!"

উমাকালী বাবু অম্বিকাকালীর কয়েকটী কথা শুনিয়া বলিলেন, অম্বিকা

অনঙ্গকে খুঁজিতেছেন :—তিনি মুক্তারাম বাবুকে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন :—"মুক্তারাম বাবু! অম্বিকা অনঙ্গকে দেখিতে চাহিতেছে, অনঙ্গ অম্বিকাকে দেখিতে আসিয়াছে—চলুন আমরা সরিয়া যাই।" মুক্তা-রাম অন্য কথা না বলিয়া উমাকালী বাবু ও ডাক্তার বাবুর সহিত বাহিরে আসিলেন, ডাক্তার বাবুর চিকিৎসা করা দূরে গেল, তিনি রহস্যে মোহিত হইয়া, বাহিরে যাইবার—কালে জিজ্ঞাসা করিলেন :

"মুক্তারাম বাবু! ব্যাপারটা কি ?।

তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে মুক্তারাম বাবু বলিলেন :—

"পুরানো কাজলা ধরা পোড়েচে।। ভয়ানক কথা। আজ হইতে আমা-দের দুঃখের নিশা অবসান হইতেছে—ভয়ানক কথা—ক্রমে বলবো।! বড় ভয়ানক কাণ্ড বাধিয়াছে!!"—

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা অবতারের নৃত্যগৃহে—সে প্রতি দিন অবতারকে লইয়া নৃত্য করিত—আজ অবতার বিহনে করিতেছে দেখিয়া, তাহাকে বিমুগ্ধ করিবার কারণ—সকলে করিলেন। যশোদা আমাদের গৃহে প্রবেশ করিল; আমি—অনঙ্গকে ডাকিয়া আনিতে বলিলাম; অনঙ্গ শর ভয়ে ভীতা সতর্কিতা হরিণীর ন্যায় দ্রুত প্রবেশ করিয়া।—বলিল :—

"তিনু! কি সর্ব্বনাশ হোয়েচে।।"

আমি কথা কহিতে ইচ্ছা করিলাম;—কথা কহিতে গেলেম, কিন্তু পারি-লাম না; অনঙ্গ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "তিনু আমি :—এসেছি—আমাকে কি অবিশ্বাস হোয়েচে!!"

অনঙ্গমোহিনীর স্বর এবার কিছু উচ্চভাবে উচ্চারিত হইল, আমি চমকাইয়া উঠিলাম; যেন নির্ব্বাত প্রদেশে প্রতিধ্বনি উঠিল। অনঙ্গ-মোহিনীর স্বর সেই উচ্চভাব সহিত অম্বিকাকালীর কর্ণে প্রবেশ করিল, অম্বিকাকালী একটু একটু করিয়া চাহিয়া আমারদিকে চাহিলেন :— আবার চক্ষু মুদিলেন, ভাবে বোধ হইল;—তিনি তাঁহার অভিলষিত বস্তু না দেখিতে পাইয়া পুনরায় চক্ষু মুদিলেন।

এক নিমেষ অতীত হইতে না হইতে অম্বিকাকালী ক্ষীণস্বরে বলিলেন,

"আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌লেম, অ—নঙ্গ—অনঙ্গ—শব্দ কে আমাকে শোনালে—আঃ—মাগো।!"

অম্বিকাকালীর চক্ষে জল আসিল:——

অনঙ্গমোহিনী সেই সমস্ত ব্যাপার দেখিতে দেখিতে স্থিরভাবে এক নিমেষ দাঁড়াইয়া রহিল; কতক্ষণ পরে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে কাঁদিয়া বলিল:—

"আমি কি হতভাগী! আমার জীবন এখনো দেহেতে রহিয়াছে, সহস্র সহস্র বজ্র কেন আমার মাথায় পড়িল না, আমি কেন গলায় দড়ি দিয়ে ম'লেম না, আমার চক্ষু কেন দৃষ্টিহীন হোলো না, আমি—আমি কেমন করিয়া এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিতেছি:—মাগো।—মাগো।! এ অপেক্ষা আমার মৃত্যু ভাল ছিল:——ছোটকাকী! ছোটকাকী।! [illegible] এসেছি, আমি অবিশ্বাসিনী নই—আমি তোমার সেই বিশ্বাসিনী [illegible]ন-অনঙ্গ।!—আমাকে চেয়ে দেখ—ছোট কাকী।"

[illegible] কথা বলিতে বলিতে বাতাহতা কদলী বৃক্ষের ন্যায় অনঙ্গ অম্বিকাকা[illegible]লীর নিকট উপবেশন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল:—

"ছোট কাকী।—ছোট কাকী।!—তুমি কথা কও, আর তোমার ভয় কি—আমি তোমার কাছে আসিয়াছি, দেখো ছোট কাকী।—যেমন এক পর্ব্বতের সহিত আর এক পর্ব্বত যদি যুক্ত হয়, তাহা হইলে কার সাধ্য তাহাদের মূলোৎপাটন করিতে পারে?—যদি এক নদীর সহিত আর এক নদীর বেগ একত্রিত হয়, তাহা হইলে কার সাধ্য সেই বেগ সহ্য করে? যদি এক তরুর সহিত আর এক তরুর সম্মিলন হয়, তাহা হইলে পবনের সহজে এমন কি সাধ্য যে তাহাকে ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করে? যদি এক শাখার সহিত অপর শাখার যোগ হয়, তাহা হইলে কোন পাখীর সাধ্য যে শাখাকে সহজে ভাঙ্গিয়া ফেলে? তাই বলি, ছোট কাকী কথা কও,—আমাকে ভাল করিয়া দেখ, আমি তোমার সহিত মিলিতে আসিয়া মিশিয়াছি, তুমি আমার সহিত মিশিয়াছ, যদি তোমায় আমায় একত্র হইলাম, তাহা হইলে আপনার মুখে বলিলে বড় কথা বলা হয়।! স্বয়ং বিশ্বসংহারক মহাদেব আসিলেও আমাদের সংহার করিতে পারিবেন

না, ভয় কি তোমাকে খুন করিতে আসিয়াছিল, আসিতে দাও, তোমাকে খুন করিত—তোমার দেহকে ভস্মসাৎ করিত—ঈশ্বরকে ভস্মসাৎ করিতে পারিত না, আমি—ছোট কাকী!—আমি কখন ভুলতেম না, তোমাকে যদি খুনও করিত, তাহা হইলেও যে পথে বাবা গেছেন, যে পথে জ্যেঠা মহাশয় গেছেন, সেই পথে পাঠাইতাম—পাঠাইতাম বটে, কিন্তু তাঁহারা অনন্ত কালের সহিত যে ফল ভোগ করিতে পাইয়াছেন, অনন্তশায়ী অনন্তদেবের সুখময় উদ্যানে বাস করিতেছেন, আমি কাকাকে তথায় যাইতে দিতাম না; আমি কাকাকে অনন্তশায়ী অনন্তের নিঃশ্বাসের স্বর্গে—ঘোর নরকে নরক ভোগ করাইবার চেষ্টা করিতাম; তুমি—কাকী, তুমি—তুমি—আর আমি, যদি একত্রে এক স্থানে থাকি, তাহা হইলে শত শত ধূমকেতু উঠিয়া কাকার মস্তক পুড়াইয়া ফেলিবে, শত শত বজ্র উঠিয়া কাকার বক্ষে পতিত হবে, কাকা যদি বনে যায়, দাবানল আসিয়া কাকাকে ভস্মীভূত করিবে, কাকা যদি এ পৃথিবীতে—এমন কি এ ভারতে থাকেন, তাহা হইলে এই ব্রিটিস শাসনের অ[illegible] হইতে কোন মতেই নিস্তার পাইবেন না, লৌহগৃহে থাকিলেও [illegible] তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে, প্রস্তর গৃহে থাকিলেও ব্রিটিশদর্পে তাহা চূর্ণীকৃত হইয়া যাইবে। এ ভারতে আর তাঁহার বাঁচিবার কোন উপায় নাই, সুরেন্দ্রের সর্ব্বনাশ করিয়া তূণে আগুন লাগিয়াছিল, সে আগুন দাবানলে পরিগণিত হইয়া আজ কাকাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে, কাকী!—কাকী!!—কাকী-মা!!!"

এই কথা বলিয়া অনঙ্গ অম্বিকাকালীর মুখের দিকে কাঁদিতে কাঁদিতে চাহিয়া রহিল, আমি অবাক্ হইয়া থাকিলাম। অম্বিকাকালী হাত তুলিয়া অনঙ্গের দিকে হাত বাখিয়া চাহিয়া বলিলেন :—

"মা। অনঙ্গ!। মা—তুমি আমার মা। আমাকে রক্ষা করো—মা! তুমি না হোলে কে আমাকে রক্ষা কোর্‌বে মা। আমি উঠবো—ভাল কোরে অনঙ্গকে দেখবো, মা অনঙ্গ! একবার আমার সঙ্গে কথা কও? মা! একবার গায়ে হাত বুলোও, আমাকে ধর, আমি তোমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করি, আমার আশীর্ব্বাদ তোমায় ফল্‌বেই ফল্‌বে।

অম্বিকালীর চক্ষু দীপ্তিময় হইয়া উঠিল, অনেকটা সুস্থের চিহ্ন দেখা দিল; এই ভাবে কথা চলিতেছে, এমন সময়ে মুক্তারাম বাবু—" যশোদাকে ডাকিলেন :—

যশোদা বাহিরে যাইলে মুক্তারাম বাবু তাহাকে এক শিশি ঔষধ দিয়া বলিলেন, যে—এই ঔষধ যেন অম্বিকালীর ক্ষত স্থানে দেওয়া হয়।'

যশোদা ঔষধের শিশি লইয়া ক্ষত স্থানে দিতে লাগিল; এমন সময়ে উমাকালী বাবু আসিয়া আমাকে বলিলেন; 'একখান কাপড় দিয়া ঐ আঘাতের স্থান যেন বাঁধা হয়!' আমি অনঙ্গকে তাহা করিতে বলিলাম, অনঙ্গ সমস্ত কার্য্য সারিয়া, ছোট কাকীর মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে লইয়া যশোদাকে ছোট কাকীর গায়ে বস্ত্র ঢাকা দিতে বলিল। যশোদা তাহা করিল। সন্ধ্যা অতীত হইল দেখিয়া একটী প্রদীপ লইয়া এক জন দ্বরওয়ান গৃহে প্রবেশ করিল; দেখিতে দেখিতে আহারাদির সমস্ত আয়োজন হইয়া আসিল; অম্বিকাকালীকে গরম দুগ্ধ খাওয়ানো হইল, যশোদা আহার করিতে বসিল; ভয়ানক ঘটনায় ব্রতী হইয়া অনঙ্গমোহিনী কিছুই খাইল না।

রাত্রি গম্ভীরাকৃতিতে গম্ভীরা হইয়া আসিল; একটী কালপেঁচা সেই বাটীতে বাস করিত, সে অলক্ষণ ভাল বাসে বলিয়া চীৎকার করিয়া আমোদ করিতে লাগিল, সকলেই ঘুমাইল, অনঙ্গ ছোট কাকীর মাথা কোলে করিয়া ঘুমাইল না, মুক্তারাম বাবু অনঙ্গকে দেখিবে বলিয়া ঘুমাইল না; আমি ঘুমাইতে না পারিয়া যে ঘরে ছোট কাকী ছিল, সেই ঘরের বারাণ্ডায় এক খানি কম্বল মুড়ি দিয়ে পোড়ে রইলেম; অনেক পরিশ্রম হইয়াছিল; তন্দ্রা আসিয়া আক্রমণ করিল, বাটীর চতুর্দ্দিক অর্গলাবদ্ধ হইল, দেউড়ীতে দ্বারবানে সতর্ক রহিল, ঘরের আলো নিবিয়া আসিল; আমি একটু নিদ্রাকর্ষিত হইয়াছি, এমন সময়ে কে যেন চুপি২ 'অনঙ্গ—'অনঙ্গ' বলিয়া আমার মস্তকের নিকট হইতে ডাকিল, ডাকিবার অব্যবহিত পরে কে যেন ঘর হইতে বাহির হইয়া কোথায় চলিয়া গেল :——আমি গাত্রোত্থান করিলাম, মনে ভয় হইল, চারি দিকে চাহিয়া দেখিলাম—ভয়ানক অন্ধকার। অপর অপর নিশা আমার চক্ষে পতিত হইয়াছিল, সমস্তই আমার পক্ষে ছায়া-

বাজীব ন্যায বোধ হইল; একে নিশীথ নিশি, তাহাতে আলস্যে আমার শরীব জড়ীভূত!!

যে ঘরে অম্বিকাকালী ছিল, সে ঘবেব দবজায় হাত দিয়া দেখিলাম, দ্বাব খোলা বহিয়াছে,—সকলে ঘুমাইতেছে, আমার সমস্তই বিস্ময়ময় বলিয়া বোধ হইল, আমি যখন এই স্থানে শয়ন কবি, তখন মুক্তারাম বাবুকে জাগবিত দেখিয়াছিলাম, অনঙ্গকেও জাগবিত দেখিয়াছিলাম. মুক্তারাম বাবুবও মন জানিতাম, অনঙ্গেবও মন জানিতাম। এক্ষণে কি তাহারা উভয়েই পরামর্শ কবিয়া কোন গোপন স্থানে গমন কবিল, ইচ্ছা হইল, গহে অনঙ্গ আছে কি না তাহা দেখি, কিন্তু সে আশা বিফল হইল, অন্ধকাবে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, গৃহেব মধ্যে প্রবেশ কবিতেও ভবসা কবিলাম না. শবীব থর থর কবিয়া কাঁপিতে লাগিল, যে পেঁচাটা বাটীব আলিসায় বসিয়া ডাকিতেছিল, সে ছাদ ক হাব তাড়া পাইবা উড়িযা গেল, তাহাতেই ভাবিলাল, কে যেন ছাদে আছে, তাহাব পবক্ষণেই কাহাব দীর্ঘনিঃশ্বাস শ্রুত হইলাম। মন ছাদের দিকে ধাবিত হইল।

—— oo ——

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

চাতুরী !!

সেই ঘোর নিশিতে আকাশের চন্দ্রমা ক্ষীণ কিরণে মেঘের সহিত মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে কিরণ বিতরণ করিতেছেন, আকাশের নক্ষত্র হীন জ্যোঃতিতে আকাশেই চোকফুটাফুটী খেলিতেছে ঃ— ঝিঁ ঝিঁ পোকা রাজত্ব করত্বলে পাইয়া নিজের গর্জ্জনে সকলকে কাঁপাইতেছে ঃ—এমন সময়ে নিশির গম্ভীর নিস্তব্ধতার সহিত আমার নিদ্রা কেন ভগ্ন হইল ঃ—চারি-দিকে চাহিলাম, কে যেন কোথায় গেল, কে যেন ছাতে গেল, কিছু স্থির করিতে না পারিয়া আস্তে আস্তে সিড়িতে উঠিয়া ছাদের সমীপবর্ত্তী হইলাম, যাহা দেখিলাম তাহা অতি মধুর— মুক্তারাম ও অনঙ্গ ঃ——

অনঙ্গ মুক্তারামের প্রতি চাতুরী প্রকাশ করিয়া বলিল ঃ—

প্রিয়তম !! না না—তোমাকে প্রিয়তম—বলিলে সাজে না, আমি কি বোল্‌বো ;—অনঙ্গের নয়ন !—না না—আমি অভাগী—আমি তোমার উপ-ভোগ্যা হইব—এমন কি ভাগ্য করিয়াছি—তবু মন বোঝে না, মন বলে তুমি আমার !—সেই আশাতে নির্ভর কোরে আজ আমি তোমাকে "প্রিয়তম !!" বোলে সম্বোধন কোচ্চি ;—অপরাধ হোয়ে থাকে মার্জ্জনা চাহি !! কিন্তু আমি এ জীবনে—তোমাকে "প্রিয়তম" বলিতে ভুলিব না ; ঈশ্বর স্বাক্ষী থাকি-বেন,—তুমি আমার যে উপকার কোচ্চো—আরও কোরবে—এতে তোমার মনের অবানুযায়িক কার্য্য কোত্তে আর আমার অবিশ্বাস নাই !! তবে এক কথা, যদি আগুণ জ্বালা যায়, তবে আর তাকে নিবাইবার প্রয়োজন কি ? সময়ে জ্বালানই উচিত ; যে আগুণ সাধ কোরে জ্বালানো যায় আর কি তাকে নিবানো ভালো, যত দিন না তাহার সমস্ত আধার ভস্মীভূত হয়—তত দিনই প্রজ্জ্বলিত রাখা কর্ত্তব্য !!

"এখন আমাদের কি সময়!! এক্ষণে তোমায় আমায় প্রেমের আগুণ জ্বালাইয়া কি লাভ হইবে, তুমিও পুড়িয়া মরিবে আমিও পুড়িয়া মরিব, তদপেক্ষা, তুমিও আগুণ জ্বালাইবার আয়োজন কর—আমিও করি।—যত দিন না এই সর্ব্বনাশের শেষ হয়, তত দিন তুমিও আমায় দেখো আমিও তোমায় দেখি, চক্ষের দেখা দেখিব, হৃদয়ে তোমার প্রেম—পূজা করিব, কিন্তু আপাততঃ তোমার প্রেমাগুণে পুড়িয়া মরিব না; তুমিও আমার—হবে, আমিও তোমার হব। এই কয়েকটী কথা বলিয়া অনঙ্গ মুক্তারাম বাবুকে বিস্ময় সাগরে ভাসমান করতঃ তাঁহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীগুলি ধরিয়া স্বীয় পদতলে দৃষ্টি রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন :—

মুক্তারাম বাবু অনঙ্গমোহিনীর মুখের প্রভার প্রতি একবার চাহিলেন, চাহিয়া বলিলেন :—

"অনঙ্গ তোমার বদন—সুধাকর!! কিন্তু চকোর কই!! চকোর না হোলে, সুধাকরের সুধা ভক্ষণ করে কে?? অনঙ্গমোহিনী মুক্তারামের মনের কথা বুঝিল; এক দৃষ্টে মাথা তুলিয়া চাহিল—ইচ্ছা করিল—কিছু বলে—কিন্তু না পারিয়া একটু মৃদু হাসিল;—সেই হাসিতে প্রকাশ পাইল কি?

"মুক্তারাম!! তুমিই কি চকোর হইবে!!"

আবার সে হাসি থামিল, হাসি থামিলেও গম্ভীর মূর্ত্তিতে সে মুক্তারামের প্রতি নিমেষশূন্যে চাহিয়া রহিল:—তাহার ভাব এই যে :—

"আমার ভাব ভঙ্গী সমস্তই প্রহেলিকা, আমি সুধাকর নই—আমি বিষাকর—চকোর হইয়া তুমি কি করিবে!!"

মুক্তারাম বাবু অনঙ্গকে এক দৃষ্টে চাহিতে দেখিয়া বলিলেন :—

"অনঙ্গ!! তুমি কি দেখ্‌চো?"

"অনঙ্গ হাসিয়া চাতুরী প্রকাশ করিয়া বলিল :—

"আমি চকোর দেখচি! তুমি কি দেখ্‌চো?"

মুক্তারাম বাবু তাঁহার কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে অনঙ্গের হস্তে ধরিলেন :—

অনঙ্গ সময় পাইয়া তাঁহার হাত ধারণান্তর কহিল।

দেখো, তোমার মন আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আর তুমিও আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছ, আমি তোমাকে পাইবার আশায় মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী সকলকেও পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তুমিও আমার মুখ উজ্জ্বল করিবার কারণ ও আপনার মান জগতে প্রকাশিত রাখিবার কারণ আমার অনুরোধে ছোট কাকীকে উদ্ধার করিয়াছ, তবে আর বাকি কি? তুমি আমার মন চুরি করিয়াছ, আমিও তোমার মন চুরি করিয়াছি; উভয়েই চোর হইয়াছি,—সাধু কেহ নাই,—প্রকাশ হইবার ভয় নাই! তুমিও আমার রূপের বিষে জর্জরিত হইয়া আমাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছ! কিন্তু আমিও তোমার রূপের প্রভায় পুড়ে মরিতেছি, তবু তোমাকে আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না, কেন তা জানো বিভীষিকাময় ভীতিপূর্ণ ছায়ায় আমাকে বাধা দিতেছে,—একদিকে ক্রূরমতি কাকা যেন আকাশপটে থাকিয়া, ভীম দন্ত কড়মড় করিয়া—ভীমকটাক্ষে অসিহস্তে, আমাকে কাটিতে আসিতেছেন, আর এক দিকে শিকারলুব্ধ ব্যাঘ্র যেমন ভীম গর্জ্জনে অবনী প্রান্ত কাঁপাইয়া ফেণমুখে—দীপ্তিময় চক্ষে—সুখিনী নিঃসহায়া হরিণীকে আক্রমণ করিতে আসিয়া, তাহার পার্শ্বে সিংহিনীকে দেখিলে, থমকাইয়া দাঁড়ায়, তদ্রূপ কাকা মলিনবেশা—অসহায়া—ছোট কাকীকে আক্রমণ করিতে আসিয়া আমাকে সিংহিনী বিবেচনায় দীপ্তিময় কটাক্ষে দাঁড়াইয়া আছেন!! আমার দেখিলেই ভয় হয়! মুক্তারাম বাবু! তুমি না রক্ষা কোর্লে কে রক্ষা কোর্বে? সততই আমি এই দুই চিত্র ভাবিতেছি, মুক্তারাম বাবু! আর এক কথা—যদি লোকে আগে তুফানের উদ্যোগ দেখে, তাহা হইলে নির্ব্বোধ না হইলে কখন অগাধ জলে তরী ভাসায় না; যে সুবোধ সে তীরে দাঁড়াইয়া থাকে। তাই বলি, এখন আমাদের প্রেম সাগরের তীরে দাঁড়ানো উচিত, ভয়ানক তুফান উঠিবার সম্ভাবনা; তবে কেন মুক্তারাম বাবু! জলে ভাসি, যদি তুফানে ডুবায়, তাহা হইলে উভয়েই মরিব কিম্বা বাঁচা সঙ্কট হইবে!! আমার অনুরোধে নিরস্ত হও, এক দিন দু-দিন করিয়া এত দিন যেখানে কাটিয়াছে, তখন আর দুদিন কি কাটিবে না? অবশ্যই কাটিবে, কেন কাটিবে না. তুমি আমায় দেখো, আমি তোমায় দেখিব, চক্ষের দেখা

দেখিব, মনের কথা মন খুলিয়া কহিব, হৃদয় খুলিয়া হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিব; এমন ভাবে থাকিব, যাহাতে তুমি আমার হবে, আমি তোমার হবো :—কিন্তু ভাই! তোমায় আর কি বোল্‌বো, কাকার ভয়ে আমার হৃদয় যেন সাগরোর্ম্মির ন্যায় উদ্বেলিত হইতেছে, আমি এখন ভয়াকুল জীবকুলের ন্যায় সর্ব্বদা সশঙ্কিত হইতেছি, তুমি এ ভয় হ'তে রক্ষা না কোল্লে কে রক্ষা কোর্‌বে? আগে এ ভয় হইতে রক্ষা করো, পরে তোমায় আমায় অনন্ত সুখে ভাসিব।"

এই দীর্ঘ বক্তৃতা সমাপন করিয়া অনঙ্গমোহিনী বিষণ্ণমুখে মুক্তারাম বাবুর মুখের প্রতি স্মিতনয়নে চাহিয়া রহিল।

মুক্তারাম বাবু সেই দৃষ্টিতে নব জলদের পাশে স্থির সৌদামিনী দেখিলেন। আগে তিনি চকোর হইয়া বদন-সুধাকরের সুধা খাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, দেখিতে দেখিতে সে সুধাকর মেঘে ঢাকা পড়িল, কেবল চক্ষের জলে তারাগুলি ডুবু ডুবু হইয়া জলদ মধ্যস্থ সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি চাঁদ না দেখিতে পাইয়া, জল অপসারণ করিতে গিয়া ভ্রমে অনঙ্গমোহিনীর মুখে হাত দিয়া দেখিলেন, মেঘাবৃত মিহির নয়, অনঙ্গের নয়নের নীরপূর্ণ ...... বদন-মণ্ডল! তিনি ঠকিয়া বলিলেন :—"অনঙ্গ! কাঁদ্‌চো!"

অনঙ্গ মুখে বস্ত্র ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল :—

"ছোট কাকীর দশা আমার পক্ষে বড় গুরুতর হইয়া উঠিল, আমি ছোট কাকীর ভাবনাতেই ভাবিত আছি :—"

এই কথা বলিতে বলিতে অনঙ্গ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভূমে বসিয়া পড়িল, মুক্তারাম বাবুও তাঁহার সহিত উপবেশন করিয়া বলিলেন :—

"একি অনঙ্গ! একি! তুমি এমন হোলে কেন?"

অনঙ্গ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল :—

"আমি তোমারি শরীরে কি দেখলেম—তাহা অতি ভয়ানক! তোমাকে অস্থির করিয়াছে :—"

অনঙ্গ এই কথা বলিয়া কাঁপিতে লাগিল, আমিও অনঙ্গের কুহকে পরিকম্পিত হইলাম; কতক্ষণ পরে অনঙ্গ বলিল :

“তোমার শরীরে ক্রোধ উঁকি মারিয়া দেখা দিতেছে, আমি সে ক্রোধকে চিনিতে পারিয়াছি—তুমি এখনো টের পাও নাই;—কিন্তু যেমন তৃণের মধ্যে আগুণ থাকিলে ধুমে ধুমে প্রবল হইয়া সমস্ত ভষ্মসাৎ করে—তদ্রূপ তোমার এই ক্রোধ অল্পে অল্পে প্রবৃদ্ধ হইয়া তোমাকে ধ্বংস করিতে সক্ষম হইবে।”

অনঙ্গ মোহিনীর কথার একটীও আমি বুঝতে পাল্লেম না; মনে মনে ভাবিলাম, বুদ্ধিমতী অনঙ্গ এবার কি ভয়ানক কল্পনাই স্থির করিয়াছে, এই কল্পনাতে মুক্তারামকে,—দ্রৌপদী যেমন উপদেশ দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিয়া ছিলেন, তদ্রূপ অনঙ্গমোহিনী, মুক্তারামকে উপদেশে ক্রুদ্ধ করিয়া কি একটা ভয়ানক কাণ্ড করিবে।

মুক্তারাম বাবু উৎসুকী হইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করতঃ অনঙ্গমোহি-[illegible]লেন :—

“অনঙ্গ! কই কি দেখলে, আমি তো কিছু দেখতে পাচ্চি না!!”

অচঞ্চল ভাবে তাঁহার বুকে হাত দিয়া বলিল :—

“সখি:—সরলতার—ইতিহাস:—তোমার—বক্ষে আছে কি না—!!”

অনঙ্গ মোহিনী—মুক্তারাম বাবুর বক্ষে সকম্পনে হস্তক্ষেপ করিতে করিতে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া—হাঁ করিয়া মুক্তারামের দিকে চাহিয়া রহিল।

সরলতার নাম শুনিয়া মুক্তারাম বাবুর পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে মস্তকের ব্রহ্ম-তালু অবধি কাঁপিয়া উঠিল, তিনি যেই সরলতার নাম অনঙ্গ মোহিনীর মুখ হইতে শ্রুত হইলেন, অমনি কাঁপিয়া উঠিলেন;— তাঁহাকে কাঁপিতে দেখিয়া অনঙ্গ-মোহিনী সচকিতে সভীত স্বরে ও করুণ ভাবে বলিল :—

“একি! একি!! থামো!! থামো!!! ঐ যে আগুণ জ্বলিয়া উঠিল।”

মুক্তারাম বাবু বলিলেন :—

“কই—! কই!!”

অন। এই যে তুমি “সরলতার নাম শুনিয়া কাঁপিয়া উঠিলে।” উহাই অগ্নি—সরলতার নামই—অগ্নি!—উহাই তোমার ক্রোধ!! উঃ— সরলতা!!”

মুক্তারাম বাবু মুখে হাত ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন ;—এক নিমেষ অতীত হইতে না হইতে মুখের হাত খুলিয়া লইলেন ; তাঁহার চক্ষে দীপ্তি প্রকাশিত হইল—তিনি দীপ্তিময় চক্ষে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন ;—

"অনঙ্গ !! অনঙ্গ—আর না—আমার রোষাগ্নি—প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছে ; অবতার—অবতার—পাপিষ্ঠ অবতার—আমার—সর্ব্বনাশ করিয়াছে—তাহার কি ভয়ানক কল্পনা !! না না—না—আর নিস্তার নাই—আমি তাহার সর্ব্বনাশ না কোরে কোন মতেই ক্ষান্ত হবো না ; অনঙ্গ মোহিনী—তুমি কি মোহিনী বিদ্যাই শিক্ষা—কোরেচো !! তুমি দেখো—আমি অস্থির হোয়েছি ; আমার প্রতি লোমকূপ হইতে অগ্নি প্রকাশ হইতেছে—ও সরলতার সর্ব্বনাশ ভাবিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে ;—অনঙ্গ—[illegible] অনঙ্গ !! তুমি যা বোলেছো তা ঠিক !!—আমার শরীরে আগুণ আছে ;—অ[illegible]য়াছি অবতার আমাকে ঠকাইয়াছে ;—কি করিব কি বলিব, কি[illegible] কেবল [illegible] করিতে পারিতেছি না তুমি অনঙ্গ—দেখো কাল অবতারের শরীর ন্যায় [illegible] কালের সহ লীন হইবার পথে নিক্ষেপিত হইবে ; এতে আমাকে স[illegible] হইতে হয় তাহাও স্বীকার।"——

এই কথা বলিতে বলিতে সকম্পিত শরীরে মুক্তারাম বাবু চপ। করিলেন ;——

অনঙ্গমোহিনীর কৌশল বুঝিতে পারিলাম, অনঙ্গ, অবতারের সর্ব্বনাশ যাহাতে সহজে ও অবিলম্বে নিষ্পাদিত হয়, তাহার উপায় স্থির করিয়া সরলতার নাম মুক্তারাম বাবুর মনে উদয় করাইয়া দিল, মুক্তারাম বাবু ভগ্নীর ব্যভিচারের কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। মনে মনে মনাগুণকে প্রজ্জলিত করিয়া স্বচ্ছন্দে অনঙ্গের কথায় সম্মত হইলেন, মুক্তরামের মন বুঝিয়া অনঙ্গ কহিল ;——

"পুরুষেরা প্রতিশোধ লইলেই আপন আপন জীবনকে সার্থক জ্ঞান করে, মুক্তারাম বাবু তুমি তোমার অন্তরের প্রতিশোধ লইয়া পুরুষ নাম সার্থক কর, আমাকে তোমার শ্রীচরণে স্থান প্রদান কোরো, ছোট কাকীকে তোমার মনরূপ কঠিন পিঞ্জরে পূরিয়া রক্ষা করো। আর কি বলিব ;

যদি জগদীশ্বর দিন দেন, আমি যদি তোমার প্রেমাভিলাষিনীই যথার্থ হইয়া থাকি, তাহা হইলে কার সাধ্য আমাদের সহিত সমকক্ষ হয়; তুমি—মুক্তারাম বাবু অতল সলিলে তরী ভাসাও, আমি কর্ণধার হইলাম!

মুক্তারাম বাবু অনঙ্গমোহিনীর কথা শ্রবণ করিয়া এক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধে রহিলেন, পরে তাঁহার স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল কত ভাবনারই উদয় হইল, কত ভাবনার পর তিনি বলিলেন ঃ——

"তবে এখন সমুদ্রে ভাস্‌বে না, সময় মতে ভাস্‌বে! আমি সেই সময় অবধি অপেক্ষা করিব?"

অন। কর।

মুক্তা। তবে একবার আমার সহিত—সহাস্যমুখে কথা কও?

——00——

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

অমৃতের পরিবর্ত্তে গরল!!

অম্বিকাকালীর সুখের প্রত্যুষ আগত হইল; শুকতারা নব সাজে আকাশের বক্ষেই অন্তর্হিত হইল; কাক, কোকিল, চড়াই, পাপিয়া নিজ নিজ স্বরে গৃহস্থের গৃহে খাঁচায় বসিয়া সুখের চীৎকার আরম্ভ করিল; বৌকথাকও থেকে থেকে যুবকের কোল থেকে যুবতীকে ঘুম ছাড়িয়া উঠিতে—বলিতে লাগিল। সকলি আনন্দময়—প্রভাতঅ[illegible]পন সিন্দুরকষিত স্বর্ণ পাত্রের ন্যায় দেখা দিল, আনন্দে জগত নৃত্য অ[illegible] লাগিল, আমিও সেই আনন্দে নাচিতে২ অবতারের নৃত্য গৃহে ক[illegible] নিদ্রা হইতে উঠিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রাস্তার শোভা দেখিতে লা[illegible] লাম; সম্মুখেই রাজপথ; রাজপথ বটে কিন্তু সে স্থলের এমনি [illegible] যেন সকলেরই কুমুদিনীর দশা হইয়াছে; সন্ধ্যার সঙ্গে যুবক, যুবতী, প্রবীন, প্রবীনা, নব সাজে সাজিয়া কুমুদিনীর ন্যায় চন্দ্রের সহিত আমোদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; প্রভাতের সহিত চন্দ্র বিরহে কুমুদিনী যে দশা উপলব্ধ হয়, তদ্রূপ, গৃহাভিমুখী আমোদী যুবক ও প্রবীণগণের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল; এবং শয্যাত্যাগী যুবতী ও প্রবীণাগন কুঙ্কুম হীন রঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। আমি এই সমস্ত অতি বিস্ময় জনক ব্যাপার দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া আছি; এমন সময়ে আলুলায়িত কেশে অনঙ্গমোহিনী সেই নৃত্য গৃহে আসিয়া আমাকে বলিল :—

"তিনকড়ি কি দেখ্‌ছো! দেখবার জিনিষ কি আছে?"

আমি তন্মিত চিত্তে, সহরের শোভা দেখিতেছিলাম, হঠাৎ পশ্চাতে বংশীধ্বনিবৎ অনঙ্গমোহিনীর স্বর শুনিয়া চমকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম :—

"কি অনঙ্গ!"

অন। "গৃহের মধ্যে এসো!"

আমি সভীতে গৃহে অনঙ্গমোহিনীর সম্মুখে এলেম। অনঙ্গমোহিনী সসাহসে আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল :—

"ভাই! আমাকে তোমার পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তি আছে?" আমি অপ্রস্তুত হইলাম, তাহাকে কোন উত্তর দিলাম না :—সে আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া পুনবায় জিজ্ঞাসা করিল :—

'তুমি নিরুত্তরে রহিলে যে :—আমার কথার উত্তর দেও—আমি অবিশ্বাসিনী নই—আমি বিশ্বাসঘাতিনী নই! আমি ব্যাভিচারিণী নই, আমি পূর্ব্বেও যেমন স্বধর্ম্ম নিরতা কামিনী ছিলেম, এখনো তাহাই আছি, তুমি ভাই! জেনো আমার হৃদয় গঙ্গার ন্যায় প্রবাহময়—আর এ মুখ—অমৃতের ন্যায় সুমিষ্ট প্রমত্তকারী—আমি এই মুখে বহুকষ্টে কুহক শিক্ষা করিয়াছি, গঙ্গাজল—পবিত্র—নির্ম্মল; তদ্রূপ আমারো হৃদয় জানিবে, আমি মুক্তারামের নই, মুক্তারামও আমার কেহ নয়; কেবল আমাকে পাপ প্রধাবিত করাইয়া পাপিনী করিতে গিয়াছিল, বলিয়া উহার ভগ্নিকে আমার উপভোগ্যা করিলাম, আর কিছুই নয় আমার সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া, আমি এই ভয়ানক ব্রতে ব্রতী হইয়াছি। বাবার, জেঠা মহাশয়ের ও আমার প্রতিশোধ লইবার কারণ কাকাকে মুক্তারামের সাহায্যে অনন্ত বিপদে নিক্ষেপ করিয়া ছোট কাকীকে অনন্ত পুণ্যময় ধামে, কাশীধামে—বিশ্বেশ্বরের নিকটে স্থাপন করিয়া সুস্থ হইব। আরো দেখো এই ব্রত উজ্জাপিত হইলে যদি স্বামী রত্নের দেখা পাই, যদি তাঁহাকে জীবিত পাই—কণ্ঠের হার করিয়া এ জীবনকে এ দেহের মধ্যে রাখিব, নচেৎ আমিও ছোট কাকীর সঙ্গিনী হইয়া—সেই অনন্ত পুণ্যময় কাশীধামে সেই বিশ্বেশ্বরের শ্রীচরণ সেবা করিব। তুমি—তুমি—তুমি—আমার সহায়—থাকিও—ওঃ——!!

আমি অনঙ্গ মোহিনীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, অনঙ্গ মোহিনী এই কথা সমাপ্ত করিয়া যে ঘরে রুগ্ন শয্যায় অম্বিকাকালী শয়ন করিয়াছিল, সেই গৃহে আমাকে লইয়া গেল, আমি নির্ব্বাকের ন্যায় তাহার কথায় সম্মত হইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিলাম; সে সম্মুখস্থ পেঁটরা খুলিয়া আমাকে

অন্যধাস্থ তৈজসপত্র দেখাইতে লাগিল; আমি একে একে দেখিতে লাগিলাম; যাহা দেখি তাহা সমস্তই আশ্চর্য্যময় বলিয়া বোধ হইল; অনেকানেক বস্ত্রাদি দেখাইয়া একটী ছোট বাক্স বাহির করিয়া বক্ষে ধারণ করিল। বক্ষে ধারণ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল:—

“সুরেন্দ্র—না না না, ছি ছি!! কি বলিতে কি বলিতেছিলাম, সুরেন্দ্র আমার কে—সে আমার জীবনের একটী তরল প্রবাহ—সুরেন্দ্র—উচ্চারণ করিতে আমার মিষ্টি লাগে বলিয়াই আমি ভ্রমক্রমে:———”

সুরেন্দ্র এই কথা বলিতে গিয়া জিহ্বা আটকাইয়া, চক্ষে কাপড় দিয়া এক বিন্দু অশ্রু অনঙ্গ নিজের অঞ্চলে মুছিল:—

সে মনের ভাব আমি বুঝিলাম, আর অনঙ্গও বুঝিয়াছিল, যশোদা দাসী এক পাশে বসিয়াছিল, সেও বুঝিল; আমি অনঙ্গের বুকই ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম, কতক্ষণ পরে অনঙ্গ বাক্স খুলিয়া একটী কৌটা হইতে কি বাহির করিয়া বলিল।

“দেখ তিনু! এইটীই ছোট কাকীর শিরোমণি, আমার জীবন অ— এইটী কি জানো? যদিও এইটী সামান্য বস্তু, তামে নির্ম্মিত, কিন্তু ইহার গুণ অনেক, এই কুহকময় বস্তুর গুণেতেই কাকা আমাদের সকলের সর্ব্বনাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, আর হইবেন, তাই বলি এটীকে চেনো, এটী—ছোট কাকার!—আহা! আমার দেবলোকগত ছোট কাকার শীলমোহর—তিনি এই মোহরেই সমস্ত সহির কার্য্য শেষ করিতেন, ছোট কাকী আমাকে বিশ্বাস করিয়া আমার নিকটে রাখিয়াছিলেন, কাকা আগে জানিতেন না, পরে জানিতে পারিয়া বহু কৌশলে আমার নিকটে রাখিয়াছিলেন, কাকা আগে জানিতেন না, পরে জানিতে পারিয়া বহু কৌশলে আমার নিকট হইতে—কি বলিতে কি বলিতেছি—তুমিই তো জানো, কাকা! আমাকে বাগানে, কৃষ্ণ ডাক্তারের সাহায্যে অজ্ঞান কোরে, চাবি অপহরণ করিয়া আমার লোহ সিন্দুকের চাবি খুলিয়া আমার জীবনস্বরূপ—ছোট কাকীর মস্তকের মণি স্বরূপ—এই শীল মোহর চুরি করিয়াছিলেন, এই শীল মোহরের জোরেই ছোট কাকীর সর্ব্বনাশ করিয়া এই ভয়ানক বিপদ ঘটিয়াছে:——



সরলতা।

আমি অনঙ্গমোহিনীর কথা শুনিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলাম। অনঙ্গ আমার অন্তরের ভাব বুঝিল, সেই শীলমোহরটি হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে গাত্রোত্থান করিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল :—

'তিনু—ভাই—তোমার বিশ্বাস হোচ্চে না, হবে কেন? আমি কোন কালে অবিশ্বাসিনী, তুমি দেখবে—সেজো কাকার সর্ব্বস্ব—মহাবস্ত—দেখ্‌বে, দেখো ভাল করিয়া দেখো, আমি, তাতে আহ্লাদিত হবো। ভাই! তোমাকে

দেখাতে সঙ্কুচিত হবো কেন? আজ তোমাকে দেখাবো, আর দুই দিন পরে জগতকে দেখাবো, তার পর স্বর্গে দেবলোক, মর্ত্তে নরলোক, পাতালে নাগলোক সকলকেই দেখাবো। যাহাতে আমার হৃদয় লঘু হয় তাহাই করিব। ভাই! তুমি দেখবে না—দেখবে বই কি? এই লও দেখো!'

এই বলিয়া অনঙ্গ শীলমোহরটি আমার হস্তে দিয়া আমার মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল:—আমি আশ্চর্য্য চিত্তে শীলমোহর হস্তে করিয়া দেখিলাম:—সেটী তাম্রে নির্ম্মিত ও উত্তম রূপে খোদিত, তাহার চারি পার্শ্বে ফার্সিতে কি লেখা ছিল, আমি বুঝিতে পারিলাম না। মধ্যস্থলে বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা আছে:—"শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মোহর।" তাহার উপরিভাগ রূপায় বাঁধানো। ভাবে বোধ হইল, তাহাতেই অতুল বাবুর সমস্ত সম্পত্তির সহি প্রভৃতি চলে। আমি এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে বিস্মিত হইয়া আছি; এমন সময়ে অনঙ্গমোহিনী আমার হস্ত হইতে শীলমোহরটী লইয়া বলিল। "তুমি দেখে কি ভাবচো! এই শীলই কাকার সর্ব্বস্ব; কাকার খাজাঞ্চি—দাওয়ানজী প্রভৃতিরা জমিদারীর কবচ, পাট্টা প্রভৃতি লিখিয়া দিত; কাকা সেই সমস্ত কবচাদিতে নিজের শীলমোহর ছাপিয়া ঠিক করিয়া দিতেন;—সেই শীলমোহর না হইলে কবচ, পাট্টা প্রভৃতি গ্রাহ্য হইত না। ছোট কাকা যখন কৃষ্ণ সর্পের দ্বারা আহত হইয়া অচেতনে পতিত থাকেন, সেই সময়ে বাবা তাড়াতাড়ি বুদ্ধির কর্ম্ম করিয়া ছোট কাকার বিষয়ের একটী উইল পত্র তৈয়ারী করিবার কারণ এক জন ভালো উকীল আনেন পরে উইল পত্র তৈয়ারী করিয়া ছোট কাকীর নিকট হইতে কাকার লোহার সিন্দুকের চাবি লইয়া তাহার মধ্যস্থ এই শীলমোহর বাহির করেত তিনি ছোট কাকার সম্মতিতে সেই উইলের উপরে ছাপ দিয়া তাহা নিজের কাছে রাখিয়া, শীলমোহরটি ছোটকাকীর নিকটে সযতনে রাখিতে দেন। সেই অবধি ছোট কাকী, বাবার উপরে সমস্ত বিশ্বাস করিয়া সমস্ত বিষয়ের ভার দিয়া রাখিয়াছিলেন। তার পর কাকার মনের আগুন-ছাই চাপা আগুনের মত এতদিন লুকাইত ছিল, বাবার

ভয়ে তিনি কিছু করিতে পারেন নি। তাহার পর যে যে কার্য্য হইয়াছিল তাহা তোমাকে আমি এক দিন বলিয়াছি। এখন এই মোহরের প্রভাবেই কাকা সকলের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। কিন্তু আরো কিছু!—তুমি দেখো যেমন কাকা এই মোহরের প্রভাবে সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়াছেন, আবার এই মোহরের প্রভাবেই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে। তাঁহার ব্রহ্মতালু ভেদ করিয়া প্রাণ বায়ু বহির্গত হইবে। আর কি বোলবো; পরে আমি যা কোরবো, আমার সাহায্যে মুক্তারাম বাবু যাহা যাহা করিবেন—তাহারো এই সূত্র!! আর কি বোলবো, আমি অকূল সমুদ্রে ভাসিতেছি।'

এই কথা বলিয়া অনঙ্গমোহিনী চুপ করিল। আমি বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিলাম। অনঙ্গমোহিনী সেই কৌটাটিতে সেই মোহরটী তুলিয়া কৌটাটীর মুখ আবদ্ধ করিয়া, নিজের কোমরস্থ কাপড়ের কসীতে লুকাইয়া রাখিলেন।

আমি কোন কথা কহিতে পারিলাম না, আশ্চর্য্য হইয়া অনঙ্গের হাব ভাব দেখিতে দেখিতে দাঁড়াইয়া রহিলাম;—কতক্ষণ পরে অম্বিকাকাকীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু খুলিয়া আমাকে দেখিলেন। স্ত্রীস্বভাবসুলভ লজ্জা আসিয়া তাঁহাকে আঁখি নিমীলন করিতে বলিল। তিনি আঁখি নিমীলিত করিলেন, অনঙ্গমোহিনী ছোট কাকাকে জাগরিত হইতে দেখিয়া আমাকে বাহিরে যাইতে বলিল। যশোদা দাসীও অনঙ্গের সহিত ছোট কাকীর নিকটে গেল। আমি দরজার বাহিরে আসিয়া দেখিতে লাগিলাম, ছোট কাকী হাত তুলিয়া দুই হস্ত ঊর্দ্ধে রাখিয়া বলিলেন:—

"অনঙ্গ!—অনঙ্গ!! তুই কোথায়?—তুই কোথায়? আমি এ কি দেখছি,—আমি মহাভ্রমে পতিত হইয়াছি!! স্বপ্ন স্বপ্ন!"

এই কথা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

আমি আশ্চর্য্য হইলাম। মনে ভয়ের উদয় হইল। এই ভয়ানক অঘাতে ছোট কাকীর ভয়ানক পীড়া উপস্থিত হইয়াছে:—অনঙ্গও ছোট কাকীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, সেও কিছু বুঝিতে পারিল

না। সকলেই বিস্মিত আছি, এমন সময়ে অম্বিকাকালী পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন :—

"অনঙ্গ! আকাশে সহস্র সহস্র নক্ষত্র ছুটিতেছে,—হাজার হাজার নক্ষত্র ছুটিতেছে—আমার ভয় কোচ্চে : !—"

অনঙ্গমোহিনী আশ্চর্য্য হইয়া রোগের আধিক্য দর্শনে ভীতা হইয়া আমাকে ডাকিল :—আমি গৃহের ভিতরে যাইয়া অম্বিকাকালীর সম্মুখে গেলেম। অম্বিকাকালীর শরীরের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। অম্বিকার শরীরে যাতনা হইতেছে, অম্বিকাকালীর যাতনা হওয়াতে তিনি নিজে গাত্রাবরণ সমস্ত দূরে নিঃক্ষেপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন :—

"কেও! তুই কাঁদ্‌চিস কেন?—আমি তোকে বড় ভয় করি,—অ—ন—ঙ্গ!—অনঙ্গ! তুমি আমাকে রক্ষা করো, আমি যাহাকে দেখে ভয় করি,—যাহার জন্যে আমার এ অবস্থা,—তাহার মূর্ত্তি কেন আমি আকাশপটে চিত্রিত দেখছি!—ঐ—ঐ!!"

এই কথা বলিতে বলিতে অম্বিকাকালী হাত বাড়াইয় অনঙ্গমোহিনীর গলা জড়াইয়া গোঁ গোঁ শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

আমি এই ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া সাশ্চর্য্যে দাঁড়াইয়া রহিলাম অম্বিকাকালীর সর্ব্ব শরীর রক্তবর্ণ হইল। নিঃশ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল; শরীর কাঁপিতে লাগিল; কতক্ষণ এই ভাবে থাকিতে থাকিতে অনঙ্গের শরীর হইতে স্বীয় কলেবর অপসারিত করিয়া অম্বিকাকালী ভয়ানক চীৎকার করিয়া স্বীয় বিছানায় শুইয়া "মাগো—মাগো! শব্দ করিতে করিতে স্থির হইয়া পড়িলেন :—তাঁহার নয়নের তারকা দ্বয় ঘুরিতে লাগিল। কতক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইলে, তিনি স্থির হইয়া—ডাকিলেন :—

"অনঙ্গ!—কোথা মা!"

অনঙ্গমোহিনী অম্বিকাকালীর ...কে হাত দিয়া বলিল :—

"কেন কাকী মা! এই যে আমি; অমন কোচ্চো কেন, তোমার ক্ষতস্থানে আঘাত লাগিবে।"

অম্বি। না—অনঙ্গ—বড় পিপাসা!! জল—জল—জল!!!"

অনঙ্গমোহিনী তাড়াতাড়ি জল দিল—জল খাইয়া অম্বিকাকালী বলিলেন :—

"অনঙ্গ ! প্রাণ যায় ! বড় যাতনা !"

অন। কাকী মা—কি যাতনা হোচ্চে ?

অম্বি। আমার বড় ভয় হোচ্চে !

অন। ভয় কি কাকী-মা ?

অম্বি। তোমার ছোট কাকা !—

অন। সে কি—ছোট কাকা ! ! ছোট কাকার কি সাধ্য ! যে তোমার নিকটে আর আসে !! আমি থাকিতে তোমার ছোট কাকাকে ভয় !! সহস্র বজ্র যদি আমার বক্ষে পতিত হয়, তথাপি তোমাকে যে বুকে রাখিয়াছি, আর সে বুক থেকে ফেলিতে পারিব না। দেখো ছোট কাকী !—একবার ধর্ম্মের পথে কাঁটা দিতে গিয়ে—জাত—কুল—মান, সব খেতে বসেছিলেম ; আবার ধর্ম্মের পথে কাঁটা দোবো, আমি তোমার মুখ দেখে সংসারে বাবা বিহনে বেঁচে আছি ! মা—গর্ভধারিণী—তাই কিছু বলিতে পারিনি। তুমি জানো ছোট কাকী—আর তোমাকে কি বলিব ! ! আমার মাথা—আমার মুণ্ডু ! !

এই কথা বলিয়া অনঙ্গ ভয়ানক চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার বক্ষে আপনি চাপড় মারিতে লাগিল। আমি মহা বিপদ দেখিয়া অনঙ্গকে থামিতে বলিলাম :—অনঙ্গ থামিল।

অম্বিকাকালীর ভাবে বোধ হইল, সেই আঘাতের উপলক্ষে তাঁহার শরীরে রসাধিক্য হইয়া বিকারের প্রভাব দেখা যাইতেছে :—আমার ভয় হইল, মুক্তারাম বাবু, উমাকালী বাবু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, এই ভয়ানক রোগের কে প্রতিকার করে :—এই সমস্ত ভাবিতেছি, এমন সময়ে অম্বিকাকালী—বিকারের ভ্রমে সভীত চীৎকারে বলিল :—"কেও—কেও—ন-ঠাকুর ! ! আমি তোমার কি কোরেছি ! !"

অন। "কেন কাকী মা অমন কোচ্চো !"

অম্বিকাকালী চক্ষু দীপ্তিময় করিয়া বলিলেন :—

"নাও ! তুমি সব নাও ! ! আর আমার কে আছে ! ! তুমি সব নাও, আমি কিছু চাই না ! ! আমার অমূল্য রত্ন নিও না, আমি যাহা

ইহ জগতে সংসারী হইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছি—যাহা লইয়া পরকালে স্বর্গের দ্বারে অভিজ্ঞান দেখাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিব, সে ধন কেন তুমি নেবে!! না——গরিবের ধন নিলে, কি হবে!! আমি কাঙ্গালিনী আমার জিনিষ নিলে তোমার—কি উপকার হবে!! হায়! হায়!! আমার সর্ব্বনাশ কোরে—সর্ব্বস্ব নিয়ে—নাও? আমি তাতে খুসী আছি—তুমি সর্ব্বস্ব নাও তাতে আমি দুঃখিত নই—কিন্তু স্ত্রীলোক মাত্রেরই যে অমূল্য রত্ন-স্বীয় স্বীয় শরীরে আছে তাহা ঈশ্বরদত্ত, তাহাতে হস্ত ক্ষেপ কোরো না—উ কি? তুমি আমার বুকে হাত দেবে, তুমি আমার স্বামীর বড়—আমি তোমার কন্যা—তুমি জোর করিয়া আমার বুকে হাত দেবে! —তোমার অনন্ত নরক হবে। কি—আমি সম্মত হবো না, আমি সকলকে ডাকবো—না—না—না—কেউ—কি আমার সাহায্য কোরবে না! হুঃ— তুমি আমার—সর্ব্বনাশ কোরো—ধন কড়ি যা আছে—অনঙ্গের কাছে থেকে চাবি নিয়ে সব ডাকাতি কোরে নাও? তুমি আমার গায়ে হাত দিও না? আমি পবিত্র ছিলেম, অপবিত্র হবো—কেন, হবো—না! তোমার কথা আমি শুনবো না। কি কর—কি—কর—কি কর—আমি—আমি শুনবো না। —আ—আ—আঃ।”

এই প্রকার প্রলাপ করিতে করিতে অম্বিকাকালী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন—তাঁহার নয়নদ্বয় ঊর্দ্ধে স্থির হইয়া রহিল; তাঁহার সর্ব্ব শরীরে রক্তের চলাচল বন্ধ হইয়া আসিল। সেই ভীম মূর্ত্তি দেখিয়া অনঙ্গ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, আমি সভয়ে দাঁড়াইয়া রহিলাম। যশোদা বুদ্ধিমতী ছিল, সে মুখে জলের ছিটা দিতে লাগিল:— অনঙ্গের ভাব দেখিয়া আমি গৃহে থাকিতে না পারিয়া বাহিরে আসিলাম। ভিতরে ভয়ানক ক্রন্দন-ধ্বনি উঠিল।

———১০———

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

অবতারের সর্ব্বনাশ।

দেখিতে দেখিতে বেলা দুই প্রহর বাজিল। আমি দরজায় আসিয়া বাটীর ক্রন্দন যাহাতে আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে, তাহার কারণ অন্য বিষয় ভাবিতেছি, এমন সময়ে একখানি গাড়ি আসিয়া দরজায় লাগিল। গাড়িতে মুক্তারাম বাবু, উমাকালী বাবু, রামবিষ্ণু ডাক্তার আর এক জন সাহেব, ছিল তাহার পরে আর একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ি আসিয়া ...ায় লাগিল;—তাহাতে এক জন মুসলমান জমাদার, আর তিন জন ...াওয়ালা ছিল। আমি অবাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, মুক্তারাম বাবুকে ...ত দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিলাম, 'সর্ব্বনাশ হইয়াছে, অম্বিকাকালীর ...র প্রবল হইয়াছে, তিনি অচেতনে শুইয়া আছেন; অনঙ্গ চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, আমি সেই চীৎকারে কম্পিত হইয়া ভিতরে থাকিতে পারিলাম না, তাহাতেই বাহিরে আসিয়াছি!'

এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মুক্তারাম বাবু আশ্চর্য্য হইয়া এক নিমেষ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া, পরে দৌড়াইয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। উমাকালী বাবুর হৃদয়ে এই সংবাদ যেন বজ্রাঘাতের ন্যায় বোধ হইল; তিনিও দৌড়াইয়া ভিতরে যাইলেন। যাইবার কালে, সাহেব ও জমাদারদের বৈঠকখানায় লইয়া যাইতে বলিয়া গেলেন।

আমি সাহেবকে অভ্যর্থনা করিয়া জমাদারের সহিত তাঁহাকে বৈঠকখানায় লইয়া গেলেম। সাহেব বাঙ্গালা জানিত, আমাকে সামান্য জ্ঞান করিয়া আমাকে বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করিল:—

"বাটীতে কি হইয়াছে?"

আমি বলিলাম:—

"যাহাকে খুন করা হইয়াছিল, তাহার বিকার হইয়াছে!"

সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

'তাহার কি জ্বর হইয়াছে?'

"ভয়ানক!।"

সা। তাহার বয়স কত!

"বাইশ কি চব্বিশ বৎসর।"

সা। তবে বাঁচা দায়!

আমি সাহেবের শেষ কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, প্রাণ উড়িয়া গেল, আমি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম :—

"তবে কি তিনি বাঁচিবেন না।"

অমনি মুক্তারাম বাবু তাড়াতাড়ি সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

"ভয়ানক বিপদ! অম্বিকাকালীর ভয়ানক সঙ্কট পীড়া উপস্থিত। ... আমার সঙ্গে এসো, তাহাকে দেখে যাও, মোকদ্দমা স্থির তো হো... আছে; পরোয়ানা বাহির হওয়া চাই, যা খরচ লাগে তা দি... তাতে কিছু ত্রুটী হবে না।

সাহেব হাসিয়া বলিলেন—"আমি তাহাকে দেখিব।" মুক্তারাম বাবু সাহেবকে সঙ্গে করিয়া অম্বিকাকালীর গৃহে গেলেন; অম্বিকাকালী তখন অচৈতন্যাবস্থা হইতে সবে চৈতন্য প্রাপ্ত হইতেছিলেন। সাহেব দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিলেন। দরজায়—রামবিষ্ণু ডাক্তার গাড়িতে বসিয়াছিল। সাহেব তাহাকে ডাকিতে বলিলেন। আমি তাড়াতাড়ি রামবিষ্ণু ডাক্তারকে সেই ঘরে ডেকে আনলেম। ডাক্তার আসিলে সাহেব তাঁহাকে ক্ষত স্থান ভাল করিয়া দেখিতে বলিলেন। সাহেবের আদেশ মতে রামবিষ্ণু ডাক্তার ক্ষত স্থান দেখিয়া অম্বিকাকালীর হাত দেখিলেন। হাত দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখের বিকার উপস্থিত হইল। সাহেব তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন :—

ডাক্তার—বলিলেন :—

"বড় ভয়ানক ব্যাপার! আঘাতের ক্ষত রক্তপেশীতে স্পর্শ হইতে আর বিলম্ব নাই, এদিকে ভয়ানক বিকার উপস্থিত, যদি তিনি দিন এই ভাবে

তিনি রাত্রি চিকিৎসায় ঔষধের দ্বারা কোন প্রকারে যদি জীবিতা থাকেন তাহা হইলেই, বাঁচিবার সম্ভাবনা ;——"

ডাক্তার—আরো কিছু—বলিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই কি ভাবিয়া চুপ করিলেন, আমি ডাক্তারের কথায় আশ্চর্য্য হইয়া রহিলাম ; উমাকালীবাবু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, মুক্তারামবাবু ডাক্তার ও সাহেবের সহিত বাহিরে আসিলেন ; উমাকালীবাবু অম্বিকাকালীর কাছে রহিলেন, আমি মুক্তারামবাবুর সহিত বাহিরে আসিলাম, ডাক্তার জুতা খুলিয়া বৈঠকখানার আসনে বসিলেন মুক্তারামবাবু দাঁড়াইয়া রহিলেন ; সাহেব জুতা সমেত একটী চৌকীর উপরে উপবেশন করিলেন, দেখিতে বড়ই শোভা হইল, মুক্তারামবাবু বিনয়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন, ডাক্তারবাবু পকেট হইতে এক খানি খবরের কাগজ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন সাহেব পকেট হইতে একটী চুরট বাহির করিয়া ধূমপান করিতে থাকিলেন ;——

এই বৈঠকখানার মধ্যে সময়ে অনেকবার প্রবেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু মন কখন স্থির হয় নাই, বৈঠকখানার শোভাও দেখি নাই ; আজ আমার মন স্থির হইল, আমি বৈঠকখানার শোভা দেখিতে দেখিতে ভ্রমণ করিলাম, বৈঠকখানাটী অতি সুন্দররূপে সজ্জিত :— দৈর্ঘ্যে প্রায় ত্রিশ হস্ত হইবে, প্রস্থে প্রায় ১৫ হস্ত হইবে, চতুর্দ্দিকই চমৎকার—সবুজ রঙ্গে মণ্ডিত, বৈঠকখানার সম্মুখেই বারাণ্ডা, বারাণ্ডার দিকে অনেকগুলি দরজা, দরজার একধারে সার্সি ও একধারে খড়খড়ি সাজানো রহিয়াছে—সার্সির—কাচগুলি সুচিত্রে চিত্রিত, চিত্রগুলির মধ্যে কোনটী পুষ্পগুচ্ছ, কোনটী লতাবলী, কোনটী নরমুণ্ড, কোনটী নারীমুণ্ড ;—খড়খড়িগুলি সবুজ রঙ্গে শোভিত, গৃহের মধ্যদেশে প্রতি দরজার মস্তকে ও পার্শ্বে সুচিত্রকর কর্ত্তৃক চিত্রিত ফলপুষ্প—নব—নব কিশলয় শোভিত লতাবলী। প্রতি দ্বারের মধ্যস্থ দেয়ালে। মধ্যদেশে এক এক জোড়া বেলওয়ারী দেয়ালগিরি, তাহাতে সুরম কাচের কানোস, নিম্নে সুরম্য কারুনিম্মিত ঝুল, তাহাতে বাহিরের আলোক পতিত হওয়ায় সপ্তবর্ণের রেখা পতিত হইয়াছে,—দেখিতে অতি মনোহর হইয়াছে, কড়ি

কাষ্ঠ হইতে একটী টানাপাখা ঝুলিত রহিয়াছে—পাখা খানি অতি সুন্দর! তাহার চারিধার সোনালী বিটে ভূষিত, একটী২ তিনটী করিয়া কুড়ি ডালের বেলোয়ারী ঝাড় সমানভাগে দোদুল্যমান রহিয়াছে; পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে একটী করিয়া টেবিল রহিয়াছে, তাহাতে নানাবিধ দৃশ্যমনোহর খেলেনা রহিয়াছে; মধ্যস্থলে দুইটী স্ত্রীপুরুষ প্রতিমূর্ত্তির পুত্তলিকা সাজানো রহিয়াছে, উভয়েই উলঙ্গ—স্ত্রীটী একটী হস্তে স্বীয় লজ্জা ঢাকিবার কারণ এক হস্ত নিতম্বের মধ্যে রাখিয়া অপর হস্তে পুরুষটীর হস্ত ধরিয়া সলজ্জভাবে মৃদু মৃদু হাসিতেছে; অপূর্ব্ব কান্তি, যে কারিকর এই চিত্রটী গড়িয়াছিল তাহার অসাম ক্ষমতা ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে; নিতম্বচুম্বিত কৃষ্ণ কেশদাম কৃত্রিমকে গঞ্জনা দিয়া লম্বমান, পীনোন্নত পয়োধর—সুঠাম গঠন; পুরুষটী অতি সুগঠিত মূর্ত্তিতে বঙ্কিমভাবে দণ্ডায়মান [illegible] দৃষ্টে মধুর মূর্ত্তিতে কামিনীর প্রতি চাহিয়া দক্ষিণহস্ত ঊর্দ্ধদিকে রাখিয়া [illegible] তাহা ধরিয়াছে:——অপর হস্তে স্বীয়—উপস্থ দেশ ঢাকিয়া [illegible] দাঁড়াইয়া আছে—অতিসুন্দর—মূর্ত্তি।

আর একধারে টেবিলের উপরে একটী সুন্দরী অপ্সরী মূর্ত্তি বিরাজমানা, তাহাকে দেখিলেই সতীর বলিয়া বোধ হয়—অতি মনোমোহিনী, এক খানি বস্ত্রল নাভিদেশের নিম্ন হইতে আবৃত হইয়া কটী অবধি আবদ্ধ, দুই স্কন্ধে ভুবন মোহন-বাধী—দুই খানি পক্ষ বিস্তারিত; দুই হস্ত নৃত্যের অবস্থায় অবস্থিত, অপর সেই টেবিলের—আরধারে একটী অপ্সর বিরাজিত, তাহারো অতি সুন্দর কান্তি, সে অপ্সরীর প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে, অপ্সরীও অপ্সরের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে; অতি মনোহর দৃশ্য! এই সমস্ত শোভা দেখিতে দেখিতে মনে একটী নবভাবের উদয় হইল, প্রতি প্রতিমূর্ত্তির হস্তে একটী একটী করিয়া ফুলের তোড়া আছে, সে গুলি শুকাইয়া গিয়াছে; অবতার যে এক রাত্রি পূর্ব্বে এই স্থানে আমোদ করিয়াছিলেন, তাহার মতন একবার আমোদ করিয়া লইয়াছিলেন; তাহার চিহ্ন দেখা যাইতেছে; মনের আমোদ মনেই রহিল—অবতারের কথা মনে পড়িল, কালের গতি মনে পড়িল। দুরন্ত কাল! তোর ন্যায় ভয়ানক বস্তু আর কে আছে—তুই ছায়াবাজী দেখাইয়া কত [illegible]

কেই মোহিত রাখিস্। কাল্ অবতার বাবু সামান্য জ্ঞান করিয়া স্বীয় দর্পে মনের আমোদে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়াছিল, আজ আবার কি অবস্থা!! এই বৈঠকখানায় সে দুই দিন পূর্ব্বে সহস্র২ সতী যুবতীর সতীত্ব নষ্ট করিয়া —সহস্র সহস্র অসতী যুবতীর সহিত আমোদ করিয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করিয়াছিল, আজ তাহার কি উপায় হইল, যে বৈঠকখানায় কঙ্কণ কিঙ্কিণী ঝঙ্কারিত মধুবিম সহাস্য বদনে, হাব ভাব দেখাইয়া সহস্র সহস্র নর্ত্তকী নৃত্য করিত; স্বর্ণময় আলবোলায় তামাক সেবন করিতে করিতে গোলাপ, যুথী প্রভৃতি সুগন্ধ পুষ্পচয়ের সৌগন্ধে আমোদিত হইয়া মখমলের শয্যায় শয়ন করতঃ মনের সুখে যুবতীগণের হাব ভাব দেখিতে২ নিদ্রায় মোহিনী ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যাইত— আজ সে দৃশ্য কোথায় যে স্থলে নর্ত্তকীরা নৃত্য করিয়া অবতারের মন মোহিত করিত, আজ সেই স্থানে অবতারের [illegible] স্থনা হইতেছে, যাহাতে অবতার শীঘ্র নরকের কঠোর যন্ত্রণায় পতিত [illegible] তাহার উপায়—হইতেছে—যে অবতার শয্যায়—যে অবস্থায়—অনন্ত শয্যায়—শয়ন করিয়া হৃদয়ে অনন্ত--সুখ লাভ করিত—আজ তাহাকে জীবনের ভয়ে ভীত হইয়া যথা তথা শশঙ্কিতে প্রস্থান করিতে হইতেছে—কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন। মন আবার কত কি ভাবিল, আবার—কত কি ভাবনাকে মনে প্রবেশ করিতে দিলেম। এই সমস্ত ভাবিতেছি এমন সময়ে এক খানি গাড়ি আসিয়া দ্বরজার লাগিল; যেমন গাড়ি খানি দ্বরজায় লাগিল অমনি সকলে চমকাইয়া—বিস্মিতনয়নে চাহিয়া রহিলেন; আমি—তাহাদের দিকে চাহিয়া মনে ভাবিলাম, তাঁহারা এতক্ষণ— কোন লোক আসিবার অপেক্ষায় ভাবিতেছিলেন, সেই ব্যক্তি বোধ হয় আসিয়াছে; ভাবিতে ভাবিতে এক জন দ্বরওয়ান আসিয়া সেলামপূর্ব্বক কহিল:——

"হরিশ্চন্দ্রবাবু আসিয়াছেন?"

সকলের মুখ প্রফুল্ল হইল, ভাবে বোধ হইল তাহারা যাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন বোধ হয় তিনিই আসিয়াছেন? এই কথা ভাবিতে না ভাবিতে, মুক্তারাম বাবু ত্বরায় দ্বরওয়ানের সহিত নিম্নে নামিয়া গেলেন—আমি তাড়াতাড়ি বারাণ্ডায় গেলেম, বারাণ্ডায় দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে, মুক্তারাম বাবু তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে আসিলেন; সাহেব উঠিয়া

হাতে হাত দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন; ডাক্তার বাবু দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া অভ্যর্থনা করিলেন; আমি সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম; আগন্তুক বাবুটীর চেহারা বড় মন্দ নয়; মাথায় শালের সামলা, এক তাড়া কাগজ হাতে, বুকের উপরে উভয় ছিদ্রে মুখ লুকাইয়া—একটী ঘড়ির—চেন—চকমক্ করিতেছে:—দেখিলে ভক্তির উদয় হয়; মুক্তারাম বাবু তাঁহার হাত ধরিয়া ঘরের বাহিরে—টানিয়া লইলেন; তাঁহাকে ধরিয়া ক্রন্দন স্বরে বুকে হাত দিয়া বলিলেন:—

'ভাই! আর তোমাকে কি বলিয়া জানাবো।'

হরিশ্চন্দ্র বাবু ভাবিলেন, একি নূতন ব্যাপার!! মুক্তারাম বাবু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চক্ষে জল ফেলিতে২ বলিলেন:——

'হরিশ বাবু!! আমি অনন্ত আগুনে জ্বলচি—অবতার আমার যে সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহার প্রতিশোধ এ জন্মে কি—নিতে পারবো,—আমার সোণার—সংসারে কালী দিয়াছে—সরলতাকে অসতী করিয়া আমার নাশ করিয়াছে—আমি এমন সুযোগ কবে পাবো—আমি কি এ জন্মে এমন সুযোগ পাবো, দেখুন, অতি উত্তম অবসর—অম্বিকাকালীর বৃত্তি-স্বত্বকার দাবী আর—জাল করিয়া বিষয় হস্তান্তর করণ দাবী—বিশেষ রূপে প্রমাণীকৃত হইবে,—বল কি! তোমায়—আমি কি বোল্‌বো—যে দিন অবতারের বক্ষে রাজাজ্ঞা রূপ শেল এ জীবনের মত পতিত হবে; সেই দিন—যদি আমি সুস্থ হতে পারি—আমি কি আমাতে আছি!!' মুক্তারাম বাবুকে ক্রন্দনাকুল দেখিয়া হরিশ বাবু স্বীয় রুমালে মুখ মুছাইয়া বলিলেন:——

'ভয় কি মুক্তারাম, আমি প্রতিজ্ঞা কোচ্চি—এমনি ভাবে মোকদ্দামা চালাবো, যাতে কোরে হোক, অবতারকে যাবজ্জীবন দীপান্তর করাবোই করাবো।—ছিঃ! চুপ কর? সরলতা—পাপিষ্ঠা সরলতার কথা মনে কোরো না; লোকের—কত—অমন হোয়ে—থাকে, তার জন্যে তোমার মানা কোথা গেছে—তুমি তাহার জন্যে ভাব্‌চো—হীরকের গুণ কখন ছাই মাখালে ঢাকা থাকে—ছিঃ চুপ কর!!'

মুক্তারাম বাবু—হরিশ্চন্দ্র বাবুর কথায় প্রবুদ্ধ হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, আমি দেখিলাম, অবতারের প্রাণ বায়ুকে দেহ হইতে অপসারণ

করিতে কে যেন কালমূর্ত্তিমান হইয়া আকাশ পটে—চিত্রিত হইল। উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিবার পরে, হরিশ্চন্দ্র বাবু সাহেবকে একখানি কাগজ বাহির করিয়া দেখিতে দিলেন ভাবে বোধ হইল তাহাই—দরখাস্ত—কাগজ খানি সাহেব হাতে করে পাঠ পূর্ব্বক আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, 'স্বাক্ষী কে ?'

'সাক্ষী পুলিষ, রামবিষ্ণু বাবু, আমি—তুমি।'

সাহে। তবে ভাল! সব ঠিক হইয়াছে, আর কেন, হরিশ বাবু এসো, আমরা আমাদের কার্য্য শেষ কোরে সন্ধ্যার সময় মুক্তারাম বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিব।'

হরিশ্চন্দ্র বাবু অধিকক্ষণ না বসিয়া মুক্তারাম বাবুকে বলিয়া সাহেবের সহিত বাহিরে চলিয়া গেলেন:—রামবিষ্ণু বাবু—মুক্তারাম বাবুর সহিত নিচে নামিয়া নিজের গাড়িতে চাপিয়া, প্রস্থান করিলেন। মুক্তারাম বাবু মুখে হাসি মণ্ডিত করিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—

'তোমাদের আহার হইয়াছে?'

আমি বলিলাম 'হইয়াছে।'

মু। অনঙ্গের!

অনঙ্গের অনঙ্গবাণে জর্জ্জরিত মুক্তারামের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া অনঙ্গকে ডাকিয়া দিলাম, অনঙ্গ সেই ঘরে প্রবেশ করিলে, আমি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

অনঙ্গের আজ নূতন মূর্ত্তি, তাহার সে ভাব নাই, সে—দাঁতে এক আঁটি চুল কামড়াইতে কামড়াইতে দক্ষিণ হস্ত—মুক্তারামের উদ্দেশে উত্তোলন করিয়া বলিল:——

'ভালবাসা কি জিনিষ—মুক্তারাম বাবু! আমার হৃদয় চিরিতে পারিলে দেখাইতাম, তোমাকে ভালবাসি কি না? আর কত দিন এ ভাবে থাকিতে হইবে?'

মু। আর এক দিন।

উভয়ে উভয়ের মুখ চাহিয়া রহিল, তাহাতে বোধ হইল. সেই তেজে অবতারের সর্ব্বস্বে আগুণ ধরিল। সহস্র মরীচিমালী তপনদেব

হাসিতে হাসিতে অস্তগিরি অবলম্বন করিতে যাইতেছেন; এমন সময়ে আমি দরজায় দাঁড়াইয়া আছি, একখানি গাড়ি আসিয়া থামিল, সেই সাহেব—আর সেই হরিশ বাবু—হাসিতে হাসিতে তড়াক্ কোরে গাড়ি থেকে নামিয়া উপরে উঠিলেন:—তাহাদের হাস্য-তরঙ্গের সহিত অবতারের জীবনের এক একটী লীলা-তরঙ্গ ডুবিতে লাগিল; উপরে সকলের হাস্যের তরঙ্গ উঠিল; অনঙ্গ—অম্বিকাকালীর ঘর থেকে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, আমি সচকিতে দাঁড়াইলাম, ব্যোমচারী পাখীকুল যাহারা সেইখানে উড়িতেছিল তাহারাও দাঁড়াইল, সেইখানে যে বায়ু বাহিত হইতেছিল তাহা স্থির হইল, সেই প্রদেশীয় মেঘদাম আকাশের কোলে স্থির হইল। হাস্যের বিরামে ঘন করতালির সহিত সাহেব বলিল:—

'অবতারের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে।'

জগৎ নিস্তব্ধ হইল।

——০০——

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সুখের দিন চিরকালের নয়!

জগতকে পরিকম্পিত করিয়া তপনদেব হাসিতে হাসিতে পশ্চিম গগণশায়ী হইয়া আনন্দে ভাসিতে ভাসিতে পশ্চিমাচলে আরোহণ করিলেন:—কমলিনীর সুখের দিন ফুরাইয়া উঠিল; সে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া নিজের দুঃখ, মৌমাছি, ভ্রমর প্রভৃতির কাছে ব্যক্ত করিল; কমলিনী মনে ভাবিয়াছিল, যে ফোচ্‌কে মৌমাছি ও ভ্রমরেরা তাহার হিতৈষী—, তাহারাও কমলিনীর আর সে রূপ নাই—সে গুণ নাই—সে মধু নাই—দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল:—'কমল! আর কেন কাঁদ?—পৃথিবীতে সুখের দিন চিরকালের নয়! তোমার যখন যৌবন ছিল, তুমি সুখে ছিলে, কত সুখভোগ করিয়াছ, এখন তোমার সুখ কোথায়?—তোমার সুখ ফুরাইয়া গিয়াছে:———' কমলিনী কপালে হাত দিয়া কাঁদিতে বসিল:—হাততালি দিয়ে ফোচ্‌কে মৌমাছির দল গুন্ গুন্ কোরে কমলের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল; ফোচ্‌কে ভ্রমর গুলো ভোঁ ভোঁ কোরে উড়িয়া পলায়ন করিল। কমলিনী মনের দুঃখে নিজের অবস্থা দেখিতে দেখিতে কাঁদিয়া মনে মনে ভাবিল:—

'যথার্থই সুখের দিন চিরকালের নয়!!'

এদিকে চন্দ্রমা হাসি হাসি মুখে নব সাজে নব আমোদে হাসিতে হাসিতে গগনের চিত্রপটে অঙ্কিত হইলেন। কুমুদিনী হাসি হাসি মুখে নিজের বাসর সাজাইয়া অনন্ত সুখ সাগরে ভাসিয়া চন্দ্রের কারণ বসিয়া রহিল; নক্ষত্রগণ সেই রঙ্গ দেখিতে২ আকাশের গায়ে সুহুরে ছোকরাইয়ারের মত হাঁ কোরে চেয়ে বেড়াতে লাগলো, এতো কমল নয়! যে ভোম্‌রা—মৌমাছি এসে আমোদ কোর্‌বে, জোনাই পোকা সময়

পেয়ে ঝিক্‌মিক্ কোত্তেং ভোম্‌রা—মৌমাছির কাজ করিল; ঝিঁঝিঁ পোকা শঙ্খের কাজ করিল, কুমুদের আমোদের আর অবধি নাই, সে মনে করিল, যে তাহার এমনি দিন চিরকাল থাক্‌বে, সে হাস্‌তে হাস্‌তে নিজের বেশ ভূষা করিয়া বাসর সাজাইয়া ব'সিয়া রহিল, ফুর্‌ফুরে বাতাস সময় পেয়ে মাতালের মতন হেঁল্‌তে দুলতে কুমুদিনীর কুঞ্জেই প্রবেশ করিল, বাতাস অনন্তরূপশালী, বাতাসের হাত কুমুদিনীর গায়ে ঠেকিবামাত্রেই কুমুদিনী কাঁপিয়া উঠিল, চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া দেখিল, এখনো অনেক দূর, তখন ফোচ্‌কে বাতাস সজোরে এক ঠেলা দিয়ে কুমুদিনীকে বোলে গেল কি—না—'সুখের দিন চিরকালের নয়!'

এই প্রকার নানা রঙ্গে—নানা শোভাতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল; সহ-রের গুঞ্জন শোভা হইলে; অনঙ্গের মুখে শুনিয়াছিলাম, অম্বিকা[illegible] পীড়া অপরাহ্ণে অনেক কমিয়াছে; তিনি সচেতনে কথা কহিতেছেন। আমার মন সুস্থ ছিল, দ্বরজায় দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে এক খানি ভাড়াটীয়া গাড়ি আস্তে আস্তে অনেক দূর হইতে আসিতেছে দেখিলাম, সেই গাড়ি খানির প্রতি নজর করিয়া আছি—আর কত লোক যাওয়া আসা কোচ্চে সে, বিষয়ের—প্রতি একবারও দৃক্‌পাত করিতেছি না, ক্রমে ক্রমে সেই গাড়িখানি আমার সন্নিহিত হইল, হইবা মাত্রেই—চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে কে এক জন তাড়াতাড়ি মুখে কাপড় ঢাকিয়া তড়াক্ কোরে গাড়ি থেকে নামিয়া আমার হাত ধরিল:—আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, একেবারে এই ভয়ানক বিপদে পতিত হইয়া বাক্‌-রহিত হইয়া রহিলাম, ভাবে বুঝিলাম ভয়ানক লোক, সে জোর করিয়া আমাকে সেই গাড়িতে তুলিল:—আমি ভিতরে ঢুকিয়া জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলাম, আমার জিহ্বা লালাহীন হইল, বুক কাঁপিতে লাগিল, কোন কথা কহিবার যো রহিল না, কি করি—ভয়ে—কম্পিত শরীরে বসিয়া রহিলাম, কতক্ষণ পরে যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন গাড়িখানি বড় বাজারের ভিতরে গিয়াছে বোধ হইল, কারণ চারিদিকে লোকের ভিড়, দোকানী পাসারিদিগের গোল শুনা যাইতেছে; প্রকৃতিস্থ হইয়া চাহিয়া দেখিলাম গাড়িতে অবতার বাবু: —

সুখ সচ্ছন্দ বিহারিত মৃগযূথ যেমন সহসা ব্যাঘ্রের ভীমমূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হয়——আনন্দ লহরীতে নৃত্যৎপ্রায়—বিরাম বিহার বিভ্রমশীল যুবজানী সহসা—সফণাকৃষ্ণসর্প—সম্মুখে দেখিয়া যেমন ভীত হয়—অকুল নক্র—তিমিঙ্গিল সংকুল মহাসমুদ্রে স্থির—শান্ত সময়ে; তরী ভাসাইয়া নাবিক আনন্দ লহরীতে ভাসিতে ভাসিতে হটাৎ সম্মুখে ভীম বজ্রাঘাৎ সম্পন্ন প্রবল ঝটীকার সহিত উত্তাল তরঙ্গাকুল সমুদ্রকে দেখিয়া যেমন ভীত হয় :— তদ্রূপ অবতারকে সম্মুখে দেখিয়া আমার ভয় হইল, অবতারের চক্ষে ব্যাঘ্রের দীপ্তি প্রকাশ হইতেছে—অবতারের নিশ্বাস সর্পের গর্জ্জনের ন্যায় বোধ হইতেছে। অবতারের শরীর উত্তাল তরঙ্গাকুল সমুদ্রের ন্যায় বোধ হইতেছে—আমি নির্ব্বাক্ হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম ; সে আমার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল; কতক্ষণ পরে সে আমার হাত ধরিল, তখন আমার জীবনের উপরে যেন সুমেরুর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল, আমি জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিলাম, সে আমার হস্ত ধারণান্তর কহিল :——

"তোমার ভয় নাই নির্ভয় হও ?

যেমন মহাসমুদ্রের তীরে পথহীন পথিক দাঁড়াইয়া প্রতিধ্বনি শ্রবণে ভীত ও কম্পিত হয়; তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী কথা অবতারের মুখ-নিঃসৃত হইলে আমার পক্ষে ভীতিকর হইল, আমাকে বিস্ময়াপন্ন দেখিয়া সে পুনরায় বলিল ?

"দেখো—মাচরাঙ্গা পাখী মাচশূন্য জলাশয়ের ধারেও থাকে না, তোমার কি আছে তুমি গরিব তোমাকে কি বলিব, আমার অনেক প্রয়োজন আছে তাই তোমাকে অনুসন্ধান কোচ্ছিলেম আমার বিশ্বাস পূর্ব্বেও যেমন ছিল, আজিও তেমনি আছে, এক্ষণে পরীক্ষা করিব, যদি আমার উদ্দেশ্যমত সমস্ত সম্পষ্ট বল তাহা হইলে তোমার পদে তৃণাঙ্কুরও বিদ্ধ হইবে না, আর তুমি জেনে শুনে যদি সেই সমস্ত কথা আমার নিকটে গোপন কর তাহা হইলে, তোমার জীবন আমার হস্তে অন্য শরীর অবলম্বন করিবে।" আমি তাহার কথায় একটু প্রবুদ্ধ হইলাম, প্রবুদ্ধ হইয়াও মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না ; যেমন উর্ম্মীসম্পন্ন সমুদ্রকে বিশ্বাস নাই, যেমন তুফানযুক্ত নদীকে বিশ্বাস নাই ; যেমন অসতী যুবতীকে বিশ্বাস

নাই—তদ্রূপ অবতারের চঞ্চল অন্তঃকরণকে বিশ্বাস হইল না, সে অতি ভয়ানক বলিয়া জানিতাম ;—এখনো তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাইতেছি।

বড় বাজার পার হইয়া পশ্চিমমুখে একটী সরু গলি আছে তন্মধ্যে গাড়ি খানি প্রবেশ করিল ; গলিটী অতিশয় অন্ধকার তাহাতে আলোর লেশমাত্র নাই—জনমানবের গতায়াত আছে কি না সন্দেহস্থল, গাড়োয়ান দেখিতে না পাইয়া গাড়ি থামাইল ; গাড়ি থামিলে যে ব্যক্তি মুখে কাপড় ঢাকা দিয়া বসিয়াছিল, সে তড়াক্ কোরে গাড়ি থেকে নেমে "রামসিং"

বোলে চীৎকার কোল্লে ;——চীৎকার শেষ হইতে না হইতে একটী আলোকের দীপ্তি প্রকাশিত হইল ; সে চলিয়া গেল, বাড়ীতে কয়েকটী খোট্টার গোলমাল শুনিতে পাইলাম, যেমন আলোকের প্রকাশ হইল, অমনি অবতার আমার একটী হস্ত ধরিল, আমি চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিলাম, আমাকে ভীত দেখিয়া সে বলিল ;——

"কিহে তোমার ভয় হোচ্চে!! ভয় কিসের, পুরুষ মানুষ, কখন কি ভাবে পোড়তে হয় তার কি কিছু ঠিকানা আছে ;—আমার সঙ্গে এসো"

অবতার বাবু নামিলে, আলোকের রেখা অদৃশ্য হইল, ঘোরান্ধকারে সেই গলি বিভূষিত হইল, অবতার নামিয়া আমার হাত ধরিল, আমি তাঁহার আদেশমতে নামিলাম, আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আমার আর একটী হাত যে ধরিয়াছিল সেও নামিল. অতি চমৎকার ব্যাপার!!! সমস্তই বিস্ময়জনক, প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তথা হইতে অবতার বাবুর সঙ্গে চলিলাম ;——

অবতার বাবু ও আর একটী ছদ্মবেশী ;—যেমন উভয় শিকারীতে মিলিয়া অসহায় হরিণকে জালে আবদ্ধ করতঃ বাটীতে অবহেলায় লইয়া যায়—তদ্রূপ আমাকে লইয়া চলিল ;—এক রসি পথ অতিক্রম করিলে একটী দ্বিতল বাটীর দ্বরজায় গিয়া উপস্থিত হইল ; বাটীতে আঘাৎ করিবার মাত্রেই একটী দাসী প্রদীপ হস্তে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, অবতার ও সেই ছদ্মবেশী আমাকে লইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল ; দাসী আমাকে

দেখিয়া চমকাইয়া মাথার ঘোমটা টানিল, আমি তাহাকে চেনো চেনো মনে করিলাম, কিন্তু ভাল করিয়া চিনিতে পারিলাম না ;——

ঢুকিয়াই একটী সুঁড়ি পথ ; তাহাতে পুকুরের পঙ্কের ন্যায় কালো মাটী পায়ে পায়ে জমিয়াছে ; দেয়ালে বালি চুনের—লেশ নাই—নবতি বৎসরের বৃদ্ধের দন্তের ন্যায় ইট সমস্ত প্রকাশ হইয়া রহিয়াছে ; চারি পাশে মাকড়সারা রাজ্য কর শূন্য পাইয়া স্বীয় জাল বিস্তার করিয়া রাজ্য বিস্তার করিতেছে ; মশকেরা রাম রাজ্য ভোগ করিতেছে—বর্ষার—বৃষ্টি শুভোপলক্ষীয় বসুধারার ন্যায় সারি সারি রৈখিত রহিয়াছে ; ইন্দুর ও ছুচার আমোদের সীমা নাই :—তদ্দর্শনে আমার আরো সন্দেহ হইল; এ বাটীতে পদধূলায় বোধ হইতেছে—অনেক লোক যাওয়া আশা করে, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, অথচ এ বাটীটী বেমেরামতে নষ্ট হইয়া যাইতেছে :—ক্রমে কটী মোড় অতিক্রম করিয়া একটী দ্বারের সমীপে পৌঁছিলেম ; দাসী লের পশ্চাতে রহিল ; অবতার—সেই দ্বারে—একবার পদাঘাত করিল, র উদ্ঘাটীত হইলে একটী সিঁড়ি নজরে পড়িল সিঁড়িটীরও হীনাবস্থা, কোন খানটী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ; কোনটী ভাঙ্গিবার উপক্রমে আছে :—— একে একে সিঁড়ি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতলের বারাণ্ডায় পৌঁছাইলাম ; পৌঁছাইবামাত্রেই একটী হাস্যের স্রোত উঠিল ; সেই দিকে চাহিলাম ; যাহা দেখিলাম তাহাতে ধরাতলে এমন অপবিত্র বস্তু আর কি আছে যে তাহার উপমা হইতে পারে :—

পাপিষ্ঠা সরলতা সহাস্য মুখে কাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে চুল বাঁধিতেছে :—

সরলতার মূর্ত্তি দেখিয়া আমি কাঁপিয়া উঠিলাম ; আমাকে থমকাইয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া অবতার বলিল :—

“তুমিত ভীতু !! তোমাকে এখানে রাখা উচিত নয়—এসো তোমাকে আর এক ঘরে লইয়া আমার—উদ্দেশ্য প্রকাশ করি, যদি স্পষ্ট করিয়া বল, তাহা হইলে কোন গোল করিব না, কিছু বলিব না, এখুনি ছাড়িয়া দিব নচেৎ তোমার নিস্তার থাকিবে না।”

অপর ব্যক্তি আমার হাত ছাড়িয়া অবতারের গৃহে প্রবেশ করিল,

অবতার আমাকে লইয়া বারাণ্ডার পূর্ব্বধারে চলিল; তথায় একটী ক্ষুদ্র কুঠারিতে আমাকে প্রবেশ করাইল, আমি তথায় প্রবিষ্ট হইলে নিজে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বার রোধ করিয়া কহিল :—

"দেখো! আমার জীবন এখন উত্তাল তরঙ্গাকুল মহাসাগর মধ্য-স্থিত ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায় ভাসমান,—শারদীয় নবঘনের ন্যায় সতত চঞ্চল। আমি আর আমার জীবনের আশা করি না—আমি আর দুই দিন পূর্ব্বে যে সংসারকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া কত কত অন্যের অসাধ্য কার্য্য করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই নাই, এক্ষণে সেই সংসার আমার পক্ষে ভয়ানক হইয়াছে, এই দুই দিনের মধ্যে এই সংসার আমার জীবনের অংশ বলিয়া বোধ হইতেছে—তোমাকে কি বোল্‌বো, আমায় কি এ ভাবে থাকা সাজে? অনঙ্গ—অনঙ্গ—যে আমায় এমন কোর্‌বে, তা আমি স্বপ্নেও স্থান দিই নাই, যাহাকে অকূল সমুদ্রের সহায় করিয়াছিলাম, সেই-ই আমাকে ডুবাইয়া দিল :—না—না, আমি ডুবিব না, কেন ডুবিব—অবতার আজন্ম কাহাকেও ভয় করে নাই—সকলকেই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে—সকলকেই অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলিয়া ডুবাইয়া মারিয়াছে—আজি সেই অবতার জীবনের ভয়ে ভীত হবে?—কেন হবে!! ওটা আমার ভ্রম, এখন যদি সহস্র সহস্র বজ্র আসিয়া আমার মস্তকে পতিত হয়—যদি সহস্র সহস্র অনঙ্গ আসিয়া আমার সর্ব্বনাশ করে—যদি শিবের ত্রিলোক সংহারী ত্রিশূলও আমার বক্ষে পতিত হয়, তথাপি আমি জীবনের আশা ত্যাগ করিব না—কেন করিব; এই বুদ্ধিতে—এই শরীরে কি না করিয়াছি? সংসারে এমন কি আছে, যাহা আমি করি নাই—যাহা আমি দেখি নাই?—তবে কেন—কি দুঃখে আমি সশঙ্কিত হচ্চি?—মুক্তারাম—মুক্তা—রাম—তাহাকে আবার ভয় কিসের?—যাহার সুকোমল কমনীয় আলিঙ্গন হইতে স্নেহময়ী ভগ্নীকে চ্যুত করিয়া, আমার বক্ষ শীতল করিতে পারিয়াছি, তাহাকে আবার ভয়—ভয় কিসের?—ভয়—ভয়—ভয় না—না—ভ্রম—ভয়!—তিমু! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার জীবন এখন শারদীয় মেঘাবলির ন্যায় সচঞ্চল হইয়াছে, একবার এই সংসারের চিত্র দেখিয়া সশঙ্কিত হই—আবার মনে দ্বিগুণ সাহস হয়, যে স্থানে আমার

জীবনের ভয়ের সম্ভাবনা—সেই স্থান ভয়ানক মনে করিয়া সেই ভয় নষ্ট করিব। এখন বল দেখি, অনঙ্গ কোথায়?"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া অবতারের বক্তৃতা শুনিতেছিলাম, হঠাৎ অবতারকে থামিতে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিতচক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম, আমাকে স্থির দেখিয়া অবতার জিজ্ঞাসা করিল :—

"অনঙ্গ কোথায়?"

আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া বলিলাম :—

"অনঙ্গ অম্বিকাকালীর সুশ্রূষায় নিযুক্ত।"

এই কথা শুনিয়া সে সিহরিয়া উঠিয়া বলিল :—

"অম্বিকাকালী জীবিতা আছে, তাহার সহিত অনঙ্গ মিশ্রিত হইয়াছে; গঙ্গার প্রবল বেগের সহিত সাগরের প্রবল বেগ মিশ্রিত হইয়া যেমন ধর কন্দর, গহন কানন, নগর, বন, উপবন, নষ্ট করিয়া সাগরে মিশ্রিত তদ্রূপ কি অম্বিকাকালী ও অনঙ্গ করিবে। আমার এ জীবনের যেখানে ,, আছে তাহাও কি উহাদের সন্মিলনে বহিয়া যাবে। তিনু! তোমায় কি বোল্‌বো আমার জীবনের ভয়ানক অবস্থা উপস্থিত—অনঙ্গ।—অনঙ্গ—অনঙ্গের নাম—আমার মনে হোলে প্রাণ কেঁপে উঠে!—অনঙ্গ—অনঙ্গমূর্ত্তি আমার মনে হোলে আমি জগৎকে শূন্যময় দেখি! তিনু! সকলেই অনঙ্গকে মোহিনীমূর্ত্তিময়ী বলে, কিন্তু আমি তাহা বলি না। অনঙ্গের যে কটাক্ষ সকলের চক্ষে আনন্দময় বলিয়া বোধ হয়, ইতিপূর্ব্বে আমারো তাহাই বোধ হইতো—কিন্তু আজ তাহা আমার পক্ষে বিদ্যুৎঝলার ন্যায় বোধ হইতেছে :— দেখো যে বিদ্যুৎঝলা লোকের আনন্দবর্দ্ধণ করে; আবার সেই বিদ্যুৎঝলাই বজ্ররূপী হইয়া লোকের জীবন সংহার করে;—অনঙ্গও তেমনি!! অম্বিকা—অম্বিকা—ছোট—বৌ—তাহাকে মনে করিলে আমি আকাশে এক খানি ভয়ানক চিত্রপঠ অঙ্কিত দেখি—সে খানি অতি ভয়ানক, কিন্তু অর্থ বুঝিতে পারি না—কোথাও প্রদীপ্ততেজা বহ্নি হুহু শব্দে জ্বলিয়া, ভূর্লোক, ভবলোক স্বর্লোক ব্যাপ্ত হইয়া কাহাকে দহন করিতেছে; অগ্নির তেজে আমারো হৃদয় কম্পিত হইতেছে। কোথাও অনন্ত কীটপূর্ণ কুণ্ড—কীটসকলের ভয়ানক দংশন যাতনায়, কতকগুলি

ব্যক্তি তাহাতে পতিত হইয়া, সেই সকল কীটদিগের দংশনে পরিত্রাহী চীৎকার করিতেছে, তাহাদের চীৎকারে মমতা শূন্য হইয়া দুই জন ভীষণ আকৃতির রাক্ষষ দুইটী ত্রিশূল হস্তে রক্তকটাক্ষে বিঁধিতেছে ; তাঁহাদের মায়া দূরে থাকুক, তথা যাইয়া কীটদংশিত লোকগণের প্রাণ ইহজন্মের মত শেষ করিতেছে। কোথায় অনন্ত অগ্নি তেজে উত্তপ্ত তৈলকটাহ—তৈল অগ্নির তেজে ভয়ানক উত্তপ্ত হইয়া বারেং ধুম উদ্গীরণ করিতেছে; কখন বা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে :—দুই জন লোক দুই জন অতি কৃশ ক্ষীণাঙ্গ লোককে দুই হস্তে ধরিয়া সেই—তৈল-কটাহে নিক্ষেপ করিতেছে। অতি ভয়ানক দৃশ্য !! দেখিয়া আমার প্রাণ উড়ে যায়—আমি যত মনে করি ভাবিব না—আমি ভাবি কেন—ততই ভাবনা আমাকে কাঁপাইয়া ফেলে, অতি ভয়ানক ব্যাপার—আমি ভাবি কেন—তিনু! আমি ভাবি কেন—আমার ভয় হয় কেন? আকাশেই—চিত্রদেখিলাম—আমার ভয় হয় কেন—আমি তো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—তুমি জানো, আমি ভীত—নই !! আমি একবার ঐ সমস্তকে স্বপ্ন বলিয়া ভাবি, আবার মনের ভাব চাপা থাকবার নয়—সেই স্বপ্নের ভাব দূরীভূত হইয়া সত্য—সত্য—বলিয়া বোধ হয়—কি কোরবো কি কোরবো—তাই ভাবি আর—কোন মতে কিছু নয়—কেবল আমার মনের কথা তোমাকে বোল্লেম—আমি সে সমস্তকে স্বপ্ন বোলে বোধ করি—ধন ধন—ধন—টাকা—আমি স্বহস্তে যাহা লইয়াছিলাম—তাহা কি কখন নষ্ট হইবে—তা হবে না। আমি আস্‌চি, তুমি বোসো আরো অনেক কথা আছে, এই বলিয়া অবতার বাবু গৃহ হইতে বাহির হইলেন,—যাইবার সময় দ্বার অবরোধ করিয়া গেলেন।

——00——

দ্বি-চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

কাল চক্র !

নিশি তমস্বিনীমূর্ত্তিতে প্রতিদিন যাহাকে পান, তাহাকেই স্বীয় করাল বদনে গ্রাস করেন—প্রতিদিন যাহার কপাল ভাঙ্গে তাহাকেই নিশি স্বীয় ভীমা প্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে গ্রাস করেন, আজ আমার কপালে কি ভয়ানক অবস্থা ঘটিয়াছে—কোথা মুক্তারাম বাবুর সুখসমৃদ্ধি দেখবো—কোথা—অনঙ্গ-মোহিনীর আশ্চর্য্য ভাগ্যের কথা শুনিব—কোথা অম্বিকার শেষ দশা দেখিব—না আজ আমি নিশির করাল গ্রাসে পতিত হইয়া নিজের অদৃষ্টের উপরে চাহিয়া রহিলাম :—এই সমস্ত ভাবিতেছি এমন সময়ে দুইটী ছুঁচা কিচ্‌মিচ্ করিয়া আমার সম্মুখে বেড়াইতে লাগিল, আমি দুবার পায়ে চাপড়ানি দিলেম, তবু কোল্‌কেতার ছুঁচা মানুষ ভয় করে না, ইংরাজী শাসনে ইন্দুর—ছুঁচারও দর্পে মাটীতে পা পড়ে না, কি কোরবো, ছুঁচার কথা মনে কোরে কি কোরবো, নানা ভাবনা ভাব্‌চি, অবতার বাবুর ভাবনা ভাব্‌চি—নানা কথা মনে আস্‌চে এমন সময়ে কে এক জন

টী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল :——

" বড় ভয়ানক কোপটা ফোস্‌কে গেছে ! ! "

আর এক জন তাহার কথার প্রত্যুত্তরে বলিল :—

" অবতার বাবু যে মেয়েটাকে নিয়ে এসেচে, সেটী অতি ধনিলোকের ভগ্নি, অতএব তার হাতে টাকা আছে :—তবে এমনি সন্ধান কোরে এ সমস্ত মারবো, যাতে কোরে হোক্ অবতারের কপালে আগুণ লাগে :—"

আমি এই সমস্ত অতি ভয়ানক গুপ্ত কথা শুনিলাম, উভয়ের কথা শুনিয়া বোধ হইল একজনের কণ্ঠের স্বর বাঙ্গালীর কণ্ঠে উচ্চারিত, আর একজনের কণ্ঠের স্বর খোট্টার ন্যায় হিন্দিতে উচ্চারিত, আমি হিন্দি ভাবে না বুঝিয়া বাঙ্গালা ভাবে আবৃত্তি করিলাম।

ভয়ানক কথা চলিতেছে এমন সময়ে এক জন আসিয়া বলিল :

জহরমল বড় মজা হোয়েছ।”

পূর্ব্বের মধ্যে এক জন বলিল :—

“ কি হোয়েচে !! ”

উত্তর। আর কি বোল্‌বো—ভয়ানক কথা—যা হবার তাই হবে—তোমাকে সাহায্য কোত্তেই হবে, মুক্তারাম বাবু আমার নামে একখানি পত্র লিখে একটী লোক এই বোলে পাঠিয়েচেন যে, যদি “আমি তাঁহার বন্ধু হই, তাহা হইলে এই উপকারটী তাঁহার করা উচিত :—কি—না, তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে অবতার তাঁহার ভগ্নিকে লইয়া তোমার বাটীতে আসিয়া বাস করিতেছে :— আর এক জন লোককে তিনি আজ সন্ধ্যার সময় ধরিয়া আনিয়াছেন, অতি ভয়ানক কাণ্ড !! তা ভাই আমার অনুরোধ। আমাকে যদি তুমি বন্ধু বোলে মান, তা হোলে মুক্তারাম বাবুর অনুরোধে তোমায় রক্ষা কোত্তে হবে, তা যদি না কর তা হোলে আমার এত সম্মান সমস্ত নষ্ট হবে !! আর অবতার অপেক্ষা মুক্তারামের অনেক বিষয়, যদি আমাদের সহায় হয়, তা হলে কত সুবিধা, যখন যা চাবো তখুনি তা পাবো—তাই বলি—তোমার মত কি ?

ইহার প্রত্যুত্তরার্থে এক জন বলিল :—

“ তোমাকে আর অধিক কি বলিব—টাকাই আমাদের সর্ব্বস্ব ! আজ অবতার সন্ধ্যার সময়ে একবার গুপ্তভাবে পথে বাহির হইয়াছিল বটে, কাহাকেও ধরিয়া আনিয়াছে কি না তাহা আমি জানি না—আর টাকাই সর্ব্বস্ব—টাকা যদি পাই তা হোলে—অবতারকে কে চায় ; এখুনি স্বহস্তে পরোয়ানা ধরাইয়া দিব ; ও বাঙ্গালী সেও বাঙ্গালী—বাঙ্গালীদের হাত থেকে যাতে কোরে হোক, বাঙ্গালীর হাত থেকে টাকা পাইলেই হোলো, তা মুক্তারাম বাবুকে একবার লুক্কাইত ভাবে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বল, আমি তাঁর অভিপ্রায় জেনে তবে যাহা ইচ্ছা করিব, আমি আমার মনের সঙ্গে বিষয় কার্য্য করি ; অপরের পরামর্শে করি না, তুমি বন্ধু তোমার সহিত বন্ধুত্ব থাকিবে, তোমার সহিত টাকার কথা চলিবে না—তা হোলে বন্ধুত্ব থাকে না ”



হরিষে বিষাদ !

এই কথা শেষ হইলে তাহারা সকলে চুপ করিল, ভাবে বোধ হইল—যে ব্যক্তি প্রশ্ন করিতেছিল সে চলিয়া গেল, সকলেই নিস্তব্ধ হইল। রজনীর নিস্তব্ধতার সহিত সমস্ত স্তব্ধীভূত হইল, কতক্ষণ পরে সেই গৃহ হইতে এক জন হাসিতে হাসিতে বলিল :—

"ভাই! কি বোলবো এই অবসরে আমাদের বেশ দুপসা পাইবার সম্ভাবনা; অবতার ও মুক্তারামে লড়াই লাগিবে, অবতার আমাদের

আশ্রয় লইয়াছে—বেশ হইয়াছে মুক্তারাম আমাদের নিকট থেকে অবতারকে অন্যত্র না লইয়া যাইতে পারিলে তো আর গ্রেপ্তারী পরয়ানা ধরাইতে পারিবে না, আর পুলিষের এমন কি সাধ্য যে আমাদের কাছ থেকে তাহাকে লইয়া যাইতে পারে—অতএব আমাদের সাহায্য লইতে হইবেই হইবে, আমরা বিলক্ষণ টাকা না পেলে ছেড়ে দিব না :——"

এই বক্তার প্রতিকথা কহিবার কারণ এক জন বলিল :—

"তাও—বটে কিন্তু অবতার আমাদের বিশেষ উপকারী সে যখন আমাদের আশ্রয় নিয়েচে তখন তাকে কি কোরে তাড়িয়ে দি? দেখ সে, কি না কোরেছে, আমাদের যখন ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রেপ্তার করতঃ সাবধান করিয়া দিবার চেষ্টা করেন, তখন, একা অবতারই সাহায্য কোরে আমাদের বাঁচিয়ে ছিল, আহা :—সে উপকারের অপেক্ষা আর কি অধিক উপকারের প্রত্যাশা করা যেতে পারে; এক দিকে টাকা আর এক দিকে উপকার :—আমি কি কোরবো কিছুই স্থির কোত্তে পাচ্চি না।"

উপস্থিত বক্তা চুপ করিলে কে যেন বলিল :—

অবতার বাবুকে ডাকৃবো!—

আর এক জন বলিল—

"ডাকো!!"

তাহার উত্তরে আর এক জন বলিল :—

"তা হোলে তাকে আমাদের মন্ত্রণা গৃহ দেখানো উচিত হয় না। অন্য ঘরে চলুন, এ দিকে আব একটা মজা হবে, অবতার যে সেয়ানা তাহাতে আমাদের অভীষ্ট সুসিদ্ধি সহজে হইবে না। এই উপলক্ষে অবতারকে এখানে আনাইয়া আবদ্ধ রাখি, তাহা হইলেই সরলতা বেহাত হইল, সরলতাকে হাত করিতে পারিলে আমাদের সমস্তই—সুসিদ্ধ হইবে—লাখ্—টাকা—লাখ টাকার আশা কখন কি কেহ ছাড়তে পারে; আমিতো পারি ন', আর কেহ যদি পারে তাহাকে আমি মানুষ বলি না।"

এই কথা শেষ হইতে না হইতেই একটী উচ্চ স্বরে হাস্যের স্রোত উঠিল, আবার তখুনি নির্ব্বাপিত হইল; নির্ব্বাপিতের সহিত এক জন বলিল :—

"জহরমল! আর অন্যমত কোরো না, তুমি যত বড় হোচ্চো, তত তোমার ধর্ম্মভয় বাড়চে! আমরা তোমার—মুখ চেয়ে ধর্ম্মভয় দেখে থাক্‌লে কি কোরে বাঁচি—যা হয় তা করো—আর তোমাকে কি বোল্‌বো :—আর ধর্ম্মই বা কোথায়—অধর্ম্মই বা কোথায়, এতে অধর্ম্মটাই বা কি আছে :—অবতার যে স্বচ্ছন্দে মুক্তারামের ভগিনীকে নিয়ে আমোদ প্রমোদ কোচ্চে—তাহাকে প্রলোভন দেখাইয়া পাপপথের ভিখারিণী করিয়াছে, তাতে তার কি ধর্ম্ম আছে!! সে কি এমন ভাল ধার্ম্মিকের কায কোচ্চে, তা তোমার ধর্ম্ম ভয়—টাকার কাছে আবার ধর্ম্ম—!!"

এই সমস্ত কথা শেষ হইলে আর এক জন বলিল ;—

"ভাই জহরমল! আমার কথা শোন? এ দিকে অবতারকে ডেকে তোমা[illegible] তাহাকে ভয় দেখাইয়া কতক টাকার যোগাড় করো, আর আমরা [illegible] মেয়ে সরলতার মুখে কাপড় বেঁধে কাজ গুচাইবো, এক খানা ছোরা [illegible]থাইলে আর তাহাকে টাকা লুকাইত রাখিতে হইবে না; দিতেই হবে, [illegible] কিছু কোত্তে হবে না, তুমি চুপ্ কোরে থাকো, আমি সমস্ত দেখ[illegible]; দেখে শুনে পথ ঠিক কোচ্চি :——"

ইহা বলিয়া দুই জনে হিন্দিস্বরে গান করিতে করিতে বাহিরে চলিয়া গেল; আমি ভয়ানক বিস্ময়ে পতিত হইলাম, কি হবে, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম, ভয়ানক ব্যাপার!! যেখানে এই সমস্ত হইতেছিল, সে স্থানটী ঠিক আমার গৃহের অপর পার্শ্বে; মধ্যে কেবল একটী ইষ্টকের দেয়াল, ইচ্ছা হইল উহাদের দেখি, অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না, আবার মনে ভাবিলাম, দেয়ালে যদি ছিদ্রই না থাকিবে, তাহা হইলে এমন স্পষ্ট স্পষ্ট কথা কি প্রকারে শুনিতে পাইতেছি!! চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে একস্থানে একটী আলোকের রেখা দেখিতে পাওয়া গেল, অমনি আমার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল, আমি আনন্দে আপ্লুত হইলাম, সেই ছিদ্রের মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখিলাম; একখানি ছিন্ন মাজুরের উপরে জন কয়েক খোট্টা বসিয়া রহিয়াছে, তন্মধ্যে এক জন পায়ের উপর পা দিয়ে খেলো হুকোয় তামাক খাইতেছে, আর আর সকলে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহি-

য়াছে। ভাবে বোধ হইল, তামাকুসেবনকারীই দলের কর্ত্তা, সকলেরই চেহারা অতি কদাকার, আয়তনে খর্ব্ব, নাসিকা খর্ব্ব, হস্ত খর্ব্ব, পদ খর্ব্ব, শরীর বলিষ্ঠ; যে ঘরটীতে বসিয়া আছে, সে ঘরটীর দুর্দ্দশার আর সীমা নাই, চতুর্দ্দিকে পানের পিচ, শ্লেষ্মার স্বেদ, মাকড়সার জাল, ঝুল-চিতি সাপের খোলোস, ইন্দুরের মাটী, দেখিলেই মনে ঘৃণার উদয় হয়, এই ঘৃণার্হস্থানে তাহারা স্বচ্ছন্দে বসিয়া কথোপকথন করিতেছে, আমি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, মনে ঘৃণার উদয় হইল, তাহারা যে অতি ভয়ানক লোক তাহাও জানিতে পারিলাম; প্রাণের ভয় হইল। এই ব্যাপার দেখিতেছি, এমন সময়ে আমার দক্ষিণ দিকের ঘর হইতে কে যেন ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছে বোধ হইল, আমি চমকাইয়া উঠিলাম, চতুর্দ্দিক রহস্যময় বলিয়া বোধ হইল, আমি সেই দিকের দেয়ালে আসিয়া দাঁড়াইলাম, অনেক অনুসন্ধানের পর একটা ছিদ্র খুঁজিয়া পাইলাম, সেই ছিদ্রে নয়ন-দৃষ্টি সংরক্ষণ করণান্তর যাহা দেখিলাম, তাহা অতি ভয়ঙ্কর :—

এক স্থানে অবতার উজ্জ্বল দীপ্তিময় কটাক্ষে চাহিয়া রহিয়াছে, আর এক দিকে চোখে কাপড় দিয়া এক জন কাঁদিতেছে, উভয়ের এই ভিন্ন ভাব দেখাইবার কারণ একটী বাতি সেই ঘরের একধারে মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। ভাবে বোধ হইতেছে যেন অলক্ষে বাণাহত হইয়া মৃগরাজ সিংহ—বাণক্ষেপণকারীকে উজ্জ্বল কটাক্ষে অন্বেষণ করিতেছে; ভয়ানক কটাক্ষ—সেই কটাক্ষ যেন—সভয় ও সসাহস—অন্তঃকরণের ভাব প্রকাশ করিতেছে; কতক্ষণ পরে ক্রন্দনকারী ব্যক্তি চক্ষু হইতে বস্ত্র অপসারণ করিয়া কহিল :——

"অবতার! তোমার সাহায্য কোত্তে আমার সুদ্ধ সর্ব্বনাশ হোলো, আমি গরিব আমি কোথা যাবো, আমি কি কোর্‌বো।"

এই কয়েকটী কথা শেষ করিয়া সে পুনরায় কাঁদিতে লাগিল, যখনই সে চক্ষের কাপড় খুলিয়াছিল তখনই আমি চিনিতে পারিয়াছিলাম—অতি ভয়ানক লোক—অতি ভয়ানক মূর্ত্তি—মহাদেব ভট্টাচার্য্য!! আমি আশ্চর্য্য হইলাম, দুই দিন পূর্ব্বে যে ব্যক্তি হাসিয়া অপরের সর্ব্বনাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই, আজ সে ব্যক্তি কেন কাঁদিতেছে;—তাহার

ক্রন্দনে আমি ক্ষুব্ধ হইলাম না, বরং খুসী হইলাম; আমি এক দৃষ্টে অবতারের মুখ দেখিতে লাগিলাম; কতক্ষণ পরে অবতার বলিল :——

"মহাদেব—ছি!! ছি!! তুমি এত লঘুহৃদয় তাহা আমি জান্‌তেম না, তা জান্‌লে তোমার সঙ্গে মিস্‌তেম না; দাও আমার বুকে হাত দাও—তা হোলে তুমি দেখ্‌তে পাবে—আমার বুক্ কত কঠিন; এ বক্ষ সহজে কাঁপিবার নয়, যদি প্রবল ঝটীকায় নভোমণ্ডলের মেঘ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বজ্রাঘাৎ রূপে আমার বক্ষে পতিত হয়, তাহা হইলেও এ বক্ষ কাঁপিবার নয়!! যেমন চূর্ণ মৃত্তিকা পতিত হইলে প্রস্তরের কিছু হয় না, তদ্রূপ তাহারা আমার বক্ষে পতিত হইয়া কিছু করিতে পারে না;—যদি সহস্র সহস্র ব্রহ্মাণ্ড সৌরজগতের সহিত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া একেবারে আমার বক্ষে পতিত হয়, তাহা হইলেও এ বক্ষ—এ বক্ষ কাঁপিবার কি—কখন কাঁপে ?, সহস্র উল্কাপাত—সহস্র বজ্রাঘাৎ—অনন্ত দীপ্তিময় অগ্নি ও সমুদ্রের পর্ব্বত প্রমাণ অত্যুচ্চ তরঙ্গ, এ সমস্ত দেখিয়া যদি কাঁপিবে, তাহা হইলে আমার অবতার নামের সার্থকতা কি রহিল,—কিন্তু মনের দুঃখ বল্‌বার নয়;—যদি কোন ছলে ব্রিটীশ-সিংহের চক্ষে ধূলা দিতে পারি, তাহা হইলে একবার মুক্তারামের বক্ষের উষ্ণ শোণিত পান করিয়া শরীরকে শীতল ও আমার উত্তপ্ত ক্রোধাগ্নির নিবৃত্তি—নিবৃত্তি করিব, আর কিছুই নয়—আর কিছুই নয়!!"

এই তেজস্বী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মহাদেব আশ্চর্য্য হইল, ক্রন্দন ত্যাগ করিয়া অবতার বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; অবতার তাহাতে দেখিল মহাদেব প্রবুদ্ধ হইয়াছে :—তখন সে বলিল :—

"তার পর কি হোয়েছে!!"

"অম্বিকানন্দন ঠাকুর, প্যারীমোহন দেব, পার্ব্বতীনাথ দেব, রাঙা বাবু, হরনাথ বাবু, রামবিষ্ণু ডাক্তার; হেনেরী সাহেব, উমাকালী বাবু প্রভৃতি সকলেই তোমার বিপক্ষে মন্ত্রণা করিয়া তোমাকে জব্দ করিবে; তাহার সমস্ত ঠিক হইয়াছে, তোমার নামে যে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে, তাহা আজ না হয় কাল তোমাকে ধরাইবে; আর তোমার নিস্তার নাই, পোড়া কপালে "মিত্র" যদি ম্যাজিষ্ট্রেট্ না হোতো, তা হলে তোমার

এ দুর্দ্দশা হোতো না, আবার নাকি শুনতে পাই "মিত্র" ম্যাজিষ্ট্রেট্ এই হুকুম দিয়েচেন যে; যে যে লোক তোমার সঙ্গে ছিল, তাহারাও ধৃত হইবে; তাই শুনে আমার আর ভয়ের সীমা নাই, আমি খেতে, শুতে—নাইতে ভরসা করিনে; সর্ব্বদাই যেন সশঙ্কিত আছি! কি হবে সেই ভেবেইতো আমি আকুল।' এই সমস্ত কথা শুনিতে২ অবতারের উজ্জ্বল দীপ্তিময় চক্ষু নিস্তেজ হইয়া আসিল, অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল;—

'অ্যাঁ!! ব্রজবন্ধু মিত্র—আমার সর্ব্বনাশ কোরবে!! বল কি মহাদেব, সর্ব্বনাশ!!!'

'এই কথা বোলে অবতার মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। আমি মনে মনে ভাবিলাম এ সংসারে সুখের দিন চিরকালের নয়।'

কতক্ষণ পরে মহাদেব আস্তে আস্তে হাঁটুতে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে, অবতার জিজ্ঞাসা করিল:——

'তুমি চলে যাও!! মোদ্দা অত, ভীতু হোয়ো না, সাবধানে থেকো।—সাবধানের মার নাই; আর আমি যে এখানে আছি এ কথা যেন প্রকাশ না হয় আর কি বোল্‌বো—আমি আজ হইতে কখন না কখন জীবনের ভাবনা ভাবিব।' মহাদেব উঠিয়া গৃহের দ্বার খুলিল; আস্তে আস্তে পলায়ন করিল:—দ্বার খোলা রহিল—অবতার বিষণ্ণ হৃদয়ে ম্রিয়মান রহিল।

——oo——

ত্রি-চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

কোহিনুর—তুমি কার?

এক সময়ে যখন সত্য যুগের সত্যময় নাম এ জগতে শুভ্র অভ্রাবলীরূপে ব্যোমপথ হইতে পৃথিবী অবধি ব্যাপ্ত ছিল, তখন সত্যকেই কোহিনুর কহিত। সেই সময়ে মহারাজ পুরুরবা রূপসী উর্ব্বশীকে স্বীয় জীবনের কোহিনুর করিয়াছিলেন; একদা বসন্তকালে মহারাজ পুরুরবা একটী মোহনীয় কুঞ্জে উপবেশন করিয়া দেখিলেন, কোকিল কোকিলা, শ্যাম শ্যামা, ময়ূর ময়ূরী সকল মনের আনন্দে নৃত্য ও কলরব করিতেছে, নির্ম্মল মলয়ানিল সুগন্ধ বিস্তার করিয়া তথায় প্রবাহিত হইতেছে, সুগন্ধ কলিকাকুল উন্মীলিত হইয়া হাসিতেছে, তখন রাজা প্রগাঢ় অনুরাগে স্বীয় কোহিনুর রূপ উর্ব্বশীর গণ্ডে হস্তার্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন:—"প্রিয়ে! কোহিনুর—তুমি কার?" যখন উর্ব্বশী শাপ মুক্ত হইয়া স্বর্গে গিয়াছিল, তখন সে রাজার উত্তরে বলিয়াছিল:—"স্বামিন্ পুরুরবে! তুমি যে এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে—কোহিনুর! তুমি কার?" ইহার উত্তর—"কোহিনুর কখন কাহারো হয় না।"

এক সময়ে ত্রেতাযুগের ত্রিবিক্রম পরাক্রমে পরাক্রান্ত জগচ্চক্ষু রামচন্দ্র শরীরার্দ্ধভাগী সীতার সহিত পিতৃসত্য রক্ষা হেতু সলক্ষণ নব জলধর শ্যাম মূর্ত্তিতে গোদাবরী তীরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, সেই সময়ে একদা শরৎকালের দিনমণি অস্ত যাইতেছেন দেখিয়া, রামসীতা একটী পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে বিহারচ্ছলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, নবীন নীরদদাম দলে দলে আসিয়া শ্যাম মূর্ত্তিতে শৃঙ্গে জমিতেছে, ময়ূর ময়ূরীদল কেকারবে পাখা উন্মোচন করিয়া নৃত্য করিতেছে, সেই শোভা দর্শনে রামের মনে অনুরাগ হওয়াতে তিনি স্বীয় কোহিনুর স্বরূপ সীতাদেবীকে বলিয়াছিলেন—"প্রিয়ে কোহিনুর—তুমি কার?" তাহার

উত্তর—যখন সীতা রাবণ কর্ত্তৃক হৃতা হন ও সেই সংবাদে তিনি যখন মূর্চ্ছিত হয়েন, সেই সময়ে বনস্পতিকুল তাঁহাকে বলিয়াছিল :—"হে জানকীজীবন!—কোহিনুর—কাহারো নয়।"

একদা দ্বাপরে যখন শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মকে কোহিনুররূপ জানাইয়া যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মাশ্রয় করিতে কহিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠির ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া একদা দ্রৌপদীসহ বিলাস করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন :—"প্রিয়ে কোহিনুর!—তুমি কার?" সে কথা আকাশের বায়ু শুনিতে পাইয়াছিল, যখন দুঃশাসন কেশে ধরিয়া সভামধ্যে সেই দ্রৌপদীকে অবমাননা করেন, তখন যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধচ্ছলে আকাশবাণী হইয়াছিল :——যে "কোহিনুর—কাহারো নয়!"

একদা কলিযুগে যুগে যুগে তপস্যা করিয়া ক্ষত্রিয়-সিংহ রণজিৎ সিংহ ভারতের স্বাধীনতা রূপ মণির সহিত ভারত সিংহাসনে অধিষ্টিত হইলে, ভারত—স্বীয় খনি হইতে যে কোহিনুর রত্ন তাঁহাকে দিয়াছিলেন, রণজিৎ সেই রত্ন বলে বলী হইয়া ভারতকে যখন একচ্ছত্রী করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তখন তিনি এক দিন বিরলে কোহিনুরের উদীপ্ত কিরণময়—আকার দেখিয়া বলিয়াছিলেন :—"কোহিনুর তুমি কার? সে উত্তর—বাঙ্গালী জাতি প্রতিধ্বনির মুখে শুনিয়া ব্রিটীশ সিংহের কর্ণে বলিয়া দিল, ব্রিটীশ সিংহ যখন সময় ক্রমে রণজিতের স্বাধীনতার সহিত রণজিতের কোহিনুর অপহরণ করিয়াছিল, সেই সময়ে সেই উত্তর দিয়াছিল—যে—"কোহিনুর—কখন কাহারো নয়?"

এক্ষণে আমি আর একটী উপমা পাইলাম; যখন মহাদেব প্রস্থান করিল, অমনি স্থির সৌদামিনী মূর্ত্তিতে বিষন্ন বদনে সরলতা সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া অবতারকে জিজ্ঞাসা করিল :———

"আমি কি গলায় দড়ি দোবো!!"

অবতার চমকাইয়া দাঁড়াইল—চাহিয়া দেখিল সম্মুখে ভীমা! "সরলতা!!"

সরলতা তাঁহাকে সেই ভাবে থাকিতে দেখিয়া বলিল :—দেখো আমি সব শুনেছি মহাদেবের সহিত মন্ত্রণা শুনেছি—তোমার মন্ত্রণা শুনেছি!!—

তোমার অন্তরের কথা শুনেছি ; তোমার হৃদয়ের কথা শুনেছি—যাও ;—তুমি আপনার পায়ে আপনি অস্ত্রাঘাৎ কোরবে তাহার মন্ত্রণা শুনেছি ; দেখো—স্থির হও আমার মুখের প্রতি চাও ? আমি যা বলি তা যদি উপদেশ স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম কোত্তে পারো তা হোলেই ভালো, নচেৎ তোমার উপায় নাই ; যেমন বৃষ্টিই পৃথিবীর জীবন, বৃষ্টি না হইলে পৃথিবী শস্যশালী হয় না, আবার অসময়ে যদি সেই বৃষ্টি পতিত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হয়, তদ্রূপ তোমার সৌভাগ্য লক্ষ্মী এক্ষণে অকালে তোমার মস্তকে পতিত হইয়াছেন, সেই ধন—সর্ব্বস্বই—তোমার জীবন সংহারক হইয়া উঠিল, এখনো সাবধান, আমি তোমাকে যদি একান্ত ভাল বাসি—আর তুমি যদি আমাকে একান্ত ভাল বাস, তাহা হইলে সাবধান !! তুমি মহাদেবের সহিত যা মন্ত্রণা কোরেচো সে সমস্ত ভুলিয়া যাও, তুমি তোমার মন্ত্রণা ভুলিয়া যাও, তুমি তোমার অন্তরের কথা ভুলিয়া যাও—তোমার হৃদয়ের কথা ভুলিয়া যাও !!" অবতার সরলতার মুখনিঃসৃত শেষ কয়েকটী কথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া সরলতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, ইচ্ছা হইল, কোন কথা কহে :—কিন্তু পারিল না, হাঁ করিয়া সরলতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, ভাবে বোধ হইল যে সরলতার মুখের প্রভা দেখিতে লাগিল, সে সরলতার যৌবন বিগলিত সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া রূপজ্যোতি দেখিতে লাগিল :——সরলতাও হাঁ করিয়া তাহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তাহার আলুলায়িত কেশদামের উজ্জলদীপ্তি ;—তাহার কুঙ্কুম বিগলিত গণ্ড প্রভার উজ্জলদীপ্তি ; তাহার সুপীনোন্নত পয়োধরের উজ্জল দীপ্তি ; তাহার সিংহকটী বিনিন্দিত কটীদেশের দীপ্তি ; তাহার রামরম্ভা বিনিন্দিত উরুযুগ দীপ্তি, অবতারকে ভ্রমান্ধ করিয়া ফেলিল ; অবতার একবার ঊর্দ্ধে হাঁ করিয়া চাহিয়া দেখিল শূন্যে কালচক্র নির্ব্বিশেষে ঘুরিতেছে :—সে একবার চাহিয়াই মস্তক নিম্ন করিল ; তাহাতে নিষ্কৃতি পাইল না, আবার সম্মুখে কাল-চক্রকে পরিঘূর্ণিত হইতে দেখিল, সেই কাল-চক্রের সহিত ডাকিনীগণ রক্ত লালসায় সকলের হাত ধরিয়া লোলজিহ্বায় নৃত্য করিতেছে :—কবন্ধ, প্রেত, পিশাচগণ হুঁম্ হুঁম্ শব্দে তাহার চতুর্দ্দিকে অট্টহাস্যে নৃত্য করিতেছে —অবতার চমকাইল, আর না চাহিয়া হস্তে

চক্ষু আবৃত করিল, তথনো দেখিল তাহারা তাহার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে ;—তখন সে আর নিস্তব্ধ না থাকিয়া সচীৎকারে——

"সরলতা !!" বলিয়া ডাকিয়া উঠিল :——

সরলতা আশ্চর্য্য হইল, আশ্চর্য্য হইয়া বলিল :——

"সে কি—আমি যে তোমার সম্মুখে !!"

অবতার সরলতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিত হইল, চাহিয়া দেখিল, যথার্থই সরলতা তাহার সম্মুখে :——আমি চমকিত হইলাম, চমকিত হইয়া ভাবিলাম, অবতার পাপে ভীত হইয়া পাপময় মূর্ত্তিসকল দেখিয়া ভীত হইয়াছে—অতি ভয়ানক কথা !!

অবতার ভীত অন্তঃকরণে সরলতার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, সরলতা দৌড়াইয়া তাহার কাছে যাইল ; অবতারের ভয় দেখিয়া সরলতারও ভয় হইল ;—কতক্ষণ পরে অবতার সরলতার নিকট হইতে সরিয়া বলিল :——!

'সরলতে ! তুমি আমাকে জান না—আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পারনি, আমাকে তুমি জানো না ; সিংহ যেমন নির্ভয়ে ;—ব্যাঘ্র—হস্তি—গণ্ডার, ভল্লুক—মহিষ—বরাহ প্রভৃতি বিভীষণ জন্তুগণকে সামান্য জ্ঞান করিয়া নিবিড় অরণ্যে ভ্রমণ করে ;—মত্তহস্তি যেমন নির্ভয়ে গিরি—গিরিশৃঙ্গ—উপত্যকা, অধিত্যকা প্রভৃতিতে বিচরণ করে, ভীষণ তিমি যেমন নির্ভয়ে কুম্ভীর, হাঙ্গর প্রভৃতিতে পূর্ণ অত্যুচ্চ তরঙ্গ পরিপূর্ণ অগাধ সমুদ্রে সানন্দে সন্তরণ করে—তদ্রূপ আর দুই দণ্ড পূর্ব্বে আমি এসংসারকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করিতাম, আজ কেন তাহাকে সুমেরুর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের ন্যায় দেখিতেছি—তাহাতে ভীষণ হিংস্র জন্তুসকল কাহাকে অন্বেষণ করিতেছে ;—কখন যেন এ সংসারকে ভীষণ ঝটীকাপূর্ণ উত্তাল তরঙ্গাকুল দেখিতেছি—কেন এমন হইতেছে ;—কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না :——সরলতে—প্রাণেশ্বরি !—সরলতে—আমি তোমাকে গলায় কোরে—তোমাকে হৃদয়ে কোরে অরণ্যে যোগীগণের সহবাসী হইব, আজ আমি কেন !!—কেন !! ভীত হয়েছি ! হায় হায় !! কি হবে কেন ভীত হইব !!" এই সমস্ত কথা চলিতেছে এমন সময়ে বাটীর নিম্ন হইতে একটী ভয়ানক গোলযোগ উঠিল, সেই গোলোযোগে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, বাটীও কাঁপিয়া উঠিল, সেই

কাঁপুনির সহিত অবতার—সরলতার নিকট ছাড়িয়া গালে হাত দিয়া দীপ্তিময় দৃশ্যে চাহিয়া রহিল :—নিম্নে ভয়ানক চীৎকার উঠিল ; ক্রমেই সেই চীৎকার বাড়িতে লাগিল, সেই চীৎকারের বেগে যেন বাড়িটী ভাঙ্গিয়া পড়িবার উদ্যোগ হইল, অতি ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইল, আমার হৃদয় সকম্পিত হইয়া উঠিল, বাটীতে যেন ডাকাত পড়িয়াছে বোধ হইল, কি করি কোথায় যাই :——সরলতা সেই চীৎকারে পরিকম্পিত হইয়া সসব্যস্ত ও প্রাণ ভয়ে ভীতা হইল। অবতার উন্মত্তের ন্যায় মস্তক ঝাড়িয়া সিংহের কেশরের ন্যায় কেশগুলি ফুলাইয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রশ্বাসিত করণান্তর বলিল :——

"সরলতা!! প্রিয়তমা!! আর আমি তোমার হোতে পেলেম না, না—না—আমার জীবন আমার সর্ব্বস্ব যাবে—তথাপি তোমাকে ছাড়বো না—না না শুধু তুমি নও—কই আমার অবতার নামের সার্থকতা সম্পাদিত হোলো কই—কই এত যত্ন—এত সযতনে আমি যে ছোট বোয়ের সম্পত্তি—আগুণ,—আগুণ আমি হিম ভেবে অপহরণ কোরে ছিলেম ; সেই আগুণ আমাকে ভস্ম করিল ; না না—সর্ব্বনাশ—আশা—তো—আমার যাবে না, কই—কই—আমি যে মুক্তারামের বুকের রক্ত খাব বোলে মুখ হাঁ কোরে রয়েছি তা কই!! হা—হা—হা—হা সর্ব্বনাশ—আমার সর্ব্বনাশ করে কে?? সরলতে কি হোলো!!"

নীচে ভয়ানক চীৎকার উঠিল চীৎকারকারীরা সজোরে সিঁড়ির দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল ; অবতার সেই সঙ্গে কম্পিত হইয়া, গৃহের ইতস্ততঃ হাত চুলকাইতে চুলকাইতে বেড়াইতে লাগিল। ডাকাইতগণ সিঁড়িতে উঠিতে আরম্ভ করিল, সেই শব্দ আমার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল, আমি কাঁপিলাম, জীবনাশা ভুলিয়া গেলেম, অবতারের জীবন কাঁপিয়া উঠিল, সেও কাঁপিতে কাঁপিতে উন্মত্তের ন্যায় বলিল :—

"হা :—হা :—হা :—সরলতা! আমি পাগল হোলেম, আমি যে কল্পি কোরে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয়ে রাবণের ন্যায় শচীকে নর্ত্তকী, অপ্সরীগণকে সেবা দাসী, দেবগণকে চাকর করিব মনে করিয়া ছিলাম, স্বর্গের নন্দন কাননকে আমার বিহার কানন করিব

ভাবিয়াছিলাম; স্বর্গীয় ঝরনার সুবাসিত জলে স্নান করিয়া শীতল হইব ভাবিয়াছিলাম; পারিজাতের আঘ্রাণ আমার বীজনিতে সংলগ্ন রাখিব ভাবিয়াছিলাম, আমি কি দোষ করিয়াছিলাম—না—আমি কি পাপ করিয়াছিলাম যে সে সমস্ত আমাকে শরতের মেঘের মতন ছায়াবাজী দেখাইয়া প্রস্থান করিল,—ওঃ—সরলতা! যাক্ সর্ব্বস্ব যাক্! সংসারে কিছুতেই আবশ্যক নাই, এখন আমাকে জীবনের ভয়ে ভীত হোতে হোলো, এ জীবনে প্রয়োজন! এ শরীরে প্রয়োজন নাই—আমি কোথা যাবো; যে মুক্তারামের বক্ষ চিরিয়া শোণিত খাইয়া শীতল হইব মনে করিয়াছিলাম, আজ কি না সেই মুক্তারামের বশীভূত হইতে হইল—না—না—তা হইব না; যদি মুক্তারামের বশ্যতা স্বীকার কোত্তে হয়; যদি ব্রজবন্ধু মিত্রের সম্মুখে দণ্ড লইতে হয়, তাহাপেক্ষা এ জীবনকে সহস্র নরকাগ্নিতে জ্বলিতে দেওয়া ভাল।'

এই বলিয়া অবত্যর মনের আগুণ নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিল। উপরে চাহিয়া কি দেখিয়া ভীত হইল:—কতক্ষণ স্থির হইয়া চাহিতে২:—কাঁদিয়া ফেলিল:—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল:—"সরলতে! তুমি ভিখারিণী হোলে;—আমি যে চিত্র দেখলেম, তাহাতে আমার জীবন অন্যত্র গমন করিতেছে দেখলেম। আমি যে দিন ছোট ভাইকে কালসাপ দিয়ে খাইয়েছিলেম সেই দিন এই চিত্র দেখি, যে দিন ছোট বৌয়ের উইল নকল করি সে দিনও এই চিত্র দেখিয়াছিলাম, আর আজ দেখছি:——সরলতে! আমার আস্ফালন কি রকম তা জানো! তুমি মনে ভেবে দেখো যদি কেহ একটী বুনো সিংহকে কৌশলে ধোরে এনে পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখে তাহা হইলে, সিংহ যে ভাবে জীবন অতিবাহিত করে, তদ্রূপ আমি করিতেছি:—কি সর্ব্বনাশ এখন আমার জীবন সভীত ভাব ধারণ করিতেছে:—কোথায় আকাশ আমার চন্দ্রাতপ হবে! কোথায় প্রকৃতি আমার সিংহাসন হবে; কোথায় জীবনের জন্য লালায়িত, হায় হায়!! সরলতে! আর না—তুমি আমাকে বিদায় দাও—আমি তোমাকে ভুল্‌বো না; আমি না জেনে শুনে জহরমলের সহিত আলাপ কোরে ইচ্ছা কোরে কালের হস্তে জীবন সমর্পণ কোরেছিলেম;

জহরমল যে এতো দূর বিশ্বাসঘাতক তাহা আমি মনে ভাবি নাই—তা হ'লে পরে কি আমি নিজের হাতে বিষ খাইয়া জহরমলের বাটীতে আশ্রয় লই! সরলতে! আমাকে মাপ কর? আমাকে ভুলে যাও আমাকে বিদায় দাও!!"

এই কথা বলিয়া অবতার গালে হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল, সরলতা—সর্ব্বনাশ হইল ভাবিয়া চক্ষে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিল, ভয়ানক অবস্থা, গোলমাল রূপ বজ্রশব্দ ঘরের সম্মুখে উঠিতে লাগিল, উভয়ে কাঁদিতে লাগিল, আমিও জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া দুই চারি ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিলাম, ডাকাইতেরা মহা চীৎকারে অবতার যে ঘরে ছিল সেই ঘরের দরজা ভাঙ্গিতে লাগিল। দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল, সকলে প্রবেশ করিল।

——oo——

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আশা-মরীচিকা !!

যে ঘরে অবতার ছিল; সেই ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া ডাকাইতেরা প্রবেশ করিলে সরলতার চক্ষের জল সভয়ে চক্ষের মধ্যে লুকাইল; অবতারের চক্ষের জল, সভয়ে চক্ষের মধ্যে লুকাইল। উভয়েই নিস্পন্দে দণ্ডায়মান রহিল; ডাকাইতেরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে সরলতার হাত ধরিল; পরে এক জন আসিয়া অবতারকে ধরিল, অবতার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চিনিল, আমিও তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চিনিলাম, যে ব্যক্তি ইতি পূর্ব্বে জহরমলের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছিল এবং পরামর্শ করিয়া বাহিরে আসিয়াছিল এ সেই ব্যক্তি, অবতারকে ধরিয়া সে কানে কানে কি বলিল, অবতার চমকাইয়া উঠিল; অবতার চমকাইল দেখিয়া সে ব্যক্তি একটী দীর্ঘ চীৎকার করিয়া উঠিল, সেই—চীৎকারে সকলে চুপ করিল; সে পুনরায় অবতারকে বলিল :——

"কি মহাশয়! আমার কথায় না সম্মত হোলে—মুক্তারাম বাবুকে ডাক্‌বো!!"

অবতারের মস্তক ঘুরিয়া গেল, সে চুপ করিয়া রহিল; ক্ষণপরে ডাকাইতেরা তাহাকে ধরিয়া গৃহের বহিরে লইয়া গেল; যাইবার সময়ে অবতার চীৎকার করিয়া বলিল :——

"সরলতা! আমি আবদ্ধ হইয়াছি, আমাকে ভুলিয়া যাও, আমি তোমাকে ভুলিয়া যাইতেছি; এ জন্মে বোধ হয় আর দেখা সাক্ষাৎ হবে না; তুমি বিদায় দাও!!"

এই কথা বলিয়া অবতার কাঁদিতে লাগিল; ডাকাইতেরা তাহাকে কোথায় লইয়া গেল তাহার কিছু স্থির হইল না; যে ব্যক্তি অবতারকে ধরিয়া ছিল; সেই ব্যক্তি ভয়ানক চীকারের সহিত পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিয়া সরলতার চিবুকে হাত দিয়া বলিল :——

"সকলে গৃহের বাহিরে যাও ?"

আর আর অনুচরেরা গৃহের বাহিরে গেলে, সেই ব্যক্তি অবগুণ্ঠনাবৃতা সরলতাকে অবগুণ্ঠনোন্মুক্তা করতঃ সরলতার চিবুক ধরিয়া বলিল :—

"সুন্দরি! এ প্রণয় আশা—মরীচিকা!! হরিণেরা যেমন অস্তোন্মুখ তপনের বনান্ত প্রদেশ পতিত কিরণকে বারি ভ্রমে আশা করিয়া তথায় আগমন করতঃ মরীচিকা দর্শন করে, তদ্রূপ তুমি না বুঝিয়া অবতারের প্রেমে মজিয়াছিলে; আমি কে তা তুমি চেনো—একবার দেখো দেখি :—আমি কে ?" এ ব্যক্তির কণ্ঠস্বর সমস্তই বাঙ্গালীর ন্যায়; যখন সরলতার চিবুক ধরিয়া বলিল :—"একবার চেয়ে দেখ দেখি!" তখনি—আমার মনে সন্দেহ হইয়াছিল; সরলতার ভাবে বোধ হইল, সে আর তত দূর ভীতা নয়; সেই ব্যক্তি পুনরায় বলিল :—

"আমি ডাকাত নই—আমি তোমার প্রণয় প্রার্থী হইয়া আসিয়াছি; আমার প্রতি প্রসন্ন হও ?"

সরলতা একটু একটু করিয়া সমস্ত দৃষ্টি সেই ব্যক্তির উপরে নিপতিত করিল; তখন উভয়ের শুভ দৃষ্টি হইল, উভয়েই উভয়ের মনের ভাব বুঝিতে পারিল, পরিশেষে সরলতা হাসিয়া বলিল :—

"সে কি জহর বাবু!! তুমি এমন তর!! আমার সহিত প্রেমালিঙ্গন করিতে আসিয়াছ।"

সে ব্যক্তি হাসিয়া সরলতার সহিত বাহিরে যাইল।

বাটীর সকল গোল চুকিয়া গেল, কতক্ষণ পরে আবার এক দল ডাকাইত গোলমাল করিতে করিতে আসিয়া বলিল :—

"বাটীতে কে আছো সাড়া দাও তাহাতে কিছু ভয় নাই।"

আমি প্রথমে উত্তর দিতে সাহস করিলাম না, পরে সাহস হইল চীৎকার করিয়া বলিলাম :—

আমি—তিনকড়ি!!"

আমার শব্দ মতে তাহারা আমার গৃহে আসিয়া দ্বার খুলিয়া বলিল :—

"তোমার নাম কি!"

আমি বলিলাম :—

'তিনকড়ি!'

তাহারা আমাকে লইয়া বাহিরে গেল; আমি বাহিরের রাস্তার আসিয়া দেখিলাম উমাকালী বাবু আমার জন্যে অপেক্ষা কোচ্চেন।

উমাকালী বাবুকে দেখিয়া আমার মনে অনঙ্গের কথা উদয় হইল, অম্বিকাকালীর কথা মনে হইল; তিনি আমার হাত ধরিয়া এক খানি গাড়িতে তুলিয়া লইলেন, গাড়ি অনেক দূর আসিলে বলিলেন :—

আমাদের আশা—মরীচিকা প্রায় হইল :—অবতার বড় সহজেই পলায়ন কোরেছে; কোন প্রকারই ধরিতে পারিলাম না, আমাদের অম্বিকা একটু ভাল আছে :—রাত প্রায় ৩টা হবে!।

এই কথা বলিতে বলিতে, আমাদের গাড়ি মেছোবাজারের সেই বাটীতে আসিয়া পহুঁছাইল, গাড়ির শব্দ দ্বরওয়ান শুনিতে পাইয়া বাহিরে আসিল, আমি ও উমাকালী বাবু উভয় নামিলাম, ভিতরে যাইতে যাইতে পথেই অনঙ্গমোহিনী তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল :—

"রাক্ষসের হাত থেকে বেঁচে এসেছো ভাই!! কাকার কি হোলো।!"

আমি অনঙ্গের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম :—

'অনঙ্গমোহিনী তুমি কি জিজ্ঞাসা কোচ্চো।'

অন। কাকার কি হোলো!!

তোমার কাকা পলায়ন কোরেছে——

অন। তার পর!!

'তোমার সর্ব্বনাশের উপায় স্থির করিতেছে'——

অন। তার পর!!

'অম্বিকাকালীর ও মুক্তারামের সর্ব্বনাশ করিয়া উভয়ের বুকের রক্ত পান করিতে চেষ্টা পাইতেছে।'

অন। কোথা গেলেন।

"'তাহার—যথায় ইচ্ছা হইল।'

অন। যাইবার সময়ে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

'না—তিনি ডাকাইতের হাতে ধৃত হইয়াছিলেন।'

আমার মুখ হইতে শেষ কয়েকটী কথা নিঃসৃত হইবা মাত্রেই অনঙ্গমোহিনী বিস্মিতা হইয়া আমার হাত ধরিলঃ—হাত ধরিয়া বলিল——

"কি বোল্লে ! কাকাকে ধরেচে—ডাকাতেরা কাকাকে ধরেচে !!

কামিনী জাতিব মন স্বভাবতঃই কোমল, সেই হেতু অনঙ্গের মনও কোমলতাময় হইয়া উঠিল, যদিও অবতার অনঙ্গমোহিনীর উপর নানা প্রকার কঠোব অত্যাচাব করিয়াছিল, তথাপি অনঙ্গেব কোমল মনে অবতারেব অমঙ্গল কথা বিশুদ্ধ ভাবে ধৃত হইল না, অনঙ্গ সহসা মনের আগুন নিবাইয়া বলিল " সে কি তিনু ! কাকা আমাব ডাকাতের হাতে ধরা পোল্লেন !"

এই কথা শেষ হইতে না হইতে বাম হস্তে আমাব হস্ত ধারণান্তব স্বীয় দক্ষিণ করেব কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দন্ত দ্বারা কামড়াইতে কামড়াইতে বলিলঃ——

রাত ! তা যা হোক্—ভেবে কি হবে, আজ না হয়—কাল হয় পরিণাম হোতো, পাপেব পথ প্রথমে সোজা, শেষে অনেক আপন মনে এই কয়েকটী কথা বলিতে বলিতে প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল"—

"তিনু ! সরলতাকে দেখেচো !! সে পাপ—সহচরী, তাহাকে আমার বড় প্রয়োজন।"

আমি বলিলাম।

"হ্যাঁ সরলতাকে দেখেচি ! সরলতা পুনরায় নূতন প্রেমে উন্মত্তা হয়েচেন, তাঁহার—জহর বাবু বোল্লে কে আপনার লোক সেই ডাকাইতের মধ্যে ছিল, সেই ব্যক্তিই যখন অবতার বাবু ডাকাইতের হাত ছাড়াইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন অমনি সরলতাকে আপনার হৃদয়েশ্বরী

উপেন্দ্র বাবুর অসুস্থতা নিবন্ধন ও কার্য্যালয়ের পরিবর্ত্তন হেতু পুস্তিকা কয়েক সপ্তাহ অপ্রকাশিত ছিল। এক্ষণে চিৎপুর রোডস্থ ওরিএন্ট্যাল সেমিন্যারি বিদ্যালয়ের সন্নিকট ৩৩৭ নং 'ইণ্ডিয়ান এপোথিকারী' হল, ভবন হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইবে। কার্য্যাধ্যক্ষ। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

করণাশয়ে তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিল, আশ্চর্য্য দৃশ্য !!' আর কি বোল্‌বো তোমার অনুগ্রহ বলেই আমি উষাকালী বাবুর সাহায্যে জীবন লাভ করিয়াছি :—দেখো ! আজ আমার মনে ভয়ানক বিরাগ উপস্থিত হইয়াছে—পাপের ভয়—বড় ভয়—দুই দিন পূর্ব্বে যে সমস্ত বিষয়ে অবতার বাবু দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে প্রতাপান্বিত ছিলেন, যে সমস্ত বিষয়ের জন্য তাঁহার এত প্রতাপ ছিল, আজো সেই সমস্ত বর্ত্তমান ; তবে কেন তিনি জীবনের ভয়ে ভীত ; জগদীশ্বরের নিকটে কি কৌশলই বর্ত্তমান, তাহা কাহার সাধ্য বুঝিতে পারে, অবতার বাবু ভয়ানক কৌশলী ; তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধি অতি চমৎকার !”

আমি এই সমস্ত কথা কহিতেছি এমন সময়ে—অনঙ্গ অন্য মনে আকাশের দিকে কি দেখিতেছিল, আমার কথা থামিলে, সে একটু মৃদু হাসিল ; আমি তাহার মনোভাবের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রহিলাম, এক নিমেষ অতীত হইতে না হইতে আবার সে আমাদের দিকে চাহিল, আমিও কৌতুহলী হইয়া আকাশে অনঙ্গ কি দেখিতেছে তাহা দেখিবার কারণ আকাশের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম ; বাসন্তী বায়ু প্রভাবে মৃদু সঞ্চালিত মেঘদাম নীলাকাশের গায়ে হাসিতে হাসিতে ছুটাছুটী করিতেছে :—জগত—স্নিগ্ধকারী—অমৃত—মূর্ত্তি সুধাংশু—নক্ষত্রজ্যোঃতির মধ্যবর্ত্তী হইয়া শোভমান আছেন ; এক একটী চামচিকা মেঘের সন্নিহিত হইয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। মনে বিস্ময় হইল, ভাল করিয়া আকাশের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, কিছুই দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু অনঙ্গ যেমন দেখিতেছিল তেমনিই দেখিতে লাগিল, আমি আর স্থির হইতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম :—

“অনঙ্গ ?”

অনঙ্গ—শিহরিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল ;—

“ছি ভাই ! এমন কাজও করে—আমি স্মৃতি হারাইয়া নক্ষত্রদামে কাকীর জীবনের—আর আমার জীবনের—পরিণাম দেখিতেছিলাম, তুমি যে আমার কাছে আছো ! এ আমার স্মরণ ছিল না !!”

অনঙ্গ পুনরায় এই কথা বলিতে বলিতে অন্য মনস্ক হইয়া মৃদু পবন

সঞ্চালিত মেঘদামের গতি ; বাসন্তী চন্দ্রমার শোভা ; নীল নৈশাকাশ প্রভৃতি দেখিতে লাগিল, আমি আশ্চর্য্য হইয়া ক্ষণেক তথায় দাঁড়াইয়া অনঙ্গমোহিনীর প্রতি চাহিয়া রহিলাম, অনঙ্গ এক মুহূর্ত্ত, দুই মুহূর্ত্ত, তিন মুহূর্ত্ত অতীত হইল, তথাপি আমার প্রতি চাহিল না, এক মনে আকাশের প্রতি চাহিয়া কি দেখিতে লাগিল :—শেষে আমি অস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ;—

"অনঙ্গ! আমি যাই!!"

অনঙ্গ এবারেও পূর্ব্বের ন্যায় চমকাইয়া আমার প্রতি চাহিয়া সত্বরে হাত ধরিল, ধরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল :—

"ভাই! আমি জন্মাবধি যদিও পুরুষের সহগামিনী হই নাই—কিন্তু পুরুষ স্পর্শ করিয়াছি—তবে কেন আমার মন নক্ষত্রদামের মতন নিষ্কলঙ্ক রহিয়াছে—চন্দ্রের ন্যায় কলঙ্ক যুক্ত হয় নাই!! ভাই! আমি, দেখ্‌চি রবি ও চন্দ্রে কত প্রভেদ!!"

অনঙ্গ এই কথা শেষ করিতে না করিতে আবার আকাশের দিকে চাহিয়া কি দেখিতে লাগিল, আমি আশ্চর্য্য হইলাম, এবার অনঙ্গ আমায় না ছাড়িয়া, আমাকে ধরিয়া রহিল ; আমি তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলাম ; গম্ভীরা নিশা বিরাজমানা, মধ্যে মধ্যে অম্বিকাকালীর অস্বস্থজনক নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাইতেছিল, হঠাৎ বিকটাকারে চীৎকার করিতে করিতে একটী বিড়াল উপরের বারাণ্ডার এক ধারে বসিয়া অমঙ্গল প্রকাশ করিতে লাগিল!! আমি কি করিব আমি অনঙ্গমোহিনীর মোহনীয়া কল্পনায় মোহিত হইয়া সেই ভয়ানক রাত্রে দণ্ডায়মান রহিলাম।

অনঙ্গমোহিনী কতক্ষণ পূর্ব্বের ন্যায় হাঁ করিয়া আকাশপানে চাহিয়া মৃদুহাস্যে আমার প্রতি বলিল :—

"ভাই! আজ আমার মনে একটী অতি পুরাতন কথার উদয় হইল ; আমি যখন ছেলেবেলা বাবার কোলে বোসে শিশুবোধ পোড়তেম, তখন একদিন পূর্ণিমার রাত্রে বাবা আমাকে কোলে কোরে ছাদের উপরে বেড়াইতে ২ পূর্ণিমার শশীর প্রতি অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিয়াছিলেন—

"অনঙ্গ ! অনঙ্গ !! তুমি চাঁদ ভাল বাসো, চাঁদের কেমন সৌন্দর্য্য দেখ—দেখি, আমি তোমাকে অমনি সুন্দর বর দোবো ! ।"

আমার তখন কিছুমাত্র বুদ্ধি ছিল না আমি বরের কথায় লজ্জা বোধ না করিয়া চাঁদের মতন বর চাহিয়াছিলাম, আমার সেই আব্দারে তিনি বল্লেন, "পাগ্‌লী ! ঠিক্ চাঁদের মতন কি কখন মানুষ হয়; আমি তোমাকে এমনি সুপাত্রের হস্তে সমর্পণ কোরবো, যাহার গুণ—গরিমা—চাঁদের মতন হবে।" আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না, আজ আমার সেই কথা মনে পড়াতে চাঁদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছি। ভাই ! তুমি কি চাঁদ ভালো বাস ?'

আমি অনঙ্গমোহিনীর আশ্চর্য্য বুদ্ধিবৃত্তি দেখিয়া চমকিত হইলাম, অনঙ্গমোহিনী বালিকা কি প্রৌঢ়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, এই সমস্ত ভাবিতেছি এমন সময়ে অনঙ্গ পুনরায় বালিকাভাবে আমা হাত ধরিয়া বলিল :——

"ভাই ! ঐ যে নক্ষত্রমণ্ডল দেখ্‌তে পাচ্চো ; কবির কল্পনায় উহাদে শূন্য লোক বলা যায় ; শাস্ত্রেও তাহা আছে !! আশৈশবাবধি আমারো তাহা ধারণা ছিল, কিন্তু এই মুহূর্ত্তে আমি ভাবিলাম, যে উহারা শূন্য-লোক নয় ;—উহা কবিকল্পনার "আশা !!" কারণ, সংসারে ভয়পূর্ব্বক সামাজিক নিয়মে কার্য্য করা বড় কঠিন ; অনেক পরিশ্রমে, উপযুক্ত লাভ ভিন্ন মনুষ্যে পরিশ্রম করিতে সক্ষম নয়, সেই কারণে শাস্ত্রকারেরা পুণ্য-গতি—পাপগতি প্রভৃতিকে সংসারের মহাপরিশ্রমের লাভ লোকসান রূপে বর্ণনা করিয়াছেন ; আমি তাহা আজি—কেন—এই মুহূর্ত্তে দেখিতে পাইতেছি ;—অতি চমৎকার ব্যাপার, পাপ আর পুণ্য !! পাপ আর পুণ্য কি ? কিছুই নয় !! কিন্তু সমস্তই ভ্রান্তি—সেই ভ্রান্তি বলেই কাকা আজ আমার পথের ভিখারী হোলেন ; যদি শাস্ত্র না থাক্‌তো, যদি রাজদণ্ড না থাক্‌তো তা হোলে কাকা কখনই এমন অবস্থায় পতিত হইতেন না, একদিকে শাস্ত্রভয়ে তিনি কাতর ; আর এক দিকে রাজদণ্ড—ভীম যম-দণ্ডের ন্যায় তাঁহার মস্তকে পতিত হইবার—উপক্রম করিতেছে—তিনি সেই ভয়ে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ প্রস্থান করিতেছেন——সংসার—সংসার—সংসার—সংসারের মায়া শক্তি অদ্ভুত—দেখ আমি কি কৌশ-

সেই মুক্তারামের প্রলোভনের পরিশোধ দিলেম, আমি যে—আমি বলিলে গর্ব্ব প্রকাশ হয়, কিন্তু বলি;—আমি যে উজ্জ্বল অগ্নি মধ্যস্থ গলিত সুবর্ণ—তাহা মুক্তারাম ভাবে নাই, আমাতে যে উত্তাপ আছে, তাহা কাকা, সুরেন্দ্র বা মুক্তারাম কেহই ভাবে নাই, সকলে পূর্ব্বোক্ত সুবর্ণের ন্যায় আমাকে সমুজ্জ্বল দেখিয়া আমাকে অনুপম রূপ সৌন্দর্য্য-শালিনী ভাবিয়া আমার শরীরে হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা পাইতেছে—সমস্তই মায়াময়—প্রকৃতি মায়াময়,—জগদীশ্বর মায়াময়—মায়াময়ের হস্তে সৃষ্ট হইয়া আমিও মায়াময় না হইয়া প্রকৃত হইব কেন—আমিও মায়াময়—তবে ইহলোকে মায়াপ্রকাশ করিতে কেন কুণ্ঠিত হইব ?

আমার প্রথম কথা "সুরেন্দ্র"—সুরেন্দ্রের পক্ষে—আমার সামান্য কৌশলে, মায়াবী জগদীশ্বর যে কষ্ট দিয়াছেন, তাহাতে যথেষ্ট হইয়াছে—আর না, আর তাহার কষ্ট আমায় পক্ষে অসহ্য—আমি কি পাপিষ্ঠা ই—আমিও পাপিষ্ঠা—কিন্তু ভাই! মন কাচের চেয়ে স্বচ্ছ—যখন মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হয় তখুনি মন তাহাকে ধারণ করে, কিন্তু মূর্ত্তি অপসৃত হইলে যেমন—সেই কাচ পুনরায় নিজরূপ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মন যদি রিক্ত হয়, তাহাতে কি দোষ আছে—সেই কারণে আমি পাপিষ্ঠা নই—আমি সরলমনা, ভ্রমে একবার মাত্র সুরেন্দ্রকে ভাবিয়াছিলাম, সুরেন্দ্রকে ভাবিয়াছিলাম বলিয়া যদি আমি পাপীষ্ঠা হই তাহা হইলে, আমার জন্য অনন্ত নরকের অনন্ত—দেদীপ্যমান—অগ্নি যেন প্রজ্জ্বলিত হয়; আমি এ জন্মে নরকাগ্নিতে পুড়িয়াও যদি পরিশুদ্ধা হইতে পারি, তাহা হইলে পরজন্মে সুকৃতি লাভ করিব; কিন্তু—"কিন্তু" বলিয়া অনঙ্গ-মোহিনী চুপ করিল;—এই সুদীর্ঘ মনোভাব প্রকাশ করিয়া অনঙ্গ যখন চুপ করিল, তখন তাহাহর হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে পুনরায় আকাশের প্রতি চাহিয়া রহিল:——আমি অস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"অনঙ্গ! রাত্র অধিক হইয়াছে, প্রায় শেষ যামে উত্তীর্ণ।

"ভাই! আজ সামান্য রাত্রের জন্য এক দণ্ড আমার নিকটে দাঁড়াইতে অক্ষম হইতেছ, আমি যে আশৈশব নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যের ভার বহন

করিয়া কখন ক্লিষ্ট হই নাই; তবে তোমার অপেক্ষা আমার সহ্য গুণ অধিক; আমি ভাবিতেছি কি তা জানো, এখন সমস্তই স্থির হইয়াছে, সরলতা হরণ অপরাধ, কাকার পক্ষে ভয়ানক হইয়াছে, তদুপরি আমার কৌশল—বজ্রাস্ত্রের ন্যায় তেজে মানুষের পক্ষে, একটী নূতন প্রথা প্রচলিত রাখিবার কারণ কাকার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিবে বলিয়া, মুক্তারামের হস্তে যোজিত হইয়াছে, তাহার সহিত ছোট কাকীর চক্ষের অশ্রু অনন্ত অগ্নিতে পরিণত হইয়া কাকাকে ধ্বংস করিবে বলিয়া:—কি ঈশান, কি নৈঋত, কি অগ্নি, কি বায়ু সকল দিকেই প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছে:—তদুপরি রাজদণ্ড বজ্রবেশে—ভীম ধ্বনি করত চারিদিক কাঁপাইতে কাকার পশ্চাৎঃ ধাবিত হইতেছে; কাকার আর নিস্তার নাই; কি অরণ্য—কি সমুদ্র—কি নগর—কি গ্রাম কোথাও আর তাঁহার নিস্তার নাই!! তবে আমি কেন আর এস্থানে থাকি!!

দ্বিতীয় কথাও সুরেন্দ্র! সুরেন্দ্রের যা হবার তা হোয়েচে, আর কেন; যে সুরেন্দ্র কমনীয় মূর্ত্তিতে সুন্দরী সতীগণের মনোহরণ করিত, আমি তাহার পক্ষে—আমি—অগ্নিময় হইয়া তাহাকে বেশ শিক্ষা দিয়াছি—অন্দর কেন, সুরেন্দ্র আর সে সুরেন্দ্র নাই, এক্ষণে আমি মনে করিলেই তাহার ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতাত্মক দেহ পঞ্চভূতে মিশাইতে পারি, আবার আমি মনে করিলেই, সে যেমন সুরেন্দ্রময় সুরেন্দ্র ছিল, সেই কান্তিতেই বিভূষিত হইতে পারে। সুরেন্দ্রের বেশ শিক্ষা হইয়াছে, আর সুরেন্দ্রকে কষ্ট দেওয়া উচিত হয় না, একবার সুরেন্দ্রের মনোভাব জানিয়া আগামী দায়রার চুড়ান্ত বিচারে তাহার যাহাতে অব্যাহতি হয়, সেই চেষ্টাই করিব। সুরেন্দ্র উত্তম শিক্ষা পাইয়া বহু গুণ সম্বলিত হইয়া, আপন জননীর নয়নানন্দদায়ক হইবে, আর সুরেন্দ্রের ন্যায় অপর কোন লোক যদি এ সংসারে থাকে, তাহারো বিলক্ষণ চৈতন্য হইবে।

তৃতীয় কথা মুক্তারাম—মুক্তারাম পাপী নয়—মুক্তারাম পাপী নয়—উহার মন পাপী—মন পাপী বলিয়া উহার অনুতাপের কারণ উচ্চ মান্য নষ্ট করিয়া সরলতাকে অসতীদিগের সহিত মিলাইয়াছি, কুল—কামিনীকে প্রলোভন দ্বারা সংসারের সার—পতিরত্নচ্যুত করিলে, তাহার পিতা মাতা

ভ্রাতা ও পতিকে কত মনঃকষ্ট পাইতে হয়—কত জ্বালায় জলিতে হয়, ও তাহাতে তাহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি হইয়াছে. কিন্তু মুক্তারাম শিক্ষা পাইয়াও আমার আশা এখনো ত্যাগ করিতে পারে নাই। মুক্তারাম আমাকে না পাইলেই যথেষ্ট অনুতাপ পাইবে। সে যে লাভ পাইবার আশয়ে আমার মতের অনুবর্ত্তী হইয়া, এই মহতী পরিশ্রম করিতেছে, জগদীশ্বর যেন সুপ্রসন্ন হইয়া তাহাকে ধনে পুত্রে বৃদ্ধিমান করেন—ইহা আমার কায়মনে প্রার্থনা— কিন্তু আশা নষ্ট হইলেই লোকের অনুশোচনা জন্মে। আমি যদি আপনি মুক্তারামকে ফাঁকি দি। তাহা হইলেই মুক্তারামের মনে যথেষ্ট অনুতাপ হইবে। মুক্তারামের দ্বারা যে যে কার্য্য সংশাধিত করিবার কল্পনা করিয়াছিলাম তাহা প্রায় শেষ করিয়াছি, আর কিছু বাকী আছে, তাহাও অল্প দিবসের ভিতরে সুসিদ্ধ করিয়া, নিজের হৃদয়ের ভাব নিজের হৃদয়ে রাখিব। কাহাকেও প্রকাশ করিব না।

চতুর্থ কথা ছোট কাকী—আমি কি কোরবো আমার সাধ্যে ছোট-কাকীর যাহা উপকার করিতে হয় তাহা করিয়াছি—এবং করিতে প্রস্তুতও আছি; তাহাতে আমার যদি জীবনও যায়; তাহাও প্রতিজ্ঞা তথাপি যে উপদেশে ছোট কাকী আমাকে ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া কথা কহিবার বল দিয়াছেন, সে উপদেশের মূল্য অমেয়—ছোট কাকীর আশাও সম্পূর্ণ প্রায়, কাকা ধরা পোড়লেই ছোট কাকীর বিষয় ছোট কাকী পাবেন, তিনি আপন ভ্রাতা উমাকালী বাবুকে আশ্রয় করিয়া পতির মহতী সম্পত্তির অধীশ্বরী হইয়া; অনন্ত পুণ্যধাম কাশীধামে মনের সুখে বাস করিয়া অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা—আর কার—কার কথা বোলবো—কাদম্বিনী—জ্যেঠাই—মা, আমার জননী—তাঁদের কথা বলিতে বা তাঁদের কথা মনে আন্দোলন করিতে আমার ইচ্ছা নাই—তাহাতে আমার যে পাপ হয় হউক, তাহাতে আমি কুণ্ঠিত নই, অনন্ত নরক আসিয়াই তাহাদের গ্রাস করুক বা ভীম বলধারী বজ্র আসিয়াই তাহাদের নষ্ট করুক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দিহান নাই। আমি একাকিনী—আমার ভাবনা যে ভাবে, আমি তাহার ভাবনা

ভাবিব। কাকী—ঠাকুর মা—আহা—বৃদ্ধা ঠাকুর—মা, জগদীশ্বরের নিকটে কায়মনে আমার এই প্রার্থনা যেন তিনি আমার মস্তকে পা রাখিয়া অনন্ত পুণ্যধামে গমন করিয়া পরগতি প্রাপ্ত হয়েন। শেষ কথা আমি——, আমি কে—আমার—কথায়—কাজ নাই, ভাই, তিনু আজ চন্দ্রলোক দেখিয়া, নক্ষত্র দাম দেখিয়া, মেঘের সঞ্চালন দেখিয়া সংসারে বিরাগ হইয়াছে; আর ক্ষণমাত্র থাকিতে ইচ্ছা নাই, একবার জীবনের আশার পরিণামরূপ—আমার এই ভৌতিক দেহের আশ বিভবরূপঃ—যাক সে অনেক কথা—এখন বোল্‌বো না; আমি মুক্তা রামের আগমন প্রতীক্ষা কোচ্ছি—একবার মুক্তারাম এলে আমার মনে কথা তাহাকে প্রকাশ করিয়া বাটীতে গমন করিব, তুমি প্রস্তুত হও, ভুলে না—ঘুমিও না; দুঃখ অনেক পাবে, সময় অনেক পাবে—কিন্তু কর্ত্ত সাধন করার এমন সময় আর পাবে না, যাও—আর দেখো, তুমি আমা অন্তরের অন্তর বলিয়া তোমাকে বিশ্বাস করিয়াই সমস্ত কথা বলিলা দেখো অন্তঃকরণ দ্বিধা করিয়া তন্মধ্যে ইহা সংরক্ষণ করিও—কদা যেন প্রকাশ না হয়, আর কি বোল্‌বো।'

অনঙ্গ মোহিনীর সুদীর্ঘ বক্তৃতা, আমাকে বিস্মিত করিয়া তুলিল আমি কতক্ষণ সংজ্ঞা শূন্য হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। হঠাৎ সদর দ্বারের সম্মুখে কাহার গাড়ি আসিয়া থামিল, দ্বারবান দ্বার খুলিল দ্বার খোলা হইলে, মুক্তারাম বাবু তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন, আমি সরিয়া গেলেম, অনঙ্গ তাঁড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া বলিল:—

"আজ প্রাতে আমি বাটী যাবো।

মুক্তারাম অনঙ্গমোহিনীর কথা শুনিয়া বিস্মিতের ন্যায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

——00——

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাৎ !!

নিশির নিশিথ অবস্থার সহিত—পৃথিবীও নিস্তব্ধ হইয়াছে ; আকাশে বাসন্তী চন্দ্রমা নিস্তব্ধে কিরণ প্রদান করিতেছেন ; তাহার চারি পার্শ্বে নক্ষত্র—দাম হীরকখণ্ডের ন্যায় জ্যোঃতি বিকীরণ করিতেছে ; বাসন্তী বায়ু স্থির থাকিবার নয়—জগতকে নিস্তব্ধ পেয়ে চন্দ্রমার রূপরাশি একমনে দেখিবার কারণ আস্তেং ঘুরে ঘুরে মেঘদামকে অপসারিত করিতেছে ; প্রস্ফুটীত কুমুদের সৌরভ লুকাইয়া থাকিবার নয়—বাতাসের সাহায্যে চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটী করিতেছে ;—আম্র মুকুলের নিম্নগুচ্ছে বসিয়া বসন্তসেনা —মনের সুখে কুহুং রবে প্রণয়ী প্রণয়িনীর—প্রণয় ;—বিরহিনীর বিরহ ; —উথলিয়া দিতেছে, শান্তিময় বাসন্তী সমীর—জগতবাসীর হৃদয় শীতল করিতেছে ;—এমন সময়ে অনঙ্গমোহিনীকে পাইয়া শান্ত হইবার—কারণ আগমন পূর্ব্বক মুক্তারাম বাবু অনঙ্গমোহিনীর মুখে পূর্ব্বোক্ত ভাবের কথা শ্রবণ করিলেন। তাঁহার মস্তকে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল। তাঁহার—আশার ছায়া অগাদ সলিলে ডুবিতে লাগিল, তাঁহার আশা সুধাংশু ভীমমেঘে ঢাকা পড়িতে লাগিল।

অনঙ্গমোহিনী মুক্তারাম বাবুকে অকস্মাৎ এমন ভাবে ভাবিত দেখিয়া উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিল।

মুক্তারাম বাবু সেই উজ্জ্বলতায় মোহিত হইয়া আশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল, 'অনঙ্গ ? তুমি কি—আমার উপরে—রাগ কোল্লে !!'

অনঙ্গ মুক্তারামের মন বুঝিয়া মুক্তারামের হস্ত ধরিয়া বলিল :—

'মুক্তারাম বাবু! বিস্মিত হইও না, আমি যা বলি তা একে একে শ্রবণ কর, ইহা এক্ষণে বলবার উপযুক্ত নয়,—তুমি যদি যথার্থ আমার কথায় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার হৃদয়কে দৃঢ় কর ; আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি পাগলী, আমি কখন কি বলিব, আমার মনে কখন কি ভাবের উদয় হইবে তার স্থির নাই ; এক্ষণে হৃদয়কে স্থির

কর, মনকে দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ কর, উপরের বৈটকখানায় চল, আমি আজ আমার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হইব; তুমিও যে আশা তরুমূলে এতদিন জল সিঞ্চন কোচ্ছিলে—যে-আশাকে এতদিন শান্তি-বারি দিয়া পূজা করিতেছিলে তাহার পরিণাম দেখ, সে এতদিন তোমার যত্নে ও চেষ্টায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া কি ফুলপুষ্প প্রসব করিল, তাহা দেখ। ভয় পাইও না, যা যা শুনবে, যা যা দেখবে সমস্তই ভবিষ্যতের চিত্র, তুমি কি ভাবচো—এসো আমার সঙ্গে এসো' এই বলিয়া অনঙ্গমোহিনী মুক্তারামের হস্ত ধারণ করিয়া উপরে উঠিল, মুক্তারাম বাবু—যেমন মুর্ত্তির পশ্চাতে ছায়া অনুগমন করে—তদ্রূপ অনঙ্গমোহিনীর পশ্চাতে গমন করিলেন; শান্তিপূর্ণ মহাসমুদ্র যেমন আকাশের প্রবল বায়ুবেগে বিতাড়িত ও উদ্বেলিত হইয়া সমস্ত বিশ্বসংহারা মূর্ত্তি ধারণ করে, তদ্রুপ তাঁহার হৃদয়স্থ আশা প্রবলবেগে ধাবিত হইয়া চলোর্ম্মির ন্যায় একবার অনঙ্গ-মোহিনীর চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিল আর একবার চতুর্দ্দিক শূন্য দেখাইতে লাগিল; অনন্যোপায় হইয়া মুক্তারাম বাবু অনঙ্গমোহিনীর সঙ্গে বৈটকখানায় গেলেন।

মুক্তারামকে সেই অন্ধকারে বসাইয়া অনঙ্গ একা স্বীয়া মনোভাব প্রকাশ করা অনবিধেয় জ্ঞানে, চতুর্দ্দিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া খড়খড়ি খুলিয়া দিল, আকাশের কৌমুদী আস্তেং সময় পাইয়া গৃহে প্রবেশ করিল, গৃহ একপ্রকার আলোকিত হইল; অনঙ্গ নিজের মনোভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। মুক্তারাম বাবু অগাধ ভাবনা সমুদ্রে ভাসমান থাকিয়া স্বীয় করের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কামড়াইতে কামড়াইতে অনঙ্গ-মোহিনার দিকে মুখ ফিরাইয়া নিম্নদৃষ্টে চেয়ারে বসিয়া একপায়ের উপরে অপর পদ দুলাইতেং চিন্তাসাগর উদ্বেলিত করিতে লাগিলেন।

আমি খড়খড়ির একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতেং মুক্তারামের মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম :——

মুক্তারাম কখন ভাবিতেছেন যে তিনি কোন দুর্দ্দৈব গ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাঁহার হৃদয়ের অঙ্কিত পুতলী অনঙ্গকে হারাইতে বসিয়া-ছেন, না হয় তিনি ভাবিতেছেন যে—বামনের যেমন চন্দ্র স্পর্শ করিবার

আশা, তদ্রূপ তাঁহার সুন্দরী অনঙ্গমোহিনী পাইবার আশা। এই ভাবনা অতীত হইলে তিনি ভাবিলেন, যে অনঙ্গতো তাঁহার করস্থ; অনঙ্গ কি প্রকারে তাঁহাকে বঞ্চনা করিবে;—যখন তিনি এই ভাবনা ভাবিলেন, তখনি তাঁহার হৃদয়ে অবতারের চিত্র ভীমবেশে অঙ্কিত হইল; স্ত্রীলোককে কপটাচরণে বশীভূত করিলে যে কি মনোব্যথা পাইতে হয় তাহা এক অবতারের জীবনে বিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে:——যখন তাঁহার হৃদয়ে এই ভাব উদয় হইল, তখুনি তিনি যেন থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন; তাঁহার কেশের প্রান্ত হইতে পদাঙ্গুষ্ঠ অবধি কাঁপিয়া উঠিল, তিনি চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিলেন।

অনঙ্গ মুক্তারামকে অন্যমনস্ক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল:——

'কি ভাব্‌চো?'

মুক্তারাম তখনো নিস্তব্ধ রহিল, তাঁহার মনে সুরেন্দ্রের কথা উদয় হইল, অনঙ্গ যে যথার্থই অনঙ্গমোহিনী তাহা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল, তিনি একবার অনঙ্গের মুখের প্রতি চাহিয়া হৃদয়ের সহিত পরামর্শ করিলেন, লোভ তাঁহাকে বাধা দিল; তিনি উন্মত্ত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, এখানে তাঁহাকে অনঙ্গমোহিনী স্পর্শণ—লাভে বাধা দিবার কেহই নাই; তিনি তদন্তে অনঙ্গের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিলেন। অনঙ্গ ও মুক্তারাম বাবুর মনের ভাব বুঝিলাম, অনঙ্গ স্বীয় ভয়ানক বুদ্ধির প্রভাবে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করনাশয়ে নির্নিমেষ কটাক্ষে মুক্তারামের প্রতি চাহিল, তাহার মস্তকের উভয় পার্শ্বস্থ কেশ রাশি বিশীর্ণ হইয়া পড়িল, তাহার চক্ষু উজ্জ্বল দীপ্তিময় হইল, সে ক্ষণেক ভাবিয়া নিজের উপায় স্থির করিয়া লইল।

মুক্তারাম যে লোভে নিজে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই লোভ অগ্নিরূপে পরিগণিত হইয়া অনঙ্গমোহিনী স্পর্শণকে দাহ্য ভাবে পাইবার আশায় স্বীয় তেজ প্রবল করিয়া ফেলিল; মুক্তারাম ধর্ম্মের পথে নানাপ্রকার কষ্ট দেখিয়া, অধর্ম্ম পথের চিত্র স্বীয় চক্ষে পরিষ্কার করিয়া দেখিলেন, যেন পথের উভয় পার্শ্বে স্বর্ণ মরকত মণ্ডিত সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী দেখিলেন, ফল পুষ্প ভারাবনত চিরবসন্তমোহিনী অটবী, বিটপী, নগর, গ্রাম,

নদ, নদী প্রভৃতি দেখিল, "সুকোমল কমনীয়তা পরিপূর্ণ কমল কলিকা-সহ রাজহংস রাজহংসী ক্রীড়িত সরোবর দেখিল; চির শারদীয় গগনে শুভ্র জ্যোঃতির্ম্ময় চন্দ্রিকা দেখিল:——সরোবরকূলে অপ্সর কুমার ও অপ্সরী কুমারীগণকে অবগাহন করিতে দেখিল, লোভ তাঁহাকে পাপ পথের আসুসুখকরী নয়নানন্দকর নানাবিধ ভুবনমোহিনী শোভাচয় দেখাইয়া; ধর্ম্মপথের আশা পরিত্যাগ করাইল, মুক্তারামের অন্তরে হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, মুক্তারাম, উন্মত্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন; প্রাণ, অপান ও ব্যান বায়ু প্রভৃতি অনঙ্গের অঙ্গ সৌরভ তাঁহার হৃদয়ে নীত ও প্রশ্বাসিত করিতে লাগিল; তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয় অনঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইল না, তাঁহার স্মৃতি অনঙ্গময় হইল; অতীত ও বর্ত্তমান ক্রিয়া সমস্ত বিলীন হইল, তাঁহার স্পর্শেন্দ্রিয় সর্ব্বদা অনঙ্গের আলিঙ্গন প্রার্থনীয় ভাবিল। মুক্তারাম উপরে চাহিয়া দেখিল বায়ু, বামে চাহিয়া দেখিল বায়ু, দক্ষিণে চাহিয়া দেখিল বায়ু; পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল বায়ু; তাহার হৃদয়ে ভয়ের লেশ মাত্র রহিল না; যে অনঙ্গ-মোহিনী লাভ করিবার কারন অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়া তিনি অবতারের ফাঁসিকাষ্ঠ তৈয়ারী করিয়াছেন—যে অনঙ্গমোহিনীকে পাইবার কারণ তিনি স্বীয়া সহোদরাকে অবতারের সহগামিনী করাইয়া স্বীয়মানের লাঘব করিয়াছেন, আজ সেই প্রকৃতির একটী চিত্র—তাঁহার জীবলীলার একটী তরঙ্গ স্বরূপ অনঙ্গমোহিনী অরক্ষিতা ভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা; তিনি কি করিয়া এমন জিনিষকে হেলায় হারান্; তিনি তাহা পারিলেন না, না পারিয়া উন্মত্ত ভাবে, ব্যাভিচার ইচ্ছাকে মনে স্থান দিয়া যেমন দাঁড়া-ইয়া উঠিলেন। অনঙ্গ দুই হস্ত সরিয়া গিয়া স্বীয় প্রতাপকে প্রকাশ করিয়া দাঁড়াইল। আমি কাঁপিতে লাগিলাম. মুক্তারাম এক্ষণে কামাতুর ব্যাঘ্র হইয়াছেন;—তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান মন হইতে দূরীভূত হইয়াছে:——

অনঙ্গমোহিনী এক্ষণে সহায়হীনা হরিণীর ন্যায় তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়-মান, প্রকৃতি! তোমার অনন্ত শক্তি, তোমার শক্তির ইয়ত্তা কে করিতে পারে, আমি ক্ষুদ্র মানব!! স্বর্গে দেবেন্দ্র, মর্ত্তে নরেন্দ্র, পাতালে নাগেন্দ্র প্রভৃতিও যখন তোমার ক্ষমতার সীমা করিতে পারে নাই তখন কে

সীমা করিতে পারিবে। অনন্ত সৌরভক্তও যখন তোমার নিয়মের অধীন হইয়া চলিতেছে তখন সামান্য মানবের কি ক্ষমতা যে তোমার ক্ষমতা স্থির করিতে পারে; আজ মুক্তারামের মন অনন্ত লোভ সমুদ্রে ভাসমান, প্রকৃতি তাহার কর্ণধার; কাম বানে জর্জ্জরিত বাহ্যান্তর প্রকাশ করিতে হইলে আমি সমাজে নিন্দনীয় হইব, এইভয়ে আর পারিলাম না; মুক্তারাম অনন্তদৃষ্টি হইয়া অনঙ্গমোহিনীকে পাইবার কারণ লোভের উত্তেজনা করিতে লাগিল।

অনঙ্গমোহিনী মুক্তারামের ভাব দেখিয়া মনের কথা বুঝিতে পারিয়া স্বীয় ক্ষমতা দেখাইবার কারণ প্রস্তুত হইল।

মুক্তারামের মনের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল:—মুক্তারাম বলিলেন—"অনঙ্গসুন্দরী—আমিই সাধ কোরে তোমাকে অনঙ্গসুন্দরী বোলে ডাক্‌তেম।"

অনঙ্গমোহিনী আরো ক্রুদ্ধ ভাব প্রকাশ করিল:—

মুক্তারাম বাবু সম্মোহনবানে জর্জ্জরিত হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয় আবদ্ধ করিয়াছিলেন শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত দর্শনেন্দ্রিয়ও আবরিত করিয়া বসিলেন, অনঙ্গের কাল সর্পিণীর ন্যায় আপততঃমূর্ত্তি তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল না। তিনি অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন:——

"অনঙ্গ! আমি:—আমাকে আর অনুরোধ কোরো না, আমি তোমার জন্যে ধন ব্যয় করিতে ক্রটী করি নাই; তোমার জন্য মান্য নষ্ট করিতে ক্রটী করি নাই, সকলি তোমার মতে করিয়াছি, সর্ব্বদাই তুমি আমার হবে এ কথা প্রকাশ করিয়াছ, কিন্তু আজ কেন তুমি আমার হবে না। আমি এজীবনে তোমাকে ভাবিয়াই মলেম, কই তুমি তো আমার হোলে না, যে আশাকে তোমার রূপ ঐশ্বর্য্যে উপহার দিয়াছি তাহাকে আর ত্যাগ করিতে পারিতেছি না, আজ সেই আশা আমাকে অধীর করিয়াছে—তুমি কি বল!! আমি তোমার হোতে পাল্লেম, তুমি কেন আমার হবে না? অনঙ্গ—অনঙ্গ—অনঙ্গ—যতবার তোমার নাম আমি মুখে উচ্চারণ করি—ততক্ষণই আনন্দনীরে ভাসিতে থাকি—বল অনঙ্গ—আর আশাতে আশ্বাসিত হোতে পারি না—আমাকে এ

সাগর হইতে উদ্ধার কর—অনঙ্গ—অনঙ্গময় অনঙ্গ—আমার কথায় সম্মত হও আর আমাকে আশানলে পুড়িয়ে মেরো না।'———'

মুক্তারাম বাবু আরো অনেক কথা বলিলেন সমস্ত বুঝিতে পারা গেল না; শেষে তিনি তীরবেগে ধাবিত হইয়া অনঙ্গের হস্ত ধরিলেন; কিন্তু যেমন ধরিলেন অমনি চমকাইয়া হস্ত ছাড়িয়া দশ হাত অন্তরে সরিয়া দাঁড়াইয়া সভীত অন্তঃকরণে অনঙ্গমোহিনীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেনঃ———যেমন লোভী চোর লুকায়িত ভাবে গৃহস্থের সর্ব্বস্ব চুরি করিতে গিয়া, পথে সফনা কালফণী দেখিয়া সভীত ভাব ধারণ করে, তদ্রূপ অনঙ্গমোহিনীর সেই ভীমা বেশ দেখিয়া অনঙ্গমোনীর তীস্ব চুরি করিতে গিয়া মুক্তারাম বাবু হতাশ হইয়া দশ হাত অন্তরে দাঁড়াইলেন।

অনঙ্গমোহিনী বিষধারিণী আহত ফনিণীর ন্যায় বেগে নিশ্বাস প্রশ্বাসিত করিতে লাগিল, ক্রমে মনের ভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া ক্রোধভরে বলিলঃ——

মুক্তারাম বাবু!'—মু—'

অনঙ্গমোহিনী মোহিনী বুদ্ধিতে যেমন একবার 'মুক্তারাম বাবুর নাম উচ্চারণ করিয়া পুনবায় মুক্তারামের নাম উচ্চারণ করিতে যাইবে, সেই কণ্ঠস্বর মুক্তারাম বাবুর পক্ষে বজ্র ধ্বনিবৎ পতিত হইলঃ—মুক্তারাম বাবু শুষ্ক তালু হইয়া অবাক্‌চিত্রে দণ্ডায়মান রহিলেন, তাঁহার দৃষ্টি ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিল।

অনঙ্গমোহিনী সময় পাইয়া মুক্তারাম বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলঃ—

'মুক্তারামবাবু! আমি কে আমাকে চিন্‌তে পেরেচেন!!'

মুক্তারাম বাবুর মনের আশা এখনো নিরাশা সমুদ্রে ডুবিয়া যায় নাই; মুক্তারাম বাবু অনঙ্গমোহিনীর বংশীধ্বনীবৎ কণ্ঠধ্বনিতে বিমুগ্ধ হইয়া উত্তর করিলেন।—'কেন তুমি অনঙ্গ—আমার অনঙ্গ!! আমি ভ্রমে বা বিস্ময়ে পতিত হইয়াই তোমাকে চিনিতে পারি নাই' তুমি বিশ্বমোহিনী অনঙ্গমোহিনী!' স্ত্রীলোকের স্বভাব চিরকালই তোষামোদপ্রিয়া; প্রকৃতী যেসমস্ত বিষয় দিয়া অন্যান্য স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন

—অনঙ্গমোহিনীকে তাঁহারা সৃষ্টি করেন নাই কারণ অনঙ্গমোহিনী তোষামোদপ্রিয়া নহে অনঙ্গমোহিনী সময় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল——

মুক্তরাম বাবু,—তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই॥ তা যদি পারিতে, তাহা হইলে আমার সহিত—আমার সহিত আলাপ করিতে না, আমি বিশ্ববিমোহিনী নই—বিশ্বসংহারিণী:—দেখ॥ যেমন বজ্র পৃথিবী ধ্বংশ করিতে পারে কিন্তু ভয়ে সৌদামিনীর পাছে২ ভ্রমণ করে, সৌদামিনীর ক্ষমতায় সে চিরকাল পরাভূত॥ ইহাই চিরপ্রসিদ্ধ প্রমাণ, হোন্ আপনি ধনী॥ হোন্ আপনি মানী; আমি যে অনঙ্গমোহিনী—সেই অনঙ্গমোহিনীই থাকিব, আমার তোমাতে স্পৃহা নাই আমার কিছুতেই স্পৃহা নাই:—যদি বল প্রকাশ কর, ইহা হইলে ইহা জানিও যে, আমার সৌন্দর্য্য—কৌমার্য্য পরিপূর্ণ নয়—ইহা প্রজ্বলিত অঙ্গারের শিখা॥—

অনঙ্গমোহিনীর এই তেজস্বী বক্তৃতা শুনিয়া আমি হতচিত্ত হইলাম; অনঙ্গমোহিনী মানবী—কি দেবী আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; মুক্তারাম বাবু॥ চতুর্দ্দিক জ্যোতির্ম্ময় দেখিলেন, তিনি নিরাশা সাগরে ঝাঁপ দিলেন:—সেই অনঙ্গমোহিনীর কারণ সম্বন্ধে যে যে কার্য্য করিয়াছেন-তাহাও ভাবিয়া লইলেন, সমস্ত ভাবনা শেষ হইলে, আর একবার তিনি অনঙ্গমোহিনীর প্রতি চাহিলেন, ভাবে বোধ হইল তাঁহার কাতরতার যদি অনঙ্গ প্রসন্না হয়! তাঁহার আশা শেষ হইল; তিনি যেমন অনঙ্গের প্রতি চাহিলেন অমনি অনঙ্গ তেজস্বীমূর্ত্তিতে পুনরায় বলিল—'ছি। নির্ব্বোধ কামুক তোমার ভাবনা নাই! এই পৃথিবীতে যে সমস্তই মায়ার ছয়াবাজী॥ তাহা তোমার উপলব্ধি হয় নাই! আমার হৃদয় নদীর স্রোত স্বরূপ—যেখানেই সমুদ্র থাকুক না; গহ্বর প্রস্তর কানন গিরি অতিক্রম করিয়া সেই সমুদ্রেই মিশিবে। সুরেন্দ্রকে মনে কর? কাকাকে মনে কর। তবে আমার প্রণয়ার্থি হইও! আমি যেমন তোমার হইব বলিয়াছিলাম; আমি তেমনি তোমার হইয়াছিলাম; পঞ্চ-ভূতে বিমিশ্রিত না হইলে প্রকৃতির কি ক্ষমতা যে কোন কার্য্যই করে, বিষণ্ণ হয়ো না, দুঃখিত হয়ো না—আমাকে অভদ্রা ভাবিও না। এইটী জেন, যতদিন আমার জ্ঞান না হইয়াছিল ততদিন যা মনে হইয়া-

[illegible] করিয়াছি:—এখনো আয় মা—আমাকে [illegible]
ভুলিলাম।"

মুক্তারামের পক্ষে অনঙ্গের শেষ কথা তীক্ষ্ণতরবারির [illegible] ন্যায় বোধ হইল, তিনি চমকাইয়া গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন:—

'অনঙ্গ! আমার শেষ দশায় কি এই কল্লে!'

অনেক কষ্টে মুক্তারাম বাবু মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলেন; অনঙ্গ বুঝিল—বুঝিয়া বলিল:—

'মুক্তারাম বাবু! আমার কথায় মন দাও-এক একটী কথা আমি যাহা বলিব তাহা মন দিয়া শ্রবণ কর; আমি উন্মত্তা নই, আমি যাহা বলি তাহা অকাট্য! আমার মন সর্ব্বদা চঞ্চল, এই মাত্র স্থির হইয়াছে—তোমাকে বলি:—আমি আজন্ম একটী সারব্রতের ব্রতী ছিলাম, এমন কোন সুযোগ পাই নাই যে যদ্বারা সেই ব্রত উদ্যাপন করি—বিধি কোন না কোন কালে সেই ব্রত উদ্যাপন করাইয়া দিলেন, কাল তাহার শেষ হইবে:—আজ প্রত্যুষেই আমি এস্থান হইতে প্রস্থান করিব—তুমি এরপরে জানিতে পারিবে যে অনঙ্গমোহিণী [illegible] উপকার করিয়াছিল কি না:—মনে কর মুক্তারাম বাবু! আমার স[illegible] কুমারীকালের আলাপের কথা মনে কর! আর আজকের আলা[illegible] কথা মনে কর! মনে কর মুক্তারাম বাবু! যেদিন তুমি আমার হস্তে হাজার-টাকা দিয়া আমার প্রণয়ভাজী হইতে যাচিঞা করিয়াছিলে—সেইদিনের কথা মনে কর—আর আজকের নিশার কথা মনে কর! মনে কর মুক্তাম বাবু! যেদিন তুমি আর কাকা দুজনে মিলে, আমার স্বামীকে দেশান্তরী করাইয়াছিলে—সেই দিনের কথা মনে কর, আর আজকের কথা মনে কর। মনে কর মুক্তারাম বাবু! যে দিন সরলা [illegible] কাকার বৈটকখানায় নৃত্য-করিয়াছিল—সেই দিন মনে কর, আর [illegible] আমার অবস্থা মনে কর:—মুক্তরাম বাবু!—স্বয়ং প্রকৃতীই পরিবর্ত্তন[illegible] তাহাতে স্ত্রীজাতীর অন্তঃকরণ চপলারন্যায় ক্ষণ—চঞ্চল, আমাকে [illegible] ভাবিও না—আমি হৃদয়ের ভাবে, পরিঘূর্ণিত হইতেছি—মনের [illegible] প্রকাশ করিতে পারিতেছি না:—সাবধান! আর আমাকে [illegible] করিও না!

এ পৃথিবীতে যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন যেন অন্য কোন কুমারীকে প্রলোভন দেখাইয়া পাপ পথে না আনয়ন কর;—মুক্তারাম বাবু!! মনকে স্থির কোরে দেখ দেখি:—সরলতার কি অবস্থা হইয়াছে কি অবস্থারই পরিবর্ত্তন হইল; সরলতা তোমার ভগ্নি; মদন বাবুর স্ত্রী—ধনের অভাব নাই—মানের অভাব নাই—সামান্য প্রলোভনে পতিত হইয়া তাহার কি দুর্দ্দশাই হইল। আর কাহার তো সর্ব্বনাশের কথাই নাই!! এও জেনো!! ধর্ম্মের জয়! অধর্ম্মের পরাজয়—চিরকালের নিয়ম!! যতদিন এপৃথিবী অনন্ত দেবের মস্তকে অধিষ্ঠান। আর—যত-দিন চন্দ্র—সূর্য্য নিয়মিত সময়ে উদয় ও নিয়মিত ... অস্ত যাইবে, ততদিন ধর্ম্মের জয়!—অধর্ম্মের বিজয় ... চির ও মরকতময় অক্ষরে ব্যোমপথে সজ্জিত ... আর কি বোলবো!! আমার আশা পরিত্যাগ কর। তুমি ক্ষুণ্ণ হইও না, দুঃখ করিও না, আমাকে মন্দ ... ও না, আমি যথার্থ কথা বলিলাম। জগদীশ্বর করুণ তুমি পুত্র পৌত্রাদির সহিত অনন্ত সুখ লাভ কর, এই আমার কায মনে প্রার্থনা। আমি যে অভিলাষে তোমার সঙ্গলাভ অভিলাষী হইয়াছিলাম, তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে; আর কেন, তুমি পঙ্কিল সলিলে অবগাহন করিতে আসিয়া অমৃত লাভ করিলে—আর কেন, বিমর্ষ হইও না, মন দিয়া শ্রবণ কর;——

মুক্তারাম বাবু মন দিয়া শ্রবণ কর!—আমি সাধ্বী ব্রাহ্মণের কন্যা, আমাকে তোমার উপভোগ্যা করা বড় সহজ পাপানুষ্ঠান নয়। তুমি সেই ইচ্ছা করিয়াছিলে বলিয়া সরলতা পাগল হইল; অমৃত লাভ কি—না, অসহায়া ছোটকাকীর উপকার করা; দুর্দ্দান্ত নরক পিশাচ কাকার সর্ব্বনাশ করা!! তাই বলি আমার সহিত কুৎসিত আমোদে উন্মত্ত হইতে যদি না আসিতে তাহা হইলে এমন অক্ষয় কীর্ত্তি রোপণ করিতে পারিতে না, তাই বলি পঙ্কিল সলিলে অবগাহন করিতে আসিয়া অমৃত প্রাপ্ত হইলে। অনন্ত পুণ্যের কাজ করিলে, আপাততঃ যে অনুশোচনা হইবে; যদি তুমি বুদ্ধিমান হও তবে মনে কোন কথায় আন্দোলন করিও না, তুমি যে কাজ করিয়াছ সেই জয় কীর্ত্তি মস্তকে রাখিয়া সিংহ-

সম পরাক্রমে মনের সুখে থাকগে। আর না প্রভাত হয়। আমি চোল্লেম।"

এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ হইলেই অবাকচিত্তে মুক্তারাম বাবু ক্ষণেক নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন, যখন দেখিলেন, অনঙ্গ প্রস্থান করিল, তখন তিনি শূন্য হৃদয়ে অজ্ঞান হইয়া বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূমে পতিত হইলেন। অনঙ্গ আর ফিরিল না, আমাকে সঙ্গে করিয়া সদর দ্বারে আসিল, আসিয়া দ্বারবানকে একখানি গাড়ি আনিতে বলিল। দ্বারব[illegible] [illegible]বিলম্বে গাড়ি আনিলে, অনঙ্গ স্বীয় কটীদেশ হইতে একখানি পত্রিকা বা[illegible] [illegible]নিয়া দ্বারবানকে বলিল, যেন সে সেই পত্র অম্বিকাকালীকে দেয়; এই ক[illegible] [illegible]ন্ন হইলে স্বীয় অঞ্চলে চক্ষের অশ্রু মুছিতে ২ [illegible] মার হাত ধরিয়া অনঙ্গ [illegible] উঠিল; এমন সময়ে মুক্তারাম বাবু "অনঙ্গ—অনঙ্গ" করিয়া চীৎকার করিতে [illegible]গিল।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

নূতন ঘটনা।

প্রভাতের শশী প্রভাতী নবগগনের গায়ে অঙ্কিত রহিল; প্রভাতী বায়ু শির শির করিয়া বহিতে লাগিল, প্রভাতী কলিকাতা প্রভাতী বেশ পরিধান করিল; আমাদের গাড়ি বরাবর উত্তরমুখে যাইতে যাইতে সুপ্রভাত ভবে শিমুলিয়াকে পশ্চাতে রাখিয়া পশ্চিমমুখী হইল। অল্প-ক্ষণ অতীত হইতে না হইতে অবতার বাবুর বাটীর সম্মুখে আসিলে অনঙ্গ থামিতে বলিল:- গাড়ি থামিল, প্রভাতী তপনের কিরণে মণ্ডিত অবতারের রম্য প্রাসাদে আমি ও অনঙ্গ সলজ্জ ভাবে প্রবেশ করিলাম; আমাদের দেখিয়া দ্বারবান ক্ষণেক আশ্চর্য্য ভাব ধারণ করিল, পর-

ক্ষণেই কোন দুঃখের কথা বলিবে বলিয়া দুঃখসূচক ভাব ধারণ করিল, অনঙ্গ সে সমস্ত না দেখিয়া, গাড়ির ভাড়া চুকাইয়া দিতে বলিয়া আমার সহিত দ্বিতলে উঠিল, তথায় আমাকে বৈটকখানায় বসাইয়া আপনি আলু থালু বেশে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

আমি বৈটকখানায় বসিয়া সমস্তই নূতন দেখিলাম, কিছুই পুরাতন বলিয়া বোধ হইল, এই কয় দিবারাত্রের মধ্যে বাটীর অবস্থার এত প্রভেদ-দৃষ্টি হইতেছে যে, সহজেই জানা যাইল। সৌধ মণ্ডিত দেয়ালের মস্তকে চামচিকা বাসা করিতেছে, আলিসার চারি ধারে চড়াই পাখী খেলা করিতেছে, সময় পাইয়া পারাবতেরা কার্নিশে আশ্রয় লই-তেছে; বেলওয়ারী ঝাড়লণ্ঠনের নীচে ও বারাণ্ডার খড়খড়ির নীচে মাকড়সাতে জাল বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে, বাটীর শিরোদেশে গোচ্চা-চিল বসিয়া স্বচ্ছন্দে আমোদ করিতেছে, ঠাকুরদালানের কার্নিশে কাল পেঁচা আশ্রয় লইবার যোগাড় করিতেছে,—সমস্তই নূতন, পুরাতন শোভা আর কিছুই নাই, বাটী শব্দ শূন্য, অঙ্গন শোভা শূন্য; কিছুই ভাল লাগিল না, এক অবতার বিসর্জন সমস্তই প্রভাশূন্য, সমস্তই প্রতাপশূন্য, বাটীর দ্বারবান বিমর্ষ, বৈটকখানা বিমর্ষ, কিছুরই আর শোভা নাই; কিন্তু আমি এই সমস্ত দেখিয়া দুঃখিত হইলাম না, আমি প্রকৃতির পরি-বর্ত্তন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে লাগিলাম, একমনে কত কি ভাবিতেছি, এমন সময়ে অনঙ্গ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া আমাকে বলিল:——

ভাই! আমি যা বোলবো তাতে যদি কোন দোষ থাকে আমাকে মাপ কোরবে।” আমি অনঙ্গর কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম;—

“সে কি অনঙ্গ! তোমাকে মাপ!! এমন কি কথা বোলবে যে মাপ কোরবো, স্বচ্ছন্দে বল আমি খুসী হবো।'

অনঙ্গ আমার কথা শ্রবণ করিয়া বিমর্ষ ভাবে বলিল:—আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগী হইবার কল্পনা করিয়াছি:—আজ যা দেখলেম, তা অতি আশ্চর্য্য কাণ্ড!! তোমাকে দেখাবো, আর এক আশ্চর্য্য কথা শুনলেম—তা তোমাকে বোলবো, আর আমার মনে এক আশ্চর্য্য কথার উদয় হই-

আছে তাহা তোমাকে সময়ে বলিব ; আমি যা মনে কোরেছিলেম, সে সমস্তই তোমার সাহায্যে ও ঈশ্বরের সাহায্যে সংসাধন করিয়াছি ; এক্ষণে আর দুটী কাজ আমার শেষ করবার আবশ্যক আছে ; সেই দুইটই অতি আশ্চর্য্য কথা, তুমি শুনলেই আমাকে ঘৃণা কোরবে, কিন্তু তুমি যদি মানব প্রকৃতিকে ভাল করিয়া বুঝ, তাহা হইলে, তুমি আমাকে ঘৃণা করিবে না, বল আমাকে ঘৃণা করিবে না !।" আমি অনঙ্গমোহিনীকে বড় সাধারণ কামিনীর ন্যায় ভাবিতাম না, অনঙ্গের মনোভাব জানিতে আমার উৎসুক হইল, আমি বলিলাম :——

"ভগ্নি ! । অনঙ্গ ! ! বল—আমার কাছে তোমার মনোভাব প্রকাশ কর, জগদীশ্বর করুন, তুমি যে বিষয়কে ঘৃণিত বলিয়া আমার নিকটে প্রকাশে কুণ্ঠিত হোচ্চো সে সমস্তই বিষয় যেন ঘৃণিত না হইয়া পবিশুদ্ধ হয় । !"

অনঙ্গমোহিনী বলিল :- একে একে সমস্ত কথা বলি—শ্রবণ কর ! ! আজ সকল রহস্যের কথা শুনলেম, আমি একবার সুরেন্দ্রকে দেখিব—ব—া!

এই কয়েকটী কথা বলিয়া অনঙ্গ শিহরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল ; আমি চমকাইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, অনঙ্গ দুই মুহূর্ত্ত এ ভাবে থাকিয়া বলিল :-"ভাই ! কি বোলবো ! আমি সুরেন্দ্রের অভিলাষী নই সংসার সুরেন্দ্রের অভিলাষী ! ! সুরেন্দ্র পাপী নয় এক্ষণে সে পবিশুদ্ধ হইয়াছে , সুরেন্দ্রকে একবার আমি দেখিব—আমার মনের কথা তাহাকে প্রকাশ করিয়া ; আমার ও তাহার উভয়ের হৃদয়কে শান্তিময় করিব, সে মনে করিতেছে আমি তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছি। আর আমি মনে করিতেছি সে আমার সর্ব্বনাশ করিল।

আমার চিরকালের স্বভাব এই :—যে সমস্ত কার্য্য শেষ না হইলে আমি কোন কথা কাহাকে বলি না ।। সুরেন্দ্র যে দিন পুলিষ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল ; সেই দিনের কথা তোমার মনে পড়ে , পুলিষের লোক যখন কাকার সঙ্গে আসিয়া সুরেন্দ্রকে ধরে, সেই সময়ে আমার প্রাণ একবার কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, কেন কাঁদিল তাহা বলিতে পারিলাম না, দোষীর জন্য প্রাণ কাঁদে কেন, তাহাই মনে স্থির করিলাম, তথাপি প্রাণ কাঁদিল ;

লাগিল; উপরে থাকিতে না পারিয়া যে সময়ে পুলিষের লোকে সু
হস্তে হাত কড়ি দিয়া গাড়িতে তুলিল, সেই সময়ে আমি জন্মে
একবার সুরেন্দ্রকে দেখিব বলিয়া নিম্নে যাইয়া দ্বারের আড়ালে দাঁড়া
সুরেন্দ্র কাঁদিতে ২ পুলিষে গেল, কাকা সসব্যস্ত থাকায় তাঁহার
হইতে একখানি কাগজ ভূমে পড়িয়া গেল; কাকা সরিয়া গেলে
আমি সেই কাগজ খানি কুড়াইয়া দেখিলাম, একখানি পত্র, পত্রখা
কাহার তাহা এক্ষণে বলিব না, পত্রের ভাবে বোধ হইল, সুরেন্দ্র-
হয় মন্মথ বাবুকে খুন করে নাই!! সেই অবধি মনে আমার
ছিল, যাতে আর কাদম্বিনীতে যে দিন কাশীতে যায়---সেই দিন
কাদম্বিনীর আরসীর টানায় চিরুণী খুঁজিতে গিয়া আর একখা
পাই, তাহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে—সুরেন্দ্র মন্মথ বাবুর খুনের
জানে না। সুরেন্দ্রের অবস্থা ভাবিয়া সেই অবধি সুরেন্দ্রের
মায়া হইয়াছিল, মনে সংকল্প করিয়াছিলাম, গত দায়রার মোকদ্দম
এ দফাতে সুরেন্দ্র নিষ্কৃতি পায় এমন উপায় করিব; আবার মনে ম
ভাবিতাম আমি সুরেন্দ্রকে নিষ্কৃতি দিলে কি হবে, সুরেন্দ্র এ বিপদ
থেকে উদ্ধার হোতে না হোতে আবার বিমলার খুনদায় তাহার ঘাড়ে
পড়িবে; কিন্তু মনে স্থির সংকল্প করিয়াছিলাম যেমন করিয়াই হউক
উহাকে সেই পত্র প্রমাণে ও কাদম্বিনীর প্রমাণে, আগত চূড়ান্ত বিচারে
নিষ্কৃতি দেওয়াবোই দেওয়াবো। কিন্তু বিমলার খুন বিষয়ক সন্দেহ যা
নাই! ওঃ! জগদীশ্বর!! তোমাদের দত্তমহাশয়দের বাটীর পদ্মমণি চাকরাণী
সহিত আমার ন—কাকীর বড় আলাপ হইয়াছে, না অনেক কথা—পরে
বোলবো, বা দেখাবো, আমি যখন বাটীর ভিতরে গিয়াছিলাম তখন
বাটীর কেহই টের পায় নাই, উপরে ঠাকুর মা কি কোচ্চিলেন বোল্তে
পারি না, কাহাকেও না দেখিয়া ন—কাকীর ঘরের কাছে গেলেম, গিয়া
দেখি দরজা বন্ধ, ভিতরে বাটীর কণ্ঠস্বর শুন্‌লেম, কিসের কথা জানবার
জন্য চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, শুনিলাম, সুরেন্দ্রের কথা হচ্চে,
পদ্মমণি কাকীর সঙ্গে সুরেন্দ্রের কথা কোচ্চে, এ কথা ওকথার পর
বিমলার কথা উঠিল; তাহাতে পদ্মমণি বলিল, বিমলা মোরবে কেন,

দরবারে দাখিল হইয়াছিল বটে; সে এখন, বড় বাবুর কৌশলে
পাটের হালদারদের বাটীতে আছে; বড় কষ্টে রেখেছে, সুরেন্দ্রের
য় একটা হোয়ে গেলে বিমলার যা হয় একটা উপায় হবে। আমি
ী হইলাম, সুরেন্দ্রের সুসময় উপস্থিত এমন কোন রকম কোরে
ক...নীকে হাত কোরে অল্পাপরাধী সুরেন্দ্রকে অব্যাহতি প্রদান করা
ইদয়; সে অনেক কথা, যে দিন সুরেন্দ্রকে উদ্ধার করিতে পারিব,
ন সুরেন্দ্র ও বিমলাকে একত্র দেখিব, সেই দিন যে যে বিষয়ের
ণ ভাগ তোমার সাক্ষাতে প্রকাশ করিলাম সেই সেই বিষয়
করতঃ জগৎবাসীকে জানাইব, আমিও নিষ্পাপী হইব। একবার
দকে দেখিব!!

.র এক কথা আমি এ জীবনে স্বামী সেবা করি নাই; মুক্তারামের
আর ছোটপিসীর মুখে শুনিয়াছিলাম, আমার স্বামী এখনো, কাকার
মুক্তারামের ঘৃণিত কৌশলে, টাটেগোড়ে আবদ্ধ আছেন; তাঁহার
.বন দেহান্তরিত হয় নাই; যদি তিনি জীবিত থাকেন তাহা হইলে
একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পদে ধরিয়া তাঁহার সেবাকাঙ্ক্ষিণী
হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিব; তাহাতে তিনি স্বীকার হয়েন ভালোই!
নচেৎ অনন্ত পুণ্যধাম কাশীধামকে এই বয়সেই আশ্রয় করিব।

আর আশ্চর্য্য কথা এই যে ন কাকীর ব্যভিচার আরম্ভ হইয়াছে
স পরামর্শও শুনিলাম, তাহাও আজ রাত্রে পরীক্ষা করিব। আর এক
কথা—তোমার আগমন বার্ত্তা পদ্মমণি আমার মুখে শুনিয়া গিয়াছে,
যদি হরনাথ বাবু তোমাকে তথায় যাইতে বলেন তাহা হইলে, আমার
অনুরোধে অদ্য রাত্রে কোথাও যাইও না, কল্য প্রাতে আমার সহিত
দেখা করিয়া যাইও!! আমার সহায় আর কেহ নাই; একমাত্র তুমি
আর সেই পবিত্রময় জগদীশ্বর!! আমি চোল্লেম।"

এই কথা বলিয়া অনঙ্গ বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, আমি তথায়
বসিয়া রহিলাম:—মন হর্ষ বিস্ময়ে অপ্লুত হইল; অনঙ্গের মুখে বিমলা
যে আজো জীবিত আছে এই কথা শুনে আমি আরো বিস্মিত হইলাম;
আমার স্বাক্ষাতেই যশোদাদাসী বিমলার বক্ষে ছুরিকা মেরে বিমলাকে

...পেয়াছি তখন মধ্যাহ্ন তপন বিষুবরেখা অতিক্রম কা...

ইতে লাগিলেন. পূর্ব্ব রাত্রে নিদ্রা না হওয়াতে অতিশয় কষ্ট হই. ছিল, একটু শয়ন করিলাম ; নিদ্রা আপনি আসিয়া আমাকে তাঁহার ক্রোড়ে স্থান দিলেন।

দিবসের ঘুম প্রগাঢ় ভাবে হইল না, কিন্তু অলসতায় অচেতন করিয়া ফেলিল। এমন সময়ে কতকগুলি দুঃস্বপ্ন দেখিলাম, তন্মধ্যে কোনটী ভাল করিয়া বুঝিলাম না, কতক্ষণ পরে ঘুমঘোরে একটী জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিকে নয়নগোচর করিলাম, তাহার মূর্ত্তি সন্দর্শনে, আমার হৃদয় আনন্দ রসে অভিসিক্ত হইল, তাঁহার গাম্ভীর্য্য সন্দর্শনে আমি ভক্তিভাব মনে মনে প্রণাম করিলাম, তাঁহার আয়তন দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ ; —ঈশ্বর স্বর্গীয় দূতের ন্যায় সুগঠিত, সর্ব্বাঙ্গ হইতে জ্যোতি বিকাসিত হইয়া দিক্‌দেশ আলোকিত করিয়া ... মস্তকের কেশদাম শ্বেতবর্ণ ... হইয়া পৃষ্ঠকে আচ্ছন্ন করিয়াছে :—অতীব ভক্তিপূর্ণ চিত্র, আমি সভীত ভাব ধারণ করিলাম ; তিনি আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া একটী কথা কৃশাঙ্গ লোকের কেশ ধরিয়া টানিয়া আনিলেন ; সে ব্যক্তি কাতরোক্তিতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল, আর মহাপুরুষের পদে ধারণ... মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতে লাগিল ; কৃশাঙ্গ ব্যক্তিকে কোথাও দেখিয়াছিলাম বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু এতো কলেবরের পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে সহজে চেনা গেল না। কতক্ষণ মহাপুরুষ আমার সম্মুখে থাকিয়া তাহাকে আকাশ পথ হইতে ভূমে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিবার কারণ উপরে উঠিতে লাগিলেন, মেঘদাম হুড়াহুড়ি করিয়া তাঁহার বাহন হইলে, মেঘের ঘর্ষণ বিদ্যুতের রেখা দেখা গেল, সেই বিদ্যুতের রেখা মধ্যে কতকগুলি কথা চিত্রিত হইল, তাহা ঘুম ঘোরে পাঠ করিয়া আশ্চর্য্য হইলাম :—তাহাতে লেখা এই যে :—'ইহাই অবতারের ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্র' :—কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, ক্রমে মহাপুরুষ অদর্শন হইলেন ; আমার মনে কেমন ভয় হইল, নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, চাহিয়া দেখিলাম, পদ্মর মা !! আমি জাগ্রত হইয়াছি দেখিয়া "পদ্মরমা" আমাকে ডাকিল :—আমি সত্বর হইয়া উঠিয়া বসিলাম ; পদ্মর মা আমাকে বসিতে দেখিয়া বলিল ;

প্রেমের কোরে, সেই বিমলাই বা আবার জীবিত

কোরে, হরনাথ বাবুই বা তাহাকে কালীঘাটে রাখবেন কে

কারণ তো আমি কিছুই পেলেম না, অনঙ্গ যে কয়েকটী কথা বল্ল,

সমস্তই আমার পক্ষে প্রহেলিকাময় বলিয়া বোধ হইল!! অনঙ্গের নিতান্ত অভিলাষ সুরেন্দ্রকে একবার দেখে:—বোধ হয় আগুদায়রার চূড়ান্ত মোকদ্দমায় কি উপায়ে সুরেন্দ্র নিষ্কৃতি পাইবে, তাহার উপায় বলিয়া দিবে, ভাল—সে ইচ্ছা মন্দ নয়; সুরেন্দ্র তো এখন হাজতে রহিয়াছে!! যদি সুরেন্দ্র নির্দ্দোষী হয় তাহা হইলে বড় ভাল হয়, আর যথার্থই যদি বিমলা জীবিত থাকে তাহা হইলে আর সুখের অবধি থাকিবে না, সুরেন্দ্র খোলষা হোলেই বিমলাকে অনুসন্ধান কোরে স্বীয় জীবন সার্থক কোরবে; আর বড়গিন্নীর সুখের সাগর উথলিয়া উঠিবে তাহা হইলে, অনঙ্গকে যে আমি এক ২ দিন মায়াবিনী বলিয়া কল্পনা করি, তাহাও যথার্থ হইবে।

আর এক কথা অনঙ্গ স্বামী দর্শনে অভিলাষী!! ইহা অতি সুখের কথা, সাধ্বি স্বামী সহবাসিনী হইবে ইহাপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি? অনঙ্গের যাহাতে এই ইচ্ছা ফলবতী হয় তাহা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনীয়; এ কথা সম্ভাবনীয়ও বটে কারণ অনঙ্গের স্বামী জীবিত আছে এ কথা, একদিন অনঙ্গের প্রেমে উন্মত্ত হোয়ে মুক্তারাম বাবু অনঙ্গকে সম্মুখে পাইয়া বলিয়াছিলেন, ভরসা করি যদি অনঙ্গের স্বামী আজিও অবতারের ঘৃণিত কৌশলে জীবিত থাকে, তাহা হইলে, ঈশ্বরানুকম্পায় অনঙ্গের এ ইচ্ছা ফলবতী হইলেও হইতে পারে। এই সমস্ত কল্পনার শেষে অনঙ্গ অনেক কথা বলিল, তাহার মধ্যে ন—কাকীর ব্যভিচারের কথা উত্থাপন করিয়াছিল; এই কয়েক দিবসের ভিতরেই অবতারবাবুর স্ত্রী এতদূর কদর্য্য কার্য্যে মতি প্রদান করিয়াছে!! যাহা হউক অনঙ্গের কথা অবিশ্বাস যোগ্য নয়!! আর আমার অবতার বাবুর বিষয় জানিতে বা দেখিতে কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই!! একবার অনঙ্গের অনুমতি লইয়া বস্তুবাটীতে যাইয়া বিশ্রাম লইতে পারিলেই বাঁচি!!

এই সমস্ত ভাবিতে ২ আহারাদি সমাপন করিয়া পুনরায় বৈঠক

কেমন আমাকে চিন্‌তে পার? তুমি ঘুমের ঘোরে—কি বোল্‌ছিলে?" পদ্মর মার কথায় আর আমার ভক্তি হইল না, স্বপ্নের—কথাই মনে আন্দোলন- করিতে লাগিলাম। পুনর্ব্বার পদ্মর মা বলিল:—বাবু তোমাকে ডাক্‌চেন, যার মাহিনা খাও তাহার কথা অমা বড় খারাপ; আজই তোমাকে যেতে বোলেচেন, তারাসুন্দরী বড় বাবু মহাগোলোযোগে পোড়েচেন, তুমিই তাঁর এখন কুমারী আর তারাসুন্দরী তাঁকে পাগল কোরে তোলবার কোরেচে, আরো কত কারখানা হোয়ে গেছে:—তোমার ঠাকু থেকে এসেচেন, তোমার কথা জিজ্ঞাসা করাতে বড বাবু বোলেচে তুমি তাঁর নিজের দরকারে কোথায় গিয়েচো, তা যাই হোক্, মারীর বড জেদ যে তুমি না গেলে তিনি বড বাবুর সঙ্গে কথা কইবেন না, তারাসুন্দরীর বিষয়ের কোন পত্র নাকি তুমি পেয়েচো, তা তিনি শুনেচেন, হরেন্ বাবুতো তারাসুন্দরীর স্বামীকে মেরে ফেলেচেন, সে ঘটনা তো দেখে এসেচো।! বড মানুষের বড় কারখানা, এখন চল, না হয় কখন যাবে বল আমি বলিগে। "এত সমস্ত বিস্ময়জনক কথা শ্রবণ কোরে—আমি আপাদ মস্তক স্তম্ভিত হইলাম। পদ্মর মাকে "কাল প্রাতে যাইব" এই কথা বলিয়া পাঠাইলাম। পদ্মর মা চলিয়া গেল। দিনমণি অস্তমিত হইলেন। সন্ধ্যার আগমনাস্তে নিশিও জগৎবাসী গণকে নবামোদে উন্মত্ত করিবার কারণ হাস্তে হাস্তে জগতে প্রবেশ কোল্লেন? এমন সময়ে—অনঙ্গমোহিনী তাডাতাড়ি আমাকে বাড়ির ভিতর হইতে ডাকিতে আসিল।

সপ্তচত্বারিংশ—পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্ল মূর্ত্তিময়ী সন্ধ্যা গোধূলীকে সহচরী করিয়া পৃথিবীতে দেখা দিলেন; তাঁহার নিলাম্বরী বসন দেখিয়া জগতের সকল প্রাণীর হৃদয়ই

প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সান্ধ্য গগনে একটী সান্ধ্য-তারা গগন সীমন্তে দেখা দিল। ক্রমে চন্দ্রের আলোক প্রকাশিত হইল। চন্দ্রের আলোকের সহিত দিক হইতে নব নক্ষত্রাবলি স্পষ্টরূপে দেখা দিল। প্রস্ফুটিত কোর-ক ক্রমে ক্রমে ফুটীতে লাগিল। মৃদু প্রবাহিত বসন্ত-বায়ু আমোদে সির সির করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। সহরের এক নূতন শ্রী হইল। নানামত বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া রঙ্গাভিলাষী মহোদয় রাজপথে একে একে বিচরণ করিতে লাগিল। নিশাসহচরেরাও নিজ কার্য্যোপযুক্ত সময় পাইয়া আপনার২ অভিলষিত কার্য্য করিতে রত হইল।

আমি কত কি ভাবিতে ছিলাম, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, কখন ভাবিলাম, অবতারের শেষ দশায় কি হইবে, কখন ভাবিলাম মুক্তারাম বাবু অনঙ্গকে পাইবার কারণেই কি অম্বিকা কালীর সাহায্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে অনঙ্গ প্রাপ্তি আশায় তাঁহাকে জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে। তিনি অম্বিকাকালীর উপর বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিবেন। কত কি ভাবিতেছি। ভাবিতে ভাবিতে আমার মন তন্ময় হইয়া গিয়াছে সেই সময় অনঙ্গ অন্য-মনস্ক দেখিয়া তাড়াতাড়ি আমার নিকটে আসিয়া বলিল :—

"ভাই! আমার উপর তোমার বিশ্বাস আছে কি?"

আমি অনঙ্গের কথায় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "সে কি অনঙ্গ! তোমার উপর আমার অবিশ্বাস!!"

আমার কথাবসান হইতে না হইতে সে বলিল :—

"বড় ঘৃণিত ব্যাপার!! বড় ঘৃণিত ব্যাপার!! আমি আর—এ—বাটীতে থাকিব না, ন—কাকী কি ভয়ানক ব্যভিচারই আরম্ভ করিয়াছেন, এক কাকা, আর এক পিসি হইতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইল!! আমি সে ঘটনা স্বয়ং প্রকাশ করিতে পারিব না, যদি ইচ্ছা হয় আমার সহিত এসো আমি তোমাকে দেখাবো!!"

এই কথা বলিয়া অনঙ্গ আমার উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল, আমি ভয়ানক কৌতুহলাক্রান্ত হইলাম, কি ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইলাম; অনঙ্গকে বলিলাম :—

"ভগ্নি! যদি সে ঘটনা দর্শনে আমার কোন প্রতিবন্ধক থাকে তাহা হইলে থাক্, আমি তোমার কথাকেই শিরোধার্য্য করিলাম, কিন্তু যদি আমি দেখিলে কোন হানি না হয় তাহা হইলে; রহস্য দর্শনে আমি কোন কালে পরাঙ্মুখ!!"

অনঙ্গ আমার কথা শ্রবণে সন্তুষ্টীভাব প্রদর্শন করাইয়া বলিল, "ভাই! আর আমি বিলম্ব কোত্তে পারি না, তুমি আমার অনুবর্ত্তী হও, আমি যাহা যাহা দেখাবো, তাহা তুমি দূরে থাকিয়া দেখিবে, আমার সন্নিহিত কদাচ হইও না, সে অতি ভয়ানক কথা, সে অতি ঘৃণিত কার্য্য? উঃ! জগদীশ্বর! তোমার মনে এই ছিল?"

এই কথা বলিতে বলিতে অনঙ্গ বিদ্যুৎবেগে আমার গৃহ হইতে বহির্গত হইল। যখন গৃহ হইতে বহির্গত হইল, আমিও সেই সময়ে তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া বাটীর মধ্যে গেলেম।

অবতার বাবুর অন্দরে ইতিপূর্ব্বে আর একবার গিয়াছিলাম। তাহাতে নিম্ন প্রকোষ্ঠস্থ গুপ্তপ্রদেশে এবং বন্দীভাবে ছিলাম এক্ষণে দ্বিতলস্থ প্রকোষ্ঠে গুপ্তভাবে প্রবেশ করিলাম। জগত স্নিগ্ধকারী সুধাংশুর অংশু অন্দরে প্রবিষ্ট হয় এমন কোথাও খোলা নাই। হাওয়া নাই, কেবল বড় বড় ঘর—আর দালান, মধ্য ভাগে একটু খোলা আছে, তাহার দ্বারাই অন্ধরন্ধ্র দিয়া বায়ুর ভেদ জন্যে যায়। বাটী প্রশস্ত বটে গৃহরাশিও প্রশস্ত বটে, কিন্তু জন সমাগম অতি অল্প, এই কারণে অট্টালিকা হইয়াও শ্মশানের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। আমি অনঙ্গের পশ্চাতে ২ কতক দূর যাইয়া একটু থমকাইয়া দাঁড়াইলাম। অনঙ্গমোহিনীও দ্রুত যাইতে যাইতে কাহাকে দেখিয়া দাঁড়াইল। বাটীর সে প্রদেশে জন-মানবেরও শব্দ নাই। ত্রিতলে কে যেন হাই তুলিয়া অস্পষ্টভাবে কাহাকে ডাকিল, কিছুই বোঝা গেল না, গা ছম ছম করিতে লাগিল, অনঙ্গ ক্রমেই—পশ্চাতে হাঁটিয়া আসিতে লাগিল। আমিও পশ্চাতে হঁটিয়া আসিতে লাগিলাম। কতক্ষণ পরে, একজন হিন্দুস্থানী দ্বারবান, আস্তে আস্তে আসিয়া ত্রিতলের সিঁড়ির দ্বারে শিক্‌লী দিয়া কুলুপ আবদ্ধ করিল; আমি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম, কুলুপ আবদ্ধ করিয়া আস্তে আস্তে

সেই অন্ধকারে বাটীর পূর্ব্বভাগে যাইল, সেই দিকে অনঙ্গও অল্প অগ্রসর হইল, আমিও অল্প অগ্রসর হইলাম, অল্প দূর যাইয়া একটী বারাণ্ডার থামের আড়ালে থাকিয়া দেখিলাম, একটী ছিদ্র দিয়া প্রদীপের আলোকের রেখা বাহিরে আসিতেছে। আলোকের রেখা যে ছিদ্র দিয়া বাহিরে আসিতে ছিল, হিন্দুস্থানী সেই ছিদ্রের সন্নিহিত হইয়া আস্তে২ "পদ্ম পদ্ম" বলিয়া কাহাকে ডাকিল। ডাকিবামাত্রেই কে দ্বার খুলিয়া দিল, দ্বার খুলিবার মাত্রেই বিস্তৃতি রূপে আলোক প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাহাতে জানা গেল, একটী স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকটীকে দেখিয়া পরিচিত বলিয়া বোধ করিলাম, হটাৎ মনে হইল না, নিস্তব্ধে ভাবিতেছি :— এমন সময়ে হিন্দুস্থানিটী গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার অবরোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল .—

"পদ্মমনি ! বাবু এসেচেন ! ! গিন্নী কোথায় ?"

পদ্মমণির—নাম শুনিয়া আমার স্মৃতিপথে ঐ স্ত্রীলোকটীকে পরিচিত বলিয়া উদিত হইল। যে দিন মন্মথের খুনের তদারকে ইনস্পেক্টর আসিয়া বাটীর সকলকে পরীক্ষা করে। সেই দিন পদ্মমণিদাসীকে ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের সম্মুখে দেখিয়াছিলাম। এক্ষণে ভালো করিয়া চিনিলাম। পদ্মমণি অবতার বাবুর স্ত্রী হরসুন্দরী দেবীর দাসী, পদ্মমণি ও হিন্দুস্থানী উভয়ের কথাই বেশ শুনা যাইতে লাগিল। পদ্মমনি বলিল ,—

"তেওয়ারী ! বাবু এসেচেন, কি বোল্‌চিস্? বাবু তো পালিয়েচেন। আবার বাবু কে ?

পদ্মমণির কথায় সেই হিন্দুস্থানী হাসিয়া বলিল —

"বাবু ! পালিয়ে—লুকিয়ে ছিলেন, আজ একবার বৌঠাকরুণের সঙ্গে লুকিয়ে দেখা সাক্ষাৎ কোরে তিনি বিবাগী হবেন, তুমি বৌঠাকরুণকে খবর দাও ?"

পদ্মমণি আর কোন কথা না বলিয়া সেই ঘরের ভিতর দিয়াই কোথায় চলিয়া গেল, বোধ হইল, হিন্দুস্থানী দাঁড়াইয়া রহিল ; কতক্ষণের পর স্ত্রীলোকের অলঙ্কার ধ্বনি সোনা যাইতে লাগিল। বোধ হইল যেন পদ্মমণির সহিত অবতার বাবুর—স্ত্রী হরসুন্দরী, দ্বারবানের সন্নিকটে আ-

সিল। কিছুই স্পষ্ট দেখিতে বা জানিতে না পাওয়াতে মন অত্যন্ত অস্থির হইল। ইত্যবসরে অনঙ্গ আমার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া বলিল :— "অতি আশ্চর্য্য ঘটনা হইবে, আমার সঙ্গে এসো আমি তোমাকে দেখাবো।" এই কথা বলিয়া অনঙ্গ আমাকে একটী সরু বারাণ্ডার মধ্যে লইয়া একধারে দাঁড় করাইয়া দিল। তথায় একটী গৃহের জানালা হইতে আলোক আসিতেছিল, সেই আলোক—পথে দৃষ্টি করিলে গৃহস্থ সমস্ত ব্যাপার দেখা যায়। অনঙ্গ আমাকে তথায় রাখিয়া বলিল, এই ঘর আমার—ন- কাকীর, গৃহস্থ একটী কামিনীকে দেখাইয়া বলিল :—ঐ কামিনীই আমার কাকী। তার পর আপনি বুঝিয়া লইও।"

এই কথা বলিয়া অনঙ্গ প্রস্থান করিল, আমি তথায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। হিন্দুস্থানীকে দেখিবা মাত্রেই চিনিতে পারিলাম, সে বাড়ীর দ্বারবান—নাম তেওয়ারী, সে হরসুন্দরীকে সম্মুখে দেখিয়া একটু মৃদু ভাবে বলিল :—

"বাবু" বাহিরে লুকিয়ে আছেন, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এখানে আর কাহাকে থাকিতে বারণ করিয়াছেন, আর চারি দিকের দ্বার—বন্ধ করিতে বলিয়াছেন, সেই কারণে আমি চারিদিক আবদ্ধ করিয়াছি, আমার বোধ হয় কোন ব্যক্তি লুকাইয়া আমাদের বাটীর ভিতরে আসিয়া থাকিবে, আমি যেন আর কাহাকে দেখিয়াছি—সাবধান!!"

তেওয়ারীর মুখে এই কথা শুনিয়া হরসুন্দরী আহ্লাদিতাও হইল না অথচ বিষন্নাও হইল না, অনেক ভাবিল, তাহার ভাবেতে বোধ হইল, সে যেন কোন ভয়ানক কার্য্য করিতেছিল, হঠাৎ তাহা হইতে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইল। ক্ষণেক পরে হরসুন্দরী মুখ তুলিয়া বলিল :—

তেওয়ারী! তুমি কি ছাদের দ্বার বন্ধ কোরেচো?

তেওয়ারী তাহাতে 'হাঁ' বলিল, পুনরায় হরসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল :— "আচ্ছা তে-তোলার দরজা।"

তেওয়ারী এবারেও 'হাঁ' বলিল :—এই বারে যেমন হাঁ বলিল, অমনি যেন হরসুন্দরীর মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল :—

"তুমি লোক দেখেছিলে কোথায়?"

তেওয়ারী কহিল :—

তেতোলার সিঁড়ির উপরে :—"

এই কথা শুনিয়া হরসুন্দরী এক প্রকার মনোভাবের পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিল, যেন নিরানন্দ নীরে তাঁহার বদন কমল ভাসিতে লাগিল। তাহার কারণ কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। কতক্ষণ পরে হরসুন্দরী বলিল :—

"কর্ত্তা কোথায় ?"

তেওয়ারী কহিল :—

"কর্ত্তা খিড়কীর দ্বারের নিকটে দণ্ডায়মান আছেন।"

তেওয়ারী এই কথা বলিলে, হরসুন্দরী কি ভাবিতে ভাবিতে কর্ত্তাকে আনিতে বলিল। তেওয়ারী চলিয়া গেল। আমার ভয়ানক বিস্ময় উপস্থিত হইল। আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়া ছিলাম যে অবতার বাবু ফরেসডাঙ্গায় পলায়ন করিয়াছেন। এক্ষণে আবার অবতার বাবুইবা কোথা হইতে এখানে এলেন। আবার তেওয়ারী বলিল যে কাহাকে তেতোলার সিঁড়িতে দেখিয়াছে, তাহাই বা কি আশ্চর্য্য কথা!! এই সমস্ত ভাবিতে ২ আমি যেমন হরসুন্দরীর প্রতি চাহিলাম, অমনি দেখিলাম, যে পদ্মমণি দাসী ও হরসুন্দরী আশ্চর্য্যভাবে দাঁড়াইয়া আছে :—কতক্ষণের পর হরসুন্দরী ভীতভাবে বলিল; "রামকান্ত বাবুর কি উপায় হবে, আমি তো কর্ত্তার কাছে অসতী হোতে পারবো না, তুই তার উপায় কোরগে যা ?"

পদ্মমণি আস্তে ২ গৃহের বাহিরে চলিয়া গেল, হরসুন্দরী কি ভাবিতে ২ সেই গৃহের মধ্য দিয়া অপর ঘরের ভিতরে যাইয়া, কর্ত্তা আসিবার অপেক্ষায় দাঁড়াইল। বিপদ গ্রস্তপতির সাক্ষাৎ পাইবার কারণ পতিব্রতা স্ত্রীলোক কখনই স্থির থাকিতে পারে না, শোক ও মনোবেগ সর্ব্বদা তাহাকে চঞ্চল করিয়া ফেলে। হরসুন্দরীতে আমি সে সমস্ত লক্ষণ কিছু মাত্র দেখিলাম না। হরসুন্দরীর ভাবে বোধ হইল যেন সে পতির আগমন বার্ত্তা পাইয়া অসন্তুষ্টা হইয়াছে। বিধির নিয়ম আশ্চর্য্য!

এদিকে হরসুন্দরী দ্বারে হেলান দিয়া কর্ত্তার আগমন প্রতিক্ষা করিতে লাগিল। ওদিকে পদ্মমনি দাসী অভিসারিকার সাহায্যার্থে রামকান্ত বাবুর—উপকার—করিতে গেল?

কতক্ষণের পর কাহার পদশব্দ পাইলাম। ক্রমেই পদশব্দ সন্নিহিত বলিয়া বোধ হইল, এক নিমেষ অতীত হইতে না হইতে একটী সুসজ্জিত পুরুষ গৃহে প্রবেশ করিল। কে যেন বাহিরের দ্বারে শিকলী দিল। সুসজ্জিত পুরুষটীকে দেখিবা মাত্রেই প্রথমে অবতার বাবু ভাবিলাম। কিন্তু অঙ্গ সৌষ্টব তাঁহার ন্যায় না হওয়াতে সন্দেহ হইল। ভাল করিয়া দেখিলাম, কোন মতেই তাহাকে অবতার বাবু বলিয়া প্রতীয়মান করিতে পারিলাম না। হরসুন্দরী যেমন দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনিই দাঁড়াইয়া রহিল, ভাবে বোধ হইল যেন প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিল না। আগন্তুক বাবুটীও এক পদ অগ্রসর না হইয়া দ্বারের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল। আশ্চর্য্য দৃশ্য!! স্বামী দেখিব ভাবিয়া দণ্ডায়মানা হরসুন্দরী স্বামীকে দেখিয়া চিনিতে পারিল না। আগন্তুক যদি যথার্থই অবতার হইত তাহা হইলে স্ত্রীকে দেখিয়া তাহার নিকটে না যাইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া কেন স্থির হইয়া দাঁড়াইবে। আশ্চর্য্য রহস্য!!

"কতক্ষণের পর হরসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল :—

"তুমি কে?"

আগন্তুক নিরুত্তর। পুনবায় হরসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল :—

তুমি কে? যদি প্রচ্ছন্নভাবে থাকিবার কারণ বেশের পরিবর্ত্তন করিয়া থাক, ভালোই। আমাকে সম্বোধন—কর আমি তোমার—কণ্ঠস্বরে চিনিতে পারিব?"

আগন্তুক এবারেও নিস্তব্ধ হইয়া রহিল :—কিন্তু একটু মুখ মুচকাইয়া হাসিল। হরসুন্দরী আগন্তুকের মুখে হাসি দেখিয়া অল্পে অল্পে নিকটে আসিল; ভাল করিয়া দেখিয়া বিস্মিত মনে জিজ্ঞাসা করিল :—

"তোমাকে এখনো আমার ভয় হোচ্চে? আমার নাম ধোরে ডাক দেখি, আমি কণ্ঠস্বরে—তোমাকে চিনবো।"

আগন্তুক পুরুষ পূর্ব্বাপেক্ষা এবারেও অধিক পরিমাণে হাসিল :—

হরসুন্দরী সাহসে নির্ভর করিয়া গায়ের আবরণ ধরিয়া টানিতে লাগিল, কিন্তু আগন্তুক কোন কথা না বলিয়া হরসুন্দরীর কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে হরসুন্দরীর কৌশলে আগন্তুক সাহস করিয়া স্বীয় গায়ের কাপড় খুলিয়া হরসুন্দরীর হাত ধরিয়া কাপড় দূরে ফেলিল,

তাহাতেই আমার মস্তকে বজ্র পড়িল, হরসুন্দরীর মস্তকেও বজ্র পড়িল, কাপড়ের বাতাসে প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইতে না হইতে দেখিলাম আগস্তুক ব্যক্তি :—রামসিং জমাদার!

আর তথায় ক্ষণমাত্র না দাঁড়াইয়া ঘৃণায় মনকে কলুষিত করিয়া, বাহিরে পলাইয়া আসিলাম। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি, আমরে ঘরে আলো জ্বলিতেছে। আমি গৃহে প্রবেশ করিয়া ক্ষণেক বসিয়া ভাবিলাম, রামসিং জমাদারেরই বা কি সাহস! আবার ভাবিলাম, অবতার আবু বা ঐ রূপ বেশেই আসিয়াছেন! তাহাতে কোন আশ্চর্য্য নাই। যাহাই হউক আর অবতার বাবুর বাটীতে থাকিতে ইচ্ছা না করিয়া উপরে যেমন চাহিলাম, অমনি আমি ইতিপূর্ব্বে যে ব্যাগ রাখিয়াছিলাম তাহা দেখিতে পাইলাম। তাহাতে হরনাথ বাবুর অনেক প্রয়োজনীয় বস্তু আছে ভাবিয়া সেইটী পাড়িয়া লইলাম। অনঙ্গের—চাবি আমার -নিকটে—ছিল; অনঙ্গের সহিত সাক্ষাতের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। কতক্ষণের পর অনঙ্গ আসিল :—

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম :—

"রামকান্ত বাবুকে!"

সে বলিল, "তোমার প্রয়োজন? রামকান্ত বসু আমাদের বাটীর পুরাতন দাওয়ান, তাহার কুচরিত্রের কারণ কাকা তাকে তাড়িয়ে দেন, আবার কাকীর পরামর্শে তিনি আসিয়াছেন।"

আমি অনঙ্গের—কথায় আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, রামসিং জমাদারের বেশে কি তোমার—কাকা এসেছেন?'

এ কথায় অনঙ্গ উত্তর দিল না, আমি অনঙ্গের নিকটে বিদায় লইয়া, তাহার চাবি তাহার হস্তে দিলাম। সে চাবি হস্তে করিয়া ছল ছল চক্ষে আমার প্রতি ক্ষণেক চাহিয়া বলিল :—

"যাবে যাও? আমার তাহাতে বাধা নাই! কিন্তু আমি অকূল বিপদ সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলাম। তুমিই তাহার কর্ণধার, আর সুরেন্দ্রকে ও আমার স্বামীকে দেখিবার আমার নিতান্ত অভিলাষ—, এই দুই কার্য্য শেষে করিতে পারিলেই আমার জীবনের সমস্ত কার্য্য শেষ হয়!! তাও যেন তোমার মনে থাকে, আমি যশোদাকে পাঠাইলেই—যেন তুমি আমার নিকটে

এসো, আর কি বোলবো!! ঈশ্বর করুন্ তুমি সুখী হও!!" এই কয়েক্ কটী কথা বলিয়া কঁদিতে২ অনঙ্গ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে আমি সেই রাত্রেই তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

অষ্টচত্বারিংশপরিচ্ছেদ।

কৃত্রিম স্বর্ণলতা!!

অনঙ্গের অনুরোধ মনে কোত্তে কোত্তে আমি—দত্তবাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম, একে মধুমাহা তাহাতে দোল-উৎসব আরম্ভ হইয়াছে; আজ ফাল্গুণ মাহার পঞ্চদশ দিবস; কল্য পুণ্যদা পূর্ণিমা তিথি সমাগতা হইলেই শ্রীকৃষ্ণের দোল উৎসব হইবে, সহরের খোট্টারা সেই উৎসবে উন্মত্ত হইয়া রাস্তায় গান গাইয়া বেড়াইতেছে; আকাশের কৌমুদী পৃথিবীকে স্বর্ণবরণে ভূষিত করিয়া ফেলিয়াছে; রাত্রি প্রায় ২টা হইবে; আমি সিংহদ্বারের সন্নিহিত হইলাম, তথায়—বাটীর দ্বারবানেরা হোলী উৎসবে উন্মত্ত হইয়া আপনাদের গান বাজনা করিতেছিল, হটাৎ আমি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবামাত্র জমাদার আমাকে চিনিতে পারিল; সে সেই—সবান্ধব উৎসব মণ্ডল হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু! এতো রাত্রে ব্যাগ হাতে কোরে কোথা থেকে আসচেন; আপনার জন্যে বড় বাবু বুঝি জীবন ত্যাগ কোল্লেন; আজ একশর্ত বার আমাকে চুপি চুপি আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন, আমি আপনাকে ডাকিতে পারি নাই; তিনি সেই জন্যে বোলেচেন, যে যেমন আপনি বাটীর মধ্যে প্রবেশ কোর্ব্বেন, অমনি যেন তিনি সংবাদ পান, অতএব আপনি এইখানে দাঁড়ান, আমি বাটীর ভিতর হইতে আসিতেছি।" এই কথা বলিয়া সে উপরে চলিয়া গেল, আমি তথায় দাঁড়াইয়া রহিলাম, মনে ভাবিলাম, বোধ হয়—পদ্মমণির—কথায়—আমার—উপরে বড় বাবু রাগ করেচেন, এই ভাবনা ভাবিতে—না ভাবিতে জমাদার পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিল, বাবু! বড় বাবু উপ-

রের সিঁড়িতে আচেন, আপনাকে সঙ্গে কোরে—নিয়ে—যেতে বোলে-চেন, চলুন।” আমি তাহার কথা মতে তাহার—সহিত উপরের সিঁড়িতে উঠিলাম, যেমন উঠিলাম, অমনি বড় বাবু আমার সম্মুখে আ-সিয়া জমাদারকে চলিয়া যাইতে বলিলেন, জমাদার চলিয়া গেল, আমার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল, আমি নির্ব্বাকে এক নিমেষ দাড়াইতে না দাড়াইতে বড় বাবু আমার হাত ধরিয়া কোন কথা না কহিয়া আমাকে লইয়া গেলেন, কোন কথা কহিলেন না, আমিও লজ্জায়—তাঁহার—সহিত কথা কহিতে পারিলাম না, বাটীর সকলেই সেই—গম্ভীর নিশার—ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছে ঃ—

হরনাথ বাবু—নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে আমি যে ঘরে থাকিতাম, সেই ঘরের নিকটে যাইয়া স্বয়ংই—চাবি খুলিলেন, আমি তখনো কোন কথা কহিতে পারিলাম না, হরনাথ বাবু আপনিই—দ্বার খুলিয়া আমাকে ভিতরে লইয়া গেলেন, আমি ভিতরে—যাইবার এক নিমেষ অতীত হ-ইতে না হইতে তিনি দ্বারে অর্গল বন্ধ করিলেন, আমার—হস্ত হইতে—ব্যাগটী কাড়িয়া ভূমে নিক্ষেপ করিলেন, নিজের গায়ের—কাপড়—দূরে ফেলিলেন, শেষে একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস প্রশ্বাসিত করিয়া আমার দুই হ. তাঁহার দুই হস্তে ধারণ —করিয়া ; দ্রুতভাবে উচ্চারণ করিলেন ঃ—

“তিনকড়ি !!”

আমি সেই উচ্চারিত শব্দকে নিঃশব্দ প্রদেশের—প্রতিধ্বনি ভাবিয়া কাঁপিয়া উঠিলাম, তিনি পুনরায় কি বলিবেন ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিলেন না, ভাবে বোধ হইল, তাঁহার—হৃদয়—সমুদ্রে কিসের আঘাৎ লাগিয়া চিন্তার-তরঙ্গ ক্রীড়া করিতেছে ; কতক্ষণ হাপাইয়া বলিলেন ঃ—

“তিন কড়ি ! আমি বুঝি পাগল হোলেম !!”

এই কয়েকটী কথা শেষ করিয়া তিনি আমার হাত ছাড়িয়া আমার তক্তাপোষে বসিয়া উভয়—চক্ষে, উভয়—হস্ত আবৃত করিলেন ; ভাবে বোধ হইল তিনি কাঁদিতেছেন, আমি তাঁহার এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া বলিলাম ঃ——

"মহাশয়! আমি আপনার অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইতেছি, যদি কোন দোষ করিয়া থাকি মাপ করিবেন।"

আমার—কথা শেষ হইতে না হইতে তিনি, চক্ষের আবরণ খুলিয়া সেই অশ্রুসিক্ত হস্তে আমার হস্ত ধরিয়া বলিলেন ঃ——

"তিনু! তোমাকে মাপ!! তাহা নয়; আমি বুঝি পাগল হোলেম; রাজু আমার হোলো না, তারাসুন্দরীও আমার—হোলো না, আমি বুঝি পাগল হোলেম।" এই কথা বলিয়া তিনি অধিকতর কাঁদিয়া ফেলিলেন, আমি আরো আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম ঃ——

"মহাশয়! আপনি হোচ্চেন এই মহাসংসারের কর্ত্তা আপনাকে কি ক্রন্দন সাজে, কাঁদবেন না, কি হোয়েচে বলুন্!!"

আমার কথায়—তিনি কিছু আশ্বাসিত হইয়া বলিলেন ঃ—

"না তিনু! আমি স্বর্ণলতা ভাবিয়া রাজকুমারীকে আলিঙ্গন করিয়া মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলাম, আর এতো দিন তাহাকে স্বর্ণলতাও ভাবিয়াছিলাম, তাহাকে হৃদয়ে—জড়াইয়াও রাখিয়াছিলাম, সেই স্বর্ণলতা এক্ষণে আমার পক্ষে বিষলতা হইয়া উঠিয়াছে; আমি তাহাকে সেই স্বর্ণলতা বই বিষলতা ভাবিতে পারিতেছি না, সে কিন্তু আমার—উপরে বিষলতার ন্যায় কার্য্য করিতেছে; আজ এক সপ্তাহ হইল রাজকুমারী আমার—সহিত কথা কহে না, কোন ক্রমে আমার—নিকটে আসে না, নির্জ্জনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করে না, যদি তাহাকে নির্জ্জন পাইয়া আমি সাক্ষাৎ করি—, তখন সে পলাইয়া যাইতে চায়, তাহার হাত ধরিয়া তাহার এ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে আমি তাহার সহিত যদি আর—কথা কহিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে সে গলায় ছুরি দিবে। আমিতো রাজুকে ভুল্‌তে পাচ্চি না, রাজু আমাকে ভুলিল, আমার স্বর্ণলতা—কৃত্রিম বেশ অবলম্বন করিল; তিনু! কি ভয়ানক কথা, আমার—মন সর্ব্বদা চঞ্চল হইয়াছে, বিষয়—কার্য্য ভাল লাগেনা, রাজকুমারী আমাকে কি গুণে আবদ্ধ করেচে আমি পাগল হইতে চলিয়াছি, একবার মনে করি—এ—পাপসংসার ভুলিব; তাহা হইলে রাজকুমারীকেও ভুলিতে পারিব, কিন্তু এ-সংসারও ভুলিতে

পারিলাম না, আর—রাজকুমারীকেও ভুলিতে পারিলাম না, কি মনো-ব্যথা—আর কি বোল্‌বো।

এই কয়েকটী কথা বলিয়া হরনাথ বাবু চুপ করিলেন, আমি মনে ভাবিলাম, কামবাণে জর্জ্জরিত পুরুষের মন তুষের—আগুণ পুড়িতে থাকে, সে পুরুষের হিতাহিত বিবেচনা থাকে না, আজ হরনাথ—বাবুরও সেই দশা উপস্থিত: ইনি ভ্রাতৃবধুর সহিত অশ্লীল প্রণয়ে মগ্ন হোয়ে তুষের—আগুণে পুড়ে মরিতেছেন !! আমি আর স্থির হইতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—

মহাশয় ! রাজকুমারীকে ভুলিতে পারিবেন না ??

তিনি আমার—এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন ঃ—

"তিনু—তিনু—তুমি কি বোল্লে ; আমি রাজকুমারীকে ভুল্‌বো, আমি সমগ্র বিশ্ব সংসারকে ভুলিতে পারি ; আমি তারাসুন্দরীকে ভুলিতে পারি ; শৈলেশ্বরীকে ভুলিতে পারি ; আমি আপনাকেও ভুলিতে পারি ; তথাপি রাজকুমারী আমাকে কি গুণে বশীভূত কোরেচে আমি তাহাকে, ভুলিতে পারিতেছি না, এবং এ জন্মে যে পারিব তাহাও বলিতে পারি না ?? আচ্ছা তিনু ! আমাকে ঠিক কোরে বোল্‌বে—আমি যা জিজ্ঞাসা কোরচি তা তুমি বোল্‌বে, আমার—এই উৎকণ্ঠিত মনকে তুমি সুশীতল কোরবে ? আমি এক্ষণে পাগল, আমি যে যে কার্য্য করিয়াছি তাহাও—তোমার—অজ্ঞাত নাই, অতএব আমাকে শীতল কর,—তোমার করুণায় আমার—রাজকুমারী আমার—হোক্‌ ?

আমি হরনাথ বাবুর এবম্বিধ কাতরোক্তিতে আশ্চর্য্য হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন ঃ—

রাজকুমারী এক দিন আমার নিকটে একছড়া জড়োয়া চিক চায়, আমি তাহার অনুমতি অবহেলা করিতে অক্ষম হইয়া যে রাত্রে বিমলাকে সুরেন্দ্র বুকে ছুরি মারে সেই রাত্রেই আমি কালীনাথের ভয়ে রাজকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহাকে ছাদের উপরে লইয়া যাই, তথায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে যখন সেই চিক চায়—আমি—আমি কটীতে হাত দিয়া দেখি, সেই চিক নাই ; কিন্তু কিছু দিন

বাদ তারাসুন্দরীর গলায় সেই চিক দেখি ; এক দিন সেই চিক গলায় দিয়া তারাসুন্দরী আমার সহিত কথা কহিতেছে, এমন সময়ে রাজকুমারী সেই স্থানে আসিয়া তারাসুন্দরীর-গলায় সেই চিক দেখে, সেই অবধি সে আমার নিকট আসে না, আমাকে দেখিলে আগুণ হইয়া জ্বলিয়া উঠে, আমি নিকটে গেলে গলায়—ছুরি দেবে বলে। এক দিন পদ্মর মা বলে যে এর বিশেষ কারণ তুমি জানো, সেই কথা রাজকুমারী শুনিয়া আমাকে বলে যে যদি তিনু, আমার ও তারাসুন্দরীর সাক্ষাতে এই কাণ্ডের বিশ্বাস যোগ্য মীমাংসা করিয়া দিতে পারে তাহা হইলেই ভাল, নচেৎ আমি আগত অমাবস্যার—রাত্রে গঙ্গায় ঝাঁপ দিব। অতএব তিনু! তোমার অভিপ্রায় কি? আমি অবুঝ হই আর আমি পাগল হই, তুমি সে সমস্ত ভুলাইয়া এক্ষণে যাহাতে আমি রাজকুমারীর বিশ্বাসের—পাত্র হই সেই কাজ করো।"

হরনাথ বাবু এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা সমাপ্ত করিয়া আমার উত্তরের প্রতীক্ষায় আমার মুখের—দিকে চাহিয়া রহিলেন, আমি কত কি ভাবিলাম, কত কি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না, শেষে বলিলাম ঃ—

"মহাশয়! ইহার আশ্চর্য্য কি, আমি যথাসাধ্য মীমাংসা করিয়া দিব।" হরনাথ বাবু আমার—এই কথা শেষ হইলে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলেন, আমি তাঁহার গমন পথ চাহিয়া রহিলাম, তিনি আর ফিরিলেন না, কতক্ষণ চাহিয়া রহিলাম, তিনি আর—ফিরিলেন না ; দেখিয়া আমি দ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া শয়ন করিলাম, নিদ্রা হইল না, কত কি ভাবিলাম, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, গৃহের মধ্যে ইন্দুরেরা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, চতুর্দ্দিগ নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে, এমন সময়ে আমার—ঘরের পূর্ব্বপার্শ্বস্থ কুঠারীর—মধ্য হইতে কে যেন শোকসূচক দীর্ঘনিশ্বাস প্রশ্বাসিত করিল, আমি আশ্চর্য্য হইয়া স্থির হইয়া শুনিলাম, আর কোন সাড়া শব্দ শুনিলাম না, কতক্ষণ স্থির হইয়া রহিলাম, কিছুই শুনিতে পাইলাম না, মনে ভাবিলাম, বোধ হয় অতীত শব্দ কোন অন্য বিষয়ের হইবে, যাহাই হউক, রহস্যময়ী—দত্ত সংসারের উপর আমার বিশ্বাস ছিল না, কতক্ষণ পরে পুনরায় পূর্ব্ববৎ শব্দ

হইল; আবার স্থির হইয়া শুনিলাম, এবার এক নিমেষ অতীত হইতে না হইতে পুনর্ব্বার—পূর্ব্ববৎ শব্দ উত্থিত হইল; এবারেও মন দিয়া শুনিলাম; ক্রমে নিশ্বাস ঘনঽ প্রশ্বাসিত হইতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল কে যেন মুখে কাপড় দিয়া বায়ুভরে কাঁদিতেছে, আমি বিস্ময়ে আপ্লুত হইলাম, উঠিয়া বসিলাম, যে দিক দিয়া ক্রন্দন ধ্বনি আসিতেছিল, সেই দিকে কান দিয়া শুনিলাম, কে যেন আপনাকে আপনি ধীৎকার দিয়া বিমর্ষভাবে অনুচ্চ ক্রন্দন করিতেছে, সেই দিকের দেয়ালে আমার গৃহ সংলগ্ন একটী আবদ্ধ দ্বরজা ছিল, মনে হইল, তাহার সন্নিকটে যাইয়া এই অভিনব রহস্য সন্দর্শন করি; আমার মন সেই দিকেই ধাবিত হইল, আমি নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে তথায় গেলেম, উইপোকার সাহায্যে দ্বারের এক স্থান অত্যন্ত বন্ধুর হইয়া গিয়াছিল, তদ্দারা নয়নের—দৃষ্টি অপর গৃহে প্রবেশ করিল, যাহা দেখিলাম তাহা অতি আশ্চর্য্য!! মধ্যম কর্ত্তা কালীনাথ বাবু একটী সুকোমল আস্তরণ মণ্ডিত কৌচের উপরে—একটী তাকিয়া ঠেস্ দিয়া কপোল সংলগ্ন হস্তে উপবিষ্ট আছেন, দক্ষিণ দিকস্থ টেবিলের—উপরে একটী সেজ জ্বলিতেছে; আমি এতো রাত্রে সেই ঘরে কালী বাবুকে এমন অবস্থায় দেখিয়া আরো আশ্চর্য্য হইলাম, সেই ঘরটী কালীনাথ বাবুর বৈঠকখানা; প্রায় বৎসরাবধি কালীনাথ বাবু উন্মাদ রোগাক্রান্ত হইয়া বায়ু পরিবর্ত্তন হেতু—কাশীতে ছিলেন, ইতি মধ্যে কবে আসিয়াছেন তাহা জানি না, হটাৎ তাঁহাকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম, তাঁহার অপরূপ রূপরাশি গৃহ আলোকিত করিয়াছিল; তাঁহার উভয় নয়ন হইতে মুক্তা বিনিন্দিত প্রভাতে অশ্রু বিন্দু থরেঽ ভূমে পড়িতেছিল; গৃহস্থ সমস্ত বস্তুই যেন তাঁহার কারণে ক্রন্দন করিতেছিল; আলোকরাশিও স্তিমিত হইবার উপক্রম করিতেছিল ঃ—

এমন সময়ে তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস প্রশ্বাসিত করিয়া কিছু বলিবার উপক্রম করিলেন ঃ—

আমি তাঁহার এবম্বিধ হৃদয়োচ্ছ্বাসে আশ্চর্য্য হইলাম; ভয়ানক গুপ্তভাব ইহার অন্তরে নিহিত আছে ভাবিয়া ক্ষণেক নিশ্বাস হীন হইয়া

রহিলাম। এমন সময়ে পুনর্ব্বার কালীনাথ বাবু উপরের দিকে স্থির নয়নে চাহিয়া বলিলেন ঃ———

ও ঃ— তারাসুন্দরী !— রাজকুমারী !! রাক্ষসী !!" হায় ? হায় ?? আমি এমন কথা শুনেও আবার তাহাদের কেন মনে ভাব্‌ছি—আবার—আমি—নরাধম আমি—সেই রাক্ষসীদ্বয়ের নাম মুখে আন্‌চি, সেই পিশাচিনীদ্বয়ের মূর্ত্তি মনে অঙ্কিত কোচ্চি, না—না—না— আর কোর বো না, আর তাহাদের স্বর্ণময় মূর্ত্তিকে আমি মনে অঙ্কিত কোরবো না।"

এই কয়েকটী কথা বলিয়া কালীনাথ বাবু চুপ করিলেন, তাঁহার ভাবে বোধ হইল তিনি যেন কি ভাবিতেছেন. দুই মুহূর্ত্ত পরে তিনি পুনরায় বলিলেন ঃ—

"না—না কই আমিতো ভুল্‌তে পাল্লেম না, আমার সে পত্রে বিশ্বাস হয় না, আমি শৈলেশ্বরীর পত্র বিশ্বাস করি না, কারণ তারাসুন্দরীর সহিত যে আমার প্রণয় আছে এ কথা শৈলেশ্বরী কি করিয়া টের পেলে, আর সে যদি টের পেয়ে থাকে তাহা হইলে আমার জীবন থাকা অপেক্ষা আমার মৃত্যু শ্রেয় ; তারাসুন্দরী---সম্পর্কে আমার—ভগ্নী—হয়, ছিঃ—প্রণয়—প্রণয়---কুৎসিত প্রণয় ? প্রণয় আবার কুৎসিত কি ? প্রণয়—পবিত্রময় !! তারাসুন্দরীতো আর আমার আপনার ভগিনী নয় ? আর এক কথা—সেই পত্রে লেখা ছিল, যে বড়দাদা বুঝি রাজকুমারীকে ভাত্রবধূ বলিয়া স্বীকার করেন না, সে কথাও অবিশ্বাস যোগ্য ; আমার—রাজকুমারী পরের হইবে—না—না—আমি প্রত্যক্ষে দেখিলেও বিশ্বাস যাইব না, আমার রাজকুমারী আমারি আছে--রাজকুমারী আমাগত প্রাণা ! তবে কেন শৈলেশ্বরী আমাকে এমন ভাবে পত্র লিখ্‌লে, আরো তাতে লেখা ছিল, যে, বড়দাদার চক্রে আমি পাগল হইয়াছিলাম, সুরেন্দ্র মিয়াদ খাটিতেছে—আর বিমলা ভিখারিণী হইয়াছে কাকী বড়দাদার প্রত্যাশিনী হইয়াছেন। আমি একথা বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া মনে স্থান দিবনা, পতিগতা প্রাণা রাজ কুমারীকে যদি এমন ভাবি তাহা হইলে আমার পাপ হইবে, আমি আর ও কথা মুখে আনিবনা, আমার সে পত্রে যেন চির অবিশ্বাস হয় — আমার রাজু আমারি

হবে। তবে কেন রাজ কুমারীর প্রতি অবিশ্বাস করি? আমার তারা-সুন্দরী আমারি হবে, তবে কেন তারাসুন্দরী পরের হইল বলিয়া ভাবি। তাহারা আমাকে পাগল করিয়াছিল, আমিতো তাহাদের প্রণয়ে উ-ন্মত্ত হইয়া আছি? আর কাঁদিব না, এই চক্ষের জল মুছিলাম,—কাঁদবো কেন!!”

আমি কালীনাথ বাবুর আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিলাম না, কতক্ষণ পরে তিনি বলিলেন ঃ—

যাক আমার স্মৃতি লোপ হইয়া যাক, আমি শৈলেশ্বরীকে বিশ্বাস করিব না, শৈলেশ্বরীকে বিশ্বাস কিসের?”

এই কয়েকটী কথা শেষ করিতে করিতে তিনি চম্‌কাইয়া মনোভাব গোপন করিলেন; ভাবে বোধ হইল, তিনি যেন কোন—ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করিলেন, এক দৃষ্টে গৃহের—দ্বারের উপরে চাহিলেন; ভাবে বোধ হইল, কে যেন দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; তিনি মৃদুস্বরে সভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

“তুমি কে?”

উত্তর ঃ—আমি শৈলেশ্বরী!

কালীনাথ বাবু—পূর্ব্ব বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে শৈলেশ্বরীকে আর তাঁহার বিশ্বাস নাই, সেই কারণে তিনি অমনোযোগ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

“এতো রাত্রে এখানে তোমার কি প্রয়োজন?”

উত্তর ঃ—“আমার প্রয়োজন আছে!”

কালীনাথ বাবু কি মনে ভাবিলেন, তাড়াতাড়ি শৈলেশ্বরীকে দ্বার খুলিয়া দিলেন, অপরূপ রূপ-শালিনী শৈলেশ্বরী তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন, কালীনাথ বাবু দ্বার অবরোধ করিয়া বলিলেন ঃ—

“বৌ! এত রাত্রে প্রচ্ছন্নভাবে আমার নিকটে আশা তোমার ভাল হয় নাই? এখানে তুমি এলে কেমন কোরে?

কালীনাথ বাবুর কথা শুনিয়া শৈলেশ্বরী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন ঃ—

“ঠাকুরপো! আমি কেমন কোরে এলেম, সে ইতিহাস তোমাকে পরে

দোবো। আর—আমি প্রচ্ছন্নভাবে কেন আসিয়াছি, সে কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে—তাহাকেই বুঝাইয়া দিব।

শৈলেশ্বরী কালীনাথ বাবুর সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইল, কালীনাথ বাবু বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে কৌচে বসিয়া শৈলেশ্বরীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

তারাসুন্দরী।

আমি এক মনে শৈলেশ্বরীর—মনের কথা শুনিতেছি, ইত্যবসরে—আমার—ঘরের দ্বারে কে আঘাত করিল। আমি সেই আঘাতে চমকাইয়া উঠিলাম, নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলাম, পুনর্ব্বার—আঘাত হইল, তাহাতেও আমি—উত্তর প্রদান না করিলে; আঘাৎকারী বায়ুস্বরে—আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল; পুনর্ব্বার দ্বারে আঘাৎ করিল, আমি নব-রহস্য দর্শনাভিলাষী হইয়া দ্বার খুলিয়া দেখিলাম "পদ্মর মা!"

পদ্মর মা আস্তে আস্তে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল ;—

"বড় ভয়ানক কথা! আজ বড় ভয়ানক ঘটনা হবে, হয়—রক্তপাৎ—না হয় দেশান্তরী!! বড় বাবুর স্ত্রী শৈলেশ্বরী—স্বামীর এবম্বিধ অহিতাচরণ জানিতে পারিয়াছেন; কালীনাথ বাবু কাশীতে ছিলেন, তাঁহাকে পত্র লিখিয়া আনাইয়াছেন, আজ প্রাতে কালীনাথ বাবু বাটীতে—আসিয়াছেন, বড় বাবু লজ্জায়—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেছেন না, তারাসুন্দরীর কি? তারাসুন্দরীকে যে দেখে সেই ভাল বাসে; কারণ সুন্দরী স্ত্রীলোকের—যৌবন, সুগন্ধী গোলাপের—ন্যায়

সকলেরই বাঞ্ছনীয়!! কালীনাথ বাবু শৈলেশ্বরীর—কথায় প্রত্যয় করিয়া একবারো বাটীর—ভিতর যান নাই, কাহারো সহিত কথা কহেন নাই, তিনি তাঁহার—বৈঠকখানায়—বসিয়া আছেন, আজ রাত্রে শৈলেশ্বরী—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যে সমস্ত কথা বলিবে, সেই—সমস্তের মীমাংসা হইলে তিনি হয় সংসারী হইবেন, না হয়—বিরাগী হইবেন। আজ বড় বাবুর—মহারাস!! তারাসুন্দরীরর মান হইয়াছে, হরনাথ বাবু তাহা ভাঙ্গাইবেন। আর রাজকুমারী—হবেণের—সহিত মনের কথা কহিবেন। সে অতি আশ্চর্য্য রহস্য। তুমি দেখ্‌তে ইচ্ছা যদি কর তো দেখ্‌বে এসো।”

পদ্মর মা এই কথার দ্বারা আপনার মনোভাব—প্রকাশ সমাপ্ত করিলে, আমি পার্শ্বের—ঘরে—যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম, আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করিলাম, পদ্মর মা আমায়—কথায় চমকাইয়া দেখিতে চাহিল, আমি যে স্থান দিয়া দেখিতে ছিলাম—সেই স্থানে উভয়ে যাইয়া দেখিলাম, শৈলেশ্বরী স্বীয়া দক্ষিণ—হস্ত উত্তোলন করিয়া আকাশ প্রতি দেখাইয়া কি বলিতেছে, কালীনাথ বাবু তাহা শুনিতেছেন। শৈলেশ্বরী বলিল ঃ——

“ঠাকুরপো! উতলা হইও না, আমি অনেক দুঃখে মনের কথা বল্‌চি, এ পাপ—সংসারে আর এক নিমেষ থাকিতেও—আমার ইচ্ছা নাই, এক একবার ইচ্ছা করি—গলায় দড়ি দিয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করি,—তাহা হইলে আর এ জ্বালায় পুড়িতে হইবে না, স্বামী—স্বামী যাহার—পবিত্রময় নাম উচ্চারণ করিলে পূণ্য প্রাপ্ত হইতে হয়,—আমি হতভাগীই যদি না হইব তাহা—হইলে সেই স্বামীর নিন্দা করিব কেন? ঠাকুরপো! আমার এ জন্মের যাহা হবার তাহা হয়েচে; লোকে আমাকে রূপ দেখে উপহাস করে; আমার ঐশ্বর্য্য আছে, আমার মান আছে, আমি বড়লোকের পুত্রবধূ, আমি বড়লোকের কন্যা, আমার স্বামীর সুখের—অবধি নাই, তথাপি আমার যে দুঃখ কে বুঝিবে, একমাত্র অন্তর্যামী ভগবান—ভিন্ন এ হতভাগীর দুঃখ কে বুঝিবে। ঠাকুরপো আর কি বল্‌বো, তারাসুন্দরী—আমার সর্ব্বনাশ কোচ্চে!? কি ভয়ানক কথা, তারাসুন্দরীর

অনেক কথা, আমি আর বোলতে পারি না, হরেন্দ্রের ঔরসে তারাসুন্দরীর গর্ভ হয়, সেই গর্ভ নষ্ট করিবার—কারণ হরেন্দ্র নানো কৌশল স্থির করে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হওয়াতে বিগত মাঘ মাহায় তারাসুন্দরী—সুরেন্দ্রের সহিত ফরেসডাঙ্গার হারাধন বাবাজীর—আখ্‌ড়ায় যায়, তথায় বাবাজীর—কৌশলে, একটী সন্তান প্রসব করে, এই সংবাদ ক্রমে ক্রমে দুই এক জনের কর্ণে প্রকাশ পায়, ক্রমে সেই—কথার আভাষ তারাসুন্দরীর স্বামী প্রাপ্ত হয়; তারাসুন্দরী ফরেসডাঙ্গায়—গেলে, এক দিবস তারাসুন্দরীকে দেখিতে তারাসুন্দরীর স্বামী আসে, তাহাতে বড়কর্ত্তা তারাসুন্দরীর অসুস্থতার কথা বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দেন, তারাসুন্দরীর স্বামী সেই ঘটনার এক সপ্তাহ পরেই পুনরায় তাহাকে দেখিতে আসে, তখন হরেন, তারাকে প্রস্তুত দেখিয়া বাটী আসিয়াছিল। সে তারার স্বামীকে একটী গৃহেতে বসাইয়া মন ভুলাইবার—কারণ নানা কথা পাড়ে, তারাসুন্দরীর স্বামী কোন কথায়—কান না দিয়া তারাসুন্দরীকে দেখিতে চায়। হরেন্দ্র তাহাতে অসম্মত হওয়াতে সে যাহা শুনিয়াছিল; সে সমস্ত প্রকাশ করে এবং তারাসুন্দরী যে পুত্র প্রসব করিয়াছে এ কথাও বলে; তাহাতে হরেন্দ্রের মস্তক ঘুরিয়া যায়, পরিশেষে পরামর্শ করিয়া সেই—রাত্রে হরেন্দ্র কৌশলক্রমে তাহাকে মারিয়া ফেলে; তারাসুন্দরী—স্বামী-হীনা হইয়া এক্ষণে স্বাধীন—ভাব অবলম্বন করিয়াছে? সে অনেক কথা?? ক্রমে জান্‌বে, ক্রমে শুন্‌বে; আমি হতভাগী, আর বলিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু আমার হৃদয়ে উথলিয়া উঠিতেছে, তাহাতেই—বলিতেছি। তা না হোলে বলিতাম না, শেষ কথা রাজকুমারী—তোমার স্ত্রী রাজকুমারী! ঠাকুরপো!! আমার যত দূর বুদ্ধি তত দূর বলিতে পারি যে যে স্ত্রী অভিসারিকা ব্রত অবলম্বন করে,—তাহার সহবাসে স্বামীর আয়ু—নাশের শঙ্কা হয়, তাহার প্রমাণ বোধ হয়—পাইয়াছ; তোমাকে পাগল কে করিয়াছিল! রাজকুমারী বড় কর্ত্তার সহিত পরামর্শ করিয়া কোথা হইতে দুধের সঙ্গে ঔষধ মিশাইয়া তোমাকে পাগল করিয়াছিল, যখন তুমি পাগল হইয়া ছিলে, তখন রাজকুমারীর—আনন্দের সীমা

ছিল না, তুমি কাশী গেলে রাজকুমারী—আমার—মাথায়—আগুন জালিতে বসিল, আমি বাঁচিব না, হয় স্বয়ং না হয় উহাদের—হস্তে মরিব, তবে তোমাকে—সমস্ত কাণ্ড দেখাইয়া মরিব এই ইচ্ছা, মনে কোচ্চি, আজই দেখাবো ৷”

শৈলেশ্বরী এই সুদীর্ঘ বক্তৃতায় তাঁহার হৃদয়ের উদ্দীপ্ত অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, কাশীনাথ বাবু হাঁ করিয়া এই সমস্ত ভীষণ ঘটনার আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়াও পরিতৃপ্ত না হইয়া শৈলেশ্বরী যেমন থামিল অমনি অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন,

“বড়বো! চুপ কোরো না, আমার হৃদয় উদ্বেলিত সাগরের ন্যায় উচ্ছলিত হইতেছে, রাজকুমারী, তারাসুন্দরী, বড়দাদা, ও হরেনের কথা শুনিলাম, সুরেন্দ্রের কি হইয়াছে বল, আমি জন্মের মত আমাদের বংশীয় আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া যথা স্থানে প্রস্থান করি—উঃ—রাজকুমারী! রাজকুমারী!! রাক্ষসী! আমার হৃদয়ে আগুণ জ্বালাইয়া তাহার কি সুখ হইল!!! বল, সুরেন্দ্রের কি হইয়াছে বল?

শৈলেশ্বরী পুনরায় আরম্ভ করিল ঃ—

“সুরেন্দ্র! সুরেন্দ্রের কথা জিজ্ঞাসা কোচ্চো, সুরেন্দের নামে অনেক প্রবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, আমি প্রবাদের সাহায্যে তোমাকে তাহার সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি না, আমি ইহার প্রকৃত কথা যাহা জানি তাহাই বলিতেছি. তুমি পাগল হয়ে কাশী যাত্রা করিবার অব্যাহতি পরেই বড় ঠাকুরের কাল হয়; সুরেন্দ্র রূপবান্ যুবক বই আর কিছুই নয়, তাহার কত বুদ্ধি হইবে, যৌবনের তরঙ্গ সতত‌ই তাহার হৃদয়ে ক্রীড়মান, সে হিতাহিত না বুঝিতে পারিয়া আপনার পদে আপনি কুড়ালী মারিয়া তাহার যাতনা ভোগ করিতেছে; বড় ঠাকুর অনেক সম্পত্তি রাখিয়া মরেন, সুরেন্দ্র একা সেই সমস্ত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইল দেখিয়া বড়কর্ত্তা আর অবতার বাবু উভয়ে পরামর্শ করিয়া যাহাতে সুরেন্দ্রকে পথের ভিখারী করিতে পারা যায় এই কৌশল

স্থির করিলেন, সুরেন্দ্র তাহাদের কৌশল না বুঝিতে পারিয়া, অবতারের, কৌশল—জালরূপ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রী অনঙ্গমোহিনীর মোহিনী বিদ্যায় মুগ্ধ হইয়া অবতার বাবুর জামতাকে খুন করা অপরাধে অপরাধী হইয়া এক্ষণে কারাবাসে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে, এবং সেই অবসরে অবতারের কৌশল জালে সুরেন্দ্রের সমস্ত সম্পত্তি নীলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে; বড়কর্ত্তা সে সমস্ত লোকদেখানো ক্রয়ে ক্রয় করিয়াছেন, সুরেন্দ্রের এখনো, চূড়ান্ত হুকুম বাহাল হয় নাই, সে এখনো হাজত যন্ত্রণা, ভোগ করিতেছে; বড়দিদির দুঃখের সীমা নাই, তিনি অনন্যোপায় হইয়া, উদরান্নের কারণ লালায়িত হইয়া বড় কর্ত্তার প্রত্যাশিনী হইয়া রহিয়াছেন; বিমলার দুঃখের অবধি নাই, বড় ঠাকুর মরিবার সময়ে বিমলাকে কিছু বিষয় দিয়া যান, সে সমস্তও লইবার কারণ বিমলাকে খুন করণে প্রস্তুত হইয়া অবতার কৌশল করতঃ সুরেন্দ্রকে অনঙ্গমোহিনীর প্রণয়ে উন্মত্ত করিয়া যশোদার সাহায্যে নিশিথ নিশাকালে শয্যায় শায়িত বিমলাকে খুন করে; খুনের আঘাতে কিছুকাল অজ্ঞান থাকায় বিমলাকে মৃত্যু নিশ্চয় করাইয়া বড় কর্ত্তা তাহাকে দাহ করিতে লইয়া যান, তথায় তাহার চেতন হওয়াতে, অবতারের কৌশলে, কালীঘাটে কি ভবানীপুরে—তাহাকে যারপর নাই কষ্টে রাখিয়াছেন। সুরেন্দ্রের সম্পত্তির সহিত তাহারো সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। আর কত বোলবো, এই পাপে সংসার ছারেখারে যাইবে—আর থাকে না, ঠাকুরপো! আর কত বোল্‌বো আর পারি না?"

শৈলেশ্বরী এই কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইলে, কালীনাথ বাবু সত্বরে দাঁড়াইলেন, মুখে হস্তার্পণ পূর্ব্বক সহস্রধারে কাঁদিতে২ বলিলেন:—

"মায়া আমার হৃদয় হইতে দূর হও? তুমি কাল—সাপিনী বেশে আমাকে আবার এই পাপময় সংসারে সংসারী করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলে? আর না, আমি বনে বনে ভ্রমণ করিব, সেও ভাল, তথাপি আর সংসারে আসিব না, রাজকুমারীর মুখাবলোকন করিব না। বড় বৌ! তুমি আমাকে রাজকুমারীর ব্যভিচার দেখাবে বোলেছিলে, তা কই?

আমি একবার দেখবার অপেক্ষায় এ বাটীতে আছি, কাল আর আমাকে এ বাটীতে দেখ্‌তে পাবে না। আমি অরণ্য-বাসী হইয়া যদি মনের সুখ পাই, তাহা হইলেও এ পৃথিবীতে জীবন রাখিব, নচেৎ স্রোত স্বতীর স্নিগ্ধবারি রাশিতে ঝম্প প্রদান করিয়া জন্মের শোধ জীবলীলা সমাপন করিব ?”

কালীনাথ বাবু এই সমস্ত কথা বলিযা রাজকুমারীর রহস্য দেখিতে উৎসুক হইলেন, শৈলেশ্বরী কালীনাথ বাবুকে উৎসুক দেখিয়া বলিল ঃ——

“ঠাকুরপো! হৃদয়কে দৃঢ় কর? যা দেখ্‌বে তা অতি ভয়ানক, সহস্র সহস্র বিষধর ফণী একত্রে দংশন কবিতে আসিবে, সহস্র সহস্র ধুমকেতু একত্রে মস্তকে পড়িবে, তাহাতে তুমি যেন যাতনায় ব্যথিত না হও! বড় ভয়ানক কথা, বড় ভয়ানক ব্যাপাব, তুমি দেখ্‌বে, তাহা দেখিয়া তোমার—বিবাগী হইতে ইচ্ছা যায় বিবাগী হইয়, সংসারে থাকিতে ইচ্ছা করে সংসারে থাকিও, আমিও আমার হৃদযেব ভাব লঘু করিযা উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করতঃ এ জন্মেব শেষ ব্রত উজ্জাপন করিব। এক্ষণে এসো তোমাকে বাজকুমাবীব—ব্যভিচার—লীলা দেখাই—অগ্রসর হও?”

এই কথা বলিয়া শৈলেশ্ববী গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইল, কালিনাথ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন, আমিও পদ্মর মার—সহিত সেই ভয়ানক রহস্য দর্শনে উৎসুক হইয়া বাহিব হইলাম।

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

শৈলেশ্বরীর কল্পনা।

রাত্রি গম্ভীর-বেশে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তিন প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, আকাশের—জ্যোৎস্নাতে চতুর্দ্দিক

আলোময় করিয়াছে। কিন্তু দত্তবাটীর অন্দরে আলো নাই। চতুর্দ্দিক অবরুদ্ধ—চন্দ্রের কৌমুদীরও এমন ক্ষমতা নাই, যে তন্মধ্যে প্রবেশ করে। পদ্মর মা আমাকে তারাসুন্দরীর মহলে লইয়া গেল, কালীনাথ বাবুর মহল ছাড়িয়া উভয়—ধারের গৃহের মধ্যস্থ একটী জ্যোতিপ্রবেশ পথ হীন—সরু পথ ছিল, তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া কত দূর যাইলে তারাসুন্দরীর কক্ষ পাওয়া যায় ;——

সেই মহলে গুপ্তক্রীড়া করিবার—কারণ একটী গুপ্ত সিঁড়ি হরনাথ বাবু যোজনা করিয়া রাখিয়াছেন, সে সিঁড়ির দ্বারা নিম্নে নামিলে অন্দরস্থ বাগানে যাওয়া যায়,—পরে বাগানের—পথদ্বারা পুনরায় বাটীর মধ্যে আসা যায়, পদ্মর মা আমাকে সেই সমস্ত দেখাইয়া তারাসুন্দরীর কক্ষের এমন স্থানে দণ্ডায়মান করাইল, যে তদ্দ্বারা সেই পথের ও তারাসুন্দরীর রহস্য দেখা যায়, কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত সিঁড়ি হইতে কে এক জন উঠিয়া তাড়তাড়ি তারাসুন্দরীর গৃহে প্রবেশ করিল, তারাসুন্দরীকে ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই। কিন্তু যদিও দেখিয়াছি কি, তথাপি তাঁহাকে ভাল চিনি না। তারাসুন্দরীর দুইটী গৃহ। প্রথমটীতে তৈজস-পত্রাদিতে সুসজ্জিভূত, সেই গৃহের মধ্যভাগে একটী দ্বার,—তাহার দ্বারা অপর গৃহে যাওয়া যায়। সেই গৃহে তারাসুন্দরীর শয্যা। প্রথম গৃহে একটী দাসী শয়ন করিয়াছিল। আগন্তুক বাবুটী আসিবা মাত্রেই দাসীটী গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হইল। বাবুটী দ্বার—অবরোধ করিয়া আপাদ মস্তক আবৃত বস্ত্র উন্মোচন করিলেন। তখন তাঁহাকে চিনিলাম, তিনিই হরনাথ বাবু !! যে গৃহে তারাসুন্দরী শয়ন করিয়াছিল, সেই গৃহের দ্বারের ... হিত হইয়া হরনাথ বাবুর দ্বারে—আস্তে আস্তে করাঘাত করিয়া বা... রাজকু...

"তারাসুন্দরী ! তারাসুন্দরী !"

সেই গৃহের—মধ্য হইতে কে যেন সুকণ্ঠ বামাস্বরে বলিল ;—

"কে তুমি আমি দ্বার খুলিব না ?"

এই কথার অবসান হইতে না হইতে হরনাথ বাবু চুপি চুপি কি বলিলেন। ভাবে বোধ হইল তিনি অনুনয় বিনয় করিলেন। কতক্ষণ

পরে আস্তে আস্তে দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে একটী অনুপম সুন্দরী সৌদামিনী বিগঞ্জিত মূর্ত্তিময়ী যুবতী প্রকাশিত হইয়া বলিল :—

" তুমি এতো রাত্রে আমার নিকটে কেন ? " যদি ভাল চাও স্বস্থানে প্রস্থান কর, আমি কপটকে বিশ্বাস করিয়া মন দিয়া পুড়িতে ইচ্ছা করি না ; আমি শৈলেশ্বরী নই,—আমি রাজকুমারী নই যে, তাহাদের ন্যায় আমাকে বঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিবে, আমার মন তোমাতে আসক্ত নয়, আমি তোমার নই ?

যুবতীর এবম্বিধ কথা শুনিয়া হরনাথ বাবু হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন :—

" তারাসুন্দরী ! আমি আজ অবধি তোমাকে মস্তকে ধারণ করিব, তুমি যা বোল্‌বে তাহাই আমার শিরোধার্য্য হইবে, রাজকুমারী এক দিন আমার ছিল, এখন আর সে আমার নয় তোমাকে অনুনয় কোরে বোল্‌চি আমাকে ভৎর্সনা না করিয়া আমাকে সুস্থ কর ?"

হর বাবুর কাতরতা দেখিয়া তারাসুন্দরী হাসিতে ২ বলিল :——

" কি—তুমি আর রাজকুমারীকে ভাল বাস্‌বে না ?

হরনাথ বাবু অক্লেশে বলিলেন : –

না :—

তারাসুন্দরী বলিল : –

শৈলেশ্বরীকে !!

হরনাথ বাবু বলিলেন, : –

তাকেও নয় !!

এই কথা শুনিয়া তারাসুন্দরী বলিল

আচ্ছা আমাকে যদি ভালোই বাসিলে তাহা হইলে আমি যা চাহিয়াছিলাম তা কই ? "

হরনাথ বাবু কটীদেশ হইতে কি বাহির—করিয়া বলিলেন :—

" এই এনেছি ? এই নাও ? "

এই কথা বলিয়া হরনাথ বাবু এক ছড়া মুক্তার মালা তারাসুন্দরীর হাতে দিলেন। লোভী স্ত্রীলোকের কোমল মন তাহাতেই গলিয়া গেল

তারাসুন্দরী হরনাথ বাবুর হইল, হরনাথ বাবু পাপের প্রলোভনে ভুলিয়া সামান্য মুক্তার মালার বিনিময়ে অবহেলে তারাসুন্দরীর সতীত্ব ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইলেন, তারাসুন্দরী শয়ন ঘরে প্রবেশ করিলে হরনাথ বাবু প্রবেশ করিলেন। দ্বার আবদ্ধ হইল। দাসী এই অবসরে পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথম গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিল। আমি উপস্থিত রহস্য দর্শনে বিমুখ হইলাম।

এইভাবে একদণ্ড গত হইতে না হইতে পুনরায় সিঁড়ির দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, হরেন্দ্রের সহিত রাজকুমারী উপরে উঠিয়া সিঁড়ির দ্বার অবরোধ করিয়া শিকলীতে কুলুপ দিয়া হরেন্দ্রকে বলিল ;—

"এ দ্বার রুদ্ধ থাকিলে আর আমাদের কোন ভাবনা থাকিবে না।"

এই কথা বলিয়া উভয়ে চলিয়া গেল। কতক্ষণ পরে পদ্মর মা আসিয়া আমাকে বলিল ঃ—

"বড় ভয়ানক কথা, কালীনাথ বাবু আর শৈলেশ্বরী নীচে দাড়াইয়া আছেন ঃ—

তাহারা এই ব্যাপার দেখিয়া স্বীয় স্বীয় জীবন নষ্ট—করিতে সমুদ্যত হইবেন, কালীনাথ বাবু বোধ হয় আজ একটী ভয়ানক কাণ্ড করিবেন ; তুমি স্থির হইয়া থাক !!"

পদ্মর মা চলিয়া গেল, আমিও নিস্তব্ধ না থাকিয়া যেদিকে হরেন্দ্রও রাজকুমারী গিয়াছিল, সেই দিকের রহস্য দর্শনার্থে গমন করিলাম ঃ—

রাজকুমারীর শয়ন গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ হইল, জানালা দিয়া দেখিলাম হরেন্দ্র ও রাজকুমারী উভয়ে দাঁড়াইয়া—কি কথা কহিতেছে ঃ—

কয়েক নিমেষের মধ্যে হরেন্দ্রের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে না থাকিতে রাজকুমারীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল, তাহার চিবুক কাঁপিতে লাগিল, হরেন্দ্র রাজকুমারীর এবম্বিধ ভাব দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল ঃ—

"সুন্দরি! অশ্রু কেন ?"

রাজকুমারী এই কথা শ্রবণ করিয়া গদ গদ স্বরে বলিল ঃ—

"হরেন্ এ প্রণয় কি আমাদের চিরস্থায়ী হবে !!"

হরেন্দ্র রাজকুমারীর কথা শুনিয়া প্রণয় সাগরে সন্তরণ দিতেং রাজকুমারীর চিবুক ধরিবার কারণ হস্তোত্তলন করিল, হস্তোত্তলন করিবার মাত্রেই অঙ্গের উত্তরীয় ভূমে পতিত হইল। সেই বাতাসে তাহার সম্মুখস্থিত প্রদীপ উপস্থিত ব্যভিচার দৃশ্যকে অন্ধকারের গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া মনের দুঃখে নির্ব্বাপিত হইল। গৃহ অন্ধকারময় হইল। প্রণয় সমুদ্রে ভাসমান উভয় যুবক যুবতী সেই ঘোর অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিল।

আমি উপস্থিত রহস্য হইতে বীতদৃষ্টি হইয়া কত কি ভাবিতেং পুনরায় তারাসুন্দরীর গৃহের নিকটে আগমন করিলাম; ভিতর হইতে ফিস্ ফিস্ কথা শুনিলাম, তাহাতে হরনাথ বাবু বলিলেন ঃ—

" তারাসুন্দরি! এস্থান আমার পক্ষে বড় ভয়ঙ্কর; এসো আমরা বৈঠকখানায় বসন্তের বাতাস সেবন করিগে।"

তাঁহার কথা শুনিয়া তারাসুন্দরী বলিল ঃ—

" যদি স্বাধীন ব্রতেই ব্রতী হইলাম, তবে কেন এমন সভীতভাবে তোমার কোমল প্রণয়-সিক্ত হস্ত আমি গলায় ধারণ করি! আমারো ইচ্ছা যে, বাসন্তী চন্দ্রমার সহিত তোমার বদনের শোভা মিলাইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করি!! "

এই কথার অব্যবহিত পরেই তারাসুন্দরীর গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। হরনাথ বাবু ও তারাসুন্দরী—প্রণয় সাগরে সন্তরণ দিতে দিতে উভয়ে উভয়ের হস্ত ধারণানন্তর গৃহ হইতে বাহিরে আসিল। তারাসুন্দরী স্বীয় অঞ্চল হইতে চাবি লইয়া দ্বারস্থ শৃঙ্খলকে কুলুপাবদ্ধ করিয়া চাবি হস্তে উভয়ে গুপ্ত দ্বারের, নিকটে যাইয়া দেখিল, দ্বার অবরুদ্ধ; হরনাথ বাবু বলিলেন;—

" তুমি কি দ্বারে চাবি দিয়ে ছিলে ঃ—"

তারাসুন্দরী বলিল—

" না! "

উভয়ে ভয়ানক বিস্মিত ভাব ধারণ করিল; আমি এই ঘটনায় আশ্চর্য্য হইলাম; সম্মুখে একখানা ভাঙ্গা কপাট ছিল তাহার—পার্শ্বে

যাইয়া লুকাইলাম। ইতি মধ্যে যে পথ দিয়া রাজকুমারী ও হরেন্দ্র গিয়াছিল, সেই পথে আলোক প্রকাশিত হইল। আলোক দেখিয়া উভয়ে সভীত ও সলজ্জ হইল। পুনরায় তারাসুন্দরী যেমন ঘরের চাবি খুলিয়া লুকাইতে—যাইবে, অমনি হস্ত কাঁপিয়া ভূমে চাবি পড়িল; সে—ভয়ে কাঁদিতে২ বলিল ঃ—

"সর্ব্বনাশ হোলো, এই বার আমরা গেলেম; অন্ধকারে চাবি পড়িয়া গেল৷"

এই কথা শেষ হইতে না হইতে উভয়ে একখানি বস্ত্রে আবৃত হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। ইতিমধ্যে আলোকের—সহিত হরেন্দ্র ও রাজকুমারী—যুগল মূর্ত্তিতে তথায় আসিয়া বস্ত্রাবৃত মানব দেখিয় সভীত ভাব ধারণ করিল। চোর চুরি করিতে আসিয়া—সহকারী—চোরের সহিত সাক্ষাতে প্রথমে ভয় পায়, পরে সাহসী হয়; ভয়ে তারাসুন্দরীর অঙ্গ কাঁপিয়া অলঙ্কারের ধ্বনি উৎপন্ন হইলে; হরেন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যেমন সবলে বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করিল, অমনি উভয় দল উভয় দলকে চিনিল এক নিমেষ সকলে নির্ব্বাক্ ও নিষ্কম্প ভাব ধারণ করিল ঃ—

সেই অবকাশে সিঁড়ির নিম্নদেশ হইতে সহস্র—সর্প গর্জ্জনের ন্যায় কাহার নিশ্বাসের—শব্দ উঠিল, তাহার অব্যবহিত পরেই স্ত্রীকণ্ঠ-স্বরে এক জন চীৎকার করিয়া বলিল ঃ—

"ভগবন্! আমার জীবন এখনো দেহে রোয়েচে?"

এই চীৎকারে সকলেই কাঁপিয়া উঠিল ঃ—

চীৎকারের বিরাম হইতে না হইতে কে সবল পদাঘাতে দ্বার ভাঙ্গিয়া সবেগে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সহচীৎকারে বলিল ঃ—

"মায়া! আমাকে জ্ঞান শূন্য কর? এ পাপ-সংসারে আর এক দণ্ডও যেন আমাকে না থাকৃতে হয়!! দাদা তোমার এই কাজ? হরেন্! তোর এই কাজ? রাজকুমারী তোর এই কাজ? তারাসুন্দরী তোর এই কাজ?"

বাক্যাবসানে চিনিলাম—তিনি কালীনাথ বাবু, পশ্চাতে শৈলেশ্বরী, এই বাক্যাবসানে শৈলেশ্বরী ও কালীনাথ বাবু দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

ছায়াবাজী !!

প্রভাতের শশী—প্রভাতের গগনে প্রভাতের সহিত মিশিয়া গেল, প্রভাতের বায়ু প্রভাতের সহিত প্রস্থান করিল। প্রভাতের—কাকলী প্রভাতের সহিত নিঃশব্দ হইল। প্রভাতের আনন্দ প্রভাতের সহিত সমাপ্ত হইল। বিধি নূতন লীলা-খেলায়—প্রবৃত্ত হইলেন। নবীন সূর্য্য নবীন তেজে গগনপটে—আরোহণ করিলেন। নবীন কমল নব-নায়কের সহিত আমোদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রকৃতিবশে জগদীয়—সমস্ত জীব পুরাতন আশা পরিত্যাগ করিয়া নবীন ব্রতে ব্রতী হইতে চেষ্টা করিল। এমন সময়ে আমি শয্যা হইতে উঠিয়া যে ঘরে—কালীনাথ বাবু ছিলেন, সেই ঘরের দিকে যাইয়া চাহিয়া দেখিলাম, গৃহ শূন্য, জন মানবের সমাগম নাই, স্থানে স্থানে ভগ্নীকৃত কাচের খেলেনা প্রভৃতি রহিয়াছে; মেজের—উপরে, একখানি তরবাল, একখানি ছোরা, একগাছা দড়ি পতিত রহিয়াছে; তাহা দেখিয়া আমার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু কোন বস্তুতেই—রক্ত লগ্ন ছিল না। সেই কারণে মনে বিশ্বাস হইল, যে কালীনাথ বাবু জীবনে—হত হয়েন নাই। কালীনাথ বাবুর জুতা পিরাণ সমস্তই রহিয়াছে, তিনি সে সব কিছুই লইয়া যান নাই।

বাটীর—সমস্তই অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ—হইল; বাহির—বাটীতে বড় বাবুর বা হরেন্দ্রের—কাহারো সাড়া পাই নাই। ছেলেরা খেলা করিতেছে। চাকরেরা—সকলেই বসিয়া খোসগল্প করিতেছে, এমন সময়ে পদ্মর মা আমার নিকটে আসিয়া বলিল ঃ—

ভটচায্যি মশাই! সর্ব্বনাশ হোয়েচে,—কাল রাত্রের ঘটনার পরেই

কালীনাথ বাবু কোথায়—গিয়াছেন তাহার সংবাদ নাই। বড় বাবু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে খিড়কী দ্বার দিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছেন। রাজকুমারী—নিজের ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে আছে। তারাসুন্দরী হেমলতার ঘরে লুকিয়ে আছে। হরেন্দ্র কাশী—যাত্রা ক'রেছে। আশ্চর্য্য কারখানা!! বড় মানুষের বড় কারখানা, এমন কাজ করাই বা কেন? এমন লজ্জা পাওয়াই বা কেন?"

পদ্মর মা চুপ করিলে আমি শৈলেশ্বরীর কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল:—

"তিনি নিজের—ঘরে—খিল দিয়ে আছেন?"

পদ্মর মা চলিয়া গেল, আমি একা বসিয়া রহিলাম। কাহারো কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, ক্রমে বেলা গেল, দিনমণি অস্তাচলাবলম্বী হইলেন। তখনো কাহারো দেখা সাক্ষাৎ নাই। নিশা আগত হইল, নিশাও প্রভাত হইল, তখনো কাহারো কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলাম, কোন কারণ স্থির করিতে পারিলাম না। পর দিনও গেল, কোন সংবাদ পাইলাম না। বাটীর অন্যান্য বাবুরা সকলেই বিমর্ষ—কাহারো মুখে হরনাথ বা কালীনাথ বাবুর নামও শুনিতে পাইলাম না। অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। সে রাত্রি প্রভাত হইল। এক দিন, দুই দিন, আজ তিন দিন, ইহার মধ্যে হরনাথ, কালীনাথ, রাজকুমারী, হরেন্দ্র, তারাসুন্দরী, শৈলেশ্বরী—প্রভৃতি কাহারো সংবাদ পেলেম না, মন অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইল, কাহাকে সাহস করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। আজ বেলা অপরাহ্ণ হইয়াছে, তপন-দেব অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়াছেন, পৃথিবীর উত্তাপ ক্রমে ক্রমে কমিতেছে; গোধুলীকে পৃথিবীতে আনাইবার কারণ আকাশ-পটের পশ্চিম তোরণ সপ্তবর্ণে মণ্ডিত হইয়াছে; এমন সময়ে আমি রাস্তায় বেড়াইবার কারণ বাটীর বাহির হইলাম, ক্রমে পশ্চিমমুখী গঙ্গাকূলস্থ স্নিগ্ধ সমীরণ সেবনাশী হইয়া তদ্দেশে যাইলাম, কতক্ষণ চতুর্দ্দিকের শোভা দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের উপর আমার দৃষ্টি পতিত হইল, তাহার—মূলদেশে কি দুইখানা কাগজ মারা আছে দেখিলাম।

অশ্বত্থ মূলের সন্নিহিত হইয়া কৌতূহল বশতঃ পাঠ করিলাম, তাহার একটীতে লেখা এই :—

"পুলিসের বিজ্ঞাপন।

(২০০০,) দুই হাজার টাকা পুরস্কার।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সহর কলিকাতার অন্তঃপাতি খোলাবাজারের নিকটবর্ত্তী ** পল্লিব বাসিন্দা বিখ্যাত নাম শ্রী অবতারকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধুর সর্ব্বস্ব জাল করিরা হরণ করণাপরাধে বিচাবালয় হইতে অপরাধী হইয়া পলায়ন করিয়াছে। যে কেহ তাহাকে ধৃত করিয়া বা সে কোথায় আছে এই সংবাদ আমাদের নিকট প্রদান করিতে পারিবেন তিনি উপরোক্ত পুবস্কাব পাইবেন।

অবতারের বিবরণ।

সে জাতিতে ব্রাহ্মণ, দেখিতে সুন্দব, মস্তকে বড় বড় চুল আছে, আয়তন খর্ব্ব।"

অন্যটীতে লেখা ছিল।

পুলিসের বিজ্ঞাপন।

(৫০০,) পাঁচশত টাকা পুরস্কার।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সহর কলিকাতার বাসিন্দা সুপ্রিনকোর্টের—উকীল, শ্রীহারাধন গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণকিশোর সেন গুপ্ত—ডাক্তার ও মহাদেব ভট্টাচার্য্য ইঁহারাও অবতার কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জালকরণ কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিল প্রমাণ হওয়ায়, ইহাদের নামে বিচারালয়—হইতে গ্রেপ্তারী—পরওয়ানা বাহির হইয়াছে; এক্ষণে যে কেহ ইহাদের ধরিয়া বা ইহরা কোথায় অবস্থিতি করিতেছে তাহার স্থিব সংবাদ প্রদান করিতে পারিবে তাহাকে উপরোক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।"

আমি বিজ্ঞাপনা পাঠে আশ্চর্য্য হইলাম, যে দিন আমাকে মেছুয়াবাজারস্থ অবতারের বৈঠকখান বাটী হইতে অবতার গুপ্তভাবে ধরিয়া বড় বাজারের ডাকাইতদের বাটীতে লইয়া যায়, সেই রাত্রে মহাদেব ভট্চায্যি ক্রন্দনের সহিত অবতারকে এই কথা বলিয়াছিল যে তাহারো নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে, সে যথার্থ; ধর্ম্মের সরল গতি; অবতার বাবু প্রভৃতি ধর্ম্মের পথে কাঁটা দিয়া সাধারণের চক্ষেই ধূলী দিয়া কেবল অম্বিকা কালীর সর্ব্বনাশ করিতে গিয়াছিল, কিন্তু সেই ঈশ্বরের চক্ষে ধুলী দিতে পারিল না। যে অবতারের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে কলিকাতা পরিকম্পিত হইত, সেই অবতারকে এক্ষণে জীবনের ভয়ে লুকায়িত হইতে হইয়াছে। হারাধন উকীল, কৃষ্ণ ডাক্তার, মহাদেব ভট্টাচার্য্য ইহাদেরও বড় কৌশল, ইহাদের কৌশলে, সুরেন্দ্র ভিখারী হইল, অম্বিকা সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছিল, অনঙ্গ সতীত্ব রত্ন হারাইতে বসিয়াছিল, এখন ইহাদের সেই কৌশল কোথায় গেল, ইহারাও জীবনের ভয়ে লালায়িত হইয়া রহিয়াছে। এক মনে এই সমস্ত ভাবিতেছি, এমন সময়ে সম্মুখস্থ রাজ পথের দক্ষিণ দিক্ হইতে উত্তর মুখী হইয়া একখানি গাড়ি আসিতে লাগিল, গাড়ি খানি সুদৃশ্য থাকা প্রযুক্ত হাঁ-করিয়া চাহিয়া রহিলাম। এক নিমেষের মধ্যেই গাড়ি খানি সন্নিহিত হইল, দেখিলাম তন্মধ্যে মুক্তারাম বাবু! মুক্তরাম বাবুকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, মুক্তারাম বাবু আমাকে দেখিয়া আনন্দিত ভাব প্রদর্শন করিলেন। তিনি গাড়ি থামাইয়া আমাকে ডাকিলেন; আমি নিকটে যাইলে, বলিলেন :—

তোমাকে আমি অনুসন্ধান কোচ্ছিলাম, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, এসো আমার গাড়ীতে এসো, ফিরিবার সময় পুনরায় তোমাকে এইখানে রাখিয়া যাইব।"

আমি মুক্তারাম বাবুর অনুগ্রহে প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত—সেই গাড়িতে উঠিলাম, গাড়ি কতকদূর চলিয়া গেলে তিনি বলিলেন :—

"তিনু! এক জালে সবাই ধরা পোড়েছে—শুনেচো, একা অবতা-

রের সর্ব্বনাশের সহিত আর আর—সকলেরই সর্ব্বনাশ হেয়েচে, তা শুনেচো ?”

যে রাত্রে অনঙ্গ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিল, তাহার—প্রস্থানের পর কয়েক মুহূর্ত্ত আমি সে গৃহকে অনঙ্গ শূন্য দেখিয়া কষ্টানুভব করিযাছিলাম, কিন্তু আসিবার কালে, অনঙ্গ আমায় যে কয়েকটী উপদেশ দিয়া আসিয়াছিল, সেই উপদেশ বলে আমি সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া অম্বিকাকালীর সাহায্য করাকে আমার একটী সার ব্রত ভাবিযা অনঙ্গকে ভূলিতে চেষ্টা কবির্তে লাগিলাম; কিন্তু একেবারে ভুলিতে পারিলাম না। প্রভাতমাত্রেই উমাকালী বাবু একখানি পত্র হস্তে বিমর্ষ ভাবে আমার নিকটে আসিযা আমাকে সেই পত্রখানি দিলেন, আমি পাঠ কবিযা দেখিলাম তাহা অনঙ্গের লেখা, অনঙ্গ অম্বিকাকে তদ্দ্বাবা প্রণাম জানাইযা প্রস্থান কবিয়াছিল, এবং আবো তাহাতে বলিয়াছিল যে “তুমি সাধ্বী, ব্রাহ্মণের কন্যা, হৃদয় খুলিয়া মুক্তারাম বাবুকে আশীর্ব্বাদ কবিও, তাহা হইলে মুক্তবাম বাবু তোমাকে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধাব করিয়া অনন্ত পুণ্যেব আশ্রয় হইবেন।” আমি পত্র পাঠে এবং অনঙ্গের সদাশয়তায ভুলিয়া অম্বিকাব সাহায্য করিতে কৃতসংকল্প হইলাম, শেষে অনঙ্গের নাম দেখিয়া অনঙ্গনাম আর উচ্চাবণ করিব না ভাবিযা পত্রখানি ছিঁড়িযা, উমাকালী বাবুকে অম্বিকাকালীর অবস্থা জিজ্ঞাসা কবিলাম। অম্বিকাব সুস্থ সংবাদ পাওয়াতে আমি স্বয়ং অম্বিকাকে দেখিতে যাইলে তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অবতারেব সহিত কৃষ্ণ ডাক্তার প্রভৃতি যাহারা ছিল, তাহাদের নাম করিল, আমি সেই দিবসেই পুলিষে যাইযা তাহাদের নামে শমন জারী কবিলাম, মকোদ্দমার দিনে তাহারা উপস্থিত না হওয়াতে তাহাদেরও নামে গ্রেপ্তারী পবোযানা বাহির হইয়াছে। আর বেশী দেরি নাই এক পক্ষের মধ্যে সমস্ত শেষ হইবে; অবতার প্রভৃতি—ইংরাজ রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া ফরাসী রাজত্ব ফরেসডাঙ্গায় যাইয়া বাঁচিবে ভাবিয়া তথায় প্রস্থান করিতেছে; আজ সুপ্রীমকোর্ট হইতে তথাকার গবর্ণরের উপরে উহাদিগকে তথা হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিতে এক

আবেদন পত্র গিয়াছে; আর উহাদের নিস্তার নাই। আমি অম্বিকা-কালীর মুখে শুনিলাম; সুরেন্দ্রের স্ত্রী বিমলা কালীঘাটে হালদারদের বাটীতে ছিল। এক দিবস উমাকালী বাবু কালীঘাটে গিয়াছিলেন। যে হালদারদের বাটীতে উমাকালী বাবু আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাদের বাটীতেই বিমলা দাসী ভাবে থাকিত। উমাকালী বাবুকে বিমলা জ্যেঠা বলিত। উমাকালী বাবুকে দেখিয়া সে কাঁদিয়া তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল। বিমলার অত্যন্ত—হীনাবস্থা দেখিয়া প্রথমে উমাকালী বাবু তাহাকে চেনেন নাই, শেষে চিনিয়া গোপন ভাবে তাঁহাকে অম্বিকা-কালীর নিকটে আনিয়াছেন। বিমলার কথায় অম্বিকা বলে যে, সুরেন্দ্রের সর্ব্বনাশ অবতার ও হরনাথ বাবু উভয়ে করিয়াছিল। যাহা হউক, আর এক কথা, অনঙ্গের—মাতাঠাকুরাণীর ঈশ্বর—প্রাপ্তি হইয়াছে। কাদম্বিনী কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, অনঙ্গ কাদম্বিনীর সাহায্যে সুরেন্দ্রকে এই মোকদ্দমায় অব্যাহতি দেওয়াইবে। ভাল কথা—তাহা হইলেই পাপ ও পুণ্য অনঙ্গ হইতে মীমংসিত হইবে। আর এক কথা আমি আর একবার অনঙ্গকে দেখিব। তিনু! আমি অনঙ্গকে অন্য কোন ভাবে দেখিব না, অনঙ্গ আমার কোশলেই—স্বামিহীন হইয়াছে, অনঙ্গের স্বামী নরেন্দ্রনাথ আজিও জীবিত আছেন কি না সন্দেহ! আমি সেই পাপানুষ্ঠানের জন্য তাহার পদে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব। তাহা হইলেই—আমার মন স্থির হইবে। আর অল্প দিবসের মধ্যেই এই ভয়ানক রহস্যসংযুক্ত অবতারের জীবন লীলার—সহিত অপরাপরের লীলারও এক প্রকার শেষ হইবে।” এই সমস্ত কথা বলিতে২ সন্ধ্যা হইয়া আসিল। মুক্তারাম বাবু গাড়ি ফিরাইলেন, গাড়ি ক্রমেই সেই অশথ মূলে আসিয়া পহুঁছাইল। মুক্তারাম বাবু একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া আমাকে তথায় নামাইয়া দিলেন। গাড়ি চলিয়া গেল। আমি কিয়ৎ কাল মুক্তারাম বাবুর মুখনিঃসৃত অদ্ভুত রহস্যের কথা শুনিয়া বিস্ময় সাগরে ভাসিতে ভাসিতে একপা ২ করিয়া পুনরায় দত্ত বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

হরনাথের শেষ লীলা!!

মুক্তারাম বাবুর মুখে এই উত্তর—রহস্যময় সংসারের পরিণামের ভবিষ্যৎ চিত্রের আদর্শ শুনিয়া, আমার মন অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইল; যেমন ধান্য রোপণ করিবার পরেই তাহা অঙ্কুরে পরিবর্দ্ধিত হয়, অঙ্কুর হইতে তৃণ হয়, তৃণ হইতে পুষ্পফলোৎপাদিত হয়, এবং তাহা হইতে পুনরায় ধান্য উৎপন্ন হয়; কিন্তু প্রত্যেক ধান্য তৃণে একটীমাত্র ধান্য উৎপন্ন না হইয়া বহুল ধান্য উৎপাদিত হয়; তদ্রূপ মানবগণও কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি রিপুগণের বশবর্ত্তী হইয়া এই প্রকৃতিতে স্বীয়২ মনকে রোপিত করে, ক্রমে প্রকৃতির প্রভাবে সেই মন নানা বিষয়ে পরিণত হইয়া সহস্র ২ কর্ম্মে পরিণত হয়। ধান্য ব্যবহারোপযুক্ত করিবার কারণ কৃষকের হস্তে যখন তাহা পরিষ্কৃত হয়, তখন যাহাতে যে ভাবে সার থাকে সে তদনুরূপ ব্যবহার্য্য হয়। যাহাতে সার নাই সে বাতাসে উড়িয়া গোমেষাদির ভক্ষণীয় হয়। পৃথিবীর গতিই এইরূপ, যখন এই পৃথিবীরূপ ক্ষেত্র হইতে পঞ্চভূতাত্মক প্রকৃতি বলে প্রবৃদ্ধ মানবকুল উপযুক্ত সময়ে বিচারের কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছায় ধর্ম্মের হস্তে পতিত হয়; তখন তাহাদের কৃষক হস্ত পরিষ্কৃত ধান্যের দশায় পতিত হইতে হয়। কোথায় অবতার—অতুল ঐশ্বর্য্যেশ্বর—কোথায় সে পথের ভিখারী! কোথায় বিষয়ী মহাদেব—কোথায় সে জীবনের কারণ লালায়িত! কাহার কি রূপ গতি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

হরনাথ বাবুর পূর্ব্ব রহস্যের দিবস হইতে হরনাথ বাবুর লীলা বোধ হয় প্রায় শেষ হইল, কারণ সেই দিন হইতে আর তিনি বাটীতে আইসেন নাই; ভয়ানক কথা!! এই রূপ ভাবিতে ২ভাবিতে আরো তিন দিন গেল, শুনা গেল বিগত রাত্রে লুকাইত

ভাবে আসিয়া সুরেন্দ্র তারাসুন্দরীকে কোথায় লইয়া গিয়াছে। বাটীর অন্যান্য কর্ত্তারা প্রকাশ্য অপবাদের ভয়ে অন্যান্য গৃহিণীদের কাশী পাঠাইয়া দিয়াছেন, আপনারাও যাইবেন তাহার চেষ্টা করিতেছেন। ইতি মধ্যে এক দিন সন্ধ্যার পর পদ্মর মা আসিয়া সংবাদ দিল যে, শৈলেশ্বরী—গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। আমি সতী শৈলেশ্বরীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম, পদ্মর মাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। সামান্য ব্যভিচার—ব্যাপারে এমন সোনার সংসার ছারখারে গেল। কাশীনাথ বাবু বিবাগী হোলেন, সুরেন্দ্র কারারুদ্ধ হোল, বিমলা অন্তর্দ্দেশিনী রহিল, শৈলেশ্বরী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল ইহাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে। পদ্মর মা আমাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া চলিয়া গেল। আমি কত কি ভাবিতে লাগিলাম, বাড়ি শূন্য, অন্দর শূন্য, সমস্ত শূন্য, চাকরেরাও বিমর্ষ; কেহ কেহ এই অবসরে দেশে যাইল। সমস্তই ক্রমে শ্রীহীন হইয়া আসিল, আমি নির্ব্বাক হইয়া সতত ভাবিতে লাগিলাম।

একদিন গোধুলী অতীত হইয়াছে, সূর্য্য পৃথিবীকে স্বীয় সহস্র রশ্মি প্রভাবে উত্তপ্ত করিয়া অস্তাচলাবলম্বী হইয়াছেন, ঘোর তমস্বিনী নিশা নীলাম্বরী বসনাবৃতা হইয়া পৃথিবীকে গ্রাস করিতেছেন। আমি আমার ঘরে একটী প্রদীপ জ্বালাইয়া বসিয়া আছি, এমন সময়ে অতি হীন ভাবে হরনাথ বাবু আমার গৃহে আস্তে আস্তে প্রবেশ করিলেন, আমি আশ্চর্য্য হইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলাম :—"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে তিনি আমার মুখ নিজ হস্তদ্বারা চাপিলেন, চাপিয়া বলিলেন :—

"তিনু!! আমি কি কাজ কোল্লেম, আমি এইবার পাগল হলেম, আমি রাজকুমারীর—কুহকে পতিত হইয়া,—তারাসুন্দরীর কুহকে পতিত হইয়া ধন্ মান সব হারালেম, শেষে মহাদেব ও অবতারের কৌশলে পতিত হইয়া সুরেন্দ্রকে ভিখারী করিয়া জীবন হারাইতে বসিলাম। আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, সাবধানে কথা কও? অন্য কেহ যেন

টের না পায়, সুরেন্দ্রের যে কার্য্য করিয়াছি তাহাতে অবতারের ও অন্যান্য লোকের—অবস্থা দেখিয়া আমি সশঙ্কিত হইয়াছি। পাছে আমাকেও সেই অবস্থায় পতিত হইতে হয়। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি বলিয়াই—বলিতে আসিয়াছি। তুমি একবার বাটীর ভিতরে কে কোথায় আছে চুপি চুপি দেখে এসো, আমি গুপ্তভাবে আমার গৃহ হইতে কিছু টাকা লইয়া আসিব।”

হরনাথ বাবু এই প্রকার সভীত মনোভাব প্রকাশ করিয়া আশ্চর্য্য চিত্তে দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন :

“ শৈলেশ্বরীর সৎকার—করা হোয়েচে ?!”

আমি তাঁহার কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিলাম :—

“ সবিশেষ জ্ঞাত নহি !”

আমার উত্তর পাইয়া তিনি স্বীয় হস্তদ্বয়—মুখে আবৃত করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন :—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন :—

“ তিনু ! আমার সব সর্ব্বনাশ একত্রেই উপস্থিত হোলো, ওঃ ! শৈলেশ্বরী—তুমি সাধ্বী !! আমি নরাধম তোমাকে চিনিতে পারি নাই ; তিনু—আর না যাও, আর আমি এখনে থাকতে ভরসা করিনা, আমার এমনি ভয়ানক সময় উপস্থিত—যে, আমি স্বাধীন ভাবে ক্রন্দন—করিয়া অশ্রুজলেও—আমার হৃদয়কে শীতল করিতে ভীত হচ্চি !” এই কথা বলিয়া হরনাথ বাবু দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, আমি আস্তে আস্তে অন্দরের দিকে যাইয়া দেখিলাম, পদ্ম মা ঠাকুর ঘরের প্রদীপ জ্বালাইতেছে ; তাহাকে ডাকিলাম, সে নিকটে আসিয়া বলিল :—

“ আর ডাকচো কেন ; সে কালো—পানা বিবি রাজকুমারীকে পড়াতে আস্‌তো ; তার কাছে কি পোড়ে রাজকুমারী—আজ তার সঙ্গে কোথায় চোলে গেছেন ; যা হবার নয় তাই হোলো, হিন্দুর মেয়ে কৃষ্টান হোলো !! ”

আমি যেখানে যাই সেই খানেই—নব নব রহস্য শ্রবণ করি, ভয়ানক কল্পনা !! পরিশেষে হরনাথ বাবুর—সংবাদ তাহাকে জানাইলাম,

সে তাড়াতাড়ি—আমার সঙ্গে এল। হরনাথ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লে; সাক্ষাৎ করেই সক্রন্দনে বলিল ঃ—

"বাবু! এমন কাজও কোল্লে, যে ধনে প্রাণে মোজ্‌লে, সব সর্ব্বনাশ একেবারে হলো, হরেন্দ্রের—সহিত তারাসুন্দরীর স্বেচ্ছাচারের কথায় পাড়ায় মুখ দেখাবার যো নাই!! সেই বেন্নায় তোমার আর আর ভেয়েরা, বাটীর মেয়েদের সঙ্গে কোরে কাশী গেছেন। কেবল গিরিবাবু আছেন, কিন্তু—তিনিও এখান—সেখান করেন। শৈলেশ্বরী—আহা সোনার প্রতিমা, গলায় দড়ি দিয়া মরেছেন; বিমলা পথের—ভিখারিণী হোয়েচে, কালীঘাট থেকে হালদারেরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েচে; সুরেন্দ্রের তো কথাই নাই, তাঁর সে অবস্থার—থাকা অপেক্ষা মরাই ভাল ছিল। শেষকালে বক্তের তেজে উন্মত্ত হোয়ে রাজকুমারী—সেই কালো বিবির সঙ্গে ধর্ম্ম শিক্‌তে গেছেন। যা হবার নয় তাই হোলো, সর্ব্বনাশ হোলো!!"

হরনাথ বাবু—এই প্রকারে সর্ব্বনাশের ইতিহাস শ্রবণ কোরে একেবারে শোকাকুল হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

পদ্মর মা কাঁদিতে লাগিল। আমারো হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। আমার মনে এক অভিনব ভাবের—উদয় হইল। আমি তাহা ভাবিতে ২ হরনাথ বাবুকে দেখিলাম;—যে হরনাথ বাবু এই শরীরে ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া—ধর্ম্মাধর্ম্ম না মানিয়া কত প্রকার আনন্দ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করিয়া ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার—কি ভয়ানক অবস্থা উপস্থিত! যে চন্দ্রনিভ বদনে রাজকুমারী ও তারাসুন্দরীর রূপসুধা পান করিয়া কামোন্মত্ত হইয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন, আজ তাঁহাকে গুপ্তভাবে মনের আগুণে পুড়িয়া কাঁদিতে হইতেছে—কি ভয়ানক কল্পনা!! আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না; প্রকৃতির ছায়াবাজী বুঝা ভার; এই হাসি এই কান্না।

হরনাথ বাবু এই—প্রকারে কিয়ৎকাল কাঁদিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া, পদ্মর মার সহিত বাটীর ভিতরে যাইলেন। এক

দণ্ড অতীত হইতে না হইতে, পুনরায় একটী ব্যাগ হস্তে বাহিরে আসিলেন। আমাকে সম্বোধন করিয়া একতোড়া কাগজ দিয়া বলিলেন :—

"ইহা তোমার—উপজীবিকার স্বরূপ দিলাম, ইহার সহিত আর একখানি পত্র আছে; সেই পত্র অনুসারিক কার্য্য যদি কোন কৌশলে সম্পাদন কোত্তে পার, তাহা হইলেই—আমাকে পুনরায় সংসারী দেখিবে; আমি এখন ফরেসডাঙ্গায়—চলিলাম। তথায় দুই এক দিনের মধ্যে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও, আমার ঠিকানা পত্রে আছে :—আর না—আমি ভিক্ষার ঝুলি হস্তে করিয়া যদি জীবনের আশায় বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে পুনরায় দেখা হইবে;—নচেৎ এই অবধি। অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম;—ভয়, ঘৃণা, লজ্জা, মৃত্যু আমার বন্ধু হইল, ধর্ম্মের দ্বারে অতিথি যে আর এজন্মে হইতে পারিব তাহার—আর কোন উপায় রহিল না :—

"ওঃ শৈলেশ্বরী—! ! না—আমি বিদায়—"

এই কয়েকটী কথা বলিয়া হরনাথ বাবু প্রস্থান করিলেন। আমাতে—পদ্মর মাতে সবিস্ময়ে তথায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি চলিয়া গেলেন, আমি এক দণ্ড অবাক্ হইয়া রহিলাম। শেষে হস্তস্থিত কাগজ খুলিয়া দেখি এক খানি পত্র—আর দুই কেতায় ৫০০, পঞ্চ শত হিসাবে ১০০০, এক হাজার টাকার নোট। পত্র খুলিয়া প্রদীপের নিকটে—আসিয়া পাঠ করিয়া জানিলাম, তিনি কাতরের সহিত বলিয়াছেন, যে একথা যেন আর কেহ টের না পায়, আর ঐ সমস্ত টাকা আমাকে পুরস্কার—স্বরূপ প্রদত্ত হইল। পদ্মর মা অবাক্ চিত্তে দাঁড়াইয়া শেষে বলিল :—

"তবে কি তিনি আমাকেও টাকা দিলেন :—

এই কথা শেষ করিয়া কটী হইতে সেও এককর্দ্দ নোট বাহির করিয়া—আমাকে দেখাইল, আমি দেখি—তাহাও ৫০০ পঞ্চ শত টাকার নোট। বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া ভদ্রসংসারের সর্ব্বনাশ দেখিয়া কপোল

হস্তে ভাবিতে বসিলাম। পদ্মর মা গিরি বাবুর নিকটে—প্রস্থান করিল।

ত্রিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

সুরেন্দ্র-সন্দর্শন—হারাধন বাবাজী।

প্রতি দিন সূর্য্যকে উদয় হইতে দেখিতে লাগিলাম, আবার প্রতি দিন তাঁহাকে অস্ত যাইতেও দেখিলাম। প্রতি সন্ধ্যা পৃথিবীতে হাসিতে হাসিতে আসিতে লাগিলেন, আবার প্রতি নিশাও উন্মত্ত ভাবে পৃথিবীকে গ্রাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমার মন আর ফিরিল না, আমি সর্ব্বদাই অবতার ও হবনাথের ভাবনাই ভাবিতে লাগিলাম। অবতারের সংসারও এক অম্বিকাকালীর অভিশাপে ধ্বংস হইল। এক রাজকুমারীর প্রলোভনে দত্তসংসারও নষ্ট হইল। প্রকৃতির গতি কি ভয়ানক! এই মায়াময় সংসারে কি ভয়ানক ভয়ানক পরিণাম সকলই বিস্তৃত রহিয়াছে—ভ্রমান্ধ মানবগণ ভ্রমকূপে পতিত হইয়া সে সমস্তের কিছুই দেখিয়া সাবধান হয় না। যাহা হউক এত দিনের পরিবর্দ্ধিত রহস্য একবারে নির্ব্বাপিত হইল। কি অশন, কি ব্যসন, কি শয়ন, সমস্ত সময়েই ঐ ভাবনা ভাবিতে লাগিলাম। কিছু দিন এই ভাবে যাইতে না যাইতে পিতৃদেবের পরম বন্ধু যাহার কৃপাবলে আমি এই রহস্যময়ী দত্ত সংসারের কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া ছিলাম, সেই হর কিশোর চট্টোপাধ্যায় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইলেন, শুনি ইহায়া আরো দুঃখ সাগরে পতিত হইলাম।

কিছুই ভাল লাগিল না। একে একে ফাল্গুন মাস বিগত হইল, প্রতাপ শালী তপন দেব সময় পাইয়া চিত্রানক্ষত্রের ভবনে অতিথি হইলেন, মধুমাস বিগত হইল, মাধব মাস সমাগত প্রায়। প্রকৃতির যতই নবীন বেশ দেখিতে পাইলাম, ততই মনের দুঃখ বাড়িতে লাগিল। কোথায় সৌধময় অট্টালিকাবাসী অবতার বাবু আর কোথায় বা দুগ্ধফেণনিভ শয্যাশায়ী—ভবনাথ বাবু! প্রকৃতির নিমেষ পরিবর্ত্তনশীল কৌশলে সমস্তঃ—পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সমাগত চৈত্র মাসের—প্রায়—এক সপ্তাহ গত হইয়াছে। তপন প্রভায় প্রভাম্বিত হইয়া জগতানন্দময় শশী নবম কলায়—পদার্পণ করিয়াছেন; নবমীর জ্যোৎস্না—পৃথিবী আলোকিত করিতেছে, আমি নানা ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে বাটীর—সম্মুখের—রাস্তায় পদচালনা করিতেছি; ইত্যবসরে হাসিতে হাসিতে যশোদা-আমার সম্মুখে আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিল :—

"ঠাকুর মশাই—আপনাকে দিদি ডাক্‌চেন?"

আমি অম্বিকাকালীকে অনেক দিন দেখি নাই; যশোদার কথায় ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, ঘরে—চাবি দিয়া যশোদার সহিত অবতার বাবুর শোভার উপকরণ সত্ত্বেও শোভাহীন—হর্ম্ম্যে প্রবেশ করিলাম, যশোদার নির্দ্দেশ মতে আমার—পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করিলাম; যশোদা দৌড়াইয়া বাটীর—অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তাহার—এক নিমেষ অতীত হইতে না হইতে আলুলায়িত কেশে অনঙ্গমোহিনী আসিয়া বলিল :—

"ভাই! এতো দিনও আমাকে ভুলে থাক্তে হয়?"

অনঙ্গের কথায় আমি লজ্জিত হইলাম, অনঙ্গ পুনরায় বলিল :—

"ভাই! আমাকে ঘৃণা করিও না!! আমি একবার সুরেন্দ্রকে দেখিব। আমার মনের শেষ ভ্রম ঘুচাইয়া পবিত্রময়—স্বামীর—চরণসেবা করিতে প্রস্থান করিব। পাই—ভালই! নচেৎ বিশ্বেশ্বরের আশ্রয় হইয়া জীবনের—শেষ ব্রত সমাপন করিব।"

আমি অনঙ্গের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম :—

"সুরেন্দ্র, সুরেন্দ্রতো এখন কারাগারে—আর কেন অনঙ্গ তাহাকে জীবিত দগ্ধ করিবে।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে অনঙ্গ গম্ভীর স্বরে বলিল :—

"ভাই! কি বোল্লে:—আবার কেন আমি সুরেন্দ্রকে জীবিত দগ্ধ কর্‌বো!! ও কথা বলো না। আমি তাহাকে আর জ্বালাইব না। ভাই! তুমি জেনো, যে বারিতে বাড়বানল আছে—আবার সেই বারিতেই শরীর শীতল হয়? আমি অনঙ্গমোহিনী; এই অনঙ্গমোহিনীর কৌশলেই সুরেন্দ্র কারাবদ্ধ—আবার এই অনঙ্গের কৌশলেই সুরেন্দ্র সংসারী হইবে। আমি এখন উন্মত্তা হইয়াছি। কল্য প্রাতে উমাকালী বাবু এখানে আস্‌বেন। আমি তাহার সাহায্যে একবার তোমার সহিত হাজতে সুরেন্দ্রকে দেখিতে যাইব; যদি কালকে না দেখি বা যদি হাজতে না দেখি তাহা হইলে আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। এ জন্মে আর আমি সুরেন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিয়া সুরেন্দ্র নির্দ্দোষী একথা সাহস করিয়া বলিতে পারিব না। তুমি আমার সঙ্গে থাকিবে। আমি কারাধ্যক্ষের অনুমতিক্রমে সুরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

আমি অনঙ্গমোহিনীর—মনোভাব জানিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। অনঙ্গমোহিনী পবিত্র হইয়া সংসারী না হইয়া বিরাগী হইবে: সেও ভাল। আমি এই সমস্ত ভাবিতে২ পুনরায় অনঙ্গকে বলিলাম :——

"সুরেন্দ্রের নিষ্কৃতি কিসে হবে?"

আমার কথা শুনিয়া অনঙ্গ একটু চুপ করিয়া—উজ্জল ভাব ধারণ করিল, মৃদু হাস্যে বলিল :—

"ভাই তুমি কি বিধান জান না? লোকে যে বিষে মরে আবার সেই বিষেই জীবিত হয়। আমার অন্তরের বিষে সুরেন্দ্র জর্জ্জরীভূত হইয়াছে—এবং আমার অন্তরের বিষেই সে নিষ্কৃতি পাইবে। লোকে বলে ধর্ম্মের পথ অত্যন্ত—কষ্টদায়ী কিন্তু আমি বলি না। পরমেশ্বর কেবল, ধর্ম্মকে জাল রূপে পরিণত করিয়া এই সংসার

সমুদ্র-বিহারী মানবগণকে ধারণ করিতেছেন। তাঁহার নিকটে কাহারো এড়াইবার যো নাই। ধর্ম্মের ফাঁসে পড়িতে হইবেই হইবে। চুরি করিয়া গোপন কোল্লে, ক্রমে তিন কান হইয়া রাজদ্বারে প্রকাশ হইল। রাজপুরুষেরা আসিয়া তুমি দোষী কি না জানিতে চাহিল। পাঁচ জনে তোমাকে দোষী বলিল। তোমার অন্তঃকরণও ভয়ের সাহায্যে তোমাকে দোষী বলিল। তুমি ধর্ম্মের—জালে পতিত হইয়া দোষী স্থির হইয়া শাজা পাইলে। তাই বলি সুরেন্দ্র যে নির্দ্দোষী তাহা নয়—সুরেন্দ্র দোষী। তাহার যতদূর দোষ তাহাপেক্ষা—অধিক শাজা তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। লঘুপাপে গুরুদণ্ড দেওয়া অনুচিত; অতএব তাহাকে এইবার মুক্তি দেওয়াই আমার—প্রধান উদ্দেশ্য!! আর এক কথা; একা সুরেন্দ্রের মুক্তি হইলে আরো জন কয়েক পাপীর সমুচিত শাস্তি হইবে। সুরেন্দ্র কারাবদ্ধ হইলে কাকার পরামর্শে হরনাথ বাবু সুরেন্দ্রের সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছেন। সেই সমস্ত বিষয় সুরেন্দ্রের মুক্তির পরেই সে প্রাপ্ত হইবে। হরনাথের কৌশল প্রকাশ হইয়া পড়াতে সেও রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবে;—ভাই আমি কি নির্দ্দোষী তাহাও—নয়। যেমন একটার আশ্রয় ভিন্ন কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না, তদ্রূপ এই সমস্ত ঘটনাবলী আমার——আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। আমার মন কেমন প্রতিশোধে রত হইয়াছে। আমি কোন মতেই তাহা হইতে আমার মনকে ফিরাইতে পারিতেছি না। এই প্রকার প্রতিহিংসায়—যদি কেহ সংসারে আমাকে মন্দ বলে, যে বলে বলুক, সে বোদ্ধা নয়। যে বোদ্ধা সে আমাকে কখনই—অমন কথা বলিবে না। আমি সামাজিক ব্রতে ব্রতী হইয়াছি; সমাজ ব্রত সার করিয়াছি। সামাজিক নিয়মে আমি যে যে কার্য্য করিতেছি, তাহাতে কোন্ বুদ্ধিমান্ আমাকে পতিতা বলিবে। আমি ধর্ম্মের পতাকা মস্তকে করিয়া—ধর্ম্মের ভেরী মুখে বাজাইয়া সমগ্র সংসার-বাসিগণকে চৈতন্যময় করিয়া দিতেছি—আমি পতিত হব !!"

এই সুদীর্ঘ—ও তেজোগুণ সম্পন্ন বক্তৃতা সমাপন করিয়া

অনঙ্গ স্থির হইল। তাহার মস্তকের কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া পড়িল। আমি নিস্তব্ধ রহিলাম। আমাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া সে পুনরায় বলিল :—

"ভাই তিনু! তুমি কি আমাকে পাগল ভাব্‌লে।"

আমি অনঙ্গের কথায় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—

"ভগ্নি! যদি সমুদ্র কি বস্তু মনে আনিতে না পারিতাম, তাহা হইলে তোমাকে উন্মত্তা বলিতে পারিতাম। তুমি স্বয়ং প্রকৃতি—মূর্ত্তিময়ী হইয়া এই অলৌকিক কার্য্য সকল সম্পাদন কোচ্চো।"

আমার কথা শুনিয়া অনঙ্গ সহাস্য মুখে লজ্জিত ভাব প্রকাশ করিল। আমি তাহার মুখের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। এক নিমেষ, দুই নিমেষ পরে সে বলিল :—

"সুরেন্দ্র—সন্দর্শন আমার জীবলীলার—একটী প্রধান কার্য্য। যে সুরেন্দ্ররূপ লাবণ্যময়—বৃক্ষকে স্বহস্তে ছেদন কোরেছি—দেখি তাহাকে স্বহস্তে জীবিত করিতে পারি কি না, হৃদয়ের একাগ্রতা রূপ উর্ব্বরমৃত্তিকায় তাহাকে পুনরায় রোপণ করিব, একান্ত চেষ্টা রূপ মালীকে তাহার তত্ত্বাবধারণ করিতে রক্ষণ করিব, নয়নের পূর্ব্ব প্রণয় রূপ সঞ্চিত অশ্রুকে তদুপরি সিঞ্চন করিব, এ জন্মের সুরেন্দ্র সন্দর্শন সাধ একেবারে মিটাইয়া যথেচ্ছা প্রস্থান করিব। ভাই! আর আমি মনোভাব প্রকাশ করিতে পারি না। অদ্যকার নিশি আমার পক্ষে যুগবৎ বোধ হইতেছে। আমি সুরেন্দ্রকে যে যে প্রমাণে নির্দ্দোষী করিব তাহার ওটীকতক কথা তাহাকে বলিয়া আসিব আর কিছুই নয় :—

এই কথা বলিয়া অনঙ্গ চলিয়া গেল। আমি সেই ঘরে অনঙ্গের অপূর্ব্ব ক্ষমতাকে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া বসিয়া রহিলাম, ক্রমে নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে শয়ন করিয়াও অনঙ্গকে বিস্মৃত হইতে পারিলাম না। নিশীথিনী শেষ যামে পদার্পণ করিয়া ঊষা দেবীর নববেশ দেখিয়া হিংসায়—গহ্বরে আশ্রয় লইলেন। তপন দেব প্রকৃতির নূতন বেশ বিন্যাস করিতে গগন পটে থাকিয়া

সহস্র ময়ূখ রূপী হস্তে কমল প্রসূনকে সোহাকে উন্মত্তা করিতে লাগিলেন। মৃদু বায়ুভরে দোলায়মান কলিকাবলী সলজ্জ অভিমান ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। উমাকালী বাবু আমার গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমি উমাকালী বাবুকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলাম। ক্রমে বেলা হইল। অনঙ্গ সুরেন্দ্র সন্দর্শনেচ্ছায় উন্মত্তা হইয়া পুরুষ বেশে বাহিরে আসিল। দ্বারবান্ গাড়ি আনিল। সুরেন্দ্র সন্দর্শনেচ্ছায় আমিও কৌতূহলী হইয়া গাড়িতে উঠিলাম। অনঙ্গ একা অন্য গাড়িতে চড়িল। ক্রমে গাড়ি চলিতে চলিতে বৃটীশ বিজয় কীর্ত্তি উইলিয়াম দুর্গ অতিক্রম করিয়া জেলের সম্মুখে দাঁড়াইল। তথায় আর একখানি গাড়িতে একটী বাবু উমাকালী বাবুর কারণ অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমি পরে জানিলাম তিনি উকীল। তিনি এবং উমাকালী বাবু আমাদের রাখিয়া কোথায় গেলেন। আমরা তথায় দণ্ডায়মান রহিলাম। একদণ্ড অতীত হইতে না হইতে উমাকালী বাবু উকীল বাবুর সহিত ফিরিয়া আসিলেন। দুইজন পাহারাওয়ালা তাঁহাদের সঙ্গে আসিল। অনঙ্গ সুরেন্দ্র সন্দর্শনাভিলাষী হইয়া ভয় লজ্জা মন হইতে দূরীভূত করিয়া পুরুষের ন্যায় গাড়ি হইতে নামিল; আমার হাত ধরিয়া উমাকালী বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল :—

"কি হোলো ?"

উমাকালী বাবু বলিলেন,

"সুরেন্দ্রের—হাজতে ভয়ানক পীড়া হইয়াছে; আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দারোগা প্রথমে হুকুম দেন নাই,—শেষে দিয়াছেন। চৌকীদারেরা সঙ্গে আসিয়াছে, ইহাদের সহিত তোমরা উভয়ে যাও ?"

উমাকালী বাবুর মুখ হইতে শেষ কথাটী—নিঃসৃত হইতে না হইতে অনঙ্গ অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিল। অনঙ্গের এক এক পদ বিক্ষেপে যে বায়ুর প্রতিঘাত উঠিতে লাগিল তাহাতেই সুরেন্দ্রের বিপদ মেঘ ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতে লাগিল। যে অনঙ্গের—মন—বরিষাকালের ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন দিবাভাগীয় আকাশের ন্যায় তমসাচ্ছন্ন ছিল, সে মন এক্ষণে শরতের—আকাশের ন্যায় ক্ষণ চঞ্চল হই-

য়াছে। এইবার হেমন্তের হিম-সুধাংশুর-অংশুরূপ অনঙ্গের সরলতার আবেশে তাহাও সম্যক্ প্রকারে দুরীভূত হইবে। চৌকীদার আমাদিগকে ক্রমে জেলের সম্মুখে লইয়া গেল। অনঙ্গ আমার হাত ধরিয়া রহিল; মনে ভয়ের সহিত দুঃখ মিলিয়া প্রকাশিত হইল। জেলের রক্ষক—চৌকীদারের কথায় দ্বার—খুলিয়া দিল। লৌহদ্বার—উদ্ঘাটিত হইলে আমরা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম। চতুর্দ্দিকে অপরাধী—কয়েদীদিগের যাতনা দেখিয়া আমাদিগের দুঃখ হইতে লাগিল। তাহারা আমাদিগেকে অসম্ভাবী অমাবস্যা রাত্রির সুধাংশুর ন্যায় বোধ করিয়া হাঁ—করিয়া চাহিয়া রহিল। চৌকীদার অপর অঙ্গনে লইয়া দ্বার খুলিয়া বলিল :—

"ইহার মধ্যে কোন ঘরে তোমাদের লোক আছে—জানালা হইতে দেখিয়া, বাহির—হইতে কথা কও? আমি এইখানে থাকি।"

চৌকীদারের কথায়—আমরা ভিতরে যাইলাম; তন্মধ্যে কেবল হাজতী-দিগের—আর্ত্তনাদ ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাইলাম না। কেহ কপোল হস্তে ক্রন্দনাকুল চিত্তে ভাবিতেছে। কেহ বক্ষে করাঘাত করিতেছে। কেহ কাঁদিতেছে। কেহ মনকে প্রবোধ দিয়া অপার দুঃখ-সাগরে—নিমগ্ন হইয়া সংসারে বীততৃষ্ণ হইবার সংকল্প করিতেছে। যে দোষী সে অসীম সাহসে মরিয়া হইয়া বেড়াইতেছে। যে নির্দ্দোষী সে তাহার কপালে কি ঘটিবে ভাবিয়া উন্মত্তের ন্যায় সর্ব্বদাই অশ্রু বর্ষণ করিয়া উত্তপ্ত বক্ষকে শীতল করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই রূপ জন কয়েককে দেখিয়া একজন হাজতীকে সুরেন্দ্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দিল। আমরা তাহার—নির্দ্দেশ মতে যাইতে যাইতে সুরেন্দ্রের কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া সেইখানে চমকাইয়া দাড়াইলাম; ক্রমে জানিলাম সেই ঘরে সুরেন্দ্রই আছে। সুরেন্দ্র চীৎকার-পূর্ব্বক ক্ষণেক আর্ত্তনাদ করিয়া, শেষে চুপি চুপি বলিতে লাগিল :—

ওঃ জগদীশ্বর! লঘুপাপে গুরুদণ্ড! তোমারো কি বিচার নাই? জীবন—তুমি আর—কেন আমার হৃদয়ে রোয়েচো, বহিষ্কৃত হও? তুমি গেলেই আমি ঠাণ্ডা হই। হায়!! হায়!! আমার—এ কি হোলো?

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ আমি কি পাগল হোলেম। আমি এখানে কেন? আমি কি খুনী? আমিতো খুনী নই—আমি তো বিমলাকে স্বহস্তে খুন করি নাই। মন্মথের—বিষয়েরও কিছুই জানি না। অবিচার!! অবিচার!! এমন অবিচার তো কখন দেখি নাই? আমি খুনী নই—আমি প্রেম ভিক্ষার ভিক্ষুক—আমি অনঙ্গ রূপী ভস্মাবৃত অগ্নি-শিখার—প্রণয় ভিক্ষুক ছিলাম। সাধ্বী স্ত্রী? তাতেই আমার এতো শাজা। বজ্র আর কেন? আমি যদি পাপী হই—আমার মস্তকে পতিত হইয়া আমাকে মারিয়া ফেলো। এ শাজা আর—আমার সহ্য হয় না। আকাশ পাতাল যে হও আমাকে জীবনান্ত কোরে— এ শাজা হইতে অব্যাহতি দাও? লঘু পাপে গুরু দণ্ড!! কি হোলো। অব-তার—তোর সর্ব্বনাশ হবে, তোর কৌশলেই আমার এই শাজা! মাগো! কি হোলো গো!!"

এই শেষ কথাটী উচ্চারণ করিয়া সুরেন্দ্র চীৎকার পূর্ব্বক ভূমে পতিত হইল। অনঙ্গ ঝরঝরে—কাঁদিতে লাগিল। আমি করুণার্দ্র হইয়া গতি হীন হইলাম। এই ভয়ানক ব্যাপা দেখিয়া আমি মৃতপ্রায় হইয়া রহিলাম।

এক নিমেষান্তে অনঙ্গ চক্ষের জল মুছিয়া সুরেন্দ্রের—গৃহস্থ জানালার সম্মুখে যাইয়া মৃদুস্বরে বলিল:——

"সুরেন্দ্র!"

সুরেন্দ্র শব্দ উচ্চারণ করিতে গিয়া অনঙ্গের চক্ষু নীরপূর্ণ হইয়া আসিল। সে পুনর্ব্বার সুরেন্দ্র শব্দ উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিতে গেল, কিন্তু পারিল না—স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুরেন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় ভূমি শয্যায় শুইয়া অনঙ্গ মুখ নিঃসৃত সুরেন্দ্র নাম শুনিয়া পশ্চাতে চাহিল, ক্ষণেক চাহিয়া তদ্দেশে কাহাকেও না দেখিয়া উন্মত্ত ভাবে বলিল:——

"এ কি! এ কি!! এ কি!! আকাশবাণী!! না না না আকাশ বাণী হবে কেন? এ যে আমার পরিচিত স্বর? না না না তা নয়, সমস্তই আমার ভ্রম। জগদীশ্বর—আমাকে নানা প্রলোভনে ভুলিয়ে কষ্ট

দিচ্ছেন। এ পাপময় স্থানে এমন মিষ্ট সম্ভাষণ কাহারো সম্ভবে না। সমস্তই মিথ্যা। আমি পাগল হয়েছি!”

সুরেন্দ্র এই প্রকার প্রলাপ প্রকাশ করিয়া পুনরায়—ভূশয্যায় শয়ন করিল। অনঙ্গ আপনার হৃদয় স্থির করিয়া বলিল ঃ—

“সুরেন্দ্র! ওঠ? আমি—কে দেখো? আমি তোমার—ঘৃণার বস্তু নই। সুরেন্দ্র শব্দ আকাশবাণীতে উচ্চারণ করে নাই। যাহা হইতে তুমি সংসারশূন্য হইয়াছিলে,—যাহা হইতে তুমি স্বীয় সুরেন্দ্র নামের মাধুরী শ্রবণে বিমুখ হইয়াছিলে, আমি সেই কামিনী। আমি অনঙ্গমোহিনী! আমি অনঙ্গমোহিনী!!

সুরেন্দ্র চমকাইয়া সম্মুখে চাহিয়া দুই নিমেষ স্থিরভাবে রহিল, পরে দর দর অশ্রুভরে কাঁদিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে বলিল ঃ—

“মায়াবিনি! মায়াবিনি! কুহকিনি! তুমি কে? আমার এ অবস্থায় কে তুমি পুরুষবেশে আমার হৃদয়ের অনল জ্বালাইতে আসিয়াছ? জগদীশ্বর আমাকে শূন্যপ্রাণ কর? উপস্থিত ব্যক্তি যদি অনঙ্গ—হয়, তাহা হইলে তাহার—সমক্ষে জীবন ত্যাগ করি, সে দেখুক! সুরেন্দ্র নিরপরাধী—সুরেন্দ্র তাহার সমক্ষে কি কষ্টে জীবলীলা সম্বরণ করিল। ওঃ জননি!!”

সুরেন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত প্রলাপ শ্রবণ করিয়া অনঙ্গ বলিল ঃ——

“সুরেন্দ্র! আমি মায়াবিনী! আমি কুহকিনী!! এ কথা সত্য। আমি মায়াময়ী যদি না হইব, তাহা হইলে আবার তোমার—উদ্ধার, করিতে আসিব কেন? সুরেন্দ্র! যদি নদীর ঢেউ দেখে থাকো, তাহাই আমাকে মনে করিও; কিন্তু আমি পাগলী!!”

সুরেন্দ্র কয়েকটী কথা উচ্চারণ করিয়া আর মুখ তুলিল না, অবিরত অশ্রুধারে—বক্ষ শীতল করিবার—কারণ মুখে হস্ত ঢাকা দিল। অনঙ্গ বারম্বার ডাকিল উত্তর পাইল না, শেষে হীনাশা হইয়া হস্তস্থিত একতাড়া কাগজ ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমার সহিত

চলিয়া আসিল। চৌকীদারের সহিত জেলের বাহিরে আসিলে অনঙ্গ বলিল ঃ——

"ইহা আমার—জীবলীলার একটী প্রধান ক্রিয়া।।"

আমাদিগকে আগত দেখিয়া উমাকালী বাবু ও উকীল বাবু গাড়িতে চাপিলেন। অনঙ্গ ও আমি এক গাড়িতে চাপিয়া প্রস্থান করিলাম।

চতুস্পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

অনঙ্গের মন্ত্রণা—হারাধন বাবাজী।

সুরেন্দ্র সন্দর্শন সমাপ্ত হইল। অনঙ্গের সাধ মিটিল। সুরেন্দ্র—হতভাগ্য সুরেন্দ্র এক্ষণে কি উপায়ে নিস্কৃতি পাইবে, তাহাই অনঙ্গের ধ্যান হইল। মোকদ্দমার আর দিন নাই, প্রায় এক পক্ষের মধ্যেই মোকদ্দমা সমাপ্ত হইবে। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি সুরেন্দ্রের সময়গুণে এক্ষণে এমন কেহ নাই—যে তাহার সাহায্য করে। এক দিন—দু'দিন—তিন দিন, ক্রমেই দিন যাইতে লাগিল, তথাপি সুরেন্দ্রের ভাগ্যে কি হইবে কিছুই স্থির হইল না। অনঙ্গ এখন রাজ-হংসীর ব্রতাবলম্বিনী হইয়াছে। মনকে নিষ্পাপ করিতে চেষ্টা করিতেছে। সৰ্ব্বদাই ঈশ্বরের নিকট করুণস্বরে কৃতপাপের ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে।

একদা রাত্রিযোগে অনঙ্গ—কাদম্বিনীকে ডাকিয়া নির্জ্জন স্থলে লইয়া বসাইল। আমি প্রত্যহ অনঙ্গের প্রতি লক্ষ্য রাখিতাম বলিয়া এই ব্যাপার জানিতে পাইলাম। অনঙ্গের মনোভাব ভাল করিয়া জানিব বলিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনঙ্গ কাদম্বিনীকে সম্বোধন করিয়া হস্তস্থিত একটী হীরকাঙ্গুরী দেখাইয়া বলিল ঃ—

"ভগ্নি! আয় তোকে আজ আমার মনের কথা খুলে বলি! অনঙ্গের আর কে আছে বোন্! পিতা স্বর্গে গেছেন, মাতা স্বর্গে গেছেন—তুইও স্বামীহীনা—আমার স্বামী থাকৃতেও নাই—তবে মনে ভেবে দেখ্‌দেখি আমাদের বাঁচিয়া ফল কি? বোন্! আমার হাতে এটী কি? এটী হীরকাঙ্গুরী——ইহার অতুল ক্ষমতা। আর ভেবে

কি কোরবে, আমি হাসি আর কাঁদি—কাল কিম্বা পরশু—হয় জীবনকে নষ্ট করিব না হয় তপস্বিনী হইব। কল্য একবার এ জন্মের সাররত্ন স্বামীকে দেখতে যাবো, দেখা পাই ভালো, নচেৎ এই অবধি। বোন্! এই বস্তুটী নাও! মনে বেশ কোরে বুঝে ইহা ব্যবহার করিও। ইহাতে জীবন নষ্ট হয়।"

এই কথা বলিয়া অনঙ্গ প্রস্থান করিল। কাদম্বিনী হীরার আংটীটি প্রথমে বেশ করিয়া চাহিয়া দেখিল, পরে নিজের চারিদিকে চাহিয়া অনুচ্চস্বরে কান্দিয়া বলিল :—

" মাগো! ওগো আমাদের কি হোলো-গো!! তুমি কোথায় গেলে গো!!"

এই ভাবের ক্রন্দন সমাপন করিয়া পুনরায় হীরকের প্রতি চাহিয়া বলিল :——

" আমি পাপিনি! আমি যদি পাপিনীই না হইব, তবে কেন এমন বয়বে আমি স্বামী—হীনা হব। পাপিষ্ঠ মহাদেব তোর ঔরষে আমার গর্ভ হোলো; সংসারে আমি অস্পৃশ্য হোলেম। দেখি জীবন যায় কি না :—

এই কথা শেষ করিয়া অন্তঃসত্বা কাদম্বিনী হীরক খাইয়া ফেলিল। 'গৃহের প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। পর দিন প্রাতে কাদম্বিনীকে মৃত্যু আলিঙ্গন করিয়া সেই গৃহে শয়ান করিতে দেখা গেল। উমাকালী বাবু ও রামসিং জমাদার নানা কৌশলে সংসার হইতে কাদম্বিনীর দেহকে পঞ্চভূতে মিশাইয়া ফেলিল।

বেলা দুই ঘটিকা—এমন সময়ে—দ্বারবান দ্বারা গাড়ি আনাইয়া অনঙ্গ সেই ভগ্নি মৃত্যু শোকাচ্ছন্নবেশে আমার—নিকটে আসিয়া টাটে-গোড়ে যাইয়া স্বামী দর্শন কল্পনা প্রকাশ করিল। এই অবসরে আর এক খানি গাড়ি আসিয়া দ্বারে লাগিল। অনতিবিলম্বে একটী স্ত্রীলোক ক্রন্দনাকুল চিত্তে আমাদেয় সম্মুখে আসিল, দেখিয়া চিনিলাম; তিনি পাপিষ্ঠা ছোটপিসী!! তাঁহার পশ্চাতে একজন বৈরাগী।

ছোটপিসি অতি হীনবেশে আমাদের সম্মুখে বসিয়া কান্দিতে কান্দিতে

কপালে হাত দিয়া বলিল, অবতার ধড়া পরিয়াছে!! আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।" আমি শ্রবণ মাত্রেই কম্পিত হইলাম। অনঙ্গও কম্পিত হইয়া বলিল :

"সমস্তই ঈশ্বরের হাত। পাপীর শাস্তিকর্ত্তা ধর্ম্ম।" এই কথা বলিতে বলিতে তাহার হৃদয় সাগর কম্পিত হইয়া নয়নে জল দেখা দিল, সে তাহা নিজের অঞ্চলে মুছিতে মুছিতে ছোটপিসীকে সম্মুখস্থ বৈরাগীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

ছোটপিসী বৈরাগীর পরিচয় দিতেবসিল, তাহার নাম হারাধন বাবাজী!! তাহার নিকটে হরনাথ বাবুদের বাড়ির হরেন্দ্র ও তারাসুন্দরী আছে; স্বয়ং ও ছিল। আর অবতার তাহার নিকটে থাকিয়া ধরা পড়িয়াছে : বাবাজী এখানে তাঁহাকে রাখিয়া কলিকাতায়—যত শিষ্য আছে তাহাদের বাটী যাইবে।

ক্রমে বাবাজীর পরিচয় শেষ হইলে কাদম্বিনীর মৃত্যু সংবাদ লইয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে ছোটপিসী বাটীর ভিতরে যাইলেন। বৈরাগী সময় ক্রমে আসিবে বলিয়া প্রস্থান করিল।

এদিকে অনঙ্গ সময়ক্রমে আমার নিকেটে মনোভাব প্রকাশ করত স্বামী সন্দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিল :——" যদি মুক্তরামের ঘৃণিত কৌশলে আমার আবদ্ধ স্বামী আজিও জীবিত থাকে—তাহা হইলে তাঁহার পদসেবা করিয়া এজীবন অতিবাহিত করিব—নচেৎ আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই।"

দ্বারবান গাড়ি উপস্থিতের সংবাদ প্রদান করিল, সূর্য্য—পশ্চিম পথে পশ্চিমাচলে আরোহণ করিতে যাইতেছেন। এমন সময়ে আমরা গাড়িতে উঠিলাম; ঘোর নিশাযোগে তত্রস্থ বাগানে যাইয়া পঁহুছিলাম উদ্যান রক্ষক আমাদের শব্দ পাইয়া বাহিরে আসিল; অনঙ্গকে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া প্রণাম পূর্ব্বক কারণ জিজ্ঞাসা করিল : অনঙ্গ গাড়ি হইতে নামিয়া তাহাকে বলিল :—

"কাকা ধরা পোড়েচে তা শুনেচিস্? তিনি নাকি কোন লোককে

এই বাগানে ধোরে রেখেছেন। আমি তাদের এই বেলা ছাড়িয়া দিব।" দ্বারবান আশ্চর্য্যের সহিত বলিল :—

বৈঠকখানা বাটীর নীচেকার গুপ্ত কামরায় দুইজনে দুই ঘরে আছে। একটি স্ত্রীলোক আর একটী পুরুষ। আজ তিন দিন তাহারা খাওয়া পায় নাই। তাহারা রুগ্ন! বোধ হয় মরিয়া গিয়াছে!"

দ্বারবানের কথা শুনিয়া অনঙ্গ তাহাকে একটী আলো আনিতে বলিল :—দ্বারবান আলো আনিল। আমরা সেই দিকে চলিলাম। বৈঠকখানা বাটী—একটী উচ্চ ও মনোহর প্রাসাদ। তাহার চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার শোভার দ্রব্য শোভিত রহিয়াছে। দ্বারবান এক দ্বার দিয়া একটী অত্যন্ত অপকৃষ্ট জায়গায় লইয়া গেল, তথা হইতে করুণস্বরে কামিনীর কণ্ঠধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। ক্রমে সন্নিহিত হইলে দেখা যাইল, মেঘাবৃত পূর্ণ শশধরের ন্যায় একটী সুন্দরী রুগ্না! কামিনী :—আলুলায়িত কেশে একটী খাটোপরি শায়িতা :—তাহার অন্তিম অবস্থা উপস্থিত। সম্মুখে একটী ভাঁড়ে একটু পানীয় জল। অদূরে একটী মৃত্তিকাধারে একটী প্রদীপ স্তিমিত ভাবে এখনো জ্বলিতেছে, বোধ হয় কামিনীর জীবনের সহিত সেও নির্ব্বাপিত হইবে। দ্বারবান আলো রাখিয়া বলিল :—

"আমি যাই!।" অনঙ্গ তাহাকে বিদায় করিয়া পঞ্চভূতে বিমিশ্রিতোন্মুখী কামিনীর সম্মুখে আসিয়া দেখিল সে তাহার জ্যেষ্ঠমাতা "সারদাসুন্দরী।"

আমি সর্ব্বপ্রথমে যে দিন অবতার বাবুর বাটীর মধ্যে পদার্পন করি সেই রাত্রে আমার পার্শ্বের গৃহ হইতে যে স্ত্রীর কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলাম। অবতার বাবু তাহাকে "সারদাসুন্দরী" বলিয়া কয়েকবার রুষ্টস্বরে সম্বোধন করিয়াছিলেন। এ সেই সারদা-সুন্দরী!! সেই রাত্রে জনকয়েক লোক আমাকেই অবতার বাবু মনে করিয়া আমার হস্তে কয়েক খানা কাগজ প্রদান করে, সেই কাগজের মধ্যে সারদাসুন্দরী নামাঙ্কিত ও তাহার অবস্থা বর্ণিত

একখানি পত্র পাইয়াছিলাম। অবতার—অর্থ ও যৌবন লোলুপ—অবতার—কি না করিল—এসমস্ত কার্য্যই সে সম্পাদন করিল।

আমি আশ্চর্য্য—হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, অনঙ্গ—এক নিমেষ স্থির ভাবে রোগীর প্রতি চাহিয়া রহিল; ইত্যবসরে সারদাসুন্দরী পীড়ার যাতনায় কাতর হইয়া করুণস্বরে বলিল :—

"মাগো বুক্ জোলে গেল—জল। প্রাণ যায়—জল; আমি মরি জ—অ—অল।।"

অনঙ্গের আঁখিদ্বয় করুণ ভাবনা সাগরে ডুবিয়া আসিল, প্রতিপল্লবে নীর দেখা দিল, অনঙ্গ তাহাকে স্বীয় অঞ্চলে মুছিয়া বলিল :—

"নরক নরক!! এই সংসারই নরকময়, আর কোথাও নরক নাই।" অনঙ্গের—এই কয়েকটী কথা উচ্চৈঃস্বরে উচ্চরিত হইল। সেই শব্দ রোগীর কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল। সারদাসুন্দরী ক্ষণেক স্থির হইয়া নয়ন মুদিয়া অনঙ্গের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিতেছিল। অনঙ্গ চুপ করিল, রোগী পুনরায় বলিল :—

"না না না আমাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিস্‌নি, সমস্তই প্রলোভন; আ; আঃ—প্রতি লোমকূপে কেন দগ্ধলৌহ শলাকা বিদ্ধ কোচ্চিস্;—জ্বলে মোলুম জ্বলে—মলুম প্রাণ যায়, প্রাণ যায়!!"

সারদাসুন্দরী—অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া যাতনা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার মুখভাব বিকৃত হইয়া আসিল, ভাবে বোধ হইল তাহার অন্তিম সময় সন্নিহিত হইয়াছে—অনঙ্গ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল —

"জেঠাইমা! জেঠাইমা!!"

সারদাসুন্দরী—একবার চাহিয়া দেখিল, কিন্তু অনঙ্গকে চিনিতে পারিল না। অনঙ্গ তাহা দেখিয়া বলিল :—

"কালের করাল গ্রাসে তোমার জীবন সত্বরেই গ্রাসিত হইবে দেখ্‌ছি—আর দৃষ্টিও স্থির নাই!।"

এই কথা বলিয়া অনঙ্গ—স্থির হইল সারদাসুন্দরী কিরূপ যাত-

নায় জল-জল-করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—অনঙ্গ ক্রন্দনাকুল চিত্তে সম্মুখস্থিত মৃন্ময় পাত্রস্থ বারি লইয়া তাঁহার মুখে প্রদান করিল; সারদাসুন্দরী জল খাইয়া এক নিমেষ স্থির হইল অনঙ্গ বলিল :—

"জেঠাইমা!! একবার চেয়ে দেখে। আমি অনঙ্গ তোমাকে অন্তিম শয্যায় শায়িত দেখ্‌তে এসেছি; এ দশা তোমার কে কোরে মা?"

রোগী একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, ভাবে বোধ হইল সে কিছু বলিবে; অনেক কষ্টে বলিল :—

"মা অনঙ্গ—ঠাকুর পো—আমি মরি মা—তোমার স্বামী এই থানে আছে!! আ—আমি মরি আঃ-আঃ-আঃ--"

এই কয়েকটী কথা বলিয়া সারদাসুন্দরী নিস্পন্দ হইয়া আসিল। তাহার জীবন বায়ু দেহ হইতে অল্প অল্প করিয়া প্রস্থান করিল। অনঙ্গ কাঁদিয়া ফেলিল, কিন্তু পরক্ষণেই স্থির হইয়া বলিলঃ--আর এক কথা, স্বামী সন্দর্শন বাকী আছে;—সারদাসুন্দরীর গৃহস্থ স্তিমিত প্রদীপ লইয়া অনঙ্গ বাহিরে—আসিল, সারদাসুন্দরীর মৃতদেহ তথায় পতিত রহিল।

পঞ্চপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

অনঙ্গের—স্বামী সন্দর্শন।

সেই গভীর নিশাযোগে দিঙ্‌মণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহাতে আবার—সারদাসুন্দরীর শবদেহ অপর—গৃহে পতিত রহিল। অনঙ্গমোহিনী উন্মাদিনী বেশে স্তিমিত প্রদীপ হস্তে তদ্দেশস্থ অপরাপর গৃহ অন্বেষণ করিতে লাগিল। প্রথমটীতে যাইয়া দেখিল কিছু নাই। দ্বিতীয়টীতে যাইয়া দেখিল কিছু নাই। অনঙ্গ আশ্চর্য্য হইতে লাগিল; প্রতিপদক্ষেপেই অশুভ দেখিতে লাগিল। ভয়ঙ্কর কল্পনা অনঙ্গের চতুর্দ্দিকে শিবাকুল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, মস্তকোপরি কলা পেচক বিকট চীৎকার করিয়া সেই স্থানকে শ্মশানময় করিয়া তুলিল। অনঙ্গ উন্মাদিনীবেশে সাহসে নির্ভর করিয়া, তৃতীয় গৃহে যাইল। সেই গৃহের জানালা বদ্ধ ছিল, সজোরে আঘাত করিবা মাত্রেই খুলিয়া যাইল, খুলিবা মাত্রেই যাহা নয়নে পতিত হইল, তাহা দেখা অপেক্ষা শত সহস্র জন্ম অন্ধ থাকাও ভাল। নয়ন স্থির রহিল, পল্লব নিস্পন্দ রহিল, পদদ্বয় চমকাইয়া উঠিল, হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, সহস্র সহস্র ধূমকেতু একত্রে প্রকাশিত হইল, সহস্র সাংসারিক ছায়াবাজী সম্মুখে প্রকাশিত হইতে লাগিল, সহস্র সহস্র পিশাচ ভীমবেশে দন্ত কিড়মিড় করিয়া ব্যোমপথে বিচরণ করিতে লাগিল:——অনঙ্গের স্বামী বন্দী যাতনায় ব্যথিত হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শিরীষকুসুমনিভ কোমল ও কামদেব বিনিন্দিত সৌন্দর্য্য সম্পন্ন কান্তি মণ্ডিত দেহ বিবর্ণ হইয়া লম্বমান রহিয়াছে।

অনঙ্গের মস্তকে সহস্র বজ্র একেবারে পতিত হইল, বক্ষে সহস্র সৌর জগত একেবারে পতিত হইল; ভীষণ দৃশ্য, অনঙ্গ নির্নিমেষ দৃষ্টে এ জন্মের মত একবার মৃত পতিকে দেখিতে লাগিল, শেষে একটী দীর্ঘনিশ্বাস প্রশ্বাসিত করিয়া বলিল :—

"ওঃ! এত দিনে আমি পাগল হোলেম? স্বামী! কণ্ঠবস্তু!! তোমাকে জীবিত অবস্থায় চিনিতে পারি নাই, জীবিত অবস্থায় চক্ষে দেখি নাই—মৃত অবস্থায় দেখিলাম। প্রাণ! আর কেন বহির্গত হও—বায়ু উর্দ্ধগত হও? দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া যাও!! মুক্তারাম—পাপিষ্ঠ মুক্তারাম, তুমি মহাব্যাধিতে—আক্রান্ত হইয়া জীবলীলা সম্বরণ কর!! তিনু! কি হোলো! আর আমি স্থির হোতে পারি না। সংসার—সংসার—সংসার—আমি কি এ নূতন নরক ভোগ কচ্ছি; মাগো! আঃ—আর না চল——আমি অদ্য প্রাতেই কাশীযাত্রা কোর্‌বো। যাক সমস্ত ভস্মীভূত হো'ক; বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভস্ম হোক্!! আমি তো তা জ্বলে ভস্ম হবো না।"

এই কথা বলিয়া অনঙ্গ দ্রুত বাহিরে—আসিল, আমিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া আসিলাম, দ্বারে গাড়ি ছিল, উভয়ে তাহাতে চড়িয়া কোচমানকে গাড়ি হাঁকাইতে বলিলাম। প্রভাতের কিছু পূর্ব্বে গাড়ি আসিয়া অবতার বাবুর বাটীতে লাগিল। আমরা অমূল্য বন্ধুকে বিসর্জ্জন দিয়া বাটীতে প্রবেশ করিলাম।

ষষ্ঠপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

বিচারালয়ে অবতারের বন্দীত্ব ও সুরেন্দ্রের মুক্তি।

এক দিন শুভক্ষণে দেব কিরণমালী স্বীয় সুবর্ণময়- প্রাসাদ হইতে নির্গত হইবেন বলিয়া পূর্ব্বদ্বারে দেখা দিলেন। পবন বীজনী হস্তে বীজন আরম্ভ করিল। পক্ষীকুল বন্দীভাবে গান আরম্ভ করিল। যুথি, যাতী, মালতী প্রভৃতি পুষ্পচয়—সখীভাবে সৌরভ সেবন করাইতে লাগিল। নবীন পল্লবদল ছত্রধর বেশে ধরিল:—হরিদশ্ব সুসজ্জিত হইয়া দেখা দিল। দেব কিরণমালী নানা বেশভূষায় ভূষিত হইয়া তেজস্বী মূর্ত্তিতে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করিতে রথে আরোহণ করিলেন। বেলা প্রায় সাতটা বাজে, এমন সময়ে—উমাকালী বাবু আসিয়া বলিলেন:— "অবতার—গ্রেপ্তার—হইয়া বিচারালয়ে বন্দীভাবে চালান হইয়া আসিয়াছে; দুই এক দিবসের মধ্যে বিচার হইবে; আজ সুরেন্দ্রের মোকদ্দমা; দেখা যাক সুরেন্দ্রের কি হয়?"

আমি তাঁহাকে অনঙ্গের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত সংবাদ প্রদান করিয়া বলিলাম অনঙ্গ নিজের ঘরে একাকিনী—স্বামীপদ চিন্তা করিয়া অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছে;—উমাকালী—বাবু তৎশ্রবনে কান্দিয়া ফেলিলেন।

উমাকালী—বাবু অনঙ্গের সহিত—বাটীর ভিতরে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, কিন্তু অনতিবিলম্বেই এক তোড়া কাগজ হস্তে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন:—

"অনঙ্গ অল্পদিনের মধ্যেই—কাশী যাইবে; তাহার মনে শান্তি নাই—সে উন্মাদিনী হইবার উপযোগী হইয়াছে, সাবধানে রাখিও?

আমি তাঁহার—নিকট হইতে অবতারের ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় এই আসল উইলের নকল লইয়া চলিলাম।”

এই কথা বলিয়া উমাকালী বাবু চলিয়া গেলেন, আহারান্তে সুরেন্দ্রের—বিচার—দেখিতে গাইলাম। সুপ্রিমকোর্টে বিচার হইবে, লোকে লোকারণ্য—চতুর্দ্দিকে অবিশ্রান্ত গোল থামাইতেছে; এমন—সময়ে বিচারের উপযুক্ত সময়—উপস্থিত হইল। একজন ইংরাজ বিচারপতি বিশেষ পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলেন। আর আর আসামীর—বিচার অগ্রে হইতে লাগিল, এমন সময়ে—মুক্তারাম বাবু ও উমাকালী বাবু তথায়—আসিয়া—উপস্থিত হইলেন। আমাকে দেখিয়া “ তিনকড়ি! এসেচো? এসো অবতারের অবস্থা তোমাকে দেখাই ” বলিলেন :—

আমার ইচ্ছাও ছিল যে—অবতারকে দেখি, আমি উমাকালী বাবুর সহিত বিচারালয়স্থ যে ঘরে—কয়েদী আসামীরা থাকে সেই ঘরের নিকটে যাইয়া দেখিলাম :—অপরাপর আসামীর সহিত অবতার উপবিষ্ট রহিয়াছে ;——তাহার আর সে—কান্তি নাই, তাহার আর সে পরিচ্ছদ নাই, তাহার—আর সে তেজ নাই, সে পিঞ্জরাবদ্ধ বলহীন হিংস্র ব্যাঘ্রের ন্যায়——উজ্জ্বল চক্ষে বসিয়া আছে, এক একবার লালাহীন জিহ্বাকে লালাসিক্ত করিতেছে, এক একবার মস্তকের কেশ ধরিয়া টানিতেছে, এক একবার কপালে হস্ত সংলগ্ন করিয়া ভাবিতেছে। তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার—বক্ষ ফাটিয়া যাইল, মনে করুণার উদয় হইল, এক দণ্ড দাঁড়াইয়া আছি; এমন সময়ে অবতার—উভয় চক্ষুকে লাল বর্ণ করিয়া ঊর্দ্ধহস্তে দাঁড়াইয়া উঠিল, তাহার—মস্তকের কেশরাশি উন্নত হইয়া আসিল, একবার একটি নিশ্বাসকে সজোরে গ্রহণ করিয়া বলিল :—

” ওরে !! লাখটাকা ! লাখটাকা !! আমি অবতার—আমি অবতার ! আমি কোলকেতার রাজা, আমি বন্দী—কার সাধ্য আমাকে বন্দী করে—এ সমস্ত ছায়াবাজী !! আমি কয়েদী—কে—বল্লে !! ”

তাহার—এই প্রকার উক্তি সমন্বিত চীৎকারে অপরাপর মুমূর্ষু প্রায়

বন্দীগণ কাঁপিয়া উঠিল; পুনরায় তাহারা কপোললগ্ন হস্তে বসিয়া রহিল। অবতার উন্মত্তভাবে অধরকে দন্ত দ্বারা কামড়াইয়া কাঁপিতে২ বলিল :—

"আমি কয়েদী! আমি কিসের কয়েদী!! আমি শত শত কুল কামিনীর সতীত্ব নষ্ট কোরেছি, তাহাদের প্রেম কর্কশ নয়ন যখন আমাকে কয়েদ করিতে পারে নাই, তখন আমাকে কে কয়েদ করিবে? ও :—লাখ টাকা—লাখ লাখ সতী নারীর যৌবন—এ সমস্ত ত্যাগ করে আমি এই সামান্য ভাবে, সামান্য বেশে, এই সামান্য গৃহে আছি!! না-না না এ আমার রাজসিংহাসন। বায়ু আমাকে কিঙ্করবেশে বীজন করিতেছে;—ও কি!! মাকড়সার জাল!! নানা—নানা আমার দম ও কাক কার্য্যমণ্ডিত চন্দ্রাতপ!! হাঃ হাঃ—হাঃ আমি কয়েদী-আমি কয়েদী, কে বোলে লাখটাকা—কার লাখটাকা আমি যে সমস্ত সম্পত্তির অধিপতি হইয়াছি!! আমি কয়েদী অবিশ্বাস যোগ্য কথা!!"

এই প্রকার প্রলাপ করিতে করিতে অবতার হীনবলে বসিয়া পড়িল; তাহার বক্ষ কাঁপিতে লাগিল। নয়ন নীরপূর্ণ হইয়া আসিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল :—

"অম্বিকা! ছোটবৌ!! তুমি যে অগ্নি তা আমি জানতেম। পাপিষ্ঠ মহাদেব তোর কৌশলে জড়িত হোয়ে এই কাজ কোরে শেষে আমাকে এই সাজা পেতে হোলো। ওঃ মাগো!! আর সহ্য হয় না; এখনো দেহে জীবন আছে!!"

অবতারের চৈতন্য উদয় হওয়াতে এতো দিনে তাহার পাষাণ বক্ষ ফাটিয়া যাইল, করুণায় পরিপূর্ণ হইয়া সে শেষে প্রলাপ আরম্ভ করিল! হতভাগ্যের অদৃষ্টে আরো কত কষ্ট আছে। আর তাহার দুর্দ্দশা দেখিতে পারিলাম না। সকলে তথা হইতে বাহির হইয়া, বিচার স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় কয়েদীর আসনে সুরেন্দ্র উপস্থিত :—

সুরেন্দ্রের সে শোভা নাই-সে কান্তি নাই সুরেন্দ্র অনবরত অশ্রু ধারে বক্ষকে ভাসাইয়া উপস্থিত যাতনা হইতে বক্ষকে স্নিগ্ধ করি-

তেছে। পূর্ব্বকৃত পাপরূপ মলিনতাকে ধৌত করিতেছে। সে দৃশ্যে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। এক দিন এই সুরেন্দ্র অনঙ্গের কপট প্রেমে আবদ্ধ হইয়া সংসারকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়াছিল, এক দিন এই সুরেন্দ্র ধর্ম্মকে সামান্য ভাবিয়া তাহার অবমাননা করিয়াছিল। আজ সেই সুরেন্দ্রের কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত !! ভবিষ্যৎদেব! তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম! তোমার তমসাচ্ছন্ন গর্ভে কি ভয়ানয় ভয়ানক চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহা কার সাধ্য বর্ণনা করে? মায়াময় সংসারের গতিই এইরূপ !!

সুরেন্দ্র এক দণ্ড বিচার পতির প্রতি চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল, ফরিয়াদীর ডাক হইল, ফরিয়াদী—অবতার কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ—সে নিজে বন্দী—তাহার প্রমাণ অগ্রাহ্য হইল। স্বাক্ষী হবনাথ দত্ত, মহাদেব ভট্টাচার্য্য—তাহারাও অনুপস্থিত। বিচারপতি কয়েক দণ্ড স্থির হইয়া কি ভাবিলেন—ইত্যবসরে সুরেন্দ্র চীৎকার পূর্ব্বক কান্দিয়া বলিল ঃ—

"বিচার পতি! ধর্ম্মপতি!! আমার প্রতি দয়া করুণ, পাপী নই—আমি অপরাধী নই !! আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করিবার কারণ এ চক্রান্ত হইয়াছে। আমি পাপী নই !!"

সুরেন্দ্র হৃদয়েব সহিত এই কয়েকটী কথা বলিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিল; বিচারালয়স্থ সমস্ত—লোকে সুরেন্দ্রের ক্রন্দনে দ্রবীভুত হইল। সকলেরই হৃদয়ে সুরেন্দ্র নির্দ্রোষী—এই কথা উদয় হইল। বিচার পতির মনেও সেই ভাবেব উদয় হইল, মন্মথের খুনের কোন প্রমাণ না হওয়াতে বিচারপতি তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিলেন ঃ—

সুরেন্দ্র বিচার পতির মুখনিঃসৃত হুকুমের মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া এক তান মনোপ্রাণে নিস্তব্ধ হইয়া ছিল। মুক্তির কথা শুনিয়া আহ্লাদ সাগরে একেবারে ঝম্প প্রদান করিয়া অচেতন হইয়া ভুমে পতিত হইল। আমি তাড়াতাড়ি উত্তরীয়ের দ্বারা- বাতাস করিয়া তাহার মোহাপনোদন করিলাম। সে দিবস সুরেন্দ্র আমাদের সহিত মুক্তারাম বাবুর বাটীতে গেল। নির্দ্দোষী সুরেন্দ্রের মুক্তি হইল। বিমলার মস্তকের সিন্দূর উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিল। অনশন ব্রতাবল-

ম্বিনী অনঙ্গ সুরেন্দ্রের—মুক্তি সংবাদ পাইয়া একবার ভূশয্যা ত্যাগ করিয়া তাহার কথা শুনিল; সুরেন্দ্রের মাতাঠাকুরাণীর হৃদয় হটাৎ যাতনা শূন্য হইল; হরনাথের বামাঙ্গ হটাৎ কম্পিত হইল।

সপ্তপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

অবতারের লীলা সম্বরণ—অনঙ্গের কাশীযাত্রা।

বিচার পতির হুকুম মতে যে দিবস সুরেন্দ্র মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার পরদিবস অবতারের বিচার স্থির হইল। অবতারের ভবিষ্যৎ ভাগ্যে কি আছে তাহা ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত রাত্রি-যাপন করিলাম। নিশাদেব নিশালীলা সাঙ্গ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। জগত নিশাশূন্য হইয়া শূন্যমনে আপনার মান্য আপনি সামলাইয়া লইলেন। গগনের কপালে চন্দ্রকুঞ্জের চিহ্ন স্বরূপ যে এক একটী—তারা বিক্ষিপ্ত কুঞ্জ কুসুমের ন্যায় ইতস্ততঃ শোভিত ছিল, তাহারাও সহস্রাংশুমালীর তেজ প্রভাবে শুকাইয়া গেল। জগতও

নূতন হইল, প্রকৃতির নূতন হইল দেখি; ভূচর, খেচর, সকলেই সুঠাম প্রকৃতির নূতন ভাব দেখিয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। নিশা বিহনে জগত মনের আগুণে পুড়িতে লাগিল। ওদিকে পূর্ব্বভাগে স্বর্ণময় রথে হীরকাদি বিশোভিত ধ্বজ পতকা সহ তপন রাজ প্রকাশিত হইলেন। স্বর্ণ মণ্ডিত কিরণ রাজি দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এমন সময়ে উমাকালী বাবু আমাদের বাটীতে আসিলেন; অনঙ্গ এ সংবাদ পাইল, সে একবার উচ্চৈশ্বরে ক্রন্দন করিয়া কাকার শোক ভুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, তাহার ক্রন্দনের কারণ বুঝিতে পারিয়া হরসুন্দরী ও ছোট পিসী উভয়ে মিলিয়া কাতরস্বরে অবতারের উদ্দেশে কাঁদিতে লাগিল। বাটীতে ভয়ানক ক্রন্দন উপস্থিত হইল। কতক্ষণের পর উমাকালী বাবু বাটীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন:—

"অনঙ্গ তো এলোনা; তুমি এসো, একবার অবতারের শেষ দশা দেখ্‌বে এসো!!"

আমি অনন্যবাক্ হইয়া উমাকালীর বাবুর সহিত গেলেম; অবতার ধরা পড়িয়াছে এ কথা নগর রাষ্ট্র হইয়াছে; সকলেই তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাহার শেষ দশা দেখিবার কল্পনা করিতেছে। কি যুবক, কি বালক, কি বৃদ্ধ, সকলেই অবতারের নাম মুখে করিয়া অন্তরের সহিত তাহার দণ্ড প্রার্থনা করিতেছে। কেহ ভুলিয়াও একবার দুঃখ প্রকাশ করিতেছে না।

দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় নয়টা বাজিল, উমাকালী বাবু একখানি পাল্কীতে করিয়া অম্বিকাকালীকে লইয়া কাছারিতে যাইলেন। আমিও তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলাম; অল্প সময়ের মধ্যে কাছারিতে পঁহুছাইলাম। যে ঘরে কয়েদীরা থাকে, তাহার সম্মুখে যাইলাম। সে গৃহে একা অবতার বন্দিবেশে অবস্থিতি করিতেছে; আর কেহ নাই, সম্মুখে এক জন সিপাহী পাহারা দিতেছে; উমাকালী বাবু অম্বিকাকালীর পাল্কী উপযুক্ত স্থানে রাখাইতে ও মুক্তারার বাবুর সন্ধান করিতে গেলেন; আমি একা তথায় দণ্ডায়মান রহিলাম:—

অবতার উন্মত্ত ভাবে জীবনের ভয়ে ভীত হইয়া শিকারীধৃত পিঞ্জরা-বদ্ধ ক্ষুধাতুর ব্যাঘের ন্যায় সেই কারাগৃহের চতুর্দ্দিকে রোষ ভরে বেড়াইতেছে। তৈলাভাবে তাহার চন্দ্রসম কান্তিপূর্ণ দেহ মলিন হইয়াছে ঃ—চিক্কণ চিকুর রুক্ষভাব ধারণ করিয়া জটাতে পরিণত হইয়াছে; কোমল শুভ্র বসনের পরিবর্ত্তে সামান্য কৃষ্ণ ও ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিতে হইয়াছে; হৃষ্টপুষ্ট দেহ একেবারে কৃশ হইয়াছে। উজ্জল নয়ন রক্তবর্ণ হইয়াছে; চিন্তাই তাহার জীবনের সার ব্রত হইয়াছে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আশা—সমস্তই চিন্তার উপরে নির্ভর করিতেছে যে অবতারের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে হিংস্রও হিংসা পরিত্যাগ করিত; গর্ভিনীর গর্ভপাত হইত—আজ সেই অবতার জীবনের কারণ লালায়িত!! সেই অপরিমিত বলশালী—অনুপম গুণশালী—জগৎপিতার কি অনির্ব্বচনীয় কৌশল! যে ধন গৌরবে অবতার দুইদিন পূর্ব্বে মত্ত ঐরাবতের ন্যায় যাহা ইচ্ছা করিয়াছিল, এখনও সেই ধন বর্ত্তমান সেই সমস্তই বর্ত্তমান, তবে কেন অবতার ভিক্ষুকের অপেক্ষা হীনবেশে জীবনের কারণ কাতরতা প্রকাশ করিতেছে!!

অবতার নিম্ন দৃষ্টে একবার কারাগৃহের চতুস্পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইল শেষে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল ঃ—

"ওঃ কি বজ্র! সহস্র বজ্র! লক্ষ বজ্র! কোটি বজ্র! অগণ্য অগ্নিময় বজ্র! কেন—কেন তোমারা ব্যোমপথে সুসজ্জিত হোয়ে রোয়েচো কেন? আমাকে মারবে, আমাকে জীবন্ত দগ্ধ কোরবে? না-না-না—আমি আশাপথের পথিক, কৈ আমিতো আমার জীবনের সম্পূর্ণ লীলা সমাপন করি নাই, তবে কেন আমাকে আমাকে ঃ—হে অনন্ত প্রতাপবান্ অগ্নিরাশি! কেন আমাকে বজ্রবেশে দগ্ধ কোরবে। না-না-না আমার জীবন—আমার স্নেহময় জীবন, আমার অমূল্য জীবন—আমি কি আর জন্মান্তরে পাবো, আমাকে মেরোনা! আমি করুণ ভাবে বল্‌চি আমাকে মেরোনা!! ওঃ!!" এই প্রকারে মনোবেগ শান্তি করিয়া অবতার সহস্রধারে কাঁদিতে লাগিল, আমারো হৃদয় ক্রন্দনাকুল হইয়া আসিল।

অবতার আর এবার কাঁদিতে২ কারাগৃহের চতুর্দ্দিকে বেড়াইয়া সভীত ভাবে হাঁটু ভরে গৃহের এক কোনে উপবেশন পূর্ব্বক উর্দ্ধহস্তে ক্রন্দনাকুল স্বরে বলিলঃ—

"ওকিও! ওকি মূর্ত্তি! তুমি দেবী না দানবী!! কে তুমি করাল বেশে আমার সম্মুখে ত্রিশূল হস্তে দণ্ডয়ামানা। ছোট বৌ—অম্বিকা!! আমি—আমি পাপিষ্ট! তা না হোলে তোমাকে পথের কাঙ্গালিনী করিতে গিয়া আমার এদশা হবে কেন! যাও—তুমি সাধ্বি! আমি তোমার সতীত্বরূপ তেজোরাশি হরণ করিতে গিয়া এ জন্মের মত লীলাসম্বরণ করিতে বসিয়াছি—আর কেন? মহাদেব! পাপিষ্ট মহাদেব! তোমাকেও এই রূপ শাজায় পতিত হইতে হইবে!! জগদীশ্বর! করুণানিধান!! আমাকে ক্ষমা করুণ। আপনার *পবিত্র নাম আমি এ জিহ্বায়—এ কলুষিত জিহ্বায়* উচ্চারিত *করিয়া* অপবিত্র করিতেছি! আমাকে মাপ করুন!! কায়মনে প্রার্থনা কোচ্চি ক্ষমা করুণ!! ওকিও!! ও আবার কি—মেজদাদা!! না না আবার কে? এঁ্যা গলায় কি? কেউটে সাপের বাচ্ছা! না-না-না; আর না! জগদীশ্বর!! এ চিত্র—আর দেখ্‌তে পারিনা। মাগো!! আবার কি—এঁ্যা অতুল—ছোটভাই অতুল—কৃষ্ণ!! ভাই আমাকে মাপ কর!! আমি অকালে কেউটে সাপের দ্বারা তোমাকে শমন সদনে বিসর্জ্জন দিয়াছি! ওঃ—ওঃ কি ভয়ানক চিত্র!! নয়ন অন্ধ হও! স্মৃতি লোপ প্রাপ্ত হও!! আর পারিনা!! এদৃশ্য আর দেখ্‌তে পারিনা!! মাগো!! আমার কি হোলোগো!! ঐ-যা!! বজ্রাগ্নি কোথায় গেলো!! বজ্র আমার বক্ষে পতিত হও, আর যাতনা সহ্য হয় না!!"

এই কথা বলিয়া অবতার উভয় হস্তে মুখ আবৃত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইতি মধ্যে বিচারের সময় উপস্থিত হইল, অবতারের শেষ লীলা দর্শনার্থে সহরের কি যুবক, কি বৃদ্ধ সকলেই সমাগত হইয়াছে দেখিয়া অবতারের দুঃখাবেগ একেবারে উথলিয়া উঠিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ভিতর হইতে সেই বন্দী গৃহের চাবি খোলা হইল।

সেই সম্মুখস্থ কারাগৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে একজন সিপাহি গৃহে প্রবেশ করিয়া অবতারের হস্ত ধরিল। অবতার জীবনাশার জলাঞ্জলি দিয়া তাহার সহিত গমন করিল। যাইবার সময়ে অশ্রু সহস্রধারে বিনির্গত হইয়া তাহার বক্ষ ভিজাইতে লাগিল। আমিও ক্রন্দনাকুল চিত্তে বিচার স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

বিচারপতি বিচারাসনে উপবিষ্ট। সম্মুখে উকীল কৌন্সলিগণ আসীন। অবতারের ভবিষ্যৎ জীবনী দর্শনাভিলাষী—সহস্র ২ দর্শক-বৃন্দ চারিদিক ঘেরিয়া দণ্ডায়মান আছে। অবতার উজ্জ্বল দৃষ্টিতে উন্মত্তভাবে বিচারপতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। ইতিমধ্যে বিচার আরম্ভ হইলে প্রথমতঃ অম্বিকাকালীর জবানবন্দী লওয়া বিধেয় স্থির হইল। পাল্কীর মধ্যে থাকিয়া অম্বিকাকালী তথায় উপস্থিত হইল। কৌন্সলিগণের প্রশ্নমতে অম্বিকাকালী এই উত্তর করিল :—

"আমার নাম অম্বিকাকালী দেবী। আমি আশামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহধর্ম্মিণী। আমার স্বামীর ৪ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ছিল। লোক-মুখে বিশস্ত-সূত্রে শুনিলাম যে, তিনি এই আশামীর ঘৃণিত—কৌশলে কৃষ্ণ সর্পের দংশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। মরিবার সময়ে তাঁহার মধ্যম দাদা—আমার মধ্যম ভাশুর—মহাশয় থাকিয়া একখানি উইল স্থির করেন। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তির মধ্যে অর্দ্ধলক্ষ আমার শাশুড়ী ঠাকুরুণকে, ২৫০০০ আমার মধ্যম ভাশুরকে, আর ২৫০০০ দেবসেবায় দান করিয়া, বাকী তিন লক্ষ টাকা আমায় দিয়া যান। উক্ত সম্পত্তির নগদ অতি সামান্য ছিল, জমিদারীতেই অধিক থাকে। আমার মধ্যম ভাশুর মহাশয়ের মৃত্যু এই আশামীর ঘৃণিত কৌশলে সংসাধিত হইবার কালে ভাশুর মহাশয় আমার হস্তে সেই উইল পত্র প্রদান করিয়া যান। আমি ও আমার এক ভাশুরপুত্রী অনঙ্গমোহিনী-সাবধানে সেই উইল রাখিয়া, সম্পত্তির আয় ব্যয় রক্ষণাবেক্ষণের কারণ আশামীকে নিযুক্ত করিয়া। কাল-ক্রমে আশামী সমস্ত গ্রাস করিতে চেষ্টা করিয়া, গত আশ্বিন মাহায় আমাকে নিমন্ত্রণ পাঠাইবার ছলে বাটী হইতে পাল্‌কীর দ্বারা রাজপথে

লইয়া যায়। আশামী সেই বেহারাদের সাহায্যে তথা হইতে আমাকে জোর করিয়া মেছুয়াবাজারের বৈটকখানা বাটীতে লইয়া যায়। তথায় আমার সিন্দুকের চাবি গ্রহণানন্তর, মহাদেব ভট্টাচার্য্যের দ্বারা আমার সতীত্ব নষ্ট করাইতে চেষ্টা পায়। পরে জগদীশ্বরের কৃপায় ও অনঙ্গমোহিনীর বুদ্ধিতে আমার উইল হরণ ও জাল করণ প্রকাশ হইয়াছে, এবং আমার সতীত্ব রক্ষাও হইয়াছে; কিন্তু আসামী শেষে নিষ্ফলপ্রয়াস হইয়া ছোরার আঘাতে আমার জীবন বিনষ্ট করিতে গিয়া আমাকে দুই এক ঘা মারিয়া প্রস্থান করে; পরিশেষে বিচাপতি কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া এই স্থানে আসিয়াছে।”

এই প্রকার ভাবে সাক্ষ্য দিয়া অম্বিকাকালী নিরস্ত হইল। অম্বিকার সাহসযুক্ত কথা ও অবতারের কুটিল ও রহস্যযুক্ত কৌশল শ্রবণ করিয়া উপস্থিত দর্শকবৃন্দ নির্ব্বাকে রহিল। বিচারপতি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অবতার থর ২ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অনঙ্গের সাক্ষ্যের প্রয়োজন হওয়াতে, অনঙ্গ শিবিকার মধ্যে থাকিয়া তথায় উপস্থিত হইল।

বিচারালয়ের নিয়মানুযায়িক সমস্ত কাজ শেষ হইলে, অনঙ্গমোহিনী দিঙ্মোহিনী মূর্ত্তিতে হঠাৎ শিবিকা হইতে প্রকাশিতা হইয়া, উর্দ্ধ হস্তে বিচারপতিকে প্রণাম করিয়া বলিল:—‘ধর্ম্মপতি’!! যদ্যপি আমার— —যদ্যপি আমার কথায় বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণনা কোরি। আমি চন্দ্র, সূর্য্য সাক্ষী করিয়া এই আশামী—ছোট কাকার সম্মুখে ও উপস্থিত দর্শকবৃন্দের সম্মুখে, আমার জীবনের—আমার অন্তরের শেষ কথা বলিয়া নিরস্ত হইব!!

আমার নাম অনঙ্গমোহিনী, আমি উপস্থিত আশামীর ভ্রাতুষ্পুত্রীঃ— আমি ধর্ম্মকে উদ্দেশ করিয়া সংক্ষেপে সমস্ত বলিতেছি, নচেৎ কাকার হইয়া মিথ্যা বলিতে আমার অভিলাষ নাই!! আমার স্মরণ হয় না কোন্ বৎসর ঠাকুরদাদার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর, আমার জেঠামশাই মৃত হয়েন; শেষে সম্মুখস্থ আশামী—আমার কাকা—অতুল সম্পত্তির অধিপতি হইবার কারণ আমার ছোট কাকা শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিছানায় এক বেদেনীর সাহায্যে কৃষ্ণসর্প আনিয়া ছাড়িয়া দেন। সেই দিবস ছোট

কাকার অসুখবোধ হওয়াতে তিনি বিছানায় নিদ্রা যাইতেছিলেন। সেই সর্পাঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে আমার পিতা, উইল করিয়া লয়েন। আমার পিতাও আশামী কাকার হস্তে বিষ খাইয়া মরেন। এসমস্ত কথাই কাকা আমাকে ভয় প্রদর্শন করাইবার কারণ, আমার নিকটে স্বয়ংই প্রকাশ করেন। সে অনেক কথা। শেষে ছোটকাকী—কাকার লক্ষ্যস্থল হয়। কাকা প্রথমতঃ আমার নিকটে গোপনে উইল চুরি করিবার কথা প্রকাশ করেন। আমি তাহাতে অসম্মত হওয়াতে, তিনি এক দিন কৌশল ক্রমে ছোটকাকীকে কুটুম্বের বাটীতে নিমন্ত্রণে পাঠাইবার কারণ পাল্‌কীতে করিয়া মেছোবাজারের বৈটকখানা বাটীতে লইয়া যান; আমাকেও হস্তগত করিবার কারণ কৌশল ক্রমে উল্‌টাডিঙ্গির বাগানে লইয়া যান, ছোট কাকী নিমন্ত্রণে যাইবার সময়ে লোহার সিন্দুকের চাবি আমাকে দিয়াছিলেন। তাহারই মধ্যে উইল ছিল। কাকা তাহা হস্তগত করিবার কারণ, সেই বাগানে জোড়াসাঁকোর কৃষ্ণ ডাক্তারের ঔষধের সাহায্যে আমাকে অচেতন করিয়া সেই চাবি চুরি করত ঐ উইল হরণ পূর্ব্বক বাগবাজারের হারাধন উকিল ও মহাদেব ভট্টাচার্য্যের সাহায্যে তাহা জাল করেন। কৃষ্ণডাক্তার পুনরায় আমায় চৈতন্য প্রদান করিলে আমি ছোট কাকীর দুর্দ্দশা ও কাকার অলৌকিক কার্য্য জানিতে পারিয়াছিলাম। এক্ষণে মুক্তারামবাবুর সাহায্যে আজ বিচারপতির সম্মুখে প্রকাশ করিলাম; পূর্ব্বেও পুলিষের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছি। বাকি কথা মুক্তারাম বাবু, রামবিষ্ণু ডাক্তার ও উমাকালী বাবু জানেন। যদি ধর্ম্ম থাকেন, তাহা হইলে ইহার ঠিক বিচার হইবে!!”

এই প্রকার সাক্ষ্য দিয়া অনঙ্গ পুনরায় শিবিকায় প্রবেশ করিল। সকলেই আশ্চর্য্য হইল—অবতার বিস্মিত হইয়া অনঙ্গের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে অন্যান্য সকলের সাক্ষ্য লইয়া যথার্থ জাল করণ ও সতীত্ব নাশের চেষ্টাকরণ অপরাধ স্থির হইলেই—বিচারপতি অবতারের লীলার শেষ করিবার কারণ—সকলের সমক্ষে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া অবতারকে চৌদ্দ বৎসরের কারণ আণ্ডামান দ্বীপে দ্বীপান্তরিত হইতে হুকুম দিলেন। এই বিচারে দর্শক বৃন্দের মনে আনন্দ বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। অবতারের বক্ষে সহস্র বজ্র পতিত হইল।

অম্বিকাকালী স্বামীর ঐশ্বর্য্যের অধিপত্নি হইলেন। মুক্তারাম বাবু সরল-তার হরণ অপমান ভুলিলেন। অনঙ্গের শেষ ব্রত উজ্জাপিত হইল। সিপাহী আসিয়া অবতারের হস্তে হাতকড়ি দিয়া লইয়া গেল। যাই-বার কালে অবতার বার কয়েক "ঈশ্বর—জগদীশ্বর—পরমেশ্বর!" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল। ধর্ম্মাধর্ম্ম এক প্রকার মীমাংসিত হইল। হঠাৎ আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল। পাপিগণের হৃদয়ে ভয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল। ধার্ম্মিকগণের হৃদয়ে আনন্দলহরী নাচিতে লাগিল। এতো দিনে অবতারের লীলা খেলা সমাপ্ত হইল। অনঙ্গ মোহিনী—পরপ্রত্যূষে অম্বিকাকালীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিমলাকে আশীর্ব্বাদ করত সুরেন্দ্রের—অঙ্ক শোভিত করিতে বলিয়া, কিছু সম্পত্তি লইয়া কাশীযাত্রা করিল। উমাকালী বাবু কনিষ্ঠ ভগ্নী অম্বিকার অতুল ঐশ্বর্য্যের তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত হইয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

উপসংহার।

সেই ভবচিন্তামণি বিশ্বনিয়ন্তার যে কৃপাবলে, এই নিমেষ পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির প্রভাবে, ইহ জগতে ঃ—কত কত নদী প্রবল স্রোত সহকারে সমুদ্র হ্রদ প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করিতেছে—আবার ভূগর্ভে বিলীন হইতেছে। কত কত পর্ব্বতও সুমেরুর উচ্চতাকে গঞ্জনা প্রদান করিয়া ব্যোমপথে স্বীয় স্বীয় মস্তক উন্নত করিতেছে, আবার ভূকম্পনে ভূশায়ী হইতেছে। সমুদ্র, মহাসমুদ্র, বর্ষ, নগর, গ্রাম, বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, পশু, মনুষ্য প্রভৃতিও ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে—আবার বিলীন হইতেছে। সেই কৃপা বলেই আজ শুভ বসন্তের শুভ দিনে, আমি আমার পুঁথীর দ্বিতীয় কল্পনার সহিত অতীত ঘটনাবলীর পরিণাম দেখাইলাম। ইহাতেই যে প্রতিভা শেষ হইল, তাহা নয়; যে সকল নায়ক নায়িকা'কে প্রথম কল্পনায় উপস্থিত করিয়াছিলাম, তাহাদের দ্বিতীয় কল্পনায় পরিণাম দেখাইলাম। ঈশ্বরকৃপায় যদি পুনরায় ক্ষমতা প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তৃতীয় কল্পনায়—নূতন নায়ক নায়িকাগণ সন্নিবেশ করিব।

অবতারের লীলার সহিত এই কল্পনারও শেষ হইল। এক্ষণে অপরাপর নায়ক নায়িকার পরিণাম কি হইল—তাহা এই উপসংহারে সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

যে দিবস অবতারের চৌদ্দ বৎসর দ্বীপান্তর বাসাজ্ঞা বাহাল হয়—তাহার পরদিবস অনঙ্গ ও অবতারের মাতাঠাকুরাণী—ক্রন্দনাকুল চিত্তে বিশ্বেশ্বরের পদ সেবা করণার্থে অম্বিকাকালীর সাহায্যে কাশী-যাত্রা করে।

উমাকালী বাবুর দ্বারা—কালীঘাটের হালদারদের বাটী হইতে দাসীত্বমুক্ত হইয়া বিমলা অম্বিকাকালীর নিকটে ছিল। সুরেন্দ্র উদ্ধার হইলে, হরনাথ বাবু বিকারাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি অবতারের দৃষ্টান্ত দেখিয়া জীবনের ভয়ে ভীত হওত সুরেন্দ্রকে নিকটে আনয়ন করেন। তাহাতে সুরেন্দ্রের মাতার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সুরেন্দ্র পাপের প্রায়শ্চিত্তে পরিশুদ্ধ হইয়াছিল। তাহার ভাগ্যলক্ষ্মী—তাহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এই কারণে—হরনাথ মৃত্যু যাতনায় ব্যথিত হইয়া, অন্তিম সময়ে সুরেন্দ্রের নিকটে কৃত দোষের মার্জ্জনা চাহিয়া, সুরেন্দ্রর সমস্ত সম্পত্তি প্রদান করেন। অম্বিকাকালী—সেই সংবাদ পাইয়া একদিন সুরেন্দ্রকে স্বীয় বাটীতে আনাইয়া, কৌশলে বিমলাকে তাহার অঙ্কে বসাইয়া দেন। পাপিষ্ঠ সুরেন্দ্র—সাধ্বীর তেজে মুগ্ধ হইয়া, হতচৈতন্য হয়, শেষে বিমলাকে অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ ভাবিয়া তাহার সহিত এই সংসারে সুখে কালযাপন করিতে থাকে।

হরনাথ দত্ত ব্যভিচার পাপে স্বীয় দেহকে কলুষিত করিয়া অপমানের ভয়ে দেশত্যাগী—হইয়াছিলেন; তথায় বাতশ্লেষ্মা বিকারাক্রান্ত হইয়া বাটীতে আসিয়া দশদিন জীবিত ছিলেন। শেষে বহুকষ্টে সুরেন্দ্রের বিষয় সুরেন্দ্রকে দিয়া, তিনি কৃত পাপের অনুশোচনা করিতে ২ কালের করাল কবলে পতিত হয়েন।

পাপিষ্ঠ হরেন্দ্র—তারাসুন্দরীকে লইয়া কামোন্মত্ত চিত্তে কিছুদিন ফরেসডাঙ্গায় বাস করে। একদা বজ্রাঘাতে তাহার প্রবল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়াতে, সে লোকান্তর—প্রাপ্ত হয়।

তারাসুন্দরী;—হরেন্দ্রের ঔরষে তারাসুন্দরীর এক পুত্র জন্মে। সেই পুত্রের সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। সেই শোকে—সে কিছুদিন কষ্ট পায়। পরে তাহার গলিত কুষ্ঠ রোগ উপস্থিত হয়। সেই রোগের যাতনায় সে ব্যথিত হইয়া জাহ্নবীনীরে জীবন বিসর্জ্জন করে।

রাজকুমারীর দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। সে প্রথমতঃ কামোন্মত্তা হইয়া, কালবিবির পরামর্শে, বাটী হইতে প্রস্থান করিয়া ফক্স সাহেবের সহধর্ম্মিণী হয়। তাহার কুচরিত্র দেখিয়া ফক্স সাহেব তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। কাল বিবিও

সময় পাইয়া আর তাহাকে স্থান—প্রদান করে না। তাহাতে সে অনেক কষ্ট পাইয়া চুনাগলির চাটীগাঁ নিবাসী কোন মহাত্মাকে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করে। লোকপরম্পরায় শুনা যায় যে কিছু দিন পরে তাহার মনে ঘৃণার উদয় হওয়াতে যে অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করে।

সরলতা—প্রথমতঃ যে দিন সরলতার হাত ছাড়িয়া অবতার প্রস্থান করে, সেই দিন হইতে সে কিছুকাল জহর বাবুর সহচারিণী হইয়া থাকে। শেষে জহর বাবু ফোচ্‌কে মৌমাছির ব্রত অবলম্বন করিলে, সে প্রকাশ্য রূপে রূপের বাজার খুলিয়া ব্যাপারী ডাকিতে চেষ্টা পায়। ক্রমে রূপজ্যোতি বয়স মেঘে ঢাকা পড়িলে, সে ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনযাপন করে।

মহাদেব ভট্টাচার্য্য অবতারের দ্বীপান্তর সংবাদ শুনিয়া মস্তকমুণ্ডন পূর্ব্বক ব্রহ্মচারি-বেশ অবলম্বন করত তীর্থে ২ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করে।

হারাধন উকীল—অবতারের ঐ সংবাদ পাইয়া, নিজের সমস্ত সম্পত্তি পুত্রকে প্রদান পূর্ব্বক, পল্লীস্থ কোন বিসূচিকায় মৃত শব বৈষ্ণবদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া আত্মগোপন করিবার কারণ সেই শবকে নিজের নামে স্বীয় পুত্রদ্বারা দাহ করাইয়া, নিজে মরিয়াছে এই প্রবাদ রটাইয়া, হরিদ্বারে প্রচ্ছন্ন বেশে অবস্থান করে।

কৃষ্ণ ডাক্তার, ভয়ে নিজের ঔষধ খাইয়া মরিবে ভাবিয়া ছিল, কিন্তু অভিলষিত ঔষধের ভুল হওয়াতে সে অন্য ঔষধ খাইয়া তাহাতে পাগল হইল।

মুক্তারাম বাবু—অনঙ্গস্পর্শরূপ পাপে আক্রান্ত হয়েন্। কিছুদিন পরে পৃষ্ঠব্রণ রোগে আক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়েন।

হেমলতা প্রভৃতি অপরাপর নায়ক নায়িকার কি হইল কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

বি দা য়।

নিবেদন।

প্রকৃতির নিমেষ পরিবর্ত্তনশীল কার্য্য দেখিয়া, আবার পাঠক সহজে হৃদয় খুলিয়া অবতরণিকার দ্বারা মনোভাব জানাইতে পারিব, সে আশা করি নাই; কিন্তু যে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রভাবেঃ—নিয়মিত ভাবে দিবা রাত্রির পরিবর্ত্তন হইতেছেঃ—চন্দ্র—সূর্য্য, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি শুক্র, শনি, ধূমকেতু প্রভৃতি গ্রহগণ সমন্বিত সৌর জগৎ নিয়মিত সময়ে পরিচালিত হইতেছেঃ—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত প্রভৃতি ছয় ঋতুর নিয়মিত পরিবর্ত্তন হইতেছেঃ—তাঁহারই কৃপাবলে, পুনরায় দ্বিতীয় কল্পনা সমাপন করিয়া, এই সুবিস্তৃত বঙ্গে প্রকাশ করিলাম। ইহা সামান্য উপন্যাসাকারে সংসারের একটী মাত্র চিত্র। যখন রাজা যযাতি শুক্রাচার্য্যের শাপে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়া লোভ পরবশে বিষয়ভোগ বিরত না হইয়া, পুত্রের যৌবন লইয়াও আশার পরিণাম দেখেন নাই; তখন এই সংসারে আশার শেষ নাই। যে যে কার্য্য করে, সকলেই পরিণাম না দেখিয়া করে। লোভ পরবশে পরিণামদর্শী না হইয়া কার্য্য করিলে কোন্ কার্য্যে কি ঘটনা হয়, তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্তের ন্যায় এই "রহস্য" প্রস্তুত হইল। কেবল শ্লেষালঙ্কার ভূষিত উপন্যাস ভিন্ন আর কিছুই নয়। সকলের মনেই যেন ইহার ভাব সর্ব্বক্ষণ উদিত থাকে। এই মাত্র ভিক্ষা। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তৃতীয় কল্পনা প্রকাশিত হইলে পুনরায় সাক্ষাৎ করিব।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র।

রহস্য-প্রতিভা।

তৃতীয় কল্পনা।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র প্রণীত।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

২০ নং ঝামাপুকুর লেন

সরস্বতীযন্ত্রে মুদ্রিত।

কলিকাতা, পটলডাঙ্গা, প্রেসীডেন্সী কালেজের উত্তর ৩৬ নং
ভবানীচরণ দত্তের গলিতে "প্রতিভা কার্য্যালয়ে" প্রাপ্তব্য।

মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

সূচীপত্র।

বিষয়।			পত্রাঙ্ক।
উপক্রমণিকা	...	...	১
মদন-প্রতাপ	...	...	[illegible]
দক্ষিণামোহন বাবু	...	...	৮
প্রকৃতি-চক্র	...	...	১৩
মধুসমাগমে মাধবী সম্মিলন	...	...	১৬
প্রণয়ের অঙ্কুর	...	...	২৩
হরিষে-বিষাদ	...	...	২৬
সুশীলা সুন্দরী	...	...	৩১
প্রতাপ নারায়ণ	...	...	৩৯
আগুণ ধরিল	...	...	৪৬
আশা-সহচরী	...	...	৫২
শ্যামার-কৌশল	...	...	৫৬
প্রতাপের-চক্রান্ত	...	...	৬১
উচ্ছ্বাস	...	...	৬৬
রসিক মোহনের প্রয়াস	...	...	৭১
ফান্সিসের ধর্ম্ম	...	...	৭৫
ধূমকেতু প্রকাশিত হইল	...	...	৮১
মহাপ্রলয়	...	...	৮৫
ললিতা সুন্দরী	...	...	৯১
বাঙ্গালীর-ক্ষমতা	...	...	৯৭
প্রতাপের-প্রয়াস	...	...	১০৫
শনির-প্রতাপ		...	১১৪

সূচীপত্র।

বিষয়			পত্রাঙ্ক।
হর কুমার	...	...	১১৯
রসিক মোহনের প্রণয়	...	...	১২২
অধাম্মান উগাতি না	...	...	১২৭
পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহশিশু	...	...	১৩৪
বাণবিদ্ধ মৃগ	...	...	১৪০
প্রতাপের প্রণয়	...	...	১৪৫
ললিতার হৃদয়	...	...	১৪৯
প্রতাপের মনোসাধ	...	...	১৫৫
অনলে স্বর্ণ	...	...	১৬১
গরলে অমৃত	...	...	১৭০
ললিতার স্বপ্নদৃষ্টি	...	...	১৭৫
নন্দকুমারের বিবাহ	...	...	১৮০
ললিতার দ্বিতীয় স্বপ্ন	...	...	১৮১
নন্দকুমারের জীবনের পরিণাম	...	...	১৮৮
মহাপ্রলয়!!	...	...	১৯২
মহাপ্রলয়ের প্রবলতা	...	...	১৯৬
হরকুমারের উপযুক্ত ফললাভ	...	...	১৯৯
উপসংহার	...	...	২০৩
দক্ষিণামোহনের-আশা	...	...	২০৬
মণিকাঞ্চন সম্মিলন	...	...	২১১
আশ্চর্য্য-রহস্য!!	...	...	২১৫
হীরা-সুন্দরী	...	...	২১৮
যমুনাকুমারীর প্রবাস	...	...	২২৩
মহারাজ আতপকেতুর রাজবুদ্ধি	...	...	২২৭
অনঙ্গমঞ্জরীর সুখস্বপ্ন	...	...	২৩১

উপহার।

কবি-চূড়ামণি—শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় শ্রীচরণেষু।

মহাশয় !

আপনি যে প্রতিভাবলে বঙ্গ সংসারে একটী অতীব উপদেশ-পূর্ণ ও মনোরম চিত্রের স্বরূপ "বিষবৃক্ষ" নামক চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তৎপাঠে আমার হৃদয় সতত আপনার নিকটে কৃতজ্ঞ আছে ; কিন্তু সামান্য অবস্থা বশতঃ আপনার ন্যায় মহানুভবকে কি প্রকারে কৃতজ্ঞতা চিহ্ন দেখাইব, তাহার উপায় এত দিন না পাইয়া, আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলাম। আজ আমার "রহস্যের" তৃতীয় কল্পনাকে সহস্র সহস্র বঙ্গবাসী সাদরে গ্রহণ করিতেছেন দেখিয়া, সাহসে নির্ভর করত আমি তাহাকে আপনার চরণপ্রান্তে প্রদান করিলাম।

আশা করি আপনি ঈশ্বরের নিকট হইতে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া বঙ্গে ঐরূপ সহস্র সহস্র 'বিষবৃক্ষ' রোপণ করুন।

কৃতজ্ঞ

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র।

রহস্য-প্রতিভা।

তৃতীয় কল্পনা।

তিনকড়ি ভট্টাচার্য্যের পুঁথি।

অবতরণিকা।

আজ আমি কোথায়? আজ আমি কি বলিব বলিয়া এ স্থানে দাঁড়াইয়াছি; তাহা প্রকাশ করিতে আমারই হৃদয় সতত কম্পিত হইতেছে। কি প্রকারে মনোভাব গোপন করি! এক দিকে উন্নত তরঙ্গকুল সমন্বিত অকূল-অনন্ত সাহিত্য-সাগর!! আর এক দিকে কালের করাল দৃষ্টিপূর্ণ সর্ব্বদুঃখ সুখময় সংসারারণ্য! আমি মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। সম্মুখে যাহা আছে তাহার এক এক কণা চিত্র করণ আমার ন্যায় লোকের সহস্র সহস্র জন্মে শেষ হয় কি না সন্দেহস্থল। তবে এ আশা মনে কেন করি? অনিবার্য্য মায়াবিনী আশা—আমার সর্ব্বনাশ করিল। আমি সেই কুহকিনীর পার্শ্বচর হইয়া পুনর্ব্বার সংসাররূপ মহারণ্য পরিবৃত সাহিত্য সাগরে ঝম্প প্রদান করিলাম। ভেলকরূপ লেখনী সহায়! এই সামান্য বস্তুর সাহায্যে, আজ আমি পুনরায় পাঠক সমাজে প্রকাশিত হইলাম।

এবার, আর "অবতার বাবু" নাই। এবার আর "অনঙ্গ-মোহিনী" নাই। এবার আর "স্থরেন্দ্রমোহন" নাই। এবার আর মুক্তারাম বাবু নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় কল্পনায় তাহাদের পরিণাম দেখাইয়াছি। এক্ষণে তৃতীয় কল্পনাতে নব নায়ক ও নায়িকা নবীন আখ্যায়িকায় সন্নিবেশিত করিয়া, বঙ্গসংসারের একটী নূতন চিত্র অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিলাম। যে অনন্ত করুণাময়ের করুণাবলে এই কুলাচল পরিবৃত পৃথিবী সৌর জগতের সহিত নিয়মিত পরিচালিত হইতেছে, সেই জগৎ নিয়ন্তাকে কোটী কোটী প্রণাম, তাঁহারই কৃপাকে ভরসা করিলাম। তাঁহারই কৃপাবলে আমি সাহিত্য সাগরের অন্তে উপস্থিত হইতে পারিব।

১৫ ই শ্রাবণ
১২৮৬ সাল

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

রহস্য-প্রতিভা।

তৃতীয় কল্পনা।

উপক্রমণিকা।

যে দিবস অনঙ্গমোহিনী কাশী যাত্রা করিলেন, সেই দিবস হইতে আমি কলিকাতায় থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া, অপরাপর লোকের পরিণাম দেখিয়া; সুরেন্দ্র বাবুর সাহায্যে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, কিছুকাল তাঁহার নিকটেও থাকিয়া, কলিকাতা হইতে স্বদেশ যাত্রা করিয়াছিলাম।

প্রায় দুই বৎসরাবধি কোন কায কর্ম্ম না করিয়া দেশে থাকিবার পরে, পুনরায় আমার চাকুরি করিতে ইচ্ছা হইল। কলিকাতার কিছু উত্তর পশ্চিমে দামোদরশোভা নামক এক নগর আছে। তথাকার রাজবাটীর দপ্তরে আমার এক খুড়া কর্ম্ম করিতেন। তিনি কর্ম্ম হইতে কিছুদিনের অবসর লইয়া দেশে আসিয়া, আমার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, আমাকে তাঁহার সহকারী হইতে বলেন। আমি রাজসরকারের নাম ভবভূতির রচনায় পাঠ করিয়া ছিলাম, ভারতচন্দ্রের ও রামপ্রসাদের রচনায় পাঠ করিয়াছিলাম এবং আবাল বৃদ্ধ লোকের মুখেও শুনিয়াছিলাম। সেই সুখ্যাতিপূর্ণ দামোদরশোভা নগরের শোভা বা তত্রস্থ রাজবাটীর শোভা কখন চক্ষে দেখি নাই। খুড়ার কথায় আমার হৃদয়স্থ লুপ্ত কৌতূহল প্রকাশিত হইয়া উঠিল। আমি একান্ত অন্তঃকরণে খুড়া মহাশয়ের সহকারী হইয়া তাঁহার অনুমতি মতে শুভদিনে শুভক্ষণে দামোদরশোভা নগরীতে গমন করিলাম। কবিগণের রচনায় যাহা পাঠ করিয়াছিলাম, তাহার প্রকৃত

আদর্শ নয়নে দর্শন করিলাম। প্রশস্ত রাজপথ, সম্মুখে রাজ-অট্টালিকা, রাজ উপবন, রাজ দীর্ঘিকা, দেবমন্দির, প্রভৃতি মহা মহা কীর্ত্তির পরিচয় সমস্ত বিরাজিত রহিয়াছে। দামোদরশোভা নগরীয় রাজগণ ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত, তাঁহাদের হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি অচলা ভক্তি ছিল। কয়েকটী রাজ উপবনের মধ্যে ফুলবাগানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহার মধ্যে সুরম্য কুঞ্জবন—পুষ্প প্রসূন গুচ্ছে শোভিত হইয়া, দর্শকগণের নয়নানন্দময় হইয়া রহিয়া ছিল। মধুলোভী মধুকর মধুকরী অহর্নিশি ফুল চুম্বনে নিরত রহিয়াছিল। মধ্যস্থলে আরসীর ন্যায় স্বচ্ছ সলিল-সম্পন্ন দীর্ঘিকা ছিল, তাহার স্নিগ্ধতায় মানসসরোবরও লজ্জাপ্রাপ্ত হইত!! যাহা দেখিলাম তাহাই অলৌকিক, অদ্ভুত ও মনোরম বলিয়া বোধ হইল।

বাসন্তী পূর্ণিমার দ্বিতীয়া তিথি সূর্য্যদেব হাসিতে ২ পশ্চিম গগনে আশ্রয় লইতে যাইতেছেন। কমলিনী মনের দুঃখে সরোবরে ডুব দিতে যাইতেছে। মধুকর মধুকরী গুণ গুণ রবে ফুল বন পরিত্যাগ করিতেছে। গাভীগণ তৃণমুখে বৎসগণকে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে ডাকিতে ডাকিতে গৃহে ফিরিতেছে। এমন সময়ে আমরা রাজবাটীর প্রথম তোরণে প্রবেশ করিলাম। হিন্দু রাজার রাজবাটী, সন্ধ্যা আগত দর্শনে দেবমন্দির সমূহে মঙ্গল বাদ্য আরম্ভ হইল। রাজ তোরণে নহবৎ বাজিতে লাগিল। এই সমস্ত দেখিয়া আমার মনে দামোদর শোভা নগরকে দ্বিতীয়—ইন্দ্রালয় বলিয়া বোধ হইল। তোরণে সিপাহী পাহারা দিতে ছিল, আমি খুড়ামহাশয়ের পশ্চাতে পশ্চাতে রাজপ্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, ক্রমে দপ্তর খানায় প্রবেশ করিলাম। দপ্তর খানাটী কলিকাতার বড় আফিস ঘরের ন্যায় সাজানো ছিল। অনেক লোকে কাজ কর্ম্ম করিত, খুড়া মহাশয় প্রবেশ মাত্রে অপরাপর—কর্ম্মচারীরা দেশের কুশল জিজ্ঞাসা করিল। শূদ্রে প্রণাম করিল। এই অভিনয় শেষ হইলে, সকলে খুড়াকে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। খুড়া একে ২ আমার পরিচয় ও অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। খুড়া দপ্তর খানার মধ্যে প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। একারণে সকলেই তাঁহার কথা মান্য করিয়া চলিত। দুঃখে, সুখে, কষ্টে ও কৌতূহলে সে রাত্রি কাটিয়া গেল। পর দিবস প্রভাতে খুড়া আমাকে রাজদরবারে লইয়া গেলেন। তথা-

কার প্রধান কর্ম্মচারীর নিকটে আমার পরিচয় দিলেন এবং আমার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কর্ম্মচারী—মহাশয়ের নাম গোবিন্দসর্ব্বাধিকারী—! -সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আমার সহিত দুএকটী কথা কহিয়া, ক্ষণেক চুপ করিয়া বসিয়া বলিলেন—.—"তোমার নামটা কি—বোল্লে—তিনকড়ি দেবশর্ম্মা ; আচ্ছা আজ অবধি তুমি রাজ—সরকারে নিযুক্ত হইলে।"

আমি সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের কথা শুনিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। সেই দিবস হইতে খুড়া মহাশয়ের অনুমতি মতে মনোযোগ ও দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া অত্যন্ত সুখ্যাতি লাভ করিলাম। আমি ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় ছিলাম বলিয়া, আমার মুখে কলিকাতার খোস গল্প শ্রবণ করিয়া সকলেই আমাকে ভাল বাসিতে লাগিল। ক্রমে সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের স্নেহ চক্ষে পতিত হইলাম। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ইংরাজী ভাল জানিতেন না, সেই কারণে আমাকে সর্ব্বদা তাঁহার সম্মুখে রাখিতেন। এইরূপে কিছু দিন যাইতে না যাইতে রাজসংসারে আমার বিশেষ প্রতিপত্তি হইল। সকলেই আমাকে চিনিল। এমন কি মহারাজ অবধি স্বয়ং আমার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। এই রূপে পরম সুখে কালাতিপাত করিতে করিতে নিষ্ঠুরহৃদয় কাল—স্বীয় করাল কবল ব্যাদান করিয়া আমার খুড়া মহাশয়কে গ্রাস করিল। খুড়া মহাশয়ের অন্তিম ক্রিয়াদি সমাপ্ত হইলে, মহারাজের অনুগ্রহে আমি আমার খুড়ার পদ প্রাপ্ত হইলাম। দপ্তরের সকল লোকই আমার অধীন হইল। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় স্বয়ং আমার তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। এক দিন বেলা দুই প্রহরের সময়ে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আমার দপ্তরে আসিয়া বলিলেন—"বাবু তিনকড়ি! তোমাকে আজ অবধি আমার বাসায় থাকিতে হইবে, সেই স্থানেই তোমাকে বাসা স্থির করিয়া দিব; কারণ সময় অসময় তুমি কাছে থাকিলে আমি অত্যন্ত সুখী থাকি?" আমি তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতাম, তাঁহার কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া পর দিবস প্রত্যূষে তাঁহার আবাসে গেলেন। রাজবাটীর সম্মুখেই তাঁহার বাসা ছিল। তিনি সস্ত্রীক তথায় থাকিতেন। ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁহার কন্যা পুত্রও ছিল। বাসাবাটীটি দোমহলা।

বাহির মহলের একটী কামরায় স্বয়ং বসিতেন। আর একটী কামরায় আমার বাসা স্থির করিয়া দিলেন। আমি সেই ঘরের চাবি খুলিয়া দেখিলাম, গৃহটী অত্যন্ত অপরিষ্কার রহিয়াছে। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় স্বয়ং সেই স্থানে আসিয়া বলিলেন :—

"বাবু এবাটীতে সর্ব্ব প্রথমে রাজার মোক্তার থাকিত, তাঁহার ঐ ঘরেই মৃত্যু হয়, সেই অবধি ঐ ঘর খোলা হয় নাই। তিনি অতি বৃদ্ধাবস্থা অবধি এই রাজসংসারে কার্য্য করিতেন। মৃত মহারাজ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালও বাসিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর অন্যান্য তৈজস পত্রাদি তাঁহার পুত্রেরা আসিয়া লইয়া গিয়াছে; কেবল কতকগুলি কাগজ ও একটী ভাঙ্গা পেঁটারা আছে, তাহা অকর্ম্মণ্য বলিয়া ঐ স্থানে আছে। তুমি সেই গুলিকে বাহিরে ফেলিয়া ঘরটি তোমার ব্যবহারোপযোগী করিয়া লও?"

এই কথা বলিয়া সর্ব্বাধিকারী মহাশয় প্রস্থান করিলেন। আমি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অপরাপর বস্তু বাহিরে ফেলিয়া দিলাম। কেবল জীর্ণ পেঁটারাটীকে আবদ্ধ দেখিয়া তুলিয়া রাখিলাম।

সমস্ত দিবস রাজসরকারে কার্য্যাদি পরিদর্শন করিয়া সেই গৃহে আসিয়া শয়ন করিতাম। এইরূপে মনের সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মদন-প্রতাপ।

একদা বাসন্তী নিশিযোগে সৌম্য কিরণ বিতরণ করিতে করিতে কুমুদরঞ্জন জগৎ রঞ্জনার্থে নীলিম ছায়াপথ সমন্বিত গগন পটে প্রকাশিত হইলেন। তাঁহার মনোরম কিরণপ্রভায় আনন্দময়ের হৃদয়ে আনন্দ নাচিতে লাগিল, নিরানন্দের হৃদয়ে নিরানন্দ বেগে উথলিয়া উঠিতে লাগিল।

রাজপ্রাসাদের অন্দর মহলস্থ উপবনের সম্মুখে একটী রাজপথ আছে, তাহা অপ্রশস্ত ; এবং তাহার দুই ধারস্থ বড় বড় বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষসমূহ, মেঘদামকে স্পর্শ করিয়া, মহীতলে মূল যোজনা করিয়া, পুরাকাল হইতে প্রাচীন রাজগণের কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বিরাজিত রহিয়াছে। তাহাদের নিবীড় পল্লবাবলির মধ্যে সুধাংশুর অংশু পতিত হইয়া অতীব মনোরম হইয়াছে। জ্যোতির্ম্ময় হীরক খণ্ডের ন্যায় সজ্জীভূত জোনাকীর পাঁতি ক্ষণদীপ্তি প্রকাশ করিতেছে। এমন সময়ে আমি সেই অনিবার্য্য শোভাসম্পন্ন স্বভাবের শোভায় বিমুগ্ধ হইয়া এক দৃষ্টে তদ্দেশে চাহিয়া রহিয়াছি, আর ভারতচন্দ্রের আখ্যায়িকায় নায়ক কাঞ্চিপুর রাজপুত্রের বকুলমূলে দণ্ডায়মানভঙ্গীসংলিপ্ত ভারত চন্দ্রের রচনার মাধুরী মনে মনে ভাবিতেছি। ভাবিতে ভাবিতে আমার মন অত্যন্ত তন্ময় হইয়া গিয়াছে। সেই প্রদেশের শোভা দেখিতে ২, কখন অংশুমণ্ডিত—মৃদু পবন বিতাড়িত—খদ্যোতবিশোভিত অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষাবলীর শোভা দেখিতেছি; কথন বাসন্তীশোভা সংযুক্ত নীল নৈশাকাশের একমাত্র শোভাস্থল, কবিগণের —বর্ণনার একমাত্র গৌরবস্থল নক্ষত্র দাম শোভিত চন্দ্রমাকে—অতৃপ্ত নয়নে দেখিতেছি। পুষ্পসৌরভ চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়াছে। এমন সময়ে সেই রাজপথ হইতে হঠাৎ দ্রুত চালিত অশ্বের পদবিক্ষেপ শব্দ আমার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল। আমি আশ্চর্য্য হইয়া একদৃষ্টে সেই অশ্বোপরি নির্ণিমেষ দৃষ্টিসংরক্ষণ করিলাম। একদণ্ড অতীত হইতে না হইতে পুনরায় পূর্ব্ববৎ অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইল। শ্রুত হইবামাত্র যেমন উৎসুক সহকারে চাহিয়া রহিলাম, অমনি সেই নীবিড় বৃক্ষাবলির মধ্য হইতে চন্দ্রমার কৌমুদী প্রভায় একটী সজ্জীভূত দ্রুতগামী অশ্বকে দেখিলাম। মনে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল, পুনরায় অশ্বের আগমন প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিলাম। এক নিমেষ অতীত হইতে না হইতে,অশ্বটী পুনরায় সেই দিকে গমন করিল। এবারে আর তত দ্রুত গতি নাই। এবারে স্পষ্টই দেখা গেল যে—সেই অতুল শোভাসম্পন্ন প্রকৃতির নয়নানন্দময় চিত্র সমূহের একটী শোভাস্থল রূপ—সেই চন্দ্রকিরণ বিশোভী অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষমূলে সুসজ্জীভূত অশ্বোপরি—একটী বয়স ও

সৌন্দর্য্য গর্ব্বে গর্ব্বান্বিত মানব উপবিষ্ট রহিয়াছে। সে দিবস চন্দ্রকিরণের এত-দূর প্রখর প্রভা ছিল—যে আমার নিকট হইতে শত হস্ত পরিমিত ব্যবধানের অন্তরে যুবক অশ্বোপরি বহিয়াছে, তথাপি তাহার আপাদ মস্তক বেশ স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে। মনে এক নবীন ভাবের উদয় হইল। হৃদয়স্থ নির্ব্বাপিত উদ্দীপনা আজ উদ্দীপ্ত হইয়া আমার বহুকালের বহস্যদর্শন লালসা জাগিয়া উঠিল। আমি অত্যন্ত কৌতূহলান্বিত ও রাজবাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সেই যুবকের সন্নিহিত হইতে ইচ্ছুক হইলাম। যে পথের ধারে সেই যুবক দণ্ডায়-মান ছিল তাহার কিয়দ্দূরে একটী নিভৃতস্থলে নিভৃতভাবে বহিলাম। তথা হইতে রাজবাটীর অন্তঃপুরের পশ্চাদ্ভাগ বেশ দেখিতে পাওয়া যাইতে লাগিল; এবং অদূরবর্ত্তী অশ্বারোহী যুবকের সুধাংশুর অংশুমণ্ডিত মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইতে লাগিল। মৃদু মন্দ বাহিত পবন সৌরভান্বিত হইয়া দিগ্দেশ আমোদিত করিয়া তুলিল। স্নিগ্ধরশ্মির প্রভা স্বীয় প্রভাকে অধিক পরিমাণে প্রভান্বিত করিবার কারণ যুবকের কুঙ্কুম বিরঞ্জিত গণ্ডদেশে পতিত হইয়া শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। পবন হিল্লোলে হিল্লোলিত কেশদাম যুবকের মস্তকে কম্পিত হইতে লাগিল। যুবকের সর্ব্বাঙ্গে একটী কিংখাপের অঙ্গরক্ষক ছিল, তাহাতে, লম্বমান হীরকখচিত স্বর্ণহার জনাকীর পাঁতির ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া যুবকের বক্ষপ্রদেশে ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতে ছিল। কতক্ষণ এই ভাবে চাহিয়া আছি, এমন সময়ে রাজপ্রাসাদের ছাদোপরি দৃষ্টি পড়িল। তথায় একটী নবচন্দ্রোদয় দেখিলাম। ছাদোপরি একটী অসামান্য রূপলাবণ্য সম্পন্না—যৌবন শোভায় শোভমানা—মৃদু হিল্লোলিত উর্ম্মিকুলের ন্যায় পবন কম্পিত কৃষ্ণ কেশ শোভিতা—যুবতী—বক্ষের উপরিভাগাবধি প্রকাশিত করিয়া অশ্বখমূলস্থিত যুবকের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। অলৌকিক ঘটনা! এক দিকে রাজভোগগর্ব্বিতা অপরূপ রূপবতী ললনা; আর একদিকে পথস্থিত সুন্দর যুবক!! মদনের প্রতাপ অত্যন্ত প্রখর। যুবতীর দৃষ্টিরূপ বাণ যুবকের হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে। যুবকের দৃষ্টিরূপ মদন বাণ যুবতীর হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে। উভয়ের মরমের ব্যথা উভয়েই ভোগ করিতেছে। যাতনায় উভয়েই নিশ্চল উভ-

য়ের মনের ভাব উভয়ের হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে; মদনের ভীষণ প্রতাপ উভয়েই ভোগ করিতেছে, এক নিমেষ দুই নিমেষ, ক্রমে একদণ্ড অতিত হয়, তথাপি উভয়ে নিস্পন্দ দণ্ডায়মান থাকিয়া আঁখিদৃষ্টিতে উভয়ে মনে মনে কথা কহিতে লাগিল, যেন উভয়ের পরিণয় মনে মনেই হইতে লাগিল;—চন্দ্রের কিরণ বিবাহের চন্দ্রাতপ হইল, পবন হিল্লোল—পরিণয় সহচরী হইল, উভয়ে উভয়ের আঁখিদৃষ্টি কররূপে ধারন করিল, ঝিঁঝিঁরব অলক্ষে হুলুধ্বনির কার্য করিল, উভয়ের মন উভয়ে চুরি করিল; কে কার চুরি করিল তাহা উভয়ে জানিতে পারিল; সাক্ষী আকাশের চন্দ্র, নক্ষত্রদাম, অশ্বথ ও বটবৃক্ষ; পরিণয় কার্য্য সমাধা হইল, মনে মনেই মাল্য পরিবর্ত্তন হইল। এই মহাপ্রণয় সমরে মদন প্রতাপই বিজয়ী হইল, এক দণ্ড অতীত হইল এমন সময়ে—প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী উপবনস্থ দ্বার উদ্ঘাটীত হইল, একটী প্রবীনা স্ত্রীলোক অভিসারিকা বেশে আস্তে আস্তে সেই যুবক সন্নিহিত অশ্বথ বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইল, যুবক সসব্যস্তে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া প্রবীনার নিকটে দাঁড়াইল; দাসী কটীদেশ হইতে একখানি পত্রিকা বাহির করিয়া যুবককে প্রদান করিল, যুবক সহস্তে তাহা গ্রহণ করিয়া অট্টালিকার উপরস্থ যুবতীর প্রতি চাহিয়া পত্র খানিকে প্রেমভরে চুম্বন করিয়া স্বীয় কটীদেশে রক্ষা করিল এবং অনতিবিলম্বে আর এক খানি পত্র স্বীয় কটীদেশ হইতে বাহির করিয়া দাসীর হস্তে প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার অশ্বোপরি আরোহন করিয়া দ্রুতবেগে অশ্বটীকে ছুটাইয়া দিল, অশ্বও অদৃশ্য হইল আর দ্বিতীয় চন্দ্রমা সদৃশা রূপসী যুবতীও অদৃশ্যা হইল। দাসী পুনরায় উপবনের মধ্যে যাইয়া দ্বার রোধ করিল আমিও অলৌকিক রহস্যের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বাটীতে প্রস্থান করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণামোহন বাবু।

রাত্রি আট ঘটীকা অতীত প্রায় হয়, এমন সময়ে আমি সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বাসার দ্বারদেশে উপনীত হইলাম; দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখি যে—ঘরে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বসিতেন, সেই ঘরটী পূর্ব্ব দিবসাপেক্ষা অধিক প্রকার আলোকে আলোকিত করা হইয়াছে এবং সেই ঘরের দ্বারদেশে একজন হিন্দুস্থানী দ্বারবান বসিয়া আছে। আমি দ্বারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের ভৃত্যকে দেখিতে পাইলাম, সে আমাকে দেখিয়াই বলিলঃ—"

"আপনাকে বাবু খুঁজ্‌ছিলেন?"

আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে সে বলিলঃ—"বাবুর মাস্তুতো ভাই কলিকাতা হইতে বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, তিনি অত্যন্ত বড় লোক, বাবু তাঁহার সহিত আপনার আলাপ করাইবেন বলিয়া চেষ্টা করিতেছিলেন।"

আমি তাহার কথায় আশ্চর্য্য হইয়া সর্ব্বাধিকারী মহাশয় কোথায় জিজ্ঞাসা করিলাম।

তাহাতে সে বলিলঃ—

"বাবু তাঁহার মাস্তুতো ভ্রাতার সহিত অন্দরে আছেন।" ভৃত্য এই কয়েকটী কথা কহিয়া প্রস্থান করিল, আমি সন্দিগ্ধ চিত্তে আমার গৃহের চাবি খুলিয়া আলো জ্বলিলাম। আলো জ্বালা হইলে রাস্তার ধারের জানালা খুলিয়া ক্ষণেক অতীত ও উপস্থিত ঘটনা ভাবিতে ভাবিতে নয়টা বাজিল!! আহারের সময়ে ভৃত্য আসিয়া আহারার্থে ডাকিল, আমি আহার করিয়া পুনরায় বাহিরে আসিয়া আমর গৃহে প্রবেশ করিলাম, সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের মাস্তুতো ভ্রাতার সহিত স্বাক্ষাৎ করিব বলিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, ক্রমে দশটা বাজিল তথাপি

তিনি কিম্বা সর্ব্বাধিকারী মহাশয় কেহই বাহিরে আসিলেন না, তথাপি অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, আবার টুং টুং করিয়া এগারো বাজিল।

নিশা নিশিথিনী বেশ ধারণ করিলেন, চতুর্দ্দিক গম্ভীর হইয়া আসিল, ফেরুপালের উচ্চরব, কুক্কুরের চীৎকার ও পেচকের—ক্রন্দন—নিশার নিস্তব্ধতাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। নিদ্রাদেবী মোহিনী মুর্ত্তিতে আমাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন, আমি নিদ্রায় কাতর হইয়া গৃহের দ্বার অবরোধ করিয়া শয়ন করিলাম, নিদ্রার মোহে কিছু জ্ঞান আছে এমন সময়ে, বোধ হইল সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বসিবার ঘরে কে যেন প্রবেশ করিয়া দ্বার অবরোধ করিল।

নিশা দ্বিতীয় যামে পদার্পন করিয়াছেন—এমন সময়ে একটী কুস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলাম, জাগিয়া উঠিলাম বটে—কিন্তু আলস্যে হত-চৈতন্য রহিলাম; হটাৎ দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দ আবার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল; আমি চমকিত চিত্তে সতর্ক হইয়া শুনিলাম কে যেন দ্বার সন্নি-হিত প্রদেশে ফিস্ ফিস্ শব্দে কথা কহিতেছে। আমার মন সভীত ভাব ধারণ করিল, আমি ত্বরায় গাত্রোত্থান করিলাম, গাত্রোত্থান করিবামাত্র কে যেন কাহাকে বিদায় করিয়া দ্বার রোধ করিল, আমি আশ্চর্য্যচিত্তে রাস্তার দিকের জানালার নিকটে গিয়া রাস্তার উপরে দৃষ্টিরাখিয়া দেখিলাম, অনতিদুরে বৃক্ষমূলে একটী সালাঙ্কারা স্ত্রীলোক গমন করিতেছে। আমার মন অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইল।

ভৈরবী রূপীণী যামিনী ভয়ঙ্করী—মুর্ত্তিতে পৃথিবীতে রাজত্ব করিতে-ছেন; সে প্রতাপে সকলেরই হৃদয় কম্পমান! তবে সাহস কার? বীরের!! কারণ সে চামুণ্ডা মুর্ত্তিতে কখন শত্রুর বধ রক্ত পান করিবে তাহাই তাহার অভিলাষঃ—?

আর সাহস কার?—বিরহ ব্যথিতের!! বিরহ বেদনার যাতনা কখন স্নিগ্ধ হইবার নহে।

আর সাহস কার—?—দস্যুর!! লাভের ইচ্ছায়—! আর সাহস কার?

অভিসারিকার !! গুপ্ত প্রণয়ের কারণ? মনে আরো কত কি ভাবিলাম, কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না; পুনর্ব্বার নিদ্রা যাইতে চেষ্টা করিলাম তাহাতেও সক্ষম হইলাম না। উপস্থিত রহস্যের আনুপূর্ব্বিক কারণ জানিতে উৎসুক হইল। আমি আস্তে আস্তে গৃহের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলাম; ধীরে ধীরে দ্বারদেশে আসিলাম, তথায় ও কাহাকে দেখিতে পাইলাম না: মনে ভয়ানক বিস্ময়ের উদ্রেক হইল, কি করি পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলাম; আসিবার কালে একটু কাগজ পায়ে ঠেকিল, তাহা কুড়াইয়া লইয়া আসিলাম; আস্তে আস্তে দ্বার রোধ করিলাম, কাগজ খানিকে জানালার কাছে লইয়া প্রখর সুধাংশুর অংশুর সাহায্যে খুলিয়া দেখিলাম একখানি লিপি, মনে বিস্ময় উপস্থিত হইল: সেই কৌমুদীর আলোকে অনেক কষ্টে পাঠ করিতে বসিলাম।

"অনঙ্গের জয় হউক !!

শ্রীলা শ্রীমতি অনঙ্গমঞ্জরী—রাজকুমারীর

শ্রীকরকমলেষু

ভাই! তোমায় কি বলিয়া সম্বোধন করিব, কোন মান্যণীয়—সম্বোধন তোমার হৃদয়ে প্রীতিকর হইবে, তাহা কেমন করিয়া জানিব, সেই কারণে সভীত অন্তকরণে যাহা লিখিতেছি, যদি তুমি যথার্থই আমাকে ভাল বাসিয়া থাক, তাহা হইলে যাহা কিছু অপরাধ হইবে তাহা ক্ষমা করিও!

জীবনাধিকে! প্রায় মাসাবধি হইল তুমি আমার নয়ন পথে পতিত হও; কিন্তু তুমিও আমাকে দেখিতে, আমিও তোমাকে দেখিতাম, তুমি রাজকুমারী আমার ন্যায় সামান্য কিঙ্করকে মনে স্থান দিলেও দিতে পারিতে; কিন্তু আমি সামান্য লোক সে আশাকে স্বপ্নেও স্থান না দিয়া, কেবল চক্ষের দেখা দেখিতাম, তুমি কি ভাবিয়া দেখিতে

তাহা বুঝিতাম, কিন্তু আমি যা ভাবিয়া দেখিতাম, তাহা আমি স্বয়ংই বুঝিতে পারিতাম না।

আমি নৈরাশ সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলাম কিন্তু তোমার রূপচ্ছবি আমাকে পাগল করিয়া তুলিল, অতএব আর স্বদেশে থাকিতে না পারিয়া দাদার সহিত স্বাক্ষাৎ করিবার ছলনায় পুনরায় এখানে অদ্যই আসিয়াছি। আজ বিধি কি কৃপা বলেই যে উভয়ের মনোভাব উভয়ের নিকটে প্রকাশ করিয়া দিলেন তাহা কিছুই স্থির করিয়া বলিতে পারিনা।

অধিক কথা আর কি বলিব, যদি হৃদয় চিরিয়া দেখাইবার হইত তাহা হইলে দেখাইতাম, যে পূর্ব্বে তোমার রূপজ্যোতি মাত্র অঙ্কিত ছিল, আজ তোমার সহচরীর মুখে তোমার নাম শুনিয়া অবধি তোমার নাম অঙ্কিত হইয়াছে। এ জন্মে যে মুছিবে তাহা বোধ হয় না।

তোমারি

দক্ষিণামোহন।"

পত্রের সর্ব্বাংশ পাঠ করিয়া হৃদয় কাঁপিতে লাগিল; অনঙ্গমুঞ্জরী বর্ত্তমান মহারাজার কন্যা, পত্রের লেখক "দক্ষিণামোহন।" এ ব্যক্তিই বা কে? সমস্তই আশ্চর্য্যজনক, পত্রের—প্রতি শব্দই কৌতুহলবিশিষ্ট, দক্ষিণামোহন রাজকুমারী—অনঙ্গমুঞ্জরীর প্রণয়ার্থী! অলৌকিক ঘটনা, এ পত্র এখানেই বা কেমন কোরে এলো, মনে নানা বিষয় ভাবিতে ভাবিতে পত্র খানি লুক্কাইত ভাবে রাখিয়া শয়ন করিলাম। ভাবনায় নিদ্রা যাওয়া হইল না, মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, সারা নিশা পত্রোক্ত রহস্যের আনুপূর্ব্বিক ভাবিতে ভাবিতে ঊষা সমীর—প্রবাহিত হইতে লাগিল, আমি নিদ্রা যাইলাম।

ক্রমে প্রভাত হইল; হঠাৎ কে যেন "দক্ষিণামোহন!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, সেই চীৎকারে আমি চমকিত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সসব্যস্তে দ্বার খুলিয়া দেখিলাম সর্ব্বাধিকারী মহাশয় একটী রূপা বাঁধানো

হুঁকা হস্তে দরদালানে বসিয়া তামাক খাইতেছেন; তিনি পুনরায় "দক্ষিণামোহন" বলিয়া চীৎকার করিলেন।

আমি চমকিত হইয়া সন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম।

"মহাশয়—! কাকে ডাকৃচেন?"

তাহাতে তিনি বলিলেনঃ—

"বাবু! তুমি কি শোন নাই যে, কাল দুপুর বেলা কলিকাতা হইতে আমার ভ্রাতা "দক্ষিণামোহন" আসিয়াছে।"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুনরায় বলিলাম।

"তিমি কোথায়?"

আমার প্রশ্নমতে তিনি বলিলেনঃ—

"আমার বসিবার ঘরে শায়িত আছে—বেলা হোল তাই ডাক্চি?"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে; বসিবার ঘরের দ্বার কাঁপিয়া উঠিল, মনে মনে "দক্ষিণা মোহন" দেখিব বলিয়া আহ্লাদিত হইয়া দ্বার দেশে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম; এক নিমেষ অতীত হইতে না হইতে মদন মোহন মুর্ত্তিতে প্রকাশিত "দক্ষিণামোহনকে" দেখিয়া বিস্ময় সাগরে ভাসিতে লাগিলাম:—সমস্ত আশ্চর্য্যময় দেখিলাম, আমার পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে মস্তকের অগ্রভাগাবধি কাঁপিয়া উঠিল, যে যুবককে গত দিবস সন্ধ্যার পরে রাজবাটীর পশ্চাতে অশথমূলে অশ্বোপরি আরোহিত দেখিয়া ছিলাম সেই যুবকই "দক্ষিণামোহন!!" সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের ভ্রাতা!! রাজকুমারী অনঙ্গমুঞ্জরীর প্রণয় পত্রিকার নায়ক!!!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রকৃতী-চক্র।

এই বিভিষিকাময়ী সংসার বারিধির বক্ষোপরি প্রকৃতীর বাহুবলোদ্ধৃত উন্নত তরঙ্গচয় ভীষণ চিত্রে চিত্রিত হইয়া কালের অনন্তসীমায় আহত হইতে হইতে তপনদেব সে দিবস বিষুবরেখায় অতিথী হইলেন। এদিকে প্রকৃতী-দেবীর নিমেষপরিবর্ত্তনশীল ক্রীড়া জগতের সকলকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল; কুহকীরূপিণী প্রকৃতী এক অঙ্গে দুই রূপ ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। বোধ হয় মহীতলস্থ বাসন্তী শোভায় স্বর্গীয় দেবগণকে বিমুগ্ধ করিতে লাগিল, আর গগন পটস্থ ভীমময় চিত্রে নিরয়গামী সংসারবাসীগণকে ভয় দেখাইতে লাগিল।

আকাশে ভয়ানক চিত্র চিত্রিত হইয়াছে, প্রকৃতী করালবদনী চণ্ডীরূপে আবির্ভূতা হইয়া রণরঙ্গে নৃত্য করিতেছে; দক্ষিণায়ণাভিলাষী সূর্য্যদেব—প্রখর কিরণাভিভূত হইয়া—ত্রিলোক পরিকম্পিত করিয়া—প্রকৃতীর ভ্রুকুটী সমন্বিত দক্ষিণ বক্র নয়নের তারকারূপে বিরাজিত হইয়াছেন; শিখণ্ডী শৈলজ বায়ু কঠোর বিষাক্ত নাগগণের নিশ্বাসে বিষমণ্ডিত হইয়া, আবাল বৃদ্ধ সকলকেই জর্জ্জরিত করিয়া প্রকৃতীর ঘন ঘন নিশ্বাস রূপে প্রবাহিত হইতেছে। জগদীয় সকলেই এই চিত্রে সভীত।

আবার মহীতলে অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশিত হইয়াছে; প্রকৃতী নবীনা যুবতীবেশে সকলের হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিতেছেন, বাসন্তী হিল্লোলে হিল্লোলিত প্রস্ফুটিতোন্মুখী কমল কলিকা পীনোন্নত পয়োধর রূপে, মনোরম কুমুদ কলি ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদনের দন্তরূপে, আশোকপ্রসূন গুচ্ছ ভূষণরূপে সজ্জিত হইয়া অপরূপ শোভাময় হইয়াছে।

এমন মনোহর দ্বিপ্রহর সময়ে আমি আমার বাসাগৃহে উপবিষ্ট আছি; রাজবাটীতে যাওয়া হয় নাই, কারণ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আমাকে আজ তাঁহার কোন কার্য্যবশতঃ বাসায় থাকিতে বলিয়াছিলেন।

মনে কত কি ভাবিতেছি আর সম্মুখস্থিত সহকার ও মাধবীসম্মিলনের প্রণয়বার্ত্তরূপ কোকিলের কুহুধ্বনি শুনিতেছি। প্রকৃতির মনোরম রূপে বিমোহিত হইয়া নানা ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে মনে একটী নব অভিলাষের উদয় হইল; মৃত মোক্তার মহাশয়ের পেটারার প্রতি দৃষ্টি পড়িল; পেঁটারাটীর অতিশয় জীর্ণ; উপরি ভাগস্থ চর্ম্মাবরন জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া নষ্ট হইয়াছে, কোথাও সাক্ষীর স্বরূপ অল্প পরিমানে পেঁটারাটীর কঙ্কাল রূপ বেত্রের গাত্রে সংলগ্ন রহিয়াছে; স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ২ ইন্দুরের দন্ত ক্ষত গহ্বরের মধ্য হইতে আরসুলাগণ স্বীয় স্বীয় শ্মশ্রু নির্গত করিয়া আমোদ করিতেছে; কোথাও মাকড়ষাগণ স্বীয় স্বীয় জাল বিস্তার করিয়া নিষ্করে রাজ্য ভোগ করিতেছে; এক্ষণে পেঁট্রাটী মানবের ব্যাবহারোপযোগী না হইয়া কীট যোণীব আশ্রয় ভূত হইয়াছে।

মনে কেমন কৌতুহলের উদয় হইল, আস্তে আস্তে পেঁটরাটীর নিকটে যাইয়া অতি সাবধানে পেটরাটীকে নামাইলাম, নামাইবা মাত্র তাহার উপরিস্থ ঢাকনী.টী লোহবন্ধনীর জীর্ণতা প্রযুক্ত খসিয়া যাইল, সেই শব্দে উপস্থিত বিপদাশঙ্কায় সুখস্বচ্ছন্দ নিবাসী একটী ক্ষুদ্র ইন্দুর লাফাইয়া প্রস্থান করিল; ভিতরে মহা প্রলয় ভাবিয়া আরযুলাগণ সকম্পিত ভাব ধারণ করিল, আমি সন্দিগ্ধ চিত্তে আস্তে আস্তে আবরন উন্মোচন করিলাম; আবরন উম্মুক্ত হইবার মাত্রই তাহারা মস্তকোপরি রাশি রাশি আলোক দেখিতে পাইয়া সভীত ভাবে প্রস্থান করিতে লাগিল; মাকড়ষারা স্তম্ভিত হইয়া স্বীয় স্বীয় জাল গুটাইতে আরম্ভ করিল; পেঁটারাটীর গর্ভ প্রদেশ উই পোকার মাটীতে ও আরশুলার বিষ্টাতে প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। একধারে কতকগুলি হস্ত লিপিকৃত অতি পুরতন ও উইপোকার দংশনে দষ্ট কাগজ দেখিতে পাইলাম; কাগজগুলি পুরাতন, হরিত বর্ণের ও পুরু ছিল, তাহাতেই যে যে ভাগ জীর্ণ হয় নাই তথায় পুরাতন মসী মণ্ডিত হস্ত লিপি সমস্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। আমি কৌতুহল পরবশ হইয়া আরসুলা ও মাকড়ষা সকলের গ্রাস হইতে

পেঁটরাটীকে বেদখল করিয়া ঐ কাগজগুলিকে আস্তে২ উত্তোলন করিলাম, উহা খণ্ড কাগজ নয়, চারি খানি খাতা, সকলগুলিই অত্যন্ত জীর্ণ, কিন্তু লেখা গুলি অত্যন্ত স্পষ্ট রহিয়াছে, মনে কেমন আনন্দের উদয় হওয়াতে আমি তিন খানি খাতা তুলিয়া রাখিয়া প্রথম খানিকে বেশ যত্নের সহিত, খুঁলিয়া দেখিলাম, তাহার প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষপ্রদেশে কয়েক ছত্র কবিতা লিখিত রহিয়াছে, সবিস্ময়ে পাঠ করিতে চেষ্টা করিলাম, তাহার অনেকাংশই উইপোকার উদরস্থ হইয়াছে,——

"নাহি বেদ, নাহি তন্ত্র, নাহি যোদ্ধা বীর।
আছে মাত্র ভারতের দুঃখ কাহিনীর॥
ঋতু নেত্র দুই জন মিলে চক্র ঘোরে।
না বুঝিল ভারতীর কুগ্রহের ফেরে॥
কুপাত্রে করিয়া দান মহামতি রাজা।
না হোলে হোতে কি এত ভারতের সাজা॥
প্রকৃতীর চক্র হেরি এভব মাঝারে।
স্থাপিনু "প্রকৃতি চক্র" বাঙ্গালা সংসারে॥"

এই কয়েক ছত্র অনেক কষ্টে পাঠ করিলাম, পাঠান্তে মনে কেমন উদ্দীপনার উদয় হইল, আনুপূর্ব্বিক সমস্তই পাঠ করিতে ইচ্ছুক হইলাম; খাতাখানিকে অনেক যত্নে পরিষ্কার করিয়া পাঠ করিতে বসিতে না বসিতে এক খানি গাড়ি আসিয়া দ্বারে পঁহুছাইল, আমি সচকিতে খাতাখানি গোপন করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, সত্বাধিকারী মহাশয় ও দক্ষিণামোহন বাবু!!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মধু সমাগমে মাধবী সম্মিলন।

প্রকৃতীর আর ভীমা বেশ নাই—আর যুবতী বেশ নাই—এক্ষণে বিরহ-কাতরা ভাবে অভিসারিকা বেশে সজ্জিতা হইয়াছেন। তাঁহার মনোভাব সূর্য্যমুখী ও পদ্মিনীই প্রকাশ করিতেছে; এখন মলয় বায়ু উভয়েরই অপ্রীতীকর হইয়াছে। অবোধ মলয় পবন পদ্মমণীর মনের ভাব না বুঝিয়া কামাতুরের ন্যায় বারম্বার তাহার গাত্র স্পর্শ করিতে লাগিল; তাহাতে পদ্মের মুখে প্রফুল্লতার পরিবর্ত্তে কুঞ্চণ ভাব প্রকাশ হইল, সূর্য্যমুখী হেঁটমাথায় একধারে সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল; মধুকরী মনের ভাব বুঝিল, উন্মত্ত ভ্রমর ও মধুকরগণকে বারম্বার তথায় যাইতে বারণ করিতে লাগিল; স্নিগ্ধ সলিল অনলের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিল; স্নিগ্ধ পবন দাবাগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিল, উভয়ে মনের দুঃখে কেহ জলে ডুবিতে কৃতসংকল্প হইল, কেহ বা মনাগুণে শুকাইয়া যাইল। সন্ধ্যা নিপুনা দূতী; সে প্রকৃতির মনের ভাব বুঝিল; দূতীবেশে সজ্জিত হইয়া প্রকৃতির নিকটে দেখা দিয়া তাহায় বিরহবেগ আরো উথলিয়া দিতে লাগিল, অভিসারে পরামর্শ দিল; এতক্ষণে প্রকৃতি সম্মতা হইয়া অভিসারিকা বেশ ধারণ করিল; নববেশ ধারনার্থে কুণ্ডলীকৃত কানেড়া সর্প তাঁহার মনোহর কবরী রূপে প্রকাশিত হইল; গগণের চন্দ্রমা শিরোমণি হইল, নবপ্রস্ফুটীতোন্মুখী কুমুদ কলিকাকুল সুহাস বদনমণ্ডলস্থ দন্তপাঁতি রূপে শোভিত হইল; গোলাপ ও কাশ্মীর কুঙ্কুম অঙ্গের সুকুমার আভা রূপে প্রকাশিত হইল, চন্দন প্রভৃতির সুগন্ধ সুগন্ধীভাবে চতুর্দ্দিক উন্মত্ত করিয়া তুলিল; মৃদু হিল্লোলিত পল্লবদলের মর মর শব্দ তাহার অলঙ্কার শব্দ রূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিল; নিশা

—তারকা, জোনাকী ও ঔষধি মণ্ডিত হইয়া হীরকখণ্ড খচিত নীলাম্বরী বসন রূপে শোভিত হইল। অপরূপ রূপ এই রূপে প্রকৃতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ক্ষণ কালের জন্য মুগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি স্থির মনে খাতাখানির বিষয় ভাবিতেছি; ভাবিতে ভাবিতে মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল, সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আজ কেন এত সসব্যস্ত আছেন, তাহাই ভাবিলাম, কতক্ষণের পর সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বৈঠকখানায় হুকার জলবুদ্বুদের শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল আমি পাদচালনা করিতে করিতে বৈটকখানার বাহির দিকে যে জানালা ছিল তথায় নিভৃত ভাবে যাইয়া ক্ষণেক দাঁড়াইলাম। দেখিলাম তাকিয়ায় ঠেস দিয়া দক্ষিণামোহন বাবু রূপের বাজার খুলিয়া সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের মুখের প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন, সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এক চিত্তে কোন—কথা তাঁহাকে বলিতেছেন। কতক্ষণের পর দক্ষিণামোহন বাবু একটু মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন;——

"দাদা! তোমাকে বলিতে আমার বাধা কি? প্রণয়ের প্রবল তরঙ্গে যে একবার সন্তরণ দিয়াছে—সেইই জানে—যে তাহার কতদূর প্রবলতা!! আমি এখন প্রবৃত্তি স্রোতে ভাসমান হইতেছি; অনঙ্গমুঞ্জরীর প্রণয় অশ্রু আমার হৃদয়ে সিঞ্চিত হয়েচে; এক্ষণে যদি দৈব আমার প্রতিকুলাচরণ না করে; তাহা হইলে আমি সেই সুন্দরী ললনা সম্মিলন অনায়াসেই লাভ করিতে পারিব এবং আপনিও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইবেন; ইহাতে আপনার অভিলায কি?"

দক্ষিণামোহনের প্রত্যেক কথাই আমাকে সন্দেহ সাগরে ভাসাইতে লাগিল; কতক্ষণ পরে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলিলেন;——

"ভাই দক্ষিণামোহন! তোমাকে আমি যত প্রকার বুঝাইলাম, তাহাতে কোনটীই তোমার হৃদয়গত হইল না, আচ্ছা তোমার কথাই আমার অনুমোদনীয়, আমি কল্য প্রাতে আমার কন্যার বিবাহ প্রদান করিবার ছলনায় তোমার উপরে আমার কার্য্যের ভার প্রদান কোরে দেশে যাইব, তুমি এই অবসরে তোমার অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন কোরো!!

সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এই বাক্য শেষ করিলেই দক্ষিণা বাবু আনন্দ সাগরে নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন ঃ——

"আমারো ইহা মনোগত অভিপ্রায়!!"

উভয়ের কথাবার্ত্তার এক প্রকার শেষ হইলে, সকলেই ভবিষ্যৎ আনন্দে আপ্লুত হইয়া বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া ক্ষণেক বসিয়া থাকিলেন; কতক্ষণ পরে দক্ষিণামোহন বাবু সে গৃহ হইতে বায়ু সেবনার্থে বাহিরে আসিলেন।

আমাকে পদচালনা করিতে দেখিয়া সাগ্রহে আমার নিকটে আসিলেন, আমি বিনতি সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনিও আমাকে প্রতি প্রণাম করিলেন, ক্রমে পদচালনা করিতে করিতে ও নানা প্রকার কথা কহিতে২ রাত্রি অধিক হইয়া আসিল, তিনি অন্দরে আহার করিতে গেলেন আমিও আহারান্তে শয়ন করিলাম, পর দিবস নিয়মিত সময়ে রাজসরকারে কর্ম্ম করিতে গেলাম, সেই দিবস সর্ব্বাধিকারী মহাশয় রাজার অনুমতি লইয়া দক্ষিণামোহন বাবুকে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত করিয়া দেশে যাত্রা করিলেন; দক্ষিণামোহন বাবু ক্রমে আমার সহিত এতদূর প্রণয় করিলেন, যে স্বচ্ছন্দে আমার নিকটে আন্তরিক কথা অবধি বলিতে লাগিলেন। দিন দিন তাঁহার সুখ্যাতি রাজসংসারে প্রচারিত হইয়া আসিল।

এই ভাবে কিছু দিন যায়। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় দেশে যাইবার সময় স্বীয় পরিবারগণকে লইয়া গিয়াছিলেন; অন্দর মহল শূন্য ছিল, দক্ষিণা-মোহন বাবুরই অধীনস্থ লোকেরা তথায় থাকিত, আমি আমার গৃহে থাকিতাম।

একদা নিশি শশী বিরহে বিরহ যন্ত্রনায় ব্যথিত হইয়া ভীমা তমস্বিনী রূপে জগতে পরিভ্রমণ করিতেছেন, জোনাকির পাতি থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের ক্ষণদীপ্তিময় আলোক প্রকাশ করিতেছে, ঝিঁঝিঁপোকার স্থির গম্ভীর স্বরে চতুর্দ্দিক কম্পিত হইতেছে, শিবাগণের অশিব চীৎকারেই কেবল সেই গভীর, নিশিথ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হোচ্চে' মৃদুমাধবী পবন মৃদু হিল্লোলে জগৎকে আমোদিত করিতেছে প্রায়ঃ পুষ্পের সৌরভ স্বীয় স্বীয় গৌরব প্রকাশ

করণার্থে বাতাসের সহিত মিশিতে চেষ্টা করিতেছে। গৃহ পালিত কোকিল আনন্দিত মনে 'মদন বিচার'—সঙ্গীত প্রাণ ভরিয়া গান করিতেছে।

এমন সময়ে কোন কারণ বশতঃ নিদ্রাভঙ্গ হইল, কেন হইল তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, কত কি ভাবিতে লাগিলাম, হটাৎ অলঙ্কার ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল; বামাঙ্গবিশোভী অলঙ্কার ধ্বনি এখানে ধ্বনিত হইবার কোন কারণই দেখিতে পাইলাম না; ক্রমে কাহার কণ্ঠ ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, মন বিস্ময়ে আপ্লুত হইল; কণ্ঠ স্বর এত মৃদু যে তাহার একটী বর্ণও স্পষ্ট শ্রুত হইল না; সদর দ্বার খোলা হইল; কাহারা যেন আস্তে আস্তে বাহিরে যাইয়া দ্বার ভেজাইয়া দিল; আমি গাঢ় বিস্ময় তরঙ্গে ভাসিতে লাগিলাম, মনে কেমন কৌতূহল হইল, জানালা খুলিয়া রাজপথে চাহিয়া দেখিলাম প্রায় পঞ্চাশ হস্ত দূরে দুই জন মানুষ গমন করিতেছে। আমিও ত্বরায় গাত্রোত্থান করিয়া তাহাদের অনুসরণ করণার্থে আস্তে আস্তে দ্বার খুলিয়া রাজপথে উপস্থিত হইলাম, অতি দ্রুত যাইতে লাগিলাম; শরীর ভয় ও বিস্ময়ে পরিকম্পিত হইতে লাগিল; পথে একজনও চৌকীদার দেখিতে পাইলাম না; অগ্রস্থিত মানবদ্বয় সাহসে চলিতেছে আশাভরে চলিতেছে, ভাবি আশায় উন্মত্ত হইয়া চলিতেছে—অবিশ্রান্ত পদক্ষেপন করিতেছে, সম্মুখেই দেখিতেছে, পশ্চাতে কি দক্ষিণে বা বামে একবারও চাহিয়া দেখিতেছে না, কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ করিতেছে না; উভয়ে রাজবাটীর পার্শ্বে যে অপ্রশস্থ পথ ছিল তথায় প্রবেশ করিল; সম্মুখে অশথ ও বটবৃক্ষ জোনাকীর আলোকে আলোকিত হইয়া তাহাদের ভ্রুকুটী দেখাইতে লাগিল—তথাপি তাহারা ভয় পাইল না; ক্রমে রাজবাটীর পার্শ্বে যে বটতলায় দক্ষিণামোহন বাবু অশ্বোপরি দণ্ডায়মান হইয়া ছিলেন; সেই বটতলায় ক্ষণেক দাঁড়াইল, আমি সে স্থান হইতে দশ হস্ত অন্তরে একটী ঝোপের মধ্যে নিভৃত ভাবে রহিলাম, কতক্ষণের পর অগ্রস্থ যুগল মুর্ত্তিকে একটী নারী ও একটী পুরুষ বলিয়া স্থির করিলাম, ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে পুরুষটী যে দক্ষিণামোহন বাবু তাহা জানিতে আর আমার বাকী রহিল না।

উভয়ে কি কথা বার্ত্তা করিল, পরে স্ত্রীলোকটী দক্ষিণাবাবুকে পরিত্যাগ করিয়া সম্মুখস্থিত রাজ উপবনের দ্বারে প্রবেশ করিল; দক্ষিণা বাবু তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। কতক্ষণের পর পুনরায় উপবনের দ্বার উদঘাটীত হইল; সালঙ্কারা দূতীবেশে পূর্ব্বপরিচিত স্ত্রীলোকটী প্রকাশিত হইয়া দক্ষিণা বাবুর হাত ধরিয়া পুনরায় উপবনে প্রবেশ করিল, যাইবার সময়ে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উপবনের দ্বার রুদ্ধ করিতে ভুলিয়া গেল; আমি উপস্থিত রহস্য দর্শনে এতদূর উন্মত্ত হইয়াছিলাম, যে নির্ভয়ে সেই উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলাম, উদ্যানটী এতদূর প্রশস্থ, যে দীর্ঘ—প্রস্থ নয়নগোচর হইল না, তমসাচ্ছন্ন থাকায় দীর্ঘ দীর্ঘ তরুকুলই নয়নগোচর হইল, আর কিছুই ভাল দেখা গেল না, তবে যাহা অস্পষ্ট দেখা হইল, তাহাতে বোধ হইল যে, অতি মনোহর পরিপাটীতে উদ্যানটী সুসজ্জিত, সম্মুখে সরোবর, সরোবরের জলে আকাশের প্রতিবিম্ব পড়াতে কাচের ন্যায় চক্ চক্ করিতেছে; সেই সরসীর দক্ষিণ দিকে একটী সৌধস্তপের আকৃতি নয়নগোচর হইল, দূতী সেই সৌধস্তপের সম্মুখে যাইয়া দক্ষিণা বাবুকে তন্মধ্যে লইয়া গেল: আমিও গুপ্তভাবে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম; যাহাকে ইতিপূর্ব্বে সৌধস্তপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি; তাহা এক্ষণে অতি মনোরম বিরাম ভবন বলিয়া প্রতীয়মান হইল, এইটী মহারাণী ও রাজকুমারীগণের কেলিভবন; যে ভাগে আমরা প্রবেশ করিলাম, সে ভাগটী রাজকুমারী অনঙ্গমুঞ্জরীর কেলীভবন, এই স্থানে রাজকুমারীরা স্বীয় স্বীয় সখীবৃন্দের সহিত স্বাধীনভাবে ক্রীড়া করেন।

কেলীভবনের প্রথম স্তবকে প্রবেশ করিয়া চমকিত হইতে হইল, ভিতরে প্রবেশ করিবার আর কোন উপায় দেখিলাম না; একে তমসাচ্ছন্ন, তাহায় আবার চতুর্দ্দিক আবদ্ধ, কোথাও যাইতে না পারিয়া, তথায় দণ্ডায়মান রহিলাম, চারিদিকে চাহিতেছি এমন সময়ে আমার পশ্চাৎভাগীয় জানালা হইতে আলোক রেখা প্রকাশিত হইল; আমি তদ্দেশে যাইয়া দেখি একটী অপ্রসস্থ গলিপথের মধ্যস্থিত জানালার ভিতর হইতে আলো আসিতেছে, সেই অপ্রশস্ত স্থানটীর তিন দিক প্রাচীরে আবৃত, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া

দেখিলাম ভিতরে এক খানি সুসজ্জিত খট্টার উপরে কামদেবের দ্বিতীয় প্রতিমূর্ত্তির স্বরূপ দক্ষিণামোহন বাবু কপোলসংলগ্ন হস্তে উপবিষ্ট—আর সম্মুখে সেই পূর্ব্বপরিচিত দূতী দণ্ডায়মানা।

এই স্থানে যেন মহাকবি জয়দেব স্বীয় লিপির পরীক্ষা করিতেছেন, রাধা বিরহে একান্ত ক্লান্ত শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জের মধ্যে বসিয়া আছেন; দূতী রাধার বিরহ বেদনার সংবাদ গোচর করিতেছে; শ্রীকৃষ্ণ মদন বাণে ব্যথিত হইয়া নানা প্রকারে আপনাকে আপনি প্রবোধ দিতেছেন।

আজ দক্ষিণামোহন জয়দেবের লিপির উপমাস্থল হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিরহ কাতরে কাতর হইয়া মদনকে ভ্রম বশতঃ অনুনয় করিতে করিতে বলিয়াছিলেন "হে মদন! শত্রুই এ সংসারে বধ্য—ভক্ত তো বধ্য নয়!! তবে কেন তুমি আমাকে শত্রু ভাবিয়া যথাশক্তি পঞ্চবান পীড়নে ব্যথিত কোচ্চো!! বোধ হয় তোমার ভ্রম হইয়া থাকিবে!! মহাদেবই তোমার শত্রু! তুমি কি আমায় মহাদেব মনে কোরেচো!! আমি মহাদেব নই—আমার পশ্চাৎভাগে বেণী বিলম্বিত রহিয়াছে, ইহা জটাজুট নয়! মস্তকে শিখিপুচ্ছ মৃদু পবনে দুলিতেছে, ইহা কালসর্প—ফণা নয়!! কপোলে ত্রিপুণ্ড্র রেখা বিরাজিত, ইহা কপোলনেত্র নয়!!! অঙ্গে অগুরু চন্দন চর্চ্চিত—ইহা ভস্ম নয়! হস্তে বলয় বিশোভিত—ইহা রুদ্রাক্ষমালা নয়!! পীতাম্বর পরিধৃত—ইহা বাঘছাল নয়!! আমি কৃষ্ণ, আমাকে বধ করিও না।"

আজ দক্ষিণামোহনেরও সেই দশা উপস্থিত; আজ দক্ষিণামোহন নির্ভীক চিত্তে কামপূজনে রত হইয়া রাজ উপবনে প্রবেশ করিয়া যাহার উপাসনা করিতে আসিলেন তাহাকে না দেখিতে পাইয়া মনে মনে কামপীড়নে পীড়িত হইয়া কৃষ্ণের ন্যায় কামকে অনুনয় করিতে লাগিলেন।

দক্ষিণামোহনের হৃদয়ে মহাসমর উপস্থিত হইয়াছে; এক দিকে কামদেবের উত্তেজনা বাক্য আর এক দিকে লোক ভয়ে হৃদয়ের প্রতিঘাত শব্দ!! এ সময়ে কামদেবের উত্তেজনাই জয়ী হইল, দক্ষিণামোহন সম্মুখস্থ দূতীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন :——

"সুন্দরী! রাত্রি কত?"

দূতী উত্তর করিল:——"মহাশয়! প্রায় দুই প্রহর অতীত হয়।" দক্ষিণামোহন বাবু একটু ভ্রুকুঞ্চিত করিলেন; ভাবে বোধ হইল তাঁহার বিরহ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে আর তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না। কতক্ষণের পর পুনরায় তিনি প্রশ্ন করিলেন:——

"সুন্দরী! বোধ হয়—এ স্থলে অপর জন মানবের সমাগম হইবার উপায় নাই!!"

দূতী উত্তর করিল:——

"মালী ভিন্ন অপর কাহারো এ উদ্যানে প্রবেশের অধিকার নাই; এ আবাসের কথা কি বোল্‌চেন??"

দক্ষিণামোহন বাবু একটু স্মিত নয়নে চাহিলেন; কতক্ষণের পর অদূরে অলঙ্কার ধ্বনি শ্রুত হইল; আমিও বিস্মিত হইলাম, দূতী সাগ্রহে দ্বারাভিমুখে চাহিয়া রহিল;—সে সময়ে দক্ষিণামোহনের মনের ভাব কি হইল, তাহা কে বলিতে পরিবে, যদি কেহ কখন দক্ষিণামোহনের অনুকরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন। দক্ষিণামোহনের বাহিক ভাবে বোধ হইল তাঁহার হৃদয়ে কামবেগ ও লজ্জাবেগ প্রবল হইয়াছে; কামবেগে উন্মত্ত হইয়া আগন্তুক সালঙ্কারা যুবতীকে দেখিবার কারণ ঈষৎ বক্র কটাক্ষে চাহিতেছেন, আর লজ্জাবেগে মস্তক অবনত করিয়া সঙ্কীর্ণ ভাব ধারণ করিয়া আছেন।

দ্বার উন্মুক্ত হইল; একটী সখী সমভিব্যাহারে অপরূপ রূপলাবণ্য-বতী রাজকুমারী অনঙ্গমঞ্জরী মরাল গঞ্জিনী ভাবে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার রূপজ্যোঃতীতে গৃহের প্রদীপ হীনদিপ্তী হইয়া আসিল; অনঙ্গমঞ্জরী যৌবনগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া এই যে নবীন অভিসারিকা বেশ ধারণ করিয়াছেন তাহা বোধ হইল না, কারণ, তিনি সসাহসে দক্ষিণামোহনের বামে আসিয়া উপবেশন করিলেন, দক্ষিণামোহনের এই নূতন ব্রত সাধনা আরম্ভ হইয়াছে; তিনি যেমন বক্র দৃষ্টিতে ও স্মিত মুখে বসিয়াছিলেন তেমনিই রহিলেন উভয়ের মোহনীয়া রূপে উভয়েবিমুগ্ধ হইল, রূপজ্যোঃতি গৃহে প্রতিফলিত

হইল; উভয়ের হৃদয়ে অঙ্কিত হইল, যেন উজ্জ্বল মেঘদামে বলাকাশ্রেণী ক্রীড়া করিতে লাগিল; যেন উজ্জ্বল গগনে রামধনু প্রকাশিত হইল; যেন কাঞ্চনে হীরক খচিত হইল; অনঙ্গমুঞ্জরী রাজকুমারী কর্ত্রী; দক্ষিণামোহন এক্ষণে তাঁহার নিকটে অতিথি, রাজকুমারী অতিথি—সৎকারের উৎসাহে অগ্রে দক্ষিণামোহনের বাম হস্ত স্বীয় বাম হস্তে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে গলদেশ বেষ্টন করিলেন; মৃদু পবন মৃদু বহিল; বসন্তসখা কুহুরবে ডাকিল; মধুসমাগমে মাধবী সম্মিলন হইল!!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ের—অঙ্কুর !!

এ জগতে এমন কে আছে যে প্রণয়েব পরাক্রমের ইয়ত্তা করিতে পারে; কিন্তু প্রণয় সকলের সার, পৃথিবীর মধ্যে এমন কেহই নাই যে তাহার হৃদয়ে ইহ জন্মে এক সময়ে প্রণয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।! কি ধনি, কি দরিদ্র সকলেরই ইহাতে সমান অধিকার !! ভগবন্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, তাপস সুত সত্যবানকে প্রণয়ী করিয়া রাজকুমারী সাবিত্রির সহিত মিলাইয়াছেন, মহাকবি কালিদাস প্রকৃতীর একটী মহতী চিত্রের স্বরূপ মালিনী নদীর তীরবর্ত্তী কন্বমুনির আশ্রমেব অতিথি মহারাজ দুষ্মন্তের সহিত ঋষি দুহিতা শকুন্তলার প্রণয় বন্ধন করিয়াছেন; পূজ্যপাদ ভারতচন্দ্র কাঞ্চীপুর রাজকুমার সুন্দরের কর্ণে বর্দ্ধমান রাজকুমারী বিদ্যার রূপের কথা প্রকাশ করিয়াই প্রণয়ের বেগ উথলিয়া দিয়াছেন। প্রণয়!• তোমার মহিমা কার সাধ্য বর্ণনা করে? তুমি ভক্তি রূপে হৃদয়ে উদয় হইয়া মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনের স্নেহপাশে আবদ্ধ কর? তুমি স্নেহ রূপে জনক ও জননী—স্থানীয়গণের হৃদয়ে উদয় হইয়া পুত্রস্থানীয়গণের নিকটে ভক্তিপাশে আবদ্ধ

হও ? তুমি যোগরূপে উদাসীনের হৃদয়ে উদয় হইয়া জগদীশ্বরের আত্মাতে লীন কর। তুমি শান্তির আশ্রয় ; পুণ্যের আধার !!

আজ একটী নূতন প্রকৃতির চিত্র সন্মুখে চিত্রিত হইল ; অনঙ্গমুঞ্জরীর দক্ষিণ বাহু দক্ষিণা বাবুর গলদেশে বেষ্টিত হইল ; যেন রাখী পুর্ণিমার শশী মণ্ডলে বেষ্টিত হইল ; যেন প্রভাতের অরুণ সপ্তবর্ণমণ্ডিত সৌর মণ্ডলে শোভিত হইল ; যেন অস্তমিত তপন বিচিত্র বর্ণ মেঘে ঢাকা পড়িল। অতি অপরূপ শোভা ; একবৃন্তে পদ্ম ও গোলাপ ফুটিল।

দূতীগণ গৃহ হইতে বাহিরে আসিল, গৃহের আলোক জ্বলিতে লাগিল, উভয়ে ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিল, দক্ষিণামোহন এখনো মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিলেন না, অনঙ্গমুঞ্জরীও কথা কহিতে পারিলেন না, উভয়ে দারুণ তৃষায় তৃষিত, কুলে বিষ দেখিয়া জল খাইতে পারিতেছেন না। অনঙ্গমুঞ্জরী একবার স্থির কটাক্ষে দক্ষিণামোহনের আপাদ মস্তক দেখিয়া লইলেন ; দেখিলেন, দক্ষিণামোহনের নয়ন—দীপ্তি উষা কালীন শুকতারার ন্যায় লজ্জার তেজে উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে ; দক্ষিণামোহনের বদনমাধুরী লজ্জাবরণে আবৃত হইয়া তরল মেঘাবৃত পূর্ণশশীর ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হোচ্চে। জানুর উপরিভাগে সংলগ্ন কোমল কান্তিময় হস্তদ্বয়—সপদ্ম মৃণালের ন্যায় শোভিত রহিয়াছে। অনঙ্গমুঞ্জরী অমৃত বোধে দক্ষিণামোহনের রূপ—সুধা পান করিলেন ; আনন্দে উন্মত্ত হইয়া পান করিলেন—কিন্তু অন্তরে বিষের কায করিল, অনঙ্গমুঞ্জরী অস্থির হইয়া গদ গদ ভাবে বলিলেন ;———

"প্রিয়তম !—"

এই বাক্যটী উচ্চারণ করিয়া অনঙ্গমুঞ্জরীর জিহ্বা জড় হইয়া আসিল, তাঁহার মনের কথা মনেই রহিল, আর প্রকাশ করিলেন না ; 'প্রিয়তম' বাক্য শুনিয়া দক্ষিণামোহন চম্‌কাইয়া উঠিলেন, এক্ষনো লজ্জাভবে কোন কথা কহিতে পারিলেন না। অনঙ্গমুঞ্জরী পুনরায় বলিলেন :——

"প্রিয়তম ! লজ্জা আমাদের বিরোধী হইয়াছে।"

দক্ষিণামোহন একবার সতৃষ্ণ নয়নে অনঙ্গমুঞ্জরীর প্রতি চাহিয়া দেখি-

লেন ; কিন্তু কথা কহিতে পারিলেন না ; স্মিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন :—

অনঙ্গমুঞ্জরী অতিশয় বুদ্ধিমতী, তিনি মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন :—

"প্রিয়তম! উত্তম বস্তুর হিংসা সকলেই করে, প্রণয় অপেক্ষা উত্তম রত্ন এ পৃথিবীতে আর কি আছে ; দেখ এ স্থানে আর কেহ নাই—তথাপি লজ্জা আমাদের প্রণয়ফলের হিংসা করিতেছে ; এস ভাই আমরা সাহস ভরে উভয়ে উভয়ের হৃদয়রূপ উষর ক্ষেত্রে প্রণয়বীজ রোপন করি, অচিরাৎ অঙ্কুরিত হইয়া ফলপুষ্প শোভিত বৃক্ষে পরিণত হবে।"

এই কথা বলিয়া অনঙ্গমুঞ্জরী দক্ষিণামোহনের চিবুকে হস্ত প্রদান করিলেন। দক্ষিণামোহনের আর স্থির হইবার যো রহিল না—তিনিও অধীর হইয়া বলিলেন :—

"প্রিয়তমে! সমস্তই আমার পক্ষে প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হচ্চে! আমি কি তোমার প্রণয়ের উপযুক্ত পাত্র। একি স্বপ্ন না ভ্রম—কিছুই স্থির কোত্তে পাচ্চিনা।"

অনঙ্গমুঞ্জরী একচিত্তে দক্ষিণামোহনের মুখ নিঃসৃত অমৃত লহরী স্বরূপ বাক্য লহরীর প্রতি তরঙ্গ পান করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন, প্রণয় বীজ রোপিত হইল, তিনি বলিলেন।

"প্রিয়তম! সেকি কথা—ইহাতে প্রমাদের লক্ষণ কিছুই দেখি না ; দেখ—সহকার কোন কালে কোমল হয় ; কিন্তু কোমলাঙ্গী মাধবীলতা যখন তাহাকে আলিঙ্গন করে, তখন সে কি সহকারকে কঠিন ভাবিয়া আলিঙ্গন করে!! না সে, আপনার অঙ্গাপেক্ষা তাহাকে কোমল ভাবে!!"

দক্ষিণামোহন বুদ্ধিমান। তিনি অনঙ্গমুঞ্জরীর কথা শুনিলেন, প্রতি বাক্যের ভাব বুঝিলেন, পুনরায় বলিলেন :—

"আকাশের চন্দ্র আকাশেই থাকে ; তার রূপসৌন্দর্য্যই দেখে লোকে

তাহার গুণকীর্ত্তন করিয়া, হৃদয়কে সুখী করে, কজন তাহাকে নিকটে প্রাপ্ত হয় !! ”

অনঙ্গমুঞ্জরীও অতি বুদ্ধিমতী ; তিনিও দক্ষিণামোহনের কথা বুঝিলেন, বুঝিয়া বলিলেন ঃ—

“দেখ, গৌরী যদি মহাদেব কে—ইহা না জানিতেন, তাহা হইলে কখনই তিনি কঠোর তপস্যা করিয়া তাঁহাকে স্বামীত্বে বরণ করিতে চেষ্টা করিতেন না। আমি রাজকুমারী আমার রূপ আছে, গুণ আছে, সম্পত্তির মধ্যে এই ; তুমিও কি তাহাতে দরিদ্র ; কখনই নয় ; চক্ষের দৃষ্টিই পরসমনি; যাহাকে মনের সহিত দেখে তাহাকেই মনিরূপে পরিণত করে !! আর না, এসো আমরা উভয়ে প্রণয়ালিঙ্গনে সুখী হই !!”

দক্ষিণামোহন ভুলিয়া গেলেন, অনঙ্গমুঞ্জরীও ততোধিক ভুলিলেন, প্রণয়ের অঙ্কুর উচ্ছ্বসিত হইল ; উভয়ের আশা, উভয়ের ভরসা সমস্তই উভয়ে জানিল ! প্রদীপটী সময় পাইয়া নির্ব্বাপিত হইল, আমি গুপ্তভাবে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হরিষে—বিষাদ !

পরদিবস বেলা দুই প্রহর অতীত হয়—এমন সময়ে আমি রাজসরকারের সমস্ত কায কর্ম্ম সারিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম ; দ্বার খুলিবামাত্র মোক্তার মহাশয়ের যে খাতা খানিকে আমি পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, সেই খানির উপরে আমার দৃষ্টি পতিত হইল, মনে কৌতু

র উদ্দীপনা হওয়াতে—পাঠ করিতে বসিলাম। তাহা এই :—*

১১৬৪ শালের ১৪ই তারিখের দিবা—কি ভয়ঙ্কর দিন; যে দিনের প্রতিমুহূর্ত্তও বৃটীশ সিংহ ক্লাইবের প্রতি ভ্রূকুটী দেখাইয়াছিল, কাশীমবাজারের রণক্ষেত্রে অনতি দূরে বৃটীশ তাম্বুর মধ্যে বসিয়া যে দিন অনন্ত সাহসী ক্লাইব অলক্ষে ক্রন্দন করিয়াছিলেন; সহকারী বৃটনীয়গণ নবাবের প্রতাপে যে দিন বিন্দু বিন্দু অশ্রুত্যাগ করিয়া মাতা পিতা—স্নেহময়ী—ভগ্নি ও প্রিয়তমা প্রেয়সীগণকে মনে করিয়া হৃদয়কে লঘু করিয়াছিল :—সেই দিন !! তপণ ইংরাজ হৃদয় পরিকম্পিত করিয়া চলিয়া গেলেন, রাত্রি আগমন করিল, ভয়ানক ভয়ে—সাহসে—ক্ষোভে—ক্লান্ত হইয়া ক্লাইব স্বীয় শিবিরে বসিয়া রহিলেন, জনক জননী জন্মভূমি তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হইতে লাগিল—তিনি ব্যাকুল হইলেন :—বঙ্গ বিরাম দায়িনী নিদ্রা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলেন :—ক্লাইব সেই সময়ে একটী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন— :—যেন একখানি চিত্র হস্তে ভারতলক্ষ্মী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন :—"বৎস ! গাত্রোত্থান কর ! ভারত চিরকাল কাহারো হস্তে থাকিবার নয়, বিধির দৈববিড়ম্বনায় আমি অতি চঞ্চল :—আমার স্বভাব চঞ্চল নয়—আমি ভোগ গর্ব্বে চঞ্চল হইয়াছি; এই দেখ আমার—পদ্মাসন স্খলিত হইল, যবন সূর্য্য অস্তে গমন করিল, বৃটীশ তপন কাল উদয় হইবে, আমি এক্ষণে তোমাদের হইলাম, কল্য রনক্ষেত্রে পুনবায় স্বাক্ষাৎ করিব, যদি বীর হও তবে রণে ভয় করিওনা; নবাবের সাধ্য কি! যে আমার আশ্রিতকে নষ্ট করে; তোমার মস্তকে অমৃত বরিষণ—করিলাম, এই অমৃত বলে কাল হইতে তোমার নাম ত্রিভুবনে খ্যাত হইবে; কিন্তু আর এক কথা, আমি ক্ষণচঞ্চলা, যতক্ষণ ইচ্ছা হইবে এস্থানে থাকিব, অসহ্য হইলে যথেচ্ছা যাইব।"

---

* প্রবাদ এই যে বাঙ্গালা ১১৬৪ শালের ১৫ই জ্যেষ্ঠে পলাসীর যুদ্ধ হইয়াছিল।

ক্লাইব জাগিয়া উঠিলেন; পরদিবস পলাসীর প্রাঙ্গনে ভারত লক্ষ্মীর রাঙ্গা পদযুগল হৃদয়ে ধারণ করিলেন, সেই তেজে ক্ষত্রিয়—প্রবর—যুদ্ধ-জীবন মোহনলাল রণে পতিত হইল, মীরজাফর লাভের আশায় বিশ্বাস ঘাতকী হইল। অধীন বাঙ্গালী চিরকালই অধীন; তাহারা একে একে ক্লাইবের পদরজঃ মস্তকে লইয়া কৃতার্থ হইতে লাগিল; মীরণের বাহু-বলে জীবনের আশায় লালায়িত সিরাজ হত হইল। বৃটনের মুখ উজ্জ্বল হইল; বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা ইংরাজের পদানত হইল; সেই মুহূর্ত্তে দীল্লির বাদসাহ দ্বিতীয় আলামগীরের মুকুট ভূমে পতিত হইল; ভারত গ্রাস—করণেচ্ছু মহারাষ্ট্রীয় গণ সালাবৎ ও নিজাম নামীয় পরের সাহায্য করিতে গিয়া আপানাদের পদে আপনারাই কুড়ালি মারিল; পেশোয়া রাজ বল্লাজী বাজীরাও বুদ্ধিহীন হইয়া মরীচিকা দেখিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে বৃটীশ পতাকা বায়ু ভরে ভারতের বক্ষে উড়িয়া সকলের হৃদয়ে স্বপ্ন উত্থিত করিতে লাগিল। একদিন, দুই দিন, এক পক্ষ, দুই পক্ষ, এক মাহা, দুই মাহা, এক বৎসর, দুই বৎসর ক্রমে ক্রমে সপ্তদশ বৎসর অতীত হইল; ইংরাজ প্রভুত্ব ভারতে দৃঢ়িভুত হইয়া আসিল। এমন সময়ে ১১৭৫ শালের শুভ আশ্বিন মাহায় শুভ বিজয়া দশমীর পর—দিবস—মহাত্মা হেষ্টিংস সাহেব ভারতের প্রধানতম শাসন কর্ত্তা পদে অধিষ্টিত হইলেন। চিরতোষামোদী বাঙ্গালীর প্রকৃতি চিরকালই এক; এ জাতির কখন আত্মাভিমান নাই; এ জাতির বল নাই—এ জাতির সাহস নাই—এ জাতির একতা নাই; ভারতে এমন কোন জাতীয় গুণ নাই যে তাহার একাংশও এ জাতিতে বর্ত্তমান থাকে; বলের মধ্যে তোষামোদ—গুণের মধ্যে অহঙ্কার ঃ—কৌশলের মধ্যে স্বজাতীর সর্ব্বনাশ ঃ—এমন নীরিহ জাতি যদি ভারতের সকলেই হইত—তাহা হইলে মহামতি ইংরাজ গণ যে কিসুখে এ ভারতে রাজত্ব করিতেন তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। হেষ্টিংস সাহেব অত্যন্ত কৌশলী ছিলেন; যে কৌশলে মহাত্মা ক্লাইব ভারতের বক্ষে ভাগীরথীর তীরে ফোর্টউইলিম দুর্গ স্থাপিত করিয়াছিলেন; সেই কৌশলে দীক্ষিত হইলেন;

যাহাতে প্রধান ২ প্রজাগণ হস্তগত করিতে পারেন, তাহাই তাঁহার প্রধান ব্রত হইল; তিনি সেই কার্য্যে দীক্ষিত হইয়া দরবার করিলেন; চতুর্দ্দিকে সেই ঘোষণা পঠিত হইল, সুতানটী—গোবিন্দপুর ও কলিকাতায় যত বড় বড় লোক ছিল সকলেই তাঁহার নিমন্ত্রণে গমন করিল। সে কালে নবাবের স্নেহ চক্ষে পতিত হইতে না পারিলে ধনির ধন রক্ষা করিবার যো ছিল না; অনেকেই নবাবের সর্ব্বনাশ হইল দেখিয়া বহুল ধন সম্পত্তির সহিত ইংরাজগণের আশ্রয়ী হইয়াছিল।

সেই সময়ে একরাত্রে বিষম বরিষায় বেগে ভাগিরথীর জল কল কল শব্দে সুতানটীর পদদেশ ধুইয়া দিতেছিল; আকাশের চন্দ্র বৃটীশ শাসনে শাসিত হইয়া আপনার কেমন উন্নতী হইয়াছে তাহা দেখিবার কারণ নক্ষত্র দামের সহিত ভাগীরথীর বক্ষে প্রতিবিম্ব নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় রূপচ্ছবি দেখিতেছিল; উভয় পার্শ্বস্থ বৃক্ষাবলী পূর্ব্বের সুখ স্মরন করিয়া বৃটীশ প্রতাপে দিবসে কাঁদিতে না পারিয়া শরত্তের ধারার সহিত আপনাদের আঁখিনীর মিশ্রিত করিয়া নিশাযোগ টুপ্ টুপ্ করিয়া ভাগিরথীর বক্ষে অশ্রুপাতিত করিতেছিল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, এমন কি বৃটীশ গণের নব অভ্যুদয়ের প্রতাপে অবাধ্য ঝিঁঝিঁ পোকারাও নিঃশব্দে স্বীয় স্বীয় গহ্বরে বাস করিতেছিল; কিন্তু হটাৎ ভাগিরথীর তট প্রদেশস্থ একটী প্রশস্থ অট্টালিকার—গবাক্ষ উন্মুক্ত হইল; একটী প্রশান্ত চেতা সুন্দর যুবক গবাক্ষের দ্বার উন্মোচন করিয়া একবার ভাগিরথীর প্রতি হৃদয়ের সহিত চাহিলেন; ভাগিরথীর হৃদয়ে ক্ষণ চঞ্চল মেঘের মধ্যস্থ চন্দ্রমাকে দেখিলেন, হীন জ্যোঃতি নক্ষত্র দামকে দেখিলেন; ছায়াপথ সমন্বিত আকাশ পট দেখিলেন; তটস্থিত নীর—নিক্ষেপি বৃক্ষাবলীকে দেখিলেন। পুনরায় মুখ তুলিয়া গৃহের মধ্যে চাহিলেন, আবার মনে কি ভাবের উদয় হইল, পুনরায় ভাগিরথীর প্রতি চাহিলেন; এবার কি দেখিলেন, যা দেখিবার তাহা দেখিয়াছিলেন; এবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মীকুল দেখিলেন; যুবকের মনে কি ভাবের উদয় হইল, যুবকের চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রু প্রকাশিত

হইয়া গণ্ডদেশ বহিয়া ভাগিরথীর জলের সহিত মিসিয়া গেল; সে অশ্রু নিশা গভীরতায় আর কাহারো নয়ন গোচর হইল না:—যুবক পুনরায় কি ভাবিয়া একবার প্রান ভরিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস প্রশ্বাসিত করিয়া বলিলেন:—

"পবিত্রময়ী—ভাগিরথি! আমি যদি এসংসারে একক হইতাম—তাহা হইলে তোমার ন্যায় আনন্দে নৃত্য করিয়া এজন্মের মত আনন্দিত থাকিতাম!! কিন্তু আমিতো একক নই!! যে নন্দকুমার তোমার হিল্লোলিত উর্ম্মিকুলের মনোহর—শোভা দেখিতে আর দুইদিন পূর্ব্বে এই গবাক্ষে আসিয়া সুখী হইত, আজ কেন তাহার হৃদয়ে এমন বিষাদ উপস্থিত হইল। জগদীশ্বর! নন্দকুমারকে কি চিরকাল কাঁদিতেই সৃষ্টি করিয়াছিলে!! নন্দকুমার—তোমার নিকটে এমন কি অপরাধ করিয়াছিল, যে এই তরুণ বয়সেই তাহাকে জন্মের মত দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিতে সংকল্প করিয়াছ?"

যুবকের অধরোষ্ঠ কম্পিত হইয়া আসিল; হৃদয় শিথিল হইয়া আসিল; আর তিনি মনের কথা লুকাইতে পারিলেন না, প্রকাশ করিয়া বলিলেন:—

"প্রতাপ নারায়ন! আমার পিতৃ অন্নে পালিত প্রতাপনারায়ণ! তোর এত দুর উচ্চ আশা! ওঃ আর সহা হয় না! নৃশংস! আমার অঙ্কলক্ষ্মী—সোণার প্রতিমা!! তোর সেবা দাসী হবে!! হৃদয় বিদীর্ণ হও—এ কথা কর্ণে শ্রবণ করা অপেক্ষা শত সহস্রবার পশু জন্ম লাভ করা ভাল।" যুবকের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল—চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইতে লাগিল, যুবক পুনরায় বলিলেন;—

"প্রিয়তমে সুশীলা! আমি অর্থ হীন—আমি সামর্থ হীন—বিশ্বাসঘাতক আমার সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া রাজ সম্মান লাভ করিয়াও নিরস্থ হয় নাই; সে আমার হৃদয়ের রক্ত শোষণ করিবে, আমার অন্তরের ধনকে হরণ করিবে!! বজ্র! বজ্র! অনন্ত পাষাণময় বজ্র! আমার মস্তকে পতিত হও! হে অন্ধকারময়ী নিশা!! আর তুমি প্রভাত হইও না; আমি করাল

মূর্ত্তিতে যাহাতে প্রতাপনারায়ণের বক্ষের রক্ত পান করিতে পারি তাহারই চেষ্টা করিগে।" যুবক প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সুশীলা—সুন্দরী।

নন্দকুমার পূর্ব্ব প্রকারে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া দেখিলেন, যে সময় উপস্থিত তাহাতে তাঁহার মনোবেগ কাহারো নিকটে আদৃত হইল না। ভাগিরথী শুনিলেন—কিন্তু পাছে তিনি হৃদয়ে ধারণ করেন, এই কারণে উর্ম্মিকুল তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। তটস্থ বিটপীচয় শুনিল, কিন্তু বৃটীশ কেতন চুম্বিত বায়ু সগর্ব্বে তাহাদের ভয় দেখাইল, তাহারা সেই ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল।

যুবক অপর কক্ষে যাইলেন, আস্তে আস্তে দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন; দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক চৌকাটের উপরে ভর দিয়া ক্ষণেক আকাশের দিকে চাহিলেন; ভাবে বোধ হইল সুধাংশুদেবকে হৃদয় ভরিয়া দেখিয়া লই-লেন। পরক্ষণেই আবার গৃহের মধ্যে চাহিলেন। গৃহের দক্ষিণ প্রান্তে একখানি সুদৃশ্য খাটের উপর একটী—অপরূপ রূপলাবণ্য সম্পন্না ষোড়ষ বর্ষীয়া যুবতী উপাধানে মস্তক রক্ষণ পূর্ব্বক নিদ্রার শান্তিময়-ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছেন, তাঁহার বক্ষ প্রদেশ শূন্য রহিয়াছে, ভাবে বোধ হইল কোন বস্তু তাঁহার বক্ষের সন্নিকটে ছিল, এই মাত্র অপসৃত হইয়াছে। যুবতী নিদ্রার মোহে আঁখিদ্বয় মুদিত করিয়াছেন, যেন নীমিলিত পদ্মপত্রে অনু-রাগ বশতঃ ভ্রমর দাম বসিয়া রহিয়াছে। উভয় হস্ত সরল ভাবে বক্ষোপরি স্থাপিত রহিয়াছে, উভয় হস্তের করদ্বয় পীনোন্নত পয়োধরের সন্নিহিত

থাকাতে যেন ঃ—সমৃণাল প্রস্ফুটিতোন্মুখী—কমল কলি বিশাল সরসীর স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে। অল্প অল্প কেশ আসিয়া যুবতীর কুঙ্কুম বিগঞ্জিত গণ্ড দেশে পতিত রহিয়াছে—যেন লোহিত বর্ণ সান্ধ্য গগনের স্থানে স্থানে ধূম্রল মেঘ উদয় হইয়াছে। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ললাটদেশ উজ্জ্বল দীপ্তি প্রকাশ করিতেছে ঃ—যেন রাখীপূর্ণিমার শশী প্রভাত কালে আকাশে লীনা রহিয়াছে। মনোহর দৃশ্য!! যুবক প্রাণ ভরিয়া সেই সুন্দরী ললনার আপাদ মস্তক দেখিতে লাগিলেন; যেন তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গের সৌন্দর্য্য নিজের হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। যুবতীর নাম সুশীলা সুন্দরী ঃ—দ্বারে দণ্ডায়মান—হত ভাগ্য নবকুমারের-হৃদয়-প্রতিমা।

নন্দকুমার বারম্বার যুবতীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন: দ্বার আপনিই রুদ্ধ হইল; তিনি গৃহের মধ্যে যাইয়া পুনরায়--কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন; ভাবে বোধ হইল তিনি ইহ জন্মে আর এ সুন্দরী ললনাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পাইবেন কি না বলিয়া একেবারে হৃদয়ে অঙ্কিত কবিতেছেন। যদি, শয়নে, অসনে, স্বপে কথনও আবার ঐ সুন্দরীকে ভাবিতে হয়, তাহা হইলে হৃদয়ে খুঁজিলেই দেখিতে পাইবেন।

নন্দকুমার অস্থির হইয়া শুশীলা সুন্দবীর নিকটে বসিলেন; চিবুকে হস্ত প্রদান করিতে লালশা হওয়াতে হস্ত-প্রসারণ করিলেন, কিন্তু পারিলেন না, হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল ঃ—তিনি অলক্ষে একবার কাঁদিলেন, কেন কাঁদিলেন তাহা তিনিই জানেন; পরক্ষণেই তাঁহার অধরোষ্ঠ কম্পিত হইল ঃ—তিনি বলিলেন ঃ—

" বিধি! তোমার হৃদয়ে দয়া আছে—এ কথা আজ আমার নিকটে স্বপ্নের ন্যায় বোধ হোচ্চে ঃ—যে কুসুমকে স্বয়ং চয়ণ করিয়া অপরূপ মাল গাঁথিয়া আমার কণ্ঠে আরোপণ করিয়াছিলে; আজ তাহাকে খুলিয়. লইতে চেষ্টা করিতেছ! একি লীলা—লীলাময়! যে কুসুমের শোভাই আমার ধ্যান, জ্ঞান ও আশার এক মাত্র উপায়; তুমি সেই কুসুম

অবহেলে আমায় কণ্ঠ হইতে চ্যুত করিয়া লইবে। ওঃ... সুশীলে! প্রিয়তমে সুশীলে!! আঃ কি মধুময় নাম, বোধ হয় এ জন্মে এই শেষ আহ্বান হইল।"

নন্দকুমার পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী কথা উচ্চারিত করিয়া নিরস্থ হইলেন, অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল, কণ্ঠস্বর রোধ হইয়া আসিল—তাঁহার নয়ন অবিরত ধারে অশ্রু বরিষণ করিয়া তাঁহার উত্তপ্ত বক্ষকে শীতল করিতে চেষ্টা পাইল, নন্দকুমারের বক্ষঃ শীতল হইবার নয়, যতই কেন অশ্রু পতিত হোক না—তিনি কোন মতেই সুস্থির হইতে পারিবেন না।

নন্দকুমার একটু চৈতন্য লাভ করিয়া সুশীলার বদনের সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন শুশীলা ঘুমাইতেছেন; পাছে সুশীলা একেবারে তাঁহার উদ্বেগের বিষয় জানিয়া ব্যাকুল হন, এই আশঙ্কায় তিনি আত্মগোপন করিতে চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু নদীর প্রবল তরঙ্গ-বেগের সহিত সমরে কি সামান্য বালুকা স্তূপ জয়লাভ করিতে পারে? নন্দকুমার কাঁদিয়া ফেলিলেন, তাঁহার নয়নের—উষ্ণ বারি সুশীলার বক্ষে পতিত হইল। সুশীলা বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম যাইতেছেন; অশ্রু পতনেও তাঁহার সংজ্ঞা হইল না।

নন্দকুমারের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইল, তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া নিশব্দ পদসঞ্চারে গৃহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কতক্ষণের পরে বলিলেন :—

"কৃতঘ্ন প্রতাপ! তোর কি সাধ্য যে অবহেলায় আমার কণ্ঠস্থিত পারিজাত মালা উন্মোচন করিয়া আপনার কণ্ঠে ধারণ করিস্! রাজা সহায় আছেন! তিনি সহায় থাকুন; কিন্তু জগতের—রাজা কি আমার সহায় হবেন না; ইংরাজ বাহাদুর কি এতোদূর তোর কুহকে বশীভূত হইয়াছেন, যে তোর এই জঘন্য সংকল্পে অনুমোদন করিয়া আমার ন্যায় চির-হিতৈষী প্রজার সর্ব্বনাশ করিবেন :—না—না—না—এ সমস্তই ভ্রম—মহাত্মা হেষ্টিংস অপেক্ষা নীতি পণ্ডিত আর এদেশে কেহ পদার্পণ করি-

য়াছেন কি না সন্দেহঃ—মহামতি ক্লাইব! তুমি যদি বঙ্গে চিরকাল থাকিতে তাহা হইলে আমাকে এমন করিয়া ক্রন্দন করিতে হইত না, যদি তুমি প্রত্যুপকার ভুলিয়া যাও-তথাপি পলাসীর যুদ্ধের কথা ভুলিও না; পিতৃদেব! তুমি কি ভবিষ্যতের চিত্র নয়নে দেখিয়াই বানপ্রস্থা-বলম্বন করিয়াছ—কর—আমিও অল্প দিনের মধ্যেই তোমার সহকারী হইব; কিছুই না পারি, তোমার অনুসন্ধান করিয়া পদসেবায় জীবন যাপন করিব। ওঃ! সুশীলা রত্ন! এ জগত আজ আমার পক্ষে শূন্যময় বোধ হোচ্চে। তুমি যদি কৌস্তভ হইতে, অনন্ত বারিধির গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া হৃদয়কে সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারিতাম; তথাপি নীচাশয় প্রতাপকে প্রদান করিতাম না; তুমি যদি সামান্য অর্থ হইতে—ভূমধ্যে প্রোথিত করিতাম—তথাপি পাপাত্মা প্রতাপকে উপভোগ করিতে দিতাম না। জগতে এমন কি ধন আছে যে তোমার সমতুল্য হতে পারে, যদি সুমেরুর অত্যুঙ্গ চূড়া হইতে কুমেরুর প্রান্ত অবধি—প্রদান করিয়া কেহ তোমাকে বিনিময়ে প্রার্থনা করে—তথাপি তোমার—একাংশের সহিত তাহার তুলনা হইবে না। ওঃ! বজ্র। সহস্র সহস্র অগ্নিশিখা সমন্বিত বজ্র—এসো এসো আমার মস্তকে পতিত হও; আমি এ জীবনে কখনই সুশীলাকে অপরের হইতে দিতে পারিব না; যোজন পথব্যাপী দাবাগ্নি আমাকে ভস্ম কর—অনন্ত জলধির গর্ভস্থিত বাড়বাগ্নি আমাকে ভস্ম কর—আমি সুশীলা বিরহ ক্ষণকালের জন্য সহ্য করিতে পারিব না। ওঃ সুশীলে!! আমি তোমার মুখ দেখিয়া পিতার শোক ভুলিয়াছিলাম। আর না—পিতঃ! তোমার স্নেহের সন্তান আজ ধূলায় অবলুণ্ঠিত হোতে যায়, তুমি কোথায়!!

নন্দকুমারের হৃদয় আকুল হইল, তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিলেনঃ—সেই স্বর গৃহ পরিকম্পিত করিয়া ফেলিল; নন্দকুমার উন্মত্ত হইয়াছেন আর স্থির হইতে পারিলেন না।

এদিকে সুশীলা সুন্দরী বিরাম দায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া একটী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন—যেন কে তাঁহাকে নন্দকুমারের হৃদয়

হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বল-দর্পে লইয়া যাইতেছে ঃ—কোমলমনা ললনার হৃদয় নিদ্রাবেশে কাঁদিয়া উঠিল, তিনি অজ্ঞান বশতঃ নিদ্রাবেগে "একি একি !" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন ঃ—

শোকাভিভূত নন্দকুমার সুশীলার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া ত্বরায় গাত্রোত্থান করিয়া ক্রন্দন পূর্ব্বক বলিলেন ঃ—

"প্রিয়তমে সুশীলে ! আর কিছুই নয় !! বিধির দৈব দুর্বিপাক—"

এই কয়েকটী কথা এত চীৎকার করিয়া বলিলেন যে সুশীলার সুষুপ্তি প্রস্থান করিল ; তিনি চমকিত হইয়া স্বীয় কক্ষ প্রদেশে নন্দকুমারকে খুঁজিলেন ঃ—দেখিতে পাইলেন না—আশ্চর্য্য হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক দেখিলেন, নন্দকুমার গৃহের মধ্যে দাঁড়াইয়া মুখে হস্তার্পণ করিয়া কাঁদিতেছেন ঃ—তাঁহার হৃদয়ে সহস্র সহস্র শেল এককালে বিদ্ধ হইল, কোমল ললনার হৃদয় ব্যথিত হইল—তিনি ত্বরায় গাত্রোত্থান করিয়া নন্দকুমারের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন ঃ—

"প্রিয়তম ! এ--কি ?"

নন্দ। শুশীলে কি বোল্‌বো কালের কুটীল দৃষ্টি ক্ষণকাল পরেই আমাকে গ্রাস কোরবে ! !

সুশীলা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, পুনরায় বলিলেন ঃ———

"নাথ। প্রকাশ কোরে বলুন ; আপনার যে বদনে একটু বিমর্ষভাব দেখলে আমি আকুল হই ! ! আজ সেই বদনকে ক্রন্দনাকুল দেখিতেছি, এখনো আমার হৃদযে বজ্র পতিত হইতেছে না —ইহাই আশ্চর্য্য !"

সুশীলা সাগ্রহে স্বীয় অঞ্চল দিয়া নন্দকুমারের অশ্রু মুছাইয়া দিতে লাগিলেন, নন্দকুমার জগতত্রয় স্বীয় চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, কোথাও সুশীলাকে রক্ষা করিবার স্থান পাইলেন না, পরিশেষে নীরবে দণ্ডয়ামান থাকিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ; সে ক্রন্দনের শব্দ শ্রবন করিয়াও যদি কোন বাঙ্গালীর হৃদয় কাতর হয়—এই কারণে নিশার গভীর নিস্তব্দতাকে কৃতঘ্ন বায়ু চঞ্চল করিয়া তুলিল ;

সুশীলার হৃদয় স্থির হইবার নয়—তিনি চঞ্চল হইয়া নন্দকুমারের বক্ষে চিবুক রক্ষণ কবিয়া নন্দকুমারের বিষন্ন বদনের—উপরে লক্ষ্য রাখি. বলিলেন ঃ—"জীবিতেশ্বর! এ দাসী এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে আপনার মনোগত ভাব দাসীর নিকটে প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হোচ্চেন! আপনি জানেন দুঃখের কথা পরকে বলিলে হৃদয় লঘু হয়! আমাকে বলুন আমি শ্রবণ করি!!"

নন্দকুমার আর গোপন করিতে পারিলেন না; তিনি চারিদিকে চাহিলেন, কেথাও সহস্র বজ্রাগ্নি তাঁহাকে ভ্রূকুটী দেখাইতেছে দেখিলেন, কোথাও সহস্র সহস্র উল্কাগ্নি তাঁহাকে নাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিলেন, তাঁহ র আর গোপন করিবার উপায় নাই। তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন;—

"সুশীলে! কি বোলবো! আমার সর্ব্বস্ব লইয়াও প্রতাপ খুশী নাই—আমার—পিতাব রাজ সম্মান লইয়াছে—আমার—পিতার ভাণ্ডার হয় ... লইয়াছে তাহাতেও সে সন্তুষ্ট—নয়—সে এখন—সে এখন পূর্ণ ধনরাশি ... হস্ত প্রসারণ করিয়াছে ঃ—যে মুখচন্দ্রমা দেখিয়া আমি তোমাকে লইতে ...ক বিস্মৃত হইয়া ছিলাম, যে মুখচন্দ্রমা দেখিয়া আমার অতুল বিভবের ... পিতার শোক ভূলিয়াছিলাম, আজ আমার সম্মুখে সেই চন্দ্র—কালদন্ত রাহুতে গ্রাস করিবে ঃ—আমি জীবন সত্বেও দেখিব ঃ—না—না—না— হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ-বঙ্গসাগরের প্রবল তরঙ্গ আমার—হৃদয়কে আচ্ছন্ন কর!! নানা—না—তোমবা পারবে না—অভ্রভেদী শৃঙ্গই হোক, আর অতলজলধি তরঙ্গই হোক, আমার হৃদয়স্থ উদ্দীপ্ত অনলকে কেহই—নির্ব্বাপিত করিতে পারিবে না, অনন্ত অমের সীমা বদ্ধ পৃথিবী স্বয় আসিয়া আমার বক্ষে অধিষ্ঠিত হইলেও আমার বক্ষ শীতল হইবেনা প্রদীপ্ত অনলের তেজে ভষ্মীভূত হইবেই হইবে। হায়! হায়! আমি সামর্থ থাক্‌তেও সামর্থহীন—আমি সামর্থ থাক্‌তেও সামর্থ হীন; আমি এতকাল কি কারণে অস্ত্রশিক্ষা করেছিলাম!

নন্দকুমার প্রতাপনারায়ণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া অবধি স্বীয় শয়ন গৃহে সসজ্জ বন্দুক রাখিতেন হটাৎ তাঁহার মনোবেগ প্রবল হওয়াতে একটী বন্দুক লইয়া প্রতাপনারায়ণের উদ্দেশে বলিলেন ঃ—

হাঃ—হা—হাঃ এসো দেখি প্রতাপ—তুমি কেমন কোরে আমার কণ্ঠ হোতে পারিজাত মাল্য ছিন্ন কোরবে। তুমি রাজ সম্মানই প্রাপ্ত হও আর তুমি রাজসাহায্যই প্রাপ্ত হও ঃ—হেষ্টিংস না জানুন—ক্লাইব—বীরশ্রেষ্ট—ক্লাইব জানেন, আমার পিতাই মীর্জ্জাফরকে রণে বিমুখ করেন ঃ—যদি হেষ্টিংস কথায় ভুলিয়া তোমাকে আমার হৃদয় বৃন্তস্থিত সুশীলা কুসুমকে ছিন্ন করিতে অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে তোমার বক্ষে আমার হস্তচ্যুত অনন্ত ও আময় প্রতাপী অগ্নিবাণ সগর্ব্বে প্রবেশ করিয়া-তুমি যে হৃদয়ে সুশীলা লাভ লালশা অঙ্কিত করিয়াছ তাহা আবৃত করিবে। ওঃ!!”

নন্দকুমার উন্মত্ত হইয়া ভাগিরথীর তীর প্রদেশস্থ জানালার সন্নিহিত প্রদেশের উদ্দেশে বন্দুকের আবাজ করিলেন, সেই আবাজ তদ্দেশ কাঁপাইয়া প্রতাপের হৃদয়ও কাঁপাইল।

সুশীলাসুন্দরী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন, এমন কি তাঁহার বুদ্ধির প্রভাবে এক এক সময়ে স্বয়ং নন্দকুমারও পরাস্ত হইতেন; সুশীলা স্বামীর মনের ভাব বুঝিলেন; এসময়ে তিনি যদি নিজে কাতর হয়েন, তাহা হইলে নন্দকুমারের একবারে উন্মত্ত হইবার সম্ভাবনা, তিনি মনোভাব গোপন করিয়া নন্দকুমারের দুই হস্ত দুই হস্তে ধারণ করিয়া সম্মুখে সরিয়া দাঁড়াইলেন, উভয়ের আঁখি উভয়ের মনোভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারিল ঃ—সুশীলাসুন্দরী বলিলেন ঃ—

“নাথ! স্বপ্নও কি কখন সত্য হয়? আপনি স্বপ্নে অমঙ্গল দর্শন করিয়া উন্মত্ত হইয়াছেন, ছিঃ ছিঃ—একায আপনার উচিত নয়!! সুশীলা আপনার পিতৃশোক—বিষণ্ণ—বদন দর্শনে মুর্চ্ছা যাইত-বলিয়া আপনি সুশী-লার সম্মুখে বিষণ্ণ হইতেন না, আজ সেই সুশীলার সম্মুখে অকাতরে ক্রন্দন

করিতেছেন—সুশীলার হৃদয়ে কি সহস্র বজ্র একত্রে পতিত হইতেছে না।”

সুশীলা নন্দকুমারের বাম হস্ত ত্যাগ করিয়া স্বীয় দক্ষিণ হস্তে স্বীয় অঞ্চল লইয়া ক্ষণেক ক্রন্দন করিয়া পুনরায় বলিলেন :—

“হৃদয়েশ্বর! স্রোতস্বতী সাগরেরই সহিত মিলিত হয়-কখন ভীষণাকার পর্ব্বতের অঙ্গ তাহার বেগ রোধ করিতে পারে না। চাতকী মেঘেরই নিকটে বারি ভিক্ষা করে, নদীর নিকট যায় না। চকোর চন্দ্রেরই সুধার অভিলাষী, জোনাকীর আশাও করে না!! তবে কেন? আপনি সুশীলার জন্যে ব্যাকুল হোচ্চেন!! অনন্ত-ভূলোক-ভবলোক, স্বর্লোক সকলেই দেখিবে; আজও সুশীলা যেমন আপনার বামাঙ্গ বিশোভন করিয়া রহিয়াছে এবং চরণ প্রক্ষালন করিতেছে, চিররালই তাহাতে রত থাকিবে, সহস্র সহস্র বজ্রাগ্নিও সে গতি রোধ করিতে সমর্থ হইবে না।”

সুশীলা সুন্দরীর উদ্দীপনাময় বক্তৃতায় নন্দকুমারের কাতর হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল, নন্দকুমার স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। সুশীলা দেখিলেন তাঁহার অভিপ্রায় অল্প পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে; নন্দকুমারের মনোভাবের প্রায় পরিবর্ত্তন হইতেছে :---সুশীলা পুনরায় স্বীয়া প্রখরা বুদ্ধির জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতে করিতে বলিলেন :--

“প্রতাপ! প্রতাপের সাধ্য! ছিঃ একথা মনে স্থান দেওয়া অপেক্ষা নিশীথ স্বপ্নের কল্পনা করা ভাল; ইংরাজ শেখর হেষ্টিংসের বুদ্ধি এতোদূর হীনতাকে প্রাপ্ত হয় নাই যে তিনি স্বয়ং প্রতাপের তোষামোদে বশীভূত হয়েন। যাহাই হউক! যদি প্রতাপ আমাকে অভিলাষ কোরে থাকে, তাহা হইলে সে জানুক যে, যে বংশে রাণী ভবানী জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতে যশস্বী হইয়াছেন, আমারও সেই বংশে জন্ম, কিছুই না পারি যদি আমি কায়মনে এক দিনও আপনার পদ সেবা ক’রে থাকি, তাহা হইলে সেই সতীত্ব তেজে তাহার বক্ষকে ভস্ম করিবই করিব”!

নন্দকুমার চিরকাল পিতার নিকটে বীরের কথা বীরের-স্বভাব শিক্ষা করিয়াছিলেন, অস্ত্রবিদ্যাও কতক পরিমাণে শিখিয়াছিলেন। তিনি নিতান্ত

নিকৃষ্ট বাঙ্গালী নহেন, সুশীলার কথায় তাঁহার জীবনের সঞ্চার হইল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন ঃ---

"পবিত্রা সুশীলে!! তুমি কে? তুমি আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, এসো একবার হৃদয়ে স্থাপন করি।"

যেমন এই কয়েকটী কথা সমাপন করিয়া নন্দকুমার সুশীলাকে ধরিতে যাইবেন, অমনি গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, উভয়ে চমকাইলেন, ধর্ম্মব্রত গোস্বামী সেই গভীর নিশিতে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রতাপনারায়ণ।

আমি খাতাখানির যতদূর পাঠ করিতে লাগিলাম, সমস্তই আমার পক্ষে মোক্তার মহাশয়ের লিপি চাতুর্য্যে জীবন্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আশ্চর্য্য রহস্য—যত পাঠ করি ততই আমার কৌতূহল উত্তেজিত হয়, পুনরায় পাঠ আরম্ভ করিলাম ঃ---

"নন্দকুমারের অট্টালিকার এক পোয়া পথের ব্যবধানে ক্রুরমতি প্রতাপনারায়ণের বাটী; প্রতাপনারায়ণ বঙ্গবিরাম—দায়িনী নিদ্রার কোমল অঙ্কে ত্রিতলের কক্ষ মধ্যস্থ সুখ পর্য্যঙ্কে সুখে শায়িত ছিলেন; নিদ্রার ছলনায় স্বপ্ন দেখিলেন ঃ -যেন তিনি "কৌশল পরবশে ইংরাজ রাজ প্রতিনিধি মহাত্মা হেষ্টিংসকে বশীভূত করিয়াছেন, নন্দকুমার তাঁহার করস্থ হইয়াছেন; সুশীলা সুন্দরী তাঁহার আক্রমণে পতিত হইয়াছেন; যেন বিচারপতি প্রতাপের কৌশল না জানিয়া নন্দকুমারের ফাঁসির হুকুম দিলেন; ব্রাহ্মণকে হত্যা করিতে কোন বঙ্গীয় হত্যাকারী স্বীকার হইল না, প্রতাপ স্বয়ংই স্বীকার হইয়া নন্দকুমারের গলায় ফাঁস লাগাই-

লেন; সেই অবসরে প্রতাপের আক্রমণ হইতে চ্যুত হইয়া সুশীলা সরিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণমাত্রে নন্দকুমারের চিতা প্রজ্বলিত হইল; সুশীলা অবসর পাইয়া জ্বলন্ত চিতায় স্বামীর সহিত মিলিত হইবেন বলিয়া পতিত হইলেন।"

প্রতাপ স্বপ্নে সুশীলাকে পাইয়াও পাইলেন না দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলেন; তাঁহার চৈতন্য হইল।

ইতিপূর্ব্বে নন্দকুমার যে বন্দুক তাঁহার উদ্দেশে ছুঁড়িয়াছিলেন, সেই শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। প্রতাপ চমকাইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় গৃহের গবাক্ষের নিকট আসিলেন। তাঁহারো অট্টালিকার তলদেশে ভাগিরথী প্রবাহিত হইতেছেন, তিনি সেই গভীর নিশীথকালে বন্দুকের শব্দ কোথা হইতে আসিল তাহা জানিতে পারিলেন না; পুনরায় শয়ন করিলেন।

এই অবসরে প্রতাপ ও নন্দকুমারের ইতিহাস প্রকাশ করা উচিত ভাবিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। যে সময়ের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া বৃটীশ গৌরব বৃদ্ধি ও নির্দ্দোষী—নিষ্কলঙ্ক ইংরাজ রাজ প্রতিনিধি হেষ্টিংসের কলঙ্ক অপনয়ন করিবার কারণ এই উপন্যাস বিরচিত হইল, সেই শতাব্দির ১৮ অষ্টাদশ বৎসর পূর্ব্বে আলিবর্দ্দি খাঁর কুলাঙ্গার পৌত্র সিরাজ-বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় নবাবী পদে অভিষিক্ত হয়েন। তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার আজন্ম শিক্ষিত ক্রুরমতের পোষকতার কারণ ক্রূরচেতা কতিপয় বয়স্যকে স্বীয় প্রয়োজনীয় কর্ম্মচারী করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার পিতামহের নিযুক্ত পুরাতন কোন কর্ম্মচারীকেও কোন কর্ম্ম হইতে চ্যুত করিলেন না। নবকৃষ্ণ, রাজবল্লভ, কৃষ্ণদাস প্রভৃতির ন্যায় সৈন্যগণের আহারীয় সরবরাহ কোষে হরকুমার নামক * জনৈক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ অধ্যক্ষ

---

* প্রাচীন ইতিহাসে নন্দকুমারের পিতা সৈনিক কোষে নিযুক্ত ছিলেন লেখা আছে। হরকুমার নামটি কল্পনা মাত্র।

ছিলেন। হরকুমারেরা দুই সহোদর ; একের নাম হরকুমার অপরের নাম প্রাণকুমার। হরকুমার নবাবের সেনাকোষাধ্যক্ষ কার্য্যে প্রভূত ধনসম্পন্ন হইলেন। তাঁহার সহোদর প্রাণকুমার সেই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। হরকুমার রাজ কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। অল্প কালের মধ্যে উভয়ের দুইটী পুত্র জন্মিল। হরকুমারের ঔরষে নন্দকুমার জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রাণকুমারের ঔরষে রামকুমারের জন্ম হইল। বাল্যকালাবধি নন্দকুমার পিতার সহিত নবাবসরকারে যাইতে ভাল বাসিতেন ; পিতার বিষয়ের কিছুই দেখিতেন না। হঠাৎ প্রাণকুমার ও তাঁহার পুত্র কালগ্রাসে পতিত হইলেন। নন্দকুমার তখন বালক মাত্র। হরকুমার স্বীয় বিষয় রক্ষণার্থ কৃষ্ণনারায়ণ নামক বন্ধুকে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারই পুত্রের নাম প্রতাপ নারায়ণ। নন্দকুমার পিতার সহিত সেনা মহলে যাইয়া যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা করিতেন ; বিষয়ের সহিত কোন এলাকা ছিল না। এই অবসরে নবাবের সহিত ইংরাজগণের বিসম্বাদ ঘটিয়া উঠিল। নবাবের অধীনস্থ প্রতি ব্যক্তি মাত্রেই অসন্তুষ্ট হওয়াতে ; উভয় দলে ভয়ানক যুদ্ধ বাঁধিল। কলিকাতার যুদ্ধে ইংরাজেরা হারিয়া অন্ধকুপে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন ; সেই গোলে কৃষ্ণ নারায়ণ কৌশলে একে একে হরকুমারের সমস্ত বিষয় হস্তগত করিতে লাগিলেন। ইংরাজগণ চিরকালই প্রতিশোধপ্রিয়—দাক্ষিণাত্য হইতে ক্লাইব সেনাপতি হইয়া যে দিন পলাসীর অনতিদূরে স্বীয় শিবির স্থাপন করিলেন, সেই দিন অন্ধকূপ হত্যা দর্শনে কাতর হরকুমার নবাবের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যাহাতে ইংরাজগণ সহজে নবাবকে ভস্মীভূত করিতে পারেন এই কৌশল স্থির করিবার কারণ স্বয়ং প্রচ্ছন্নভাবে মহাত্মা ক্লাইবের সহিত স্বাক্ষাৎ করিলেন *। সেই হরকুমার হইতেই নবাবের

---

* জনপ্রবাদে এই কথা বলে যে নবাবের সেনাকোষাধ্যক্ষই মীরজাফরকে হস্তগত করিয়া উমিচাঁদের সহিত চক্রান্ত করত ক্লাইবের সাহায্য করেন।

বিরুদ্ধে চক্রান্ত স্থির হইল, মীরজাফর ক্লাইবের হইল; ভারত রাজ্য ইংরাজের হইল। নবাবের সুখ জন্মের মত বঙ্গসাগরে ডুবিয়া যাইল। যখন চক্রান্ত স্থির হইল তখন ক্লাইব আনন্দিত হইয়া, হরকুমারকে বলিলেন, "জয় হইলে তোমার উপকার করিব।" হরকুমারের সহিত সেই দিন নন্দকুমার ছিলেন, তিনি পুত্রকে ক্লাইবের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "মহামতি! যখন হরকুমার এ কার্য্যে সাহায্য করিতেছে, তখন এ যুদ্ধে বৃটনের জয় অলঙ্ঘনীয়—কিন্তু আপনি আমার উপকার করিবেন বলিলেন:—আমার নিজের উপকারের কোন প্রয়োজন নাই—আমি নবাবের বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যে পাপ করিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে বানপ্রস্থাবলম্বন করিব, আমার এই পুত্র আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহাকে রক্ষণ করিবেন।"

ক্লাইব স্বীকার হইয়াছিলেন। পরে পলাসীর যুদ্ধও ঘটিল, সেই অবসরে কৃষ্ণনারায়ণ হরনাথের সমস্ত ভূসম্পত্তি নিজের পুত্রের নামে বেনামি করিয়া স্বয়ং নিরুদ্দেশ হইলেন। হরকুমার যুদ্ধের শেষে আর ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না, এদিকে সর্ব্বস্বান্ত হইলেন—হাতে হাতেই পাপের উপযুক্ত ফল লাভ হইল দেখিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে যাহা কিছু অর্থ ছিল তাহা ও রাণীভবানীর বংশীয় কোন কন্যার সহিত নন্দকুমারের পরিণয়--প্রদান করিয়া তিনি একরাত্রে অলক্ষে নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। এদিকে প্রতাপনারায়ণ স্বীয় পিতার কৌশলে নন্দকুমারের অতুল সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। পলাসীর যুদ্ধের শেষ হইলে নবাবের আত্মীগণের ভয়ে নন্দকুমার অগ্রে আসিয়া সুতানটীতে বাটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন; প্রতাপও তাঁহার অবশিষ্ট সর্ব্বনাশ সমাধান করিবার কারণ তাঁহার বাটীর এক পোয়া অন্তরে ভাগিরথীর তীরে স্বীয় বাটী প্রস্তুত করিলেন; সেই সময়ে নবকৃষ্ণ রাজবল্লভ প্রভৃতি অপরাপর সকলেও সুতানটীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

ক্লাইব পলাসীর যুদ্ধে বঙ্গ-বিহার ও উড়িষ্যার রাজা হইলেন, তিনি

বিলাত যাইলে আরও কয়েকজন রাজা হইবেন, এই অবসরে প্রতাপ নন্দকুমারের সর্ব্বনাশ কি প্রকারে সংসাধিত করিবেন, তাহা স্থির করিয়া লইলেন।

এদিকে পরম বুদ্ধিমান হেষ্টিংস সাহেব রাজপ্রতিনিধির পদ পাইয়া ধনি প্রজাগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন; প্রতাপ সর্ব্বাপেক্ষা ধনি ছিলেন, তিনি সুতানটীর মধ্যে প্রধান প্রজার মধ্যে গণ্য হইয়া হেষ্টিংসের প্রীতি-ভাজন হইলেন। তৎকালে অপরাপর প্রতিনিধিগণ যেমন দেশীয় লোকের সহিত অন্য ব্যবসা করিয়াও অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, সেইরূপ প্রতাপ-হেষ্টিং-সকেও সে বিষয়ে লিপ্ত করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই।—ক্রমে প্রতাপের মান বঙ্গ বিহারে প্রকাশিত হইয়া আসিল। নন্দকুমারের নাম তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হইলে তিনি একেবারে কাতর হইতে লাগিলেন। তাঁহার পক্ষে বর্ত্তমান সমৃদ্ধি যেন উপহাসের ন্যায় বোধ হইল, সেই কারণে তাঁহার বর্ত্তমান সুখ পথের কণ্টক স্বরূপ নন্দকুমারকে একেবারে নষ্ট করিতে কৃতসংকল্প হইয়া উপায় স্থির করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ঃ—তিনি দেখি-লেন নন্দকুমারের স্ত্রী সুশীলা যৌবনাক্রান্তা হইয়াছেন, নন্দকুমারের প্রীতি অবিচলিত রূপে সুশীলার প্রতি আবদ্ধ হইয়াছে। এই—প্রণয়ী—যুগলের কোন প্রকারে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া সুশীলাকে হস্তগত করিতে পারিলেই নন্দকুমার উন্মত্ত হইযা তাঁহার স্মরণ গ্রহণ করিবেন তিনি সেই অব-সরে নন্দকুমারের অবশিষ্ট সম্পত্তি হস্তগত করিয়া কোন কৌশলে হেষ্টিংসকে বুঝাইয়া,যাহাতে নন্দকুমার জীবনে বিনষ্ট হন, তাহা স্থির করিতে লাগিলেন। নন্দকুমারের নাম পৃথিবীতে থাকিতে আর তাঁহার সৌভাগ্যের শোভা হইতেছে না। তিনি সেই ব্রতে ব্রতী হইলেন, সগর্ব্ব ভরে নন্দকু-মারকে ভয় দেখাইয়া একখানি পত্র লিখিলেন, সেই পত্র পাঠে নন্দকুমার পূর্ব্ব প্রকার কাতর হইয়াছেন।

এদিকে প্রতাপনারায়ণ বন্দুকের শব্দ কোথা হইতে আসিল স্থির করিতে না পারিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন, কিন্তু সেই দিন অপরাহ্নে

এই চক্রান্ত সিদ্ধ করিবার কারণ শ্যামা বৈষ্ণবীকে গভীর নিশাযোগে যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলেন তাহা ভুলিয়া গেলেন। নিশির গভীরতা দেখিয়া প্রভুর আদেশ পালনার্থে শ্যামা আসিয়া প্রতাপের দ্বার ঠেলিল; একবার—ঠেলিল, দুইবার ঠেলিল, প্রতাপ চমকাইয়া শয্যা হইতে ভূমে অবতরণ করিলেন। পুনরায় দ্বারে আঘাত হইল; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেও?"

উত্তর হইল :—"শ্যামা বৈষ্ণবী।"

প্রতাপ হাসিতে হাসিতে দ্বার খুলিয়া দিলেন; শ্যামা বৈষ্ণবী গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রতাপকে প্রণাম করত বলিল :—

"ক্রীতদাসী উপস্থিত—গভীর নিশায় কি জন্য স্মরণ কোরেছিলেন?" প্রতাপ একটু মুচকাইয়া হাসিলেন, ভাবে বোধ হইল, তিনি শ্যামার রূপ দেখিয়া হাসিলেন; শ্যামার—পরিচ্ছদ দেখিয়াও হাসিলেন। শ্যামা দেখিতে কুশ্রী নয়—ভদ্রলোকের—মেয়েদের—মত সামান্য রূপ সম্পন্না। শ্যামার বয়সও অধিক হয় নাই, বোধহয় বিংশতি বর্ষ হইবে; শ্যামার অদ্যা-বধি বিবাহ হয় নাই। শ্যামা যে আখড়ায় থাকিত তাহাদের উপর অবিশ্বাস করিয়া কণ্ঠী বদল করিতে ভুলিয়াছিল; কিন্তু পূণ্যের পথে কাঁটা দিতে ভুলে নাই। শ্যামা বিলাসিনী—ছিল, তাহার কারণ আর কিছুই নয় শ্যামার প্রায়ই বড় লোকদের নিকটে যাওয়া আসা ছিল। বঙ্গী বিলাসী বাবুদের ভদ্র মহিলা বা সুন্দরী আত্মীয় কন্যা হরণ করা একটি প্রধান গৌরবস্থল থাকাতে শ্যামা সে বিষয়ের প্রধান দৌত্যকার্য্যে—নিযুক্ত থাকিত; এই কারণে সেসময়ে বাবু মহলে শ্যামার নাম অত্য প্রচলিত ছিল। আজ প্রতাপ যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, শ্যামা তাহার প্রধান সহায়। শ্যামার গুণের মধ্যে, শ্যামা কোকি কণ্ঠী ছিল।

প্রতাপ শ্যামার মনের ভাব বুঝিয়াছিলেন;—তিনি অনেকক্ষণ ভাবি শ্যামাকে বলিলেন :—

"শ্যামা! আমার আশা সফল কোত্তে পারবি?

শ্যামা সগর্ব্বে উত্তর করিল ঃ—

"যদি আকাশের চাঁদ কোথায় থাকে, আর কোন পথ দিয়ে গেলে তার—কাছে—যাওয়া যায়, তার যদি সন্ধান পেতাম, তাহোলে চাঁদ কি এত দিন আকাশে থাক্‌তো!"

প্রতাপ আশ্বস্ত হইলেন ঃ—পুনরায়—বলিলেন ঃ-

"নন্দকুমার—অগ্নি,—সুশীলা তাহার জলন্তশিখা—যদি ভস্ম হোস্‌।"

শ্যামা হাসিল—কতক্ষণের—পর—বলিল ঃ—

"শিবের—নয়নে অগ্নি—শিবের মস্তকে অগ্নি—শিবের অঙ্গে অগ্নি-হৃদয়ে-অগ্নি-মদন কি তাঁকে পাগল করে নাই!! যদি বলেন পুড়ে মরে-ছিলো। কিন্ত রতি সহায় হোলো, আবার সে বাঁচলো!! তাই—বোলছি—মদন কৃতকার্য্যতো হোয়েছিল। মহাদেবকে তো ত্রিভুবনে ঘুরিয়েছিল। তেমনি যদি আমি পুড়ি, তথাপি আপনার মনস্কামনা পূর্ণ কোরে তবে পুড়বো। আপনি রতির কাজ কোরবেন, আমাকে পুনরায় বাঁচাবেন।"

প্রতাপ অতিশয় বুদ্ধিমান্‌, শ্যামার—মনের ভাব বুঝিলেন, শ্যামা যে এ কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ কোরেছে তা তিনি জানিতে পারি-লেন; তিনি স্বীয় কটীদেশ হইতে একটী মোহর—বাহির করিয়া শ্যামাকে দিলেন ঃ——শ্যামা মোহর লইয়া প্রণাম করত একটী গান গাহিল ঃ——

অনেক দিনের পরে আমার মনচোরা পোড়েছে ফাঁদে।

প্রতাপের এ গান ভাল লাগিল না, তিনি বলিলেন ঃ——

"শ্যামা! অন্য গীত গাও?"

শ্যামা তোষামোদের চূড়ান্ত শিখিয়াছিল—সে গাহিল ঃ——

যমুনার কূলে সই পেখনু বনমালী।
ভুবন মোহন রূপে, বাজায় মুরালী॥

প্রতাপ এবারেও বারণ করিলেন ঃ——

শ্যামা বলিল ঃ—"বাবু টপ্পা গাইলুম—কৃষ্ণবিষয় গাইলুম, আবার কি গাইব ঃ—" শ্যামা বুঝিল বিরহ গাহিলেই প্রতাপের মনস্তুষ্টির সম্ভাবনা ঃ——সে গাহিতে২ বলিল ঃ——

"কৃষ্ণের বিরহ দর্শন পূর্ব্বক রাধার সমীপে বৃন্দাদূতি এইরূপে বিরহ বর্ণনা করিতেছে ঃ——

রাধা ধ্যান, রাধা জ্ঞান, রাধা হৃদয় শোভা।
কোথা মিলে কৌস্তভ গঞ্জন নবীন তপন আভা॥
কিবা চাঁচর চিকুরে বিনির্ম্মিত সুন্দর বেণী পাশ।
হেম নীরদ খেলত চঞ্চলবিজলী গঞ্জিত সুখ হাস॥

শ্যামা থামিল, প্রতাপ মনে মনে ভাবিলেন এ কৃষ্ণের বিরহ নয় এ আমারই—ঃ—প্রকাশ্যে বলিলেনঃ—"আচ্ছা আজ বিদায় হও? কাল এমনি সময় এসো?" শ্যামা বিদায় হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

আগুন ধরিল।

খাতাখানি যত দূর পাঠ করি ততই আমার—কৌতূহল আরো বৃদ্ধি হয়; কোন মতে স্থির হইতে পারিলাম না, সন্ধ্যা হইয়া গেল, তথাপি আলো জ্বালিয়া পুনরায় পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম।

"ধর্ম্মব্রত গোস্বামী নন্দকুমারের গুরু; যে সময়ে হরকুমার বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন, তাহার কিছু দিন পরেই ধর্ম্মব্রত গোস্বামী স্বয়ং নন্দকুমারের বাটীতে আসিয়া নন্দকুমারকে আত্ম পরিচয় প্রদান করেন। স্বীয় নিরুদ্দেশ কালে হরকুমার—ঐ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একখানি পত্র দিয়া যান। সে পত্রের মর্ম্মে নন্দকুমারকে

গোস্বামীর মতে থাকা যুক্তিযুক্ত বলিয়া কথিত ছিল, সেই পত্র পাঠে নন্দকুমার পিতার আদেশমতে ধর্ম্মব্রত গোস্বামীকে দেবতার ন্যায় মান্য করিতেন এবং গোস্বামী মহাশয়ও যাহাতে নন্দকুমার সস্ত্রীক সুখে কাল যাপন করেন এই চেষ্টা করিতেন। সুশীলার অপহরণের কথা তিনি পূর্ব্বে শুনিয়া ছিলেন, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ পূর্ব্বে আসিয়া নন্দকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই—এক্ষণে সময় নাই দেখিয়া সেই গভীর নিশাতেই আগমন করিলেন। বর্ষার প্রবল বর্ষণে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছিল, তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া হস্তে ত্রিশূল ছিল। আর্দ্র গাত্রে অনায়াসেই সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রোধ করিলেন, সুশীলা ও নন্দকুমার চমকাইয়া দেখিলেনঃ—ধর্ম্মব্রত গোস্বামী!! উভয়ে প্রণাম করিলেনঃ—তিনি "উভয়ে কুশলে থাক" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিন্তু আশীর্ব্বাদ করিতে তাঁহার জিহ্বা কম্পিত হইল। নন্দকুমার গভীর নিশিতে গুরুদেবের আগমনে আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেনঃ———"ভগবন্! আপনি কি কামচারী!!

গোস্বামী মহাশয় উত্তর করিলেনঃ—

"না বৎস! আমি কামচারী নই—কিন্তু কার্য্যানুরোধে আমাকে কামচারী হইতে হইয়াছেঃ—আমি তিন দিবস পূর্ব্বে তোমার ভাগ্য গণনা করিতে বসিয়াছিলাম, তাহাতে—যাহা কিছু অমঙ্গল দেখিলাম, তাহার স্বস্ত্যয়ন কবিতে আমার সময় অতীত হইয়া গেল, আজ দ্বিপ্রর রাত্রে সে সাধনা শেষ হইল, পরে আমি যে সংবাদ পাইয়াছি তাহারও অনুসন্ধান করিতে কিছু সময় লাগিয়াছে, এক্ষণে তোমার নিকটে আসিয়াছি।"

নন্দকুমার এখনো বিস্মিত—তিনি বলিলেনঃ—

"আপনি অন্দরের পথ কি প্রকারে জানিলেন?"

গোস্বামী উত্তর করিলেনঃ—

"সকলি জগদীশ্বরের ইচ্ছা। তিনি আমাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।"

পুনরায় নন্দকুমার বলিলেনঃ—

আমার দ্বারে সসস্ত্র প্রহরী আছে; তাহারা আপনাকে বাধা দেয় নাই?"

গোস্বামী বুঝিলেন নন্দকুমারের বর্ত্তমান অনিষ্ট আশঙ্কায় বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে—তিনি সেই বিস্ময় অপনয়ন করিবার কারণ বলিলেন:—

"বৎস! এক্ষণে তুমি কুগ্রহে পীড়িত, তোমার বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে। আচ্ছা তোমার বিস্ময় অপনয়ন করিতেছি।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারী স্বীয় কটীদেশ হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন:—"এই পত্রিকা খানিকে বিশ্বাস কর?"

নন্দকুমার দেখিলেন সেখানি তাঁহার পিতার পত্র। তিনি আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার বিস্ময় অপনীত হইল। তিনি একদৃষ্টে গোস্বামীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

গোস্বামী দেখিলেন নন্দকুমারের বিস্ময় দূর হইয়াছে, কিন্তু তিনি দুঃখিত রহিয়াছেন:—কি করেন—যে কার্য্য করিতে এত কষ্ট—স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, সেই কার্য্য সমাধা করিতে আরম্ভ করিলেন:—তিনি বলিলেন:—

"নন্দকুমার! তুমি বুদ্ধিমান্! উদ্বিগ্ন হইও না; যে কথা শুন্‌বে তাহা অপেক্ষা অপ্রিয়কর আর তোমার পক্ষে এ জগতে নাই—অতএব মনকে দৃঢ় কর; স্বয়ং স্থির হও! তোমার অদৃষ্টে কাল শনি উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে জীব হীংসাও হইয়া থাকে। আমি কিছুতেই কিছু করিতে পারিলাম না। পরিণাম ভাল বুঝিতে পারিলাম না। প্রতাপ তোমার স্ত্রীকে হরণ করিবে; তোমার পিতৃবন্ধু সকলেই প্রতাপের ধন গৌরবে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার দ্বারস্থ হইয়াছেন; মহামতি হেষ্টিংস তোমার পিতার উপকার বিস্মৃত হইয়া প্রতাপের কৌশলে ভুলিয়াছেন। আর তোমার নিস্তার নাই! তোমার উপস্থিত বিপদ জেনে তুমি সাধ্য মত প্রতিকারের চেষ্টা কর—আমি দৈব সন্তুষ্ট কারণে নিযুক্ত রহিলাম। দেখ হিমালয়ের বিশ্বব্যাপী শৃঙ্গও যদি তোমার হৃদয়ে ভাঙ্গিয়া পড়ে, তথাপি

তুমি কাতর হইও না! যদি নবগ্রহ সমন্বিত সৌরজগতও তোমার হৃদয়ে ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহাতেও কাতর হইও না! যদি অনন্ত অগ্নি তোমাকে গ্রাস করিতে আগমন করে তাহাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিও! যদি অসীম ভারত সাগরের পর্ব্বতসম তরঙ্গ তোমাকে ডুবাইতে চায়, তাহাতেও তুমি ক্ষুব্ধ হইও না! প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম জগতে আর কিছুই নাই—বহু পুণ্য ফলেই জীবে মানব জন্ম গ্রহণ করে! তুমি বর্ত্তমান সংসারের প্রহেলিকায় উন্মত্ত হইয়া যেন সে অমূল্য জীবনকে হেলায় নষ্ট করিও না? আর কি বলিব, সহায় জগদীশ্বর!!"

গোস্বামী মহাশয় এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া নন্দকুমারের হৃদয়ে অগ্নি ধরাইয়া দিলেন। নন্দকুমার দেখিলেন সুশীলা অবশ্যই প্রতাপ কর্ত্তৃক হৃত হইবে। তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, তিনি যেন চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন, পরে বলিলেন ঃ—

"গুরুদেব! আর লজ্জা সম্বরণ করিতে পারিলাম না, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কোর্ব্বেন; আমার পিতার পবিত্রকুল কলঙ্কিত হবে; আমার হৃদয়েশ্বরী প্রতাপের হইবে! ওঃ! এ কল্পনা হৃদয়ে একবার চিত্র করাপেক্ষা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পতিত হওয়া ভাল!! সুশীলে—সুশীলে!!—

সুশীলার নাম ধরিয়া নন্দকুমার ভয়ানক চীৎকার করিয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পতিপ্রাণা সুশীলা সে বিরহ অসহ্য বিবেচনায় "জীবিতেশ্বর! আমিও যাই!" এই কয়েকটী কথা উচ্চৈঃস্বরে-ক্রন্দনের সহিত উচ্চারণ করিয়া নন্দকুমারের এক পার্শ্বে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সে করুণ দৃশ্য দর্শনে পাষাণও বিদীর্ণ হয়।

গোস্বামী—সংসার বিরাগী—গোস্বামীর নয়নে অশ্রুর আবির্ভাব হইল, কাতর স্বরে আপনা আপনি বলিলেন ঃ—

"বাঙ্গালা সংসার! তোমার প্রহেলিকা বোঝা ভার!! তুমি কি

বিশ্বসংহার কর্ত্তা মহাদেবের এক অংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর ভার হ্রাস করিতে অবতীর্ণ হোয়েচ? ওঃ! আজ নন্দকুমার যেমন স্বজাতির কৌশলে দগ্ধ হইতেছে! কালে কালে সকল বাঙ্গালী স্বজাতির হিংসায় এমনি করিয়া দগ্ধ হইবে। এমন বিশ্বসংহারী জাতি আর কোথায় আছে? এ জাতি অবহেলায় ভ্রাতার গলায় শাণিত ছুরিকা দিয়া কপট বন্ধুর প্রণয় ভাজী হইতেছে। এ জাতি স্নেহময়ী জননীকে দাসী করিয়া পরের সেবা করিতেছে। এ জাতি স্নেহময় পিতাকে পথের ভিখারী করিয়া সেই ধনে বিজাতীয় পদসেবা করিতেছে। এ জাতি পতিপ্রাণা রমণীকে বিষ খাওয়াইয়া নরকের কীট যোনীর ন্যায় বেশ্যার হস্ত কণ্ঠে সংলগ্ন করাইতেছে!! হায়!! হায়!! ভারত তুমি অনন্ত প্রসূতা!! যে গর্ভে কাশ্মীরের শিখ, রাজ স্থানের রাজপুত; দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্রগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহারাও কি সেই গর্ভজাত!! সহস্র সহস্র উল্কাপাত হইয়া বঙ্গ ভস্মীভূত করত ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করুক; ভারতে বাঙ্গালীর নাম আর যেন এ জগতে কোথাও না প্রকাশ পায়!!"

গোস্বামী আপনার দুঃখ হৃদযে লুক্কাইত করিয়া সম্মুখস্থ বারিপাত্র হইতে বারি লইয়া নন্দকুমার ও সুশীলার বদনে সেচন করিলেন। উভয়েই চৈতন্য লাভ করিলেন। নন্দকুমার সুশীলাকে না পাইয়া সুশীলা শব্দে চীৎকার করত সুশীলাকে পাইলেন। সুশীলা নন্দকুমারের ক্রোড়ে থাকিয়া নির্ভিকা হইলেন। উভয়ের অশ্রু অবিরতধারে প্রকাশিত হইতে লাগিল। গোস্বামী দেখিলেন ইহাদের উদ্বেগ দূর করা বড় সহজ কথা নয়—এবং এস্থানে সময় অতিবাহিত করিলে, প্রতাপের মন্ত্রণা শ্রবণ করার বিলম্ব হইবে। তিনি সুশীলাকে নন্দকুমারের বক্ষধৃত দেখিয়া বলিলেন ঃ—

"বৎসে সুশীলে!! তোমার পক্ষে নন্দকুমারের বক্ষ সামান্য আশ্রয় নয়! দুর্ভেদ্য দুর্গ স্বরূপ। তুমি ঐ দুর্গের আশ্রয়ে অবস্থান কর—বিচলিত হইও না। আমি কর্ত্তব্যাবধারণার্থে চলিলাম।"

গোস্বামী চকিতের ন্যায় তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

নন্দকুমার কি ভাবিতেছিলেন, হঠাৎ সুশীলাকে হৃদয়স্থল হইতে অপসৃত করিয়া উন্মত্ত ভাবে জানালার নিকটে যাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন :—

"সুধাংশু! তোমার কিরণ শীতল বলিয়া জানিতাম, আজ কেন আমার অঙ্গকে দগ্ধ কোচ্চো—না না না—আর না—তুমি মেঘের মধ্যে লুকাও?—ভিখারী নন্দকুমার আর জ্বলিতে চাহে না। প্রতাপ! পাষণ্ড প্রতাপ!! নরকের কল-পিশাচ প্রতাপ! তোর হৃদয় আজ আনন্দে নৃত্য কোচ্চে—তুই আমার জীবন সর্ব্বস্ব ধনকে অপহরণ করবি বলিয়া আনন্দে নৃত্য কোচ্চিস্? কিন্তু ইহাও জানিস্, যে যতক্ষণ নন্দকুমারের ধমনীতে এক বিন্দুও রক্ত থাকিবে, ততক্ষণ সুশীলা নন্দকুমারের—কার সাধ্য সুশীলাকে হরণ করে!!"

নন্দকুমার দেবী ভক্ত ছিলেন, হঠাৎ এই ভয়ানক দুর্দ্দৈবে পড়িয়া দেবীর নাম করিতে ভুলিয়াছিলেন, মনে হওয়াতে করযোড়ে বলিলেন :—

"মা সর্ব্বমঙ্গলে! তুমি যে করে অসুরমণ্ডলীকে নিহত করিয়া দেবগণকে রক্ষা করিয়াছিলে, সেই অভয় হস্তে আমার সুশীলাকে অর্পণ করিলাম, রাখিতে পার রাখিও। আমি ভিখারী হইলাম।

দশম পরিচ্ছেদ।

আশা-সহচরী।

খাতাখানি পাঠ করিতে করিতে রাত্রি নয়টা বাজিল। ভৃত্য আহারের কারণ ডাকিতে আসিল। আজ এই পর্য্যন্ত পাঠ সমাপন করিয়া ভৃত্যের সহিত অন্দরে আহার করিতে গেলেন, খাতাখানির লিখিত—বিষয়গুলি আমাকে সময়ে সময়ে ক্রন্দনাকুল করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহবাই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে অন্দরে উপস্থিত হলেম। যে ঘরে দক্ষিণামোহন বাবু বসিয়াছিলেন সেই ঘরের সম্মুখের দালানে আহার করিতে বসিলাম। দক্ষিণামোহন বাবু আমাকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি দ্বার ভেজাইয়া নটবর সাজে সাজিতে-ছিলেন। একখানি পৃষ্ঠাধার যুক্ত কৌচে বসিয়া একখানি আরসী হস্তে আপনার মুখ খানি আপনি দেখিতেছেন। যেন নূতন আশার হিল্লোলে নাচিতেছেন; হস্তে একখানি চিরুণী, তদ্দ্বারা যথাস্থানে কেশ বিন্যাস করিলেন, যথাযথ হইল কিনা, তাহার পরীক্ষা করিলেন, কতক্ষণের পর মনোমত হইল দেখিয়া, গাত্রে সেই কিংখাপের অঙ্গরক্ষক পরিধান করিলেন; তাহাও যথাযথ হইল কি না বারম্বার দেখিলেন, তাহা মনোমত হইলে, পূর্ব্বদৃষ্ট ঘড়ির চেন ছড়াটী লইয়া যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিলেন। বেস বিন্যাশ সমাপ্ত হইল, তিনি একবার আরসীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন, আপনাকে কেমন দেখাইতেছে তাহা দেখিলেন; পরে একখানি সুগন্ধিপূর্ণ রুমাল পকেট হইতে বাহির করিয়া মুখের কাছে ধরিলেন, যেন নটবর সজ্জা হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার মনে কি একটী নূতন আশার উদয় হইল। তিনি মুচ্‌কিয়া হাসিয়া সেই কৌচে বসিয়া উরুদেশ কম্পন করিতে লাগিলেন। যেন নবীন আশা তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আশা—মায়াবিনী আশা—এই মানব জীবনের প্রবল স্রোতের একমাত্র সহায় আশা—

সংসারের এক মাত্র লক্ষ্যস্থল আশা, তাঁহার সহচরী হইল, তিনি অনঙ্গমুঞ্জরীর আশায় আশ্বাসিত হইলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইল। তিনি কুহকিনী আশাকে সহচরী করিয়া পুণ্যের পথে কাঁটা দিলেন; মাতা—পিতা—ভ্রাতা—প্রভৃতির মায়া বিসর্জ্জন দিলেন। একমাত্র অনঙ্গমুঞ্জরীই তাঁহার জীবলীলার লীলাস্থল হইল। তিনি অসনে, ব্যসনে, শয়নে, স্বপনে অনঙ্গমুঞ্জরী ভিন্ন আর কিছুই ভাবিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে অনঙ্গমুঞ্জরীই ইহ সংসারের সার পদার্থরূপে গণ্য হইল। তিনি কখন অনঙ্গমুঞ্জরী দর্শন লাভ করিবেন, কতক্ষণে গভীর নিশীথ অন্ধকারে জনপদের আঁখি হইতে নিভৃত ভাবে তাঁহাকে অনঙ্গমুঞ্জরীর নিকটে লইয়া যাইবে, তাহারই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দক্ষিণামোহনের এইরূপ ভাব দেখিয়া আমি আহার সমাপনান্তে বাহিরে আসিলাম ঃ—মনে ভয়ানক বিস্ময় উপস্থিত হইল। কি করি স্থির হইতে না পারিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলাম, "অদ্য এই মাত্র আমি অন্যত্র যাইব, বোধ হয় আসিতে রাত্রি হইবে, সতর্কে শয়ন করিও, যেন ডাকিলেই দ্বার খোলা পাই।" এই কথা বলিয়া আমি রাজউপবনের উদ্দেশে চলিলাম, উপবনের দ্বার দেশে গিয়া দেখি দ্বারখোলা রহিয়াছে, অবাধে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম। যে সৌধ অট্টালিকায় পূর্ব্বদিবসে দক্ষিণামোহন ও অনঙ্গমুঞ্জরীকে দেখিয়া ছিলাম, সেই অট্টালিকার মধ্যস্থ সেইস্থানে নিভৃত ভাবে উপস্থিত হইলাম। যাহা দেখিলাম তাহা অতি মনোরম—তাহা অতি হৃদয়গ্রাহী ঃ—

অনঙ্গমুঞ্জরী অনঙ্গপীড়নে ব্যথিতচিত্ত সেই সুসজ্জিত খাটে কপোললগ্ন হস্তে উপবিষ্টা রহিয়াছেন; তাঁহার কৃষ্ণ কেশদাম বেণীভাবে পশ্চাতে দোদুল্যমান, বেণীর মুখে মণি আবদ্ধঃ---যেন—মণি মণ্ডিত কালফণী দুলিতেছে। সুন্দর ললাটদেশের প্রান্তভাগে কেশ বেষ্টিত থাকায় যেন নৈশাকাশস্থ অষ্টমীর চন্দ্রকে গঞ্জনা প্রদান করিতেছে। অনঙ্গমুঞ্জরীর রূপের উপমা দিবার বস্তু বোধ হয় বিধাতা নির্ম্মাণ করেন নাই, সমস্তই নূতন!

যেন বিরহ কাতরা রাধা নিকুঞ্জে বসিয়া মথুরাগামী কৃষ্ণের রূপ ধ্যান করিতেছেন ঃ— যেন সখীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন ঃ—"সখি! এইতো বসন্ত আগমন করিল, বসন্তসখা মনের সাধে সহকার শাখায় বসিয়া মদন সঙ্গীত প্রাণ ভরিয়া গাহিতে লাগিল। মাধবী লবঙ্গ—যূথী—মল্লিকা বল্লরী মুকুলিত হইল; কমলিনী প্রকাশিতা হইল; তমাল, অশোক, কিংশুক নবসাজে সজ্জীভূত হইল—সকলি আসিল—কৈ কৃষ্ণ তো এলেন না। বিধাতা বোধ হয় আমাকে বৈমুখ হোলেন! আর সহ্য হয় না, কৃষ্ণ বিহনে যমুনা সলিল আমার নিকটে অনল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে—মলয় বায়ু অগ্নিশিখার ন্যায় বোধ হোচ্চে—চন্দ্রের কিরণ আমাকে দগ্ধ করিতেছে-কোকিলের কাকলী আমাকে বধির করিতেছে—ভ্রমরের ঝঙ্কার আমার—পক্ষে বিষ বরিষণ করিতেছে—অগুরু চন্দন আমার পক্ষে ভস্ম বলিয়া বোধ হইতেছে—আর সহ্য হয় না—সখি! কিসে এই দারুণ বিরহ হইতে নিস্তার পাই।"

রাজকুমারী অনঙ্গমুঞ্জরীর আজ সেই অবস্থা উপস্থিত। তাঁহার পলকে প্রলয় জ্ঞান হইতেছে। দক্ষিণামোহনই তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান সমস্তই হইয়াছে। দক্ষিণামোহনকে না দেখিয়া তিনি সংসারকে শূন্য দেখিতেছেন। পার্শ্বে একজন সখী ছিল, রাজকুমারীকে বিমর্ষ দেখিয়া, চামর বীজন করিতে আরম্ভ করিল ঃ—আশাই রাজকুমারীর একমাত্র লক্ষ্যস্থল হইল। আশা যে রূপে এই ত্রিলোক পরিবৃত জগৎকে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন, আজ সেইরূপেই এই বিরহ কাতরা অনঙ্গমুঞ্জরীকে রক্ষা করিবার কারণ তাঁহার সহচরী হইলেন ঃ—সেই আশা বলেই অনঙ্গমুঞ্জরী দক্ষিণামোহনের রূপচ্ছবি ভাবিতে২ বসিয়া রহিলেন। নিশা গভীরা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবী গ্রাস করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিক সেই প্রতাপে নিস্তব্ধ হইল। কেবল শিবাগণই মধ্যে মধ্যে অশিব চীৎকার করিয়া নিশাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে লাগিল।

অনঙ্গমুঞ্জরী বিরহ অসহ্য দেখিয়া পার্শ্বস্থ সখীকে বলিলেন ঃ—"এতো বিলম্ব কেন ?"

সখী উত্তর করিল ঃ—

"বোধ হয়, নিভৃতভাবে আসিতে বিলম্ব হইয়া থাকিবে।"

বোধ হয় এ কথাটী রাজকুমারীর মনোগত হইল না। তিনি বলিলেন ঃ—

"যে লোক ইহ জন্মে প্রণয়ের বর্ম্ম পরিধান করে, তাহার আবার ভয়!! ত্রিজগত তাহার বিপক্ষ হইলেও সে স্বয়ং তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারে।"

সখী দেখিল অনঙ্গমুঞ্জরী উন্মত্তা হইয়াছেন। সে বলিল ঃ—"পরাস্ত হোলেম।"

অব্যবহিত পরেই সেই কক্ষের দ্বারে কাহার হস্তজাত শব্দ উৎপন্ন হইল। অনঙ্গমুঞ্জরী চমকিয়া দ্বারদেশে চাহিলেন; সখী ত্বরায় দ্বার খুলিয়া দিল; বৃন্দা দূতী শ্রীকৃষ্ণকে নিকুঞ্জে প্রবেশ করাইল; দক্ষিণামোহন গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্রেই সখী-দ্বয় বাহিরে যাইয়া দ্বার রোধ করিল। অনঙ্গমুঞ্জরী সানন্দে খাট্ হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দক্ষিণামোহনের হস্ত ধরিলেন, সোনার সতীত্ব-রত্ন এতোদিনে বিসর্জ্জন দিলেন। দক্ষিণামোহন সসম্ভ্রমে অনঙ্গমুঞ্জরীর দক্ষিণে বসিলেন ঃ—তিনিও এই অবসরে এ জন্মের মত মাতা—পিতা—ভ্রাতা—ভগ্নী আত্মীয় স্বজনের মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিয়া অনঙ্গের প্রণয় সাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন। কতক্ষণ উভয়ের প্রণয় সম্ভাষণ হইল। শেষে অনঙ্গমুঞ্জরী বলিলেন ঃ—

"আপনি এত বিলম্ব করিলে—আমার পলকে প্রলয় জ্ঞান হয়।"

দক্ষিণামোহন বলিলেন ঃ—

"সমাজের ও রাজার ভয়ে সময়ে তোমাকে না দেখিয়া আমিও অত্যন্ত কষ্ট পাই, বোধ হয়, যেন মোহ আসিয়া উপস্থিত হয়।"

অনঙ্গ বলিলেন ঃ—

"তবে ভাই আমরা এ ভবন পরিত্যাগ কোরে অন্যত্র যাই চল।"

দক্ষিণামোহন মৌনে রহিলেন। তাঁহার চক্ষে আর একবার পিতৃ সংসারের ছায়া পড়িল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্যামার কৌশল।

আমি দক্ষিণামোহন ও অনঙ্গমঞ্জরীর মনের ভাব কতক পরিমাণে বুঝিতে পারিলাম; আর তথায় থাকা অবিধেয় জ্ঞানে তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক শয্যায় শয়ান রহিলাম; সূর্য্যদেব স্বীয় স্বর্ণময় হর্ম্ম্য হইতে প্রকাশিত হইয়া সপ্তাশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক জগৎ পরিভ্রমণ করিতে যাইবেন তাহার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া শয্যা ত্যাগ করিলাম; মুখ প্রক্ষালন করিয়া পুনরায় উদ্দীপ্তিময় রচনা পূর্ণ মোক্তার মহাশয়ের খাতাখানি পাঠ করিতে বসিলাম।

শ্যামা বিদায় হইবার পরে প্রতাপ সুখে নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। তিনি যতবার নিদ্রিত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ততবারই নন্দকুমারের রক্ত মণ্ডিত মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে পতিত হইয়া, তাঁহার হৃদয়ে ভয় জন্মাইয়া দিতে ছিল। তিনি অস্থির হইলেন। নন্দকুমারের নাম তাঁহার পক্ষে বিষবটিকার কার্য্য করিল। নন্দকুমারের মূর্ত্তি তাঁহার বর্ত্তমান সৌভাগ্যের শনি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই সমস্ত ভাবিয়া তিনি নন্দকুমারকে যে কৌশলে পারেন, কালের করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে রাত্রি প্রভাত হইল। শ্যামা প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিল। সে কথা তাহার মনে পড়িল। প্রতাপ তাহাকে যে মোহর দিয়াছিল তাহার কথা মনে পড়িল। শ্যামার প্রকৃতি দূষিত হইলেও তাহার অন্তঃকরণ সকল সময়ে দূষিত থাকিত না। সে বিলাসিনী—যাহাতে লোকে তাহাকে যত্ন করিতে, সে সেই কার্য্যই করিত। তাহাতে তাহার ভাল মন্দ বিবেচনা ছিল না। প্রতাপের আদরের কথাও তাহার মনে পড়িল, প্রতাপের রূপের কথাও মনে পড়িল। প্রতাপও যুবক, শ্যামাও যুবতী—শ্যামা যে প্রতাপকে অন্তরের সহিত দেখিয়াছিল, সে কথাও সে ভাবিল। প্রত্যহই সে প্রতাপকে নিভৃতে দেখিতে কৃতসংকল্প হইল। তাহার কৌশল স্থির করিবার নিমিত্ত সে নন্দকুমারের সর্ব্বনাশ আরম্ভ করিল। তাহা হইলেই প্রতাপকে সে প্রত্যহ দেখিতে পাইবে, আর প্রতাপও শ্যামাকে প্রত্যহ দেখিবে। সে মনে স্থির করিল আগুনের কাছে ঘৃত কতক্ষণ তরল থাকে? গলিবেই গলিবে। শ্যামার সকল কথা মনে মনে সিদ্ধান্ত হইল। শ্যামা ভিখারিণী বেশে খঞ্জনী হস্তে সুশীলা সুন্দরীর উদ্দেশে পথে বাহির হইল। নন্দকুমার স্বীয় বাটী প্রস্তুত করিবার কালে বাটীর উভয় পার্শ্বে দুইটী মন্দির নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে একটীতে "শান্তিনাথ" নামে মহাদেব ও অপরটীতে "সর্ব্বমঙ্গলা" নামে দশভূজা মূর্ত্তি স্থাপন করেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় তথায় যাইয়া দেবারাধনা করিতেন। উভয় দেবদেবীর পূজাদি করিবার নিমিত্ত একটী পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই পুরোহিত মন্দিরের একধারে বাসা করিয়া থাকিতেন। পুরোহিতের নাম "রসিকমোহন চূড়ামণি।"

রসিকমোহন চূড়ামণির বিদ্যা বুদ্ধি আর কিছুই ছিল না, কেবল দশকর্ম্ম বিধি ও দুই একটী দেব দেবীর কায চালানো গোছ পূজার মন্ত্র শিখিয়াছিলেন, কিন্তু এমনি আড়ম্বরে থাকিতেন, যে স্বল্পবিদ্য বলিয়া কাহারো জানিবার যো ছিল না। প্রতি দুই প্রহরে—বাগানের মালীদের

লইয়া সংস্কৃত বাল্মীকি রামায়ণ মাথামুণ্ড রূপে ব্যাখ্যা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বুঝাইয়া দিতেন, আর পাঠ কালে কথা সকল উচ্চারিত হোক্ না হোক্ অনুস্বার ও বিসর্গটা প্রায়ই জোর করিয়া উচ্চারণ করিতেন—অল্পবিদ্য লোকে তাঁহার সেই আড়ম্বরে তাঁহাকে সুরগুরু বৃহস্পতির তুল্য পণ্ডিত বলিয়া মান্য করিত। অধিকন্তু তিনি নামেও রসিক—কাজেও কতকটা রসিক ছিলেন, পথে ঘাটে যুবতী স্ত্রীলোক দেখিলেই—সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া পরিহাস করিতে ক্রুটি করিতেন না। স্বভাবতঃ তিনি এমনি ফোঁটা কেটে সেজে থাকিতেন যে তাঁহাকে দেখিলেই হাস্য সংবরণ করা যাইত না। তাঁহার বয়স আন্দাজ ৪০ কি ৩৫ হইবে, ভোগে চেহারাটী উজ্জ্বল ছিল।

সেই দিন দুই প্রহর—অতীত হইয়াছে, এমন সময়ে পুরোহিত মহাশয়—যে বাসায় থাকিতেন তাহার রোয়াকে জনকয়েক পল্লীস্থ বৃদ্ধকে লইয়া সংস্কৃত রামায়ণ পাঠ করিতে বসিয়াছেন। শ্রোতারা বুঝিতে পারুক না পারুক রামনামেই ক্রন্দন পূর্ব্বক অস্থির হইতেছে। সে দিন, রামায়ণের যে ভাগে রাজা দশরথ রামের অভিষেক কার্য্যে ক্লান্ত হইয়া কৈকেয়ীর গৃহে বিশ্রাম করিবার মানসে প্রবেশ করিয়া রামের বনগমন কথা শুনিলেন, সেই ভাগ পাঠ হইতেছিল ঃ—পুরোহিত মহাশয় শ্রোতার উদ্দেশে বলিলেন ঃ—

দেখো বাবু আমি যে শুদ্ধ রামায়ণ ব্যাখ্যা কোত্তে পারি তাহা নয়, আমি মূল হইতে অনুবাদ করিয়া পদ্য লিখিতে পারি। তা এমন তেমন লেখা নয়—তাহার এক এক জায়গায় মহর্ষি বাল্মীকির অপেক্ষাও ভাল হয়। আমি তারি একটী কবিতা পাঠ করি শ্রবণ কর ঃ—

"রাজা দশরথ যখন কৈকীর মুখ থেকে—সেই ভয়ানক অগ্নিবাণ তুল্য রামের বনগমন কথা শুনিলেন, তখন তিনি কি করিলেন ঃ—বাল্মীকি লিখেছেন ঃ—

ততঃ শ্রুত্বা মহারাজঃ কৈকেয্যা দারুণং বচঃ।
পপাত সহসা ভূমৌ নিশ্চেষ্টশ্চাভবত্তদা॥

পুরোহিত মহাশয় নিজের দক্ষতা দেখাইবার কারণ মুল পাঠ করিয়া শতবার মাথা চুলকাইয়া তাহার অন্বয় করিতে আরম্ভ করিলেন ঃ—

"ততঃ শ্রুত্বা মহারাজঃ" এই কয়েকটী কথার অন্বয় কি হয় তা শোন। সংস্কৃত পদের অন্বয় করিতে হইলে প্রায়ই শেষের কথাটী প্রথমে যায়; এ ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ কথা! এখানে "ততঃ শ্রুত্বা" শেষ কালে গিয়া মহারাজঃ অগ্রে হইল।"

তিনি এই রূপ প্রস্তাবনা ও ব্যাকরণের শ্রাদ্ধ করিয়া সংস্কৃত শ্লোকটীর—সগর্ব্বে অন্বয় শেষ করিলেন; পুনরায় অর্থ করিতে বসিয়া বলিলেন ঃ——

"আমি এই কবিতার চমৎকার বাঙ্গলা অর্থ স্থির করিয়াছি; তা শোন ঃ—

একটু সুরের সহিত অলৌকিক রূপে পাঠ করিলেন ঃ-——

"শুনিয়া দারুণ কথা কেকয়ীর মুখে।
দশরথ ধূলা মেখে কাঁদে মনোদুঃখে॥"

আপনার কবিতা শেষ করিতে করিতে তিনটা বাজিল। শ্রোতারা একে একে উঠিয়া যাইল। পুরোহিত মহাশয় "রামং লক্ষ্মণং" পাঠ করিতে করিতে পুঁথি বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে শ্যামা বৈষ্ণবী, মন্দিরের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া মনে করিল, এইতো নন্দকুমারের বাটী, দ্বারে অনেক রক্ষী, কি কৌশলে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করা যায়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির হইল যে মন্দিরের পুরোহিত একদিন গঙ্গার ঘাটে তাহার সহিত রসিকতা করিয়াছিলেন। তাহাতে পুরোহিতের সঙ্গে এক প্রকার আলাপও হইয়াছিল। যদি কোন কৌশলে শ্যামা তাঁহাকে হাত করিতে পারে তাহা হইলেই নির্ব্বিঘ্নে এই কার্য্য সমাপন হইবার সম্ভাবনা। শ্যামা বৈষ্ণবী তাহাই স্থির করিয়া পুরোহিতের বাসগৃহের দ্বারে আসিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া মধুরস্বরে গান ধরিল ঃ—

যমুনার কূলে সই পেখনু বনমালী।
(ভুবনমোহন) মদনমোহন রূপে বাজায় মুরালী॥

সঙ্গীতধ্বনি পুরোহিতের কর্ণে প্রবেশ করিল। পুরোহিত রসিক-মোহন যথার্থই রসিক ছিলেন, যুবতীর কণ্ঠ-নিঃসৃত সংগীত লহরী শুনিয়া চমকিত-চিত্তে ভিতরে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন :—

শ্যামা গাহিল :—

বঙ্কিম মাধুরী শোভা :—
নবীন জলদ আভা :—
বনফুলমালাধারী পীতবাসশালী ॥

শ্যামা থামিল। রসিকমোহন এক মনে শুনিতেছিলেন। গান থামিলে তিনি চৈতন্য লাভ করিয়া গায়িকার নিকট আরো গান শুনিবেন এই ইচ্ছা করিয়া যেমন যাইবেন, অমনি সম্মুখে গায়িকাকে প্রবেশ করিতে দেখিলেন। শ্যামা পুরোহিতের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সম্মুখেই পুরোহিতকে আশ্চর্য্য দেখিয়া পুনরায় গাহিল :—

কিবা নটবর রূপ আজি ব্রজ ধামে।
তড়িত রূপিণী রাধা মুরালীর বামে।
চন্দ্রমা জিনিত প্রভা—কিবা মনোহর শোভা
বিজলী নিরদ পাশে প্রকাশে বিরামে ॥

এই গান শেষ করিয়া পুরোহিতকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া শ্যামা বুঝিল তাহার কৌশলে সফল হইয়াছে। রসিকমোহন চূড়ামণিও গায়িকার রূপলাবণ্যে ও মনোহর কণ্ঠধ্বনিতে মোহিত হইয়া কিপ্রকারে—গায়িকার সহিত আলাপ করিবেন তাহা স্থির করিতে লাগিলেন। শ্যামা উপযুক্ত অবসর বুঝিল।—সে বলিল :—

"রসিকমোহন! আমাকে চিন্তে পার ?"

ললনার—মুখে কোন কথাই—কটু বোধ হয় না। যে রসিকমোহন "আপনি" ভিন্ন সংজ্ঞায় কেহ সম্বোধন করিলে তাহাকে বেল্লিক বলিয়া তিরস্কার করিতেন, আজ তিনি বৈষ্ণবীর মুখে "তুমি" সূচক কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দে আপ্লুত হইলেন। রসিকমোহন বলিলেন :—

"বৈষ্ণবি! তোমাকে চিনি—চিনি বলিয়া বোধ হচ্চে।"

শ্যামা বুঝিল পাখী ধরা দেবে—সে গাহিল :——

"প্রণয় যে কি রতন অপ্রণয়ী—কি জানিবে।
প্রণয়িনীর মনোভাব প্রণয়ী—বই কে বুঝিবে॥"

পুরোহিতের মুণ্ড ঘুরিয়াগেল, পুরোহিতের কেন, এরূপ ঘটিলে অনেকেরই মুণ্ড ঘুরে যায়। তিনি অবাক্‌চিত্তে—শ্যামার নিকটে গেলেন। শ্যামার কৌশলবীজ রোপিত হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রতাপের চক্রান্ত।

হেষ্টিংস—বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার—রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার কালেও, ভারতের যে যে অংশ ইংরাজাধিকৃত হইয়াছিল, সে সমস্ত ইংলণ্ডের রাজমুকুটের অধীন হয় নাই; পূর্ব্ব ভারতীয় বাণিজ্য সমাজই শাসন করিত। বাণিজ্য সমাজের যে একটী "বন্দোবস্ত বিধি" * নামে নিয়ম প্রস্তুত হইয়াছিল, হেষ্টিংস সেই নিয়ম মতে রাজত্ব শাসন করিতেন। সেই নিয়মের অনুযায়িক হেষ্টিংসকে একটী সভার মতানুসারে কার্য্য করিতে হইত। তৎকালে সেই সভায় ফ্রান্সিস্ সাহেব, কর্ণেল মন্সন সাহেব, জেনারাল ক্লেবারিং সাহেব ও মাষ্টার বারওএল সাহেব প্রভৃতি সভ্য ছিলেন। উক্ত কয়েকজন সভ্যের মতে মহামতি ফ্রান্সিস্ সাহেব হেষ্টিংসের প্রতিপক্ষতাচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ফ্রান্সিস্ সাহেবের সহিত মনসন ও ক্লেবারিং সাহেবেরাও যোগ দিলেন। কেবল একা বারওএল সাহেব হেষ্টিংসের—স্বাপক্ষে রহিলেন।

---

* ইংরাজী ১৭৭৪ খৃষ্টের রেগুলেটিং এক্ট।

একা বারওএল সাহেব কি করিবেন। ফ্রান্সিস্ প্রভৃতির বিপক্ষতা-চরণে মহামতি হেষ্টিংস ক্লান্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের বাণিজ্য সমাজের আইনের অনুসারে তাঁহাদের কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। হেষ্টিংসকে সর্ব্বদা সাবধানে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। ফ্রান্সিস্ ও অন্যান্য বিপক্ষগণ তাঁহার ছিদ্র অন্বেষণে রত হইলেন; এমন কি, কোন কৌশলেও যদি হেষ্টিংসকে দূষিত করিয়া তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়, তাহারও উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বাবধি প্রতাপের লক্ষ্য ছিল নন্দকুমার। এই প্রতাপবান্ ও ন্যায়-বান্ বৃটীশ শাসনে শাসিত হইয়া তিনি কি উপায়ে নন্দকুমারের সর্ব্বনাশ সহজে করিবেন তাহারই উপায় স্থির করিতে করিতে দেখিলেন, যে সভার অনুমতি মতে হেষ্টিংসকে ভারত শাসন করিতে হইতেছে; সেই সভার সভ্যদের মধ্যে ফ্রান্সিস্ প্রভৃতি কয়েকজন—হেষ্টিংসের সর্ব্বনাশ করিবার কারণ প্রজাগণকে উত্তেজিত করিয়া হেষ্টিংসের শাসনের নিন্দা প্রকাশ করাইতে চেষ্টা পাইতেছেন। প্রতাপ ভাবিলেন যদি কোন উপায়ে ফ্রান্সিস্ সাহেবের সহিত গুপ্তভাবে প্রণয় করিয়া তাঁহার অভি-প্রায়ের পোষকতা করেন, তাহা হইলে, নন্দকুমারকে রাজপ্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া পুনরায় হেষ্টিংসের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক নন্দকুমারের প্রতি-দ্বন্দ্বিত্ব প্রকাশ করিয়া দিবেন; তাহা হইলেই নন্দকুমারের সর্ব্বনাশ সহজেই সাধিত হইবে। সেই কথাই তাঁহার মনোমত হইল। তিনি বারম্বার সভায় যাওয়া আসা করিয়া ফ্রান্সিস্ সাহেবের সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন; ক্রমে এত প্রগাঢ় বন্ধুত্ব করিলেন যে, বুদ্ধিমান্ ফ্রান্সিস্ প্রতাপের কৌশলে ভুলিয়া মনের কথাও তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে ক্রটি করিলেন না।

এদিকে প্রতাপ স্বীয়—অভিলাষ পরিসিদ্ধ করিবার কারণ শ্যামা বৈষ্ণবীকে বিদায় করিয়া প্রভাত মাত্রেই গাত্রোত্থান করিয়া নন্দকুমারকে ফ্রান্সিস সাহেবের হস্তে কি উপায়ে নিক্ষেপ করিবেন তাহার উপায় মনে মনে

স্থির পূর্ব্বক সেই সন্ধ্যার সময়ে বাটীতে নৃত্যাদির সমারোহ করিয়া ফ্রান্সিস্ সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

এদিকে নববাসর সমাগমাকাঙ্ক্ষিনী নীলাম্বরী বসনাবৃতা-সালঙ্কারা নবীনা যুবতী রূপে পৃথিবীকে মোহিত করিবার কারণ সন্ধ্যা আগমন করিলেন। প্রতাপের বাটী আজ্ আলোকে আলোকিত হইল। দ্বারে আলো; দালানে আলো; বৈটকখানায় আলো; চতুর্দ্দিক্ আলোকে হাসিতে লাগিল। রাজপথের সম্মুখে দ্বিতলের উপরে প্রতাপের অতি প্রশস্থ বৈটকখানা; বেলোয়ারী ঝাড়ের চাক্‌চিক্যে বৈটকখানা ইন্দ্রালয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। প্রতাপ বৈটকখানাটীকে যতদূর পারিয়াছিলেন বিলাতী আমদানী সামগ্রীতে সাজাইয়া ছিলেন, কিবল আতরদান, গোলাপদান প্রভৃতি দেশীয় প্রস্তত ছিল। নৃত্য সভার সকল প্রকার উপকরণ একত্রে আসিল। চারিদিকে সুগন্ধী ছড়াইয়া দেওয়া হইল। ক্রমে দুই জন অপরূপ—রূপ—লাবণ্য—সম্পন্না নৃত্যকী আসিয়া উপস্থিত হইল। রাত্রি প্রায় সাড়ে সাত ঘটীকা অতীত হয় এমন সময়ে ফ্রান্সিস তাঁহার অপরাপর সহকারী গণের সহিত গাড়িতে চড়িয়া প্রতাপের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রতাপ এত সমারোহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বদেশীয়ের কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই। সাহেবরা গাড়ি হইতে একে একে নামিলে প্রতাপ তাঁহাদের মান্যের সহিত বৈটকখানায় আনিলেন। চতুর্দ্দিকের দ্বার রুদ্ধ হইল। নৃত্যকীরা নৃত্য আরম্ভ করিল। একধারে একটী উচ্চ কাষ্টাসনের চারিদিকে কয়েকখানি সুদৃশ্য চৌকির উপরে প্রতাপ—সাহেব গণের সহিত বসিলেন। বৈটখানার শোভা বাড়িল। নৃত্যকীরা সভঙ্গীতে গীত ধরিল ঃ——

সই কাঁহা মিলে সোই নিঠুরাই রে। "

উভয় কোকিল কন্ঠীর মধুর ধ্বনিতে বৈটকখানা আমোদিত হইল। প্রতাপ সাহেবগণের সহিত আমোদিত হইলেন, ফ্রান্সিসের সহিত হৃদয় খুলিয়া প্রতাপ নন্দকুমারের বিপক্ষে চক্রান্ত স্থির করিতে লাগিলেন ঃ—

গায়িকারা গাহিল :—

গোপন পিরিতি করি ভাগই কানাই রে॥

প্রতাপ গান শুনিয়া ফ্রান্সিসের উদ্দেশে বলিলেন :—

"হেষ্টিংসের বিপক্ষে বাদানুবাদ করিতে আপনি যত প্রজা প্রার্থনা করেন আমি সমস্ত দিতে পারি, এমন কি আমি স্বয়ংও সে কার্য্যে পরাঙ্মুখ নহি।"

ফ্রান্সিস্ বাঙ্গালী নৃত্যকীর নৃত্যভঙ্গিমা ও রূপ সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলেন, প্রতাপের মুখে নিজের অভিলষিত কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন :— "দেখুন! আমরা ইংরাজ, আমরা কখন মিথ্যা কথা কহিনা, আপনি যদি আপনার ন্যায় জন কয়েক বড় প্রজাকে কোন কৌশলে হেষ্টিংসের বিপক্ষে বাদানুবাদে নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে "রাজা" উপাধি প্রদান করিব, বিলাতে খবর লিখিয়া আপনাকে "জায়গীর" দেওয়াইব। আর আপনার যদি কেহ শত্রু থাকে তাহাকে নষ্ট করিব।

প্রতাপ অত্যন্ত কৌশলী। তাঁহার বুদ্ধিবলে ফ্রান্সিস অন্ধ হইলেন। প্রতাপ কি বলিবেন তাহা স্থির করিতে লাগিলেন :—এই অবসরে গায়িকারা গাহিল :—

অবলা সরলা—গোপ কুঙারী।
দহিছে সব সাথ—ভানু ঝিয়ারী ॥
হিয়াপর—বিহি প্রেম শেল :—
ভাগই নন্দ কানাই রে॥

এই গান শ্রবণ করিতে করিতে প্রতাপ মনের ভাব স্থির করিয়া লইলেন। তিনি বলিলেন :—

"দেখুন! আপনি বিচক্ষণ; ইংরাজবাহাদুরের আপাততঃ যে প্রকার প্রতিপত্তি ও প্রতাপ, তাহাতে বাঙ্গালীর মধ্যে এমন কেহই নাই যে তাঁহাদের বিপক্ষে কোন কথা কহে। তবে আপনি যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন,

আমি তাহা বুঝিয়াছি; কোনমতে হেষ্টিংসকে অকর্ম্মন্য স্থির করিয়া বিলাতের প্রধান সভায় সংবাদ লিখিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিবেন। ভালোই—সে কথা আমারো অনুমোদনীয়। কিন্তু এই কার্য্য এতোদূর গোপনে শেষ কোত্তে হবে যে যাহাতে অপরে কেহ না জান্‌তে পারে। আর এক কথা—আপনি সাহেব, রাজার তরফের সাহেব—আপনাকে বিশ্বাস করিয়া কোন বাঙ্গালী হেষ্টিংসের প্রতিপক্ষতাচরণের কথা আপনার সম্মুখে প্রকাশ করিবে না।

প্রতাপ থামিল :—গায়িকারা আবার গাহিল :—

সই কাহা মিলে সোই নিঠুরাই রে।

প্রতাপের পূর্ব্বোক্ত বাক্য সমষ্টি ফ্রান্‌সিস্ সাহেবের কর্ণে প্রবেশ করিল। ফ্রান্সিস্ বুঝিলেন :—বুঝিয়া বলিলেন :—

"তবে উপায়।"

প্রতাপ দেখিলেন মাছ ধরা পে... উন্মত্ত ...ন বলিলেন :—

"আমাকে বিশ্বাস করেন?"

ফ্রান্সিস্ উত্তর করিলেন :—"হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করি।"

গায়িকারা আবার গাহিল :—

গোপন পিরিতি করি ভাগই কানাই রে॥

প্রতাপ বলিলেন—"তবে আমাকে বিশ্বাস করুণ, আমি চেষ্টা করিয়া জন কয়েক বড় লোকের হস্তলিপি যোগাড় করিয়া আপনাকে পাঠাইব, আপনি সেই লিপি লইয়া বিলাতে গোলমাল করুন, যখন আবশ্যক হইবে তখন যাহারা সেই পত্র লিখিয়াছিল তাহাদের দেখাইয়া দিব, তাহারা তখন আর মিথ্যা কথা কহিতে পারিবেনা; কালসাপ ধ'রে কি কখন কেউ গলায় জড়ায়? এই কৌশল না হোলে, কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই।"

ফ্রান্সিস্ বুঝিলেন, তাহাতেই সম্মত হইলেন। ফ্রান্সিস আপনার অভিষ্ট সুসিদ্ধ হইতে পারিবে ভাবিয়া আনন্দিত হইলেন। প্রতাপও

সহজে নন্দকুমারকে যাহাতে নষ্ট করিতে পারিবেন তাহার উপায় স্থির হইল দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। নৃত্যকীরাও উপযুক্ত স্থানে নৃত্যগীত করিয়া বিশেষ পারিতোষিক লাভ করিয়া আনন্দিত হইল। নৃত্যগীত শেষ হইল, চক্রান্তও স্থির হইল। ফান্সিস্ সহকারী গণের সহিত প্রস্থান করিলেন। প্রতাপও স্বীয় শয়ন কক্ষে যাইয়া কি প্রকারে নন্দকুমারের শিরোমণি হরণ করিবেন, তাহার উপায় স্থির করিতে বসিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

উচ্ছ্বাস।

ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি বা তৎসম্পর্কীয় সভ্যগণ নন্দকুমারের পিতার উপকার ভুলিতে পারেন নাই। হরকুমার নিরুদ্দিষ্ট হইলে, তাঁহারা নন্দকুমারকে নিমন্ত্রণ করিতেন। প্রতাপ দেখিলেন ফ্রান্সিস সাহেবের বাটীতে নন্দকুমারকে কোন কৌশলে আনাইয়া হেষ্টিংসের বিপক্ষে তাঁহার দ্বারা একখানি পত্র লিখাইয়া লওয়া উচিত, নচেৎ তাঁহার মনোভিষ্ট সিদ্ধ হওয়া দুষ্কর হইয়াছে। প্রতাপ এই কথা ফ্রান্সিস্‌কে জানাইয়া বলেন যে, নন্দকুমার যতদূর ইংরাজ হিতৈষী প্রজা, এমন আর কেহই নয়; অতএব নন্দকুমারের দ্বারা যদি এক ছত্রও হেষ্টিংসের বিপক্ষে লেখানো হয়; তাহা হইলে হেষ্টিংসের পদচ্যুতির আর কোন সন্দেহ থাকে না। ফান্সিস্, তাহাই স্থির করিলেন, প্রতাপের কথা শিরোধার্য্য করিয়া, প্রকাশ্য ভদ্র ব্যবহারে নন্দকুমারকে একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে

নিমন্ত্রণ করিলেন। নন্দকুমার ফ্রান্সিস্ সাহেবকে ভাল জানিতেন এবং প্রাণের সহিত বিশ্বাসও করিতেন, তিনি ফ্রান্সিস্ সাহেবের পত্রে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সহিত স্বাক্ষাৎ করিবার কারণ উপযুক্ত পরিচ্ছদে শোভিত হইয়া বাটীর বাহির হইলেন।

নন্দকুমার অতিশয় দেব ভক্ত ছিলেন, যে কোন কার্য্যেই হোক, বাহিরে যাইবার কালে একবার তিনি স্বীয় স্থাপিত সর্ব্বমঙ্গলা মূর্ত্তি না দেখিয়া যাইতেন না। নন্দকুমার বাহির হইয়া অগ্রে সর্ব্বমঙ্গলার প্রাঙ্গনে যাই-লেন। আস্তে আস্তে মন্দিরের দ্বার খুলিয়া একবার প্রাণভরিয়া দশভূজা মূর্ত্তিকে দেখিলেন। মনে কি উচ্ছ্বাসের উদয় হইল, তিনি জানু পাতিয়া সর্ব্বমঙ্গলার সমক্ষে করজোড়ে বলিলেন :—

" অন্তর্য্যামিনী সর্ব্বমঙ্গলে! আজ নন্দকুমার তোমার অভয় পদের সমীপে এই প্রার্থনা করিতেছে :—যে, যে কুসুমে সুশোভিত হইয়া নন্দকুমার পিতার দুঃখ ভুলিয়াছিল, অতুল উন্মত্ত শোক ভুলিয়াছিল, আর তোমাকে পবিত্রা জ্ঞানে স্থাপনা করিয়াছিল: সেই কুসুম অনেকেরই লইতে প্রয়াস। মাগো, আমি ভক্তিভাবে সুশীলাকে তোমার শ্রীচরণে উৎসর্গ করিতেছি—দেখো যেন সুশীলার কোমল অঙ্গে কাহারো আঘাত না পতিত হয়; যেন নন্দকুমারের হৃদয়ে—শত শেল বিদ্ধ না হয়। অধিক আর কি বলিব মা; আমি অকুল সমুদ্রে ভাসিতে চলিলাম, যদি কোন উপায়ে সুশীলাকে কণ্ঠে স্থাপন করিয়া চিরকাল তোমার পদ সেবা করিতে পারি, তাহা হইলে পুনরায় গৃহে আসিব; নচেৎ তোমার অভয় নামে কলঙ্ক আরোপন করিয়া পবিত্রা ভাগিরথীর জলে জীবন বিসর্জ্জন করিব।"

নন্দকুমার হৃদয়ের সহিত এই কয়েকটী কথা দেবীর সমক্ষে বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন; পুনরায় গাত্রোত্থান কালে যেমন আবার দেবীর প্রতি চাহিবেন অমনি দেখিলেন :—যেন মন্দিরের দ্বারের পার্শ্বে একটী স্থির-সৌদামিনী শোভিতা রহিয়াছে।

নন্দকুমার চমকাইলেন। চমকাইয়া দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রি দেবী—পতিপ্রাণা সুশীলা-সুন্দরী !!

সুশীলা সুন্দরী একটী জবাফুল ও কয়েকটী বিল্বপত্র হস্তে দ্বারে ভাব দিয়া বক্রাভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার আলুলায়িত কেশদাম বদনের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নন্দকুমার অস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—

সুশীলে ! তুমি এখানে ?

সুশীলা স্বামীর হিতেচ্ছায় দেবীর পূজা কবিতে আসিয়াছিলেন, বলিলেন :—

আমি আজ সহস্তে দেবীকে পূজা করিব বলিয়া আসিয়াছি—কিন্তু তুমি কেন ?

শ.. ব কমনীয় কণ্ঠস্বরে নন্দকুমার উন্মত্ত হইলেন, তিনি লজ্জায় তুমি শত্রুবিজয়। ২..

নন্দকুমার দেবীর অ. হস্তে প.ইয়া নির্ভয় অন্তঃকরণে সুশীলার নিকটে বিদায় লইলেন ; দ্বারদেশে বাধা লাগিল—মানিলেন না। সম্মুখে শূন্য কুম্ভ দেখিলেন, মানিলেন না। শিবাকুল চীৎকার করিতে লাগিল, তাহাও মানিলেন না। স্বীয় বাটীর তোরণে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে সুশীলা সুন্দরী যত ক্ষণ পারিলেন :—নন্দকুমারের পশ্চাতে চাহিয়া রহিলেন। যখন দেখিলেন নন্দকুমার অদৃশ্য হইলেন। তখন তিনি সক্রন্দনে দেবীর উদ্দেশে বলিলেন।

" মাগো! মৃণালের উপরে নির্ভর করিয়াই কমল প্রস্ফুটীত হয়—মত্ত গজে মৃণাল ছিঁড়িলে পদ্ম কোথায় যাইবে—মা। চকোরিণীর চন্দ্রের সুধাই জীবন—রাহু আসিয়া চন্দ্রকে গ্রাস করিলে—চকোরিণী কোথায় যাইবে মা। সহকারই মাধবীলতার—অবলম্বন—যদি দাবাগ্নি আসিয়া সহকারকে ভষ্মীভূত করে, তবে মাধবীর কি দশা হইবে মা। এ সংসারে সুশীলার আর কে আছে মা! এক নন্দকুমারই সুশীলার ইহ সংসারের

নন্দকুমার বলিলেন ঃ—

" সে কি সুশীলে—তোমার কথায় ক্রোধ !! "

সুশীলা বলিলেন ঃ—

" তবে এ দাসী আপনাকে বাটীর বাহির হইতে বারণ করিতেছে ঃ—অন্যত্র যাইবেন না।"

নন্দকুমার এই বারে সুশীলার ভক্তিপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন ঃ—

" প্রিয়তমে ! আমি রাক্ষসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি না, আমি ফ্রান্সিস্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি; তুমি একান্তঃ-করণে আমাকে বিদায় দাও, আমি কৃতকার্য্য হই !!

সুশীলা দেখিলেন নন্দকুমার নিতান্ত উৎসুকী হইয়াছেন, আর তাঁহার গতিরোধ করা বৃথা ; তিনি পুনরায় বলিলেন ঃ—

...থিয়া প্রতাপ যদি আমাকে আক্রমণ ...

" দেব! পতিপ্রাণা নারীর স্বামিই ইহ ও পরকালের দেবতা স্বরূপ; স্বর্গের দ্বার স্বরূপ, সে স্বামীর পদসেবায় বিরত হইয়া আমি প্রতাপের পদসেবা করিব!! মাতঃ ভাগিরথী! তুমিই এ হতভাগিনীর আশ্রয়! মাতঃ বসুমতী—তুমি যেমন সতীত্বতেজ সমন্বিতা সীতা দেবীকে বিপদ কালে আশ্রয় প্রদান কোরেছিলে, মাঃ! আজ আমারো তোমার নিকটে এই প্রার্থনা যেন সেইরূপে এ হতভাগিনীকেও বিপদ কালে তোমার অভয় অঙ্কে স্থান প্রদান করিও।"

সুশীলা মনোভাব গোপন করিলেন, হস্তস্থিত দেবীর অর্ঘ্য লইয়া নন্দকুমারকে বলিলেন ঃ—

" হৃদয়েশ্বর! তুমি যাবে যাও, দাসী আসাপথ চাহিয়া রহিল। এই লও দেবীর অভয়—অর্ঘ্য—গ্রহণ কর? আমি বহু সাধে পূজা করিয়া, মঙ্গলময় চরণতল হইতে এই অর্ঘ্য সংগ্রহ করিয়াছি। এই অর্ঘের বলেই ... হইবে। আর কেন—যাও?

সার রত্ন। দেখো মা! সে রত্নকে হারাইয়া অভাগিনী যেন অকূল বিপদ-সাগরে পতিত না হয়। মাগো! আমি যদি কায়মনোচিত্তে একদিনও তোমার পূজা করিয়া থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই তোমার কৃপাবলে আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা আমার হৃদয়েই অধিবেশন করিবে; আমার অগ্রে ইহ লোক হইতে পর লোকে কখনই যাইবে না।”

এই প্রকারে মনের উচ্ছ্বাস দেবীসমক্ষে প্রকাশ করিয়া সুশীলাসুন্দরী অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রসিকমোহনের প্রয়াস।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে রসিকমোহন চূড়ামণি শ্যামার সঙ্গীতে মোহিত হইয়া শ্যামার সন্নিহিত হইলেন। শেষে তিনি শ্যামাকে সাদরে আহ্বান করিয়া নন্দকুমার—প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে লইয়া গেলেন। তথায় একখানি মাতুর বিছাইয়া উভয়ে উপবেশন করিলেন। শ্যামা দুই চারিটী সঙ্গীত গাহিল। রসিকমোহন বুঝিলেন, শ্যামা তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছে। তিনি সামান্য সংস্কৃত জানিতেন:—উপযুক্ত সময় ভাবিয়া শ্যামা সঙ্গীত থামাইয়া রসিকমোহনকে বলিল “কি রসিকমোহন! ভাবচো কি?”

রসিকমোহন আনন্দে গলিয়া গেলেন; সানন্দে বলিলেন:—সুন্দরি!! আর কি ভাববো:—

“বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি—কৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরং।

স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা,
রোচয়তি লোচন—চকোরং ॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্ ॥
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং,
দেহি মুখ-কমল-মধুপানং ॥

এর অর্থ এই—"রাধা যখন মান কোরেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ দারুণ বিরহ বেদনায় ব্যথিত হইয়া শ্রীরাধাকে এই বলিয়া সাধনা করিয়াছিলেন :—যে, হে চারুশীলে প্রিয়ে! তুমি আমার উপরে অন্যায় করিয়া মান করিয়াছ? এ মান পরিত্যাগ কর। তোমার বিরহে আমার হৃদয় ভস্মীভূত হোচ্চে। তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তোমার মুখ-কমল-জাত মধু প্রদান করিয়া আমার হৃদয়স্থ অনলকে নির্ব্বাপিত কর? একবার অনুগ্রহ করিয়া সহাস্য বদনে একটী কথা কও? তাহা হইলে তোমার দন্তের জ্যোতিতে আমার হৃদয়স্থ তিমির নষ্ট হইবে; এবং তোমার বদনচন্দ্রমার অধর-সুধা দর্শন করিয়া আমার লোচন চকোররূপে তাহা পান করিতে অভিলাষী হইয়াছে, তাহাকেও পরিতৃপ্ত কর।" শ্যামা বুঝিল, রসিকমোহনের প্রতি কথারও ভাব বুঝিল, শেষে সে বলিল :——

"আচ্ছা রসিকমোহন! আমি যদি তোমাকে আত্মসমর্পণ করি তা হোলে তুমি আমাকে যত্ন করো?"

রসিকমোহন ভাবিলেন। শ্যামা তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। তিনি সহাস্য বদনে বলিলেন :—

"শ্যামা তুমি যত্নের কথা বোল্‌চো, ও কথা বোল না। একদা শ্রীকৃষ্ণ রাধা বিরহে কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন :—

পাণৌ মা কুরু চূতসায়কমমুং মা চাপমারোপয়,
ক্রীড়া--নির্জ্জিত--বিশ্বমূর্চ্ছিত--জনঘাতেন কিং পৌরুষং।
তস্যা এব মৃগীদৃশো মনসিজ প্রোঙ্খৎকটাক্ষাশুগ-
শ্রেণী--জর্জ্জরিত মনাগপি মনো নাদ্যাপি সন্ধুক্ষতে ॥

একদিন কৃষ্ণ রাধিকাকে না পাইয়া বলিয়াছিলেন!! হে মনসিজ মদন! আম্রমুকুল বাণ যুক্ত ধনু হস্তে ধারণ কোরো না ? মৃত ব্যক্তিকে আঘাতে কি পৌরষ আছে? একে রাধিকার মৃগনয়ন রূপ নয়ন কটাক্ষ বাণে আমার হৃদয় আজো জর্জ্জরিত হোচ্চে; ব্যথিতকে ব্যথা প্রদান করা অনুচিত।"

অতএব যাহার সহিত যাহার ভালবাসা হয়, মলেও কি সে তাহা ভুল্‌তে পারে? তোমাকে আমি আবার ভুল্‌বো!! প্রাণ থাক্তে তো নয়!!"

রসিকমোহন এই কয়েকটী কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে শ্যামার হস্ত ধরিতে চেষ্টা করিলেন।

শ্যামা বুঝিল, তাহার কৌশল সুসিদ্ধ হইয়াছে। সে সাহসে রসিক-মোহনের হস্ত ধরিল। রসিকমোহন শ্যামার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পাইয়া করতলে স্বর্গ পাইলেন ঃ—শ্যামা বলিল ঃ—"আমি ভাই পাগলী—আমি সময়ে সময়ে রাগ করে থাকি। যদি আমি রাগ করি তা হোলে তুমি কি কর?"

রসিকমোহন শ্যামার কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শ্যামা যে তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছে এইটীই স্থির জেনে তিনি হাঁটু পাতিয়া শ্যামার সম্মুখে বসিযা কর জোড়ে বলিলেন ঃ—এমনি কোরে সাধনা কোরবো ঃ—

স্থল-কমল-গঞ্জনং মম হৃদয়-রঞ্জনং
জনিত-রতিরঙ্গ-পরভাগং।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং
সরসলসদলক্তকরাগং॥
স্মর গরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লব মুদারং।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো,
হরতু তদুপাহিতবিকারং॥

শ্যামা আর হাসি থামাইতে পারিল না। সে হা—হা করিয়া হাসিয়া ফেলিল ঃ—রসিকমোহন বুঝিলেন শ্যামা তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। শ্যামা দেখিল আর একটু আমোদ করিয়া রসিকমোহনকে আবদ্ধ করা ভাল। সেই কারণে সে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিল ঃ—"আচ্ছা তুমি আমাকে যত্ন কোত্তে পারবে দেখ্‌ছি ; আচ্ছা বল দেখি যদি আমি ইহাতেও ক্রোধের শান্তি না করি, তা হলে তুমি আমাকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে ?"

রসিক মোহন চমকাইয়া বলিলেন ঃ—

বাপ্‌রে !! তাড়িয়া দেওয়া আমা হতে হবে না। আমি আরো চেষ্টা করে বোল্‌বো .--

হে সুন্দরি !

সত্যমেবাসি যদি মুদতি ময়ি কোপনা,

দেহি খরনয়ন-শরঘাতং।

ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং

যেন বা ভবতি তে সুখজাতং॥

তখন বোলবো ঃ—কৃষ্ণ যেমন রাধার কঠোর মান দেখিয়া শেষে বলিয়াছিলেন ঃ—হে সুন্দরি যদি সত্যই তুমি আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া থাকো, আমাকে শাস্তি প্রদান করো। তোমার নয়নের কটাক্ষরূপ শর আমার বক্ষে বিদ্ধ কর ; তোমার হস্তে আমার হস্ত আবদ্ধ করিয়া বন্দী কর ? শেষে তোমার দন্ত দ্বারা আমাকে দংশন কর। যাহাতে তুমি প্রসন্ন হও তাহাই কর ?" আমিও তাই কোরবো।

তখন শ্যামা হাসিতে হাসিতে গাহিল ঃ—

কালরূপ হেরে আমার কি কাল হোলো।

সঁপি তাঁয়—প্রাণ মন সব বুঝি গেলো॥

এদিকে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল। শ্যামা সুশীলাকে অবাধে দেখিতে পাইবে তাহার উপায় স্থির করিয়া প্রতাপের নিকটে ফিরিতে চেষ্টা করিয়া বলিল ঃ—

"রসিকমোহন ! আজ আমাকে বিদায় দাও। আমি চল্লেম, কাল আস্‌বো।" শ্যামা প্রস্থান করিল ; যাইবার কালেও পূর্ব্ব গান গাহিতে গাহিতে গেল। রসিকমোহন যেন পর্ব্বত হইতে ভূমে পড়িলেন। তিনি কতক্ষণ :— "সুন্দরি সুন্দরি" বলিয়া ডাকিলেন, শেষে হতাশ ভাবে দাঁড়াইয়া শ্যামার ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন :—

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ফ্রান্সিসের ধর্ম্ম।

নন্দকুমার পথে নানাপ্রকার অলক্ষণ দেখিয়াও পরম উৎসাহের সহিত পিতৃবন্ধু ফ্রান্সিস্ সাহেবের বাটীতে পহুঁছিলেন। দ্বারে গাড়ি থামিল। ফ্রান্সিস্ নন্দকুমারের অপেক্ষা করিতেছিলেন, হঠাৎ দ্বারে গাড়ি লাগিল দেখিয়া তিনি স্বীয় প্রাসাদের বারাণ্ডায় আসিলেন। নন্দকুমার গাড়ি হইতে অবতীর্ণ হইয়া সুশীলা প্রদত্ত অর্ঘ মস্তকে স্পর্শ করিয়া রাস্তার একধারে ফেলাইয়া দিলেন, কারণ ম্লেচ্ছের বাটীতে দেবীব অর্ঘ লইয়া প্রবেশ করা অবিধেয়। নন্দকুমার দ্বারে উপস্থিত দেখিয়া ফ্রান্সিস্ সাহেব তাড়াতাড়ি নন্দকুমারকে অভ্যর্থনা করিতে দ্বারদেশে আগমন করিলেন। নন্দকুমার ফ্রান্সিস্ সাহেবের সন্নিহিত হইলেন। ফ্রান্সিস্ সাহেব সাদরে নন্দকুমারের হস্ত ধরিলেন। নন্দকুমারের বামাঙ্গ সেই সময়ে একবার স্পন্দিত হইল, সুশীলাকে একা রাখিয়া নন্দকুমার বাটী ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার মনে পড়িল।

ফ্রান্সিস্ সাহেব নন্দকুমারকে সাদরে স্বীয় বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন। তথায় ক্ষণেক কথা বার্ত্তা শেষ করিয়া বলিলেন ঃ—

"নন্দকুমার! তোমার দুঃখের বিষয় আমি সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছি; প্রতাপ তোমার সর্ব্বনাশ করিতেছে।"

নন্দকুমার দেখিলেন ফ্রান্সিস্ সাহেব অগ্রেই তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিলেন. তিনি ফ্রান্সিস সাহেবের কথার প্রত্যুত্তর দিবার কারণ বলিলেন ঃ—

"আপনি আমার পিতৃবন্ধু! সেই কথা জানাইতেই আপনার সমক্ষে আমার আসা হোয়েছে।

ফ্রান্সিস্ নন্দকুমারের মুখে তিনি যে নন্দকুমারের পিতৃবন্ধু একথা শ্রবণ করিয়া একবার মুখ বিকৃত করিলেন। এক সময়ে হরকুমার ফ্রান্সিস্কে জীবন দান করিয়াছিলেন; সে কথাটী তাঁহার মনে হইল, তিনি ক্ষণেক কত কি ভাবিলেন ঃ—শেষে মনে একটী স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বোল্লেন ঃ—

"দেখ নন্দকুমার—গুপ্ত কথা এ স্থানে স্থির করা বিধেয় নহে! কারণ এইটী প্রকাশ্য স্থান, সকলেরই আগমন সম্ভব।

নন্দকুমার বলিলেন ঃ—

"আপনার যথায় ইচ্ছা চলুন; আপনার হস্তে আমার জীবন দিতেও বিশ্বাস আছে।"

নন্দকুমারের প্রতি কথা যেন ফ্রান্সিস্ সাহেবকে ভাবিয়া তুলিল। কিন্তু কর্ত্তব্যানুরোধে সেই মুহূর্ত্তেই নদীর গর্ভস্থিত উর্ম্মির ন্যায়—আবার তিনি ভুলিতে লাগিলেন। কতকক্ষণের পর ফ্রান্সিস্ সাহেব বার কয়েক নন্দকুমারের প্রতি কটাক্ষ করিলেন, যতবার কটাক্ষ করিলেন, ততবারই তাঁহার মন বিকৃতভাব ধারণ করিল। তিনি স্বীয় রুমালে মুখ মুছিবার ছলনায় মুখ ঢাকিতে লাগিলেন। এদিকে নন্দকুমারের হৃদয়ও এক একবার করিয়া সবলে অতি দ্রুত কম্পিত হইতে লাগিল। যেন ভাবি অশুভ ঘটনার ভেরী তাঁহার হৃদয়ে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে সর্ব্বমঙ্গলার

নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ফ্রান্সিস্ দেখিলেন যে যতই তিনি নন্দ-কুমারকে ভদ্রব্যবহারে দেখিবেন, ততই তাঁহার বাৎসল্যভাব দৃঢ়ীভূত হইতে থাকিবে। তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যেরও হানি হইতে আরম্ভ হইবে।

তিনি বিলম্ব বিধেয় বিবেচনা না করিয়া নন্দকুমারকে বলিলেন ঃ—
এসো নন্দকুমার আমরা কোন নিভৃত গৃহে যাইয়া পরামর্শ করিগে—এ স্থানটী বড় প্রকাশ্য স্থল—পরামর্শের উপযুক্ত নয়।"

এই কথা বলিয়া ফ্রান্সিস্ সাহেব নন্দকুমারের হস্ত স্বীয় হস্তে ধারণ করতঃ সেই বৈঠকখানা হইতে বাহির হইলেন। যাইবার কালে নন্দ-কুমারের বামাঙ্গ থর থরে কম্পিত হইতে লাগিল। ফ্রান্সিস্ সাহেবও নানা প্রকার ভবিষ্যতের চিত্র সম্মুখে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাত্মা হেষ্টিংসের সর্ব্বনাশের ইচ্ছা তাঁহার পক্ষে এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে তিনি সহজেই ক্রমে ক্রমে হরকুমারের উপকারের কথা ভুলিতে লাগিলেন। নন্দ-কুমারের বাৎসল্যভাবও ভুলিতে লাগিলেন। আর—একটি—গৃহের—দ্বার খোলা হইলে ফ্রান্সিস্ সাহেব নন্দকুমারকে সেই গৃহে প্রবেশ করিতে বলিলেন। নন্দকুমার বিশ্বাস করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। যেমন প্রবেশ করিলেন অমনি একটি দাঁড়কাক তাঁহার মস্তকের উপরিভাগ দিয়া কা—কা শব্দে ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান করিল, একটী কালপেঁচা কোটরে বসিয়াই ক্রন্দন করিতে লাগিল। নন্দকুমার গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন দেখিয়া ফ্রান্সিস্ সাহেব বাহির হইতে দ্বার অবরোধ করিলেন। নন্দকুমার এতক্ষণে ফ্রান্সিসের কৌশল বুঝিলেন। সুশীলা যে কেন তাঁকে বাটীর বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন তাহাও বুঝিলেন ঃ—একবার এই মহা বিপদে তিনি প্রাণ ভরিয়া সর্ব্বমঙ্গলার নাম স্মরণ করত "জগদীশ্বরী—তারা—তারা" বলিয়া দেবীর নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

তিনি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাঁহার মস্তকের উপরে অসি, হাড়িকাট—রজ্জু—সমস্তই ঝুলিতেছে—ছুঁইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না। ফ্রান্সি সাহেব—বিলাতী সাহেব—তিনি যে এতোদূর

বিশ্বাসঘাতক হবেন, তাহা নন্দকুমার বুঝিতে পারেন নাই—এমন কি সে কথা তিনি স্বপ্নেও মনে ভাবেন নাই।

তিনি কতকক্ষণের পর আবার ভাবিলেন—ভাবিয়া মনে মনে বলিলেন:—ফ্রান্সিস্ সাহেবতো আমাকে কিছু বলেন নি—তবে কেন আমি এতো অমঙ্গল ভাবি।" আবার ভাবিলেন "তাঁহার মনে যদি কোন মন্দ ইচ্ছাই না থাক্‌বে তা হোলে, তিনি আমাকে অবরুদ্ধ কোরবেন কেন?"

নন্দকুমার বিপদ সাগরে পতিত হইয়া নানা প্রকার কুভাবনা ভাবিলেন, ভাবিতে ২ মাঝে মাঝে "তারা তারা" শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে সুশীলার কথা উদয় হইল, তিনি সুশীলার উদ্দেশে বলিলেন:—

প্রাণেশ্বরি! সুশীলে! তুমি কি আমার ভবিষ্যৎ ঘটনা দেখিতে পাইয়াছিলে? ওঃ! সাধ্বি! আমি তোমার কথা অবমাননা কোরে এই মহা বিপদে পতিত হইয়াছি!! কিন্তু এ কৌশল সামান্য নয়—এই কৌশল শেষ হইতে আমার ভাগ্যাকাশে শত সহস্র ধূমকেতু উদিত হইবে; আমার সহিত তোমাকেও ভস্ম করিবে। সাবধান! যেন প্রতাপ তোমার অঙ্গস্পর্শ কোত্তে না পারে!! তারা—তারা—জগদীশ্বরি!!"

এইপ্রকার মনোভাব প্রকাশ করিতে২ নন্দকুমার উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। ঘন ঘন নিঃশ্বাস তাঁহার—বক্ষ ভেদ করিয়া নাসারন্ধ্র হইতে প্রশ্বাসিত হইতে লাগিল, তিনি নিরস্ত্র থাকাতে আপনার মস্তকে আপনি আঘাত করিতে লাগিলেন:—এমন সময়ে কে যেন আকাশবাণীচ্ছলে বলিল:— "তোমার সুশীলা হৃতা হইলেন।" তিনি সেই কথা শ্রবণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায়—"সুশীলে—সুশীলে" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে ফ্রান্সিস্ সাহেব দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া গৃহে প্রবেশ করতঃ দ্বার অবরোধ করিয়া নন্দকুমারকে বলিলেন:—

" নন্দকুমার এত কাতর কেন ?"

নন্দকুমার দেখিলেন ফ্রান্সিস্ সাহেব! তিনি উন্মত্ত হইয়া—নিজে ব্রাহ্মণ হইয়াও কাতরান্তঃকরণে বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় তাঁহার পদ-দেশে পতিত হইয়া বলিলেন ঃ—

" মহাত্মা! অতিথির সর্ব্বনাশ করা বিশ্বাসঘাতকের কায! রাক্ষসের কায—পিশাচ প্রতাপের কায!! আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ও দয়াবান বৃটনবাসী—ইংরাজের কায নয়!! আমি যে দুঃখে দুঃখী—তাহা হইতে আপনি শত যোজন দূরে অবস্থিতি করিতেছেন। আমাকে অব্যাহতি দিন্। আমি একবার গৃহে ফিরিয়া দেখি—আমার গৃহলক্ষ্মী—আমার সুশীলা—গৃহে আছে কি প্রতারের হস্তে পতিত হইয়াছে!!

ফ্রান্সিসের মনে বাৎসল্য ভাবের উদয় হওয়াতে তিনি নন্দকুমারকে পদতল হইতে তুলিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন ঃ—

দেখ নন্দকুমার!! আমি বৃটনবাসী ইংরাজ যথার্থ! কিন্তু বৃটন-বাসী স্বার্থ ভোলে না। আর ইহাও জেনো—বৃটনবাসী ইংরাজ কখন কৃতঘ্ন নয়!! তোমার জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করিব না—তোমার বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করিব না। আমি যে আশয়ে এতক্ষণ নৃত্য করিতে ছিলাম—সেই আশাকে সফল করিবার কারণ তোমাকে এই অবস্থায় আনয়ন করিয়াছি। আমার কথায় সম্মত হও, কার্য্য সম্পাদন করিয়া গৃহে ফিরে যাও? যদি অসম্মত হও—তবে এ বেস জেনো; যদ্যপি সমস্ত বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার প্রজাগণ তোমাকে উদ্ধার করিতে প্রয়াস পায় তথাপি ফ্রান্সিস্—বৃটনবাসী ইংরাজ-জাত ফ্রান্সিস্—কখনই বিচলিত হইবে না।

নন্দকুমার আশ্চর্য্য হইলেন, মনে দুঃখ হইল। তিনি বলিলেন "সে কি মহাশয়! আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পাল্লেম না—প্রকাশ কোরে বলুন; আমার সামর্থ হয় আমি সম্পাদন করিব।"

ফান্সিস্ বলিলেন ঃ——" এ বেশ কথা—তবে শ্রবণ কর! রণ-

রঙ্গিনী মাতঙ্গিনী বেশে একটী নব আশা আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে ঃ—সে আশা এই ঃ—হেষ্টিংসের উচ্চপদ—হেষ্টিংসের ভারত শাসন—আমার নয়নের শূল হইয়াছে। আমি হেষ্টিংসের বিভব দেখিয়া স্থির হইতে পারিতেছি না। তুমি যদি জীবন প্রার্থনা কর—তাহা হইলে এই কাগজে একটী সহি প্রদান কর? তাহা হইলে অব্যাহতি প্রদান করিব; নচেৎ ঐ যে মস্তকোপরি—অসি-রজ্জু-হাড়িকাট—দেখিতে পাইতেছ—উহারাই তোমার আলিঙ্গননীয় হইবে।"

ফ্রান্সিসের ধর্ম্ম প্রকাশ পাইল, তিনি নন্দকুমারের উপকারের প্রত্যুপকার করিতে বসিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব বক্তৃতার শেষে পুনরায় আকাশবাণীতে কে যেন বলিল ঃ——"সুশীলা প্রতাপের কবলে পতিত হইয়াছে।"

নন্দকুমারের হৃদয় ভেদ করিয়া সেই শব্দ প্রবেশ করিল, ফ্রান্সিস্ সে কথা শুনিতে পাইলেন না। নন্দকুমার একেবারে উন্মত্ত হইয়া বলিলেন ঃ—

"মহাশয়! সিংহ শিশু কিরাতের জালে পতিত হইলে আর কি তাহার জীবনের আশা থাকে!! আমি স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত আছি ঃ—একবার আমাকে অব্যাহতি প্রদান করুণ—আমি একবার দেখি, আমার সুশীলা ভাগীরথীর জলে ঝাঁপ দিতে পারিল কি প্রতাপের হস্তে পতিত হইল। মহাশয় আমার জীবন আপনার হস্তেই আছে—পাষণ্ড প্রতাপের হস্তে নাই—নরকের পিশাচ প্রতাপের হস্তে নাই—কিন্তু আমার সুশীলার জীবন তাহার হস্তে পতিত হইয়াছে—আর আমি ক্ষণ বিলম্ব করিতে পারি না।"

নন্দকুমার উন্মত্ত হইয়া সেই গৃহের চারিদিকে দ্রুত পদচালনা করিতে লাগিলেন। সুশীলাকে দেখিবার কারণ তিনি অত্যন্ত উতলা হইলেন। প্রাণ বায়ু যদি পক্ষী হইতে জানিত তাহা হইলে নন্দকুমার পক্ষীরূপে উড়িয়া আসিতেও পারিতেন।

ফ্রান্সিস্ সাহেব উপযুক্ত সময় বুঝিয়া দুই খানি পত্রে নন্দকুমারের দুইটী স্বাক্ষর লইয়া, নন্দকুমারকে ছাড়িয়া দিলেন। পিঞ্জর ভঙ্গ পক্ষীর ন্যায় নন্দকুমার গাড়ি চাপিয়া বাটীর উদ্দেশে চলিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ধূমকেতু প্রকাশিত হইল!!

এদিকে নন্দকুমার বাটীর বাহির হইলেই সুশীলা সুন্দরী মন্দির হইতে স্বীয় কক্ষে আসিয়া দ্বার অবরোধ করিয়া শঙ্কর পূজনে রত হইয়াছিলেন। সুশীলা স্বামীর মঙ্গল কামনায় মহাদেবের স্তব পাঠ করিতে করিতে অতি সুমধুর স্বরে একটী সঙ্গীত করিলেন। যেমন তিনি সঙ্গীত থামাইলেন অমনি ভীষণ বন্দুকের আবাজ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি যেমন বিল্বপত্র হস্তে মহাদেবের মস্তক স্পর্শ করিবেন-অমনি চমকাইয়া উঠিলেন। বাটীর বাহিরে ভয়ানক গোল উঠিল, পুনরায় গোলমালের সহিত বন্দুকের আবাজ হইল। সচকিতে প্রসাদের জানালা খুলিয়া ভাগিরথীর প্রতি চাহিলেন, দেখিলেন একখানি নৌকায় একটী যুবক ও একটী ভিখারিণী!!

যুবক প্রতাপনারায়ন! আর ভিখারিণী—শ্যামা বৈষ্ণবী!!

শ্যামা বৈষ্ণবী রসিকমোহনের নিকটে নন্দকুমারের বাহিরাগমন বার্ত্তা পাইয়া প্রতাপকে জানাইয়াছিল। প্রতাপও শূন্য গৃহ পাইয়া রাবণবেশে সীতারূপী সুশীলা সুন্দরীকে হরণ করিতে আসিয়াছেন। ধূমকেতু প্রকাশিত হইয়াছে! নন্দকুমারের ভাগ্য চন্দ্রমা চির-রাহু গ্রাসে পতিত হইতে যাইতেছে। সুশীলার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল। তিনি অধীর হইয়া স্কন্ধস্থিত অঞ্চল দৃঢ়রূপে কটীদেশে বদ্ধ করিলেন। বাটি হইতে প্রস্থান করিবার কালে নন্দকুমার তাঁহাকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ পথে পতিত হইল! তিনি একটী সুসজ্জিভূত পিস্তল হস্তে করিয়া সর্ব্বমঙ্গলার নাম উচ্চারণ করিতে২ বলিলেন :—

"সর্ব্বমঙ্গলে—মা! তুমি যেমন অনন্ত শক্তি প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া

মহিষাসুরের হৃদয়ের রক্ত স্বীয় দশভুজে অঞ্জলী পুরিয়া পান করিয়াছিলে? আজ তোমার দাসীও তাহাই করিবে। মাগো! যদি আমি কায়মনে গো-ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া থাকি—যদি আমি কায়মনে তোমার পূজা করিতে ভুলিয়া না থাকি-যদি আমি কায়মনে স্বামীর পদসেবা করিতে ভুলিয়া না থাকি—তাহা হইলে এ বিশ্বে—যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির মধ্যে কার সাধ্য আছে সুশীলার অঙ্গ স্পর্শ করে!!

যতই গোলমাল বৃদ্ধির সহিত বন্দুকের শব্দ হইয়া সেই বাটী কম্পিত হইতে লাগিল; সুশীলা ততই উন্মত্তা ভাবে সেই পিস্তলটীকে হস্তে করিয়া—"তারা—তারা" শব্দে গৃহের চতুর্দ্দিক ঘুরিতে লাগিলেন:—

প্রতাপের লোকেরা দ্বার রক্ষকগণকে নিহত করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল। হুহুঙ্কার শব্দে নন্দকুমারের বাটী ফাটীয়া যাইতে লাগিল। সুশীলা আর একবার অস্থির হইলেন। তিনি আর একবার সর্ব্বমঙ্গলার উদ্দেশে বলিলেন:—

"মাতঃ! সর্ব্বমঙ্গলে!! মাঃ! একি তোমার প্রহেলিকা!! দাসী ও অভয় পদের প্রভাব কখন বিস্মৃত হয় কি না তাহা দেখিবার জন্যই কি এই ভয়ানক মায়া জালের সৃষ্টি করিলে!! দেখো—আমি যদি সাধ্বী হই!! আমি যদি এ জীবনে অহরহ তোমার অভয় নামের গুণ গান করিতে না ভুলিয়া থাকি—তাহা হইলে প্রতাপের হৃদয়ের রক্ত তোমার শ্রীচরণে অবিলম্বে উপহার প্রদান কোর্‌বো।"

শেষে বন্দুকের উদ্দেশে বলিলেন:—

"অগ্নিবান! তোমার গর্ভে ব্রহ্মতেজ বিদ্যমান রহিয়াছে:—তুমিই এক্ষণে আমার ন্যায় অসহায়া ললনার একমাত্র সহায়!! দেব! তুমি আমার হস্তে থাকিতে—যেন আমার অঙ্গ অস্পর্ষনীয় না হয়!! ওঃ!!

সুশীলা মস্তকের কেশ আলুলায়িত করিয়া দিলেন, ক্রোধে ও ভয়ে তাঁহার চক্ষু রক্ত বর্ণ হইল; তিনি ভীমা চণ্ডী বেশে গৃহের মধ্যে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন।

প্রতাপের লোকেরা ভয়ানক গোলমালের সহিত যে গৃহে সুশীলা ছিলেন, সেই গৃহের দ্বারে আসিয়া পদাঘাৎ করিল। অনেক আঘাতের পর দ্বার ভাঙ্গিয়া যাইল। প্রতাপের লোকেরা বাহিরে দাঁড়াইয়া ভয়ানক রূপে গোলমাল করিতে লাগিল। প্রতাপ ও দুইজন রক্ষক ভীম বেগে সুশীলার গৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রতাপ দেখিলেন সুশীলার ক্রোধ অতিশয় ভয়ানক হইয়াছে, তিনি ক্রোধে ভীমা চণ্ডী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্থির দৃষ্টিতে জ্বলিতেছেন, যেন কাহাকে গ্রাস করিবেন বলিয়া স্বীয় তেজ প্রকাশ করিতেছেন। ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি। আশা লুব্ধ প্রতাপের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল, কিন্তু পরক্ষণেই সুশীলার রূপজ্যোতিতে বিমুগ্ধ হইয়া বলিলেন ঃ—

"সুন্দরি! ক্রোধ সংবরণ কর? সিংহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হরিণীর ক্রোধ করা বৃথা!!"

প্রতাপ এই কয়েটী কথা বলিয়া দুই পদ অগ্রসর হইলেন। সুশীলার চৈতন্য লাভ হইল, তিনি চাহিয়া দেখিলেন, প্রতাপ তাঁহার সম্মুখে আসিয়াছেন। তিনি অস্থির হইয়া বলিলেন ঃ—

"প্রতাপ! তোমার আশাকে ভাগীরথীর জলে বিসর্জ্জন দাও!! তুমি কি! এ বিশ্বে এমন কে আছে যে সাধ্বী সুশীলাকে আক্রমন করিতে পারে!!

প্রতাপের হৃদয়ে ক্রোধ ও ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন ঃ—

"সুন্দরি!! আমার সমক্ষে এতোদূর সগর্ব্ব বাক্য প্রয়োগ করা অনুচিত!! তুমি জানো—আমারই কৌশলে নন্দকুমার ভিখারী হইল। যদি ভাল চাও আমার সহিত আগমন কর? নচেৎ আমি নির্দ্দয়ভাবে তোমার ঐ সুকোমল অঙ্গ দৃঢ় রজ্জুতে আবদ্ধ কোত্তে বাধ্য হবো।"

সুশীলা অস্থির হইয়া বলিলেন ঃ—

"কি প্রতাপ—আমার শশুরান্নপুষ্ট প্রতাপ!! এ কথা উচ্চারণ করিতেও তোর হৃদয় কম্পিত হইল না। আমি তোর উপভোগ্যা হইব।

বামনের চন্দ্র লাভ লালশা; স্বপ্নে রাজ্য লাভ!! ওঃ!! বঙ্গমাতা!! দেখ আজ তোমার কন্যা কি উপায়ে স্বীয় সতীত্ব সংরক্ষণ করিতেছে। অগ্নিবান! আর কেন! তুমি প্রবল তেজে প্রতাপের হৃদয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রতাপের প্রাণ বায়ুকে বাহির করিয়া দাও!! বাঙ্গালায় আমার ন্যায় যত অসহায়া সাধ্বী ভগ্নিগণ আছো—সকলে দেখো, আমি কি উপায়ে আমার অমূল্য সতীত্ব রত্ন রক্ষা করি!!

এই উচ্ছ্বাস সমাপ্ত হইলেই সুশীলা সতেজে প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িলেন। কিন্তু প্রতাপের ভাগ্যে আজ একাদশ বৃহস্পতি নৃত্য করিতেছে—পিস্তল প্রতাপকে আঘাত করিতে পারিল না। সুশীলা নিরস্ত্র হইলেন, সহস্র ধূমকেতু আকাশে উদিত হইল। অনন্ত জলধির জল বাড়বানলে ফুটীয়া মহা প্রলয় উপস্থিত করিল। প্রতাপ পিস্তলের আঘাতে আঘাতিত হইলেন না দেখিয়া সুশীল একবার "কোথা ব্রহ্মময়ী!!" বলিয়া উচ্চৈশ্বরে চীৎকার করিলেন। সেই স্বরেও নির্ম্মম বাঙ্গালী কাঁপিল না—প্রতাপ দুইপদ অগ্রসর হইয়া সুশীলাকে বলিলেন:—

"করিণী যতই কেন বলবান হোক্‌না—সিংহ তাহাকে দেখিবামাত্রেই তাহার মুণ্ড বিদারণ করিয়া মুক্তা আহরণ করে!! সুন্দরী তোমার আত্ম-রক্ষণ আশা শেষ হইয়াছে; এক্ষণে আমার আক্রমনে পতিত হইলে?"

প্রতাপ সতেজে সুশীলার হাত ধরিলেন:—সুশীলা পিঞ্জরাবদ্ধা সিংহীনীর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন:—

"চন্দ্র! সূর্য্য!! তোমরা দেখ!! আজ তোমাদের সমক্ষে অসহায়া সুশীলা রাক্ষসের হস্তে পতিত হইল!! ওঃ! নির্দ্দয়—পাষণ্ড আজ বলপূর্ব্বক আমার সতীত্ব হরণ করিতে চেষ্টা করিল। জগদীশ্বর! অসহায়া কামিনীর কি আর কেহই সহায় হইবে না। বাঙ্গলা সংসার!! আজ যেমন আমি বাঙ্গালীরই কৌশলে অসহায়া হইয়া রাক্ষসের হস্তে সতীত্ব বিসর্জ্জন দিতে বসিলাম, তোমর আর ২ কন্যারাও কালে এমনি অস-

হায়া হইয়া সতীত্ব বিসর্জ্জন দিবে। কেহই সহায় হইবে না। মা বসুমতী! তুমি দ্বিধা হও!! আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি!!"

প্রতাপ সুশীলার কোন কথাই গ্রাহ্য করিলেন না; বলপূর্ব্বক সুশীলাকে লইয়া ভাগীরথীর তীরে নৌকায় তুলিলেন। নৌকা বাহিয়া গেল। নন্দকুমার মণিহারা হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

মহাপ্রলয়!!

ধর্ম্মব্রত গোস্বামী মনে করিয়াছিলেন যে—এত শীঘ্র এ কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। তিনি আশ্রমে বসিয়া নন্দকুমারের পক্ষে দৈবকে সন্তুষ্ট করিতে ছিলেন। জ্যোতিষ গণনায় দেখিলেন; নন্দকুমার পূর্ণ শনির দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছেন; কার সাধ্য নন্দকুমারকে রক্ষা-করে? তিনি উত্তম গণনা পূর্ব্বক স্থির সংকল্প করিয়া তান্ত্রিক নিয়মে শনিগ্রহকে সন্তুষ্ট করিবার কারণ সুতানটীতে আসিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে নন্দকুমারের বাটীতে বসিয়াই শনির দৃষ্টি খণ্ডনার্থ তিনি যজ্ঞ করেন। সুতানটীতে আসিতে আসিতে পথে তিনি নানা প্রকার অলক্ষণ দেখিতে লাগিলেন। সঙ্গে পঞ্জিকা ছিল গণনা করিয়া দেখিলেন। শনি নন্দকুমারকে পৃথিবীতে উদয় হইয়া আক্রমন করিয়াছেন। তথাপি তিনি যজ্ঞ করণ বিধেয় জ্ঞানে নন্দকুমারের বাটীর তোরণে আসিয়া পহুঁছিলেন। আসিয়া দেখিলেন:—দ্বারে প্রহরী নাই, একধারে একজন দ্বারবান বন্দুকের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া ভূশয্যায় শায়িত আছে। অন্দরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সকল কক্ষেরই দ্বার ভঙ্গ; কে যেন লুট—

করিয়া প্রাসাদটীকে বিশৃঙ্খলা করিয়া প্রস্থান করিয়াছে। তিনি হতাশ হইলেন। তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই যে এই সমস্ত সংঘটিত হইবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি বার কয়েক "নন্দকুমার—নন্দকুমার" বলিয়া চীৎকার করিলেন; কাহারো সাড়া শব্দ পাইলেন না। তিনি দ্বিতলের ছাদের উপরে বসিয়া ভাগিরথীর প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন।

এদিকে যে সময়ে প্রতাপ সুশীলাকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করেন; সেই ভীষণ বন্দুকের আবাজে ও গোলমালে রসিকমোহন চূড়ামণি ভয়ে কাতর হইয়া জীবনকে বাঁচাইবার কারণ নন্দকুমাররের অট্টালিকার নিম্নতলস্থ একটা গুপ্ত কক্ষে লুকায়িত ছিলেন। সে গৃহে কোন কালে সূর্য্যের রশ্মি প্রবেশ করিত কিনা সন্দেহ!! চারিদিকে মাকড়ষার জাল ও ঝুলই একাধিপত্য করিত। রসিকমোহন চূড়ামণি জীবনের ভয়ে সেই নিকৃষ্ট স্থানে আশ্রয় লইয়া যথাকষ্টে লুকাইয়া ছিলেন; এক্ষণে বাটীর গোলমাল থামিয়াছে দেখিয়া আস্তে আস্তে ভীত ভাবে—সেই ঝুল ও লুতা-তন্তুমণ্ডিত হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। ভয়ে তাঁহার শরীর পৌষ মাহার শৈত্য কম্পনের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি চারিদিকে দেখেন আর এক পা করিয়া অগ্রসর হন; আবার বাতাস কর্তৃক গাছের পত্র কম্পনের শব্দ কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিলে, শত্রুর আশঙ্কায় দুই পদ পশ্চাতে গমন করেন; ক্রমে ক্রমে এক পা দুই পা করিয়া অগ্রসর হইবার পর বাটীর উঠানে আসিয়া পহুঁছিলেন। ওদিকে ধর্ম্মব্রত গোস্বামী ছাদের উপরে বসিয়া ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার নিম্নে দৃষ্টি পড়িল। তিনি রসিকমোহনকে দেখিলেন—কিন্তু চিনিলেন না। কারণ তিনি ইতিপূর্ব্বে আর কখন রসিকমোহনকে দেখেন নাই। তিনি দেখিলেন ব্যক্তিটী কাঁপিতেছে—মনেমনেই বুঝিলেন ভয়ে কাঁপিতেছে, এ সময়ে উপর হইতে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার ভয়ে পলায়ন করিবার সম্ভাবনা—;অতএব তিনি উপর হইতে নিঃশব্দে নিম্নে আসিলেন। রসিকমোহন দ্বারদেশেই-

দৃষ্টি—করিতে ছিলেন। পশ্চাতে একবারো চাহেন নাই। ধর্ম্মব্রত গোস্বামী আস্তে আস্তে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া বলিলেন "কে—তুমি ?"

সভীত রসিকমোহন সেই স্বরে কম্পিত হইয়া পদস্খলিত হইবাঁর উপক্রম করিতে ছিলেন—কিন্তু ধর্ম্মব্রত গোস্বামী তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার হাত—ধরিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"কে—তুমি ?" রসিক-মোহনও গোস্বামী মহাশয়কে চিনিতেন না, তিনি শত্রু বিবেচনায় জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া বালকের ন্যায় অধরোষ্ঠ কাঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

গোস্বামী বুঝিলেন সভীতের দ্বারা কোন কার্য্য করিতে হইলে তাহা ক্ষমতায় সমাধান হয় না, তিনি অভয় দিয়া বলিলেন ঃ——

"বাপু! তোমার ভয় নাই। আমি তোমার শত্রু নই; তোমার পরিচয় দাও ?"

রসিকমোহন মনে করিলেন এ ব্যক্তি কৌশল করিয়া তাঁহার মনের কথা লইবার চেষ্টা করিতেছে ঃ—তিনি কম্পিতস্বরে বলিলেন "বাবা! আমি নন্দকুমারের কেউ নই!! আমাকে ছেড়ে দাও; আমি গরিব—আমাকে মেরে কি হবে।"

রসিকমোহন ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। ধর্ম্মব্রত গোস্বামী দেখিলেন ইহাকে পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য; অতএব তিনি বলিলেন ঃ—

"দেখুন! আপনাকে ব্রাহ্মণ দেখ্‌ছি—আপনি প্রবীণ। পূর্ব্বেতে আপনাকে "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম তাহাতে ক্ষমা করি-বেন। আমি নন্দকুমারের গুরু, আমার নাম ধর্ম্মব্রত গোস্বামী। নন্দ-কুমারের সংবাদ দিতে পারেন ?"

রসিকমোহন ধর্ম্মব্রত গোস্বামীর নাম শুনিয়াছিলেন। এবার একটু আশ্বস্থ হইলেন। তাঁহার মনে করুণার উদয় হইল, কাঁদিয়া বলিলেন ঃ—

"মহাশয়! সর্ব্বনাশ হোয়েচে; যেই নন্দকুমার ফ্রান্সিস্ সাহেবের বাটী গিয়াছেন; সেই অবসরে প্রতাপ আসিয়া বাটী লুট করত সুশীলাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। আমি কেবল একা জীবিত আছি, প্রতাপের লোকেরা আর সকলকে মরিয়াছে।"

রসিকমোহন এই কথা বলিয়া অশ্রু বিমোচন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মব্রত গোস্বামী দেখিলেন:—উপস্থিত শনির সামর্থকে প্রতিবোধ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। তথাপি তিনি জীবনাবধি পন করিয়া রসিকমোহনকে বিদায় দিলেন। স্বয়ং বাটীর বাহিরে আসিয়া দ্বারবানের শব লুকাইয়া ফেলিলেন। আপনি নিভৃত স্থানে থাকিয়া নন্দকুমারের উদ্বেগের পরীক্ষা করিবার কারণ প্রচ্ছন্নভাবে রহিলেন।

তপনরাজ অস্তাচল অবলম্বন করিবেন মনে করিয়াছেন। পশ্চিম তোরণ স্বর্ণ বর্ণ ধ্বজ পতাকায় শোভিত হইয়াছে; এমন সময় নন্দকুমার সুতানটীতে প্রবেশ করিলেন। গাড়ি দ্রুত চলিতে লাগিল। তিনি রাজমার্গের চারিদিকে অমঙ্গল দেখিতে লাগিলেন, কোথায় মৃত সর্প দেখিলেন—কোথায় শৃগাল দেখিলেন, কোথাও দাঁড়কাককে বৃক্ষের ডালে বসিয়া ডাকিতে দেখিলেন। তাঁহার হৃদয় চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতে লাগিল, যেন কাহার জন্য কাঁদিতে লাগিল। নন্দকুমার অত্যন্ত অস্থির হইলেন, চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। কিছুতেই তাঁহার শরীর স্থির হইল না। সর্ব্বদাই অশুভ ভাবিতে লাগিলেন, যেন কে তাঁহাকে জীবনে হত করিতে আসিতেছে ইহা মনে মনে দেখিলেন।

ক্রমে গাড়ি আসিয়া নন্দকুমারের বাটীর তোরণে পহুঁছিল। নন্দকুমার বাটী দেখিয়া আনন্দিত হইবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু হটাৎ তাঁহার হৃদয় বাটীর মুখ দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিলেন, নামিবার কালে তাঁহার উত্তরীয় গাড়িতে আট্কাইয়া ছিঁড়িয়া গেল, তাহাতেও তিনি ভ্রুক্ষেপও করিলেন না; উন্মত্তভাবে ভিতরেই ঢুকিতে লাগিলেন, যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তাহার বক্ষ

থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, পদস্খলিত হইতে লাগিল, তিনি বহু কষ্টে নানা ভাবনা ভাবিতে ২ স্বীয় বাটীর দ্বারে আসিয়া দেখিলেন, দ্বারে কেহই নাই—দ্বার ভগ্ন!! তাঁহার মনে বিস্ময় জন্মিল। তিনি বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ—কোন ২ স্থানের জানালা ও দ্বার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। স্বীয় কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন—কক্ষের দ্বারও ভগ্ন এবং সুশীলার স্বর্ণবলয় দ্বারদেশে পতিত রহিয়াছে। পথিক যেমন সম্মুখে কৃষ্ণসর্পের ফণা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হয়। তদ্রূপ নন্দকুমার একেবারে উন্মত্ত হইয়া "সুশীলা—সুশীলা" শব্দে বারকয়েক চীৎকার করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই চৈতন্য লাভ করিয়া ছাদের দিকে চাহিলেন, তথায় সুশীলাকে না দেখিতে পাইয়া অস্তগমনন্মুখ—তপন দেখিলেন। তাঁহার উভয় নয়ন অশ্রুবেগে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। তাঁহার অধর কম্পিত হইতে লাগিল। হৃদয় নৈরাসে পূর্ণ হইল। তিনি তপনের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া বলিলেন ঃ—

"দিনমনি!! আমার সুশীলা তোমার সমক্ষে হৃতা হইল, তুমি সচক্ষে দেখিলে!! হে বিশ্বসংহারিণী প্রকৃতি—তোমার মায়া বুঝা ভার!! আমি যে সুশীলাকে ক্ষণকাল না দেখিলে প্রলয় জ্ঞান করিতাম; আজ সেই সুশীলা বিহনে এখনো আমার দেহে জীবন আছে! জীবন! দেহান্তরিত হও!! আর কেন আমাকে জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ কর? সুশীলে—জীবনাধিকে সুশীলে, তুমি কি জীবিত আছো? যদি সতীত্ব সংরক্ষণ করিতে পারো—তা হোলে জীবিত থেকো, নচেৎ অবিলম্বে——"

হঠাৎ নন্দকুমারের মনে কি ভাবের উদয় হইল, নিতান্ত নিরূপায় দেখিলে সুশীলাকে ভাগিরথীতে জীবন বিসর্জ্জন দিতে তিনি বলিয়াছিলেন, সে কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি সম্মুখের দ্বার খুলিলেন; দ্বার খুলিবামাত্র নির্ম্মল সলিলা ভাগিরথীকে দেখিলেন ঃ—সেখানে সুশীলাকে ঝাঁপ দিতে বলিয়াছিলেন—তাহা দেখিলেন, তীরে অলঙ্কারের চিহ্ন রাখিতে

বলিয়াছিলেন, তাহাও দেখিলেন। কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ভাগিরথীর তরল তরঙ্গ দেখিয়া তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইল। তিনি ক্রন্দন পূর্ব্বক বলিলেন ঃ—

"মাতঃ! নির্ম্মল সলিলে-ভাগিরথি! তুমি কি আমার যাতনায় ব্যথিত সুশীলাকে অঙ্কে স্থান দিয়াছ!! না-না-না—আমি কি ভ্রমে পতিত হইয়াছি! গ্রহ বৈগুণ্য জনের প্রতি মাতা-পিতা প্রভৃতিও যখন সদয় হয়েন না, তখন ভাগিরথী কি আমার সুশীলাকে অঙ্কে স্থান দিয়াছে ওঃ আর না—অসহ্য!! বাড়বনল!! তোমার যে প্রবল বিক্রমে অনন্ত অমের—বিশ্বব্যাপী সপ্ত সমুদ্র নিরন্তর উত্তাল তরঙ্গাকুল হইয়া ফুটিতেছে, তাহার সহিত আমার এই দগ্ধ হৃদয়কে লীন কর? না না না তুমি পারবে না—দাবানল! তুমি কোথা—একবার বিশ্বসংহারী মুর্ত্তিতে আমার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া এই সুশীলা-শূন্য দগ্ধ হৃদয়কে ভস্মীভূত কর!! বজ্র! শত শত বজ্র! আমার মস্তকে পতিত হও? যে ব্যক্তি স্ত্রীকে রক্ষা করিতে পারিল না; তাহার জীবনে ধিক! এসো আমাকে দগ্ধ কর!! না-না-না—তোমরা ঘৃণা করিয়া নন্দকুমারকে স্পর্শ করিলে না। মা ভাগিরথী—দয়া করিয়া আমাকে তোমার পদতলে স্থান দাও; আর আমি জ্বলিতে পারি না।"

নন্দকুমার সুশীলার শোকে একেবারে অন্ধ হইয়া দৌড়াইয়া সেই স্থান হইতেই যেমন উন্মত্তভাবে ভাগিরথীর জলে ঝাঁপ দিতে যাইবেন, অমনি ধর্ম্মব্রত গোস্বামী আপনি প্রকাশিত হইয়া বেগে তাঁহার হস্ত ধরিলেন। নন্দকুমার দেখিলেন ধর্ম্মব্রত গোস্বামী!! তিনি একেবারে অধীর হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ললিতা সুন্দরী।

নন্দকুমারের পিতা সুতানটীতে আসিয়া একটী গরিব ব্রাহ্মণের জমির উপরে স্বীয় প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ একটী ঔরসজাতা কুমারী রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়েন। নন্দকুমারের পিতা তাঁহার জমি খরিদ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু ব্রাহ্মণকে গরিব দেখিয়া স্বীয় প্রাসাদের এক পার্শ্বে এক কাঠা ভূমি তাহার আবাসের কারণ বিনা মূল্যে দান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের কাল হইলে ব্রাহ্মণী সেই কন্যাটীকে লালন পালন করিয়া মানুষ করিতে নিরত হইলেন, তিনি কন্যাটীর নাম ললিতা সুন্দরী রাখিলেন। ললিতাসুন্দরীর বয়সের সহিত সৌন্দর্য্যেরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা সৎপাত্র না হইলে দান করা হইবে না দেখিয়া তাঁহার জননী সর্ব্বদাই ভাবিত থাকিতেন। ললিতার মাতা শিক্ষিতা ছিলেন। ললিতা মাতার নিকট হইতে সামান্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে ললিতা বয়োধিক্যে সকলেরই মন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু পুরাণ প্রভৃতি পাঠে কেমন তাহার মনে আশ্চর্য্যভাবের উদয় হইয়াছিল, তিনি কখন কাহারো কুহকে ভুলিতেন না। তিনি নন্দকুমারের দেব মন্দিরে বারকয়েক নন্দকুমারকে অবিবাহিত অবস্থায় দেখিয়া নন্দকুমারের রূপ তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত করিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু নন্দকুমারের পরিণয় হইল দেখিয়া আর তিনি নন্দকুমারের আশা করিলেন না।

প্রতাপও তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছেন। প্রতাপ অদ্যাবধি বিবাহ করেন নাই—প্রতাপ মনে করিয়াছিলেন, যদি ললিতাকে কোন কৌশলে সম্মত করিতে পারেন, তাহা হইলে ললিতাকে বিবাহ করিবেন, নচেৎ ললিতার ন্যায় যদি অপর কোন ব্রাহ্মণ কন্যা প্রাপ্ত হয়েন তাহা হইলে বিবাহ করিতে পারেন। তাঁহার এই সঙ্কল্প পরিসিদ্ধ করিবার কারণ তিনি ললিতার জননীকে বিগত বৈসাখী পূর্ণিমায় ব্রাহ্মণকে দান করিবার বিধি দেখাইয়া স্বীয় অট্টালিকার পার্শ্বস্থ একখানি ক্ষুদ্র বাটী দান করেন।

প্রতাপও সৎব্রাহ্মণ ছিলেন। ললিতার জননী প্রতাপের সম্পত্তি ও সদাশয়তা দেখিয়া ভুলিলেন। তিনি মনে করিলেন; যদি তাঁহার কন্যাকে কোন ছলে প্রতাপের হস্তে প্রদান করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার কন্যা রাজরাণী হইবে; আর তিনিও অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত করিতে পারিবেন। কিন্তু প্রতাপ যে ললিতাকে মনে মনে ভাল বাসিতেন তাহা তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না। কিন্তু ললিতাকে বলিয়াছিলেন যেন তিনি প্রতাপের সম্মুখে প্রকাশ হন ও তাঁহাকে যত্ন করেন। ললিতা মাতৃ আদেশ পালন করিতেন।

ললিতা প্রতাপকে যত্ন করিতে২ প্রতাপের যৌবনোদ্ভূত রূপ সৌন্দর্য্যে সময়ে২ ভুলিয়া আত্ম সমর্পন করিতে ইচ্ছা করিতেন; কিন্তু প্রতাপের ক্রূড় প্রকৃতিকে ভয় করিতেন; আবার নন্দকুমারকেও মনে করিতেন।

দুই দিবস অতীত হইল প্রতাপ সুশীলাকে হস্তগত করিয়া বন্দিনী করিয়াছেন। বারম্বার স্বীয় মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু যে গৃহে সুশীলা আছেন তাহার দ্বারদেশ অবধি যাইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। আজ নিশা গম্ভীরা মূর্ত্তিতে স্থির ভাবে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছে, এমন সময়ে তিনি স্বীয় কক্ষে শ্যামাবৈষ্ণবীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন, শ্যামা এক ধারে দাঁড়াইয়া আছে, তিনি স্বীয় খট্টার উপরে উপবিষ্ট আছেন। প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ——

শ্যামা কি হোলো ঃ——

শ্যামা রসিকা ঃ—শ্যামা গান ধরিল ঃ—

"কেন ভাব প্রাণ ধন।"

শ্যামার—মধুর—ধ্বনিতে প্রতাপ বধির হইয়া গীত শুনিতে লাগিলেন, শ্যামা গাহিল ঃ—

"সুধাংশু উদয় হোলে পাইবে কিরণ।"

প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—"সুধাংশু কথন উদয় হবে?"

শ্যামা আবার গাহিল ঃ—

"যবে সুখ নিশিথিনী
ঘেরিবে দুঃখ মেদিনী।
হাসি হাসি সুধা—রাশি মাখিবে গগন।"

প্রতাপ বলিলেন :——"তাহার নিশ্চয় নাই। আচ্ছা শ্যামা! সুশীলা কি কোচ্চেন?

শ্যামা বুদ্ধিমতী ছিল সে গাহিল ঃ—

তড়িত বিজিত সুন্দর বরণ হইল ভাবিয়া কালি।
যায় প্রাণ—যায় প্রাণ—সখী! আনগো বনমালী॥
শীতল ভাবিয়া সলিল সেবিনু অনল হইল ভালে।
অমৃত ভাবিয়া গরল খাইনু মোরে না লইল কালে॥
যায় প্রাণ—যায় প্রাণ—সখী (রে) আন গো বনমালী।

প্রতাপ—শ্যামাব গানের ভাব বুঝিলেন—বুঝিয়া মনে মনে হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন ঃ—"শ্যামা আমি যদি বনমালী হই!!

শ্যামা আবার গাহিল ঃ—

(সখীরে!) কি কাল হইল মোর কাল বরণ।
চাহিনা হেরিতে আর চন্দ্রমা বদন॥
যেনা হেরে কালশশী—সেই দেখে ঐ শশী
শোভিত নখরে শশী—সে কাল রতন॥

প্রতাপ বুঝিলেন, বুঝিয়া বলিলেন ঃ—"কৃষ্ণ না হোলে রাধার বিরহ অপনয়ন কোত্তে আর কাহারো সাধ্য নাই?"

শ্যামা সগর্ব্বে বলিল ঃ—"না—যা শাস্ত্রে নাই—তার উত্তর আমি কেমন কোরে দোবো।"

প্রতাপ বলিলেন ঃ—"শ্যামা—বলের নিকটে আব কি আছে, বলে বশীভূত কোরবো।"

শ্যামা বলিলেন ঃ—"সে কজে মানুষেব নয়—পিশাচের। অমন যে রাবণ-রাক্ষসের রাজা, সেও সীতাকে সম্মত কোত্তে চেষ্টা কোবেছিল।"

প্রতাপের চৈতন্য হইল, বলিলেন ঃ—"শ্যামা তোর কথায় পরাস্ত হোলেম। যদি সুশীলা নন্দকুমারকে না পান তবে আমার বশীভূত হবেন না।ঃ—

শ্যামা দেখিল প্রতাপ একবারো তাহার কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না ঃ—শ্যামার মনে অভিমানেব উদয় হইল, সে যাইতে যাইতে গাহিল ঃ—

(সখি!) যদি না পাই সে শ্যামধনে।
অবহেলে দিব এ প্রাণ যমুনা জীবনে॥
সে মধু-মোহন বাঁশি—আমি বড় ভাল বাসি,
সেই দিল গলে ফাঁশি ঃ—
কি ফল বাঁচিয়া বল—কালা বিহনে॥

এই গীত গাহিতে ২ শ্যামা প্রস্থান করিল।

প্রতাপ দেখিলেন সুশীলা সহজে তাঁহাব হইবেন না। তিনি কতকক্ষণ ভাবিলেন—ভাবিয়া আপনি বলিলেন——

"প্রতাপের হৃদয়ে যে দিন করুণার উদয় হবে, সেই দিন প্রতাপ এ জীবনকে স্বচ্ছন্দে ভাগিরথীর জলে বিসর্জ্জন দেবে। বল—বলে কি না হয়—ছল—ছলে কি না হয়!! ছলনা দেবীই আমার হৃদয়ের দেবী!! আমি যে দেবীর সহায়ে এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াছি—নন্দকুমারের বক্ষের রক্ত শোষণ করিতে চেষ্টা কবিতেছি—নন্দকুমারেব নীলকান্তমণি

হরণ করিয়াছি—বৃটীশ সিংহ হেষ্টিংসের নয়নে ধূলা দিয়া রাজ সম্মানলাভ করিয়াছি :—সেই দেবীর সহায়েই আজ সুশীলাকে আমার হৃদয়ে স্থাপন করিব। দেখ মা ছানে! তোমার পদসেবা করেই আমি তোমার মাহাত্ম্য এ বঙ্গে প্রকাশ করিতেছি, আমার যদি কোন বিপদ না হয়—তাহা হইলে আমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া, অতুল সুখভোগ করিবার কারণ কালে কালে সকল বাঙ্গালীই তোমার দাস হইবে।'

প্রতাপ নিরস্ত হইলেন :———

ললিতা সুন্দরীর সময় নাই অসময় নাই দিবা রাত্রের মধ্যে যখন ইচ্ছা হইত একবার প্রতাপের প্রকৃতির পরীক্ষা করিতে আসিতেন। আজ তিনি প্রতাপকে শ্যামার সহিত সঙ্গোপে উন্মত্ত দেখিয়া দ্বারের অন্তরালে লুকাইয়া ছিলেন। শ্যামা প্রস্থান করিলে আস্তে আস্তে গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার রূপ জ্যোতিতে গৃহের আলোক হীনদীপ্তি হইল। প্রতাপ মনের উচ্ছ্বাসে প্রথমে ললিতাকে দেখিতে পান নাই—হঠাৎ উচ্ছ্বাস শেষ করিয়া যেমন দ্বারের দিকে চাহিলেন, অমনি সৌম্য—মূর্ত্তি মরী ললিতাকে দেখিতে পাইলেন।

ললিতাসুন্দরী স্বীয় নিতম্ব চুম্বিত আলুলায়িত কেশদামের একগুচ্ছ দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া দন্তে চিবাইতেছেন। ঘন মেঘের মধ্যস্থিত উজ্জ্বল দীপ্তিময় নক্ষত্রের ন্যায় তাঁহার নয়নের তারকা স্থির দৃষ্টিতে প্রতাপের উপর কটাক্ষ করিতেছে।

প্রতাপ ললিতাকে দেখিয়া লজ্জিত হইলেন :—তিনি বলিলেন :—
"ললিতে! তুমি কতক্ষণ এসেছো?"

ললিতা কথা বলিলেন না। এক দৃষ্টিতে প্রতাপকে দেখিতে লাগিলেন :——

প্রতাপ ললিতার প্রত্যুত্তর না পাইয়া পুনরায় বলিলেন :—

"ললিতে! কতক্ষণ এসেছো?"

ললিতা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিলেন :—

"সে প্রশ্নের প্রয়োজন। আমি শাস্ত্রে শুনিয়াছি, মণি দেখিতে সুন্দর কিন্তু আহার করিলে জীবন বিনাশ হয়!! ভাই প্রতাপ! আমি অনেক যত্নে একটী অমূল্য বস্তু বিবেচনায় একটী মণি আহরণ কোচ্ছিলেম; কিন্তু শুন্‌লেম, মণি আহার কোল্লে লোকে মরে! আমি কুমারী—আমার বুদ্ধি কি? আমি যদি অসাবধানে মণির সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হোয়ে অন্তরে রাখিব বলিয়া আহার করি, তা হোলেই তো পুড়ে মোর্‌বো! দেখ্‌চি আমার ভাগ্যে- মণি সংগ্রহ্ করা হলো না।"

প্রতাপ ললিতার প্রশ্নের ভাব বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেনঃ—

"ললিতে! এতরাত্রে তুমি এখানে এসে আমাকে কি বোল্‌চো, বুঝিতে পাল্লেম না। তুমি তো কখন এমন অলঙ্কার মণ্ডিত বাক্য ব্যবহার কর নাই! আজ কেন ব্যবহার কচ্চো!!

ললিতা বলিলেন ঃ—

"প্রতাপ!! আমি সমুদ্রে অমৃত আছে ভাবিয়া সমুদ্রের সেবা করিতে ছিলাম, তাহার গর্ভ যে গরলে পূর্ণ তা জান্‌লে কি আমি তাহার সেবা করিতাম। এত কালের আশা ভরসা আজ সব জলাঞ্জলি দিলাম। যাই—মা বুঝি ডাক্‌ছেন।"

ললিতা গম্ভীরা মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া বালিকা মূর্ত্তি ধারণ করতঃ দৌড়াইয়া প্রস্থান করিলেন।

প্রতাপ বুঝিলেন ললিতা তাঁহার প্রকৃতি জানিতে পারিয়াছেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালীর—ক্ষমতা!

নন্দকুমারের সর্ব্বনাশ দেখিয়া যাহারা ভিতরের কথা জানিতে পারিল, তাহারাই প্রতাপকে নিন্দা করিতে লাগিল। যাহারা তাহা না জানিল তাহারা নন্দকুমারের নাম করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনেকে নন্দকুমারের অনুসন্ধানও করিতে লাগিল। প্রতাপ দেখিলেন নন্দকুমার ভিখারী হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার নামও সকলে মুখে আনিতেছে। তিনি নন্দকুমারের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে ভাল বাসিতেন না। কি উপায়ে নন্দকুমারের নাম এ পৃথিবী হইতে লোপ প্রাপ্ত হইবে, তাহার উপায় অবধারণ করিতে লাগিলেন। তিনি আরো দেখিলেন নন্দকুমারকে এ পৃথিবী হইতে নষ্ট না করিলে সুশীলাকে তিনি কোন মতেই স্বীয় অঙ্কে আরোপণ করিতে পারিবেন না। প্রতাপ মনে ভাবিলেন তাহার ন্যায় বাঙ্গালীর আর কি ক্ষমতা থাকিতে পারে, প্রতারণা পূর্ণ কৌশল ভিন্ন আর কিছুই নাই। তিনি কি কৌশলে নন্দকুমারকে ইহলোক হইতে পরলোকে পাঠাইবেন তাহার উপায় পূর্ব্বেই অবধারণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিবেন তাহা স্থির করিতে বসিলেন।

ইতিপূর্ব্বে ফ্রান্সিস্ সাহেব নন্দকুমারের নিকট হইতে যে দুইখানি কাগজ স্বাক্ষর করিয়া লইয়াছিলেন, তিনি তাহার একখানিতে হেষ্টিংশের বিপক্ষে আবেদন লিখিয়া বিলাতের প্রধানতম সভায় পাঠাইয়াছিলেন। আর যদি কোন উপায়ে নন্দকুমার সেই আবেদন তাঁহার নয়—এমন সিদ্ধান্ত করাইতে পারেন, তাহা হইলে ফ্রান্সিস্ সাহেব মহাগোলে পতিত হইবেন, এই কারণে অন্য কোন কৌশলে নন্দকুমারকে নষ্ট করিয়া স্বীয় অপবাদ ঢাকিবেন, ভাবিয়া অপর স্বাক্ষর পত্র খানি যত্নপূর্ব্বক রাখিয়াছিলেন।

সেই আবেদন পত্র বিলাতে পহুঁছিবামাত্রেই তথাকার সভ্যেরা হেষ্টিংশকে সাবধান হইতে পত্র লিখিলেন, এবং যে সকল প্রজা তাঁহার বিপক্ষে আবেদন করিয়াছিল তাহাদের নামও তাঁহাকে পাঠাইলেন।

হেষ্টিংশ আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে বুঝিলেন যে এ সমস্তই ফ্রান্সিস্ সাহেবের কৌশল!! তিনি এই সূত্রেই ফ্রান্সিস্ সাহেবের সর্ব্বনাশ করিবেন ভাবিয়া, যতগুলি প্রজা তাঁহার বিপক্ষে স্বাক্ষর করিয়াছিল সকলের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিতে হুকুম দিলেন। পিয়াদারা সুতানটী—গোবিন্দপুর ও কলিকাতার মধ্যে নন্দকুমারের নাম ভিন্ন অপর কোন বিপক্ষ প্রজার সন্ধান পাইল না। হেষ্টিংশ তখনই উত্তমরূপে বুঝিলেন যে সমস্তই ফ্রান্সিসের কৌশল। ফ্রান্সিস্ মিথ্যা নাম বসাইয়া এই কার্য্য করিয়াছেন। তথাপি নন্দকুমারের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রহিল। নন্দকুমার সুশীলা হৃতা হইলে ধর্ম্মব্রত গোস্বামীর সহিত তাঁহার আশ্রমে গিয়াছিলেন। পিয়াদারা নন্দকুমারের বাটীতে আসিয়া দেখিল নন্দকুমার বাটীতে নাই—নন্দকুমারের সদর দ্বার কলুপাবদ্ধ রহিয়াছে। হেষ্টিংস এ কথা শুনিলেন, তথাপি নন্দকুমারের উপরে সম্পূর্ণ সন্দেহ করিলেন না; কারণ হেষ্টিংস নন্দকুমারের প্রকৃতি ভাল রূপে জানিতেন। প্রতাপ এই সুযোগে, নন্দকুমার রাজ-ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন, এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র করিয়া দিলেন। প্রতাপ তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ভবিষ্যতের কথা ভাবিলেন। যদি নন্দকুমার ফ্রান্সিস্ সাহেবের ও প্রতাপের সমস্ত চক্রান্তের কথা প্রকাশ করিয়া দেন, এই কারণে তিনি আর একটী কৌশল স্থির করিতে বসিলেন।

তিনি নিজের বাটীর দ্বিতলের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। তপনদেব বিষুব রেখায় অতিথী হইয়াছেন। রৌদ্রে চারিদিক কম্পিত হইতেছে। তিনি মনে কত কি ভাবিতেছেন, কখন ললিতার কথা ভাবিতেছেন, কখন সুশীলার কথা ভাবিতেছেন, কখন নন্দকুমারের কথা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে কে তাঁহার বৈঠকখানার দ্বার ঠেলিল:—

তিনি চমকিত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—তাহাতে উত্তর হইল।

" আমি সুখলাল জহরী।"

প্রতাপ দ্বার খুলিয়া দিলেন। জহরী ভিতরে ঢুকিলে প্রতাপ আবার দ্বার অবরোধ করিয়া স্বীয় আসনে আসিয়া বসিলেন।

এই সপ্ত কুলাচল মণ্ডিত—অষ্ট দিগ্‌গজ সমন্বিত—অনন্ত জলধি বেষ্টিত স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল জড়িত—ব্রহ্মাণ্ডকে জিজ্ঞাসা করি ?, ইহ লোকে সুখ কোথায় ? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কি উত্তর দিবে ? ধনে কি সুখ আছে ? আমার মতে সে কথা মিথ্যা ! ! তবে কি প্রণয়ীর প্রণয়ে সুখ আছে ? না তাহাও নয়। প্রণয়ের বেগ সতত চঞ্চল, কখন আছে কখন নাই ! ! এক জন প্রাচীন কবি বলিয়ারাছেন, চন্দ্র সুখ পাইবেন বলিয়া অনন্ত জলধির গর্ভে এক সময়ে লুকাইয়াছিলেন। তথায় বাড়বানল তাঁহাকে জ্বালাতন করিল। তিনি সেই—দুঃখে ভাগিরথী বেষ্টিত ভূজঙ্গগণ শোভিত মহাদেবের মস্তকে সুখে থাকিবেন বলিয়া আশ্রয় লইলেন। তথায় তাঁহার রূপে বিমোহিত হইয়া সর্পগণ দংশন করিতে চেষ্টা করিল। আবার তিনি সেই দুঃখে কৈলাস পরিত্যাগ করিয়া আকাশে সুখে থাকিবেন বলিয়া গেলেন ; তথায় দুরন্ত—রাহু তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিল। তখন তিনি এ ত্রিভূবনে সুখ নাই বলিয়া নিরস্ত হইলেন। এ পৃথিবীতে সুখ নাই ! যাহা আছে তাহা কেবল যাহার হৃদয় সতত বিশ্বাসী সেইই ভোগ করিতে পারে।

প্রতাপ আজ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ; বহুল রাজ সম্মানে সম্মানিত ; তাঁহার দ্বারে সিপাহী পাহারা দিতেছে ; তবে কেন তিনি প্রতিক্ষণ দ্বারা অবরোধ করিয়া বসিয়া আছেন। যাঁহারা অবিশ্বাসী—যাঁহাদের অন্তর প্রতারণায় পূর্ণ—তাঁহাদের সুখ ইহ জগতে নাই।

প্রতাপ কতক্ষণের পর সুখলাল জহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"মনে মনে কিছু স্থির কোরেছো ?"

জহরী হাসিতে২ বলিল :—

"আপনি রাজা বোল্লেই হয়—আপনি যখন আমাকে অনুরোধ কোচ্চেন, তখন আর তাহাতে সন্দেহ করা অনুচিত।"

প্রতাপ বলিলেন :—

তবে আর কাল বিলম্বে প্রয়োজন নাই। নন্দকুমারের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে, দুই এক দিবসের মধ্যে সে ধৃত হইবে, এইবেলা, সমস্ত কায শেষ কোত্তে হবে। দেখো এই ঝুটা প্রস্তরের গহনাগুলি তুমি নাও! আর এই পত্র এমন ভাবে লেখা আছে যে নন্দকুমার তোমাকে ঐ সমস্ত জিনিষ আসল বলিয়া বিক্রয় করিয়াছেন। ইহাও তুমি নাও! এই পত্রে স্বয়ং নন্দকুমারের সহি আছে, ফ্রান্সিস সাহেব কৌশল করিয়া ঐ স্বাক্ষর তাহার দ্বারাই করাইয়া ছিলেন। তুমি ঐ সমস্তের সহযোগে আদালতে জুয়াচুরীর দাবীতে কালই অভিযোগ করিয়া গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিয়া রাখ? যেমন রাজার গ্রেপ্তারী পরোয়ানায় নন্দকুমার গ্রেপ্তার হইবে, অমনি তুমিও সেই অবসরে পরোয়ানা ধরাইবে। যদি হেষ্টিংশের বিচারে নন্দকুমার জীবন লাভ করেণ, কিন্তু ইম্পি সাহেবের নূতন আইন মতে জীবন প্রদান করিতে হইবেই হইবে *। "সুখলাল! যদি এ কার্য্য নির্ব্বিবাদে সমাধা হয়, তাহা

* আমরা নন্দকুমারের আখ্যান যথার্থই ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু ফান্সিস্ সাহেব কি উপায়ে নন্দকুমারকে হেষ্টিংশের বিপক্ষ করেন এবং নন্দকুমার কি জুয়াচুরী দাবীতে পতিত হন, তাহা ইতিহাসে প্রকাশ না থাকায় ঐ দুইটাই কল্পনা করা হইল! যাঁহারা বিশ্বাস না করেন তাঁহারা বর্ত্তমানের—সামান্য ইতিহাস :—(History of India, by E. Lethbridge. Ch. viii.) পাঠ করিবেন, তাহাতে স্পষ্টই লেখা আছে যে হেষ্টিংশ বা নন্দকুমার কোন দোষের দোষী ছিলেন না। সেই গুলি সপ্রমাণ করিবার কারণ উপস্থিত কাল্পনিক উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। অধিকন্তু সেই সময়ে ইলাইজাইম্পি সাহেব বিচার-পতি হইয়া জুয়াচুরী করিলে ফাঁসিরূপ দণ্ড ও আইনাবদ্ধ করিয়াছিলেন।

হইলে তোমাকে আমি লাখপতি করিয়া দিব।” সুখলাল “তথাস্তু” বলিয়া প্রস্থান করিল। সুখলালকে বাহির করিয়া প্রতাপ নবীন আশায় উন্মত্ত হইয়া মনে মনে বলিলেনঃ—“আশা! তোমার শ্রীপদের ছায়ার উদ্দেশে আমি আর কতদিন পূজা করিব! হে বিশ্বব্যাপী দেব! তুমি আমাকে দর্শন দাও! আমি তোমার শ্রীচরণ হৃদয়ে ধারণ ক’রে আমার আজীবন ধৃতব্রত উদ্যাপন করি!! যে দিন নন্দকুমারের নাম পৃথিবী হইতে বিলীন হইবে, যে দিন সুশীলা আমার সেবাদাসী হইবে, যে দিন ললিতা আমার অঙ্কলক্ষ্মী হইবে!! যে দিন হেষ্টিংশ আমাকে রাজ সন্মান দেবেন, সেই দিন জানিব—আমার ব্রত উদ্যাপন হইল। সেই দিন জানিব—যে আশাদেবের রাঙ্গা পদযুগল আমি হৃদয়ে ধারণ করিতে পাইলাম। এখন কি! এখনো অনেক বিলম্ব!! ইম্পি সাহেব! তুমি বিচারক্ষম বিচারপতি! কিন্তু দেখিব—যদি ছলনা দেবী যথার্থই আমাকে অনুগ্রহ কোরে থাকেন, তাহা হইলে তোমার ন্যায়—বিচার লোপ পাওয়াই নিরপরাধী নন্দকুমারকে তোমারই অনুমতি মতে ইহ-লোক হইতে পরলোকে প্রেরন করিব।”

প্রতাপ এই কথা ভাবিতে ২ দ্বার অবরোধ করিতে ভুলিয়া গেলেন। ললিতাসুন্দরী সময় পাইয়া আস্তে আস্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে যেমন সহাস্য বদনে গৃহে প্রবেশ করিতেন এক্ষণে কিছু গম্ভীর ভাবে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখ চন্দ্রমা বিমর্ষ মেঘে আবৃত রহিলঃ—প্রতাপ তাঁহাকে নীরিক্ষণ করিলেন; ললিতার আর পূর্ব্বভাব নাই দেখিলেন। তিনি আজ কাল যেন প্রতাপকে কি বলিতে আসিয়া প্রত্যহ ফিরিয়া যান। এক মুহূর্ত্ত দুই মুহূর্ত্ত অতীত হইল; ললিতা কথা কহিলেন না। প্রতাপ দেখিলেন ললিতার মনে কোন বিরক্তি ভাবের উদয় হইয়াছে। তিনি আগ্রহ সহাকারে বলিলেনঃ—

“ললিতে! তোমাকে আজ কাল বিমর্ষ দেখ্‌ছি কেন?”

ললিতা হৃদয়ের আগুণ প্রকাশ করিয়া, বলিলেনঃ—

"প্রতাপ! আমি না বুঝে একদিন বিষ খাইয়াছি! সেই বিষের জ্বালায় আমার হৃদয় সদাই জ্বলিতেছে; তাই বিমর্ষ দেখিতেছ—আচ্ছা প্রতাপ! আমাকে বিমর্ষ দেখ্‌লে তোমার কি মায়া হয়?

প্রতাপ ললিতার মধুর নিক্কন সংযুক্ত কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত চিত্তে বলিলেন :—

"সেকি ললিতা! এ কথা আবার জিজ্ঞাসা কোচ্চ। তোমাকে বিমর্ষ দেখ্‌লে আমার হৃদয়ে সহস্র শেল বিদ্ধ্‌ হয়।"

এই কথা শুনিয়া ললিতা বলিলেন :—

"আমি জানতেম না যে প্রতারণাই পুরুষের প্রধান ধর্ম্ম!! তা হোলে কি আমি আমার হৃদয়ে—কালসাপ পুষতেম।"

প্রতাপের—সন্দিগ্ধ মন—প্রতাপ অন্য বুঝিয়া বলিলেন :—

"ললিতা! তুমি কি আর কাহাকেও ভালো বেসেছো!!

ললিতার—মনে দুঃখ হইল, তিনি মুখে অঞ্চল ঢাকিয়া বলিলেন :— "দেখো প্রতাপ! তুমি কি অপরকে ভালবাসার—কথা জিজ্ঞাসা কোচ্চ? এ কথা তুমি পবনের নিকটে বল, পবন অপর স্থানে বহন করুক— একথা তুমি ভাগিরথীর বক্ষে প্রকাশ করো—তিনি দেশ দেশান্তরে— বিচলিত করিবেন। আমি আর কাহাকেও ভাল বাসি নাই! যে আমাকে দগ্ধ করিবে—তাহাকেই ভাল বাসিয়াছিলাম। সাহস করিয়া তাহার নিকটে এতোদিন বলি নাই! মনে মনে রাখিয়াছিলাম। যখন আমাকে দগ্ধ হইতেই হইল, তখন তাহার নিকটে প্রকাশ কোরে যাইব বলিয়া আজ এস্থানে আগমন কোরেছি! ললিতা—যদি এজন্মে হৃদয়ের সহিত আর কাহারো রূপরাশি মনে অঙ্কিত করিত, তাহাহইলে এতো কাঁদিত না। ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য লোভে প্রতাপের প্রতিমূর্ত্তিই হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছিল, বলিয়া আজ কাঁদিতেছে।"

যুবতীর নয়নে একবিন্দু অশ্রু প্রকাশিত হইল :—

ললিতার শেষ বাক্য যেন প্রতাপের—ধমনীতে আঘাৎ করিল, প্রতাপ

এতক্ষণে বুঝিলেন ললিতা তাঁহাকেই ভাল বাসিয়াছেন। তিনি কম্পিত স্বরে ললিতাকে বলিলেনঃ—

"সুন্দরি! পৃথিবীতে এমন কি অপরাধ আছে যাহা অনুনয়ে মার্জ্জনীয় না হয়। আমি তোমার পদে ধরিয়া অনুনয়—করিতেছি, যদি কোন বিষয়ে তোমার নিকটে অপরাধী হইয়া থাকি, আমাকে মার্জ্জনা কর!! আমি তোমার—রূপরাশি ভাবিয়াই অদ্যাবধি বিবাহ করি নাই!! আমার অর্থ—আছে আমার সৌন্দর্য্য আছে!! আমি কেবল তোমাকে সাহস করিয়া আমার—মনের কথা বলিতে পারি নাই, তোমাকে দেখিলে আমি মনেমনেই দগ্ধ হইতাম। আজ আমি জানিলাম তুমিও আমাকে ভাল বাসিয়াছ, এসো আমার হৃদযাসনে অধিবেশন কর? আমার অতুল বিভবের অধিপত্নী হও?"

প্রতাপ অন্তরের সহিত সতেজে পূর্ব্বোক্ত বক্তৃতা প্রকাশ করিয়া ললিতার—প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন:—

ললিতার মনে করুণার উদয় হইল, পরক্ষণেই কি ভাবিয়া বলিলেন, "প্রতাপ! ইচ্ছা করিয়া কে কোথায় নির্ব্বোধ পতঙ্গের ন্যায় জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় পতিত হইতে চায়!! ইচ্ছা করিয়া কে কোথায় অজ্ঞান শিশুর ন্যায় কালসর্প হস্তে ধারণ করিতে চায়! ইচ্ছা করিয়া কে কোথায় মত্তগজের পদতলে পতিত হইতে অভিলাষ করে!! প্রতাপ তোমার ভালবাসা তোমার হৃদয়ে থাক!! যদি ইচ্ছা কর—আজীবন সেই ভালবাসাকে পূজা করিয়া সুখী হইও!! আমিও আমার ভালবাসাকে মনে মনে পূজা করিব—তথাপি প্রতারক প্রতাপের হস্তে পতিত হইব না।" প্রতাপ ক্ষুদ্ধ হইলেন—তাঁহার মনে কেমন নবীন ভাবের উদয় হইল, তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা ললিতার সন্নিহিত হইয়া বলিলেন।

"ললিতা! আমি প্রতারক! যথার্থই আমি প্রতারক!! কিন্তু তোমার সহিত আমি প্রতারণা করি নাই!! যদি তোমার সম্পর্কীয় কোন বিষয়ে প্রতারণা করিয়া থাকি, প্রমাণ করো? আমি অবিলম্বে

তাহার প্রতিবিধান করি!! তুমি যদি আমার হৃদয়ে উপবেশন কর? —আমার গৃহলক্ষ্মী হইয়া গৃহ উজ্জ্বল কর? তাহা হইলে এজগতে প্রতাপের অসাধ্য এমন কিছুই নাই, যাহা প্রতাপ অবহেলে পরিত্যাগ করিতে না পারে!! সুন্দরি! আমি তোমার সৌন্দর্য্যে—বিমোহিত হইয়া আজীবন তোমার আশাতেই দগ্ধ হইয়াছি? অপরের আশা করি নাই!! আমার প্রতি প্রসন্না হও? আমি শুভদিনে পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদন করাইয়া, তোমার ন্যায় কৌস্তুভ মণি কণ্ঠে-ধারণ করি!!"

প্রতাপের কাতরতা দেখিয়া ললিতা নম্র হইয়া বলিলেন :—

"প্রতারকের প্রণয়—আর নদীর স্রোত—উভয়কে বিশ্বাস নাই!! প্রতাপ! যদি আমার কথা কিছু রূঢ় হইয়া থাকে, ক্ষমা কোরো—আর—তিন দিবস তোমাকে পরীক্ষা করিব, আমার—মনোমত হও—মাল্য অর্পণ করিব। এই দেখ—এই মাল্য তোমারই জন্য স্বয়ং রচনা করিয়াছিলাম, যদি মনোমত না হও এই মাল্য ভাগিরথীর—জলে বিসর্জ্জন দিয়া আজীবন কুমারী ব্রত রক্ষা করিব।"

ললিতা এই কয়েকটী কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। প্রতাপ—বায়ুকম্পিত অশ্বত্থ-বৃক্ষের ন্যায় ললিতার গতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

এই অবসরে শ্যামা বৈষ্ণবী গান গাহিতে ২ প্রবেশ করিল :—

শ্যাম মিছামিছি হোলো কিবল সাধনা।
কই কই তোমার তো কিশোরি হোলোনা॥
শুন শুন বংশীবদন :—
শিরে ধর রাধাচরণ :—
না হোলে কিশোরীর মান যাবে না॥

প্রতাপ আশ্চর্য্যও হইলেন, আবার বিরক্তও হইলেন, কোন কথা কহিলেন না দেখিয়া শ্যামা প্রস্থান করিল। প্রতাপ ভাবনা সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রতাপের প্রয়াস।

প্রতাপ ললিতার উজ্জ্বল বাক্যে একেবারে হতচিত্ত হইয়াছিলেন; শ্যামা বৈষ্ণবী আসিয়া গীত গাহিয়াছিল, তিনি সে গীত শ্রবণ করেন নাই। শ্যামা বৈষ্ণবী গমন করিলে, প্রতাপের চমক হইল। প্রতাপ দ্বারে চাহিলেন, শ্যামা বৈষ্ণবীকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি নানা বিষয় ভাবিতে লাগিলেন; এক দিকে ললিতার—দীপ্তিময় মূর্ত্তি—আর এক দিকে সুশীলার প্রফুল্ল যৌবন! মধ্যস্থলে নন্দকুমারের জীবন। এই তিনটী বিষয় ভাবিতে বসিলেন। এই তিনটীর মধ্যে ললিতার মূর্ত্তি ভুলিলে নন্দকুমারকে দেখিতে পাইলেন। নন্দকুমারকে ভুলিলে ললিতাকে দেখিতে পাইলেন। কিয়ৎক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে সুশীলার রূপ-যৌবন—প্রভা মনে মনেই তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল। তিনি মনে মনেই হস্ত প্রসারণ করিলেন, মধ্যস্থল-স্থিত নন্দকুমারের কল্পনাময়ী প্রতিমূর্ত্তি তাহাতে বাধা প্রদান করিল। প্রতাপ বিরক্ত হইলেন। তাঁহার কোন বিষয় ভাল লাগিল না। তিনি দেখিলেন নন্দকুমার নাম পৃথিবীর মৃত্তিকার সহিত বিলীন না হইলে, ললিতাকে তিনি পাইতেছেন না। একবার মনে ভাবিলেন নন্দকুমার তো তাঁহার কৌশলে জীবন প্রদান করিতে বসিয়াছেন। প্রায়-বিনষ্টকে তাহার ভয় কি? তিনি মনে মনে তাহাই স্থির করিলেন:—নন্দকুমার পলায়িত—সুশীলা প্রতাপের করস্থ। তবে সুশীলাকে ধারণ করিয়া নিজের মনের খেদ মিটাইতে কষ্ট কি? কি উপায়ে সুশীলাকে স্বীয় সংকল্প প্রকাশ করিবেন, তাহার উপায় স্থির করিতে বসিলেন।

এদিকে তপন রাজ গোধুলী দেবকে সমাগত প্রায় দেখিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিবার কারণ পশ্চিম গগনশায়ী হইলেন। পাখিকুল অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে স্বীয় স্বীয় কুলায়ে ফিরিতে লাগিল। মধুজীবী মধুমক্ষিকাগণ বিরহিণী কমলিনীর মৃদু ক্রন্দনে অসন্তুষ্ট হইয়া সরোবর পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় স্বীয় স্থানে আসিতে লাগিল, আসিবার কালে নববেশ-বিভুষিতা কুমুদিনী ও রজনীগন্ধা প্রভৃতির সহিত এক এক বার আলাপ করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহাদের ভর্ৎসনার প্রতাপে বিমুখ হইল। গোপালগণ সবৎসা গাভীগণকে মাঠ হইতে গৃহে আনিতে লাগিল। পৃথিবীর আহ্নিকগতির এক ফেরের সহিত সমস্তই ফিরিল। আলো গেল, অন্ধকার আসিল। সিংহ গেল, শৃগাল তরক্ষু আসিল। কাক কোকিল গেল, পেচক, চামচিকা, বাদুড় উড়িল। আকাশের তেজ গেল, চন্দ্র তারকা দেখা দিল। সাধুগণ আশ্রমে বিশ্রাম গ্রহণ করিল, চোর ডাকাইত প্রকাশিত হইল। সংসারের উত্তম পন্থায় বিচরণ কারিগণ দ্বার দিয়া সংসারের কার্য্যে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রার ক্রোড়ে নিদ্রা যাইল, শোচী, অভিসারী ও অভিসন্ধিপরিসিদ্ধকারিগণই জাগিয়া রহিল।

সংসারের গতির মতে প্রতাপ ও সুশীলা কেন ঘুমাইবেন? তাঁহারাও জাগিয়া রহিলেন। সুশীলা শোচী—তাঁহার শোকের অবধি নাই; তিনি প্রতাপের শূন্য অট্টালিকার—একটী শূন্য কক্ষে আবদ্ধা আছেন। সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ। তিনি পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গীর ন্যায় তন্মধ্যে আবদ্ধা রহিয়াছেন। আজ কয় দিবস নিরাহার; কেবল স্বামী পদ চিন্তনে রত আছেন। হৃতা হইবার কালেঃ—যে ভাবে কটী অঞ্চলে আবদ্ধ ছিল; আজিও তাহাই আছে। যে ভাবে কেশ আলুলায়িত ছিল, আজিও তাহাই আছে। যে ভাবে চক্ষু দীপ্তিময় ছিল, আজিও তাহাই আছে। কেবল দুঃখে ও আহারহীনতায় কৃশা হইয়াছেন; যেন রাত্রি পূর্ণশশী প্রভাতের গগনে হীনকিরণ হইয়া আছে। সর্ব্বদাই শঙ্কিতা। এখনো

সতীত্ব-রত্ন যত্ন করিয়া রাখিয়াছেন। প্রতাপ আসিয়া কখন তাহা হরণ করিবে, এই আশঙ্কাতেই তাঁহার হৃদয় সতত কম্পিত হইতেছে। দিবায় আহার নাই—নিশায় নিদ্রা নাই—আহা! কষ্টের পরিসীমা নাই!! সুশীলার দুঃখময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া পাষাণহৃদয়ীরও হৃদয় ফাটিয়া নয়ন হইতে নীর নির্গত হয়।

রাত্রি নয়টা বাজে, এমন সময়ে সুশীলা কাহার পদশব্দ পাইয়া সেই কারাগৃহের মধ্যে দণ্ডায়মানা হইলেন। তাঁহার সেই কৃষ্ণ কেশাবলি চামরের ন্যায় ঝুলিতে লাগিল। চক্ষের দৃষ্টি তীব্রতর হইল। নিঃশ্বাস প্রখর হইল; গতি দ্রুত হইল; সাহস দ্বিগুণ হইল। আহা!! শীকারীর পিঞ্জরাবদ্ধা সিংহিনী কখন কি শীকারীর কৌশলে আত্মবিস্মৃতা হয়!! সে অনাহারে ও মনের দুঃখে জীবন প্রদান করিবে, তথাপি আত্মবিস্মৃতা হইবে না।

আহা!! আজ সুশীলা সাধ্বী, সুশীলারও সেই অবস্থা; সুশীলা যে কখন প্রতাপের কৌশলে ভুলিয়া আত্মবিস্মৃতা হইবেন একথা স্বপ্নেও উদয় হয় না।

সুশীলা দণ্ডায়মানা হইয়া সতৃষ্ণ ও উজ্জ্বল নয়নে একবার দ্বারের দিকে চাহিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইল, তিনি সাশ্রু নয়নে একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত "মা—জননী" এই কয়েকটী কথা হৃদয়ের সহিত উচ্চারণ করিলেন। সুশীলা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, একবার গৃহের চারিদিকে আস্তে আস্তে পরিভ্রমণ করিয়া মধ্যদেশে আগমন করিলেন; ক্ষণেক স্থির নয়নে কি ভাবিলেন, ভাবিয়া বলিলেন ঃ——

"ওঃ! মাগো! এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, আজ চারি দিন। তিন দিবসের অহোরাত্র কাটিয়া গিয়াছে—,আজো কাটিবে!! ব্রহ্মময়ি!! মাগো—আজন্ম পদসেবা কোরে কি তার এই ফল পেলেম মা!! করুণাময় জগদীশ্বর! তোমারও কি হৃদয়ে দয়া নাই!! আজ চারি দিবস অনাহারে অনিদ্রায় যে তোমার শ্রীপদ চিন্তা করিতেছি!! তুমিও কি

আমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিলে না। জীবন !! লোকে বলে তুই ক্ষণ-স্থায়ী !! আমার পক্ষে তুই চিরস্থায়ী হলি? আজ চারি দিবসের অনাহারে কেন তুই অন্যত্র গমন করিলি না! হায় !! আমি এমন কি পাপ কোরে ছিলেম, যে তার শাজা ভোগ করিতেছি। স্বামিন্! প্রভু !! বোধ হয় ভ্রমেও তোমার সেবা করিতে ভুলিয়াছিলাম—তা না হোলে এতো যাতনা পাবো কেন?"

তাঁহার উভয় নয়ন হইতে অবিরত নীর বিগলিত হইতে লাগিল। পূর্ব্ব-স্মৃতি তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। তিনি পুনরায় কাতর হইলেন। ইতিপূর্ব্বে একদিন ধর্ম্মব্রত গোস্বামী নন্দকুমারের সহিত স্বাক্ষাৎ করিতে আসিয়া সুশীলাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেনঃ—"বৎসে! তোমার লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইতেছে তুমি গর্ভবতী হইয়াছ?" এবং সেই কথার সহিত তিনি সুশীলার স্বাক্ষাতে গর্ব্ভের কয়েকটী লক্ষণও প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাহাতে সুশীলা স্বীয় শরীরের জড়তায় একপ্রকার গর্ভবতী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। সে কথাও তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি অতীব কাতর হইয়া পুনরায় বলিলেনঃ—

"আমি শৈশবাবস্থায় পাখী পুষিতে ভাল বাসিতাম। পিতা আমার জন্য সুন্দর সুন্দর পাখী আনিয়া দিতেন। আমি তাহাদের দম্পতী মিলাইয়া উত্তম পিঞ্জরে রাখিয়া যত্ন করিতাম। দম্পতীকে একত্র পিঞ্জরাবদ্ধ দেখিয়া মনে সুখী হইতাম; উপযুক্ত সময়ে আহার দিতাম, মনে করিতাম যে, বনে ইহারা কত অন্বেষণ করিয়া আহার সংগ্রহ করিত; আমার কাছে কেমন সুখে আছে !! সুখে আহার করিতেছে !! সুখে কালাতিপাত করিতেছেঃ—কিন্তু দেখিতাম বিহঙ্গ বিহঙ্গী আনন্দ প্রকাশ করিত না। ওঃ জগদীশ্বর! আজ আমি বুঝতে পেরেছি, যে কেন—বিহঙ্গ বিহঙ্গী আমোদ প্রকাশ করিত না। কেন তাহারা উভয়ে মুখামুখী করিয়া বিমর্ষ থাকিত !! ওঃ !! স্বর্ণ শৃঙ্খলাবদ্ধ—হীরণ্ময় কক্ষস্থিত বন্দীর অপেক্ষা স্বাধীন ভিখারীর জীবন শতগুণে শ্রেয়স্কর! আমি রাজবধূ—রজপত্নী—

আমি বন্দিনী !! লীলাময় ! তোমার লীলা বোঝা ভার !! মাগো ! ব্রহ্মময়ী !! স্বামিন্ ! সুশীলার জীবন এখনো বহির্গত নাই !! সুশীলা তোমার উপদেশ মতে ভাগিরথীর জলে ডুবিতে পারে নাই। দেখো নাথ !! আমাকে ফেলিয়া তুমি অগ্রে স্বর্গে গমন কোরো না ঃ—আমি দাসী আমাকে সহচরী করিও ? ওঃ !! অসহ্য !! মাগো !!

সুশীলা কতক্ষণ কি ভাবিলেন শেষে তাঁহার গর্ব্ভের কথা স্মরণ হইলঃ—তিনি সক্রন্দনে বলিলেন ঃ—

“অবোধ জীব ! তুমি কেন এই হতভাগিনীর গর্ব্ভে প্রবেশ করিয়াছ !! যেমন পর্ব্বতের আশ্রয় লইয়া নদী প্রবল বেগে সমুদ্রের সাক্ষাৎ লাভ করে !! তুমি মনে করিয়াছ—তুমি আমার আশ্রয়ে দশমাস দশ দিবসের শেষে এই সংসারকে দেখিবে !! সে তোমার দুরাশা মাত্র। সুশীলা স্বামী বিহনে এতো দিন কখনই জীবিত থাকিতে পারিবে না। করুণানিধান !! তুমি যে বিধিবলে এই অবোধ জীবের সৃষ্টি করিয়া আমার জরায়ুতে পাঠাইয়াছে ? সেই বিধি বলে উহাকে তুমি পুনরায় গ্রহণ কর ? স্বামীই সতীর একমাত্র জীবন। আমি এই সামান্য মায়ামণ্ডিত জীবের মুখাপেক্ষী হইয়া আমার এ জন্মের সারব্রত স্বামীর সহগামিনী হইতে পাইবনা। ওঃ ! এ কল্পনাও আমার পক্ষে অসহ্য !! প্রতাপ ! কুলাঙ্গার প্রতাপ !! তোর কৌশলে গর্ব্ভজ সন্তানের মুখ দেখিতে পাইলাম না। হৃদয়েশ্বরকেও আজন্ম পূজা করিতে পারিলাম না। দেখ প্রতাপ ! যদি আমি ব্রাহ্মণ কন্যা হই ; যদি আমি স্বামীর পদ আজীবন সেবা কোরে থাকি ? তাহা হইলে অবস্যই তোর মস্তকে বজ্রাঘাৎ হইবেই হইবে।”

সুশীলা এই কথা বলিয়া ক্লান্ত হইয়া সন্মুখস্থ শয্যার উপরে বসিলেন।

সেই কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। সুশীলা চমকাইয়া উঠিলেন। বিমর্ষ বদনে ললিতা সুন্দরী তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার অবরোধ পূর্ব্বক বলিলেন ঃ—

“দিদি ! ভয় নাই ! আমি প্রতাপ নই—আমি ললিতা !”

সুশীলা ললিতাকে চিনিতেন। প্রতাপ যতদিন সমাতৃক ললিতাকে স্বীয় বাটীর সন্নিকটে আনিয়াছেন; তাহার পূর্ব্বে তিনি ললিতাকে চিনিতেন। ললিতার পিতা বর্ত্তমান থাকিবার কালে নন্দকুমারের প্রাসাদের এক ধারে ললিতার বাটী ছিল দিবা রাত্র সুশীলার সহিত ললিতা একত্র থাকিতেন; তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে ললিতা এক সময়ে নন্দকুমারকে হৃদয়ে পূজা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বহু দিবসের পরে ললিতা আজ কারাগৃহে সুশীলার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সুশীলা আশ্চর্য্য হইলেন!! একদৃষ্টে ললিতার প্রতি চাহিয়া রহিলেন; ললিতাও দেখিলেন, যে সুশীলা তাঁহাকে হটাৎ দেখিয়া বিস্মৃতা হইয়াছেন। উভয়ে ক্ষণেক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। শেষে ললিতা আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন:—

"*দিদি! তুমি কি আর—চিন্‌তে পার্লে না; আমি যে তোমার স্নেহের* ভগ্নি!! ললিতা!!"

সুশীলা সবিস্ময়ে বলিলেন:—

"ললিতা—ভগ্নি ললিতা—তুমি এখানে?"

ললিতা সুশীলাকে বলিলেন:—

"দিদি সে পরিচয় যদি জগদীশ্বর দিন দেন, তাহা হইলে প্রদান করিব। আমি বন্দিনী হই নাই!! তুমি যে আমাকে পূর্ব্বে ভাল বাসিতে তাহার কারণ—তোমাকে ভাল বাসিতে আসিয়াছি? দিদি!! তুমি এয়ো, তোমার—মস্তকে সিন্দুর নাই--তাই সিন্দুর দিতে আসিয়াছি!! দাদার পদে এখনো কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ হয় নাই; স্বামীর মঙ্গল ভুলোনা। এই নাও ভাই সিন্দুরের কৌটা নাও! আমি—কুমারী, আমি—সিন্দুর দিবনা।"

সুশীলা ললিতার হস্ত হইতে সিন্দুরের কৌটা লইয়া তাঁহার স্কন্ধে পতিত হইলেন। পূর্ব্ব সুখ স্মরণ হওয়াতে "মাগো! আমার কি দশা হোলো মা!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। ললিতাও তাঁহার সহিত কাঁদিলেন, শেষে ললিতা বলিলেন:—

"দিদি! কাঁদবার সময় অনেক পাবে? আমি কি তোমার কাছে কাঁদিতে আসিয়াছি! ভাই আমি যে তোমাকে ভাল বাসিতে আসিয়াছি, সেই পরীক্ষা প্রদান করিয়া এক্ষণেই প্রস্থান করিব।

ধর্ম্মব্রত গোস্বামী এই সংবাদ পাইয়া এখানে আসিয়াছেন, আমার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই কথা তোমাকে বলিতে বলিয়াছেন; যে তুমি যত দিন নন্দকুমারের শেষ সংবাদ না পাইবে, ততদিন সহস্র সহস্র যাতনা ভোগ করিয়াও যেন জীবন বিনাশ না কর। ভাই! তোমাকে যে ভাল বাসি তার একটী পরীক্ষা এই দিলাম। আর একটী এই :—

আজ মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে। প্রতাপ আজ আর একবার তোমার অঙ্গে হস্তক্ষেপন করিতে চেষ্টা করিবেন। সেই মহাপ্রলয়ে তুমি ভয় পাইও না। আমি যথাসাধ্য বাঁচাইতে চেষ্টা করিব। যদি প্রতাপের কৌশল যুদ্ধে পরাজিত হই—তা হোলে ভাই তুমি এই অমৃতময় বস্তুর সাহায্যে সতীত্ব সংরক্ষণ করিও? কিন্তু আমার অনুমতি ব্যতীত কোন কার্য্য কোরো না। তোমার গর্ভে জীব আছে; তুমি এখন একা নও; সাধ্যমতে মহাপাপ পঙ্কে ডুবিও না।"

এই কথা বলিয়া ললিতা স্বীয় কটী হইতে একখানি ছুরিকা বাহির করিয়া সুশীলার হস্তে দিলেন :—সুশীলা ছুরিকা পাইয়া বলিলেন :—

"ভগ্নি! তোমাকে যে আমি এত দিন ভাল বাসিয়াছিলাম, আজ তুমি তাহার যথার্থ কার্য্য করিলে। ভগ্নি! আজ এই জীবন সংহারী ছুরিকা—লৌহময় অস্ত্র নয়! আজ আমার পক্ষে ইহা অমৃতময়—বটীকা, এই বটীকা বলে আমি সতীত্ব সংরক্ষণ করিয়া বাঙ্গালী সাধ্বিগণের চক্ষের উপরে সতীত্ব ভূষণে ভূষিত হইয়া, যে পথে স্বামী গমন করিবেন সেই পথে গমন করিতে পারিব। ভাই—তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, তুমি ধর্ম্মে মতি রাখিয়া চীরজীবী হও?"

সুশীলার কথা শেষ হইতে না হইতে ললিতা বিদ্যুৎবেগে গৃহ হইতে

বাহির হইয়া দ্বার অবরোধ করত আস্তে আস্তে পলায়ন করিলেন। প্রহরীগণ নিদ্রিত ছিল, কেহ কিছু জানিতে পারিল না।

সুশীলা ছুরিখানিকে কটীদেশে রাখিয়া একবার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বমঙ্গলার নাম করিয়া হৃদয়ের কঠোর দুঃখ অবসান করিবার কারণ একটী সঙ্গীত করিলেন :—সেই সঙ্গীত শেষ হইতে না হইতে কারাগৃহের দ্বার উদ্ঘাটীত হইল। ভীমবেশে প্রতাপ প্রবেশ করিলেন :—সুশীলা সম্মুখে রাক্ষস দেখিয়া সতেজে গৃহের একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। যেন প্রভাতের অরুণ সহস্র ময়ুখ মণ্ডিত হইয়া পূর্ব্বগগনে প্রকাশিত হইল। প্রতাপ আজ আশায় আনন্দিত হইয়া আসিয়াছেন :—তিনি অস্থির হইয়া বলিলেন।

"সুন্দরি! পক্ষিনী যতক্ষণ আকাশে উড্ডীয়মানা থাকে, ততক্ষণই তাহার বল!! যখন সে ব্যাধের জালে পতিত হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ হয়, তখন তাহার পূর্ব্বভাব মনে করা অনুচিত!! তাই বলচি, ললনে! যতক্ষণ তুমি তোমার বাটীতে ছিলে বা যতক্ষণ তুমি নন্দকুমারের পার্শ্বে ছিলে, ততক্ষণই তোমার বল ছিল; এক্ষণে আমার হস্তে পতিত হইয়া আমার বাটীতে আবদ্ধা হইয়াছ। এক্ষণে উগ্রতা পরিহার পূর্ব্বক যদি উন্নতীর ইচ্ছা কর? আমাকে ভজনা কর?"

সুশীলা ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন :—তিনি বলিলেন :—

"প্রতাপ! যদি তুমি সাহস করিয়া কখন নিশীথ স্বপ্নকে স্থির জ্ঞান কর? যদি তুমি নদীর গতি রোধ করিতে পার? যদি তুমি পবনের প্রবল বেগ ধারণ করিতে পার? তাহা হইলে তুমি আমাকে পাইবার আশা করিও?"

প্রতাপ আশায় আশ্বাসিত হইয়াছিলেন, তিনি অধীর হইয়া বলিলেন :—

"সুশীলা!! যদি তোমার সৌন্দর্য্যে আমি মোহিত না হইতাম, তাহা হইলে এতোক্ষণ কখনই তোমার এতোদুর স্পর্দ্ধা বাক্য কর্ণে স্থান দিতাম না!! আমি এতোদুর কঠোর নই, যে একেবারে তোমার কোমল অঙ্গে আঘাৎ করিতে প্রস্তুত হইব। দেখ, এর পূর্ব্বে আর এক দিন তুমি আমাকে বিমুখ করিয়াছ—তাহাতেও তোমাকে কিছু বলি নাই—আজিও

তোমাকে সাধনা করিতেছি। যদি এই দণ্ডে আমার অনুনয়—বিনয় তোমার নিকটে ব্যর্থ হয়। যদি তোমার অন্তর এই দণ্ডে নন্দকুমারকে ঘৃণা করিয়া আমার অভিলাষী না হয়—তাহা হইলে তুমি দেখিবে, আমি স্বচ্ছন্দে তোমার কোমল অঙ্গে অনায়াসে কষাঘাৎ করিতে প্রস্তুত হইব।"

সুশীলা সেই ক্ষীণাবস্থায় রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে সতেজে বলিলেন :—

"নিষ্ঠুর! আরো বলি শোন! প্রমত্ত গজ কোন কালে মৃণালের উপরে মায়া করিয়া তাহাকে পদতলে দলিত না করে? হিংস্র প্রকৃতি ব্যাঘ্র কোন কালে সম্মুখস্থিত হরিণীর প্রতি দয়া প্রকাশ করে? তুই পশু প্রকৃতি! প্রমত্ত গজ বা হিংস্র ব্যাঘ্র অপেক্ষাও তোর প্রবল ক্ষমতা, এক্ষণে আমি তোর কবলিত প্রাণ!! আয়? সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া আমার সতীত্ব গ্রাস কর? কিন্তু আমি যদি ব্রাহ্মণের কন্যা হই—তাহা হইলে আমার কথায় তোর বক্ষে বজ্রাঘাৎ হইবেই হইবে।"

প্রতাপ সুশীলার কারণ উন্মত্ত ও সন্নিহিত হইয়া তাঁহার হস্ত ধারনান্তর বলিলেন :—

"কামিনি! তোমার ন্যায় সুন্দরীর বিরহ সহ্য করা অপেক্ষা আমার বক্ষে সহস্র বজ্রাঘাৎ হওয়া ভাল, এসো আমার—বামে উপবেশন কর? নন্দকুমারকে বিস্মৃত হও? আমাকে নিম্মম শমন জেনে আমার অভিপ্রায় মতে কার্য্য কর?"

এই কয়েকটী কথা উগ্রভাবে বলিতেং প্রতাপ সুশীলার হস্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

নিরুপায়া সুশীলা অপর হস্তে বক্ষে করাঘাৎ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন :—

"হে সমগ্র গ্রহগণ বেষ্টিত সৌরজগৎ!! তুমি কোথা!! তোমার সমক্ষে আজ সতীর সতীত্ব নষ্ট হয়! দেব! তুমি স্বচক্ষে দেখিতেছ? সপ্তর্ষি মণ্ডল স্থিতা দেবী অরুন্ধতী! তুমি যে সতীত্ব তেজে জগতকে উজ্জল করিয়া রাখিয়াছ!! মাগো! আজ সেই তেজে আমাকে রক্ষা কর?

ব্রহ্মময়ী—মা ঃ—মাগো—আমার কি হোলো গো!! আমার দশায় কি হবে গো।

সুশীলা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন ঃ—এই অবসরে ললিতা ত্বরায় গৃহে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতাপ ললিতাকে দেখিয়া সুশীলাকে ছাড়িয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

শনির প্রতাপ।

নন্দকুমার যে দণ্ডে ফ্রান্সিস্ সাহেবের বাটী হইতে ফিরিয়া আপনার প্রাসাদে প্রবেশ পূর্ব্বক সুশীলাকে না দেখিয়া, অসহ্যশোকে হতচৈতন্য হইয়া দ্বিতল হইতে নিম্নপ্রবাহিত গঙ্গার বক্ষে ঝাঁপ দিতে গিয়াছিলেন, সেই দণ্ডেই ধর্ম্মব্রত গোস্বামী তাঁহার সম্মুখে প্রকাশ হইয়া তাঁহাকে বহু প্রবোধে সন্তুষ্ট করিয়া নৌকাযোগে তাঁহাকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন। নৌকাযোগে গুরুদেবের আশ্রমে যাইবার কালে নন্দকুমারের মনে যত বার সুশীলার শোকবেগ উথলিয়া উঠিয়াছিল, তত বারই তিনি ভাগীরথীতে ঝাঁপ দিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ধর্ম্মব্রত গোস্বামী যতক্ষণ ভাগীরথীর গর্ভে নন্দকুমারকে লইয়া নৌকাযোগে ছিলেন, ততক্ষণ নন্দকুমারের হস্ত তিনি স্বীয় করে ধরিয়া ছিলেন। শেষে নদীগর্ভ হইতে তীরে উঠিয়া নন্দকুমারকে ধরিয়া তাঁহার আশ্রমে লইয়া গেলেন। তথায় বহুপ্রকারে নন্দকুমারকে সুস্থির করিতে চেষ্টা করিলেন। বালির বাঁধ কতক্ষণ খরধার স্রোতের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে? গোস্বামী মহাশয়ের

সমস্ত উপদেশই ব্যর্থ হইল। নন্দকুমার অশন হীন—শয়ন হীন হইয়া "হা সুশীলা—হা সুশীলা—তুমি যে গর্ভবতী হইয়াছ !! তোমার কি হইল !! দুরন্ত বিধাতা তোমার কপালে কি লিখিলেন !!" এই প্রকার কাতরোক্তিতে দিবা রাত্র কাঁদিয়া শেষে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন।

এদিকে বিপদের উপর বিপদ ! গোস্বামী মহাশয় লোক পরম্পরায় শুনিলেন প্রতাপের কৌশলে নন্দকুমারের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে, এবং নন্দকুমার পলাতক ভাবিয়া চরেরা তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছে। নির্দ্দোষী নন্দকুমারের পক্ষে এই ভয়ানক বিপদের সংবাদ অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিবে ভাবিয়া, গোস্বামী মহাশয় নন্দকুমারকে এ সংবাদ না জানাইয়া তাঁহাকেই গোপনে রাখিয়া ছিলেন। এক দিন প্রভাতে উষা-সমীরণের স্নিগ্ধতায় নন্দকুমারের দগ্ধ-বক্ষের যাতনাকে কিঞ্চিৎ শীতল করিবার কারণ নিদ্রাদেবী তাঁহাকে ক্ষণেকের জন্য অঙ্কে করিলেন। নন্দকুমার জগতমোহনকারিণী নিদ্রার প্রভাবে ক্ষণেক অচৈতন্য হইলেন। গোস্বামী মহাশয় দেখিলেন নন্দকুমার নিদ্রিত হইয়াছেন, তিনি সেই অবসরে গঙ্গাস্নানার্থে প্রস্থান করিলেন। নন্দকুমারের ক্ষত হৃদয়ের যাতনা কতক্ষণ নির্ব্বাপিত থাকিবে; নন্দকুমার নিদ্রাঘোরে সুশীলাকে স্বপ্নে দেখিলেন। যেন প্রতাপ তাঁহাকে গ্রাস করিতেছে ঃ—নন্দকুমার—একেবারে উন্মত্ত ভাবে চীৎকার করিয়া আশ্রম হইতে প্রস্থান করিলেন। পথেও কয়েকবার চীৎকার করিলেন। শেষে নদীকূলে আসিয়া একখানি তরণী দেখিতে পাইলেন, নৌকাবাহীকে সুতানটীতে পঁহুছাইয়া দিবার মাশুলের বিনিময়ে স্বীয় হস্তের মূল্যবান্ অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়া সুতানটীতে উপস্থিত হইলেন। তপনরাজ সৌরমণ্ডলের সহিত পরিচালিত হইয়া বিষুবরেখায় আগমন করিয়াছেন; প্রখর কিরণ প্রভাবে চতুর্দ্দিক কম্পিত হইতেছে। এমন সময়ে নন্দকুমার তীরে উঠিলেন। তীরে উঠিবার কালে তাহার মনে আবার পূর্ব্ব স্মৃতির উদয় হইল। তিনি কাতর হইয়া ক্ষণেক সজ্ঞানে পথে চলিলেন। সুশীলার শোকে

তাঁহার অবয়বের এত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল যে সহসা কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। তবে রূপায় ময়লা পড়িলে রূপত্ব কোথায় যাইবে? তাঁহার সৌন্দর্য্য কিরণহীন প্রভাতের শশীর ন্যায় অল্প অল্প দেখা যাইতেছিল। একে অনাহারী অনিদ্র—তাহাতে সুশীলার শোকযুক্ত, তাঁহার শরীরে অতি সামান্যই বল ছিল, যাহাও ছিল তাহাও আবার অচৈতন্যের প্রভাবে নষ্ট হইল। তিনি তীর হইতে এক পোয়া পথ অতিক্রম করিয়া রাজপথে পতিত হইলেন। তথায় অনেকে তাঁহাকে উন্মত্ত ভাবিল। রৌদ্রের প্রখর তেজে তিনি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া চলৎশক্তি বিহীন হইলেন। তৃষ্ণায় কাতর হইলেন। সম্মুখে একটা অশ্বথ বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া তাহার তলায় যাইয়া অশ্বথমূলে শরীরের ভার দিয়া বক্রভাবে দাঁড়াইলেন। একে তিনি যুবক, তাহায়—সুন্দর—তাঁহার অবয়বের বিকারের সহিত তাঁহার দুঃখ-চিহ্ন-মিশ্রিত থাকায়—যে তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিতে লাগিল সেইই এক মুহূর্ত্ত করিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ কেহ ইচ্ছা করিয়া তাঁহার পরিচয় চাহিল। নন্দকুমার কাহারও প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শোকাচ্ছন্ন-হৃদয়ে—একটু বিশ্রামের—কারণ—সেই—অশ্বথমূলে হেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এক এক বার দ্রুতগতিতে তাঁহার নয়ন হইতে দরদরধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। এক এক বার তাঁহার হৃদয়ের তীব্র অগ্নিশিখাস্থ ধূমের ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রশ্বাসিত হইতে লাগিল। তিনি ক্রমে পূর্ব্বকথা ভাবিয়া অধীর হইয়া চীৎকার পূর্ব্বক বলিলেন:—"দেব কিরণমালি! তুমি না বিষুবরেখায় অতিথি হইয়াছ? কৈ—তোমার যে প্রখর কিরণে জগতের সকলকে দগ্ধ কর—সে কিরণ কৈ? দেব! তুমিও কি আমার প্রতি বিমুখ হোলে? আজ তোমার কিরণ এত শীতল কেন? সুধাংশুর কিরণ অপেক্ষা শীতল কেন? আমি কি সুশীলার শোকে দগ্ধ-হৃদয়কে শীতল করিবার কারণ তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, যে তুমি উক্ত রশ্মির পরিবর্ত্তে আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া স্নিগ্ধ কিরণ বিতরণ করিতেছ!!

না না—নন্দকুমার তোমার কাছে কি—এ জগতের কাছে সুশীলা ভিন্ন আর কিছুই ভিক্ষা করে না? নন্দকুমার প্রতাপের বক্ষের রক্ত ভিন্ন আর কিছুই প্রয়াস করে না। হে দেব! তুমি মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত হও? আমি তোমার যদি সেই পূর্ব্ব প্রকাশিত রৌদ্রমূর্ত্তি দেখিতাম; তাহা হইলে তোমার প্রখর কিরণের উত্তাপের নিকট, আমার সুশীলা—শোকোত্তপ্ত হৃদয়স্থ দগ্ধ প্রদেশ প্রকাশ করিয়া দিতাম। দেখিতাম—তোমার অনন্ত তেজেও এ বক্ষ ভস্মীভূত হয় কি না হয়!! হাঃ—হাঃ—হাঃ—কি ওঃ!! স্নিগ্ধসমীরণ!! তুমি না অমিত প্রতাপী? সমুদ্রের সহিতও যুদ্ধে জয়লাভ কর? দেব! আমি কি তোমার পরিহাসের পাত্র! আমাকে পরিহাস করিবার কারণ অশ্বত্থ বৃক্ষ কম্পিত ক'চ্চো!! দেব! তোমার এ মূর্ত্তি আজ আমার নিকটে শোভা পায় না। তুমি আজ প্রতাপের সম্মুখে এই মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হও? সে আজ আমার সুশীলাকে হৃদয়ে বসাইবার কারণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে—তাহার নিকটে সুখ্যাতি পাইবে। তুমি প্রতারক বঙ্গবাসীর পশ্চাতে পশ্চাতে পরিভ্রমণ কর!! যে যে বঙ্গবাসী আমার ন্যায় নির্দ্দোষী সহচরকে বিপদে ফেলিয়া তাহাদের ভগ্নী—স্ত্রী—প্রভৃতির সতীত্ব নষ্ট করিতেছে—যে যে বঙ্গবাসী আমার ন্যায় সরল সহচরকে বিপদে ফেলিয়া তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত করিতেছে—তাহাদের নিকটে প্রবাহিত হও—তাহারাও তোমার প্রসংশা করিবে!! ওঃ!! পিতঃ!!"

নন্দকুমার এইপ্রকার ভীষণ চীৎকারে মনোভাব প্রকাশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনের-কাতরতায় অশ্বত্থশাখাস্থিত কাকলীকারী পক্ষীকুল নিরব হইল। সমীরণ থামিল। সূর্য্য মেঘের অন্তরালে যাইল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক বাঙ্গালিগণের মধ্যে যাহারা সেই স্থানে নন্দকুমারকে উন্মত্ত ভাবিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা হাসিয়া উঠিল। তন্মধ্যে একজন নন্দকুমারকে চিনিতে পারিয়া প্রতাপের বাটীতে সংবাদ প্রদান করিল। প্রতাপ পুলিষে সংবাদ

পাঠাইলেন। শনির ক্ষমতা প্রকাশ হইল। পুলিসের লোকেরা তাড়াতাড়ি আসিয়া নন্দকুমারকে ঘেরিল। হরকুমার যে ক্লাইবের উপকার করিয়াছিলেন তাহার উপযুক্ত ফললাভ হইল। যখন পুলিসের লোকেরা নন্দকুমারের হস্ত ধরিল, সেই সময়ে নন্দকুমারের চৈতন্য হইল। তিনি কেন আক্রান্ত হইলেন কিছুই জানিতেন না। সবিস্ময়ে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন :—

তাহাতে পুলিসের লোকেরা পরোয়ানা পাঠ পূর্ব্বক শুনাইল। নন্দকুমার বুঝিলেন সমস্তই প্রতাপ ও ফ্রান্সিস্ সাহেবের চক্রান্ত—তিনি উন্মত্তভাবে একবার সক্রন্দনে বলিলেন :—

"দেবী সর্ব্বমঙ্গলে! আজীবন তোমার চরণ সেবা করিয়া কি এই ফল পাইলাম মা! ধর্ম্মদেব! তুমিও কি অধর্ম্মদেবের প্রতাপে পরাজিত হইলে? হও? তাতে ক্ষতি কি? কিন্তু আমি নন্দকুমার ইংরাজ হিতৈষী—হরকুমারের পুত্র—আমি হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া এ জগতকে দেখাইব, যে আমি রাজবিদ্রোহী নহি!! ওঃ! অধর্ম্মের প্রতাপে ধর্ম্মের জয়পতাকা বায়ুবেগে উড়িয়া যাইল। যাক! যাক! আজ হইতে সকল বঙ্গবাসী অধর্ম্মের সেবা করিয়া নরকের আশ্রয়ী হউক!! ধর্ম্ম—ধর্ম্ম নাম যেন আর কেহ মুখে না করে? ইংরাজগণ!! ন্যায়বান্ ইংরাজগণ! যদি তোমরা রাক্ষস হইতে, তাহা হইলে এ কার্য্য সাজিত!! আমি পুলিসের হস্তে বন্দি!! বক্ষ বিদীর্ণ হও? পিতঃ! তুমি কোথা? একবার এসে দেখো তোমার নন্দকুমার বিনা দোষে বন্দী হইল। ওঃ!"

নন্দকুমার ক্রন্দন করিয়া ফেলিলেন। নির্ম্মম হৃদয় বাঙ্গালীরা হাসিতে লাগিল। পুলিসের লোকেরা, নন্দকুমারকে ধরিয়া প্রতাপের বাটীতে প্রস্থান করিল। প্রতাপ স্বীয় অভিসন্ধি পরিসিদ্ধ করিবার কারণ স্বয়ং জামিন হইয়া নন্দকুমারকে স্বীয় বাটীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

———

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

হরকুমার।

প্রায় অষ্ট বৎসর অতীত হইল, হরকুমার নন্দকুমারকে পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া স্থতানটীর সকলের সহিত পরিচিত করাইয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া তীর্থে২ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক দেবপূজা ও তর্পণাদি করিয়া কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। প্রায় প্রতি-বৎসর জগন্নাথক্ষেত্র সন্দর্শনার্থে আসিয়া, একবার করিয়া অলক্ষে স্বীয় বাটী ও স্থাপিত সর্ব্বমঙ্গলা মূর্ত্তি দেখিয়া যাইতেন, কিন্তু নন্দকুমারের মুখ দেখিলে পাছে তাঁহার আবার সংসারে স্পৃহা হয় সেই কারণে নন্দকুমারের সহিত বা আত্মীয় কুটুম্বের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন না। এই বৎসর তিনি হরিদ্বার তীর্থ সন্দর্শন পূর্ব্বক যে দিন কাশীতে আসিলেন, সেই দিবস কোন লোকের মুখে নন্দকুমারের এই বিপদের কথা শুনিলেন। যখন সামান্য বায়ুর প্রভাবে, অতল ও অচল জলধির জলও কম্পিত হয়, তখন হরকুমার এই সংবাদে কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবেন। তিনি সেই দণ্ডেই কাশী হইতে স্থতানটীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে যাহাতে স্থবিধা হইল তাহাতেই ক্ষণবিলম্ব না করিয়া স্থতানটীতে আসিয়া পঁহুছাইলেন। তিনি লোকের মুখে নন্দ-কুমারের সংবাদ আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে স্বীয় স্থাপিত সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরের দ্বারে পঞ্চতপী তপস্যা করিতে বসিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে পাঁচটী অগ্নিস্তুপ জ্বলিতে লাগিল। তিনি মধ্যস্থলে বসিয়া ঈশ্বরের নাম জপ করিতে লাগিলেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে তাঁহার

অবয়বের এত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, যে কাহারও তাঁহাকে চিনিবার ক্ষমতা হইল না। রসিকমোহন প্রতাপী—সন্ন্যাসী মনে করিয়া হরকুমারের সেবা করিতে লাগিলেন। যে দিবস নন্দকুমার পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন; সেই দিবস অপরাহ্নে তিনি পঞ্চতপীর মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া তপস্যা করিতেছিলেন; হঠাৎ তাঁহার হোমাগ্নি স্তিমিত হইয়া আসিল। তিনি সন্দিগ্ধ হইয়া পাত্রস্থ ঘৃত ও ধুনা তাহাতে দিলেন অগ্নি ক্ষণেক জ্বলিয়া পুনরায় নির্ব্বাপিত হইল। ইহা দেখিয়া তিনি চমকাইয়া ভাবী অমঙ্গলের বিষয় ভাবিলেন। আকাশের প্রতি চাহিয়া যেমন পুনরায় অগ্নিকুণ্ডে ঘৃত প্রদান করিতে যাইবেন, অমনি একটী দাঁড়কাক কা—কা শব্দে আসিয়া সসাহসে তাঁহার হস্তস্থিত ঘৃত ছোঁ মারিয়া আহার করিল। তিনি মনে মনে ভয়ানক কল্পনা করিয়া যোগাসন ভঙ্গ করিলেন। একে একে উদ্দীপ্ত অগ্নিকুণ্ডে জল প্রদান করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া অন্যত্র বসিলেন। এত শীঘ্র তপে নিরস্থ দেখিয়া রসিকমোহন তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিলেন। উভয়ে উপস্থিত ঘটনার বিষয় লইয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে শ্যামা বৈষ্ণবী আসিয়া "নন্দকুমার ধরা পড়িয়াছেন" এই সংবাদ রসিকমোহনকে প্রদান করিয়া প্রস্থান করিল। রসিকমোহন বিমর্ষ হইলেন, কিন্তু বানপ্রস্থাবলম্বী হরকুমারের চক্ষু দিয়া জল পড়িল। তিনি অস্থির হইয়া একবার সতৃষ্ণ নয়নে সর্ব্বমঙ্গলার পদদেশে চাহিলেন। রসিকমোহন অশুভ সংবাদটী কতদূর সত্য তাহা জানিবার কারণ প্রস্থান করিলেন। হকুমার সেই অবসরে একবার উচ্ছলিত হৃদয়ের বেগে বলিলেন ঃ—

"দৈব ও সমুদ্রের তরঙ্গ উভয়ই অবিশ্বাসী! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনও শেষ হয় নাই, এইবার হইবে।"

তিনি সেই মুমূর্ষান্তঃকরণে বিভূতি ও জটামণ্ডিত শরীরে তথায় কপোল হস্তে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার উভয় নয়ন হইতে অবিরত অশ্রু পতিত হইতে লাগিল।

এদিকে ধর্ম্মব্রত গোস্বামী গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক

যখন দেখিলেন গৃহে নন্দকুমার নাই; তখন তাঁহার হৃদয় একেবারে কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি কাতরে মনে মনেই আহ্নিক ও জপ করিতে করিতে সুতানটীর উদ্দেশে নৌকায় চাপিলেন। নন্দকুমার পুলিষে আবদ্ধ হইলে, তিনি সুতানটীতে আসিয়া পঁহুছিলেন। একেবারে নন্দকুমারের বাটীতে যাইলেন, বাটী আবদ্ধ দেখিয়া রসিকমোহনকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবার কারণ মন্দিরের দিকে গেলেন। যেমন তিনি সর্ব্বমঙ্গলার প্রাঙ্গণে পদক্ষেপ করিলেন, অমনি হরকুমারকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইল। হরকুমারও গুরুকে দেখিয়া চিনিলেন। হরকুমার সর্ব্বমঙ্গলার পীঠ হইতে বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় "গুরুদেব! আমার কি হোলো!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া গোস্বামীর পদতলে পড়িলেন।

ধর্ম্মব্রত গোস্বামী ত্বরায় তাঁহাকে পদতল হইতে তুলিয়া বলিলেনঃ—

"বানপ্রস্থাবলম্বী বৈরাগি! তোমার শোক! তুমি ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইলে! এমন কর্ম্ম করিও না! আর যদিও আমি তোমার গুরু বটে, কিন্তু তুমি আমা অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিয়াছ? আমার পদতলে পতিত হওয়া অনুচিত!! দেখো কাতর হইও না। যেমন হস্তিনীর প্রলোভনে মানবে হস্তী ধারণ করিয়া তাহাকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া লয়! তদ্রূপ ঈশ্বর তোমাকে পরীক্ষা করিতেছেন। এরই মধ্যে তুমি এত কাতর হইও না। আমি গণনায় জানিয়াছি—নন্দকুমারের জীবন অবধি এই বিপদে বিসর্জ্জিত হইবে!! তুমি জ্ঞানী বলিয়াই তোমাকে বলিলাম, নচেৎ বলিতাম না। এক্ষণে বক্ষকে দৃঢ় করিয়া সেই পরমাত্মার সেবা কর. যদি তিনি কৃপা করেন, তবেই রক্ষা হইবে; নচেৎ উপায় নাই। আর দেখো, তোমার পিতৃপুরুষগণের প্রার্থনায়—নন্দকুমারের ঔরষে সুশীলার গর্ভে একটী অতি সৌভাগ্যশালী জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছে।—দেখো, এই মহাবিপদে অন্ধ হইয়া সেই—অমূল্য রত্নকে হারাইও না!"

গোস্বামী নিস্তব্ধ হইলেন। হরকুমার উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিলেন ঃ—

"হে অগ্নি, ঈশান প্রভৃতি দশদিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত মেঘরাশি !! এস আমাকে আবৃত কর? আমি যে পাপ করিয়াছি—তাহার কলঙ্ক আবৃত করে এমন বস্তু পৃথিবীতে কোথায়? মেঘদাম! এসো? আর বিলম্ব করিও না !!"

হরকুমার এই বাক্যাবসানে মূর্চ্ছিতের ন্যায় পতিত হইলেন, পুনরায় গাত্রোত্থান করিয়া সখেদে বলিলেন ঃ—

"হে অনন্ত—অমেয় প্রতাপবান্ বাড়বানলরাশি! তোমরা যে তেজে ক্ষণমাত্রে এই ত্রিভুবনব্যাপী জলরাশিকে তরঙ্গাকুলিত কর, সেই তেজ দ্বারা আমাকে পরিশুদ্ধ কর? তা না হোলে এ পৃথিবীতে এমন কে আছে যে আমাকে—আমার কলঙ্করাশি হইতে নিস্তার করে। আমি দেখি যদি তোমাদেব দ্বারায় পরিশুদ্ধ হইয়াও আমার নয়নের মণি নন্দকুমারকে প্রাপ্ত হই! উঃ !!"

হরকুমার সন্ন্যাসীর সজ্জা দূরে নিক্ষেপ করিয়া আহত ভুজঙ্গের ন্যায় কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

রসিকমোহনের প্রণয়।

এদিকে হরকুমার বাটী আসিয়াছেন; একথা প্রতাপ শুনিলেন। হরকুমার প্রায় সাত আট বৎসর নিরুদ্দিষ্ট ছিলেন; একেবারে এই সংবাদ কি প্রকারে পাইয়া সুতানটীতে আসিলেন, তাহাই প্রতাপের ভাবনা হইল। হরকুমার প্রতাপের পিতাব প্রভু ছিলেন। হরকুমারের বিষয় লইয়া

প্রতাপের এত বৃদ্ধি হইয়াছে। আবার সেই হরকুমারের কুলে কালি দিয়া প্রতাপ সুশীলাকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন। হরকুমারের প্রাণসম পুত্র নন্দকুমারকেও বন্দী করিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে এই ভাবনা জাগিতে লাগিল। তিনি কি উপায়ে হরকুমারকেও নষ্ট করিবেন, তাহার উপায় স্থির করিতে বসিলেন। হরকুমার কোথায় আছেন, সেইটী স্থির করিবার কারণ শ্যামা বৈষ্ণবীকে প্রেরণ করিলেন। শ্যামা দূতীগিরির চূড়ান্ত শিখিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি প্রতাপের কথামতে নন্দকুমারের বাটীর উদ্দেশে গমন করিল। তথায় রসিকমোহনের সহিত পূর্ব্বেই প্রণয়ের বীজ রোপিত করিয়াছিল। রসিকমোহনকে কৌশলে বশীভূত করিয়া আপনার কার্য্য সাধন করিতে যাইল, কিন্তু রসিকমোহন শ্যামার রূপে মোহিত হইয়া এক-একবার শ্যামাকে কাছে না দেখিয়া চারিদিক শূন্য দেখিতেন।

যত দিন ধর্ম্মব্রত গোস্বামী হরকুমারের নিকট আসিয়াছেন, তত দিন হরকুমার, গোস্বামী মহাশয়ের প্রবোধে স্বীয় বাটীতে শোকাচ্ছন্ন হইয়া থাকিতেন। তাঁহাদেব মধ্যে মন্দির মহলে আর কেহই ছিলেন না। তথায় একমাত্র রসিকমোহনই রাজত্ব করিতেন।

বেলা প্রায় দুইপ্রহর বাজে এমন সময়ে রসিকমোহন ফুর ফুরে বাতাস পাইয়া একটু আনন্দিত চিত্তে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরের পীঠের উপরে বসিয়া মনে মনে শ্যামাকে ভাবিতেছেন, আর গুণ-গুণ করিয়া এই গান গাহিতেছেন ঃ—

"টুটাওল বিভাবরী ভাগইল রাই।
নিশামনি মণি চোরাওল মন ফিরাই॥
কিবা সে মোতি বরণ, চঞ্চল নয়ন বাণ।
হিয়াপর বিহি ধার অতি খরসান॥
কুঞ্জর গঞ্জন পেখল চরণ ঠাম।
মেখলা শোহি নিতম্ব কামক ধাম॥"

এদিকে শ্যামা সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির প্রাঙ্গনের দ্বারে আসিয়া গান ধরিল।

"যতনে পুষিনু পাখী থুইনু হিয়ার মাজে।
খাওয়ানু তাহায় প্রণয় ভার বহুল বহুল সাজে॥
শিখানু তাহারে প্রেমের বোলি যতন করিয়ে সই।
মনের ছাঁদে পিয়ায় বাঁধিনু ঠমকে২ রই॥
আপন ভাবিয়া হিয়ার দ্বার খুলিয়া দিনু তায়।
ভাগল নিঠুর—মতি তেয়াগি নিশায়॥"

রসিকমোহনের চমক হইল, তিনি যা ভাবিতেছিলেন তাহাই হাতে পাইলেন। তিনি সত্বর আশ্চর্য্যে দাঁড়াইয়া দুইবার গলার আবাজ করিলেন। তাহাতে তাঁহার মনের এই ভাব প্রকাশ পাইল, যে তিনি যেন এই স্থানে আছেন, একথা শ্যামা জানিতে পারে। শ্যামা সে ভাব বুঝিল :— শ্যামা পুনরায় গাহিল :—

"মন না জেনে অপরে মন দিওনা—ধনি!
কুজনে—মন দিয়ে, কাঁদিবে কি দিবা রজনি॥
মদন রাজার শাসনে—হ'য়ে কাতর প্রাণে
সুজনে মন দিলে পাবে—হাতে ফণির মণি॥"

শ্যামা গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল। রসিকমোহন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মনের আনন্দে বলিলেন :—

"তা বোলে—আমি কুজন নই!!"

শ্যামা উত্তর দিতে ভারি পটু—সে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল :—

"তা জানা গেছে—আমি বেড়াই পথে পথে কেঁদে, আর তুমি ঘরে বোসে আমোদ করো। তুমি বড় প্রেমিক!! মোরে—যাই আর কি? সেই যে কথায় বলে :—

প্রেমিক না হোলে কি সই প্রেম জানে ভালো।
কি কোর্‌বে বর্ণে তার! প্রেমে কালো—ভালো॥

(আর) অপ্রেমিক যদি হয় সুন্দর বরণ।
নবীন বয়স তার সুমিষ্ট বচন॥
চাহিনা তাহার রূপে, মধুর কথায়?
অপ্রেমিকে মন দিয়ে; মরে কে কোথায়?"

শ্যামা কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া রহিল। রসিকমোহনের মাথায় বজ্র পড়িল, তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন ঃ—

"সুন্দরী!—সুন্দরী—তুমি কি আমার উপরে রাগ কোল্লে?"

শ্যামা বলিলেন ঃ—"রাগ কোর্‌বো না তো কি? রাত নেই দিন নেই—যখন তখন তোমার জন্যে ভেবে ভেবে মরি। কোথায় দেখ্‌তে পাবো; কোথায় দেখ্‌তে পাবো; বোলে পাড়ায়২ বেড়াই; আর তুমি তো তা ভাবো না।"

শ্যামা আবার গাহিল ঃ—

কুজনে মন সঁপিয়ে মোর এই দশা হোলো।
পরের জন্যে ভেবে ভেবে প্রাণ বুঝি গেলো॥

রসিকমোহন আর থাকিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি সর্ব্বমঙ্গলার পীঠ হইতে নামিয়া শ্যামার নিকটে আসিয়া তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলেন ঃ—

"বিধুমুখি! আমি তো বলিয়াছি, যে আমি যদি কোন দোষ করি, আর তুমি যদি আমার উপর সেই জন্যে রাগ কর—তা হোলে তোমার পায়ে পর্য্যন্ত ধরিব ঃ—দেখো তোমার হাসি মুখ না দেখ্‌লে আমার বুক ফেটে দুখানা হয়—নয়ন চারিদিক শূন্য দেখে!! সুন্দরী! তুমি আর ক্রোধ কোরো না—যদি আমি তোমার নিকটে কোন অপরাধ কোরে থাকি আমাকে মাপ কর?"

রসিকমোহনের কাতরতায় শ্যামা যতবার তামাসার ছলে রসিকমোহনের হস্ত ছাড়িয়া কৃত্রিম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করত পলাইতে চেষ্টা করিল; রসিকমোহনও ততবার তাহার নিকটে অনুধাবিত হইতে

লাগিলেন। শেষে শ্যামা মন পরিবর্ত্তন করিয়া "হাঃ—হাঃ—হাঃ"—শব্দে হাসিয়া ফেলিল ঃ—রসিকমোহন আশ্চর্য্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ঃ—

শ্যামা বলিল ঃ—

"দেখ গা—তোমাকে পরীক্ষা কোচ্ছিলুম, তুমি যে আমাকে ভালবাসো, তাতো আমি জান্‌তেম না—তাই পরীক্ষা কোচ্ছিলেম। এখন সে যাহোক রসিকমোহন! তুমি নাকি গান জানো? আমি একটু বসি, তুমি গাও?" শ্যামা সেইখানে বসিল—রসিকমোহন বলিলেন ঃ—

"দেখ প্রেয়সি! আমি ঢের ঢের পুঁথি পোড়েছি, কিন্তু তোমার চরিত্রের ন্যায়—চরিত্র কোথাও পাঠ করি নাই। তুমি গান গাইতে বোল্‌চো বটে, কিন্তু ভাই গীত ভাল জানি না ঃ—তবে শোন ঃ—

রসিকমোহন অল্প২ গীত জানিতেন—গাহিলেন ঃ—

"অবলা পিরীতে মজিয়ে বুঝি গেল প্রাণ।
ধন দিনু মন দিনু বাকী কিবল প্রাণদান॥"

শ্যামা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল ঃ—এ গান কোথায় শিখ্‌লে?—আচ্ছা—সে যা হোক্ তোমার মন্দিরে রোজ গোল দেখি! কি হোয়েচে বল দেখি?"

রসিকমোহন বলিলেন "আমার পুরাতন কর্ত্তা—হরকুমার বাবু এসেচেন।" শ্যামার মনের কথা সিদ্ধ হইল, তার আর থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই দেখিয়া; কর্ত্তার নাম শুনিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। শেষে সে দাঁড়াইয়া গাহিল ঃ—

"বিদায় দেহ প্রাণ ধন।
আসিয়া দেখিব পুন হইলে মনন॥
যদি ভালবাস তুমি, যতন করিব আমি
প্রাণ পনে যোগাইব মন॥"

শ্যামা আপনার কার্য্য সিদ্ধি করিয়া প্রস্থান করিল। রসিকমোহন তাহার পশ্চাতে২ "সুন্দরী! শুনে যাও? সুন্দরী! শুনে যাও?" চীৎকার করিতে২ গেলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

অধর্ম্মের জয়পতাকা।

আজ দুই দিবস হইল প্রতাপ জামীন হইয়া স্বীয় অভিষ্ট সিদ্ধ করিবার কারণ নন্দকুমারকে আপনার বাটীতে আনিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার অভিষ্ট তিনি কি করিয়া সফল করিবেন, তাহাই তাঁহার চিন্তা হইল। আবার হরকুমারও তাঁহার প্রধান বাধা হইল। ক্রমে দিন যাইতে লাগিল। বিচারের দিন সন্নিহিত হইল, তথাপি তিনি ললিতার প্রলোভনে ও হর-কুমারের নামের ভয়ে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা সফল করিতে পারিলেন না। তিনি নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া কি উপায়ে ইম্পিসাহেবের চক্ষে ধূলা দিবেন তাহার; কৌশল স্থির করিতে বসিলেন।

এদিকে ললিতা স্বীয়া জীবনের মধ্যে একদিবস নন্দকুমারের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তাহা এমন ভাবে তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া-ছিল, যে সে অঙ্কন বিলীন হইবার যো ছিল না। তবে চন্দ্রের জ্যোতির উপরে সূর্য্যের জ্যোতি পতিত হইলে, চন্দ্রের জ্যোতি কেবল আকাশের কোলে লুকাইয়া থাকে, কিন্তু একেবারে লয় পায় না।

আজ ললিতার সেই দশা উপস্থিত। নন্দকুমার যে দিন প্রতাপের বাটীতে আবদ্ধ হইলেন, সেই দিবস অলক্ষে থাকিয়া ললিতা তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। নন্দকুমারের তেজঃপুঞ্জমূর্ত্তি ললিতার হৃদয়ে প্রবেশ করি-বামাত্রেই ললিতা কাঁপিয়া উঠিলেন। তিনি মনে২ প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি তিনি নন্দকুমারকে প্রাপ্ত হন; তাহা হইলে তিনি নন্দকুমারের পদ সেবা করিয়া আজীবন সুখী হইবেন। সেই মুহূর্ত্তে সুশীলার নাম তাঁহার মনে পড়িল; তিনি অলক্ষে দাঁড়াইয়া দুই ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিলেন। একে তাঁহার কুমারী অবস্থা, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে প্রণয় অঙ্কু-

রিত হইবার উপক্রম হইতেছিল। তিনি কি করিবেন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া পাগলের ন্যায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন। কখন বা মনে করিলেন, যে তাঁহার মনোভিলাষ তিনি একবার নন্দকুমারকে প্রকাশ করেন। আবার মনে ভাবিলেন নন্দকুমার কি স্বাধীন !!

তাহার হৃদয়ে প্রবল ঝটীকা আহত হইতে লাগিল। প্রতাপের মূর্ত্তি ক্রমেই তাঁহার হৃদয়ে বিলীন হইতে লাগিল। প্রতাপ ললিতাকে না দেখিয়া এক একবার কাতর হইতে লাগিলেন।

এক দিন সন্ধ্যা সমাগতা হইয়াছে। রজনীদেবীকে উপহার দিবার কারণ মন্দসমীরণ কুসুমকলিকা-কুলকে প্রস্ফুটিত করিতে লাগিলেন। আকাশের চন্দ্রমা আকাশে প্রকাশ হইয়া স্বীয় সুধাময় বদনের সুধা চারিদিকে ছড়াইতে লাগিলেন। নক্ষত্রদাম আকাশে প্রকাশ হইয়া চোক ফুটা ফুটী খেলা করিতে লাগিল। এমন সময়ে প্রতাপ ললিতার ও নন্দকুমারের ভাবনায় উন্মত্ত হইয়া স্বীয় প্রাসাদমধ্যস্থ উদ্যানে আসিলেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা যে তিনি প্রফুল্ল জ্যোতির্ম্মণ্ডিত সরোবরের সৌধময় চাঁদনীর মধ্যে—মৃদু সমীরণ সেবন করিতে ২ পূর্ব্বোক্ত বিষয় সমস্ত হৃদয় ভরিয়া ভাবেন। তিনি আস্তে আস্তে স্বীয় উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃদুপদবিক্ষেপে মর্ম্মর প্রস্তর খচিত চাঁদনীর মধ্যে আসিয়া উপবেশন করিলেন। মৃদুপবন তাঁহার উদ্যানের পুষ্প-সৌরভ চুরি করিয়া উন্মত্ত হইয়া তাঁহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি স্নিগ্ধচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন ঃ—হঠাৎ তাঁহার মনোবেগ প্রবল হইল; তিনি মনে২ বলিলেন ঃ—

"হৃদয় ক্ষান্ত হও? কাতর হইও না? তুমি জানো, আমি সামান্য প্রয়াশেই ললিতাকে লইয়া তোমাকে উপহার প্রদান করিতে পারি! ললিতা! ললিতা! কমনীয়া ললিতা! আহা—যত বার আমি এই নাম উচ্চারণ—করি—তত বারই আমার হৃদয় শীতল হয়। তত বারই আমি নন্দন কানন হস্তে পাই! তত বারই আমি মনে ২ পারিজাত মাল্য

কণ্ঠে পরিধান করি! ললিতার মনের ভাব পাইয়াছি; কিন্তু সুশীলার সতীত্ব নষ্ট করণ প্রয়াশ দর্শনাবধি ললিতা আর আমার কাছে আসেননা। বোধ হয়—ললিতা আমার উপর—ভক্তিহীন হইয়াছেন। পুষ্প মকরন্দময় হইলে কতক্ষণ সে মধুমক্ষিকার প্রতি অভিমান করিয়া আপনার হৃদয়ে মধু রাখিতে পারে! ললিতা যৌবন পদবীতে পদার্পণ করিয়াছেন; তিনি কতক্ষণ তাঁহার মনোভাব না প্রকাশ করিয়া হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিবেন। আজ ললিতাকে দেখিলে নির্জ্জনে তাঁহার সমক্ষে কাঁদিব, তাঁহার পদে ধরিতে হয়—ধরিব; তাহাতেও যদি ললিতা সন্তুষ্ট হইয়া আমার গলায় মাল্য অর্পণ না করেন; শেষে বল প্রকাশ করিব!! না হয় সহধর্ম্মিণী করিবার কারণ অপর কোন কুলকামিনীর পাণিগ্রহণ করিব। তথাপি ললিতাকে ভুলিতে পারিব না।”

প্রতাপ হৃদয়ের বেগ সামলাইয়া আবার ক্ষণেক ভাবিলেন, ভাবিয়া বলিলেন ঃ—

“আশা! আশাই জগতের—সার বস্তু! আশা বলেই পৃথিবী পরিচালিত হইতেছেন। আশা বলেই সংসার নিয়মিতরূপে জগতে প্রকাশিত রহিয়াছেন। আশা যদি না থাকিত, তাহা হইলে এ সংসারে বাস করা কঠিন হইত। আশার পরিণাম নাই!! যাঁহার ধনের অভাব নাই, আশা তাঁহাকে সুখের অভাব দেখাইয়া সেই দিকে ধাবিত করিতেছেন। যাহার সুখের অভাব নাই, আশা তাঁহাকে ধনের অভাব দেখাইতেছেন। যেমন বায়ু প্রভাবে সমুদ্রের তরঙ্গ ক্ষণে ২ উত্তোলিত হইতেছে, আবার সমুদ্র-বক্ষেই ক্ষণে ২ বিলীন হইতেছে, আবার সেই তরঙ্গবলেই সমুদ্রকে এত ভীষণ দেখাইতেছে। সেইরূপ আশা বলেই মানবজীবন, এই দুঃখসুখময় সংসারে হৃদয়ের উদ্দীপনায় ভয়ানক রূপ ধারণ করিতেছে। আমার আশা—অতি ভয়ানক আশা! আমি আশাদেবকে পূজা করিয়া আশাতীত ধন লাভ করিয়াছি; তথাপি আমার মনোবেগ শান্তি হইতেছে না। এখন ভাবিতেছি নন্দকুমারকে সবংশে ধ্বংশ করিতে পারিলেই আমার আশার

পরিণাম হইবে। বোধ হয় নন্দকুমারের নাশ হইলে আবার কোন গুরুতর ইচ্ছা আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিবে। নন্দকুমার—নন্দকুমার—আমার জীবন তরঙ্গের প্রবল ঝটীকা! আমি নন্দকুমার নামকে পৃথিবী হইতে পঞ্চভূতে মিশাইতে না পারিলে শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। নন্দকুমার! তুমি যথার্থই নির্দ্দোষি! কিন্তু কি করিব আমার হৃদয় তোমার বিরোধী। তোমার নাম আমার এই অতুল বিভবের জ্যোতিকে নষ্ট করিতেছে; যতক্ষণ আমি তোমার পঞ্চভূতাত্মক দেহকে নাশ করিয়া আবার সেই পঞ্চভূতে মিশাইতেছি, তত ক্ষণ তোমারও নিস্তার নাই-আমারও নিস্তার নাই। ইহাতে আমার জীবন যায়, তাহাও স্বীকার করিব, তথাপি স্বহস্তে তোমার জীবন বিনাশ করিব।"

প্রতাপ স্বীয় হৃদয়ের তেজে উন্মত্ত হইয়া নন্দকুমারের সর্ব্বনাশের চিন্তা করিতে লাগিলেন:—এমন সময়ে কে গাহিল:—

"বিধি! তব কি বিচার।
আজীবন বহিব কি জীবনের দুঃখ ভার॥
অবলা ললনা—কত যে যাতনা
সহিতেছে অবিরত—অন্তর্যামী জান না:—
তুমি হে ভুবনপতি, তোমা বিনা নাহি গতি
কাঁদিতে কি এ জীবন সৃজিলে আমার॥"

কোকিলের কুহুধ্বনি মিষ্ট কি না তাহা বিরহীর নিকটে পরীক্ষা পাওয়া যায়। বিরোহী না হইলে কুহুর মর্ম্ম আর কেহ সহজে বোঝে না। এ কোকিলকণ্ঠের ভাব প্রতাপ বুঝিলেন। তিনি চমকিত হইয়া বলিলেন:—

"বনদেবী কি ছলনা করিয়া আমাকে উপহাস করিলেন—না কি? এ যে ললিতার কণ্ঠস্বর!"

হঠাৎ প্রতাপের—নয়নের দৃষ্টি-সরোবরের জলে পতিত হইল, তথায় সরোবর বক্ষ পতিত চন্দ্রের মুখ দেখিলেন। চন্দ্রের সুধাময় মূর্ত্তি দেখিতেং আর একটী মূর্ত্তি তাঁহার নয়নে পতিত হইল। ললিতা সেই নিশায় উন্মাদিনী

বেশে সরোবরস্থ সোপানে বসিয়া বায়ু সেবন করিতেছিলেন। তাঁহার অঙ্গের জ্যোতি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। প্রতাপ হতচিত্ত হইয়া সেই স্থির সৌদামিনী মূর্ত্তিকে দেখিতে ২ মনে মনে বলিলেন ঃ—

"এ কি ললিতা—না স্বর্গীয়া অপ্সরী!! মরি মরি! কি রূপমাধুরী! যদি সুমেরু শিখরের ন্যায় এখানেও সৌদামিনী মেঘের কোলে স্থির ভাবে প্রকাশিতা হইতেন, তাহা হইলে এ রূপের উপমা দিতে পারিতাম। যদি সপ্তপুবর্ণ মণ্ডিত চন্দ্রমণ্ডল কখনও স্থিরভাবে আকাশে চিরকাল প্রকাশিত থাকিত, তাহা হইলে এই বদনের উপমা দিতে পারিতাম"।

প্রতাপ সেই রূপ-রাশি দেখিয়া উন্মত্ত হইলেন। ললিতা একমনে সরোবরের বক্ষ পতিত চন্দ্রমাকে দেখিয়া তাঁহার উন্মত্ত বক্ষকে শীতল করিতেছিলেন। মৃদুপবন তাঁহার সেবা করিতে ছিল; তিনি আপনার কলাপী—কলাপ—বিনিন্দিত কেশদামকে ফুরফুরে বাতাসে খুলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বামহস্ত বামগণ্ডে স্থাপন করিয়া বিরহিণী মূর্ত্তিতে দিগ্দেশ আলোকিত করিয়াছিলেন। প্রতাপ একেবারে—উন্মত্ত হইলেন; প্রতাপ কম্পিত স্বরে বলিলেন ঃ—

"ললিতা!"

ললিতা আকাশ, পাতাল ভাবিয়া কোথায় স্থির হইবেন তাহাই ভাবিতেছিলেন, তিনি প্রতাপের স্বর শুনিয়া চমকাইয়া যেমন পশ্চাতে চাহিলেন; অমনি প্রতাপকে দেখিয়া বলিলেন ঃ—

"প্রতাপ—তুমি—!!"

ললিতার মুখ হইতে—আর—কোন কথা নিঃসৃত হইল না, তিনি তাড়াতাড়ি—দাঁড়াইয়া উঠিলেন। প্রতাপ চমকাইয়া বলিলেন ঃ—

"ললিতা! তুমি কি মায়াবিনী? তুমি কো া কোন মায়া শিখিয়াছ—বল? আমিও যদি সেই মায়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারি, চেষ্টা করি। তুমি কি আমার হৃদয়ের—ভাব বুঝিতে পার? অসময়ে তোমার জন্য কাতর হইয়াছি, একথা কি তুমি জানিতে পারিয়া আমাকে সুখী করিবার কারণ এই স্থানে আগমন করিয়াছ?"

ললিতা প্রতাপের—মনের ভাব বুঝিয়' বলিলেন ঃ—

"প্রতাপ!! আমার হাসি পায়, আমি আজকাল যখন তখন হাসি। দেখ ভাই! যে—চন্দনের তিক্ত স্বাদ না জানে, সেই চন্দনের সুগন্ধে—মোহিত হইয়া চন্দন ভক্ষণ করে! যে হীরকে বিষ আছে না জানে, সেই হীরককে অমূল্য রত্ন জানিয়া হৃদয়ে রাখিতে চেষ্টা করে! প্রতাপ—আমি আজ কাল পদার্থবিদ্যা শিখিয়াছি!"

প্রতাপ ললিতার কথা বুঝিলেন, বুঝিয়া বলিলেন ঃ—

"ললিতা! তুমি বুদ্ধিমতী; তোমাকে বলিতে আমার কোন বাধা নাই! আমার প্রকৃতি হিংস্র বটে; কিন্তু দেখ অতীব—হিংস্র ব্যাঘ্র কবে আপনার—পত্নীকে- বন্ধ করিতে বিস্মৃত হয়। আরো দেখো - কৃষ্ণসর্প—জীব দেখিলেই হিংসা করে? কিন্তু কবে সে আপনার পত্নীকে দংশন করে। যদি আমি হিংস্র - প্রকৃতীই হইলাম! যদি আমি তোমার— চক্ষে মন্দই হইলাম। যখন সযত্নে তোমাকে হৃদয়ে উপবেশন করাইতেছি; তখন কখনই স্বহস্তে তোমাকে সে আসন হইতে চ্যুত করিব না। ললিতা প্রসন্না হও? আমি অধৈর্য্য হইয়াছি।"

ললিতা প্রতাপের কথা ও প্রতাপের আগ্রহ হৃদয়ঙ্গম করিয়া; উচ্চৈঃ-স্বরে হাসিয়া ফেলিলেন, শেষে হাসিতে২ বলিলেন ঃ—

"প্রতাপ! তুমি কি পাগল হইয়াছ!! তুমি যে যে উদাহরণ প্রদান করিলে তাহা যথার্থ!! কিন্তু ব্যাঘ্রের সহিত কখন কি হরিণীর—পরিণয় হয়? তরঙ্গের সহিত কি তরণীর স্থিরতা থাকে? আমিও যদি তোমার প্রকৃতির সমান হইতাম, তাহা হইলে তোমাকে বিবাহ করিতাম; তুমিও আমাকে সমান ভাবে পাইতে!! এ কল্পনা তুমি মন হইতে পরিত্যাগ কর? দেখ প্রতাপ, তুমি যদি বারান্তরে—আমার—নিকটে এই—অভি-যোগ কর, তাহা হইলে তোমার সম্মুখে আসার কথা দূরে থাকুক তোমার বাটীতেও আসিব না।"

ললিতা এই কথা বলিয়া সোপানপথ হইতে উঠিয়া প্রস্থানোন্মুখী হই-

লেন। প্রতাপ ললিতাকে পলায়িতা—প্রায় দেখিয়া পথ আবদ্ধ করিয়া বলিলেন :—

"সুন্দরি! এমন যে কঠিন বস্তু ধাতু, তাহাও অগ্নি সংস্পর্শে পরিশুদ্ধ হয়! তুমি আমার—পক্ষে অগ্নি শিখার ন্যায় হও! আমার দূষিত অন্তঃকরণকে পরিশুদ্ধ করিয়া আমার—আশা সফল করত হৃদয়াসনে উপবেশন কর?"

ললিতা প্রতাপের বাধা না মানিয়া অপরদিক দিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করত বলিলেন :—

"প্রতাপ! তুমি বুদ্ধিমান! যদি অগ্নিতে মন্দধাতু মিশ্রিত, উত্তম ধাতু দেওয়া যায়, তাহা হইলেই অগ্নিতেজে সেই উত্তম ধাতুর মন্দ অংশ নাশ পায়!! কিন্তু যে বস্তুতে উত্তমের অংশও নাই, তাহা কি উপায়ে পরিশুদ্ধ হইবে। তুমি বৃথা প্রয়াস করিও না—আমাকে ভুলিয়া যাও? অপর কামিনীকে বিবাহ করিয়া জীবনকে সুখী কর -? আমি চল্লেম।"

প্রতাপ ললিতার কথায় চমকাইয়া আকাশের দিকে চাহিলেন, অধর্ম্মের জয় পতাকা উড়িতে দেখিলেন :—পরে উন্মত্ত হইয়া সবেগে ললিতার হস্ত ধরিয়া বলিলেন :—

"দেখ ললিতা—হস্তি স্নেহভরেই পদ্মের সহিত আমোদ করিতে যায়!! কিন্তু পদ্ম—গর্ব্ব—ভরে তাহার গাত্র কম্পিত বারির বেগে স্রোতমুখে দূরে ভাসিয়া যায়!! হস্তি সেই ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া পদ্মকে ছিন্নভিন্ন করে!! আজ আমিও তাহাই করিব!! কই—বিধুমুখী—এক্ষণে কোথা যাবে যাও? প্রতাপ যে হৃদয়ে কোমলতা শোভিত করিতে পারে—আবার—সেই হৃদয়েও কাঠিন্য পুষিতে পারে? আমি তোমায় ছাড়িব না।"

প্রতাপ সুপ্রণয়ী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভীমমূর্ত্তি ধারণ করত ললিতার কৌমার্য্য নষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। ললিতা তদ্দর্শনে সসাহসে বলিলেন :—

"প্রতাপ! যে বিদ্যুত লোকের নয়নে মনোহারীত্ব দেখায়! আবার

যেই বিদ্যুত স্বীয় তেজেই লোকের জীবন গ্রহণ করে! আমি কুমারী! তুমি স্মরণ কর! তুমি না আমাকে বিবাহ করিবে বলিয়াছ?”

প্রতাপ কম্পিত হইয়া ললিতার হস্ত ছাড়িলেন। ললিতা সবেগে প্রস্থান করিলেন। প্রতাপ একদৃষ্টে চাহিয়া, শেষে অবাক্ হইলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

পিঞ্জরাবদ্ধ—সিংহশিশু।

প্রতাপের বাটীর বহির্ভাগস্থ একটী দৃঢ় কক্ষে নন্দকুমার আবদ্ধ হইয়া আছেন। গৃহটীর চারিদিকে লৌহ নির্ম্মিত দ্বার। আলোকের সম্পর্কও প্রবেশ করিবার উপায় নাই। একজন সিপাহী দ্বারের সম্মুখে বসিয়া আছে। নন্দকুমার—সূর্য্য কি চন্দ্রের রূপরাশি আজ কয় দিবস দেখিতে পায়েন নাই। প্রতাপ একটী ব্রাহ্মণ দ্বারা আহারীয় পাঠাইতেন, তিনি কেবল বারি মাত্র পান করিয়া অপর সমস্ত আহারীয় অগ্রাহ্য করিতেন। দিবা গত হয়, নিশা গত হয়, কিন্তু তাঁহার দুঃখের আর—অন্ত হয় না। তাঁহার সেই সূর্য্যসম কান্তি, অনাহারে অনিদ্রায় মলিন হইয়াছে; কিন্তু সেই তেজ এখনো বর্ত্তমান আছে!! তিনি সেই নিশার ঘোরে ভূশয্যায় শরীরের ক্লান্তি অপনয়ন করিবার কারণ একবার শয়ন করিলেন। নিদ্রা-দেবী তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার কারণ তাঁহার মস্তক ক্রোড়ে করিয়া শিয়রে বসিলেন। স্বপ্নদেবী সময় পাইয়া নন্দকুমারের অচেতনা-বস্থায় দেখা দিয়া সম্মুখে একটী চিত্র ধারণ করিলেন:—

নন্দকুমার—চিত্রপটে একটি অঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তি দেখিলেন :—অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিলেন। চিত্র দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কাতর হইল, কিন্তু তিনি মূর্ত্তিকে চিনিতে পারিলেন না।—অবাক্ হইয়া বিমর্ষভাবে দেখিতে লাগিলেন :— চিত্রস্থ-মূর্ত্তি স্থিরভাবে নন্দকুমারকে প্রায় একনিমেষ দেখিয়া, শেষে অধীর হইল। তাহার নয়ন হইতে অবিরত অশ্রু পতিত হইল। নন্দ-কুমার—চিত্রস্থমূর্ত্তিকে সজীব দেখিয়া, আরো আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কাতর হইলেন। মূর্ত্তি অস্থির হইয়া, নন্দকুমারকে কাতর দেখিয়া সক্রন্দনে বলিল :—

বৎস নন্দকুমার! তুই যে আমার নয়নের মণি! আমি-তোর মুখ দেখে আমার জন্ম সফল হইল ভাবিয়া, সংসারের মায়া তুচ্ছ করিয়া, বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া ছিলাম। বাপ! আজ কেন তোর মুখ-চন্দ্রমা মলিন হয়েছে!! আয় বাপ্ আয়! আমি তোকে সঙ্গে কোরে অনন্ত ধামে যাই!! তুই আমার অমূল্য বস্ত্র; আমি তোকে এ অরাজক রাজ্যে রেখে যেতে পাব্‌বো না। বাপ্! কি পাপ্ কোরে ছিলাম, যে আমার কপালে বিধাতা এতো কষ্ট লিখিয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া, তোর নিষ্কলঙ্ক জীবনেও কলঙ্ক আরোপন করিলেন। আয় বাপ!! একবার পিতঃ বোলে সম্বোধন কোরে আমার এই—দগ্ধ অন্তঃকরণকে শীতল কর?„

নন্দকুমার—স্বপ্নে পিতাকে দেখিয়া স্বপ্নেই—কাঁদিলেন, তাঁহার উভয় নয়ন হইতে দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল। তাঁহার—হৃদয়ের বেগ উথলিয়া উঠিল, তিনি নিদ্রাদেবীর—ক্রোড় হইতে মস্তক গ্রহণ পূর্ব্বক হতাশ ভাবে উঠিয়া বসিলেন। তখনো তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি মনে ২ তখনো পিতার প্রতিমূর্ত্তি যেন নয়নে দেখিতে লাগিলেন; ক্রমে নন্দকুমারের চৈতন্য হইল। তাঁহার পিতার প্রতিমূর্ত্তি বায়ুব সহিত মিলিত হইল। তিনি একদৃষ্টে অশ্রুপূর্ণ নয়নে, গৃহের যে ভাগের শূন্যপথে পিতাকে দেখিয়াছিলেন, সেই ভাগে কতক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। শেষে অধৈর্য্য হইয়া বাতাহত কদলীর ন্যায "ওঃ!" শব্দে হৃদয়ের বেগ প্রকাশ করিয়া ভূমে পতিত হইলেন।

পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া যে শূন্যপথে পিতাকে দেখিয়া ছিলেন, সেই পথের উদ্দেশে জানু-পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক করজোড়ে বলিলেনঃ—

"পিতঃ! আপনিও এ সময়ে ছলনা করিলেন। আমি নন্দকুমার! আপনার স্নেহের সন্তান। আজ দেখুন আপনার নন্দকুমারের কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। ওঃ! পিতঃ! যে নন্দকুমারকে কিশোর বয়সে বক্ষে ধারণ করিয়াও সুস্থির হইতেন না; আজ সেই—নন্দকুমার প্রতাপের কঠোর পীড়নে পীড়িত হইয়া আপনার—আশ্রয়—ভিক্ষা করিতেছে। পিতঃ! এসো! আর-আমি যাতনা সহ্য করিতে পারি না। অনাহারে—অনিদ্রায় আমার জীবন দেহ হইতে অন্যত্র গমনে প্রয়াস পাইতেছে!! ওঃ!"

নন্দকুমার—পিতার—স্নেহের—প্রার্থি হইয়া উচ্চৈস্বরে—পিতাকে ডাকিলেন। স্বপ্নদেবী ছায়া—বাজী দেখাইয়া সে ছায়াকে অপহরণ করিলেন। নন্দকুমার—পুনরায়—শয়ন করিলেন। দুঃখে তাঁহার—শরীর একেবারে কাতর [হইয়া আসিল, পুনরায়—তিনি নিদ্রা যাইলেন। স্বপ্নদেবী তাঁহার সমক্ষে—আর—একটী—চিত্র—আনয়ন—করিলেন। নন্দকুমার নিদ্রাঘোরে এই চিত্রকে দেখিবা—মাত্রেই—চিনিলেন:—তিনি নিদ্রা ঘোরেই বলিলেন "সুশীলা—সুশীলা—হৃদয়েশ্বরী সুশীলা—তুমি এখনো জীবনে জীবন বিসর্জ্জন দাও—নাই। কেন দাও নাই? আমার অপেক্ষায় আছো—থাকো-আমি যাইতেছি।„

নন্দকুমার—পুনরায়—উন্মত্তের ন্যায় নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, গৃহের চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিলেন:—শেষে উন্মত্তের ন্যায় বলিলেনঃ—"সুশীলা—সুশীলা!! তুমি কি আমায় ছলনা কোচ্চো"? সুশীলা তুমি কি আমায় পরীক্ষা 'করবার—কারণ এই অন্ধকারে লুকাইয়া আছো? সুশীলা—এ পরিহাস তোমার উপযুক্ত হয় নাই। সুশীলা স্মরণ কর দেখি? আমি পিতার শোকে 'একটু বিমর্ষ হোলে, তুমি কাতরে—স্বহস্তে আমার চক্ষের জল মুছিয়া দিতে! আজ যে আমি

তোমার জন্য কাতর হইয়া ক্রন্দন কোচ্চি; আমার অশ্রু মুছাইয়া দেওয়া দূরে থাকুক; কই—তুমি তো আমার সম্মুখেও এলেনা? ওঃ! আমি কি ভ্রমেই পতিত হয়েছি!! আমি কোথায়—!! আমি যে প্রতাপের—কারাগারে—ওঃ!"—

নন্দকুমার স্বীয় বক্ষে অতিশয় বলপূর্ব্বক একটী করাঘাত করিয়া ভূমে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি পুনরায় জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বলিলেন ঃ—

"বিধাতা! তোমার—কঠোর—আদেশ মতে প্রতাপ আজ আমার জীবনের জন্য লালায়িত হইয়াছে!! লীলাময়!! আমার জীবনে যদি তোমার—এতই প্রয়োজন হ'য়ে থাকে। তোমার দত্ত ধন, তুমি স্বচ্ছন্দে গ্রহন কর! ওঃ—বক্ষ—বিদীর্ণ হও? অপান ও ব্যান বায়ু ঊর্দ্ধগামী হও? প্রাণ বহির্গত হইয়া পরব্রহ্মে লীন হও? মাগো!!"

নন্দকুমারের হৃদয়ে—পুনরায় দুখাবেগ উথলিয়া উঠিল, তিনি পুনরায় কাতর হইয়া ভূতলে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এদিকে ললিতা সুন্দরী প্রতাপের হস্ত ছাড়াইয়া আসিতে আসিতে পথে নন্দকুমারের মুখ চন্দ্রমা মনে করিলেন। প্রতাপের সহিত বিবাদ করিয়া আর যদি তিনি কখনই প্রতাপের বাটীতে না আসেন; তাহা হইলে আর নন্দকুমারকে এ জন্মে দেখিতেপাইবেন না, ইহা ভাবিয়া তিনি প্রতাপের—বৈটখানায় একাই গমন করিলেন। কেহই তাঁহার গতি রোধ করিল না। যে স্থানে প্রতাপ কারাগৃহের চাবি রাখিয়া ছিলেন, সেই স্থানে যাইয়া চাবি গ্রহণ করিলেন। যে গৃহে নন্দকুমার আবদ্ধ ছিলেন; সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক সিপাহীকে পাহারা দিতে দেখিলেন। প্রতাপের বাটীর সকলেই ললিতাকে মান্য করিত। ললিতা কারাগৃহের দ্বারের সন্নিহিতা হইলে সিপাহী উঠিয়া দাঁড়াইল। ললিতা তাহাকে পারিতোষিক দিয়া কারাগৃহের দ্বার খুলিয়া ভিতরে আসিলেন। নন্দকুমার পূর্ব্বেই মুর্চ্ছিত হইয়া ছিলেন। তখন ক্রমে চৈতন্য লাভ করিতে

ছিলেন। ললিতা নন্দকুমারকে—কোথায় পূর্ব্বে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়ী দেখিয়া ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে মৃণ্ময় ভূমিতে শায়িত দেখিলেন। কোথা তিনি নন্দকুমারকে বালার্কের ন্যায়। জ্যোতির্ম্ময় দেখিয়া ছিলেন, আজ তিনি তাঁহাকে প্রভাতের শশীর ন্যায় হীন জ্যোতি দেখিলেন। তাঁহার হৃদয়ে শোকাবেগ উথলিয়া উঠিল। তিনি অধোবদনে একধারে নির্ব্বাকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এক নিমেষের পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস প্রশ্বাসিত করিলেন। নন্দকুমার চৈতন্য লাভ করিয়া সেই নিশ্বাসের শব্দে কম্পিত হইয়া দ্বারদেশে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। তিনি অধীর হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া, এক দৃষ্টে ললিতার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার স্মৃতি লোপ হইল। তিনি কাতর স্বরে বলিলেন ঃ—

"কে তুমি! দেবী—দানবী যেই হও। পরিচয় দাও? নন্দকুমার বন্দী। নন্দকুমারের এমন স্বাধীনতা নাই যে তোমার পূজা করে!"

নন্দকুমারের কাতরতায়—ললিতার চক্ষে জল আসিল। তিনি চক্ষের জল অলক্ষে স্বীয়া অঞ্চলে মুছিলেন। তিনি পূর্ব্বাবধি সংগীত-প্রিয়া ছিলেন। নন্দকুমার তাঁহার মুখনিঃসৃতা—সংগীত শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। ললিতা স্বীয় নাম প্রকাশ করিয়া পরিচয় প্রদানে অক্ষম হইয়া, করুণস্বরে একটী সংগীত গাহিলেন ঃ—

"লীলাময় তব লীলা বুঝিব কেমনে হায়।
সংসার—দুঃখের স্রোতে জীবন ভাসিয়া যায়॥
আজি—রাজা রাজ্যেশ্বর—কাল বহে ভিক্ষা ভার
ধরিয়া বৈরাগী বেশ—জীবন কাটায়॥
শুনরে দারুণ বিধি—একি তব মহা বিধি
বিনাদোষে নন্দকুমার—জীবন হারায়॥
কর কৃপা বিতরণ—রাখ হে ধর্ম্মের মান
নন্দেরে বাঁচাও আজি—বিতরি কৃপায়॥"

মকরন্দের সৌরভ মধুকর ভিন্ন আর কে বুঝিবে। নন্দকুমার বহুদিবস হইতে এই কণ্ঠের গান শ্রবন করিতে পায়েন নাই। আজ হঠাৎ গীত ধ্বনিতে তিনি আশ্চর্য্য হইয়া দর দরিত অশ্রুধারে—স্বীয়—বক্ষকে ভিজাইতে লাগিলেন। ললিতা একধারে দাঁড়াইয়া ক্ষণেক ভাবিলেন। তিনি একদা নন্দকুমারকে একেবারে ভুলিতে চেষ্টাকরিয়া সুশীলার সমক্ষে—'দাদা' সম্বোধন করিয়া ছিলেন। তাঁহার তরল প্রণয় আবার সে ভাব লুকাইয়া অপর ভাবে পরিণত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তিনি উন্মত্ত হইয়া কি বলিবেন তাহার স্থির করিতে পারিলেন না। কি করিতে আসিলেন তাহাও ভুলিয়া গেলেন। একবার মনে করিলেন, তিনি যে নন্দকুমারকে হৃদয় হইতে ভুলিয়া হঠাৎ "দাদা" বলিয়া ছিলেন, তাহাতো নন্দকুমার শ্রবণ করেন নাই। আবার ভাবিলেন। তিনি যাঁহার নিকট হইতে স্নেহ পাইবার আশায় স্নেহের—পাত্রি হইয়া ছিলেন, তাঁহার নিকটে পুনরায় কি বলিয়া প্রণয়ের—পাত্রি হইবেন। তাঁহার হৃদয়ে মহা ঝটীকার বেগ প্রকাশিত হইল। তিনি দণ্ডায়মানা রহিলেন। নন্দকুমার অনেকক্ষণ ভাবিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

কোকিলকণ্ঠি—! তুমি ললিতা!! তুমি কি আমার—পবিত্রা ভগ্নী—ললিতা।"

নন্দকুমার যেই ভগ্নী শব্দ উচ্চারণ করিলেন, অমনি ললিতার মস্তকে বজ্র পতিত হইল। তিনি মনের কথা মনে লুকাইয়া, নন্দকুমারের সম্বোধনের পোষকতা করিয়া বলিলেন :—

"দাদা! একি?"

"দাদা" শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার জিহ্বা জড়াইয়া আসিল, তিনি মনোভাব গোপন করিয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া নন্দকুমারের উত্তরের প্রতিক্ষায় রহিলেন।

নন্দকুমার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস প্রশ্বাসিত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন :—

"ললিতা! এ লীলাময়ের বিধিমতে—ধর্ম্মের অঙ্কুশাঘাত! অধর্ম্মের জয়পতাকা!!"

ললিতা নন্দকুমারের কথা শ্রবণে কাঁদিয়া ফেলিলেন। নন্দকুমারও কাঁদিলেন। শেষে ললিতা বলিলেন:—

"ভাই! প্রতাপের কৌশল এখনো শেষ হয় নাই! তোমার জীবনের উপরেও প্রতাপ হস্তক্ষেপ করিবেন। সাবধান! আমি বুদ্ধিহীনা কি বলিতে কি বলিলাম। বারান্তরে যদি সময় পাই আবার আসিব।"

ললিতা এই কথা বলিয়া দ্রুত গমন পূর্ব্বক প্রতাপের গৃহে চাবি রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। নন্দকুমার ললিতার গমন পথ চাহিয়া, আশ্চর্য্যে বসিয়া রহিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

বানবিদ্ধ মৃগ।

পুত্র শোক মহাশোক। যাহার হৃদয়ে পুত্রশোক—রূপ বাণ বিদ্ধ হইয়াছে,—সেইই জানিয়াছে যে, পুত্র শোক রূপ বাণের কতদূর তীক্ষ্ণতা। লোকে যদি বজ্রের আঘাৎ সহ্য করিতে পারে, ক্ষত স্থান লবনাক্ত করিয়া, তাহারও

যাতনা সহ্য করিতে পারে। ত্রিশূলীর ত্রিশূলের আঘাতের যাতনাও সহ্য করিতে পারে; তথাপি পুত্রশোক সহ্য করিতে পারে না। যদি পুত্র, কালের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের গ্রাসে পতিত হয় তাহা হইলেই লোকে তাহার শোক সহ্য করিতে পারে না। তখন জীবন্ত অবস্থায় পুত্রকে বিসর্জ্জন দিতে হইলে, লোকের হৃদয়ে যে কি ভীষণ ভাবের আবির্ভাব হয়; তাহা অন্তর্যামী জগদীশ্বর ভিন্ন আর কে প্রকাশ করিতে পারে। ত্রিজগতে এমন কাহারো সাধ্য নাই যে সে ভাব প্রকাশ করণে সক্ষম হয়। বিজ্ঞতম নৃপতি দশরথ—রাম লক্ষণকে চতুর্দ্দশ বৎসর নির্ব্বাসিত করিয়া, সেই শোকে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। মৃত্যু গ্রাস পতিত পুত্রের শোকাপেক্ষা জীবন্ত বিসর্জ্জিত পুত্রের শোকাবেগ যে ভীষণ; তাহা মানব হৃদয়মাত্রেই জাগরুক হইবেই হইবে।

আজ হরকুমারের সেই দশা উপস্থিত। তিনি নন্দকুমারকে জীবন্ত অবস্থায় বিসর্জ্জন দিতে বসিয়া, বাণ বিদ্ধ মৃগের ন্যায় মুহুর্মুহু চৈতন্যলাভ করিয়া "নন্দকুমার—নন্দকুমার" শব্দে চীৎকার করিতেছেন। আবার সম্মুখে নন্দকুমারকে না দেখিয়া মুহুর্মুহু অচেতন হইতেছেন। নন্দকুমারের শরীরের আশ্রয় বিহনে, একমাত্র নন্দকুমারের নামই তাঁহার ধ্যান হইয়াছে। তিনি অনাহারে—অনিদ্রায়—কায়মনে ঈশ্বরের নাম করিতেছেন, আর "বৎস! নন্দকুমার! তুমি কোথায় আছো—বাপ্।" এই শব্দ করিয়া আহত ভূজঙ্গের ন্যায় কাতর হইতেছেন। অকাতরে বক্ষে করাঘাৎ করিতেছেন। ধর্ম্মব্রত গোস্বামী হরকুমারের এই প্রকার ভাব দেখিয়া দিবা-রাত্র তাঁহার নিকটে বসিয়া আছেন। রসিকমোহন চূড়ামণি বীজন করিতেছেন। শোকে অধীর হইয়া হরকুমার উন্মত্ত হইবার উপক্রম করিয়াছেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ভিন্ন সামান্য বায়ু হৃদয় হইতে বহির্গত হইতেছেন। অশ্রু মণ্ডিত ভিন্ন চক্ষু পরিশুষ্ক হইতেছে না।

ধর্ম্মব্রত গোস্বামীর ও রসিকমোহনের শুশ্রূষায় তিনি একটু চৈতন্যলাভ করিয়া বলিলেন:—

"নন্দকুমার! বাপ্‌রে আমার!! তুই যে আমার অমূল্য রত্ন!! আমি তোকে প্রাপ্ত হোয়ে—আমার রাজ সম্পদ তুচ্ছ কোরে, সংসার-ত্যাগী হইয়াছিলাম। হায়! হায়! আমি কি পাপে তোর সমান অমূল্য রত্নকে হারাতে বসিলাম। জগদীশ্বর!! আমি কি পাপ করিয়া ছিলাম! আমার চক্ষের উপরে, আমার নয়নের মণি—আমার জীবনের সার রত্ন—নন্দকুমারকে জীবন্ত অবস্থায় বিসর্জ্জন দিতে বসিলাম। বক্ষ! তুমি বিদীর্ণ হও? আর কেন? আমি নন্দকুমারের শেষ অবস্থা কোনমতেই দেখ্‌তে পারবো না। ওঃ!! অসহ্য!! ন—ন্দ—কুমার!!"

হরকুমার নন্দকুমারের নাম উচ্চারণ করিয়া আপনার বক্ষে করাঘাত করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন:—সেই মূর্চ্ছিত অবস্থায় তাঁহার নয়নে একটী চিত্র পতিত হইল। তিনি দেখিলেন একখানি চিত্রে একটী নিরপরাধী যুবককে একটী হিংস্র জন্তু আক্রমণ করিয়াছে। যুবক কাতর স্বরে "পিতা—পিতা।" সম্বোধন করিতেছে। চিত্রস্থ যুবকের কণ্ঠস্বর তাঁহার পক্ষে পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। তিনি নন্দকুমারকে অনেকদিন দেখেন নাই—তাঁহার অবয়বের পরিবর্ত্তন হেতু নন্দকুমারকে চিনিলেন না। কিন্তু "পিতা" সম্বোধনে চিত্রস্থ যুবককে নন্দকুমার বলিয়া চিনিলেন:—তিনি হৃদয়ের উদ্বেগে একেবারে উন্মত্ত হইয়া "নন্দকুমার—তোমার ভয় নাই—দাঁড়াও? দাঁড়াও? আমি যাই!!"

এই শব্দে ভীষণ রূপে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গৃহস্থ সকলেই হরকুমারের শোচনীয় অবস্থায় কাতর হইয়া অশ্রু ফেলিতে লাগিলেন:—হরকুমার পুনরায় মনের বেগে বলিলেন:——

নন্দকুমার বাপ্‌ আমার! আমি তোমার পিতা! এসো বাপ! তোমার লজ্জা কি—তুমি যত বড়ই হও—আমার নয়নে বালক!! এসো বাপ্‌ আমার অঙ্কে এসো—আমি তোমাকে বক্ষে করিয়া আমার—হৃদয় শীতল করি!! ছিঃ! অবোধ ছেলে! লজ্জা কি? পিতার কাছে পুত্রের লজ্জা কি? এসো—আমাকে একবার পিতা বলিয়া সম্বোধন কর?

নন্দকুমার! আমি বহুদিন হইতে তোর কণ্ঠ-নিঃসৃত "পিতা" সম্বোধন শ্রবণ করি নাই!! একবার সম্বোধন কর? আমি সেই শব্দ শ্রবণে আমার হৃদয়কে চরিতার্থ করি!'

তিনি সাশ্রু নয়নে বারম্বার আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রকারে প্রলাপ করিলেন; শেষে কাতর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় বলিলেন :—

"নন্দকুমার! অবোধ ছেলে; এতো কোরে ডাক্‌লেম্ তবু আমার কাছে এলি নি। দেখ—তবে তোকে ফেলে আমি তীর্থে২ বেড়াবো?"

হরকুমার যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রলাপ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। সমুদ্রের ভার কতক্ষণ মৃণ্ময়—বাঁধ সহ্য করিতে পারে? গোস্বামী মহাশয় যতই কেন বুঝান না, হর কুমারের হৃদয় কিছুতেই শান্ত হইল না। হর-কুমার অধৈর্য্য হইয়া ক্ষণে মুর্চ্ছা ক্ষণে জ্ঞান লাভ করিতে লাগিলেন। তিনি মোহবশতঃ আর একটী চিত্র আকাশপটে চিত্রিত দেখিলেন। সে চিত্র দর্শনে তিনি একেবারে উন্মত্ত হইয়া ভূ-শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার উভয় চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া আসিল। তিনি নির্নিমেষে এক দিকে চাহিয়া বলিলেন :—

"কিও!—কিও! আমি এ প্রহেলিকার—কিছুই বুঝতে পারি না। ওকি! ওযে দেখ্‌চি চন্দ্রমাকে রাহু অকালে—গ্রাস কোচ্চে? রে নির্ম্মম-হৃদয়—রাহু? তুই কেমন করিয়া পাষাণ হৃদয়ে এই কোমলাঙ্গীর অঙ্গ দংশন করিতেছিস? আহা!! আহা!! কমনীয় মূর্ত্তির কি কষ্টই হইতেছে!! ওকি—কি আশ্চর্য্য!! রাহু ভয়ে পলায়ন করিল! চন্দ্রমার সম্পূর্ণ ভাগ প্রকাশিত হইয়া আসিল। ওকি! ওতো চন্দ্রমা নয়!! ওযে আমার স্নেহাধার—বংশলক্ষ্মী—সুশীলা!! নন্দকুমারের নয়ন মণি!! মা সুশীলা—একি বেশ মা!! মাগো!! তুমি সত্যই রাহুর করাল গ্রাসে পতিত হয়েচো!! আহা কি সুন্দর ভঙ্গিমা!! মা

আমার মাতঙ্গী মুর্ত্তিতে দিগন্ত আলো করিয়া আছেন!! ওঃ জগদীশ্বর! তুমি কি এই সমস্ত দেখাবার জন্যই হর—কুমারকে পুনরার গৃহে ফিরাইয়া আনিয়াছিলে? নন্দকুমার! বাপরে আমার!!" নন্দকুমারের নাম করিয়া হরকুমার পুনরায় মুর্চ্ছিত হইলেন। গোস্বামী মহাশয় ও রসিক মোহন চূড়ামণি তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এক বাঙ্গালীর কৌশলে কত বাঙ্গালী হৃদয়ে জ্বলিতে লাগিল, কত বাঙ্গালী আনন্দে নাচিতে লাগিল। যদি কেহ কুরুক্ষেত্রের সমরাবসানে ধৃত-রাষ্ট্রের যাতনা মনে মনে ভাবিতে পারেন; তাহা হইলে তিনি হরকুমারেরর যাতনার ভাব বুঝিবেন। বাণ বিদ্ধ মৃগ যেমন শীকারির হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া বেত্রকুঞ্জে লুকাইয়া, আপনার যাতনায় কাতর হয়, তদ্রূপ হরকুমার নন্দকুমারের শোকরূপ বাণে বিদ্ধ হইয়া কাতর হইতেছেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রতাপের প্রণয়।

বিষলতাও সহকারের আশ্রয় গ্রহণ করে। মত্তহস্তীও শালবৃক্ষের সহিত সময়ে পরাভূত হয়!! নদীর প্রবল বেগও পর্ব্বত কন্দরে নমিত হয়!! আজ প্রতাপের কঠোর অন্তঃকরণও প্রণয়ের নিকটে পরাভূত হইল। যে দণ্ডে ললিতা তাঁহাকে চাঁদনীর মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া অভিমান ভরে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার পরদণ্ডেই কামদেব প্রতাপের হৃদয় স্বীয় সম্মোহন শরে বিদ্ধ করিলেন। প্রতাপের পাষাণ—গঞ্জন-কারী হৃদয়ে ললিতা নামাঙ্কিত সম্মোহন শর আপুঙ্খাবধি বিদ্ধ হইয়া রহিল। সরোবরস্থ প্রলোভনাহারী রোহিত মৎস্য যেমন চারে আসিয়া চার খাইয়া থাকে, কিন্তু হঠাৎ তাহার মুখে মৎস্যধারীর কণ্টক বিদ্ধ হইলে যেমন সে প্রথমতঃ বারকয়েক কণ্টক খুলিতে চেষ্টা করে ঃ—তেমনি প্রতাপ সম্মোহন বাণে বিদ্ধ হইয়া প্রথমে বার কয়েক বাণটী খুলিতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। যেমন রোহিত মৎস্য খুলিতে প্রয়াস পাইয়া বল প্রকাশ পূর্ব্বক কণ্টককে মুখে দৃঢ়তর বিদ্ধ করে ঃ—তদ্রূপ প্রতাপ বাণ খুলিতে গিয়া, বাণে আঘাত করিবার মাত্রেই বাণ বেগে বিদ্ধ হইল। প্রতাপ অধীর হইয়া হৃদয়ে হস্ত দিয়া দেখিলেন, সর্ব্বত্রই ললিতা-ময়!! তিনি মনে মনে বলিলেন ঃ———————

"ললিতা! তুমি কি রাক্ষসী!! এজগতে অদ্যাবধি প্রতাপ কাহারো নিকটে পরাজিত হয় নাই; তোমার নিকটে পরাজিত হইল। ওঃ! এজগতে মায়ার মায়া বোঝা ভার!!"

প্রতাপ চুপ্ করিলেন। এদিকে শ্যামা নন্দকুমারের বাটী হইতে হরকুমারের সংবাদ লইয়া আসিতে ছিল, পথে ললিতাকে অভিমানিনী বেশে যাইতে দেখিয়া লুক্কায়িত ভাবে প্রতাপের মনের কথা শুনিতে লাগিল। এক্ষণে প্রকাশ হইয়া গাহিল ঃ———

"অধীর হইয়া থাকিতে নারিনু, পড়িনু চরণ মূল।
তবু না হেরিল আমায় সখি! রহিল আমায় ভূলে॥
সাধিনু কতেক করি যোড় পাণি, বাহিরি নয়ন লোহ।
কভুবা আছাড়ি পড়িনু ভূমে; হৃদয়ে ধরিয়া মোহ॥
না শুনইল কুছ বাণী, গৌরবরণী রাই।
মান সাগরে ভাসিতে লাগিল, মুখ চন্দ্রমা ফিরাই॥"

সংগীতের—অবস্থার সহিত প্রতাপেরও অবস্থার কতকাংশ ঠিক হওয়াতে; প্রতাপ আগ্রহ সহকারে সংগীতটি শুনিয়া বলিলেন ঃ——

"শ্যামা! তুমি—মায়াবিনী! তুমি কি আমার মনের ভাব বুঝে এই গীত গাইলে!! সংগীতটী আমায় ভাল লাগিল। আচ্ছা, শ্যামা আসিবার কালে ললিতাকে দেখেচো?"

শ্যামা চির কালই—রসিকা ছিল, সে বলিল ঃ—

"যার যা—অভিলাষ—সে 'সেইটীই প্রকাশ করে!! আমি ললিতার সংবাদ কি রাখি; আমি যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যাই; আমি কি ললিতাকে দেখে বেড়াই!!"

প্রতাপ দেখিলেন তিনি যদি কোন ক্রমে শ্যামাকে হস্তগত করিয়া ললিতাকে পুনরায় প্রসন্না করিতে পারেন; তাহা হইলেই ললিতাকে পাইবেন। এই কারণে তিনি শ্যামার কোন কথায়ও ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া বলিলেন ঃ————

"আচ্ছা শ্যামা যে কার্য্যে গিয়া ছিলে সে কার্য্য সম্পন্ন কোরেচো?"

শ্যামা সেইকথা শুনিয়া বলিল ঃ—

"আমি তো একদিন বোলেচি, যদি আকাশের চাঁদ কোন পথে গেলে

পাওয়া যায়—জানতেম, তাহোলে কি এত দিন আকাশে চাঁদ থাক্‌তো! শ্যামার অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে ?”

প্রতাপ ক্ষণেক ভাবিয়া বলিলেন ঃ—

“শ্যামা! আমার হৃদয়পিঞ্জরে আমি না বুঝে একটী পাখী পুষেছিলাম, মনে ভেবেছিলেম পাখীটী পোষ মেনেছে। সেই ভেবে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া ছিলেম। এখন পাখীটী সময় পেয়ে পালালো—আমার হৃদয়পিঞ্জরও শূন্য হোলো!! আচ্ছা শ্যামা! সেই পাখিটীকে যদি তুই কোন কৌশলে পুনরার ধোরে এনে দিতে পারিস্, তাহোলে আমি তোকে বিশেষ পুরস্কৃত কবিব ?”

শ্যামা প্রতাপের—মনের ভাব বুঝিল, কিন্তু পরিহাস করিয়া বলিল ঃ— “সে পাখীর জাত, এই—গাছে—বসে, আবার তাড়া—পেয়ে আকাশে উড়ে বেড়ায়, আমি তাকে কেমন কোরে ধোরবো!! আর বাবু! তুমিই বা কেমন কোরে বুনো পাখীকে বিশ্বাস কোরে পিঞ্জরের দ্বার খুলিয়া ছিলে!”

প্রতাপের বিরহ ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি, মনোভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন ঃ—

“শ্যামা! সে পাখীর বাসা তুই চিনিস্, সে পাখীকেও তুই চিনিস্! কোন কৌশলে তাকে ধোরে যদি ফিরাইতে পারিস্, তাহাহইলেই রক্ষা, নচেৎ আমি পাগল হব। না বুঝে একটা কাজ্ কোরেছিলেম, সেই জন্য ললিতা আমার উপর অভিমান কোরে প্রস্থান কোরচেন। তুই কোন কৌশলে, যদি আর একবার তাহার মান নষ্ট করিতে পারিস্ তাহলে ললিতা আমার হইবেই হইবে।”

শ্যামা হাততালি দিয়া হাসিয়া সংগীত গাহিল ঃ—

“হেরিনু রমণী কনক বরণী ব্রজের মাঝারে গিয়া।
চঞ্চল নয়ন বিজলী খেলন, তাহার কাঁপিল হিয়া॥
তরুণ অরুণ ভাতিছে মাধুরী, ভূষিত কুসুম ভার।
সখীগণ—মিলি গাঁথিছে চিকণ পরিছে ফুলের হার॥

ভুজঙ্গ জিনিয়া শোভিতেছে বেণী, কি দিব উপমা তার।
ঠমকে ঠমকে ফেলিয়া চরণ, বহিছে কামের ভার ॥
নয়নে হেরিয়া সঁপিনু পরাণ, নাজানি তাহার রীতি।
নিঠুর রমণী কাঁড়ি নিল প্রাণ, স্বপনে করিয়া প্রীতি ॥"

তাই বোল্‌ছি যা পাবার নয় তার জন্য আশা করা বৃথা ! !"

প্রতাপ এতোক্ষণ মন দিয়া শ্যামার গান শুনিতে ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার প্রবোধ হইল, তিনি কিছু ভাবিলেন। ললিতাকে ভুলিতে পারিবেন কিনা ভাবিয়া দেখিলেন। মনে মনে দেখিলেন, ললিতাকে কোন মতেই তিনি ভুলিতে পারিবেন না। তিনি অধীর হইয়া বলিলেন :—

"শ্যামা ! তুমি ললিতাকে আমার অনুরোধ জানাইয়া, যদি পুনরায় তাহার অভিমান নষ্ট—করিতে পার ? তাহা হইলে তুমি যা পুরস্কার প্রার্থনা করিবে, তাই প্রদান কোরবো ! একবার কোন উপায়ে ললি-তার—বাটীতে যাইয়া ললিতার সংবাদ লইয়া এসো !!"

শ্যামা দেখিল ললিতার কারণ প্রতাপ অত্যন্ত উতলা হইয়াছেন ; অতএব প্রভুর অভিলাষ সম্পূর্ণ করিতে পারিলে তাঁহার বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা আছে। এই কারণে সে ললিতার বাটীতে কল্য যাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল :—

"আচ্ছা দেখি ! শ্যামার কৌশলে ভাঙ্গা জিনিষ জোড়া লাগে কিনা !"

শ্যামা এই কথা বলিয়া মনের ভাবের পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক গাহিল :—

"দারুণ মান সাগরে ভাসিছেন কিশোরী।
তোমা বিনা কেবা আর—ভাঙ্গিবে মান শ্রীহরি ॥
শুন ওহে বংশীবদন—
ত্যজ ত্যজ পীত বসন—
মুছহ অঙ্গের চন্দন—ফেল চূড়া পরিহরি ॥
মোহন বংশী জলে দিয়া —
বেণী ফেল এলাইয়া—

ক্ষমা চাও অধোমুখে—পদযুগ করে ধরি ॥

শ্যামা হাসিতে ২ গানের সহিত অঙ্গভঙ্গী দেখাইয়া, প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল।

প্রতাপ একটী মুদ্রা বাহির করিয়া শ্যামার হস্তে দিলেন। শ্যামা হাসিতে হাসিতে পূর্ব্ব—কথিত গানের কিয়দংশ গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল। প্রতাপ বহুক্ষণ সেই মনোহর চাঁদনীর মধ্যে বসিয়া ললিতার বিষয় ভাবিলেন। শেষে গভীর নিশায় গৃহে আসিয়া শয়ন করিলেন।

অষ্টবিংশতি পরিচ্ছেদ।

ললিতার হৃদয়।

এদিকে ললিতা সুন্দরীঃ—কৃষ্ণসর্পের—বিষ হৃদয়ে নিবিষ্ট করত অধীরা হইয়া, আপনার গৃহে খাটের উপরে বসিয়া আছেন। পূর্ব্বে প্রতাপ অনুরাগ বশতঃ একটী হীরকাঙ্গুরীয় তাঁহাকে দিয়াছিলেন। তিনি সেইটীকে শুভ প্রণয়ের চিহ্ন ভাবিয়া যতনে হস্তে ধারণ করিয়া ছিলেন। প্রত্যহ সেই অঙ্গুরীকে চুম্বন করিতেন। আজ প্রভাত হইলে সেই অঙ্গুরী—তাঁহার পক্ষে বিষময় হইল। তিনি স্বীয় কর প্রতি চাহিয়া অঙ্গুরীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন :—

"হে ধাতুময়ি অঙ্গুরি! তোমাকে আমি অপরাপর লোকের ন্যায় মূল্যবান ধাতুময়ী—ভাবিয়া সঙ্গে ধারণ করি নাই! তোমাকে আমি আমার—ভবিষ্যতের—শান্তির—স্থল ভাবিয়া, অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলাম।

তুমি কালের পরিবর্ত্তন—বশে, আজ কেন আমার পক্ষে—বিষময় বলিয়া বোধ হইতেছে!! কাল! তোমার অপ্রতিহত গতির পরিবর্ত্তন কার সাধ্য স্থির করিতে পারে? আজ মাধবী সহকারকে অলিঙ্গন করিল, কাল সে প্রকৃতি পরবশে ধূলায়—লুণ্ঠিত হইল। প্রভাতে কমলিনী—সূর্য্যের আশায় ফুটীল; সন্ধ্যায় সে বিরহ কাতবে সরোবরে ডুবিল!! বিধি! আমারও কি সেই দশা উপস্থিত হইল!!"

তাঁহার নয়ন হইতে অবিরত অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি কাতর হইলে সংগীত দ্বারা স্বীয় হৃদয়কে প্রফুল্ল করিতেন, এই কারণে গাহিলেন ঃ—

"বিধাতা অবলা প্রাণ কোমলতায় নিরমিল।
অবিচারে জ্বালাইতে বিরহ বিষ সেচিল।।
আনাইয়া পাষাণে—গঠিল পুরুষ প্রাণে
অলঙ্কার রূপে তায়—সেই প্রাণে আরোপিল॥
পুরুষ—নিঠুর প্রাণ—ধরি অসি খরসাণ
বিঁধিয়া অবলা হৃদি—আজীবন জ্বালাইল।।"

এই সংগীত গাহিতে গাহিতে তাঁহার নয়ন হইতে অবিরত অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। তিনি স্বীয় অঞ্চলে তাহা বারম্বার মুছিলেন। শেষে কাতর হইয়া বলিলেন :—

"লোকে বলে প্রণয়ই এ পৃথিবীর সার পদার্থ; প্রণয়ের ন্যায় মনোহর বস্তু আর এ পৃথিবীতে নাই। প্রণয়ের নিকটে সমস্তই পবিত্র বোধ হয়। আমি মার কাছে শুনিয়াছিলাম যে, তাপস সত্যবানের সহিত রাজকুমারী সাবিত্রী' প্রণয় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ছিলেন;—স্বর্গবিহারিণী অপ্সরী উর্ব্বসী মহারাজ পুরুরবাকে স্বামীত্বে বরণ করিয়া ছিলেন। মহাবীর—কৃষ্ণের নাম শুনিয়াই, রুক্মিণী দেবী তাঁহার হস্তে স্বীয় মাল্য মনে মনেই অর্পণ করিয়া ছিলেন। প্রণয়! তোমার ক্ষমতার পরিমাণ করা কার সাধ্য! তুমি কেন এ হতভাগিনীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছ?"

ললিতা মনোভাবের পরিবর্ত্তণ করিয়া, ক্ষণেক একদৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন ঃ—প্রভাতের—শশী সূর্য্যের—প্রভায়—প্রভাহীন হইয়া আকাশেই মনের দুঃখে রহিয়াছেন; অন্যত্র গমন করেন নাই। তাঁহার মনে নূতন ভাবের উদয় হইল, তিনি গবাক্ষ মধ্য হইতে গগনপটস্থ শশীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন ঃ—

আজিকার প্রভাতে আমি একা দুঃখিনী নই! চন্দ্রমা! তুমিও আমার ন্যায় মনের দুঃখে আকাশে রহিয়াছ? সারানিশা আমোদ করিয়াছিলে, তখন মনেও ভাব নাই, যে প্রভাতে তোমাকে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। আহা! তোমার সুধাময়ী—মূর্ত্তি এক্ষণে উষ্ণ-রশ্মির তেজে মলিনা হইয়াছে!! চন্দ্রমে! ভাই! তুমি কার কাছে মনের দুঃখ প্রকাশ কোরে হৃদয়ের বেগ শান্ত করিবে! কই আর—তো কাহাকেও তোমার কাছে থাকিতে দেখিতেছি না। ভাই! মনের কথা খুলে প্রকাশ না কোল্লে হৃদয়ে—আগুণ—জ্বলে! সেই আগুণে হৃদয় দগ্ধ হয়! আচ্ছা ভাই! তবে তোমার হৃদয় দগ্ধ হোচ্চে!! আমারো এ পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে তাহার—নিকটে মনের কথা খুলে বলি। আমারো হৃদয় দগ্ধ হোচ্চে!! এসো ভাই চন্দ্রমা! তুমি তোমার দুঃখ আমাকে বল, আমিও আমার দুঃখ তোমাকে বলি। দুঃখের—সময়ে দুঃখের—কথা বড় ভাল লাগে!!”

ললিতা একদৃষ্টে চাঁদের—দিকে চাহিয়া রহিলেন; প্রায় দুইনিমেষ চাহিয়া রহিলেন, পরে তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইল, তিনি বলিলেন ঃ——

“ভাই—চন্দ্রমে! তুমি মনের দুঃখে যেমন কাতর হোচ্চো, তেমনি আর ২—আনুসঙ্গিক বিষয়ে সুখী হোচ্চো!! আহা! কেমন সুন্দর মেঘ-দাম তোমার চতুর্দ্দিকে খেলা কোরে বেড়াচ্ছে! কেমন স্নিগ্ধ স্থির বায়ু তোমার অঙ্গে শৈত্য সম্পাদন কোচ্চে!! ভাই! আমার যদ্যপি পাখা থাক্‌তো, আমি পাখীর মতন উড়ে তোমার হিমময় স্থানে গিয়ে,

আমার উত্তপ্ত হৃদয়কে শীতল করিতাম। ভাই! থাক? তুমিও মনের দুঃখে নিমগ্ন থাক? আমিও আমার হৃদয়ে যে কালসর্প পুষেছি, তাহাই লইয়া হৃদয়কে দগ্ধ করি?”

ললিতার মনের ভাব পুনরায় পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি মনে মনে বলিলেন :—দুঃখীর চক্ষে দুঃখ ভিন্ন সুখ পতিত হয় না। তিনি একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসিত করিয়া হৃদয়কে লঘু করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার হৃদয় কোন মতে লঘু হইল না। তিনি যতই প্রতাপের ভাবনাকে ভুলিতে চেষ্টা করিলেন; ততই প্রতাপের নাম তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইতে লাগিল :—তিনি শেষে মনকে প্রবোধ প্রদান করিবার কারণ বলিলেন :—

“মন! তুমি কার জন্য এত কাতর হোচ্চো!! ছি! তুমি ললিতার প্রকৃতিতে অবস্থান কোরে—এত লঘু হও কেন? মৃণাল কি ইচ্ছা করিয়া মত্ত হস্তির পদে দলিত হইতে যায়!! হরিণী কি ইচ্ছা করিয়া ব্যাধের বংশীতে মুগ্ধ হয়!! মন সে আশা পরিত্যাগ কর? কৃষ্ণসর্পকে যতই কেন যত্ন করনা, সে সেই প্রাকৃতিক নিয়ম কখনই ভুলিতে পারিবে না। আমি কি প্রতাপকে হৃদয় সমর্পণ করিব? জ্বলন্ত—অগ্নিতে পতিত হব! না অত্যুঙ্গ তরঙ্গে সন্তরণ দিব!! হৃদয় স্থির হও? আমি এখন অকূল সমুদ্রে ভাসমানা; কোন দিকেই তীর দেখিতে পাইতেছিনা।”

ললিতার—মন বৈরাগ্য ভাব ধারণ করিল; তিনি কাতরে মনে মনে গাহিলেন :—

“দহিতে অবলা প্রাণে, সৃজিল বিধি প্রণয়।”

তাঁহার মনের কি ভাব হইল, তিনি মন পরিবর্ত্তণ করিয়া গীতে বিরত হইলেন। কতক্ষণ এক ভাবে দাঁড়াইয়া পুনরায় অঙ্গুরীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন :—

“অঙ্গুরি! তোমাকে যে দিন আমি অঙ্গে ধারণ কোরে ছিলেম,

সেদিন আমার—হৃদয়ে—কত—আনন্দের উদয়—হইয়াছিল! মনে ভেবে ছিলেম, তোমাকে লাভ করিয়া আমি অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইব। সেই কারণে প্রত্যহ তোমাকে দেখিয়া হৃদয়কে সন্তুষ্ট—করিতাম। আমার ভবিষ্যৎ আকাশে যে, সুখ-শশী উদয় হবে, সে কথা মনে মনে ভাবিতাম। আজো তুমি সেই রূপে অঙ্গে ধৃত আছো? তবে—কেন আমার মনে এতো যাতনা উপস্থিত হোচ্চে? আজ তুমি আমার নয়নের শূল হইয়াছ? এসো! তোমাকে উন্মোচন করিয়া তুলিয়া রাখি, তাহাতেও যদি কষ্ট হয়, তবে এক দিন তোমাকে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিব।"

এই প্রকার-মনোভাব প্রকাশ করিয়া ললিতা নিস্তব্ধ হইলেন। শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া হস্তের-অঙ্গুরী খুলিলেন। স্বীয় অঞ্চলে আবদ্ধ করিয়া গৃহের চারিদিকে বেড়াইতে লাগিলেন :—

ললিতা হৃদয়ে খুঁজিয়া দেখিলেন সর্ব্বত্রই প্রতাপময়! কোন স্থানই প্রতাপ নাম শূন্য ছিল না। শেষে অধীর হইয়া বলিলেন :

"প্রতাপ—প্রতাপ—প্রতাপ!! আমি যতবার প্রতাপের—নাম উচ্চারণ করি—ততবারই আমার হৃদয় আনন্দে অপ্লুত হয়! আমি যেন কি নৈসর্গিক বস্তু করতলে প্রাপ্ত হই। আমি যখন প্রতাপের মূর্ত্তিকে মনে ২ নয়ন গোচর করি—তখন আমার হৃদয় পবিত্র হয়, তখন আমি মনে মনে পারিজাত মালা কণ্ঠে ধারণ করি! কিন্তু প্রতাপের সম্মুখে যাইয়া প্রতাপকে দেখিলে আমার নয়ন চরিতার্থ কেন হয় না!! প্রতাপ—প্রতাপ!!"

ললিতা প্রতাপকে ভুলিতে পারিলেন না! পবিত্র—প্রণয়ীর হৃদয় ও দর্পণ এক বস্তু নয়!! উভয়ের গুণ ঠিক বিভিন্ন!! দর্পণে প্রতিবিম্ব ক্ষণ স্থায়ী হয়। কিন্তু প্রস্তরে সেই মূর্ত্তি খোদিলে, যুগযুগান্তরাবধি স্থায়ী হয়!! আজ ললিতার নির্ম্মল হৃদয়ে প্রতাপের মূর্ত্তি প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে'! ললিতার কি ক্ষমতা যে, প্রতাপকে বিস্মৃত হন!! ললিতা যতই প্রতাপকে ভুলিতে চেষ্টা করিলেন? ততই

তাঁহার মনোবেগ বৃদ্ধিকে প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তিনি ক্রমে ক্রমে অধীর হইয়া উঠিলেন।

এদিকে প্রভাত হইতে না হইতে শ্যামা ললিতার উদ্দেশে আসিল। শ্যামা ললিতার বাটীতে নির্ব্বাধে প্রবেশ করিত; ললিতাকে ভালও বাসিত, ললিতার জননীও শ্যামাকে স্নেহ করিতেন। শ্যামা সেদিন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে ললিতার মাতা কোন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন না। শ্যামা ললিতার গৃহের সন্নিহিত হইয়া অলক্ষ্যে থাকিয়া ললিতার মনের ভাব বুঝিতে ছিল। ললিতা যখন 'প্রতাপ' নাম উচ্চারণ করিয়া হৃদয়কে শীতল করিতে ছিলেন ; তখন শ্যামা হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া স্বরের সহিত গাহিল।

"সখি! কেন এ মান কোরে ছিলে ঃ—
আপনা খাইয়ে আপনি মজিয়ে কেন এ মান কোরে ছিলে ঃ—
দারুণ মান কোরে ছিলে ঃ—
নিঠুর জানিয়ে—সে শঠে কেমনে—কোমল প্রাণ সোঁপেছিলে ঃ—
অবলা প্রাণ সোঁপেছিলে ঃ—
পূর্ব্বে না জানি—অমৃত ভাবিয়ে—কেনহে গরল খেয়ে ছিলে ঃ—
না বুঝি গরল খেয়েছিলে ॥"—

ললিতা চমকাইয়া দেখিলেন শ্যামা!! তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন ঃ—

"রাক্ষসী! তুই প্রভাতে কেন?"

শ্যামা পুনরায় হাসিয়া গাহিল ঃ—

"বৃন্দে! এ বিরহ যে প্রাণে—আর সহ্য হয় না!!!
(দেশ) মলয় অনিল—অনল হইল, দহিল আমার হিয়া!!
প্রাণ যায় প্রাণ যায় সখি—কেমনে সে শঠে দেখি,
অগুরু চন্দন—ধরি শর বেশ; বিঁধিছে হৃদয়ে গিয়া ॥"

ললিতার—ইহাতে প্রবোধও হইল—শ্যামার উপর ক্রোধও হইল। তিনি অধীর হইয়া বলিলেন ঃ—

"শ্যামা! তুই আমাকে এত পরিহাস কোচ্চিস্ কেন? গাইতে ইচ্ছে হয়, গান কর? আমাকে লক্ষ্য কোরে বলিস্‌নি!!"

শ্যামা আবার হাসিল; পুনরায় হাত তালি দিয়া ললিতার সন্নিহিত হইয়া, হাত নাড়িয়া গাহিল:—

"কোকিলের স্বর—গরল বরিষে:—
ভ্রমর ঝঙ্কার তায়।
অশোক কিংশুক—কদম্ব কোরক:—
উভে শোভিছে শোভায়॥
এ হেন সময়ে—কোথা বনমালী:—

ললিতা রহস্য করিয়া শ্যামার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। শ্যামা আর গাহিতে না পারিয়া হাসিয়া ফেলিল। ললিতা চুপ করিয়া এক ধারে বসিয়া রহিলেন। শ্যামা আনন্দে হাসিতে লাগিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রতাপের-মনোসাধ

যাহার প্রকৃতির স্থিরনাই; তাহার মনের স্থির কি প্রকারে হইবে? যাহার মনের স্থিরনাই—তাহার কার্য্যের নিশ্চয়তা কি প্রকারে হইবে?

প্রতাপ ধনগর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া পৃথিবীকে সামান্য জ্ঞান করিলেন। মানের গর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া গুরুজনকে তৃণ জ্ঞান করিলেন। মায়া, মমতা, ধর্ম্ম এসমস্ত তাহার পক্ষে স্বপ্নের—ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সাংসারিক কোন বন্ধনেই তিনি আবদ্ধ হইলেন না। তাঁহার জননী বাল্য কালেই মরিয়াছিলেন। পিতা—হরকুমারের সর্ব্বনাশ করিয়া, সেই লজ্জায় অনুদ্দিষ্ট ছিলেন। অতএব মাতা পিতার দ্বারা মানবে যে ভক্তি রজ্জুতে আবদ্ধ থাকে, তাহাতে তিনি আবদ্ধ নহেন। অদ্যাবধি বিবাহ করেন নাই—। মানবে বিবাহ করিয়া যে প্রণয়—বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন, তাহাতেও তিনি আবদ্ধ নহেন। বিশেষতঃ স্নেহ যে কাহাকে বলে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাঁহার সংসারের কোন শিক্ষাই হয় নাই। তিনি যাহা ইচ্ছা করিতেছেন। ধন গর্ব্বে করিতেছেন। তাঁহার হৃদয় সতত প্রবল তরঙ্গের ন্যায় উদ্বেলিত হইতেছে। তিনি ক্ষণে ম্রিয়মান হইতেছেন, ক্ষণে আঘাৎপ্রাপ্ত ভূজঙ্গের—ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিয়া গর্জ্জন করিতেছেন। সেই গভীর --নিশায় শয়ন কক্ষে আসিয়া তিনি সুস্থির হইতে পারিলেন না। সহস্র ভাবনা তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল, তিনি মনে মনে বলিলেন:--"দুইদিবস পরে নন্দকুমারের বিচার হইবে, যদি বিচারে নন্দকুমারকে অপদস্থ না করিতে পারি, তাহা হইলে আমার আশা সকল হইল কই! আর সময় নাই! এই নিভৃত রাত্রেই তাহার ক্ষত হৃদয়ে লবণ প্রদান করিব।"

তিনি মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, সেই গভীর অন্ধকারে স্বীয় কক্ষের দ্বার খুলিয়া, একখানি তরবারি হস্তে বাহির হইলেন।

নিশা উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে দিগ্দেশকে ভয় দেখাইবার কারণ দ্বারে দ্বারে পরি-ভ্রমণ করিতেছেন। জোনাকীর—পাঁতি থাকিয়া২ আনন্দ ভরে স্বীয় স্বীয় ক্ষণ দীপ্তি আভা প্রকাশ করিতেছে। শিবাকুল অশিব শব্দে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে:—পেচক ক্রন্দন করিতেছে। এমন ভয়ানক সময়ে তিনি উন্মত্ত হইয়া—তরবারি হস্তে নির্ভয়ে নন্দকুমারকে যে গৃহে—আবদ্ধ

করিয়া রাখিয়া ছিলেন, সেই গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেন।—আস্তেং দ্বার খুলিয়া মৃদু পদবিক্ষেপে সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন :—নির্জীব সিংহ শিশুর ন্যায় নন্দকুমার নিদ্রার ক্রোড়ে শান্তি পাইবার কারণ—শায়িত ছিলেন। তথা মৃদু নিশ্বাসের শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দ প্রকাশিত হইতেছিল না। প্রতাপ কঠোর হৃদয়ে সাবধানের সহিত দ্বার অবরোধ করিয়া মনে মনে বলিলেন :—

"মায়া আমার হৃদয় হইতে দূর হও? আমি কত শতবার এই নন্দকুমারকে দেখিয়াছি :—আমি তখন নন্দকুমারকে কি ভাবিয়া দেখিতাম—প্রভু ভাবিয়া।—আজ কি ভাবিতেছি!! আমার চক্ষের শূল!! ঐশ্বর্য্য! তোমার অতুল ক্ষমতা!! দেখ—তুমি সহায় থাকিলে, এ পৃথিবীতে কি না করা যায়!! ঐশ্বর্য্য! তোমার মহিমাও অতুল!! তোমার পদসেবা করিয়া রাবণ স্বর্গের সোপান প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল!! ইন্দ্রাণীকে সখী করিয়াছিল! পবনকে চামরধারী করিয়াছিল! ইন্দ্রকে মালাকার করিয়াছিল! অষ্টদিগ্‌গজকে দ্বারী করিয়াছিল!! আমিও তে সেই ঐশ্বর্য্য দেবের পদসেবা করিতেছি! আমি স্বর্গের সোপান প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিতেছি না। পবন, ইন্দ্র, সচী, দিগ্‌গজকে দাস-দাসী রূপে রাখিতে আমার অভিলাষ নাই। যাহারা আমার নয়নের শূল, তাহাদের সর্ব্বনাশ করাই অভিলাষ। মন! তোমাকে সন্তোষ করা আমার সাধ্যের অতীত একবার নন্দকুমারকে স্বীয় হস্তে ব্যথা প্রদান করিয়া উহাকে দেখাইব যে নন্দকুমারের অপেক্ষা এক্ষণে আমার মহিমা অধিক কি—না!!"

তিনি মনে মনে ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া ক্রূরতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মায়া, মমতা তাঁহার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইল। তিনি রাক্ষসে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গর্ব্বভরে নন্দকুমারের উদ্দেশে বলিলেন :—

"অসহায় জীব! তুমি কেন—মিথ্যা সামান্য দিবসের কার নিদ্রার—ক্রোড়ে বিশ্রাম কোচ্চো? উঠ? গাত্রোত্থান কর? তোমা সম্মুখে শমনের—ন্যায় প্রতাপ দণ্ডয়মান! তাহাকে দর্শন কর?"

সেই কঠোর-স্বর-মণ্ডিত প্রতাপের কণ্ঠধ্বনি নন্দকুমারকে জাগরিত করিল। নন্দকুমার উন্মত্ত হইয়া ভূশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন:— শীতায়—অনিদ্রায়—ভাবনায় তাঁহার শরীরে এমন বল ছিল না যে তিনি সত্বরে গাত্রোত্থান করেন। তিনি অল্পে অল্পে উঠিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি ঘোরান্ধকারে কিছুই দেখিতে পাই লেন না। কেবল ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ শ্রবণ করিলেন:—তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের—সঞ্চার হইল। তিনি কাতর ভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

প্রতাপ একেবারে মমতা শূন্য হইয়া বলিলেন—

"নন্দকুমার! তুমি কি আমার নিকটে মার্জ্জনা প্রার্থনা কোচ্চো? দেখ প্রতাপের হৃদয়ে মার্জ্জনা কাহাকে বলে সে উপদেশ বীজ রোপিত হয় নাই!! প্রতাপ তোমার জীবন সংহারে আগমন করিয়াছে—!! তোমার জীবনে প্রতাপের মহাব্রত উদ্‌যাপিত হইবে। সেই সে কারণে জীবন গ্রহণ করিতে আগমন করিয়াছে!! দেখ' ধন—চিরকালের নস লোকে বলে'। আমার কাছে ধন চঞ্চল স্বভাব পরিত্যাগ করিয়াছেন। তুমি এতোদিন যে ধন উপভোগ করিয়াছ, আজ হইতে আমি সেই ধন উপভোগ করিব। শুদ্ধ তোমার ধন পাইয়া আমার শান্তি হয় নাই!! সুশীলাকেও লইয়াছি। আজ না হয় কাল সে আমারই হইবে। এক্ষণে প্রয়োজন তোমার জীবন!!"

নন্দকুমারারের হৃদয় রোষভরে জ্বলিয়া উঠিল, তিনি মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন:—

"প্রতাপ! অপরাধ!!"

প্রতাপ গভীর—স্বরে বলিলেন:—

"বন্দীর প্রশ্ন করা—অন্যায়?"

নন্দকুমারের—উভয়—চক্ষু হইতে জল প্রকাশ হইল, তিনি ক্রন্দনাকুল চিত্তে প্রতাপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, এতদ্দর্শনে প্রতাপ গভীর স্বরে পুনরায় বলিলেন:—

"তুমি আর কোন বিষয়ে আমার নিকটে অপরাধী নহ? তোমার জীবনে আমার মহাপ্রয়োজন!! যদি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা কর? তাহার উত্তর নাই! কোথায় পবন! কোথায় সমুদ্র!! সমুদ্রে—পবনে কোন সম্পর্ক নাই, তথাপি উহারা উভয়ে দ্বন্দ্ব করে।—কোথায় চন্দ্র—কোথায়—সমুদ্র; চন্দ্রে—সমুদ্রে কোনও সম্পর্ক—নাই!! তথাপি উভয়ে দ্বন্দ্ব হইয়া থাকে! তাহার—কারণ আর—কিছুই নয়! মত্ত-হস্তী যেমন স্বীয় বল গর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া অপর হস্তির—প্রাণ বিনাশে কৃত সংকল্প হইয়া, তাহার প্রতি অনুধাবিত হয়!! তদ্রূপ পবন—স্বীয় বলের পরীক্ষার—কারণ সমুদ্রের—সহিত সমর করে। সমুদ্রের রত্নাকর নাম লোপ পাওয়াইবার কারণ চন্দ্র, তাহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হয়! তোমার—জীবনও আমার জীবনাপেক্ষা হীনমান্য—নহে; সেই কারণে আমি সমকক্ষ ভাবিয়া তোমার—সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতে আসিয়াছি! ক্ষমতা থাকে যুদ্ধে জয় লাভ কর? নচেৎ সহজে জীবন প্রদান কর?"

প্রতাপ নিরস্ত হইলেন। নন্দকুমার—ক্ষীণদীপ্তি—অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া বলিলেন:—

"শুন প্রতাপ! যেমন সমুদ্রে—তড়াগে প্রভেদ; সরোবরে—পুষ্করিণীতে প্রভেদ; চন্দ্রে—সূর্য্যে প্রভেদ; তেমনি তোমাতে আমাতে প্রভেদ! প্রতাপ! তুমি মনে কর দেখি? কার ধনে তোমার এত মান বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রতাপ! তুমি স্মরণ কর দেখি, কার অর্থে তোমার এত ধন গর্ব্ব হইয়াছে!! তাই বলি!! সিংহশিশু হস্তির মুক্তা আহরণ করিতে গিয়া যদ্যপি তাহার শুণ্ড কর্তৃক আক্রান্ত হয়!! তাহা হইলে সে স্বচ্ছন্দে তাহার পদতলে দলিত হয়, তথাপি তাহার বশ্যতা স্বীকার করে না। কৃষ্ণ-সর্পের—শাবক শৈশবাবস্থা হইতেই ক্রুদ্ধ—ডিম্ব হইতে বাহির হইলেই মস্তক উত্তোলন করিয়া থাকে? যদি শত্রুতে তাহাকে আঘাৎ করে! কবে সে মস্তক উত্তোলন না করিয়া তাহার বশ্যতা স্বীকার করে? তাই বল্‌চি যদি নন্দকুমারের জীবন যায়, তাহাও

স্বীকার, তথাপি নন্দকুমার—ভৃত্য প্রতাপের—বশীভূত হইবে না!!”

নন্দকুমারের শেষোক্তিতে প্রতাপের মস্তকে বজ্র-পতিত হইল। তিনি অনেক দিন স্বাধীন হইয়াছিলেন, তাঁহার পিতা কিম্বা তিনি যে কোন কালে নন্দকুমারের ভৃত্য ছিলেন, একথা বিস্মরণ হইয়া ছিলেন। প্রতাপ আহত ভূজঙ্গের ন্যায় মস্তক কম্পন করিয়া বলিলেন :—

“নন্দকুমার! আপনার—ইচ্ছায়—তুমি জীবন হারাইলে, সুশীলাকে হারাইলে! সর্ব্বস্বান্ত হইলে! তুমি জানো কার—সমক্ষে কথা কহিতেছ? আমি এখন সামান্য—অবস্থার—লোক নহি!! আমি ফ্রান্সিস্ সাহেবের বন্ধু!! আমি ইংরাজ—ভক্ত প্রজা!! আমার ধন—গর্ব্বে আমার প্রসাদের—চূড়া আকাশ বিহারিত মেঘদানের আশ্রয়-স্থল হইয়াছে!! আমার—গৌরব দেশ দেশান্তরে ব্যপ্ত হইয়াছে! আমি স্বদেশীয়ের—অনুগ্রহের অপেক্ষা করি না!! যখন সিংহ—শীকারীর—পিঞ্জরে—আবদ্ধ হয়, তখন তাহার এতদুব উগ্রস্বভাব ধারণ করা অসম্ভব!!”

নন্দকুমার—আর সহ্য করিতে পারিলেন না, সহসা প্রতাপকে বাধা দিয়া বলিলেন :—

“প্রতাপ! ও কথা আমার—কাছে বোলোনা। সিংহ যদ্যপি শীকারীর পিঞ্জরেই আবদ্ধ হইল, তখন তাহার জীবনে—কি প্রয়োজন! তৎক্ষণেই তাহার—জীবনাশায়—জলাঞ্জলি প্রদান করা উচিত!! দেখ প্রতাপ, তুমি বেশ জেনো!! ভূকম্পনে পর্ব্বত ভূশায়ী—হইয়া থাকে! কিন্তু কম্পিত হইয়া পতিত হয় না!! মহাঝটীকায়—বৃক্ষ একবারে ভস্মীভূত হয়! কিন্তু বংশ বৃক্ষের ন্যায়—কম্পিত হয় না!! প্রতাপ! তোমার মনে যাহা আছে তাহাই—কর? সহায়হীন—সিংহ হইলেই শীকারী তাহাকে আক্রমণ করে!! আশ্রয়—হীন তরুকে পাইলেই পবন তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলে!!”

নন্দকুমারের মনে পূর্ব্বস্মৃতির—উদয় হইল। তিনি কাতর হইলেন। তাঁহার নয়নে অশ্রু প্রকাশ হইল। তিনি কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন :—

"নন্দকুমারের হৃদয়—যদ্যপি ক্ষত না হইত তাহা হইলে; কার সাধ্য এ বক্ষে লবণ ফেলিয়া যাতনার বৃদ্ধি করে? ও! সুশীলা!

ডাকাইত সহস্রগুণে বলবান হইলেও, সে যাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া আনয়ন করে! তাহার সম্মুখে—কথা কহিতে তাহার—হৃদয় কম্পিত হয়ই হয়!! আজ প্রতাপের সেই অবস্থা উপস্থিত। প্রতাপ নন্দকুমারকে স্বহস্তে কত যাতনাই প্রদান করিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু নন্দকুমারকে দেখিয়া সমস্তই বিস্মৃত হইলেন। যে কয়েকটী কথা রোষ ভরে—বলিলেন, তাহার—প্রত্যুত্তর পাইয়া অপদস্থ হইলেন। এই প্রকার ভাবনা তাঁহার হৃদয়ে উপস্থিত হওয়াতে, তিনি কম্পিত হইয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার উভয় নয়ন ঘুরিতে লাগিল; তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ ভাবিয়া শেষ বলিলেন:—

"নন্দকুমার! আমি কেন তোমার কাছে আসিয়াছি তাহা জান?" নন্দকুমার নিরুত্তরে—রহিলেন:—

প্রতাপ নন্দকুমারের কোন উত্তর না পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন:—

"দেখ! তুমি বন্দী! আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে জীবনে বিনাশ করিতে পারি! যদি তোমার জীবনের প্রতি করুণা থাকে, তাহাহইলে আমি যে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি—তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান কর?"

এবার নন্দকুমার একটি—দীর্ঘ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসিত করিলেন:—

প্রতাপ এবার পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন:—

"মৃত্যু পথের পথিক! আমার কথার উত্তর দাও? যদি তোমার কণ্ঠের স্বর প্রয়োগ করিবার আবশ্যক থাকে? তাহা হইলে এই বেলা প্রয়োগ কর? আর অল্প সময়ের পরে তোমাকে শমন ভবনে গমন করিতে হইবে!!"

প্রতাপ এই কয়েকটী কথা বলিয়া, রোষভরে স্বীয় হস্তস্থিত তরবারি হেলাইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

নন্দকুমার একে একে প্রতাপের—সমস্ত কল্পনা শ্রবণ করিলেন। তাঁহার মনে কেমন নৈসর্গিক ভাবের উদয় হইল। তিনি সহাস্যে বলি, লেন :—

"প্রতাপ! মৃত্যুর—ভয় তুমি কোরো! মৃত্যুর—ভয়—পাপীতে করিয়া থাকে! নিষ্কলঙ্ক নন্দকুমার মৃত্যুকে কেন ভয় করিবে? নরকের কি সাধ্য যে নন্দকুমারের অঙ্গ স্পর্ষ করে? ওঃ! ওঃ! পবিত্রা ভাগিরথি! তুমি না কল্ কল্ শব্দে অনতিদূরে প্রবাহিত হোচ্চো!! এসো? তুমি যে বলে হিমালয়ের দেহকে ভঙ্গ কোরে পৃথিবীতে পদার্পন কেরে ছিলে, আজ সেই বলে, এই ক্রূরমতি প্রতাপের হৃদয় বিদীর্ণ কর?"

নন্দকুমার রোষভরে কম্পিত হইলেন। তাঁহার—শরীরে ক্রোধের আবেশ হওয়াতে; তিনি অস্থির হইয়া সেই গৃহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অধরোষ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল। প্রতাপও আপনাকে নন্দকুমারের নিকট অপদস্থ জ্ঞান করিয়া, সহস্র অগ্নি শিখার ন্যায় মনে ২ জ্বলিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি রোষভরে নন্দকুমারকে বলিলেন :—

"নন্দকুমার তোমার জীবনে আমার মহা প্রয়োজন? তুমি জীবনকে অকাতরে দান করিতে প্রস্তুত আছো!!"

নন্দকুমার—সগর্ব্বে বলিলেন :—

"শিকারী স্বীয় ক্ষমতা বলেই সিংহের জীবন গ্রহণ করে? তোমার ক্ষমতা থাকে, তুমি ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া, বক্ষ বিদীর্ণ করত নন্দকুমারের প্রাণ বায়ু গ্রহণ কর?'

প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া অসি হস্তে করিয়া বলিলেন :—

"তবে তুমি বক্ষকে সাহসভরে পাতিয়া দাও? আমি এই অস্ত্রের সাহায্যে তোমার হৃদয় প্রবাহিত উষ্ণ শোনিত পান করি?"

এই কথা বলিয়া প্রতাপ অসি হস্তে সবেগে নন্দকুমারকে আক্রমণ করিলেন।

নন্দকুমার—সবলে প্রতাপের হস্ত হইতে অসি গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন :—

"নরকের কাল পিশাচ! আমার সুশীলার জীবন গ্রহণ কোরেও কি তোমার জঘন্য প্রবৃত্তিকে পরিতুষ্ট করিতে পার নাই? এক্ষণে আমাকে মহাকৌশলে রাজ-দ্বারে অপরাধী করিয়া মৃত্যু পথের পথিক করিয়াছ?—তাহাতেও কি তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হয় নাই? এসো—তোমার জীবন তোমার দেহ হইতে অন্তরিত করি?"

প্রতাপ পরাস্ত হইয়া বেগে প্রস্থান করিলেন; দ্বার আবদ্ধ হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অনলে সুবর্ণ!!

ক্রমে ললিতার বিরহ বৃদ্ধিকে প্রাপ্ত হইল। তিনি অন্তরেই পুড়িতে লাগিলেন কিন্তু অভিমান ভরে প্রতাপের বাটী হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন বলিয়া আর তিনি তথায় যাইতে পারিলেন না। তিনি স্বপ্নে প্রতাপকে দেখিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। দিন দিন সেই বিরহ অসহ্য হইবা

উঠিল। তিনি বিরহের যাতনায় আহার নিদ্রা ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া "প্রতাপ!!' নাম উচ্চারণ করিয়া হৃদয়কে শান্ত করিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রতাপও ললিতা বিরহে কাতর হইলেন। তিনি উর্দ্ধে, অধে, পশ্চাতে, সম্মুখে যে দিকে চাহিতে লাগিলেন, সেই দিকেই আকাশপটে ললিতার আনন্দময়ীমূর্ত্তি দেখিয়া আকুল হইতে লাগিলেন। শ্যামা প্রত্যহ তাঁহার নিকট হইতে অনুনয় পত্র লইয়া ললিতার নিকটে আসিত। তিনি শ্যামার আগমন পথ চাহিয়া থাকিতেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা যে ললিতা কি বলেন এই কথা শ্রবণ করিয়া হৃদয়কে সন্তুষ্ট করেন। ক্রমে যত দিবস অতীত হইতে লাগিল, ততই তাঁহার বিরহ বেগ অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি অবসাদে নির্জ্জনে বসিয়া অপরাপর কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করত ললিতার, নাম জপমালা রূপে ধারণ করিয়া স্বীয় হৃদয়কে শান্ত করিতে লাগিলেন।

ললিতার—কোমল প্রাণ। তিনি বিরহ ব্যথায়, অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া কখন কি করিতেন তাহার স্থির ছিল না। ললিতাকে ভাবিত ও সন্দিগ্ধ দেখিয়া, ললিতার মাতা ললিতার প্রতি দৃষ্টি সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন। এক রাত্রে ললিতা মাতার সহিত নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময়ে 'প্রতাপকে' স্বপ্নে দেখিলেন। যেন প্রতাপ করযোড়ে নীর—ভারাক্রান্ত নয়নে তাঁহার নিকটে কৃত অপরাধের মার্জ্জনা চাহিতেছেন। তিনি মান ভরে বসিয়া আছেন। হঠাৎ তাঁহার নিদ্রা অপসৃত হইল। তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। চতুর্দ্দিকই প্রতাপ শূন্য!! তিনি অধীর হইলেন। প্রতা-পের কারণ তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি একেবারে প্রতা-পকে দেখিবেন বলিয়া কাতর হইলেন। নিশা গম্ভীরা রূপে পৃথিবীকে শাসন করিতে ছিলেন। সেই ভয়ানক সময়ে তিনি অধীর হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার জননী কিছুই টের পাই-লেন না। তিনি শরীরের জ্বালা নষ্ট করিবার কারণ একবার স্বীয় বাটীর

উঠানে বেড়াইলেন। তথায়ও তাঁহার হৃদয় শীতল হইল না। তিনি বাটীর পার্শ্বস্থিত গঙ্গার প্রবাহ চুম্বিত বায়ুস্পর্শে হৃদয়কে শীতল করিতে পারিবেন ভাবিয়া সেই গভীর রাত্রে একাই গঙ্গার তীরে যাইয়া প্রতাপ যে ঘাটে স্নান করিতেন সেই ঘাটের সোপানের উপরে বসিলেন। তাঁহার বাটী হইতে সেই ঘাট অধিক দূর নহে। সেই ঘাটের উপরেই প্রতাপের প্রাসাদ, এবং সেই ঘাটের সম্মুখেই প্রতাপের কক্ষ ছিল। তিনি জানিতেন, যে প্রতাপ প্রতি প্রভাতে গাত্রোত্থান করত স্বীয় জানালা দিয়া অগ্রে ভাগীরথীর শোভা দেখিতেন। প্রতাপের জানালার সম্মুখে একটী কৃষ্ণচূড়া ফুলের বৃক্ষ শাখাকুল বিস্তার করিয়া ছিল। এই কারণে জানালা হইতে কেহ দৃষ্টি করিলে সহজে সোপান দৃষ্ট হইত না; কিন্তু সোপান হইতে স্থির নয়নে দেখিলে জানালা দেখা যাইত।

ললিতা আলুলায়িতকেশে সেই স্নিগ্ধ সমীর চুম্বিত সোপানে বসিয়া হৃদয়কে শীতল করিতে লাগিলেন। মন্দ সমীরণ মন্দ মন্দ বহিয়া তাঁহার চুল লইয়া খেলা করিতে লাগিল। তিনি কতক্ষণ এক দৃষ্টে গঙ্গার তরঙ্গকুলের প্রতি চাহিয়া রহিলেন; ক্রমে তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইল, তিনি কাতর হইয়া গঙ্গার প্রতি বলিলেন:—

"ভাগিরথি! তোমাকে স্পর্শ করিলে লোকে চরিতার্থ হয়!! কিন্তু কৈ আমি তো চরিতার্থ হোতে পারলেম না। আমার হৃদয়ের যাতনা তো নষ্ট হইল না। কেন মা!! আমি কি অপরাধ করিয়াছি, যে আমার প্রতি সে করুণা প্রদান করিলে না। মা! একবার করুণা কর? আমার দগ্ধ বক্ষ শীতল হোক!!"

পবন দেব মৃদু বহিতে ছিলেন, ললিতার ক্রন্দনে বেগে বহিলেন। ললিতার কেশরাশি, ললিতার অঞ্চল, সেই বেগে কম্পিত হইতে লাগিল। ললিতার হৃদয়ে কি ভাবের উদয় হইল, ললিতা কাঁদিতে ২ গাহিলেন:—

"কোথা হে অবলা নাথ ডাকিতেছে কাঙ্গালিনী।
দেখা দিয়া প্রাণ রাখ? তুমিহে জগত মণি॥

আমি অবলা সবলা—
দহিছে বিরহ জ্বালা—
আর যে সহিতে নারি—
বাঁচাও ভারিবে—দুঃখিনী ॥"

তাঁহার মধুর ধ্বনি কোকিলকে গঞ্জনা প্রদান করিয়া সেই ভাগীরথী-সৈকত কম্পিত করিল। তিনি পুনঃ পুনঃ এক মনে এই গীতটি গাহিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রতাপ সারানিশা বিরহ যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া নিদ্রা যান নাই। প্রভাত সমীরণের মোহনীয় গুণে বিমুগ্ধ হইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। নিদ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তিনি ললিতাকে সম্মুখে পাইয়া ললিতার অভিমান নাশ করিবার কারণ, অনেক বিনয় করিতেছেন; ললিতা তাঁহার বিনয়ে তাঁহাকে মার্জ্জনা করিতেছেন। হঠাৎ তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি আশ্চর্য্যে চক্ষু উন্মোচন করিয়া চারিদিকে দেখিলেন, কোথাও ললিতা নাই। শেষে কাতর হইয়া শয্যা হইতে উত্থান পূর্ব্বক গৃহের মধ্যেই বিচরণ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ললিতার কণ্ঠ নিঃসৃত গীত ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি পরিচিত কণ্ঠ—স্বরে আশ্চর্য্য হইয়া স্থির—ভাবে শুনিলেন। ললিতার কণ্ঠস্বর বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। তিনি শব্দানুসারে স্বীয় গবাক্ষ উন্মোচন করিলেন। নিশার অন্ধকার তখনও আকাশ দেশ পরিত্যাগ করে নাই। তিনি ললিতার গান শুনিলেন, কিন্তু ললিতাকে দেখিতে পাইলেন না। শেষে অধৈর্য্য হইয়া স্বয়ং সেই স্থানের উদ্দেশে আগমন করিলেন। কপোললগ্ন হস্তে ভাগিরথীর প্রতি চাহিয়া ললিতা গীত গাহিতেছেন, তাহা দেখিলেন। তাহার শরীর কম্পিত হইল। এক নিমেষ স্থির হইয়া রহিলেন। ললিতা সংগীত থামাইলেন। তখন আর প্রতাপ স্থির হইতে না পারিয়া সবেগে সাহসভরে একেবারে ললিতার সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন। ললিতা তৎক্ষণাৎ চমকাইয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

প্রতাপ স্থির হইতে পারিলেন না। ললিতা যেমন দাঁড়াইয়া উঠিলেন, প্রতাপ অমনি জানুপাতিয়া ললিতার সম্মুখে পতিত হইলেন। ললিতা বিস্মিত হইলেন। তিনি প্রতাপের কাতর ভাব দর্শনে মনে মনে দগ্ধ হইলেন; কিন্তু প্রকাশ্যে কোন কথা না কহিয়া চুপ্ করিয়া এক দৃষ্টে প্রতাপের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। ললিতার এবম্বিধ ভাব সন্দর্শনে প্রতাপ কাতরে বলিলেন ঃ—

"ললিতা! তুমি একটু দাঁড়াও? আমি যে কয়েকটী বিষয় লইয়া আমার হৃদয়কে জ্বালাইয়াছি; সেই কয়েকটী বিষয় তোমার সমক্ষে প্রকাশ করিয়া বলি! পরে তোমার—যথেচ্ছা উত্তর পাইলেই আমি আমার জীবনকে যাহা করিতে ইচ্ছা হইবে করিব।"

ললিতা প্রতাপকে দেখিবেন ভাবিয়া ভাগীরথী—সৈকতে আসিয়াছিলেন। প্রতাপকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়স্থ অনল হু হু শব্দে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি অস্থির হইলেন, তথাপি মনোভাব গোপন করিয়া নির্ব্বাকে তথায় দণ্ডায়মান—রহিলেন।

প্রতাপ দেখিলেন—ললিতা দণ্ডায়মান রহিলেন; তখন তিনি বলিলেন ঃ—

"ললিতা! আমি তোমার—মুখ চাহিয়াই—এ সংসারে সংসারী হই নাই!! তুমি কি আমার সে আশায় ছাই দিলে?"

ললিতার—চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল, তিনি অধীর হইয়া বলিলেন ঃ—

"প্রতাপ!! মৃত্তিকার—উর্ব্বরতা লাভ করিবার কারণ—বনলতা আপনিই উদ্যানে জন্মাইয়া উদ্যানের শোভাবৃদ্ধি করে? তাহার ফুলে—প্রকৃতির শোভা বৃদ্ধি হয়! উদ্যানপাল যদি অযতনে সে লতাকে আমূল খণ্ডিত করে, তবে সে লতা কত ক্ষণ জীবিত থাকে?"

প্রতাপ ললিতার—কথা বুঝিলেন—; বুঝিয়া গোপন করত বলিলেন ঃ—

দেখ ললিতা! আমি তোমার—কারণে উন্মত্ত হইয়াছি,

সেই কারণে ভ্রমবশতঃ তোমার নিকট যে সমস্ত অপরাধ করিয়াছি তাহা বিস্মৃত হও? দেখ পাখী অতি যতনে সুখে থাকিবে বলিয়া বহুকষ্ট সহ্য করিয়া বাসা প্রস্তুত করে, কিন্তু দুর্ম্মতি পবন তাহাকে সহজে ভাঙ্গিয়া ফেলে। আমি বহু যতনে তোমার রূপ জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া এক দিন আমার দেহকে শোভিত করিতে পারিব বলিয়া, তোমার আশা রূপ বাসা হৃদয়ে প্রস্তুত করিয়া ছিলাম; কিন্তু তুমি—কোন নিষ্ঠুর প্রাণে আমার সেই বাসাকে ভাঙ্গিতে বসিলে? শুন ললিতে! আমি এই পুণ্যতোয়া ভাগিরথীর সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি; যদি তুমি আমার হও? তাহা হইলে তুমি আমাকে যাহা বলিবে তাহাই করিব।"

এমন যে কঠিন প্রস্তর তাহাও বারির পতনে ক্ষয়িত হইয়া থাকে!! তবে ললিতার—কোমল হৃদয়—যে ক্ষয়িত হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? প্রতাপের কাতরতায় ললিতা বিমুগ্ধ হইলেন। পূর্ব্ব অভিমান তাঁহার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইল। তিনি প্রতাপকে তদবস্থ দেখিতে পারিলেন না। স্বয়ং প্রতাপের হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে উত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন :—

প্রতাপ যথেষ্ট হোয়েছে—তুমি মন দিয়া শ্রবণ কর? দেখো! তোমার কাতরতা রূপ প্রবল ঝটীকায় আমার হৃদয়—আকাশ হইতে অভিমান রূপ মেঘ অপসৃত হইয়াছে!! এখন তুমি আর আমি আজ অবধি পূর্ব্বের প্রণয়ী হইলাম!! দেখ প্রতাপ!! তোমার হৃদয়ের কথা তুমি বলিতে পার? কিন্তু আমার হৃদয়ের কথা এত দিন তোমাকে বলি নাই—আজ বলিতেছি :—দেখো ভাই! তুমি যে কেবল আমাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া ছিলে তাহা নহে, আমিও তোমাকে অমার হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছি—! এত দিন পরীক্ষা করিতে ছিলাম। ভাই—মার্জ্জনা কোরো; আজ হইতে তুমি আমাকে যেমন দেখিতে তেমনিই দেখিও, আমিও তোমাকে যেমন দেখিতাম তেমনি দেখিয়া আমার হৃদয় শীতল করিব।"

ললিতা এই কথা বলিয়া প্রস্থানোদ্যতা হইয়া দুই একপদ অগ্রসর হইলেন। প্রতাপ আশ্চর্য্য হইয়া তাহার গতিপথ রোধ করিয়া বলিলেন :—

"দেখ ললিতা আমি আমার—মনোভাব তোমার জননীর নিকটে প্রকাশ করি—; তিনি অবিলম্বেই আমাদের বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিবেন।

ললিতা চুপ করিয়া রহিলেন। প্রতাপ বলিলেন :—

"আর— কত— দিন তুমি অসম্মত থাকিবে ?"

ললিতার –চক্ষে প্রতাপের—ভাগ্যের ভবিষ্যৎ ছায়া পতিত হইল। তিনি মনে মনে কান্দিলেন। শেষে মন স্থির করিয়া স্বগত বলিলেন :—

"নদীর স্রোতকে বিশ্বাস কি? তাই বলিয়া কি স্রোতস্বতী নদীর বক্ষে গমন করে না।! প্রতাপের ভবিষ্যতে যাহাই থাকুক, তাই বলিয়া কি আমি আজীবন কান্দিব!"

ললিতা মনের কথা শেষ করিয়া বলিলেন :—

"প্রতাপ!! অনেক আশাসে মাধবী—সহকারের আশ্রয় গ্রহণ করে? কিন্তু সহকার যদি বিষ-বৃক্ষের কার্য্য করে, তাহা হইলে মাধবী জীবনে হত হয়।! তাই বলি আমি তোমার আশায় রহিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, দেখো প্রতাপ আমি আজন্ম অভিমানিনী, আমার এ গৌরব যেন প্রশস্ত থাকে?"

এই কথা বলিয়া ললিতা বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুবারি মোচন করিতে ২ প্রস্থান করিলেন। প্রতাপ ললিতার সম্মতি পাইয়া সানন্দে স্বীয় বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

কত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

গরলে—অমৃত!!

সেই—দিবস প্রভাত হইল। তপন—দেব পূর্ব্বগগনে সপ্ত-হরিদশ্ব সংযুক্ত স্বুবর্ণময় রথে আরোহণ করিয়া ভুবন পর্য্যটনে—প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার—রশ্মিকুল সেনা বেশে পৃথিবী শাসন করণার্থে স্থানে স্থানে সমবেত হইয়া স্বীয় ২ প্রভাব প্রকাশিত করিতে লাগিল।

এদিকে ললিতা আসিবার কালে গঙ্গায় স্নান করিয়া আলুলায়িত কেশে বাটীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রতাপকে বিবাহে সম্মতি দিয়া মনে মনে আপনার বিনাশ আপনি স্থির করিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ—সর্পের হস্তে জীবন যাইবে এই ভয়ে কে কোথায় তাহার মস্তক-স্থিত মণি আহরণে বিমুখ হয়? তিনি স্বীয় কক্ষে বসিয়া জীবনের ভবিষ্যৎ বিষয় ভাবিতে লাগিলেন।

ওদিকে প্রতাপ শিবিকার সহিত স্বীয় সিপাহী পাঠাইয়া ললিতার জননীকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় বাটীতে লইয়া গেলেন। তাঁহার নিকটে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিলেন। ললিতার জননী যে ইচ্ছায় এত দিন দেবগণের নিকটে প্রার্থনা করিতে ছিলেন; তাহা সফল হইল দেখিয়া তিনি আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। প্রতাপকে উদ্যোগ করিতে বলিয়া ও আশীর্ব্বাদ করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। সেই দণ্ডেই প্রতাপ পুরোহিত ডাকাইয়া বিবাহের—দিন স্থির করিতে বলিলেন। পরদিবস বিবাহের—দিন স্থির হইল। তিনি সেই দিবসেই ললিতার

গাত্রে হরিদ্রা প্রদান করণার্থে সংবাদ পাঠাইলেন। ললিতার জননী অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁহার—কন্যা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপত্নী হইবেন দেখিয়া তিনি প্রতাপের মতে সম্মতি দিলেন। প্রতাপ স্বীয়—গাত্রে হরিদ্রা লেপন করিয়া অতিশয় জাঁক জমকের সহিত ও নানাবিধ উপকরণের সহিত ললিতার—বাটীতে হরিদ্রা প্রেরণ করিলেন। ললিতা সম্মুখে আনন্দ প্রকাশ করিয়া জননীর কথায়, পাড়ার আয়তি চিহ্ন-ধারিণী—স্ত্রীলোকগণের দ্বারায় অঙ্গ সুশীতল করণার্থে প্রতাপ—দত্ত হরিদ্রা মাখিলেন। তাঁহার—পক্ষে হরিদ্রা উপরে স্নিগ্ধ বোধ হইল, কিন্তু অন্তরে তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। এই কার্য্য সমাধা হইলে আয়ুবৃদ্ধিকারী ভোজন সমাপ্ত হইল। সে নিশায় ললিতা—প্রতাপকে হৃদয়ে পাইবেন ভাবিয়া সুখী হইলেন। প্রতাপও ললিতাকে পাইবেন বলিয়া সুখী হইলেন। পরদিবস উভয়ে—অধিবাস করিলেন। উভয়ের বাটীতে কুটুম্ব ও কুটুম্বিনীগণ আসিতে লাগিল। প্রতাপের বিবাহ বার্ত্তা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। সকলেই সেই—বিবাহার্থে নিমন্ত্রিত হইলেন। প্রতাপ স্বয়ংই বিবাহের ব্যয় করিলেন। ললিতার মাতাঠাকুরাণীর কিছুই লাগিল না। রাত্রি এক প্রহরের পরে লগ্ন স্থির হইয়াছিল। ইতিমধ্যে স্বগণের সহিত মহা সমারোহে প্রতাপ ললিতার—বাটীতে ললিতার—পাণী-পীড়নার্থে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপের—লোকেরা মহা সমারোহে সভাস্থল সাজাইয়া ছিল। প্রতাপের—ধনবান আত্মীয়গণের পদতল ধারণ করিয়া সভাস্থল মহাশোভিত হইল। চতুর্দ্দিকের আলোক ও মঙ্গলবাদ্যে ললিতার—বাটী ইন্দ্রালয়—হইয়া আসিল; কিন্তু সেই বাটীর এক কোনে এই মহানন্দের সময়ে একটী কালপেচক কান্দিতে লাগিল। চারি-পাঁচটী গৃহগোধিকা একত্রে মুখামুখী করিয়া একমনে শব্দ করিতে লাগিল। এশব্দ কেবল ললিতাই শুনিতে পাইলেন।

ললিতা বিবাহ সূত্র হস্তে বাঁন্ধিয়া, রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া, চণ্ডীর পুঁথি ও সশিষ নারিকেল ফল ক্রোড়ে করিয়া, বিবাহ আসনে উপবিষ্ট

রহিলেন। তাঁহার মন এক একবার আনন্দ সাগরে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, এক একবার—নিরানন্দ—সাগরে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে বিবাহের সময় উপস্থিত হইল। পুর স্ত্রীরা চারিদিকে শঙ্খধ্বনি করিয়া ছাদনাতলায় দাঁড়াইল। আয়তি স্ত্রীগণ স্ত্রী—আচারের—উপযোগী দ্রব্য সমূহের দ্বারায় বরকে সম্বর্দ্ধনা করিবার কারণ সজ্জীভূত হইল। বরবেশে প্রতাপ তথায় আনীত হইলেন। চতুর্দ্দিকে উলুধ্বনি হইতে লাগিল। শঙ্খের শব্দে সুতানটী কাঁপিতে লাগিল। সংবর্দ্ধনাকারিণী নারীগণ প্রতাপকে বেষ্টন করিল। পরিহাসের উপযুক্ত লোকেরা পরিহাস করিতে লাগিল। ললিতার বাটী—আনন্দময় রূপ ধারণ করিল। স্ত্রী আচার সমাপ্ত হইল। শুভমাল্য পরিবর্ত্তন—করিবার কারণ নাপিত ললিতাকে তথায় আনিল। ললিতা সেই দণ্ডেই প্রতাপকে হৃদয়ে অধিষ্ঠান করাইবেন ভাবিয়া, সপ্তবার বেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহাকে মাল্য প্রদান করিলেন। বর ও কন্যা বিবাহস্থলে আনীত হইলেন। ললিতার আত্মীয়—খুড়া—ললিতাকে সম্প্রাদান করিতে বসিলেন। উভয়ের পিতৃলোকের—নাম উচ্চারণ করিয়া পুরোহিত উভয়কে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিলেন। পরে দেবগণের নামে মঙ্গল কামনা করিয়া উভয়ের শুভদৃষ্টি করাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণের-কুশণ্ডিকা সেই সময়ে—হইবার নহে, এই কারণে ললিতা সৌভাগ্য চিহ্ন--সিন্দুর—ধারণে বিরত রহিলেন। বিবাহ কার্য্য শেষ হইল। চতুর্দ্দিকে আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। বরকন্যা বাসর গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপের লোকেরা ও ললিতার আত্মীয়েরা বিবাহে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে ভোজন করাইয়া সন্তুষ্ট করিলেন। সকলে একে একে বিদায় হইল।

এদিকে আমোদ দেব অবসর বুঝিয়া বাসর গৃহে প্রবেশ করিলেন। বাঙ্গালীর পুরস্ত্রীগণের—মধ্যে বাসর—গৃহের ন্যায় স্বাধীন আমোদের স্থান আর নাই। যাহার যাহা অভিলাষ ছিল সকলেই অভিলাষ পূর্ণ করিতে বাসর গৃহে প্রবেশ করিল। প্রতাপের বামে ললিতা রক্তবস্ত্রা-

লঙ্কারাবৃতা হইয়া সাবগুণ্ঠনে বসিলেন। প্রতাপ আনন্দচিত্তে উপস্থিত পুর সুন্দরীগণের মনোরঞ্জনার্থে ব্যস্ত হইলেন।

এদিকে সময় বুঝিয়া শ্যামা নূতন বেশে সেই স্থলে প্রবেশ করিল। শ্যামার আলুলায়িত কেশদাম কবরীতে আবদ্ধ হইয়াছিল। শ্যামার নিরালঙ্কার দেহ অলঙ্কৃত হইয়াছিল। শ্যামা নাসিকাতে নত পরিয়াছিল। একখানি ঢাকাই—কাপড় পরিয়াছিল। শ্যামাকে সকল পুরনারীরাই ভাল বাসিত। শ্যামা তথায় প্রবেশ করিবামাত্রেই সকলেই তাহাকে সাদরে গ্রহন করিল। শ্যামা প্রতাপ ও ললিতার সম্মুখে উপবেশন করিয়া মনে মনে মুচকিয়া হাসিল। প্রতাপও সে হাসি বুঝিতে পারিয়া মুচকিয়া হাসিলেন। শ্যামা সকলের অনুরোধে গাহিল :—

"বৃন্দাবনে মরি আজি কি শোভা হইল।
রাধার চরণে শ্যাম—শিরঃচূড়া পরশিল ॥
ত্যজিয়া কোমল প্রাণ —
দূরে গেল অভিমান —
থাকিয়া গগনে চাঁদ —
মৃদু হাসি হাসিল ॥
রতি সহ পঞ্চবান
হাতে লয়ে ফুলবান
অকাতরে সম্মোহনে
একে একে বিঁধিল ॥"

গান থামিল। সকলেই আনন্দিত হইয়া হাসিয়া উঠিল। প্রতাপ হাসিল, ললিতা অবগুণ্ঠনের ভিতরে থাকিয়া হাসিল। শ্যামা হাসিতে২ পুনরায় গাহিল :—

"তোরা দেখ্‌বি কে লো আয়——
মন্‌চোরা পোড়েছে ফাঁদে।
পেয়েছি অনেক দুঃখেতে—তায় —
(পোড়া) মন যার—তরেতে কাঁদে ॥

হৃৎপিঞ্জরের পোষা পাখী
উড়ে গেছ্‌লো শিক্‌লি কেটে :—
তার জন্যে সই কেঁদে কেঁদে
গেছ্‌লো আমার—অন্তর ফেটে :—
এখন পেয়ে—পথে দেখা—
বাঁধিলাম তায়—দৃঢ় বাঁধে ॥"

নানাপ্রকার অঙ্গ ভঙ্গীর সহিত গান সমাপন করিয়া শ্যামা হাসিতে হাসিতে বলিল :—

"ওলো ললিতে! আমি ভাই তোর মাকে মা বলি; বর আমার সাধের ভগ্নিপতি! এসোহে ভগ্নিপতি—একবার কানটি মুচ্‌ড়ে দি?"

শ্যামা সময়—পাইয়া স্বচ্ছন্দে মহামান্য প্রতাপের কর্ণ মুচড়াইয়া দিল। প্রতাপ মস্তক হেঁট করিয়া রহিলেন। তিনি যে সুখ সাগরে ভাসিতেছেন, তাহাতে শ্যামার পরিহাস তাঁহাকে অমৃত বলিয়া বোধ হইল। শ্যামা এই অভিনয়ের শেষে সম্মুখস্থিতা একটী বৃদ্ধার হস্ত ধরিয়া বলিল :—

"বলি ও ঠানদিদি! ললিতার—বর আর তোমার বর একই কথা, এসো একবার কাছে এসো?"

ঠানদিদি শ্যামার আকর্ষণে তথায় যাইয়া বসিতে ২ বলিলেন :—

"তোরা নব নব যুবো বাগী থাক্‌তে নাত জামাই কি আমাকে ভাল বাসবেন।"

তাঁহার বদন দন্তশূন্য হওয়ায় অর্দ্ধেক কথা বোঝা গেল না। এই কথা শেষ করিয়া তিনি স্বরের সহিত বলিলেন :—

"পুরুষ ভোমরা উড়ে এসে পদ্মের মন ক'রলে চুরি।
ঠকাইয়া কমলিনী, হৃদয়ের—মধু নিলে হরি ॥"

বৃদ্ধার—অপূর্ব্ব অভিনয়ে সকলেই হাসিল। শ্যামাও সেই গীত জানিত, শ্যামা ঐ গীতের অপর ভাগ গাইল :—

গুণ গুণ ধ্বনি পায়ে ধরা—কাছে বসা সোহাগ করা,
লুটে নিল তার মধু—নানা মতে ছল ধরি ॥"

শ্যামা আবার আনুপূর্ব্বিক গীতটী—গাহিতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

ললিতার—স্বপ্নদৃষ্টি।

পর দিবস প্রাতে প্রতাপ ললিতাকে বিবাহ করিয়া বাটীতে আনিলেন। কুশণ্ডিকা সমাপ্ত করিয়া সৌভাগ্য—চিহ্ন—তাঁহার—মস্তকে দিলেন। ললিতার মস্তকের সিন্দুর রেখা যেন স্থির সৌদামিনীর ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। প্রতাপ ললিতার হইলেন। ললিতা প্রতাপের হইলেন। প্রতাপ স্বহস্তে বহুমূল্যের হীরক খচিত অলঙ্কার—সমূহের দ্বারা ললিতার অঙ্গ সাজাইয়া দিলেন। ললিতার অন্তর্ব্বর্ত্তী পূর্ব্বের ভাব সমস্তই দুরীভূত হইল। ললিতা প্রতাপকে হৃদয়েশ্বর—ভাবিয়া তাঁহার মতের অনুবর্ত্তিনী হইলেন। প্রতাপ বহু আয়াসে ললিতা রত্নকে হস্তে পাইয়া অহোরাত্র ললিতার সম্মুখেই রহিলেন। ক্রমে কুটুম্বিনী ও কুটুম্বগণ স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিল। প্রতাপের—বাটী শূন্য হইল। প্রতাপ ললিতার জননীর দৈন্য মোচন করিবার কারণ শত-মুদ্রা মাসহারা করিয়া দিলেন। ললিতার জননী—ভাগ্যবান জামাতা পাইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

ললিতা ও প্রতাপ মনের সুখে কিছুদিন আমোদ প্রমোদ করিতেছেন। এদিকে নন্দকুমারের বিচারের দিন স্থির হইল। নন্দকুমার আগত কল্য বিচারিকৃত হইবেন।

প্রতাপ দেখিলেন তাঁহার জীবনের যত সাধ্য ছিল, সমস্তই শেষ হইল, কেবল নন্দকুমারের জীবন গ্রহণ ও সুশীলার সতীত্ব হরণ—সাধই বাকি রহিল। তিনি সেই উদ্যোগে ব্যাপৃত হইলেন। নন্দকুমারের জীবনের প্রতিই তাঁহার সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য হইল। তিনি কৌশলে অতুল সম্পত্তির অধিপতি হইলেন। কৌশলে ইংরাজ রাজের নিকট মহামান্য প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু লোকাপবাদ রূপ কণ্টক বিমোচনার্থে নন্দকুমারের জীবন গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। আগতকল্য বিচার হইবে ভাবিয়া প্রতাপ কিসে নন্দকুমারের সর্ব্বনাশ করিবেন তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ললিতাকে বিবাহ করিয়া অবধি ললিতার ললিত দেহের সৌন্দর্য্যই দেখিতেন, এ সমস্ত বিষয় ভাবিতেন না। আর সময় নাই দেখিয়া তিনি সুখলাল জহরীকে সংবাদ পাঠাইলেন।

নিশা গম্ভীরাকৃতিতে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। প্রতাপ ও ললিতা শুক ও শারিকার ন্যায় একাগ্রে মনের আমোদে বসিয়া রহিলেন। উভয়ের অন্তরে উভয়কে উন্মত্ত করিল। উভয়ে আনন্দে মাতিয়া নানা প্রকার বিলাসবার্ত্তা প্রয়োগ করিতেলাগিলেন। এমন সময়ে প্রতিহারী সুখলাল জহরীর আগমন সংবাদ প্রদান করিল। প্রতাপ ললিতার চিবুকে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া বাহিরে আসিলেন।

ললিতা প্রতাপকে এক মাত্র পরিত্রাণ কর্ত্তা ভাবিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু প্রতাপের সমস্ত কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন।

তিনি গভীর—রাত্রে সুখলালের সহিত পরামর্শ শুনিবেন ভাবিয়া তখন শয়ন করিলেন। অল্প কালের মধ্যে গঙ্গার পবিত্র বারিচুম্বিত পবিত্র বায়ু

তাঁহাকে নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে শয়ান করাইল। কোমলমনা ললিতা নিদ্রিত হইলেন। ক্রমে ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন। এমন সময়ে স্বপ্নদেবী একটী লীলাখেলা দেখাইবার কারণ নিদ্রাঘোরে তাঁহাকে দেখা দিলেন। তিনি নিদ্রাঘোরে অজ্ঞানাবস্থায়—স্বপ্নদেবীর মনোহারিণী মূর্ত্তি নয়ন গোচর করিলেন। পরে স্বপ্নদেবী আকাশপটে থাকিয়া ললিতাকে বলিলেন :—

"বৎস! তুমি—ধর্ম্মের—একাংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ! কিন্তু পার্থিব-লোভে ও প্রণয়ে পতিত হইয়া অধর্ম্মের সহিত মিশিত হইয়াছ! অকৃত্রিম বস্তুর সহিত কৃত্রিম বস্তুর—মিলন শোভা পায় না, এই কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই তোমাকে ভবধাম পরিত্যাগ করিতে হইবে। অধর্ম্মের অংশে প্রতাপের জন্ম, প্রতাপের পার্থিব লীলা শেষ হয় নাই, তাই এখনো প্রতাপ সুখে আছেন। মানবের পার্থিব লীলাসমূহ ঈশ্বরের দর্পণ স্বরূপ!! কারণ প্রতাপ যে যে কার্য্য করিতেছেন; তাহা সকলেই জানিতে পারিয়াছে, পরে প্রতাপের পরিণাম কি হইবে, তাহা দেখিয়া মানবে আর কেহ প্রতাপের ন্যায় কার্য্য করিবে না? অতএব দেখো বৎস! তুমি অগ্রে পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে ভুলিও না? সুশীলার সতীত্ব হরণ যত দিন না হইবে, তত দিবস প্রতাপ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি থাকিবেন। যে দণ্ডে প্রতাপ সুশীলাকে বল পূর্ব্বক আক্রমণ করত কামুক হইয়া সতীত্ব হরণ করণে প্রয়াস পাইবেন, সেই দণ্ডেই উঁহার ভাগ্যাকাশ হইতে বৃহস্পতি দেব অপসৃত হইবেন। শনিদেব ভীমবেশে তাহার পদে অভিষিক্ত হইবেন। প্রতাপ মহাপাপের যাতনায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ভিখারী হইবেন। তুমি প্রতাপের কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিও? যে দণ্ডে নন্দকুমারের ফাঁসি হইবে। সেই দণ্ডেই সুশীলাকে গ্রাস করিতে প্রতাপ গমন করিবেন। তিনি যে দণ্ডে, সুশীলার গাত্রে হস্ত প্রদান করিবেন, সেই দণ্ডেই তুমি হয় উদ্বন্ধনে না হয় বিষভক্ষণে পার্থিবদেহ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মলোকে আগমন কোরো?"

ললিতা কুস্বপ্ন দেখিয়া ক্রন্দনাকুল চিত্তে জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহার সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার দক্ষিণ নয়ন থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার দক্ষিণ অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি অমঙ্গলের কল্পনা মনে করিয়া; প্রতাপ কোথায় সুখলালের সহিত কথা কহিতেছেন—সেই উদ্দেশে একাই গমন করিলেন।

এদিকে প্রতাপ সুখলাল জহরীর—সহিত বৈটকখানায় কৃতান্তসম কল্পনা করিতেছেন। উভয়ে মধ্যে মধ্যে হাসিতেছেন। মধ্যে ২ পরামর্শ স্থির করিতেছেন। আনুসঙ্গিক সমস্ত কথা স্থির হইলে, প্রতাপ বলিলেন :—

"দেখ সুখলাল, ফ্রান্সিস সাহেব ভয় পাইয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছেন নন্দকুমারের উপর হেষ্টিংসের কথনই অবিশ্বাস হইবে না। আরো নন্দকুমার যে কৌশলে পতিত হইয়াছেন, হেষ্টিংশ তাহা শুনিয়া তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলে ফ্রান্সিস্ সাহেবের সর্ব্বনাশ হইবে। দেখো!! আমরা যে জুয়াচুরী দাবীটি সাজাইয়াছি; ইহা ফ্রান্সিস সাহেব অবধি জানেন না। যদি নন্দকুমার কালিকার বিচারে নিপরাধী হন, তাহা হইলে, এই দাবীতে তাঁহাকে শমনালয়ে প্রেরণ করিব। সুখলাল, তোমার ভাগ্যলক্ষ্মী তোমার ভাগ্যপদ্মে উপবেশন করিলেন দেখিতেছি, এই কার্য্য করিতে পারিলে, ফ্রান্সিস সাহেব তোমাকে রাজা করিয়া দিবেন। আজ হইতে আমার ন্যায়—তুমি মায়া, মমতা, দূর কর? স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও? দেখো, সৌভাগ্য না হইলে, মানবজন্মই বৃথা!! অতএব এমন সামান্য আয়াসে সে সৌভাগ্য লাভ করিতে কথনই ভুলিও না?"

সুখলাল প্রতাপের কথায় মোহিত হইয়া স্বীকার করিলেন। প্রতাপের সহিত কল্য একত্রেই বিচারালয়ে যাইবেন বলিলেন। যদি নন্দকুমার কোন মতে কল্যকার বিচারে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে, সেই দণ্ডেই এই কল্পিত জুয়াচুরি পরোয়ানা ধরাইবেন; ইহাও স্বীকার

করিলেন। সুখলাল বিদায় হইলেন। সুখলাল বিদায় হইলে, প্রতাপ একবার করজোড়ে ছলনা দেবীর আরাধনা করণার্থে বলিলেন :—

"কোথা মা প্রতাপের অধিষ্ঠাত্রী—দেবী ছলনে!! মাগো! তুমি আমাকে আকাশ পথে থাকিয়া যে কৌশল শিক্ষা করাইয়াছ? আমি সেই কৌশলবলেই বিশ্ববিজয়ী হইয়াছি!! মাগো! যে দণ্ডে নন্দকুমারের জীবন ও সুশীলার সতীত্ব তোমার প্রসাদে আমাকর্ত্তৃক হৃত হইবে, সেই দণ্ডেই তোমার মহিমা এ বঙ্গে প্রকাশিত হইবে। সেই দণ্ড হইতে সকলেই তোমার দাস হইবে। আর কেন মা! আমার হৃদয় আনন্দ হিল্লোলে কম্পিত হইতেছে; এসো মা! একবার দেখা দিয়া আশ্বস্ত কর?"

প্রতাপ আরাধনা সমাপ্ত করিয়া প্রণাম করিলেন। সেই দণ্ডেই বিষণ্নবদনা মূর্ত্তিতে ললিতা তথায় প্রবেশ করিলেন :—

রাত্রি প্রায় দুইপ্রহর অতীত হইয়াছে, এমন সময়ে বিষণ্নাবেশে ললিতাকে তাঁহার সম্মুখে—আবির্ভূতা হইতে দেখিয়া, তিনি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন :—

ললিতা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন :—

"প্রতাপ! আমি পূর্ব্বেই বলিয়া ছিলাম, সহকার যদি বিষবৃক্ষের কাব করে, তবে মাধবীর জীবন কতক্ষণ দেহে থাকে!! প্রতাপ! তুমি আমায় সংহার করিলে!! জননী—তোমার—ললিতা সংহৃতা হইল। মাগো!!"

ললিতা—স্বপ্ন, কল্পিত বাণীতে ও প্রতাপের—মুখনিঃসৃত কথায়, মুগ্ধ হইয়া নিজের বিনাশ স্থির করিয়া, ক্রন্দনাকুল চিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রতাপও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

নন্দকুমারের বিচার।

সূর্য্যদেব প্রকাশ হইলেন কিন্তু মেঘের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন, জগতের প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিলেন না। পবন শ্বাস—প্রশ্বাস রূপে পৃথিবীতে বিহার করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিশ্চল ভাবে রহিলেন। বঙ্গের সমস্ত বস্তুই স্থির ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। যেন ভবিষ্যতে কি একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটিবে, তাহার—সূচনা হইতে লাগিল। যেমন ঝটীকা হইবারপূর্ব্বে পৃথিবী ক্ষণেকের কারণ নিশ্চল ভাব ধারণ করেন; তেমনি আজ কি ভয়ানক ঘটনা ঘটিবে বলিয়া বঙ্গ সংসার একবার নিশ্চল ভাব ধারণ করিলেন।

প্রতাপ আনন্দে নাচিতে লাগিলেন, আবার—ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতেও লাগিলেন। ললিতা হৃদয়ে মহাবিপদ ভাবিয়া শোক শয্যায় শায়িত রহিলেন। এই কার্য্যে—ব্যস্ত থাকিয়া প্রতাপ ললিতার প্রতি লক্ষ্যও করিলেন না।

সুশীলা জীবনকে দেহের মধ্যে এত দিন ধারণ করিয়া দ্বিতীয়ার চন্দ্রমার ন্যায় প্রতাপের কারাগারে আবদ্ধা ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার বামেতর নয়ন থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার বামেতর অঙ্গও থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার প্রাণ বায়ু যেন কাহার জন্য ব্যাকুল হইল। তিনি অস্থির হইয়া সেই কারাগৃহে—ক্ষণে ভূমিতে শয়ন করিতে লাগিলেন। ক্ষণে দণ্ডায়মান হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসিত

করিতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ণে—অশুভ শব্দ ভিন্ন শুভ শব্দ শ্রুত হইল না। তাহার চক্ষে অশুভ দৃশ্য ভিন্ন শুভ দৃশ্য দৃষ্ট হইল না।

হরকুমার—"হাঃ নন্দকুমার! হাঃ নন্দকুমার!!" শব্দে জীবনকে দেহের মধ্যে রাখিয়াছিলেন মাত্র কিন্তু তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া ছিলেন। অনবরত তাহার নয়ন হইতে অশ্রু পতিত হইতেছিল। আজ হঠাৎ তাঁহার বক্ষ থাকিয়া ২ অধিক প্রকারে কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি যতই কাতর হইতে লাগিলেন, ততই "নন্দকুমারের" নাম অধিক প্রকারে উচ্চারণ করিয়া হৃদয়কে শীতল করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয় কোন মতেই স্থির হইল না।

নন্দকুমারের বিচারের কথা কেবল গোস্বামী মহাশয় জানিতেন, তিনি হরকুমারের শোকাধিক্যে সে কথা তাঁহার নিকটে প্রকাশ করেন নাই। রসিক মোহনকে তাঁহার নিকটে রাখিয়া তিনি গঙ্গাস্নানের ছলে, নন্দকুমারের ভবিষ্যতে কি হয় তাহা দেখিতে প্রস্থান করিলেন।

উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে, পুলিষের লোকেরা প্রতাপের বাটী হইতে বন্দী নন্দকুমারকে বাহির করত শকটে তুলিল। নন্দকুমার পুলিষকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সেই অপমানেই জীবনকে বিসর্জ্জন দিতে চেষ্টা করিয়া সকলের সমক্ষে বারকয়েক বক্ষে চপেটাঘাৎ করিলেন; কিন্তু প্রতাপের লীলার শেষে হয় নাই বলিয়া, তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল না।

সুতানটীর আবাল বৃদ্ধ সকলেই কুমার নন্দকুমারের অবস্থা দেখিয়া কান্দিতে লাগিল। তাহারা পথের উভয়—ধারে দাঁড়াইয়া তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল। তাঁহার উজ্জ্বল কৌমার্য্য—মূর্ত্তি সন্দর্শনে কেহই তাঁহাকে দোষী বলিয়া স্থির করিল না। নন্দকুমারের নিকটসম্পর্কীয়গণ চক্ষের অশ্রু সম্বরণ করিতে না পারিয়া স্বীয় স্বীয় বস্ত্রে চক্ষের—অশ্রু মোচন করিতে লাগিল। পুলিষের লোকেরা নন্দকুমারকে গাড়িতে পুরিয়া বিচারালয়ে লইয়া গেল। তিনি প্রতিপদের চন্দ্র—রাহু—চন্দ্রকে গ্রাস করিতে আসিল।

প্রতাপও সুখলাল জহরী হাসিতে হাসিতে জুড়িঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়া বিচারালয়াভিমুখে গমন করিলেন।

বিচারের সময় উপস্থিত হইল। সুপ্রীমকোর্টের—বিচারাসনে মহামতি ইলাইজা ইম্পি সাহেব বিচারপতির উপযুক্ত রক্তবর্ণময়—পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাজবিপক্ষাচারী নন্দকুমারকে বিচারিকৃত করিতে বসিলেন।

নন্দকুমারের আত্মীয়, বন্ধু ও সুতানটীস্থ সকল ভদ্রলোকই এই ভয়ানক দৃশ্য—দর্শনার্থে সুপ্রীমকোর্টে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মব্রত গোস্বামী একধারে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। বিচারালয়ে যেন একটা কি ভয়ানক ব্যাপার হইবে, এই ভাবনাই সকলের মনে উদয় হইতে লাগিল। নন্দকুমারকে অপরাধীর আসনে দণ্ডায়মান হইতে হইল। ফ্রান্সিস সাহেব ও প্রতাপ সাক্ষীর কারণে তথায় প্রবেশ করিলেন।

নন্দকুমার এতক্ষণ কান্দিতে ছিলেন; এক্ষণে অধর্ম্মের জয় হইবে ভাবিয়া, আপনাকে হত জানিয়া, তিনি আর কান্দিলেন না।

নন্দকুমার—যে পত্র ফ্রান্সিসের কৌশলে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ইম্পি সাহেব নন্দকুমারকে সেই পত্র দেখাইলেন। নন্দকুমার তাহা দেখিলেন। ইম্পিসাহেব আর কোন কারণ না জিজ্ঞাসা করিয়া স্বাক্ষরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নন্দকুমার স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া পূর্ব্বাবধি সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু ফ্রান্সিস্ ও প্রতাপ এতদূর যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, যে তাহাতে ইলাইজা সাহেব সন্দিগ্ধ হইলেন। বিচারের মীমাংসা শেষ হইল। নন্দকুমার দোষী এ প্রমাণ স্থির করাইয়া প্রতাপও ফ্রান্সিস আনন্দিত হইলেন। ইম্পি কি হুকুম বাহাল করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ধর্ম্মব্রত গোস্বামী দুর্গানাম জপ করিতে ছিলেন, এই ভয়ানক সময়ে তাঁহার অঙ্গুলি কম্পিত হইতে লাগিল। বিচারালয়ের সকলেই ইম্পি সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিচারপতি লেখনী হস্তে দোষী লিখিবেন কি—না—ভাবিতেছেন, এমন সময়ে একজন সিপাহী একখানি পত্র তাঁহাকে প্রদান করিল। মহাত্মা হেষ্টিংশ নন্দকুমারের

পক্ষে বিশেষ অনুসন্ধান লইয়া নন্দকুমারকে নির্দ্দোষী জানিয়া তাহাকে অব্যাহতি দেওন সংবাদ সেই পত্রে লিখিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। পত্র পাঠ—করত ইম্পিসাহেব আনন্দের সহিত তাহার মর্ম্ম—সকলকে শুনাইয়া, নন্দকুমারকে খোলষা দিলেন। নন্দকুমার আনন্দে ও দুঃখে হতচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। ধর্ম্মব্রত গোস্বামী আসিয়া তাহাকে বক্ষস্থলে ধারণ করিলেন। এই অবসরে, আকাশ হইতে সহস্র বজ্র শিখা প্রকাশিত হইল। পৃথিবী কম্পিত হইল। সুখলাল জহরী জুয়াচ্চুরীর—পরোয়ানা নন্দকুমারকে ধরাইলেন।

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

ললিতার দ্বিতীয় স্বপ্ন।

নন্দকুমার জুয়াচ্চুরি দাবীতে বন্দী হইলেন। অধর্ম্মের জয় হইল। প্রতাপ মনে মনে ছলনা দেবীকে নানা কুসুমে পূজা করিতে লাগিলেন। ফ্রান্সিস্ সাহেব মনে মনে আনন্দিত হইয়া অধর্ম্ম দেবকে সকলের শ্রেষ্ঠ জানিয়া, সুখলাল জহরী ও প্রতাপকে কিসে খুষি করিবেন, সেই ভাবনাই ভাবিতে লাগিলেন। পর দিবস নন্দকুমারের বিচার স্থির হইল। ললিতার জীবন কম্পিত হইতে লাগিলেন। সুশীলা চারিদিক অন্ধকার—দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকের সিন্দুর—হীনপ্রভ হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি অচেতন ভাবে হস্তের আয়তি চিহ্নস্বরূপ লৌহ ভূমে নিপাতিত করিলেন। ইলাইজা ইম্পি সাহেব-সুখলালের কৌশল ও প্রতাপের—ছলনা-বুঝিতে না পারিয়া আইনমত কার্য্যানুসারে নন্দকুমারের ফাঁসি প্রদানের হুকুম বাহাল—করিলেন। যে দণ্ডে

তিনি ফাঁসি দিবার আজ্ঞা বাহাল করিলেন। সেই দণ্ডে বিচারদর্শনোৎসুকী দর্শকগণের নয়ন চারিদিক শূন্যময় দেখিল। 'অধর্ম্মের জয় হইল' এই শব্দ যেন পৃথিবী ভেদ করিয়া চারিদিকে ব্যপ্ত হইল। সহসা সূর্য্যের কিরণ মেঘেতে ঢাকা পড়িল। মুহুর্মুহু ভূকম্প হইতে লাগিল। বায়ু প্রবলবেগে বহিল! বিনা মেঘে বজ্রাঘাৎ হইল। যেন আকাশ প্রদেশ হইতে রক্ত বৃষ্টি—হইতে লাগিল। এতদ্দর্শনে ইলাইজা সাহেব একটু সন্দিগ্ধ হইলেন। প্রতাপ ও সুখলাল আনন্দে ভাসিলেন। ফান্সিস দশ সহস্র মুদ্রা জহরীকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিলেন। নন্দকুমার একবার "হা ধর্ম্ম" বলিয়া মুর্চ্ছিত হইলেন। উন্মত্তপ্রায় হরকুমার অধিকতর ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার জিহ্বা যেন পরিষ্কার—রূপে নন্দকুমারের নাম উচ্চারণ করিতে পারিল না। সুশীলা মনে মনে কাতর হইলেন, যেন সেই মুহুর্ত্তে কে তাঁহাকে ভবধাম পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিল। ললিতা হৃদয়ে অস্থির হইয়া শয়ন করিলেন। সুখলাল আমোদে বাটীতে গমন করিল। পরদিবস নন্দকুমারের ফাঁসি হইবে এবং নন্দকুমারের নাম পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইবে—সুশীলা—প্রতাপের হইবে; এই আনন্দে আনন্দিত হইয়া প্রতাপ স্বীয়—বাটীতে প্রবেশ করিলেন। এদিকে শ্যামা ললিতার বিবাহের পর আর প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। সেও মনে মনে প্রতাপকে ভাল বাসিত, কিন্তু সে ভালবাসা পঙ্গুর পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনের ন্যায় বৃথা হওয়াতে, সেই অভিমানে সে প্রতাপের কাছে আসে নাই। আজ সে মনে ২ বুঝিয়া প্রতাপের—নিকট হইতে পুরস্কার লইতে আসিল।

প্রতাপ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া ছিলেন। একে ললিতাকে পাইয়াছেন, তাহাতে নন্দকুমারের—জীবনকে গ্রহণ করিলেন। সুশীলাও তাঁহার করগতা প্রায়। তিনি এমন আনন্দের—সময়ে শ্যামাকে দেখিয়া যথেষ্ট—আনন্দিত হইলেন। শ্যামা প্রতাপের—স্মরণ-পথে তাঁহার প্রতিশ্রুত পুরস্কারের কথা আনিয়া দিল। প্রতাপ আনন্দের সহিত শ্যামাকে স্বীয় কণ্ঠের হার উন্মোচন করিয়া দিলেন। শ্যামা দেখিল হার—থাকিলে প্রতাপের নাম আবার তাহাকে স্মরণ করিতে হইবে। আবার প্রতাপের কারণ কখন না কখন তাহাকে কাঁদিতে

হইবে। সে মনে মনে তাহা বুঝিয়া হার—ফিরাইয়া, তাহার পরিবর্ত্তে কিছু অর্থ চাহিল। প্রতাপ সন্তুষ্ট হইয়া এক সহস্র মুদ্রা তাহাকে প্রদান করিলেন। সে ভিখারীর মেয়ে তাহাতেই—সন্তুষ্টা হইয়া তদ্দণ্ডেই প্রস্থান করিল। যাইবার কালে মনে মনে ললিতাকে দেখিয়া যাইবে এই—কথা স্থির করিল। ললিতাকে দেখিয়া সে আর এজন্মে প্রতাপের বাটীতে প্রবেশ করিবেন না ভাবিয়া, ললিতা উদ্দেশে গমন করিল। প্রতাপ বৈটকখানায় কি উপায়ে নন্দকুমারকে ফাঁসি দিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

এদিকে ললিতা হঠাৎ কেন কাতর হইলেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না দেখিয়া তিনি বিমর্ষান্তঃকরণে শয়ন করিয়া ছিলেন। নিদ্রা দেবী সময় পাইয়া তাঁহার মোহনীয় মায়ায় তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। নিদ্রাঘোরে—স্বপ্নদেবী পুনরায় ললিতার—সমক্ষে দেখা দিলেন। ললিতা দেখিলেন:—আকাশপথে একটী অপরূপা রূপবতী - স্বর্ণাভা ললনা-দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার পদমূলে জীব মাত্রেই বসিয়া নয়ন নিমিলন পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে আরাধনা করিতেছে। দেবি আকাশ প্রদেশে হস্ত তুলিয়া সকলকে আশ্বাসিত করিতেছেন।

ললিতা স্বপ্ন দেবীর ঈদৃশ আশ্চর্য্য রূপ সন্দর্শন করিয়া মনে মনে প্রণাম করিলেন:—স্বপ্নদেবী তাঁহার প্রণামে সন্তুষ্টা হইয়া বলিলেন:—

"দেখ ললিতা! আমি স্বপ্নদেবী! আমি পুনরায় তোমাকে স্মরণ করিয়া দিতে আসিলাম। আর তোমার ভবধামে প্রতাপরূপ পাপের সহবাসে থাকা উচিত হয় না। দেখ! যেমন রাবণ রূপ পাপের সহিত সীতারূপ পূণ্য মিশ্রিত হইয়া রাবণের বিনাশ হইয়া ছিল। তদ্রূপ তোমার—ন্যায় পুণ্যের সহিত প্রতাপ রূপ পাপ মিশ্রিত হইয়াছে। তুমি ভবধাম ত্যাগ করিলেই তোমার শোকে প্রতাপ জীবন—পরিত্যাগ করিবে। প্রতাপের—কৌশলে নন্দকুমারের ফাঁসি হইবার হুকুম হইয়াছে। অবশ্যের—তেজে ধর্ম্ম হীনপ্রভ হইয়াছেন। আগামীকল্য প্রতাপ স্বয়ং তাঁহার-গলায় ফাঁসি দিয়া সেই কলুষিত হস্তে সুশীল ব সতীত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন। সেই ক্রমা-

নক ঘটনায় চরাচর কম্পিত হইবে। প্রতাপের ভাগ্যাসন হইতে বৃহস্পতি-দেব অপসৃত হইবেন। তুমি সেই মুহূর্তে সুশীলাকে কোনমতে প্রতাপ রূপ রাক্ষসের হস্ত হইতে নিস্কৃতি প্রদান করিয়া, অপঘাতে স্বীয় জীবন পরিত্যাগ করিও? দেখো ভুলিও না? তোমার পবিত্র দেহ হইতে পবিত্র প্রাণবায়ু স্বর্গে আগমন করিবে। অপঘাৎ মৃত্যুতে যে পাপ স্পর্শিত হইয়া থাকে, তাহা তোমাকে স্পর্শ করিবে না। আমি চলিলাম, যে উপদেশ দিলাম, ইহা যেন মনে থাকে?"

স্বপ্নদেবী প্রস্থান করিলেন। ললিতা হতাশ হইয়া জাগ্রত হইলেন। স্বপ্নাবস্থার কথা যেন তাঁহার—কর্ণে—প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি নন্দকুমারের ফাঁসি হইবে শ্রবণ—করিয়া ঝর-ঝরে কাঁদিলেন। শেষে জীবন বিনষ্ট হইবে ভাবিয়া একটু কাতর হইলেন। প্রতাপকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া, একবারে আকুল হইলেন। তাহার মনের কি ভাব হইল, তিনি শয্যা হইতে উঠে কপোল হস্তে বসিয়া গাহিলেন —

"দুঃখ দিতে অবলারে কেন বিধি নিরমিল।
কেন বা অধীনা করি তারে পরে সমর্পিল॥"

তিনি মনের দুঃখ মনে ২ স্মরণ করিয়া বলিলেন :—

"অবোধ জীবন! তুমি কি দুঃখে অবলার—দেহে প্রবেশ করিয়াছিলে? তোমার লীলা শেষ হইতে না হইতে তোমাকে ভবধাম পরিত্যাগ করিতে হইল। মানবে বলে তুমি অন্তর্যামী!! আমিও তাই ভেবে ছিলেম; অপ্রণয়ীর হস্তে জীবন প্রদান কোরে যে, পরিণামে ভীষণ কষ্ট ভোগ করিতে হব! তাহা আমি জানিতাম। আর প্রতাপও যে মত্ত হস্তীর ন্যায় আমাকে দলিত করিবে—তাহাও জানিতাম। তবে কেন তাহার কণ্ঠে মাল্যাপণ করিলাম। ওঃ! আমি এতোক্ষণে বুঝিলাম—বিধাতা কেন পদ্মের মৃণালে কণ্টক দিয়াছেন। গোলাপের গর্ভে মধু প্রদান করেন নাই; জগদীশ্বর!! তোমার লীলা বোঝা ভার!! মাতঃ! স্বপ্নদেবী! তোমার কথায় বিশ্বাস কোরে আমি ভবধামে পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলাম—মা!!! দেখো মা! এ ব্রহ্ম

আপনার দেহকে নরক ব ভাবিয়া আলিঙ্গন করিতেছে!! অপহত্যা পাপ রূপ প্রবল ঝটিকা যেন ইহাকে আকুল না করে! মাগো!!'

ললিতা এই কথা বলিয়া জীবনে হত হইবার সংকল্প করত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ঃ—এমন সময়ে রসিকা শ্যামা অবোধের ন্যায় গীত গাহিতে২ প্রবেশ করিল ঃ—

"না বুঝি মরম, করিনু করম, কাহারে কি দোষ দিব।
বিষ সখি আন, ত্যজিতে পরাণ, সুখেতে গরল পিব॥'

ললিতা বলিলেন ঃ—

"রাক্ষসী—! এ সময় আমাকে জ্বালাতন করিও না! শ্যামা!! তোমার কাছে আমি বিদায় নিলেম, যদি কোন অপরাধ কোরে থাকি, ক্ষমা করিও? আর কল্যকার সংবাদ জানিয়া আমার জননীকে প্রবোধ প্রদান করিও। শ্যামাও বলিল ঃ—"

"ভগ্নি! আমিও তোমার নিকট বিদায় নিতে এসে ছিলেম। বোন্! আমাকেও মাপ কোরো—কাল হইতে আমি কাশী যাত্রা করিব।"

ললিতা কান্দিলেন। শ্যামা আগে সমস্ত সংবাদ জানিত সেও একটু কাঁদিল। শেষে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। ললিতা মনে২ বলিলেন ঃ—"স্বামী, কান্ত! আমি হতভাগিই যদি না হইব, তবে তোমাকে বা অবজ্ঞা করিব কেন! জগদীশ্বর—আমি অভিমানিনী, আমার জীবন গ্রহণ করুন।"

এই কথা সমাপন করিয়া ললিতা পূর্ব্বের গীত গাহিলেন।

পঞ্চত্রিংশৎ—পরিচ্ছেদ।

নন্দকুমারের—জীবনের পরিণাম।

নিশানাথ অদৃশ্য হইলেন, কিন্তু পাখী-কুল ডাকিল না। পূর্ব্বগগনে শ্বেত জ্যোতি প্রকাশিত হইল, কিন্তু তপন দেবের কিরণ প্রকাশিত হইল না। পবন—দেব শ্বাস, প্রশ্বাস রূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রবাহিত হইলেন না। মুহূর্মুহু মেঘ ডাকিতে লাগিল, কিন্তু আকাশে মেঘ দেখা গেল না। ক্ষণে ক্ষণে বজ্র নিনাদ উত্থিত হইতে লাগিল, কিন্তু বিদ্যুতের বিভা প্রকাশিত হইল না। বঙ্গের আকাশ স্থির, বঙ্গের বায়ু স্থির, বঙ্গের গঙ্গা স্থির, বঙ্গের পক্ষী স্থির, বঙ্গের বৃক্ষাবলী স্থির; বঙ্গের সমস্তই স্থির ভাব ধারণ করিল। চতুর্দ্দিকের ভাষা ভাব দেখিয়া শিশুগণ মাতৃক্রোড় হইতে নামিতে চাহিল না। যুবতীগণ—স্বামীর—কণ্ঠ হইতে হস্ত বিচ্যুত করিতে—চাহিল না। গাভীগণ—স্বীয় বৎসগণকে ডাকিতে লাগিল, গোষ্ঠ হইতে বাহির হইতে চাহিল না। বঙ্গবাসী মাত্রেরই হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। সুশীলা ও ললিতা অধর্ম্মের ভ্রুকুটীর ভয়ে মৃত প্রায় হইয়া রহিলেন। ধার্ম্মিকগণ আশু বিপদপাতের শঙ্কা করিয়া স্বীয় স্বীয় হৃদয়ে স্বীয় স্বীয় বীজ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকেই সকলের হৃদয়ে মহা কল্লোল উপস্থিত হইল।

প্রতাপ আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। এই বিস্তীর্ণ বঙ্গে কেবল একা রাক্ষসাধম প্রতাপের হৃদয় আনন্দে নাচিতে লাগিল। প্রাতঃকালেই নন্দকুমারের ফাঁসি হইবে, কিন্তু ব্রাহ্মণকে ফাঁসি দিতে কেহই স্বীকার করে নাই। তখন বাঙ্গালী ভিন্ন অপর জাতি ইংরাজগণের দাসত্ব স্বীকার করে নাই, অতএব বাঙ্গালী গণের মধ্যে কেহই নন্দকুমারের গলায় ফাঁসি দিতে সম্মত হইল না।

শেষে প্রতাপ স্বয়ংই সেই কার্য্য করণার্থে প্রস্তুত হইয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া বধ্যভূমির উদ্দেশে গমন করিলেন।

এ—সংবাদ কেবল ধর্ম্মব্রত গোস্বামী জানিতেন। তিনি সারানিশা অলক্ষে কান্দিয়া ছিলেন। হরকুমারের কাতরতা দেখিয়া কান্দিয়া ছিলেন; কিন্তু তাঁহার নিকটে কি প্রকারে একথা প্রকাশ করিবেন, তাহার উপায় স্থির করিতে না পারিয়া, তাঁহাকে বলিতে পারেন নাই। নন্দকুমার আজ এসংসারে অধর্ম্মের চক্রে পতিত হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিবেন। হরকুমার আর নন্দকুমারকে দেখিতে পাইবেন না, তাহা ভাবিয়া, তিনি প্রত্যুষ হইতে বসিয়া কাঁদিতেছেছেন, আর হরকুমারের সুশ্রুষা করিতেছেন। এমন সময়ে হরকুমার একটী স্বপ্ন দেখিয়া চৈতন্য লাভ করিলেন। তিনি চৈতন্য লাভ করিয়া ক্রন্দানকুল চিত্তে গোস্বামীকে বলিলেন ঃ—

"গুরুদেব! আমার নন্দকুমার কি নাই!!"

গোস্বামী আর স্থির হইতে না পারিয়া তাঁহার করুণাপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে ক্রন্দন করিয়া ফেলিলেন। শেষে অনেক কষ্টে বলিলেন "এই দণ্ডেই তাঁহার ফাঁসি হইবে!!"

হর কুমার—উন্মত্ত হইয়া বেগে বাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বধ্য ভূমির উদ্দেশে গমন করিলেন। রসিক মোহন ও গোস্বামী মহাশয় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

ফোর্ট—উইলিয়ম দুর্গের—সন্নিহিত স্থানে বধ্য ভূমি স্থির হইল *। নন্দকুমার সিপাহীগণে পরিবৃত হইয়া তথায় আনীত হইলেন। চতুর্দ্দিকে লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। নন্দকুমারের বালচন্দ্রমার ন্যায় উজ্জ্বল কান্তি সকলেরেই মায়া আকর্ষণ করিল। নন্দকুমারের নয়ন হইতে অবিরত অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। উপস্থিত দর্শকগণের মধ্যে সকলেরই নয়ন বাষ্পাকুল

---

* কোন ইতিহাসে বা প্রবাদে নন্দকুমারের কোথায় ফাঁসি হইয়াছিল, তাহার নিশ্চয় না থাকাতে এই কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

হইনা আসিল। প্রতাপও ফান্সিস একধারে থাকিয়া বিলম্বের নাশ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফাঁসি কাষ্ঠে রজ্জু সন্নিবিষ্ট করা হইল। নন্দকুমারকে তদ্দেশে সিপাহীগণ লইয়া যাইল। প্রতাপ ফাঁসি লাগাইবেন বলিয়া চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আইন মতে একজন সিপাহীর অধ্যক্ষ নন্দকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কিছু আহারের ইচ্ছা থাকে তো প্রকাশ করো?"

নন্দকুমারের নয়ন হইতে অবিরত অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। নন্দকুমার ক্রন্দনাকুল চিত্তে বলিলেন :—

"প্রতিহারি! তুমি আমাকে আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি ক্ষুধিত নহি!! ওঃ সুশীলা!! তুমি কোথা!! পিতৃদেব—তোমার—নন্দকুমার জন্মের মত বিদায় হইল!"

নন্দকুমারের ক্রন্দনে সকলেই অস্থির হইল। সকলের চক্ষু হইতেই অশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল। প্রতাপ আর বিলম্ব করা অবিধেয় জ্ঞানে; নন্দকুমারের হস্তে হাতকড়ি প্রদান করিতে ও চক্ষুতে আবরণ প্রদান করিতে, আদেশ করিলেন। সিপাহীগণ নন্দকুমারের চক্ষে আবরণ প্রদান করিল। হস্তে হাতকড়ি দিবার পূর্ব্বে নন্দকুমার বলিলেন :—

"ঘাতুক! আমি এ জীবনের পরিণাম-সাধের স্বরূপ গুটিকতক কথা সকলের সমক্ষে প্রকাশ করি। আমাকে অনুমতি কর? পরে যথেচ্ছা করিও-তাহাতে আর আমি দ্বিরুক্তি করিব না।"

প্রতাপের—অনুমতি ক্রমে সিপাহীগণ তাহাকে মনোভাব প্রকাশ করিতে বলিলেন। নন্দকুমার বক্ষে করাঘাৎ করিয়া আহত ভুজঙ্গের ন্যায় অবস্থাপন্ন হইয়া—বলিলেন :—

"উপস্থিত বঙ্গবাসী দর্শক বৃন্দ!! আজ নন্দকুমার অধর্ম্মের কৌশলে জড়িত হইয়া জীবনকে বিসর্জ্জন দিতেছে!! তোমরা আমাকে বিদায় দাও? আমি ধর্ম্মের জয় মুকুট মস্তকে পরিয়া ঈশ্বরের নিকটে পরীক্ষা প্রদান করিব। আর না। বঙ্গবাসী! যদি তোমাদের মধ্যে কেহ ধর্ম্মের উপাসনা করিয়া থাক? তাহা হইলে ধর্ম্ম-দেবকে বিস্মৃত হইয়া আজীবন পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইয়া

পরের দাসত্বে রত হও? যদি ধর্ম্মকে বিস্মৃত হইতে না পার? তাহা হইলে আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া সকলেই এই দণ্ডে ভাগিরথীর পবিত্র বারিতে জীবন বিসর্জ্জন দাও? আর না!! বিদায়!! বিদায়!! এসো ধর্ম্মদেব! তোমার রাঙ্গা পদযুগল বক্ষে ধারণ করিয়া আমি স্বর্গ পথের পথিক হই? পিতঃ! তোমাব মায়া ভুলিলাম!! আশীর্ব্বাদ—কোরো, যেন পর জন্মে তোমাকেই পিতা সম্বোধন কবিতে পারি!! সুশীলা! আমি চোল্লেম!! করুণাময় জগদীশ্বর তোমাকে রক্ষা কোরবেন!! জন্মভূমি! আমাকে বিদায় দাও—মা!! আমি এ পৃথিবী হইতে এ জন্মের মত প্রস্থান করিলাম। ওঃ!!"

নন্দকুমার—দর দর ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রতাপের অনুমতিক্রমে সিপাহীগণ নন্দকুমারেব হস্ত হাত কড়ির দ্বারা আবদ্ধ করিল। নন্দকুমার চীৎকার পূর্ব্বক উচ্ছ্বাসের সহিত বলিলেন :—

"হিমাচল! আর কেন তুমি উন্নত মস্তকে ভারতের দুর্দ্দশা দেখিতেছ? এসো—তোমার অতুচ্চ শৃঙ্গকে আমার বক্ষে নিপাতিত কর? আমি তোমার সাহায্যে পাপাত্মাদের স্পর্দ্ধন হইতে বিরত হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি!! বজ্র!! বজ্র!! পিতঃ! পিতঃ!!"

নন্দকুমার উচ্চশব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রতাপ রাক্ষস বেশে তাঁহার গলায় ফাঁসি লাগাইয়া দিলেন। সিপাহীরা দড়ি ধরিয়া টানিল। নন্দকুমার আকাশপথে ঝুলিয়া যাতনায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। দর্শকগণ ইহা দেখিয়া চক্ষে বস্ত্র দিল।

এই অবসরে হরকুমাব সেই বধ্য ভূমিতে চীৎকার করিতে করিতে প্রবেশ করিয়া বলিলেন :—

নন্দকুমার—বাপ্ আমার!! ওঃ! এমন সর্ব্বনাশ কে কোল্লে!!" এই চীৎকার সমাপন করিয়া বক্ষে করাঘাত করত তিনি ভূমে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ষট্‌ত্রিংশৎ—পরিচ্ছেদ।

মহাপ্রলয়!!

যে দণ্ডে নন্দকুমারের জীবন বায়ু—ফাঁসি রজ্জুর আকর্ষণে পৃথিবীস্থ পঞ্চভূত হইতে পৃথক্ হইয়া স্বর্গে গমন করিবার উদ্যোগ করিল। সেই সময়ে ফাঁসি-কাষ্ঠের উপরিভাগস্থ আকাশ প্রদেশ হইতে—একটী জ্যোতির্ম্ময় বিভা প্রকাশিত হইল। সেই জ্যোতির মধ্য হইতে কে যেন গম্ভীর—স্বরে—বলিল :—"অধর্ম্মের-জয় ক দিন? ধর্ম্মের জয় চিরদিন!! যেমন স্বর্ণকার সহস্রবার—অগ্নিতে গলাইয়া স্বর্ণকে পরিশুদ্ধ করেন, তদ্রূপ জগদীশ্বর ধার্ম্মিকগণকে মহা মহা বিপদ রূপ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া পরিশুদ্ধ করিয়া লয়েন। যেমন পরিশুদ্ধ স্বর্ণ সকলেরই—নিকটে—পবিত্র ও আদরনীয় হয়; তেমনি ধার্ম্মিকের জীবনও সকলের নিকট পবিত্র ও প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া থাকে।" এই দৈববাণীর বিরামেই নন্দকুমারের জীবনবায়ু নন্দকুমারের 'ব্রহ্মতালু ভেদ করিয়া স্বতেজে সেই জ্যোতির—মধ্যে প্রবেশ করিল। সকলেই এই স্বপ্ন মনে মনে দেখিয়া, নন্দকুমার যে নির্দ্দোষী আর বৃথা তাঁহাকে ফাঁসি—দেওয়া হইল, এই দুঃখই করিতে লাগিল। এমন কি ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের নিরপরাধে ফাঁসি হইল জানিতে পারিয়া, বঙ্গের সমস্ত প্রজাই হেষ্টিংশের ও ইম্পি সাহেবের নিন্দা করিতে লাগিল। কোন কোন সংবাদ পত্র সম্পাদক, এই সংবাদ বিলাতে পর্য্যন্ত প্রেরণ করিলেন। বাঙ্গলার অরাজকতা উপস্থিত হইল। একা নন্দকুমার লইয়া বাঙ্গলায় মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

এদিকে ধর্ম্মব্রত গোস্বামী রসিক মোহনের হস্তে হরকুমারের রক্ষণা-বেক্ষণের ভার—প্রদান-পূর্ব্বক, বধ্য—ভূমির সন্নিহিত প্রতাপের সম্মুখে আসিয়া, তাঁহার পদে ধরিয়া নন্দকুমারের গতপ্রাণ-দেহ ভিক্ষা করিলেন। প্রতাপ তাহাতেও অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। গোস্বামী স্বীয় উপবীত লইয়া প্রতাপের পদে প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেন ও বহু কাতরতা প্রকাশ করিলেন। প্রতাপ মনে মনে কি ভাবিয়া, নন্দকুমারের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার—কারণ গোস্বামীকে শবদেহ প্রদান করিলেন। গোস্বামী উত্তম ব্রাহ্মণ দ্বারা সেই দেহকে গঙ্গার তটে আনয়ন করিলেন।

প্রতাপ দেখিলেন, নন্দকুমারের ফাঁসি হইল, নন্দকুমার মরিলেন, তথাপি লোকে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে ভুলিল না। সকলে পূর্ব্বাপেক্ষা নন্দকুমারের নাম লইয়া গোলমাল করিতে লাগিল। তিনি তচ্ছ্রবণে তথা হইতে ফিরিলেন। তাঁহার মনের শেষ সাধ—পরিপূরণ করিবার কারণ বাটীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি আনন্দে উন্মত্ত হইয়া সেই কলুষিত হস্তে সুশীলার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইলেন। তিনি মনে মনে একবার ছলনা দেবীকে প্রণাম করিয়া পর ভবে সুশীলার অঙ্গস্পর্শ সুখলাভ করিতে গমন করিলেন।

ললিতা শ্যামার মুখে নন্দকুমারের সংবাদ শ্রবণ করিয়া বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে জীবন পরিত্যাগ করিবেন ভাবিয়া কাঁদিতেছিলেন। জননীকে অপার—দুঃখে নিমগ্ন করিবেন বলিয়া কাঁদিতেছিলেন ঃ—এমন সময়ে কে যেন আকাশ প্রদেশ হইতে গম্ভীরস্বরে ললিতাকে বলিলেন ঃ—

"ললিতা! তুমি জননীর মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া পরগতি ভুলিও না? যেমন আরণ্য পশুকে গৃহ পালিত করিবার কারণ গৃহী রজ্জুর—দ্বারা তাহাকে আবদ্ধ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ এই অস্থির প্রাণকে সংসারে রাখিবার কারণ, প্রকৃতি দেবী তাহাকে মাতা, পিতা, প্রভৃতি গুরুজনের ভক্তি; দেবতা প্রভৃতির ধর্ম্মভয়, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির স্নেহ, স্বামী

স্ত্রী প্রভৃতির প্রণয় নামক রজ্জুতে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। তোমার জননী তোমার স্নেহরূপ রজ্জুতে আবদ্ধ আছেন; তুমিও তাহার নিকটে ভক্তি-রূপ রজ্জুতে আবদ্ধ আছো? সমস্তই অনিত্য! তুমি রজ্জু-ছিন্ন করিয়া স্বাধীন—স্থানে আগমন কর? তাহাতে তোমার কোন ক্লেশ হইবে না!! তোমার জননীও অচিরাৎ এ পুরে আগমন করিবেন।"

আকাশবাণী—নিস্তব্ধ হইল। ললিতা প্রখরবুদ্ধিমতী—ছিলেন। তিনি সংসারের সমস্তই এই কয়েকটী কথাতে বুঝিয়া লইলেন। তিনি মৃত্যুকে শ্রেয় জ্ঞান করিয়া সুশীলার সতীত্ব হরণ সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্যামা তাঁহার কাছে রহিল।

ওদিকে প্রতাপ মহানন্দে রাবণের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সুশীলার গৃহে প্রবেশ করিলেন:—অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক বলিলেন:—

"ধর্ম্ম!! ধর্ম্ম কাহাকে বলে? এপৃথিবীতে ধর্ম্মে কি প্রয়োজন? জগদীশ্বর কি এ পৃথিবীতে-মানবগণকে কষ্ট-দিতেই পাঠাইয়াছেন!! কখনই নয়!! এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? মনের কষ্ট—মহা কষ্ট!! মনকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে সুখী কি প্রকারে হইব! মনকে সুখী করিতে না পারিলে সংসার—কষ্টের আধার হইল। ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম একটা কথার কথা!! জীবন ধারণ করে মনের শান্তি সম্পাদন না করিতে পারিলে, জীবন ধারণ করাই বৃথা!! তবে কেন আমি সে কার্য্যে পাপের ভয় করি!! হাঃ হাঃ!! সুন্দরি! এইবার তোমার নন্দকুমারতো স্বর্গগামী হইয়াছেন। এসো আমাকে ভজনা কর? সুখী হইবে।"

প্রতাপ রাক্ষসের—মূর্ত্তিতে বীভৎস হাস্যের সহিত এই কথা বলিতে বলিতে সুশীলার সন্নিহিত হইলেন। নন্দকুমার মরিয়াছেন—এই কথা শুনিয়া সুশীলা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিলেন:

"জীবিতেশ্বর! কণ্ঠহার!! তুমি আমাকে একা ফেলে স্বর্গে গমন করিলে! মাগো! আমার কি হোলো গো!! করুণানিধান—জগৎপিতঃ!!

দাসী তোমার শ্রীচরণের আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে!! এবিপদে তোমার শ্রীচরণ ভিন্ন আর এ অসহায়া ললনার কে আছে!! মাগো!!"

সুশীলা এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কে যেন আকাশ প্রদেশ হইতে বলিলেন ঃ—

"সুশীলা! তোমার ভয় নাই!! নন্দকুমারের জীবন রূপ অগ্নিশিখা স্বর্গে আগমন করিয়াছে। তোমার জীবন রূপ অগ্নিশিখাও অল্পকালের মধ্যে স্বর্গে আসিবে!! তোমার ক্রন্দন তোমার কষ্টের কারণ নয়!! ঐ অশ্রু তোমার নয়ন হইতে যত বার ভূমে পতিত হইতেছে ততবারই পাপী—প্রতাপের ও ফান্সিসের জীবন দগ্ধ হইতেছে!! সতি! তোমার ভয় নাই!! ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করিবেন।"

সুশীলা "জগদীশ্বর রক্ষা কর!" শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ একেবারে উন্মত্ত হইয়া সুশীলাকে সবলে আক্রমণ করিয়া বলিলেন ঃ—

"এবার কি হবে সুন্দরি! তোমার অধর—সুধার কারণ আমি পিপাসিত, দাও—আমাকে তোমার অধর সুধা প্রদান কর? আমার উত্তপ্ত জীবন শীতল হোক। হাঃ! হাঃ—কি মায়া!!"

সুশীলা সকাতরে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিলেন ঃ

"করুণাময়ি! মা জগদম্বে!! সাধ্বীর—অমূল্য রত্ন নষ্ট হইল!! এসো মা—রক্ষা কর? মাগো! মাগো!! মাগো!!"

সুশীলা প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিলেন। সেই শব্দ ললিতার হৃদয়ে প্রবেশ করিল!! বিমানে দেবগণ অস্থির হইলেন। মুহূর্মুহু বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল। ললিতা "কি হোলো! কি হোলো!!" শব্দে ভীমামূর্ত্তি ধারণ করত ছুরিকা হস্তে তথায় প্রবেশ করিলেন। শ্যামা "সর্ব্বনাশ হোলো!" শব্দে তথায় প্রবেশ করিল। ললিতা সুশীলার চীৎকারে অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন ঃ—

"প্রতাপ! তুমি মত্ত হস্তী—তাহা আমি জানিতাম! কেন তুমি

আমাকে দলিত কোত্তে বিবাহ কোল্লে!! আমার অকালে নিধন প্রাপ্তির ফল জগদীশ্বর তোমাকে প্রদান কোরবেন!! প্রভু! করুণাময়!! এই নাও—আমার জীবন গ্রহণ কর? মাগো! উদ্দেশে তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ কোল্লেম। নাও? প্রভু! আমার জীবন নাও??"

এইরূপ মহা চীৎকার করিতে করিতে ললিতা স্বীয় বক্ষে সবলে ছুরিকার আঘাৎ করিলেন। মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল। তিনি অচেতন হইয়া ভূমে পতিত হইলেন। রক্তস্রোত দ্রুতবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি ভূমে ছটফট্ করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ চতুর্দ্দিক অগ্নিময় দেখিয়া সুশীলাকে পরিত্যাগ করিয়া সত্বরে "ললিতা কি কর—কি কর" শব্দে তদ্দেশে আসিলেন। সেই অবসরে শ্যামা "ওগো সর্ব্বনাশ হোলোগো" বলিয়া সুশীলাকে লইয়া প্রস্থান করিল। সুশীলা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে ২ প্রস্থান করিলেন।

স্বপ্নদেবীর কথা স্থির হইল। প্রতাপের ভাগ্যাসন হইতে বৃহস্পতিদেব অপসৃত হইলেন। ভীমবেশে শনি আগমন করিলেন। ললিতা বহু যাতনায় স্বীয় জীবন স্বীয় হস্তে বিসর্জ্জন দিলেন। প্রতাপ সক্রন্দনে "ললিতা! ললিতা!!!" শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। মহা—প্রলয় প্রবল হইল।

—•○•—

সপ্তত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

মহা প্রলয়ের প্রবলতা।

ধর্ম্মব্রত—গোস্বামী নন্দকুমারের দেহকে গঙ্গার তীরে আনিলেন। বাহকগণকে তথায় রাখিয়া, তিনি হরকুমারীকে তথা হইতে অপসৃত করণার্থে তাঁহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক বাটীতে গমন করিলেন। যাইবার কালে সুশীলার

উদ্দেশ গ্রহণার্থে রসিক মোহনকে প্রেরণ করিলেন। গোস্বামী নন্দকুমারের বাটীতে, পহুঁছাইয়া মূহুর্মুহু মূর্চ্ছিত ও উন্মত্ত প্রায়—হরকুমারকে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে আবদ্ধ করিয়া আসিলেন। হরকুমার তথায় থাকিয়া কখন উন্মত্ত হইয়া "হা নন্দকুমার" শব্দে ভূমে মস্তককে আঘাতিত করিতে লাগিলেন; কখন বা 'হাঃ নন্দকুমার' শব্দে বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। গোস্বামী আসিবার—কালে পথ হইতে অকাল মৃতের প্রায়শ্চিত্তের উপ-যোগী উপকরণাদি লইয়া শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। সকলেই শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। সুতানটীর সকলেই সেই স্থলে সমবেত হইল। রসিক মোহন চূড়ামণি সুশীলার কোন সংবাদ স্থির করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিলেন। গোস্বামী রসিক মোহনকে নন্দকুমারের মৃত দেহকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া পরিশুদ্ধ করিতে বলিলেন। রসিকমোহন ক্রন্দন করিতে করিতে নন্দকুমারের পরলোকে শুভগতির প্রার্থনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। নন্দকুমারের দেহকে ঘৃত মাখাইয়া গঙ্গার পুত বারিতে পবিত্র করা হইল। দেহকে নববস্ত্র পরিধান করান হইল। প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত হইল।

উপস্থিত বাহকেরা গোস্বামী মহাশয়ের অনুমতি মতে ক্রন্দন করিতে ২ চিতা প্রস্তুত করিল। গোস্বামী ও রসিক মোহন চূড়ামণি কুমার নন্দকুমারের কোমল ও নবনীত নিভ দেহকে কঠোর কাষ্ঠের শয্যায় স্থাপন করিলেন। স্থাপন করিয়া গোস্বামী মহাশয় ক্রন্দন পূর্ব্বক বলিলেনঃ—

"জগদীশ্বর! তোমার লীলা বোঝা ভার!! আহা কুমার নন্দকুমারকে আজ কোথায় সস্ত্রীক দেখিয়া ও সপুত্রক দেখিয়া হৃদয়ে আনন্দিত হইব।— না, তাহার প্রেত ক্রিয়া করিতে বসিলাম। জগদীশ্বর! আমি কায়মনে প্রার্থনা করিতেছিঃ—যেন নন্দকুমারের শুভগতি লাভ হয়!! মা! সুশীলে, তুমি কোথা মা! আজ তোমার সাধের নন্দকুমার কোথায় গেল মা!! ওহো! হো!!"

তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রসিক মোহন ক্রন্দন করিতে

লাগিলেন। পরে চিতার নিম্নে অগ্নি প্রদান করা হইল। অগ্নিদেব সর্ব্বভূক্ রূপে পৃথিবীতে বিরাজিত, তিনি নন্দকুমারের পবিত্র দেহ লইয়া গ্রাস করিতে লাগিলেন। অগ্নি ধূধূ—শব্দে জ্বলিয়া উঠিল। উপস্থিত দর্শক বৃন্দ, ক্রন্দন করিতে লাগিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। পবন বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহুর্মুহু বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে ভূকম্প হইতে লাগিল। যেন প্রকৃতি দেবী বঙ্গকে গ্রাস করিতে চেষ্টা করিলেন।

সকলেই—কাঁদিতেছে। অগ্নি হু হু শব্দে জ্বলিয়া নন্দকুমারের দেহকে গ্রাস করিতেছে; এমন সময়ে প্রভাহীনা সৌদামিনী মুর্ত্তিতে শ্যামার সহিত সুশীলা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্যামা যেমন সুশীলার অপকার করিয়াছিল। আজ তেমনি উপকারও করিল। সুশীলা কটীতে বসন আবদ্ধা করত আলুলায়িত কেশে দ্রুত গতিতে চিতার সন্নিহিত হইয়া বলিলেন :—

"স্বামিন! প্রভু!! তুমি আমাকে রাখিয়া এ পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিতেছ? আমাকে সমভিব্যাহারিণী কর?"

এই কথা বলিয়া সুশীলা ঝম্প যেমন প্রদান করিবেন, অমনি গোস্বামী তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া বলিলেন :—

"মা সুশীলে! তোমার গর্ভে জীব আছে!! তুমি স্বামী চিন্তায় নিরত থাকিয়া, যত দিন না জীবকে গর্ভ হইতে নিসৃত করিতে পার? তত দিবস জীবিত থাক? পরে স্বামীর উদ্দেশে চিতারোহণ করিও?"

সুশীলা "মাগো! আমার কি হোলোগো' বলিয়া মুর্চ্ছিতা হইলেন।

নন্দকুমারের দেহ—পঞ্চ—ভূতে বিভাগ করিয়া লইতে আগমন করিলেন। অগ্নির সাহায্যে নন্দকুমারের দেহের ক্ষিতিভাগ ক্ষিতি গ্রহণ করিলেন। নন্দকুমারের দেহের অপ ভাগ অপদেব গ্রহণ করিলেন। নন্দকুমারের দেহের তেজ ভাগ অগ্নি গ্রহণ করিলেন। নন্দকুমারের দেহের মরুৎ ভাগ মরুৎদেব সাদরে গ্রহণ করিলেন। নন্দকুমারের দেহের ব্যোম ভাগ

ব্যোমদেব গ্রহণ করিলেন। নন্দকুমারের পঞ্চভূতাত্মক দেহ পঞ্চভূতে মিশ্রিত হইল। নন্দকুমারের নাম মাত্র পৃথিবীতে অবশিষ্ট রহিল।

সুশীলা বাতাহতর কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূমে লুণ্ঠিত হইয়া রহিলেন গোস্বামী মহাশয় নন্দকুমারের দেহভস্মধারী চিতাগ্নিকে গঙ্গার পবিত্র বারিতে ভাসাইয়া দিলেন। সেই সময়ে ভীষণ বজ্রধ্বনির সহিত মেঘকুল বারি বরিষণ করিল। স্বর্গীয় বারিতে নন্দকুমারের চিতা ধৌত হইল। হঠাৎ সেই দণ্ডে প্রতাপের অট্টালিকার উপরে ভীমরবে বজ্রাঘাত হইল। প্রতাপ পলাইয়া পাপের ভোগ ভুগিতে লাগিলেন। ললিতার দেহ তন্মধ্যেই রহিল।

অষ্টত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

হরকুমারের—উপযুক্ত ফল লাভ।

যে সময়ে—ধর্ম্মব্রত গোস্বামী হরকুমারকে সর্ব্বমঙ্গলার—মন্দিরে আবদ্ধ করিয়া নন্দকুমারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করণার্থে প্রস্থান করেন। সেই দণ্ড হইতেই হরকুমার পুত্রশোকরূপ বাণে বিদ্ধ হইয়া মুমূর্ষু প্রায় হইয়াছিলেন। তাঁহার নয়ন নন্দকুমারকে না দেখিতে পাইয়া অবিরত অশ্রু বরিষণ করিতে লাগিল। তাঁহার বক্ষ নন্দকুমারের আলিঙ্গন না পাইয়া থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার মন সর্ব্বদা চঞ্চল হইল। যদি কেহ বৃশ্চিক দংশনের যাতনা ভোগ করিয়া থাকেন, তিনি

মনে মনে ভাবিলেই বুঝিতে পারিবেন যে সহস্র বৃশ্চিক যদি একত্রে কাহাকেও দংশন করে, তাহা তহইলে তাহাতে যে রূপ যাতনা উপস্থিত হয়, তদ্রূপ যাতনা হরকুমার ভোগ করিতেছেন। বৃশ্চিক দংশন করিলে যেমন ক্ষত স্থানের যাতনা ক্ষণেক নির্ব্বাপিত হয় আবার পরক্ষণেই প্রবলরূপ ধারণ করিয়া, দংশিত ব্যক্তিকে যাতনা প্রদান করে; তদ্রূপ নন্দকুমারের শোক হরকুমারকে ক্ষণেক প্রবুদ্ধ করিতে লাগিল; আবার আকুলও করিতে লাগিল। তিনি যখন প্রবুদ্ধ হইলেন, তখন নন্দকুমারের রূপ, কার্য্য ও সুশীলার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। আবার যখন দেখিলেন একা নন্দকুমার বিহনে তাঁহার সমস্তই অন্ধকার, তখন তিনি একেবারে আকুল হইয়া "হাঃ নন্দকুমার—বাপ্ আমার!! তুমি কোথায় গেলে বাপ্!' শব্দে চীৎকার করিয়া বক্ষে করাঘাৎ করিতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার অন্তরে বায়ু বৃদ্ধি হইল। তিনি একেবারে উন্মত্ত হইয়া ক্ষণেক স্বীয় মস্তকের কেশাকর্ষণ করিতে করিতে আকাশের প্রতি চাহিলেন। চাহিয়া বলিলেন :—

"ওকি ও! ওকি ও!! আমার নন্দকুমার না! এসো বাপ্ আমার! আমি যে তোমাকে রেখে একদণ্ড থাকিতে পারিব না। অবোধ ছেলে! আমি তোর বৃদ্ধ পিতা, আমাকে কষ্ট দিয়ে তোর কি লাভ হবে বাপ্!!"

হরকুমার প্রলাপ শেষ করিয়া এক নিমেষ তদ্দেশে চাহিয়া, শেষে বলিলেন, 'হাঃ হাঃ কি মজা!! শত শত অগ্নি শিখা প্রজ্বলিত হইতেছে!! শত ২ কটাহে তৈল উত্তপ্ত হইতেছে। তৈল কার জন্য হইতেছে! ওঃ! ওকি! ওকি!! ওযে ব্রহ্মাণ্ড ভস্ম কোরবে!! ওকি! শত শত প্রেতযোনি আকাশ পটে মুখ ব্যাদান কোরে কাহাকে গ্রাস করিবার প্রয়াস করিতেছে!! হে অগ্নিদেব—! তুমি কি ব্রহ্মাণ্ডকে ভস্ম কোরবে!! দেখো দেব! আমার নয়নের মণি নন্দকুমারকে ভস্ম কোরো না?"

হর—কুমারের উন্মাদ বায়ু প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি ভীম—মূর্ত্তিতে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। দ্বার দেশে দেখিয়া বলিলেন :—

"ওকি! কে তুমি—কৃষ্ণনারায়ণ! আমার প্রিয়তম বন্ধু—কৃষ্ণনারায়ণ!! কি মনে কোরে এসেছো ভাই! আমার বিষয়ের হিসাব দিতে এসেছো; আমার বিষয়ের প্রধান বস্তুকে খুঁজিয়া পাইতেছি না। আগে তাকে পাই, তবে তোমার হিসাব লইব। উকি? তুমি কাঁদচো কেন? ও আবার কি? তোমার—বক্ষে কে বাণ বিদ্ধ করিতেছে!! আহা কি কষ্ট!! তোমার জীবন্ত দেহে বাণ বিদ্ধ করিতেছে আবার বাহির করিতেছে!! স্রোতরূপে রুধির ধারা তোমার বক্ষ হইতে প্রবাহিত হোচ্চে!! হৃদয় হইতে শিরা সমস্ত সেই বাণের মুখে ছিন্ন হইতেছে!! ভাই! তুমি এ দারুণ কষ্ট কেন ভোগ কোচ্চো? আমি আর তোমার দুর্দ্দশা দেখিতে পারি না!! আমি দেখ্‌বো না! তুমি আমার জীবনের বন্ধু! আমি তোমার দুর্দ্দশা দেখ্‌বো না!!"

হরকুমার—প্রলাপবশে হস্ত দ্বারা চক্ষু আবৃত করত একধারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আবার তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইল। তিনি উন্মত্ত হইয়া বলিলেনঃ—

"কেও? কে তুমি? মহামতি ক্লাইব!! তোমার জন্যই আমি আমার মণি হারায়েছি! তোমার এতো উপকার করিয়াছি, কৈ তুমি আমার মণিটী খুঁজিয়া দাও—দেখি!!"

হরকুমার পুনরায় মনের পরিবর্ত্তণ করিলেন। পুনরায় কাঁদিতে ২ বলিলেনঃ—

"কে তুমি—রাজ—পরিচ্ছদে ক্রন্দনাকুল চিত্তে—আমার সম্মুখে দণ্ডায়-মান রহিয়াছ। ওঃ! চিনেছি! তুমি সিরাজুদ্দৌলা!! বঙ্গ বিহার—উড়িষ্যার নবাব!! ওঃ আমি তোমার শাপে আমার—হৃদয়ের মণি হারাইয়াছি; তাহাকে খুঁজিতেছি; যাও? নবাব সাহেব! তোমার কান্না আর আমি শুন্‌তে পারি না!!"

হরকুমারের উষ্ণ বায়ুর প্রবলতা কিয়ৎ পরিমাণে কমিল। তাঁহার চেতন হইল। তিনি জ্ঞান লাভ করিয়া সম্মুখে নন্দকুমার নাই দেখিয়া

"নন্দকুমার রে!" বলিয়া, ভূমে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শেষে জ্ঞান লাভ করিয়া শোকে উন্মত্ত হইলেন। কি করিবেন, কি করিলে স্থির হইতে পারিবেন তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া সম্মুখস্থিত সর্ব্ব মঙ্গলার প্রতি ক্ষণেক চাহিয়া রহিলেন। পুনরায় জ্ঞানশূন্য হইয়া রৌপ্যপীঠস্থিতা সর্ব্বমঙ্গলার—পাষাণময়ী প্রতিমা সবলে গ্রহণ করিয়া বলিলেন:—

"পাষাণ—ময়ি! তোমার হৃদয়ও কি পাষাণে নির্ম্মিত!! এসো তোমার পাষাণদেহকে দন্ত দ্বারা চিবাইয়া ভগ্ন করি!! তোমার কৌশলে আজ যেমন আমি সহস্র—যাতনায় ব্যথিত হইতেছি!! দেখি—আমার দন্তের দংশনে-তোমার সে ব্যথা অনুভূত হয় কি না—আ—আ—হাঃ—হাঃ।"

হরকুমার—উন্মত্ত হইয়া সেই মূর্ত্তিকে দন্তদ্বারা ভগ্ন করিলেন। উন্মত্তের ন্যায় ভীষণ চীৎকার করিয়া অট্টহাস্যে হাসিতে লাগিলেন। শেষে জ্ঞান লাভ করিয়া নন্দকুমারের নাম উচ্চারণ করত অস্থির হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিলেন। শেষে তাহাতেই কৃত সংকল্প হইয়া, মন্দিরের উপর হইতে একটী দোদুল্যমান দড়ি দেখিয়া, তাহার সহিত স্বীয় উত্তরীয় বাঁধিলেন। মন্দিরের জানালার ধাপে উঠিয়া নন্দকুমারের নাম করত উত্তরীয়ের শেষাংশ স্বীয় গলায় বাঁধিলেন। পরি শেষে জানালা ত্যাগ করিবার মাত্রেই তাঁহারার গলায় ফাঁস আটকাইয়া গেল। তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইল। তিনি শোকরূপ প্রবল অস্ত্রাঘাত হইতে রক্ষা পাইলেন। তিনি ক্লাইবের উপকারের ফল লাভ করিলেন।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

গোস্বামী মহাশয় নন্দকুমারের চিতাভস্মকে গঙ্গার পূত বারিতে ধুইয়া, সুশীলার মস্তকের—সিন্দুর মুছাইয়া দিলেন। হস্তের লৌহ—গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিলেন। বৈধব্য চিহ্ন স্বরূপ শ্বেত বস্ত্র পরিধান করাইয়া তাঁহাকে শিবিকায় তুলিলেন। পরে অপরাপর লোকের সহিত নন্দকুমারকে বিসর্জ্জন দিয়া হরকুমারের বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। সুশীলাকে গৃহে সাবধানে রাখিয়া শূন্য হৃদয়ে তিনি হরকুমারকে আনয়ন করিতে গমন করিলেন। সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন, হরকুমার উদ্বন্ধনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার আর শোকের পরিসীমা রহিল না। তিনি অনেক ক্ষণ বিলাপ করিয়া শেষে রসিক মোহনের সাহায্যে তাঁহার—প্রেতক্রিয়াদি শেষ করিলেন। হরকুমারের সম্পত্তির প্রায় অর্দ্ধেকাংশ প্রতাপ লইয়া ছিলেন। বাকী সমস্ত বর্ত্তমান ছিল। গোস্বামী সুশীলার গর্ভস্থ জীবের মুখাপেক্ষী হইয়া রসিক মোহনের সহিত সেই সমস্ত—বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন।

শুভ দশমাহ অতীত হইলে সুশীলা প্রসূত হইলেন। তাঁহার গর্ভে অপরূপ রূপবান একটী—পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। তদ্দর্শনে সকলের মনে নন্দকুমারের শোক উথলিয়া উঠিল। কিন্তু নবজাত—কুমারের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া সকলেই সেই—শোক হৃদয়ে লুকাইত করিলেন। দিন দিন শিশু শরতের—শশীর ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। জীবশূন্য দেহ—হইয়া সুশীলা পতির উদ্দেশে শোক করিতে লাগিলেন। পুষ্পিত

ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার পীড়া উপস্থিত হইল। সতী—সুশীলা সেই পীড়ার সাহায্যে স্বর্গে পতির—সহিত মিলিত হইলেন। গোস্বামীমহাশয় বিশেষ যত্নের সহিত ধাত্রি রাখিয়া সেই শিশুর—লালন পালন করিতে লাগিলেন। ষষ্ট-মাহার অন্নপ্রাশন করাইয়া তাঁহার নাম "গুরুদাস" রাখিলেন। হরকুমারের "রাজা" উপাধি ছিল। হরকুমার জীবিত ছিলেন বলিয়া সকলে নন্দকুমারকে 'কুমার নন্দকুমার' বলিত।

কালক্রমে কুমার—গুরদাস গুরুদেবের সাহায্যে বয়স্ক হইয়া পিতা ও পিতামহের—বিষয়ের সহিত তাঁহাদের—"রাজা" উপাধি লইয়া "রাজা গুরুদাস" অথ্যাধারী হইলেন। ধর্ম্মব্রত গোস্বামী গুরুদাসকে উপযুক্ত দেখিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত পাত্রীর সহিত বিবাহ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় ধর্ম্ম পরিচর্য্যার্থে প্রস্থান করিলেন। রাজা-গুরুদাস পিতা ও পিতামহের নাম রক্ষার্থে নানা উপায়ে যশঃ আহরণ করিতে নিরত হইলেন।

যে দণ্ডে নন্দকুমারের পবিত্রদেহ চিতায় আরোপণ করা হইল। সেই সময়েই হঠাৎ আকাশ হইতে বজ্র পতিত হইয়া প্রতাপের অট্টালিকা ললিতার—সহিত ভূমিসাৎ হইয়াছিল। প্রতাপ মহাকষ্টে জীবন বাঁচাইয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার—নিন্দা করিতে লাগিল। হেষ্টিংশ তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া তাঁহাকে সকল মান্য হইতে চ্যুত করিলেন। তিনি সেই অপমানে, ললিতার শোকে ও শনির—পীড়নে নানা ভাবনা ভাবিতে২ উন্মত্ত হইলেন। তাঁহাকে গলিত কুষ্ঠ-রোগ আক্রমণ করিল। তিনি তাহার যাতনায় কৃত পাপের—ফল ভুগিতে লাগিলেন। প্রত্যহ সেই যাতনায়—ব্যথিত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। ক্রমে তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়াতে, একদিন তিনি গঙ্গার ঘাটের—উপরে বসিয়া শরীরের যাতনায় গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিবেন ভাবিতেছেন; এমন সময়ে সুশীলার বাক্য যথার্থ হইবার—কারণ—তাঁহার মস্তকে বজ্র পতিত হইল। তিনি তাহাতে গতায়ু হইয়া যাতনার অবসান প্রাপ্ত হইলেন।

নন্দকুমারের অন্যায় হত্যা ও অপরাপর রাজ কার্য্যের বিশৃঙ্খলতা বশতঃ বঙ্গে অরাজকতা উপস্থিত হইলে; ইংলণ্ড হইতে হেষ্টিংশকে ভারত ত্যাগ করিয়া যাইবার সংবাদ আসিল। ফ্রান্সিস সাহেব তচ্ছ্রবণে আনন্দিত হইয়া হেষ্টিংশ যাইবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডে গমন করিয়া হেষ্টিংশের নামে মিথ্যা অভিযোগ স্থির করিলেন। পরে হেষ্টিংশ বিলাতে যাইলেন। তথাকার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহার দোষ সপ্রমাণ করণার্থে তাঁহাকে বিচারী-কৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। হেষ্টিংশ নির্দ্দোষী—ছিলেন, তিনি বহু-মুদ্রা ব্যয় করিয়া সেই—বিচারে নির্দ্দোষী স্থির হইলেন। ফ্রান্সিসের কৌশল তাহাতে প্রকাশ হইয়া পড়িল, ফ্রান্সিস্ সেই অপমানে কোন উপায়ে স্বীয়—জীবন ত্যাগ করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। হেষ্টিংশ ধর্ম্মের জয় পতাকা মস্তকে করিয়া পুনরায় ভারত শাসন করিতে আগমন করিলেন।

কন্যাগতপ্রাণা ললিতার—জননী যে দণ্ডে ললিতার আত্মহত্যার সংবাদ শ্রবণ করিলেন; সেই দণ্ডেই শোকে উন্মত্ত হইয়া "ললিতা—ললিতা" শব্দে জাহ্নবীনীরে ঝম্প প্রদান করিয়া জীবনের সহিত শোকের অবসান করিলেন।

শ্যামা রসিকমোহনের রূপে ও রসিকতায় ভুলিয়া ছিল। প্রতাপের—সর্ব্বনাশ হইবার পরে সে রসিকমোহনকে গোপনে আত্মসমর্পণ করিল। রসিকমোহন সামান্য—সম্পত্তি লইয়া শ্যামার সহিত বৃন্দাবনে গমন করত তথায় চিরজীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

সুখলাল জহরী যে দণ্ডে নন্দকুমারকে জাল পরোয়ানা ধরাইয়া বাটী ফিরিয়া আসিয়া ছিল। সেই দণ্ডেই সে অন্য কোন প্রকার দায়রার দাবীতে পতিত হওত বন্দী হইয়া কারাগারে মহা কষ্টে জীবন প্রদান করিল।

প্রকৃতি চক্রের চক্র একবার ঘুরিল।
কুমার নন্দের—কথা ব্যোম পথে শোভিল॥

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ.

দক্ষিণামোহনের আশা।

আমি আমার পুঁথির একাদশ পরিচ্ছেদ লিখিতে আরম্ভ করিয়াই দক্ষিণামোহন ও রাজকুমারী—অনঙ্গমুঞ্জরীর—রহস্য-দর্শনে বিমুখ হইয়া মোক্তার মহাশয়ের খাতাখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করি। মোক্তার মহাশয়ের মোহনীয়—রচনায় ও হৃদয়—বিদারক উচ্ছ্বাসে আমি এতদূর মোহিত হইলাম; যে—আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে সেই—গলিতপ্রায়—খাতাখানির আদ্যোপান্ত পাঠ সমাপন করিয়া তাহাকে বঙ্গসংসারে প্রচার করণার্থে আমার পুঁথিতে সন্নিবিষ্ট করিলাম। তাঁহার রচনা পাঠে আমাকে আকুল করিল। আমি খাতাখানির—পাঠ সমাপন করিয়া এক দিবস প্রাগুক্ত বিষয় ভাবনা করিতে লাগিলাম। সে দিবস রাজসরকারে কার্য্য করিতে যাইলাম না। আজ অষ্ট দিবস রাজসরকারে অনুপস্থিত রহিলাম। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পদে দক্ষিণামোহন বাবু অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনিও আমাকে সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের ন্যায় ভাল বাসিতেন।

সে নিশা বিগত হইল। পরপ্রত্যূষে দক্ষিণামোহন বাবু আমাকে রাজসরকারে যাইতে বলিলেন। আমি পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করিলাম। রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়াই অনঙ্গমুঞ্জরীর কথা মনে পড়িল। মনে মনে তাহার কথা ভাবিতে লাগিলাম। এদিকে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল। সন্ধ্যা সমাগমে দামোদর-শোভা দ্বিতীয় স্বর্গের ন্যায় রূপ ধারণ করিলেন। আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম; উত্তরীয় প্রভৃতি রাখিয়া দ্বারের সন্নিহিত স্থানে

পাদচালনা আরম্ভ করিলাম। যে ঘরে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বসিতেন, সেই ঘরে দক্ষিণামোহন বাবু এক্ষণে বসেন। সন্ধ্যার অন্ধকার মোচন করিবার কারণ সেই ঘরে আলোক জ্বলিল। আমি সেই ঘরের জানালার নিকটে যাইয়া দেখিলাম মদনমোহন—মূর্ত্তিতে দক্ষিণামোহন বসিয়া একখানি পত্র পাঠ করিতেছেন। তিনি পাঠ সমাপন করিয়া একটু বিষণ্ণ হইলেন। ক্ষণেক কি ভাবিলেন, শেষে সেই জানালার মধ্য দিয়া নিরাশান্তঃকরণে—আকাশের—দিকে চাহিলেন :—চাহিয়া দেখিলেন—চাঁদেও কলঙ্ক রহিয়াছে!! তদ্দর্শনে—তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইল। তিনি চন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া অপনা আপনি বলিলেন :—

"তুমি পৃথিবীর সার বস্তু—ত্রিভুবনের—অলঙ্কার!! তোমাতেও—কলঙ্ক!! নির্ম্মম—বিধির বিধি বোঝা ভার!! চন্দ্রমা! পুরাণে বলে তুমি পরোপকার করিতে—কলঙ্কী হইয়াছ!! কিন্তু লোকে তোমাকে কলঙ্কী চাঁদ বই বলে না। আজ আমি কি কোরবো!! আজ সমগ্র সংসার আমাকে কি বোল্‌বে? আমিও যে কলঙ্কের ডালি—মস্তকে ধারণ করিতে যাইতেছি? তাহাতে যে আর এ সংসারে—মুখ দেখাইতে পারিব, তাহার উপায় থাকিবে না। সংসার! সংসার তো সামান্য—কথা!! বনে ফুল ফুটিলে লোকালয়ে তাহার সৌরভ কিসে আসিবে!! পৃথিবীর সার বস্তু প্রণয়! সেই—প্রণয়কে যদি হৃদয়ে না ধারণ করিতে পারিলাম, না উপযুক্ত পাত্রে ব্যবহার করিতে পারিলাম; তবে আর আমার জীবনে প্রয়োজন!! প্রকৃতি ও পুরুষে যদি প্রণয় না থাকিত, তাহা হইলে কি সংসার চলিত!! আমি ঈশ্বরের নিয়ম অবহেলা করিতেছি না। সমাজ!! যদি অনঙ্গমুঞ্জরী আমার হৃদয়বাসিনী হন; তাহা হইলে আমার সমাজে প্রয়োজন!!"

দক্ষিণামোহন পত্র পাঠে উন্মত্ত হইয়া সংসার ভুলিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার মনে পিতৃ-মাতৃ স্নেহ উত্থিত হইল। তিনি তাহাদের উদ্দেশে বলিলেন :—

"চ্যুত—বসন্ত সমাগমে গর্ভ ধারণ করিল; উপযুক্ত সময়ে মুকুলিত হইল।

উপযুক্ত সময়ে ফলভারাক্রান্ত হইল। সেই ফল উপযুক্ত সময়ে পাকিয়া ভূমে পতিত হইল। সেই ফলের বীজ হইতে পুনরায় বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া অন্যান্য ফল ও পুষ্প প্রসব করিতে লাগিল। ঈশ্বরের সৃষ্টি কৌশলে জীব বৃদ্ধি করিবার কারণ জীবের জন্ম। বৃক্ষ বৃদ্ধি করিবার কারণ বৃক্ষের উৎপত্তি। তবে মনুষ্য অপরাপর জীব অপেক্ষা অধিক পরিমাণে মায়া রজ্জুতে আবদ্ধ !! মাতা পিতার মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধ্যান করিব। সর্ব্বদা মনে মনে দেখিব। তথাপি অনঙ্গমঞ্জরী যদি আমার হন, আমি সমস্তই পরিত্যাগ করিতে পারিব।"

দক্ষিণামোহন এই তর্ক মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া চঞ্চল হইলেন। মনের বেগে পত্র খানি একধারে ফেলিয়া অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। যেখানে সেই পত্রখানি পতিত ছিল, তথায়—যাইয়া তাহা কুড়াইয়া লইলাম, স্বীয় গৃহে আসিয়া প্রদীপের আলোকে পাঠ করিতে বসিলাম ঃ—তাহাতে এই লেখা ছিল ঃ—

"দক্ষিণামোহন! তুমি আমার মনোমোহন! তুমি আমার হৃদয়মোহন !! আজ তিন দিবস তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া জীবন্মৃত হইয়া আছি। আর তুমি যে পত্র লিখিয়াছিলে ঃ—তাহার আর কি উত্তর দিব! তোমাকে গুটীকতক কথা জিজ্ঞাসা করি—তুমি সেই কয়েকটী কথার উত্তর প্রদান করিলে আমি তোমার মতের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছি কি না তাহা বুঝিতে পারিবে !! তাহার প্রথমটি এই ঃ—

"হরিণী যুথচ্যুত হইয়া বনে বনে বেড়াইতে ছিল; তাপিত তপনে তাহাকে তৃষ্ণা প্রদান করিল। সে তৃষ্ণায় আকুল হইয়া জলাশয় ভ্রমে মরীচিকার অনুগামিনী হইল। ক্রুর ব্যাধ তথায় লুকায়িত ছিল, বধ করিতে আসিল। তথায় যদি করুণাদেব বর্ত্তমান থাকেন, তিনি কি সে হরিণীকে উদ্ধার করিবেন না?"

দ্বিতীয় কথা এই ঃ—

"হেমন্তের প্রারম্ভে কুজ্ঝটিকায় আবৃত প্রভাত তপনের মুখ না দেখিয়া কমলিনী মনের দুঃখে মৃণালের গর্ভে লুকাইয়া ছিল। হেমন্ত গেল, শীত গেল, তথাপি সে মুখ তুলিল না। যখন বসন্তের কোকিল তরুশাখায় বসিয়া বসন্তবাহার—গাহিতে লাগিল, তখন সে সানন্দে, তপনকে দেখিবে বলিয়া - মৃণালের গর্ভ হইতে মাথা তুলিল। সে অহোরাত্র তপনকে দেখিবে বলিয়াই মাথা তুলিল; তপনের কি তাহাকে দুঃখ দিয়া অস্তে গমন করা উচিত ?"

তৃতীয় কথা এই ঃ—

"বিধিই সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। সেই বিধির নিয়মমতে বিষ্ণু স্বয়ং চন্দ্রমার রূপে মোহিত হইয়া তাহারে সমুদোথিত সুধা প্রদান করিলেন; চন্দ্রমা স্বীয়—জীবন সূর্য্যকে পূর্ব্ব হইতে প্রদান করিয়াছিল। সে সুধাময়ী হইয়া সূর্য্যের সহবাস ইচ্ছা করিয়া সূর্য্যের কারণ ত্রিলোকে ভ্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু সূর্য্য এমনি নিষ্ঠুর, যখন চন্দ্রমা যে দিকে যায় সূর্য্য তাহার অপর দিকে উদয় হয়। চন্দ্রমা সেই ভাবনায় প্রত্যহই কলায় কলায় ক্ষীণা হইতে লাগিল। অমাবস্যায় মূর্চ্ছা যাইতে লাগিল, সময়ে সময়ে রাহু আসিয়া তাহাকে একলা পাইয়া গ্রাস করিতে লাগিল। তথাপি সূর্য্য তাহার নিকটে আসিল না। এটী কি সূর্য্যের উচিত ?"

ভাই! তোমাকে আমি কি জানাবো—তুমি পণ্ডিত। তবে যে কয়েকটী প্রশ্ন করিলাম, তাহা স্বাভাবিক চপলতার কারণ করিলাম। তুমি যদি আমাকে সন্ন্যাসিনী হইতে বল, আমি স্বচ্ছন্দে তোমাকে সন্ন্যাসী রূপে পাইলে তাহাও হইতে পারি। তুমি যদি আমাকে ব্রহ্মচারিণী হইতে বল, আমি তোমাকে ব্রহ্মচারী রূপে পাইলে তাহাও হইতে পারি। আর কি বলিব। চক্ষে জল আসিল কয়েক ফোঁটা পত্রে পড়িল। তাহাতে যদ্যপি অক্ষর মুছিয়া গিয়া থাকে, মাপ করিও ?"

আমি পত্রখানি পাঠ করিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। অনঙ্গমঞ্জরীর প্রতি কথা যেন আমাকে আশ্চর্য্য করিয়া তুলিল। অনঙ্গমোহিনী সামান্যা

প্রণয়ের কারণ সংসার—ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত আছেন। আমি পত্র খানি গোপান রাখিয়া ক্ষণেক চুপ করিয়া বসিলাম। শেষে আহারাদি সমাপন করিয়া শয়ন করিলাম। মোক্তার মহাশয়ের খাতা খানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া অবধি আজ আট—দিবস সুখে নিদ্রা যাইতে পারি নাই। ঘুমাইতে চেষ্টা করিলেও যেন তাঁহার মোহনীয় নায়ক নায়িকার বৃত্তান্ত আমি স্বপ্নে দেখিতাম। আজ নিদ্রাদেবী আমাকে তাহার ক্রোড়ে স্থান দিলেন। আমি নিদ্রিত হইলাম।

সেই নিশায় আমি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ঘুমাইতেছি, এমন সময়ে কে যেন দ্বারে শব্দ করিল। আমি চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিলাম। স্থির চিত্তে শুনিলাম কে যেন কাহার সহিত মৃদু স্বরে কথা কহিতে২ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আস্তে২ স্বীয় গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিলাম। মৃদু পদবিক্ষেপে বাহিরে আসিয়া সেই কণ্ঠস্বরের লক্ষ্য করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলাম। কোথাও কাহাকে না দেখিতে পাইয়া যে ঘরে দক্ষিণামোহন শয়ন করিতেন, সেই ঘরের সন্নিকটে যাইলাম। দ্বার আবদ্ধ দেখিলাম কিন্তু ভিতরে আলো জ্বলিতে ছিল, আবার তন্মধ্যে পূর্ব্বশ্রুত কণ্ঠস্বরে কাহারাও কথা কহিতে ছিল। সেই গৃহের দক্ষিণ দিকে একটী জানালা ছিল, আমি তদ্দেশে যাইয়া তাহার মধ্যস্থ ছিদ্রদ্বারা গৃহের মধ্যে দেখিলাম ঃ—

দক্ষিণামোহন অজ্ঞানে শয়ন করিয়া আছেন; তাঁহার সম্মুখে দুইটী কামিনী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাহাদের দুইটীই, পরমা সুন্দরী, একটী রাজকুমারী অনঙ্গ মুঞ্জরী; দ্বিতীয়টী তাঁহার প্রিয়তমা সখী!!

বীভৎস প্রণয়! তোমার কি ক্ষমতা! যে অনঙ্গ মুঞ্জরীকে তপন দেব সহসা দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। সেই অনঙ্গ মুঞ্জরী অলঙ্কারহীনা হইয়া গোপনে দক্ষিনামোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া স্বয়ং আসিয়াছেন। অনঙ্গ মুঞ্জরী অঞ্চলে মুখ ঢাকিলেন। তাঁহার সখী সহর্ষে দাঁড়াইয়া দক্ষিণামোহনের রূপ দেখিতে লাগিল। সখী দেখিল ঃ—

দক্ষিণামোহনের গণ্ডদেশ পূর্ণহরিতালের বর্ণ; সখী মনে ভাবিল এমন বর্ণ কিসে শোভা পায়!! অনঙ্গ—মুঞ্জরীর অধরোষ্ঠের রক্তবর্ণ মিশিলে। সে পুনবায় দক্ষিণামোহনের ভুজবল্লী দেখিল; দেখিয়া ভাবিল যেন পদ্মহীন মৃণাল রহিয়াছে; সে ভাবিল এ কোমল মৃণাল—পদ্ম নহিলে শোভা পায় না; সেই কারণে সে মনে মনে বলিল, অনঙ্গমুঞ্জরীর বদনই কমল; যেদিন দক্ষিণামোহন স্বহস্তে অনঙ্গের বদনে হস্ত প্রদান করিবেন সেই দিনই সপদ্ম—মৃণাল হইবে! সখী পুনবায় দক্ষিণামোহনের শরীরকে আকাশের ন্যায় দেখিয়া ভাবিল, যে দিন অনঙ্গ বামধনু রূপে উহাতে শোভিত হইবে, সেই দিনই এ রূপরাশি সার্থক হইবে।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মণিকাঞ্চন সম্মিলন।

সখী মনে মনে দক্ষিণামোহনের রূপে কি কি মিশাইলে রূপের গরিমা বৃদ্ধি হইবে তাহা স্থির করিল। শেষে অস্থির হইয়া দক্ষিণামোহনকে জগৎসম্মোহিনী নিদ্রাদেবীর ক্রোড় হইতে তুলিয়া লইবার কারণ; দক্ষিণামোহনের সম্মুখে যাইয়া কৌশল স্থির করিতে লাগিল।

এদিকে দক্ষিণামোহন অনঙ্গমুঞ্জরীর পত্রিকা পাঠ করিয়া অস্থির চিত্তে শয়ন করিয়া ছিলেন। তিনি অনঙ্গমুঞ্জরীর ভাবনায় স্বীয় স্মৃতিকে কাতর

করিয়া তুলিলেন। ক্রমে পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রা যাইলেন। নিদ্রাঘোরে অনঙ্গমুঞ্জরীকে স্বপ্নে দেখিলেন :—“ অনঙ্গ—মুঞ্জরী যেন দিব্যোহিণী মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি তিন দিবস হইতে অনঙ্গ-মুঞ্জরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, এই কারণে অনঙ্গমুঞ্জরী যেন অভিমান করিয়াছেন। অভিমান ভরে অনঙ্গমুঞ্জরীর নয়নদ্বয় যেন ছল ছল করিতেছে। অনঙ্গমুঞ্জরী যেন অধোবদনে বসিয়া আছেন। তিনি যেন কত উপায়ে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন।”

দক্ষিণামোহন এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাঘোরে বলিলেন :—

“ ছিঃ অনঙ্গ ! আমার উপরে ক্রোধ করিও না।”

সখী—আশ্চর্য্য হইল, অনঙ্গমঞ্জরী দেখিলেন যে তিনিই যে একাই অনঙ্গ বানে জর্জ্জরিত হইয়াছেন তাহা নহে ; তাঁহার কারণ দক্ষিণা-মোহনও ব্যাকুল হইয়াছেন। তিনি দক্ষিণামোহনের কষ্ট পল-মাত্র সহ্য করিতে না পারিয়া দক্ষিণামোহনকে জাগাইতে সখীকে আদেশ করিলেন। সখী দক্ষিণামোহনের কর্ণের কাছে যাইয়া বলিল :

‘ ওহে ! মনোমোহন, গাত্রোত্থান কর ?”

চিন্তায়—ঘোর নিদ্রায় অভিভূত কেহই হইতে পারে না। দক্ষিণা-মোহন নিদ্রাবশেও চিন্তা করিতে ছিলেন। তিনি একেবারে অচেতন হয়েন নাই। সখীর সম্বোধন শুনিয়া চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন :- যাহা স্বপ্নে দেখিতে—ছিলেন ; সেই অমূল্য নিধি তাঁহার গৃহগত হইয়াছে. তিনি সাশ্চর্য্যে শয়ন,ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন :—

সখী সময় পাইয়া বলিল :

“ লোকে বলে পরস্ব অপহরণ করিলে, অপহারক স্থির হইতে পারে না। তা তুমি তো বেশ নিদ্রা যাচ্ছিলে ?”

দক্ষিণামোহন অপ্রতিভ হইয়া সভয়ে গাত্রোত্থান করত অনঙ্গমঞ্জরীর হস্ত ধরিয়া শয্যায় বসাইলেন। অনঙ্গমঞ্জরী অভিমান ভরে বসিলেন। সখী পুনরায় বলিল :—

"আচ্ছা ভাই! তুমি এ ব্যবসায়ে—কত দিবস শিখিয়াছ?"

দক্ষিণামোহন আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন ঃ

"কোন ব্যবসায়?"

সখী বলিল ঃ—

"কেন, দস্যু বৃত্তি!"

"দস্যুগণ! সতন্ত্র প্রকৃতির লোক নয়!! অভাব না হইলে কেহ সহজে অপহরণ করে না। আমার অভাব হইয়াছে তাই এই ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছি; কিন্তু ভাই! আরো বলি আমি যে একা চুরি করিয়াছি তাহা নয়, তোমার ভর্তৃণীও আমার মন চুরি করিয়াছেন!"

সখী—থামিল। দক্ষিণা বাবু অনঙ্গমুঞ্জরীর উদ্দেশে বলিলেন ঃ—

"শুভে! এ দাসের প্রতি এতদূর কৃপা প্রকাশের কারণ?"

অনঙ্গমুঞ্জরী একটু মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন ঃ—

"ভাই দক্ষিনামোহন! তোমার এ প্রশ্নের উত্তর আমি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। তুমি কি নদী দেখেচো?

দক্ষিনামোহন আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন ঃ—

"দেখিয়াছি।"

অনঙ্গমুঞ্জরী বলিলেন ঃ—

"তবে ভাই! সেই স্রোতস্বতীকে জিজ্ঞাসা কর? সে বলিবে কেন যে সে সর্ব্বদা সমুদ্রের কারণে উন্মত্ত হইয়াছে!!"

দক্ষিণামোহন অনঙ্গমুঞ্জরীর কথায় আশ্চর্য্য হইলেন; তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। তিনি অবাক্‌চিত্তে চাহিয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে অনঙ্গমুঞ্জরী বলিলেন ঃ—

"তুমি কি বিদ্যুৎ দেখিয়াছ?".

দক্ষিণামোহন আশ্চর্য্য হইয়া রহিলেন; তদ্দর্শনে অনঙ্গমুঞ্জরী পুনরায় পূর্ব্ব প্রশ্ন করিলেন।

দক্ষিণামোহন পুনরায় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন ঃ—

দেখিয়াছি !”

অনঙ্গমুঞ্জরী সহাস্য বদনে স্বীয় দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া ববিলেন ঃ—

“ আচ্ছা সে চপলা কেন বল দেখি !”

দক্ষিণামোহন আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিলেন, ক্ষণপরে বলিলেন, আমি সে বৃত্তান্ত বিশেষ অবগত নহি !!

অনঙ্গ মুঞ্জরী পুনরায় বলিলেন ঃ—

“দেখো পদার্থ—বিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, পৃথিবীস্থ পঞ্চভূতের সহিত তাহার—প্রণয় আছে; কিন্তু নির্ম্মম বিধাতা তাহাকে বল পূর্ব্বক মেয়েব সাহিত পরিণয় সংঘটন করাইয়াছেন। মেঘ তাহার চঞ্চল চিত্ত দেখিয়া সর্ব্বদা সাবধানে রাখে; হঠাৎ পবনের সহিত মেঘের সমর উপস্থিত হইলে সে অবকাশ পাইয়া দ্বারে নিয়োজিত বজ্ররূপ দ্বারীর হুঙ্কার সহ্য করিয়াও একবার করিয়া সে পৃথিবীস্থ—পঞ্চভূতকে আকর্ষণ করিবার কারণ গগনে প্রকাশ পায়। তাই বলি কেহ কি কাহারো হস্তে মন সমর্পণ করিয়া শূন্য মনে গৃহে থাকিতে পারে? দেখো দক্ষিণামোহন! আমি তোমাকে মন সমর্পণ করিয়া পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিতে সম্মত আছি, তোমার অভিলাষ জানিতে আসিয়াছি।”

অনঙ্গমুঞ্জরী নিরস্ত হইলেন। সখী দক্ষিণামোহনকে অনঙ্গের দক্ষিণে বসাইলেন। মেঘের ক্রোড়ে সৌদামিনী দেখা দিল। মণিকাঞ্চনের সম্মিলন হইল।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আশ্চর্য্য-রহস্য!!

দামোদরশোভা নগরের বর্ত্তমান মহারাজার নাম আতপকেতু। তাঁহার দুইটি মহিষী ছিলেন, একটীর নাম গোলাপকুমারী, অপটীর নাম যমুনাকুমারী। গোলাপকুমারী জ্যেষ্ঠা ছিলেন; যমুনাকুমারী কনিষ্ঠা ছিলেন। গোলাপ কুমারীকেই মহারাজ সর্ব্বাগ্রে পরিণয় করেন। গোলাপকুমারী মহারাজ আতপকেতুকে জীবনসর্ব্বস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া মনের সুখে কালাতিপাত করিতেন। মহারাজ আতপকেতুও মহিষী গোলাপকুমারীকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। তিনি মহিষীর সহিত বসন্ত সমাগমে পুষ্পকুঞ্জে বিহার করিতেন; কোকিল কোকিলার সোহাগ-সংগীত শুনিতেন; মলয়জ-বায়ু সেবন করিতেন; প্রফুল্ল কুসুমের সৌরভ আঘ্রাণ করিতেন। তিনি গ্রীষ্মাগমে মহিষীর সহিত গ্রীষ্মাপনোদনার্থে পরমানন্দে স্নিগ্ধাগারে শিরীষ-কুসুমের ও পদ্মপত্রের শয্যায় শয়ন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন; বর্ষায়—জলচর পক্ষীগণের ও ময়ূর ময়ূরীর ক্রীড়া দেখিয়া আনন্দিত হইতেন; শরতে শারদীয় পূর্ণশশীর সুধাময় কিরণ ও ক্ষণ-চঞ্চল মেঘদামের শোভা দেখিয়া হৃদয়ে প্রফুল্ল হইতেন; হেমন্তে মহি-ষীর সহিত সরোবরস্থ পদ্মের দুর্দ্দশা দেখিতেন; শীতে স্বীয় শরীরকে উষ্ণ করিবার কারণ, অহোরাত্র মহিষীকে আলিঙ্গন করণে নিরত থাকিতেন।

এইরূপে মহারাজ আতপকেতুর ঋতুলীলা শেষ হইত। তিনি মহিষীকে নয়নের তারকা ভাবিয়া তাঁহাকে নয়নের অন্তরাল করিতেন না।

কালক্রমে মহারাজ আতপকেতুর সহবাসে মহিষী গোলাপকুমারী গর্ভবতী হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে অতি যত্নে রাখিতে লাগিলেন। পঞ্চমাহায় গর্ভলক্ষণ প্রচার হইল। মহিষী ক্ষীণা হইতে লাগিলেন। উদর স্ফীত হইতে লাগিল। আলস্যই সর্ব্বদা মহিষীকে আচ্ছন্ন করিল। গর্ভাবস্থায় কোন প্রকার কষ্ট বা মনোবেদনা না হয় এই কারণে মহারাজ স্বয়ং তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিতেন। ক্রমে শুভ দশমাহায় মহিষী প্রসূত হইলেন; অপরূপ রূপবান ও দ্বিতীয় চন্দ্রের সদৃশ একটী পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রের মুখ—নিরীক্ষণ করিয়া মহারাণী—গর্ভের সকল যন্ত্রণা ভুলিলেন। মহারাজ পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া জন্ম সফল করিলেন। গগনের চন্দ্রের ন্যায় সেই শিশু মহরাজ ও রাজ্ঞী গোলাপ কুমারীর ভরণ পোষণে দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শুভদিনে শুভক্ষণে মহারাজ তাঁহাকে "প্রতাপকেতু" নাম রাখিলেন। কিছু কাল অতীত হইতে না হইতে মহিষী পুনরায় গর্ভবতী হইলেন। সেই গর্ভে একটী অপরূপ রূপলাবণ্য সম্পন্না কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। পুত্রের পরে কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। মহারাজ কন্যার রূপলাবণ্য দর্শনে তাঁহাকে "অনঙ্গমুঞ্জরী" নাম প্রদান করিলেন।

এইরূপে পুত্র কন্যার মুখ দেখিয়া মহারাজ ও মহারাজ্ঞী আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের যৌবন অতীত হইবার উপক্রম দেখিয়া যৌবন লীলা সমাপন করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে মহারাজ্ঞী মহাপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মহারাজ আতপকেতুর প্রণয় পাশ ছিন্ন করিয়া ও পুত্র কন্যার মায়া পরিত্যাগ করিয়া, মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। মহারাজ সেই শোকে অধীর হইয়া কিছুকাল রাজকার্য্য দেখিতেন না। পরে পাত্রও মন্ত্রি প্রভৃতি পরামর্শ করিয়া মুরসিদাবাদস্থ

কোন সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় কুমারী যমুনাকুমারী নাম্নী রূপ লাবণ্য সম্পন্না কন্যার সহিত তাঁহার দ্বিতীয় বার পরিণয় প্রদান করেন।

বিধির লীলা খেলা বুঝিতে পারে এমন লোক ইহ জগতে জন্ম গ্রহণ করে নাই!! সেই কৌশল বসে মহারাজ আতপকেতু বর্ত্তমান যমুনাকুমারীকে মহিষী রূপে পাইয়া, তাহার নবজাত যৌবনাঙ্কুরের শোভা সন্দর্শন করিয়া, গোলাপ কুমারীর শোক ভুলিলেন। যমনাকুমারী পূর্ণযৌবনা ছিলেন। মহারাজ আতপকেতু বয়স্ক ছিলেন। যমুনাকুমারী স্বীয় কৌশলে মহারাজকে এতদূর বশীভূত করিলেন, যে মহারাজ যমুনাকুমারীর অনুমতি মতে বিষ ভক্ষণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। যমুনাকুমারীর কৌশল বসে মহারাজ আতপকেতু পূর্ব্ব মহিষীজাত কুমার প্রতাপকেতু ও কন্যা অনঙ্গমুঞ্জরীর মায়া ভুলিতে লাগিলেন। রাজকুমার প্রতাপকেতু ক্রমেই পিতার স্নেহের হীনতা দেখিতে লাগিলেন, ক্রমেই বয়স্ক হইয়া সমস্ত বুঝিলেন; ক্রমে যৌবন পদবীতে আরোহণ করিলেন। কুমারী অনঙ্গমুঞ্জরীও ক্রমে যৌবন পদবীতে আরোহণ করিলেন।

এদিকে রাজ্ঞী যমুনকুমারীর পুত্র বা কন্যা কিছুই হইল না। তিনি ঈশ্বরের নিকটে কোন বিষয়ে অপরাধী ছিলেন বলিয়া পুত্র বা কন্যারত্ন লাভ করিতে পারিলেন না। সেই দুঃখই তাঁহাকে সর্ব্বদা আকুল করিত। তিনি সপত্নীর পুত্র "প্রতাপকেতুর" প্রতাপময় মুখমণ্ডল দেখিয়া, হৃদয়ে ব্যথা পাইতেন; সপত্নীর—গর্ভজাতা অনঙ্গমুঞ্জরীর রূপ ও লাবণ্য দেখিয়া হৃদয়ে পুড়িয়া মরিতেন। ক্রমে হৃদয়ে দগ্ধ হইয়া যাহাতে ঐ উভয় পুত্র ও কন্যা একবারে বিনষ্ট হয় তিনি এমন পরামর্শ স্থির করিতে লাগিলেন। মহারাজের তত্ত্বাবধারণে ততদূর অবসর না পাইয়া তিনি সহজে তাঁহাদের কিছুই করিতে পারিতেন না; সর্ব্বদাই সেই উপায়ানুসন্ধান করিতেন। অনঙ্গমুঞ্জরী—বিবাহের উপযুক্ত হইলে, তিনি মহারাজকে আপনার অনুরোধ জানাইয়া কোন আত্মীয় নির্গুণ কুমারের সহিত অনঙ্গের বিবাহ প্রদান করিলেন। অনঙ্গমুঞ্জরী পিতার ও মাতার আদেশ মতে সেই কুমারের

গলায় মাল্য প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে মন প্রদান করেন নাই। ততবধি সর্ব্বদা দুঃখিত থাকিতেন। রাজ্ঞী যমুনাকুমারী—স্বীর কৌশলমতে অনঙ্গকে দুঃখিনী করিয়া মনে মনে আনন্দিত হইলেন। তিনি অনঙ্গকে চিরদুঃখিনী—করিয়া কুমার প্রতাপের অমঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ আতপকেতু তাঁহার কৌশলে সর্ব্বদাই বিমুগ্ধ থাকিতেন, কোন কৌশলই বুঝিতে পারিতেন না। যমুনাকুমারী তাঁহাকে কৌশল নির্ম্মিত পুত্তলিকার ন্যায় করিয়া স্বীয় মনোভিষ্ট সাধন করিতে লাগিলেন। যমুনাকুমারীই ক্রমে মহারাজ আতপকেতুর জীবলীলা স্থল হইয়া উঠিলেন।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

হীরা সুন্দরী।

একা দক্ষিণা মোহন—বাবুর—অনুগ্রহে রাজবাটীর সকলের সহিত আমার বিশেষ প্রণয় হইল। বিশেষতঃ কুমার প্রতাপের সহিত এতদূর সৌহার্দ্দ জন্মাইল, যে তিনি আমাকে না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না; আমিও তাঁহাকে

না দেখিলে থাকিতে পারিতাম না। কুমার প্রতাপের অনুগ্রহে আমি রাজ-বাটীর অন্দর মহলস্থ কামিনীগণের নিকটেও পরিচিত হইয়া ছিলাম; বর্ত্তমান—রাজ্ঞীকে "মাতা" সম্বোধন করিতাম। তিনি আমার জননী সম্বোধনে বিশেষ পরিতুষ্টা হইতেন। আমি অবলীলাক্রমে রাজ-বাটীর সর্ব্বত্র দিবারাত্র পরিভ্রমণ করিতাম। আমার উপরে কাহারো কোন প্রকার সন্দেহ করা দূরে থাকুক সকলেই আমাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে লাগিল। মহারাজকে "পিতা!" সম্বোধন করিতাম, এই কারণে দপ্তরের কায যত করি না করি কেহ কিছু আমাকে বলিতে পারিত না।

দামোদরশোভা নগরের পূর্ব্ব রাজগণের অমিত সম্পত্তির প্রভাবে প্রায় সকল আত্মীয়েরাই রাজ বাটীতে থাকিত। সকল পুরুষেরা কুমার—আখ্যাধারী ছিলেন। সকল কামিনীর—কুমারী—আখ্যা ছিল। সেই আত্মীয়গণের মধ্যে হীরাসুন্দরী নাম্নী কামিনী রাজকুমারী—অনঙ্গ—মুঞ্জরীর প্রিয়তমা বয়স্যা ছিলেন। হীরার জননী প্রতাপ ও অনঙ্গকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। হীরাও অনঙ্গমুঞ্জরীর সমান রূপবতী ছিলেন। কুমার প্রতাপ হীরার রূপ ও সৌন্দর্য্যে স্বীয় হৃদয়কে কাতর করিয়া ছিলেন; কিন্তু হীরা সর্ব্বদা তাঁহার কনিষ্ঠার সহিত থাকিতেন বলিয়া তিনি তাহার নিকটে মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন না। অনঙ্গের প্রকৃতি দক্ষিণামোহনের সহিত মিলিয়া চঞ্চল হইয়া ছিল। হীরা অনঙ্গান্তপ্রাণা ছিলেন। তিনি অনঙ্গের এবম্বিধ ভাব দেখিয়া সর্ব্বদা নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতেন।

এক দিবস তপন-রাজ অস্তাচলের চূড়া অবলম্বন করিলেন। সন্ধ্যা স্বীয় অনুচরীগণের সহিত পৃথিবীতে দেখা দিলেন, এমন সময়ে আমি কুমার প্রতাপের কারণ—রাজবাটীর অন্দর মহলস্থ উপবনের একটী পুষ্পকুঞ্জের মধ্যে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আকাশে চন্দ্রোদয় হইল। নক্ষত্রদাম তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে আসিল। উপবনের স্থানে স্থানে—স্তরে স্তরে পুষ্পকুল প্রস্ফুটিত হইল। মন্দ সমীরণ মৃদু বহিতে লাগিল। আমি সেই পরম রমনীয় স্থানে কুমারের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ অদূর হইতে

কাহার অলঙ্কারধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি চমকাইয়া উঠিলাম। যে দিক হইতে সেই অলঙ্কারধ্বনি আসিতে ছিল; তাহার উদ্দেশে গমন করিলাম। সে রাত্রে চন্দ্রের জ্যোৎস্নার এত প্রভা—যে সহসা চন্দ্রের কিরণকে ভ্রমে সূর্য্যের কিরণও বলা যায়।

আমি কতকদূর—যাইলাম, কোন সাড়া শব্দ পাইলাম না; ক্ষণেক স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। পুনরায় সম্মুখস্থ কুঞ্জ হইতে কাহার—অলঙ্কার কম্পন শব্দ শ্রবণ করিলাম; আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তদুদ্দেশে যাইলাম। দুই এক পদ অগ্রসর হইতে না হইতে সম্মুখে একটী কুঞ্জ দেখিলাম। তাহার চারিদিকে কামিনী ও করবী পুষ্পবৃক্ষ গাড় হইয়া সঙ্কীভূত রহিয়াছে; তাহাদের শাখা প্রশাখা উর্দ্ধে ও বিস্তারে বিস্তৃত হইয়া বাহিরের দৃষ্টিকে ভিতরে যাইতে দিতেছে না। আমি সেই কুঞ্জের সন্নিহিত হইবামাত্র পুনরায় পূর্ব্ববৎ অলঙ্কারের ধ্বনি শ্রবণ করিলাম। মনে কৌতূহল বৃদ্ধি হওয়াতে কুঞ্জের দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া সেই নিবীড় বৃক্ষাবলীব—মধ্যস্থল অতি সাবধানে ভেদ করিয়া প্রবেশ করিলাম। প্রবেশান্তে যাহা দেখিলাম তাহা অপূর্ব্ব!! কুঞ্জের—মধ্যস্থলে একটী মর্ম্মর প্রস্তরের বেদী। তাহার চতুষ্পার্শে গোলাপ ও মল্লিকা গুল্ম সমূহ ফুলভারাক্রান্ত হইয়া শোভিত রহিয়াছে। কুঞ্জের দ্বারের উপরিভাগে বৃক্ষাবলী প্রবেশকারীকে অভিবাদন করিবার কারণ স্বীয় স্বীয় শাখা রূপ হস্ত যোজনা করিয়া রাখিয়াছে। তন্মধ্যে চন্দ্রের কিরণ পতিত হইয়া অতীব মনোরম হইয়াছে। আমি এই সমস্ত দেখিতে ২ হঠাৎ বেদিকার উপরে দৃষ্টি সংরক্ষণ করিলাম। তথায় একটী অপরূপ রূপ-লাবণ্য সম্পন্না বিষন্ন—বদনা কুমারীকে উপবিষ্টা দেখিলাম। কুমারী অবনত—বদনে, গণ্ডে হস্তার্পণ করিয়া একাই কি ভাবিতেছেন। মধ্যে মধ্যে মশক আসিয়া তাঁহাকে জ্বালাতন করিতেছে বলিয়া তিনি হস্ত তাড়নায় তাহাদের নিবারণ করিতেছেন। সেই তাড়নার—কম্পনে তাঁহার হস্তস্থ অলঙ্কার ধ্বনিত হইতেছে। কুমারীর রূপের [illegible] অধিক প্রদানে অনাবশ্যক! পৃথিবীতে যাহা দেখিলে হৃদয় মুগ্ধ হব, সে [illegible]

বর্ত্তমান আছে। কুমারী একবার বদন তুলিয়া চন্দ্রকে দেখিলেন। তিনি বদন তুলিবার মাত্রেই আমি তাঁহাকে চিনিলাম ;

তিনিই হীরা সুন্দরী !!

হীরা সুন্দরী—অত্যন্ত সবলা ছিলেন। তিনি অনঙ্গের মনের চঞ্চলতা দেখিয়া কিসে তাঁহাকে অচঞ্চল করিবেন, তাহার উপায় স্থির করিতে এই কুঞ্জে প্রায়ই আসিয়া ভাবিতেন। তাঁহার অলৌকিক ভঙ্গিমা দেখিতে দেখিতে আবার আর একটী দৃশ্যের উপরে আমার দৃষ্টি পতিত হইল। কুমার প্রতাপ-কেতু—কুমারী হীরার রূপরাশি হৃদয় ভরিয়া দেখিবেন ভাবিয়া কুঞ্জদ্বারের এক পার্শ্বে অলক্ষে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার উভয় নয়ন নির্ণিমেষে হীরাসুন্দরীর উপরে পতিত রহিয়াছে।

হীরা কতক্ষণ—ভাবিয়া আপনা আপনি বলিলেন ঃ—

"অনঙ্গ—মুঞ্জরি! তুমি আমার মন হরণ করিয়াছ? তোমার ভ্রাতা আমার জীবন হরণ করিয়াছেন !! আমাতে আর কি আছে ভাই? দেখো! তোমাকে দেখেই আমি আজো স্থির হইয়া আছি, তোমাকে চঞ্চলা দেখিলে জীবনে বাঁচি কই?"

হীরা সুন্দরী চুপ করিলেন ; ক্ষণেক কি ভাবিলেন ; পুনবায় আপনা আপনি বলিলেন ঃ—

"প্রতাপ কেতু !! মাধুর্য্যের আধার !! অপ্সরী—গণের প্রার্থনীয় বস্তু !! রাজকুমার !! সিংহাসনের ভবিষ্যৎ অধিকারী !! আমি কে! সামান্যা কামিনী !! ভিক্ষুকের মণিলাভ লালসা !! আশ্চর্য্য !!

পুনর্ব্বার—হীরাসুন্দরী চুপ করিলেন ঃ—ক্ষণ পরে বলিলেন ঃ—

"আমি মনে কি ভাবছিলেম !! প্রতাপ—যুবক !! রাজকুমার !! তাহার নিকটে দীন আর অদীন কি? প্রণয় অমূল্য রত্ন !! আমি তাঁকে মনে মনে সেবা করিব !! তিনি পণ্ডিত !! আমাকে পুরস্কার—করিবেনই করিবেন। হৃদয় স্থির হও !! যদি প্রতাপের পদসেবা করিয়াও এ জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, তাহাও স্বীকার !! তথাপি যে আশা মনে করিয়াছি, সে, আশাকে

বিসর্জ্জন দিতে পারিব না ; আমার পঞ্চভূতাত্মক দেহকে পঞ্চভূতে মিশাইতে না পারিলে কখনই তাঁহাকে ভূলিতে পারিব না।”

হীরা সুন্দরী অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। প্রতাপকেতু আর স্থির হইতে পারিলেন না। তিনি মৃদু পদ সঞ্চারে কুঞ্জদ্বার হইতে প্রকাশিত হইলেন। হীরা একমনে কি চিন্তা করিতে ছিলেন। প্রতাপকেতু যে কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন—তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না।

ক্রমে প্রতাপ—নবীনাশয়ে—উন্মত্ত হইয়া ভীত ভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে হীরার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। হীরা তখনও অপর দিকে চাহিয়া ছিলেন, তিনি কুমার প্রতাপকে দেখিতে পাইলেন না। প্রতাপ নিশ্চল ও নির্ব্বাক ভাব ধারণ করত প্রায় দুই নিমেষ হীরা সুন্দরীর প্রফুল্ল যৌবনের রূপরাশি দর্শন করিলেন। শেষে উন্মত্ত হইয়া বিনীত ভাবে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন ঃ—

“ হীরা !!—আ আ ঃ—!! ”

হীরা চমকাইয়া দেখিলেন প্রতাপকেতু !! তিনি লজ্জায় কাতর হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণেক স্থির হইয়া রহিলেন। পরিশেষে তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হওয়াতে প্রস্থান করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

যমুনাকুমারীর প্রয়াস।

গত-দিবসের ঘটনা দর্শনাবধি আমার মন অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট—হইয়া ছিল। হীরাসুন্দরীর কুঞ্জ পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই আমিও তথা হইতে প্রস্থান করিয়া ছিলাম। কুমার প্রতাপকেতু একাই তথায় ছিলেন। প্রাত্যহিক নিয়মে আজিও আমি—রাজ সরকারের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে গমন করিলাম। কার্য্য শেষ হইলে আমি কুমার প্রতাপকেতুর কারণ ব্যাকুল হইলাম। কুমার আমার সহিত সমস্ত দিবসের মধ্যে একবারও সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন নাই। আমিও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনেক চেষ্টা করিলাম কিন্তু সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিলাম না। আমি পুনরায় সেই কুঞ্জের সন্নিকটে গমন করিলাম। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে তথায় কুমার প্রতাপকেতুর—সহিত সাক্ষাৎ করি। রাত্রি হইল, তথাপি প্রতাপকেতু তথায়ও আগমন করিলেন না। মনে অত্যন্ত—বিস্ময় জন্মিল। আমি রাজ বাটীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। কুমার প্রতাপকেতুর মহলে তাঁহাকে অন্বেষণ করিলাম। কোথাও তাঁহার দেখা পাইলাম না। মহারাণী—যমুনাকুমারীর মহলে প্রবেশ করিলাম তথায়ও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। মন অত্যন্ত বিস্মিত হইল। হীরাসুন্দরীর মহলে সর্ব্বদা যাইতাম না, এই কারণে তথায় যাইতে পারিলাম না। মহারাণী যমুনাকুমারীর—মহলের অপরাপর গৃহে কুমারকে অন্বেষণ পূর্ব্বক না পাইয়া মহারাজ্ঞীর উদ্দেশে গমন

করিলাম। তাঁহার প্রধান—সখী আমাকে প্রণাম করিয়া তিনি শয়ন কক্ষে নাই, বলিল। আমি হতাশ হইয়া ফিরিতে ছিলাম, এমন সময়ে যমুনাকুমারীর—মহলের—দক্ষিণ পার্শ্বের—একটী সামান্য কক্ষে কাহার মৃদু ক্রন্দন ধ্বনি শুনিলাম। মন পূর্ণবিস্ময়ে আপ্লুত হইল। সেই কক্ষের এক-ধারে অতি গোপন—ভাবে থাকিয়া অন্তরস্থ রহস্য দেখিবার কারণ উৎসুকী হইলাম। গৃহের দ্বার আবদ্ধ ছিল; চারিদিগের জানালাও আবদ্ধ ছিল। আমি যে দিকের জানালায় দাঁড়াইয়া ছিলাম; সেই জানালার মধ্যে কবাট—সংযোগের—বিচ্ছিন্নতা বশতঃ বাহির হইতে ভিতরের সমস্তই দেখা যাইতে লাগিল। গৃহটী প্রস্থে ও দীর্ঘে রাজবাটীর অপরাপর গৃহাবলীর সমান হইবে। গৃহটী—মধ্যবিৎ রকমের সাজানো ছিল। একধারে একখানি শয্যার সহিত খাট—পাতা আছে। সম্মুখে আলোকাধারে একটী আলো মৃদু দীপ্তিতে জ্বলিতেছে।

সেই—গৃহের মধ্যে একটী অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী—কামিনী মুখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতেছেন। সম্মুখে একটী—কৃষ্ণকায় পুরুষ বিষন্ন বদনে উপবিষ্ট আছেন।

পুরুষটীকে দেখিয়া অগ্রে চিনিতে পারিলাম না। কামিনীকেও চিনিতে পারিলাম না। একে স্বল্লায়তন পথের মধ্য হইতে দেখিতেছি, তাহাতে ভিতরের আলোক হীনপ্রভ হইয়া ছিল। অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া উভয় নায়ক নায়িকার ক্রীড়া দর্শন করিতে লাগিলাম।

কতক্ষণে পুরুষটী স্বীয় গণ্ডস্থিত দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলেন। সেই—হস্ত অল্পে অল্পে প্রসারণ করিয়া তদ্দ্বারা মৃদু রোদিতা যুবতীর হস্ত ধরিলেন; যুবতীর হস্ত ধরিয়া বলিলেন ঃ—

"জীবিতেশ্বরি! তুমি আমার—কৌশলে রাজরাণী হোলে!! আমি যেমন তোমাকে ভাল বাসিতাম, তেমনি তোমাকে রাজরাণী করিয়া দিয়াছি!! ভাই! এখন আমাকে বিস্মৃত হও?, মহারাজকে সেবা কর? আমাকে একেবারে—বিস্মৃত হও?"

কামিনী কি ভাবিলেন; ভাবিয়া চক্ষের অশ্রু অঞ্চলে মুছিলেন, মুছিয়া বলিলেন :—

"নিষ্ঠুর! নারীর—মন যতই কোমল হোক না। পুরুষের মন কোন মতেই আকর্ষণ করিতে পারিবে না। নির্ম্মম! তুমি কেমন কোরে ও কথা মুখে আন্‌লে!! প্রণয় কি নূতন বস্ত্র! যে যখন তাকে ইচ্ছা করিলাম বাহির করিয়া পরিধান করিলাম। যখন ইচ্ছা হইল তুলিয়া রাখিলাম। প্রণয় কি আহারীয় সামগ্রী :—যে যতক্ষণে ইচ্ছা হইল আহার করিলাম, অনিচ্ছা হইলে ফেলিয়া দিলাম। তুমি যদি আমাকে জীবনেই দগ্ধ কোরবে জান্‌তে, তবে কেন আমাকে রাজরাণী কোরলে? দেখো! আমি অতুল সম্পত্তি ভোগ করিতে পাইতেছি বটে, কিন্তু যে লোক জীবনের সাধ মিটাইতে না পারিল, তাহার অর্থে প্রয়োজন!! আমি রাজরাণী হইতে ইচ্ছা করি না। মন লইয়া যদি ব্যস্ত হইলাম, তবে আমার সম্পদে কি প্রয়োজন!! দেখো নিষ্ঠুর? আমি কাল আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব না। কাল আমি এ দুঃখময় জীবন পরিত্যাগ করিবই করিব।"

এই কথা বলিয়া কামিনী পুনরায় মুখে অঞ্চল দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

পুরুষটীর—চৈতন্য হইল। তিনি স্নেহভরে দণ্ডায়মান হইয়া এক হস্তে কামিনীর কণ্ঠ আকর্ষণ করিলেন; অপর হস্তে কামিনীর গণ্ড দেশ ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন :—

"প্রাণেশ্বরি! চকোর—কতক্ষণ চন্দ্রের—সুধা বিনা জীবন ধারণ করে? আমি কি তোমার সহবাস সুখে বঞ্চিত হইয়া সুখে ছিলাম!! মনে সর্ব্বদা তোমাকে ভাবিতাম!! তুমি রাজরাণী হইয়াছ; আর এ অধীনকে যে মনে রাখিবে এ কথা স্বপ্নেও স্থান দিই নাই। এক্ষণে আমার অপরাধ হইয়া থাকে মার্জ্জনা কর? একবার বিধুমুখে হাস্য পূর্ব্বক কথা কও? তচ্ছ্রবণে আমার মৃতপ্রায় জীবন সঞ্জীবন-গুণ প্রাপ্ত হোক

কামিনী পুরবটীর বিনয়ে পূর্ব্বের কথা ভুলিলেন; ক্রন্দন পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন ঃ—

"প্রিয়তম! তোমাকে না পাইয়া আমি যে কি দুঃখে কালাতিপাত করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে হইলে, জীবিত থাকি কি জীবন পরিত্যাগ করি, তাহার স্থির নাই। আমি বসন্তাগমে কাঁদিয়াছি। কোকিলের ধ্বনিরূপ বাণ হৃদয়ে—বিদ্ধ করিয়াছি। গ্রীষ্মাগমে তোমার আগমন চিন্তা করিয়া মনকে উত্তপ্ত করিয়াছি। বর্ষাগমে তোমাকে না পাইয়া মেঘের ও ময়ূরের নৃত্য নয়নে দেখি নাই। শরতাগমে, তোমার মুখ না দেখিয়া চন্দ্রের মুখ দেখিব না ভাবিয়া তাহাও দেখি নাই। হেমন্তাগমে স্নিগ্ধ হইব ভাবিয়া ছিলাম; কিন্তু তোমা বিনা হিম আমার—পক্ষে অনল সম হইয়া ছিল। শীতাগমে আমি জীবন্মৃতপ্রায় হইয়া ছিলাম। অধিক আর কি বলিব! যদি হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দেখাইবার হইত; তাহা হইলে আমি অবলীলা ক্রমে তোমাকে দেখাইতে পারিতাম। প্রিয়তম! আর কত দিন আমাকে যন্ত্রণা প্রদান করবে?"

এই—কথা সমাপন করিয়া কামিনী—পুরুষটীর—বক্ষে মুখ লুকাইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কামিনীর অশ্রু রূপ বাণ পুরুষটীর বক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। পুরুষটী- উন্মত্ত হইয়া কামিনীকে প্রণয়—সম্ভাষণে খাটের উপরে বসাইলেন। কামিনী আনন্দিত হইয়া চক্ষের অশ্রু মুছিতে লাগিলেন। উভয়ে কত কি পরামর্শ হইতে লাগিল। সে সমস্ত কিছুই শোনা গেল না। কতক্ষণের পরে কামিনী মনের সহিত বলিলেন ঃ—

"প্রাণেশ্বর! তোমারই—কৌশলে আমি রাজরাণী হইয়াছি; তোমারি কৌশলে আমি মহারাজকে বশীভূত করিয়াছি; তোমারি কৌশলে আমি অনঙ্গমঞ্জরীকে চিরদুঃখিনী করিবার কারণ তোমার পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছি; আবার তোমারি কৌশলে প্রতাপকেতুকে ভিখারী করিতে চেষ্টা করিতেছি। এক্ষণে বল দেখি ভাই! কি উপায়ে তাহাদের নষ্ট

করি ! তুমি না স্থির—করিলে আর কে করিবে। ঐ উভয় কণ্টক রাজ—সংসার হইতে বিনাশ না হইলে, আমার মন সুস্থির হইতেছে না।"

পুরুষটী—কামিনীকে সন্তুষ্ট করিবার কারণ বলিলেন ঃ—

"মহারাজতো তোমার করগত হইয়াছেন। তাঁহাকে এমন কৌশলে আবদ্ধ করিয়া অনুমতি লইবে, যে অনঙ্গ—মঞ্জরী যাহাতে আমার বাটীতে যান। তাহা হইলেই অনঙ্গ রাজ—বাটী হইবে দূরীভূত হইলেন। পরে একটী ভয়ানক কৌশল আমি স্থির করিয়াছি; তাহাতেই প্রতাপকেতুর সর্ব্বনাশ করিব। তুমি প্রতাপকেতুর সর্ব্বনাশ হইলেই মহারাজকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করাইতে বাধ্য করিবে। তাহা হইলেই তোমার সর্ব্বস্ব হইল। দেখো প্রাণেশ্বরি—! আমাকে তুমি ভুলোনা, তোমাকেও আমি ভুল্‌বো না।"

কামিনী—বলিলেন ঃ—

"অদ্য রাত্রেই অনঙ্গের—সর্ব্বনাশের কৌশল করিব। তুমি রাত্রে পুনবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও?"

আমি এতক্ষণে উঁহাদের চিনিলাম। কামিনী—মহারাজ্ঞী যমুনা কুমারী !! পুরুষটী—তাঁহার সম্পর্কীয় ভ্রাতা—গণপতি সিংহ !!

—০—

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মহারাজ—প্রতাপকেতুর—রাজবুদ্ধি।

—০—

আমি মহাবিস্ময়ে—পতিত হইলাম। উপস্থিত রহস্যের—আনুপূর্ব্বিক না দেখিয়া বাটী—ফিরিতে পারিলাম না। যমুনাকুমারীর শয়ন—কক্ষের বাহিরে একটী নিভৃত স্থানে যাইয়া, বসিয়া রহিলাম। মনে কত ভাব-নার উদয় হইতে লাগিল। কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। দেখিতে

দেখিতে এক প্রহর-নিশা অতীত হইল। রাজ-তোরণে নহবৎ বাজিল। মহারাজ আতপকেতুর শয়নের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইল। বন্দীগণ আসিয়া রাজার শয়ন মহলের দ্বার দেশে স্তুতি সংগীত গাহিতে লাগিল। এমন সময়ে—মহারাজ্ঞী যমুনাকুমারী ত্বরায় স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আমি যে স্থানে বসিয়া ছিলাম, তথা হইতে সমস্তই দেখা যাইতে লাগিল। সখীগণ তাঁহার বেশ বিন্যাস করিতে আগমন করিল। তিনি তাহাদের সে কার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিয়া—বিদায় দিলেন। সখীরা মহারাণীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রস্থান করিল। যমুনা-কুমারী কি উপায়ে অনঙ্গমুঞ্জরীকে নির্ব্বাসিত করিবেন, তাহার উপায় করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি কবরীবদ্ধ বেণী আলুলায়িত করিলেন; অঙ্গের রাগ মুছিয়া ফেলিলেন; কর্ণের ভূষণ, হস্তের অলঙ্কার, নিতম্বের মেখলা, চরণের নূপুর—সমস্তই একে একে খুলিয়া ইতস্তত বিনিক্ষেপ করিলেন। গৃহের ভূমিতে স্বীয় অঞ্চল বিছাইয়া কপট ক্রন্দন করিতে করিতে তিনি শয়ন করিলেন।

এদিকে মহারাজ আতপকেতু সমস্ত দিবাভাগে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া পরিশ্রান্ত হওত রাজ্ঞী—যমুনাকুমারীর বদন সুধাপান পূর্ব্বক শান্তিলাভ করিবেন বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ মাত্রেই তাঁহার মস্তকের মুকুট দ্বারে ঠেকিল। তিনি প্রবেশ মাত্রেই বাধা পাইয়া নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলেন। নিম্নে দৃষ্টি করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া, ক্ষণেক স্তম্ভিত ভাবে রহিলেন; পরে স্বীয় বসিবার আসনে বসিলেন। তাঁহার রাজবুদ্ধি এইবার—মহা গোলোযোগে পতিত হইল। তিনি কতক্ষণের পর বলিলেন :—

"মহিষি! এ—কি!!"

কপটাচারিণী—যমুনাকুমারী—অধিক প্রকারে কপট ক্রন্দন আরম্ভ করি-লেন। মহারাজের—রাজবুদ্ধি নাশ হইল। তিনি যমুনার অশ্রুমণ্ডিত বদন সন্দর্শন করিয়া, হৃদয়ে ব্যথা পাইলেন। পুনরায় সকাতরে জিজ্ঞাসা করিলেন

"প্রিয়তমে! এর কারণ—কি? আমি কি তোমার কোন অপ্রিয়কর কার্য্য করিয়াছি? না তোমার প্রীতি আকর্ষণ করিতে ত্রুটী করিয়াছি! বল—আমাকে আর কাতর করিও না!!

যমুনাকুমারী—পুনবায় অধিক প্রকারে ক্রন্দন করিয়া স্বীয় বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

মহারাজ আতপকেতু তদ্দর্শনে হৃদয়ে ব্যথা পাইয়া স্বীয় হস্তে তাঁহার হস্ত ধরিয়া তাঁহার নিকটে উপবেশন পূর্ব্বক বলিলেন :—

"সে কি প্রাণেশ্বরি! আমিতো সজ্ঞানে তোমার উপরে কোন অপ্রিয়াচরণ করি নাই! তুমি আমার জীবন সর্ব্বস্ব!! তোমাকে না দেখিলে, আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখি। আমি কি এতদূর নির্ব্বোধ যে তোমার যাহাতে দুঃখের উদয় হইবে, সেই কার্য্য করিব। জীবনেশ্বরি! তুমি গাত্রোত্থান কর? আমাকে শীতল কর? যদি আমি কোন অপরাধ করিয়া থাকি; তাহার প্রতিবিধানার্থে তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব।"

যমুনাকুমারী মহারাজের—বুদ্ধিনাশ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। ক্রন্দন পূর্ব্বক বলিলেন :——

"আমি আপনার—মহিষী হইয়া যদি অপমানই সহ্য করিতে লাগিলাম, তবে আমার এ জীবনে প্রয়োজন!! আমি এ সংসারে আর মুখ দেখাইতে অভিলাষ করি না, কল্য যে প্রকারে হোক এ জীবন পরিত্যাগ করিবই করিব।"

মহারাজ—আতপকেতু সাদরে তাঁহার হস্ত ধরিয়া স্বীয় বামে বসাইলেন। আপনার হস্তে আঁখির জল মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন :—

"প্রাণেশ্বরি! বল? কে তোমায় অপমান করিয়াছে!! তাহার প্রতিবিধান করিতে এখনি যত্নবান হইব?"

যমুনাকুমারী—বলিলেন :—

"দেখুন—আপনার অনুমতিতেই কুমার—কার্ত্তিক সিংহের সহিত অনঙ্গ-মঞ্জরীর—বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। কুমার—কর্ত্তিক এক্ষণে যুবক হইয়া-

ছেন। কুমারী—অনঙ্গ—মুঞ্জরীও—যুবতী হইয়াছেন। আপনি কোন মতে কুমার কার্ত্তিকের নিকটে অনঙ্গকে পাঠাইতেছেন না। আমার আত্মীয়েরা সেই কারণে আমাকে নানা প্রকার ভৎর্সনা করিতেছে। এ অপমান সহ্য করিয়া আমি কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিব না।"

মহারাজ—প্রতাপকেতুর—বুদ্ধি একেবারে নষ্ট হইল। তিনি এ প্রহেলিকার ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি স্বচ্ছন্দে বলিলেন ঃ—

"সেকি! আমি কবে কুমার—কার্ত্তিকের নিকটে অনঙ্গকে পাঠাই নাই। অনঙ্গ আমার—স্বামীর নিকট গমন করিবেন, এ অপেক্ষা আনন্দের বিষয় কি আছে!! কল্যই প্রেরণ করিব।"

যমুনাকুমারী আনন্দিত হইয়া বলিলেন ঃ—

মহারাজ! আপনি যদি আমার মান না রাখবেন, তবে আর কে রাখবে। আমার বোধ হয় অনঙ্গের ইহাতে সম্মতি নাই। আপনি অনঙ্গকে এই খানে ডাকাইয়া তাহার সম্মতি গ্রহণ করুণ।"

মহারাজ—তাহাতে সম্মত হইয়া সখীজন দ্বারা অনঙ্গকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। অনঙ্গমুঞ্জরী সানন্দে মনোমোহিনী মূর্ত্তিতে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন। গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক পিতা ও মাতার চরণ বন্দনা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রতাপকেতু বলিলেন ঃ—

"অনঙ্গ! কল্য—তুমি তোমার স্বামী—ভবনে গমন পূর্ব্বক সুখে কাল যাপন করিও? আমি সতত তোমার সংবাদ রাখিব।"

অনঙ্গ বিবাহের দিবসাবধি কুমার কর্ত্তিককে দেখিতে পারিতেন না। তিনি সমস্তই বুঝিয়া বলিলেন ঃ—

"পিতঃ! আমি জানতেম না যে, আপনার বদন হইতে এই কঠোর আদেশ কখন প্রকাশিত হইবে। অনঙ্গ কাল আপনার কৃত সরসীতে ঝম্প প্রদান করিবে, তথাপি নির্গুণ স্বামীর নিকটে গমন করিবে না।"

অনঙ্গ তথা হইতে এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

অনঙ্গমুঞ্জরীর সুখস্বপ্ন।

অনঙ্গমুঞ্জরী পিতার সমক্ষে স্বামী ভবনে যাইবার অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বাহিরে আসিলেন। আমারও যাহা দেখিবার প্রয়োজন ছিল, তাহা শেষ হইল। অনঙ্গমুঞ্জরীর উক্তিতে মহারাজ ও মহারাজ্ঞী উভয়েই চমকিত হইলেন। মহারাজ্ঞী মহারাজকে অনেক ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। মহারাজ আতপ-কেতু তাহাতে মর্ম্মে ব্যথা পাইয়া, মহিষীর কাছে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে কন্যা অনঙ্গকে তিনি যে প্রকারে পাবেন, শশুরালয়ে প্রেরণ করিবেন। মহিষী তাহাত সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজের সহিত মৌখিক প্রেমালাপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার অন্তরে গণপতিসিংহের মূর্ত্তি জাগিতে লাগিল।

আমি আমার নিভৃত অবস্থান হইতে প্রকাশিত হইলাম। অনঙ্গমুঞ্জরী কি করিতেছেন দেখিতে ইচ্ছা হইল; তদুদ্দেশে আমি গমন করিলাম। কুমার প্রতাপ-কেতুর কেলীগৃহ অতিক্রমণ করিয়া অপর প্রাঙ্গণে যাইলেই রাজকুমারীর গৃহ পাওয়া যায়, আমি যাইবার কালে প্রতাপকেতুর গৃহ দেখিয়া যাইলাম। প্রতাপকেতু হীরাসুন্দরীর কারণ কোথায় কি ভাবে আছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। তথা হইতে প্রস্থান করিয়া অনঙ্গমুঞ্জরীর গৃহের সন্নিহিত হইলাম; নিভৃতস্থলে থাকিয়া গৃহমধ্যে অনঙ্গকে দেখিলাম।

অনঙ্গ শয্যার উপরে বসিয়া মস্যাধার সম্মুখে রাখিয়াছেন; বামহস্তে কয়েক খণ্ড কাগজ ধারণ করিয়াছেন; দক্ষিণ হস্তে লেখনী লইয়া কি লিখিতেছেন। তাঁহার পূর্ব্বদূতীরূপা সখী একটী বস্ত্রের পুঁটুলী লইয়া পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। অনঙ্গ কয়েক ফোঁটা অশ্রু বরিষণ করিতে ২ এক খণ্ডের লিখন সমাপন করিলেন; সেই খণ্ড শেষ হইলে তাহা সখীর হস্তে প্রদান করিলেন। সখী তাহা লইয়া প্রস্থান করিল। অনঙ্গমুঞ্জরী যাইবার কালে সখীকে বলিলেন:—

"দেখ সখি! আমার—যা বলিবার তা তো আমি এই পত্রে লিখিয়াছি, এতদ্ভিন্ন তুমি, মনচোরকে মুখে বোলো, যে—অনঙ্গ—যদি আজই গৃহত্যাগিনী

হইতে না পান, তাহা হইলে কল্য সূর্য্য উদয় হইতে না হইতে তিনি মানব-লীলা সম্বরণ করিবেন।"

সখী গমন করিবার পরে তিনি পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত লিখিতে বসিলেন। কয়েক ছত্র লিখিয়া চক্ষের অশ্রু স্বীয় অঞ্চলে মুছিয়া আপনা আপনি একবার পাঠ করিলেন :—

হীরা! তোমাকে আমি কি বলিব; আমি যে দুঃখে দুঃখিনী-তা তো ভাই তোমার অগোচর নাই! আমি যদি হতভাগিনীই না হইব, তবে কেন আমার জননী অকালে মরিবেন। বিমাতা—বিমাতা—বিমাতা অপেক্ষা কালসর্পও ভাল!! পিতা: পিতা বিমাতারূপী কালসর্পিনীর বিষে জর্জ্জরিত, তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু প্রভাহীন হইয়াছে। জগদীশ্বর আমাকে কাঁদিতে সৃজন করিয়াছেন; আমি কাঁদিতেছি। দেখো ভাই! আমি যে পথে পদার্পন করিতেছি, তাহা যে আমার প্রার্থনীয়—তাহা নাহ, কিন্তু মনের—গতি—তীর অপেক্ষা দ্রুত! আমার মন অতি ত্বরায়—সেই পথে গমন করিয়াছে; আমি শূন্যমনে থাকিয়া কি পাগলী হইব; লোকে আমাকে পাগলী বলিবে, না—উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়া নরকের কঠোর শাস্তি ভোগ করিব। সে সব কিছুই পারিলাম না। আমি এক সুরভি কুসুম পাইয়াছি; তাহার—সৌরভই আমাকে আপাততঃ আকুল করিয়াছে। তাহাতে এ যৌবন তরঙ্গ তেজোহীন হইয়া আসিলে কি হইবে বলিতে পারি না। তবে শুনিয়াছি সুরভির সৌরভ নাশ হয় না। হীরা! তুমি আশৈসবাবধি, আমার কারণ আহ্লাদিত হইয়া আছ? আমি দুঃখ পাইলে তুমি ব্যথা পাও? আমার পদে কণ্টক বিদ্ধ হইলে, তোমার বক্ষে বজ্র পতিত হয়! আমি সুখী—হইলে, তুমি আনন্দ-সাগরে ভাসিতে থাক!! আজ ভাই সুখী হইতে চলিলাম!! তুমি মনে মনে সুখী হইও? কিন্তু ব্যভিচারিণী—নাম রহিল। যদি জীবন সুখে কাটাইতে পারি, তাহা হইলে ঐ কলঙ্ক মস্তকের মণি হইবে। নচেৎ জননীর—শ্রীপাদ পদ্মের অনুসরণার্থে এ ছার জীবন পরিত্যক্ত হইবে। ভাই! দুঃখ করিওনা—কাঁদিও না, জন্মের মত বি—দা—য়!!"

তোমারি প্রণয়াধার-অনঙ্গ!!"

অনঙ্গমুঞ্জরী—এই পত্রের—পাঠ সমাপন করিয়া পুনরায় অঞ্চলে অশ্রু মুছিলেন; পুনরায়—অপর-খণ্ড লিখিতে লাগিলেন। কিয়ৎ কালের মধ্যে লিখন সমাপন করিয়া পুনরায় পাঠ আরম্ভ করিলেন।

"মান্যবর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপকেতু—

দাদা!

এ হত ভাগিনী পূর্ব্ব জন্মে মহা পুণ্য করিয়াছিল, তাহাতেই আপনাকে ভ্রাতা সম্বোধন করিতে পাইয়াছে!! দাদা!! আপনার অমিত স্নেহ-পাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া যদি একেবারে জীবন পরিত্যাগ করিতাম সে সংবাদ শ্রবণে আপনার ক্ষণেক দুঃখ হইত;—কিন্তু আজ আপনার ভগ্নি নিন্দা সাগরের হস্তে জীবন প্রদান করিবে তাহা শ্রবণে আপনার উচ্চ মস্তক নিম্ন হইবে। দাদা! আপনি জানিবেন, আপনাকে আর কি বলিব যে দিন জননী স্বর্গে গিয়াছেন, সেইদিন আমাদের উভয়ের সমস্তই ফুরাইয়াছে!! আমি জীবন পরিত্যাগ না করিয়া কলঙ্কিনী নাম লইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলাম। ভাই! কখন যদি আমাকে স্মরণ হয়, আপনার পদতলে চাহিয়া দেখিবেন আমি তাহাতে অঙ্কিত থাকিব। বিমাতা কালসর্পিণী বেশে পিতাকে দংশন করিয়াছেন, সেই পিতার হীন বুদ্ধি প্রভাবে আমি আজ সংসার পরিত্যাগ করিলাম।

"তবচরণারবিন্দাশ্রিতা অনঙ্গ মুঞ্জরী।"

অনঙ্গমুঞ্জরী এই পত্র পাঠ সমাপন করিয়া, ক্ষণেক ক্রন্দন করিলেন; পুনরায় তাহা স্বীয় অঞ্চলে মুছিলেন; পুনরায় আর এক খণ্ড কাগজে লিখিলেন। লিখন সমাপ্ত করিয়া পাঠ করিলেন:—

"পিতঃ! পিতঃ!! কি মধুর—পবিত্রকারী নাম!! এ জন্মে আর যে কলুষিত মনে পিতঃ পিতঃ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিব, তাহার আশা করি নাই!! পিতৃদেব আপনার অনঙ্গ কলঙ্কের ডালি মস্তকে করিয়া ভিখারিণী হইল। যদি কখন বিমাতার কৌশল বুঝিতে পারিয়া এ হত ভাগিনীকে স্মরণ করেন, তাহা হইলে আপনার পদমূলে আমার অঙ্কিত নাম, দেখিবেন, এই

মাত্র প্রার্থনা। বিমাতা কালসর্পিণী, তাহার দংশনের ভয়ে আমি গৃহ পরিত্যাগ করিলাম। দাসী সহস্র অপরাধ করিল; কন্যা বলিয়া মার্জ্জনা করিবেন, এই মাত্র ভিক্ষা !!"

হতভাগিনী—কন্যা অনঙ্গমুঞ্জরী !!

অনঙ্গমুঞ্জরী—এই পত্রের লেখা সমাপন করিয়া, একবার—প্রাণ ভরিয়া ক্রন্দন করিলেন। জন্মের মত সংসার ত্যাগ করিতেছেন ভাবিয়া কাঁদিয়া লইলেন। তিনি সেই পত্র কয়েক খানি লইয়া গৃহের বাহির হইয়া, হীরার গৃহে প্রবেশ করিয়া, তাহার শির প্রদেশে দুই খানি পত্র রাখিয়া আসিলেন। পুনবায় তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রতাপকেতুর গৃহে একখানি পত্র প্রক্ষেপ করিয়া স্বীয় গৃহে আসিলেন। আর কাঁদিলেন না; মুখে আনন্দ প্রকাশিত হইল। তাঁহার যত অলঙ্কার—ছিল, সেই সমস্ত একে একে সংগ্রহ করিয়া তিনি স্বীয় অঞ্চলে আবদ্ধ করিলেন; গৃহের চারিদিকে চাহিলেন :—

তাঁহার হৃদয় হইতে সংসারের আশা দূর হইল, তিনি দক্ষিণামোহনকে জীবনের সার বস্তু ভাবিয়া, কলঙ্করে আভরণ ভাবিয়া, ধর্ম্মকে কণ্টক ভাবিয়া, সতীত্বকে ভস্ম ভাবিয়া, গৃহ পরিত্যাগ করিতে কৃত সংকল্প হইলেন। এমন সময়ে দূতী—আগমন পূর্ব্বক সংবাদ দিল :—

"দক্ষিণামোহন প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন।"

হরিণ যেমন ব্যাধের বংশীর ধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া, সেই ধ্বনির উদ্দেশে গমন করিয়া জীবন সমর্পণ করে, তদ্রূপ তিনি রাজ—বাটী পরিত্যাগ করিয়া, উপবনে প্রবেশ করিলেন; তথা হইতে বাহির হইয়া যে অশ্বথমূলে দক্ষিণা-মোহনকে দেখিয়াছিলেন, তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। আমিও গোপন ভাবে তথায় অলক্ষে রহিলাম। অশ্বথমূলে দুইটী অশ্ব ছিল, একটীতে দক্ষিণা-মোহন চাপিলেন, অপরটীতে রাজকুমারী অনঙ্গ—মুঞ্জরী চাপিলেন। উভয়েই ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া ঘোটক ছুটাইয়া দিলেন। সখী—কি বিল।

অনঙ্গ মুঞ্জরীর গৃহ ত্যাগের সহিত আমার পুঁথির তৃতীয় কল্পনাও শেষ হইল।

আমার নিবেদন।

যে ভবচিন্তামণির অচিন্তনীয় কৌশল পরবশে প্রকৃতিদেবী জন্মগ্রহণ করিয়া ঃ—ভূঃ—ঃভূব—স্বঃ প্রভৃতি লোকত্রয় স্বীয় স্বত্বঃ—রজঃ—তমোঃ গুণের প্রভাবে শাসিত করিতেছেন। সেই প্রকৃতি দেবীর—কৃপাবলে আজ আমি বঙ্গ সংসারের তৃতীয়—চিত্রপটের সদৃশ রহস্য প্রতিভার তৃতীয় কল্পনা সমাপন করিলাম। ইহা পাঠে—যদি কেহ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তাঁহার নিকটে জীবন উৎসর্গ করিতে সম্মত রহিলাম, যদি কেহ অসন্তুষ্ট—হইয়া থাকেন তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্রে জ্ঞান জ্যোতি উদ্ভাবিত করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। ইহার প্রথম কল্পনায় আধুনিক ধন গর্ব্বে গর্ব্বিত; অধর্ম্ম—পথে বিহারিত, বীভৎস কামোত্তেজনায় উত্তেজিত—বঙ্গবাসীগণের চিত্র আঁকিতে আরম্ভ—করিয়া দ্বিতীয়—কল্পনায় তাহাদের পরিণাম দেখাইয়া ছিলাম। পুনরায় বঙ্গীয়-বুধ বৃন্দের—অনুরোধে ইহার তৃতীয় কল্পনায় রাজনীতি—পিতৃ—মাতৃ—নীতি প্রভৃতি অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিয়া—যাহা যাহা আঁকিতে হইবে তাহা সন্নিবেশ করিলাম। ইহাদের—পরিণাম চতুর্থ কল্পনায় দেখাইতে প্রতিশ্রুত রহিলাম। যে ক্ষণ ভঙ্গুর-জীবনের উপরে নির্ভর করিয়া রহস্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কল্পনা শেষ করিলাম; সেই ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবনের উপরে—বিশ্বাস করিয়াও চতুর্থ—কল্পনা লিখিতে প্রতিশ্রুত রহিলাম। এই তিন—কল্পনা সমাপন করিতে মহা মহা দুর্দ্দৈব ঘটনাবলীর মধ্যে পতিত হইয়াও প্রকৃতির কৌশলে দুইবার শরৎ ও এক বার করিয়া আর—পঞ্চ ঋতুরও অন্ত দেখিলাম।

এই কল্পনায়-মুগ্ধ হইয়া, যে যে বুধ-বৃন্দ অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন; আমি তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞতা দেখাইতে ইচ্ছা করিয়া ছিলাম, কিন্তু অনেকেই তাহাতে অসম্মত হওয়াতে সর্ব্ব—সমক্ষে তাঁহাদের উদ্দেশে চির কৃতজ্ঞ রহিলাম।

যাঁহারা পত্রিব—দ্বারা আ ... কাছেন, তাঁহাদেরও নিকটে অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞ রহিলাম। যাঁহারা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় ভবনে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়া বিফল প্রয়াস হওত ক্ষুব্ধ হইয়া ছিলেন; তাঁহাদের—নিকটে—কর-জোড়ে মার্জ্জনা-ভিক্ষা করিলাম।

পরিণামে আমার বক্তব্য এই যে, যে সকল মহাত্মা আমাকে এই বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বরব্রাহ্মণবংশজ পরম সুহৃৎ শ্রীমান—পূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ই আমাকে বিশেষ উৎসাহীকৃত করিয়া স্বয়ং এই মহা কার্য্যের কার্য্যাধ্যক্ষতা লইয়াছেন; এই কারণে তাঁহার নিকটে বন্ধুত্ব নিয়মে আবদ্ধ হইয়া অন্তরের সহিত ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, যেন তিনি তাঁহার মতিকে এইরূপ পথেই সর্ব্বদাই ধাবিত রাখেন।

২১ শে আশ্বিন }
১২৮৬ শাল। }

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র।

ভ্রম সংশোধন।

এই পুস্তকের কর্ম্মা সমস্ত সংশোধন করিবার অনবধানতা বশতঃ অনেক গুলি কাগজে ১১ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তিতে ভ্রাতা শব্দের পরিবর্ত্তে "দাতুষ্পুত্র" হইয়াছে। তাহা ভ্রাতা হইবে। ২৮শ পৃষ্ঠার ১৬পংক্তিতে ১১৭৫শালের পরিবর্ত্তে ১১৮১ শাল হইবে। ১১৯শ পৃষ্ঠার প্রথম পংক্তিতে অষ্ট বৎসরের পরিবর্ত্তে—দুই বৎসর হইবে। এতদ্ভিন্ন মুদ্রা কার্য্যের দ্রুতত্বা নিবন্ধন যে সমস্ত বর্ণাশুদ্ধি আছে তাহা পাঠক মহাশয়েরা স্বানুগ্রহে স্থির করিয়া লইবেন; দ্বিতীয় সংস্করণে পরিশুদ্ধ করিব।